তাফসীরে উসমানী

চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

তাফসীরে উসমানী

চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

[সূরা যুমার থেকে সূরা নাস পর্যন্ত]

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

অনুবাদ

মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরে উসমানী (চতুর্থ খণ্ড) [৭৭৬ পৃষ্ঠা]
শায়খুল হিন্দ্ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

অনুবাদক ঃ মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা ঃ ২৬৯
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২২৪১
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.১২২৬
ISBN : 984-06-0885-1

প্রকাশকাল
জুন ২০০৪
জুমাদাল উলা ১৪২৫
আষাঢ় ১৪১১

প্রকাশক
শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
ফোন ঃ ৯১৩৩৩৯৪

বর্ণবিন্যাস
নিউ হাইটেক কম্পিউটার
জি, পি, ক–৩৮, মহাখালী, ঢাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মেসার্স আল-আমিন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা

মূল্য ঃ ৩২০.০০ (তিনশত কুড়ি) টাকা মাত্র।

TAFSIR-E USMANEE (4th Volume) (Commentary on the Holy Quran) :: Written by Shaikhul Hind Hazrat Maulana Mahmudul Hasan (Rh) and Shaikhul Islam Hazrat Maulana Shabbir Ahmad Usmanee (Rh) in Urdu, translated by Maulana A. B. M. Saiful Islam into Bangla and Published by Director, Translation and Compilation Dept. Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 9133394

June 2004

Web Site : www.islamicfoundation-bd.org
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org

Price : Tk 320.00; US. Dollar : 12.80

সূচিপত্র

সূরা যুমার

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূরা মু'মিন (গাফির)

সূরা হা-মীম আস-সাজদা

সূরা যুখরুফ

সূরা দুখান

সূরা জাসিয়া

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূরা মুহাম্মাদ

সূরা আল-ফাত্হ

সূরা হুজুরাত

সূরা কাফ

সূরা যারিয়াত

শিরোনাম	পৃষ্ঠা

সূরা মুম্তাহিনা

সূরা আস্-সাফ্ফ

সূরা আত-তাহ্রীম

সূরা মুলক

সূরা কালাম

শিরোনাম পৃষ্ঠা

সূরা নূহ

সূরা জিন

সূরা মুয্যাম্মিল

মহাপরিচালকের কথা

আল-কুরআন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের পাক কালাম। বিশ্ব-মানবের পথ-নির্দেশনার জন্য মহানবী (সা)-এর উপর নাযিল হয় সৃষ্টিকর্তার এ বাণী। মহানবী (সা) সেই আসমানী দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী বিশ্বমানবকে আহ্বান করেছেন সত্য-সুন্দর কল্যাণ এবং ইহকাল ও পরকালের সার্বিক সাফল্যের পথে।

পবিত্র কুরআনের বাণী এবং বর্ণনাভঙ্গি বহু ক্ষেত্রেই অনুপম ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিতময়তা ও রূপকে আচ্ছাদিত। বস্তুত এই বৈশিষ্ট্যটি পবিত্র কুরআনের অনন্য মু'জিযারই পরিচায়ক। এই অনন্য ব্যঞ্জনা তথা সাংকেতিক আবহের কারণেই পবিত্র কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাব ও মর্মবাণী পুরোপুরি অনুধাবন ও সুষ্ঠুভাবে হৃদয়ংগম করা অনেক সময় আমাদের জন্য দুরূহ হয়ে পড়ে। এ সমস্যা মুকাবিলার জন্যই উদ্ভব হয় আল-কুরআনের তাফসীর চর্চার। বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে কুরআনুল করীমের প্রগাঢ় ভাব-ব্যঞ্জনা, অন্তর্নিহিত মর্মবাণী সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তোলা হয় তাফসীরের মাধ্যমে। স্বভাবতই মানব-কল্যাণে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা অপরিসীম।

আল্লাহ্ তা'আলার অসীম করুণায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআন বাংলায় তরজমা ও প্রকাশের কাজ বহু পূর্বেই সম্পন্ন করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি খ্যাতনামা তাফসীর গ্রন্থও বাংলায় তরজমা ও প্রকাশের ব্যবস্থা সাধিত হয়েছে। জগত-বরেণ্য মনীষী ও ইসলামী চিন্তাবিদদের চিন্তা-চেতনা ও প্রজ্ঞা বৈচিত্র্যের সঙ্গে সম্যক পরিচয়-পরিচিতির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র কালাম যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করার লক্ষ্যেই একাধিক বিশ্ববিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ তরজমা ও প্রকাশের পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি।

এ ধারানুক্রমেই 'তাফসীরে উসমানী' শীর্ষক বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতোপূর্বে এর তিনটি খণ্ড প্রকাশ করা হয়েছে। এক্ষণে চতুর্থ অর্থাৎ শেষ খণ্ড প্রকাশিত হচ্ছে। দারুল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসার শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) কর্তৃক উর্দূ ভাষায় বিরচিত এই মুবারক গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)। আমরা আশা করি, এই তাফসীর গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ বাংলাভাষী মুসলিম ও অনুসন্ধিৎসুদের প্রভূতরূপে উপকৃত করবে।

রাহমানুর রহীম, তাঁর সীমাহীন রহমতে, আমাদের এই প্রচেষ্টা কবূল করুন। আমিন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি শুকরিয়া জানাই এজন্য যে, বহু প্রত্যাশিত মশহূর তাফসীর গ্রন্থ 'তাফসীরে উসমানী'র বাংলা তরজমা প্রকাশের তাওফীক তিনি আমাদের দিয়েছেন। এই তাফসীর গ্রন্থটি প্রণয়নের কাজ শুরু করেছিলেন উপমহাদেশের ইসলামী জ্ঞান-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র দারুল উলূম দেওবন্দ-এর মুহ্তারাম শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)। তিনি পুরো কুরআন শরীফের উর্দূ তরজমা এবং চার পারা পর্যন্ত তাফসীর সম্পন্ন করার পর ইন্তিকাল করেন (১৯২০ খ্রি.)। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র) অসমাপ্ত কাজ অত্যন্ত যোগ্যতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। তাঁর নামানুসারেই তাফসীর-গ্রন্থটি 'তাফসীরে উসমানী' নামে পরিচিত।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা প্রয়োজন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ বেশ ক'খানা তাফসীর-গ্রন্থ বাংলায় তরজমা করে প্রকাশ করেছে। আরও কয়েকটি প্রকাশের প্রক্রিয়ায় রয়েছে। তাফসীর-গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটানোর কারণ হলো, বিষয়বস্তু ও আলোচনা-উৎস এক হলেও এসব তাফসীরের মাধ্যমে ইসলামী শাস্ত্রে দিক্‌পাল পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনীষা-বৈচিত্র্যের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পরিচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। বিভিন্ন মনীষীর জ্ঞান ও মেধা এত সুগভীর ও বহুধাবিস্তৃত যে, এসব তাফসীর-গ্রন্থের সমন্বিত অধ্যয়ন ও অনুশীলন বাংলা ভাষায় তাফসীর-চর্চার দিগন্তকে সুপ্রসারিত করবে ইন্‌শাআল্লাহ্। দুই মশহূর মনীষীর প্রতিভার স্পর্শধন্য 'তাফসীরে উসমানী' একটি প্রথম শ্রেণীর প্রামাণ্য তাফসীর-গ্রন্থ। এই কিতাব প্রণয়নকালে লেখকদ্বয় প্রখ্যাত আলিমে দীন শাহ আবদুল কাদির মুহাদ্দিস দেহলভী (র)-এর বহুল পঠিত ও সমাদৃত তাফসীর-গ্রন্থ 'তাফসীরে মূযিহুল কুরআন'-এর অনুসরণ করেছেন। আমরা আশা করি, এ মূল্যবান কিতাবের বাংলা তরজমা বাংলাভাষী পাঠক, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষকদের প্রভূত সহায়তা করবে। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস মাওলানা আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম, সম্পাদনা করেছেন মাওলানা মুহাম্মদ মূসা। সবাইকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মূল কিতাবের মধ্যে কোন বিষয়-শিরোনাম নেই। কিন্তু বাংলাভাষী পাঠকদের এই মূল্যবান কিতাবের বিষয়বস্তু ও মর্মবাণী সহজে হৃদয়ঙ্গম করার সুবিধার্থে আমরা অনুবাদে বিষয়-শিরোনাম সংযোজন করার স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ

করেছি। তাফসীর গ্রন্থটির প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ড ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। এক্ষণে চতুর্থ খণ্ড অর্থাৎ শেষ খণ্ডটি প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর অপার করুণায় এই কিতাবের সাহায্যে পবিত্র কুরআনকে আরও ভালোভাবে বুঝার ও তদনুযায়ী আমল করার তাওফীক দিন এবং আমাদের সকলকে সীরাতুল মুস্তাকীমে চলার সামর্থ্য নসীব করুন। আমিন!

শেখ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

তাফসীরকারের শেষ নিবেদন

সেই পরম দয়ালু পালনকর্তার শুকর কোন্ ভাষায় প্রকাশ করবো, যাঁর খালেস তাওফীকে এ মহান কাজ আজ সমাপ্তিতে উপনীত হয়েছে। এলাহী! আজ আরাফাতের দিন। আরাফাত ময়দানে অবস্থানের সময় তোমার কালামে পাকের অতি সামান্য খিদমত সম্পন্ন হয়েছে কেবল তোমারই অনুগ্রহের বদৌলতে। শত বিনয় ও মিনতি সহকারে এটা তোমার পাক দরবারে পেশ করছি। তুমি নিজ দয়াগুণে তা কবূল করে নাও এবং একে গ্রহণযোগ্য বানাও।

এলাহী। আমি স্বীকার করছি যে, এ খিদমতে আঞ্জাম দিতে গিয়ে আমার দ্বারা নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার দাবি পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তোমার রহমত যখন সায়্যিয়াত (পাপরাশি)-কে হাসানাত (পুণ্য)-এ পরিণত করতে পারে, তখন বাহ্যিক কল্যাণকে প্রকৃত কল্যাণে পরিণত করা এমন কি আর বড় কাজ! তোমার সম্পর্কে আমি আশা করি যে, তুমি নিজ অনুগ্রহে এ তুচ্ছ প্রচেষ্টাকে চির-অম্লান করে রাখবে এবং এর নেক ফল দ্বারা উভয় জগতে আমাকে ধন্য ও পুলকিত করবে।

হে আল্লাহ্! তুমি তোমার কুরআন মজীদের বরকতে আমার, আমার মাতা-পিতার, আমার শায়খ ও উস্তাদগণের, আমার আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের এবং সেসব ব্যক্তির, যাঁরা ছিলেন এই নেক কাজের আহ্বায়ক-উদ্বোধক এবং যাঁরা এই মহান কাজে সাহায্য-সহায়তা দিয়েছেন, তুমি তাঁদের সকলকে ক্ষমা করো এবং দুনিয়া ও আখিরাতের বিপদ থেকে তাদেরকে হিফাযতে রাখো এবং অনুবাদকের সঙ্গে জান্নাতুল ফিরদাউসে মিলন ঘটাও।

'হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি আমাদের পক্ষ থেকে এ কাজ কবূল করো। নিঃসন্দেহে তুমি মহান শ্রোতা, মহান জ্ঞাতা। হে আল্লাহ্! কবরের নিঃসঙ্গতায় তুমি আমার সঙ্গী হও। হে আল্লাহ্! মহান কুরআনের উসীলায় তুমি আমার প্রতি দয়া করো এবং আমার জন্য ঈমান, নূর, হিদায়াত ও রহমতে পরিণত করো। হে আল্লাহ্! কুরআনের যা আমি ভুলে গিয়েছি, তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও, যা জানি না তা জানিয়ে দাও এবং দিবস-রজনী আমার ভাগ্যে কুরআন জুটিয়ে দাও। হে রব্বুল আলামীন! কুরআনকে আমার জন্য প্রমাণে পরিণত করো। আমীন!

কবি কি চমৎকার বলেছেন,

"কুরআনের শুরু' 'বা' দিয়ে আর শেষ হচ্ছে সীন, অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের জন্য কুরআনই যথেষ্ট।"

আল-আবদুল ফাকীর ফযলুল্লাহ ওরফে শাব্বীর আহমদ ইবন ফযলুর রহমান উসমানী

৯ই জিলহাজ্জ, ১৩৫০ হিজরী

দেওবন্দ

তাফসীরে উসমানী

চতুর্থ খণ্ড

সূরা যুমার

৭৫ আয়াত, ৮ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

(٢) اِنَّاۤ اَنْزَلْنَاۤ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّيْنَ ○

(٣) اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ ؕ وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُ
هُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيْ مَا هُمْ فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ؕ اِنَّ
اللّٰهَ لَا يَهْدِيْ مَنْ هُوَ كٰذِبٌ كَفَّارٌ ○

১. এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র নিকট থেকে।[১]

২. আমি তোমার নিকট এই কিতাব সত্যসহ নাযিল করেছি। অতএব তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করো তাঁর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে।

৩. জেনে রাখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।[২] যারা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করেছে তারা বলে, আমরা তো এগুলোর পূজা এজন্য করি যে, এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ্ তার ফায়সালা করে দিবেন।[৩] যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ্ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[৪]

---

১. আল্লাহ্ তা'আলা প্রবল পরাক্রমশালী। সুতরাং তাঁর কিতাবের বিধি-বিধান সর্বত্র প্রচারিত ও কার্যকর হবেই। কোন বিরোধী শক্তি তার প্রচার ও কার্যকারিতায় বাধা

(٤) لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۙ سُبْحٰنَهٗ ؕ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ○

৪. আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করতে চাইলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। পবিত্র ও মহান তিনি![৫] তিনি আল্লাহ্ এক, প্রবল পরাক্রমশালী।[৬]

দিতে পারবে না। তিনি প্রজ্ঞাময়। তাই দুনিয়ার অন্য কোন কিতাব এই কিতাবের সৌন্দর্য, পরিপাট্য ও প্রজ্ঞার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না।

২. একনিষ্ঠ ইবাদতই আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ রীতিমত আল্লাহ্ তা'আলার একনিষ্ঠ ইবাদত করতে থাকুন, যাতে শির্‌ক ও প্রদর্শনীর লেশমাত্র না থাকে। আর কথায় ও কাজে লোকজনকে সেদিকে দাওয়াত দিন এবং ঘোষণা করুন যে, আল্লাহ্ তা'আলা এমন ইবাদতই কবূল করেন যা একান্তভাবে তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত। আল্লাহ্‌র দরবারে নিষ্ঠাহীন আমলের কোনই মূল্য নেই।

শির্‌কবাদীদের যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়

৩. মুশরিকরা সাধারণত এই কথা বলে বেড়ায় যে, এই সকল ছোট ছোট ইলাহ ও দেবতার পূজার মাধ্যমে আমরা বড়ো খোদার নৈকট্য অর্জন করবো। তিনি আমাদেরকে দয়া দেখাবেন। ফলে আমরা সফলকাম হবো। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ওই অসার যুক্তির উত্তর দিয়ে বলেন, এসব খোঁড়া যুক্তি দ্বারা নির্ভেজাল তাওহীদে (একত্ববাদে) যে বিবাদ সৃষ্টি করছো এবং সত্যপন্থীদের সাথে মতবিরোধে লিপ্ত হচ্ছো। অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তার কার্যকরী ফায়সালা হয়ে যাবে।

৪. অর্থাৎ যে ব্যক্তি অন্তরে এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে রয়েছে যে, সে কখনও সত্য কথা মানবে না, মিথ্যা ও অসত্যকেই সর্বদা আঁকড়িয়ে থাকবে, প্রকৃত নিআমতদাতাকে ছেড়ে মিথ্যা অনুগ্রহকারীদের উপাসনা করবে। আল্লাহ্‌র মহান রীতি এই যে, এ সকল লোককে তিনি সাফল্যের পথ দেখান না।

৫. এখান থেকে তাদের মতবাদ খণ্ডন করা হচ্ছে— যারা বলে, আল্লাহ্ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন। যেমন খৃস্টানগণ হযরত মসীহ (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে। তাদের একদল হযরত মসীহ (আ)-কে তিন খোদার একজন বলে বিশ্বাস করে। অন্যদিকে আরবের কোন কোন গোত্র ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র কন্যা বলে ঘোষণা করে। অর্থাৎ যদিও ধরে নেয়া হয় (অবশ্য যা পুরোপুরি অসম্ভব) যে, আল্লাহ্ কখনো সন্তান গ্রহণের ইচ্ছা করতেন তাহলে নিশ্চয় তাঁর সৃষ্ট জগত থেকে কাউকে সন্তানরূপে মনোনীত করতেন। কারণ দলীল-প্রমাণ দ্বারা তো সাব্যস্ত হয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত যত কিছুর অস্তিত্ব আছে সবই তাঁর সৃষ্ট। এটা তো স্পষ্ট যে, সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে কোন প্রকারের অংশীদারিত্ব নেই। তাহলে একে অপরের পিতা বা পুত্র হবে

(٥) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ يُكَوِّرُ الَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِىْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اَلَا هُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفَّارُ ۝

(٦) خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ ۗ يَخْلُقُكُمْ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنْۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِىْ ظُلُمٰتٍ ثَلٰثٍ ۗ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ فَاَنّٰى تُصْرَفُوْنَ ۝

৫. তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা।[৭] এবং তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে নিযুক্ত করেছেন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখো, তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[৮]

৬. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি থেকে। তারপর তিনি তা থেকে তার যুগল সৃষ্টি করেছেন।[৯] তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার চতুষ্পদ জন্তু।[১০] তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন[১১]তোমাদের মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে একের পর এক ত্রিবিধ অন্ধকারে।[১২] তিনিই আল্লাহ্ তোমাদের পালনকর্তা সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই। অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে কোথায় চলছ?[১৩]

কেমন করে? সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি জগতের মধ্যে আত্মীয়তার এই সম্পর্ক যখন অসম্ভব তখন আল্লাহ্ তা'আলার এরূপ ইচ্ছা করাও অকল্পনীয়। উপরন্তু যদি ধরে নেয়া হয় যে, এরূপ ইচ্ছা অসম্ভব নয় তাহলেও তিনি ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করতে যাবেন কেন? সৃষ্টিজগত থেকেই যখন গ্রহণ করতে হবে তখন উন্নত পুত্র সন্তানগুলো তোমাদেরকে দিয়ে অনুন্নত কন্যা সন্তানগুলো তাঁর জন্য গ্রহণ করবেন কোন দুঃখে?

৬. অর্থাৎ সবকিছু তাঁর কর্তৃত্বাধীন ও আজ্ঞাবহ। তাঁর উপর কারো কর্তৃত্ব নেই। তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষীও নন। তাহলে শেষ পর্যন্ত সন্তান গ্রহণ কি উদ্দেশ্যে?

৭. সূর্যাস্তের সময় পূর্ব দিকে তাকান, মনে হবে যেন আঁধারের একটি চাদর ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে এবং সম্মুখস্থ পশ্চিম দিকে দিনের আলোকে পাটির ন্যায় ক্রমান্বয়ে আচ্ছাদিত করে ফেলছে। তদ্রূপ প্রত্যূষে দেখা যায় যে, দিনের আভা রাতের অন্ধকারকে

(৭) إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۖ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ○

৭. তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ্ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন, তিনি তাঁর বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পসন্দ করেন না।[১৪] যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের জন্য তা পসন্দ করেন।[১৫] একের পাপভার অন্যে বহন করবে না।[১৬] তারপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবহিত করবেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও অবগত।[১৭]

পূর্ব দিক থেকে আচ্ছাদিত করে এগিয়ে আসছে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, একটির উপর দিয়ে অপরটি এগিয়ে আসে, ভাংচুরের প্রয়োজন হয় না।

৮. অর্থাৎ তিনি তাঁর মহাশক্তি দ্বারা এই ব্যবস্থাপনা স্থিতিশীল ও অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। মানুষের সত্যদ্রোহিতা ও সীমাহীন পাপাচারের পরিণতিতে এই ব্যবস্থাপনা ও নিয়ম-শৃংখলা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ণ। তাঁর ক্ষমা ও ঔদার্যের প্রেক্ষিতে এক মুহূর্তেই তিনি এটি ধ্বংস করে দিচ্ছেন না।

৯. অর্থাৎ হযরত আদম (আ) এবং তাঁর সঙ্গিনী হযরত হাওয়া (আ)।

১০. অর্থাৎ তোমাদের উপকারার্থে তিনি নর ও নারী জাতীয় আট প্রকারের চতুষ্পদ গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন ঃ উট, গরু, ভেড়া ও বকরী। সূরা আনআমে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

১১. অর্থাৎ ধাপে ধাপে সৃষ্টি করেছেন। যেমন বীর্য থেকে রক্তপিণ্ড। রক্তপিণ্ড থেকে মাংস খণ্ড। তারপর হাড়, এর উপরে গোশ্‌তের আচ্ছাদন। তারপর রূহ সঞ্চার করেছেন।

১২. প্রথমত পেট দ্বিতীয়ত জরায়ু এবং তৃতীয়ত ঝিল্লী যার ভেতরে বাচ্চা থাকে। বাচ্চা প্রসবের সাথে সাথে ঝিল্লিও বেরিয়ে আসে।

১৩. অর্থাৎ যখন সৃষ্টিকর্তা সেই একক আল্লাহ্, প্রতিপালকও তিনি, প্রভুও তিনি, সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারীও তিনি, তখন মা'বূদ ও উপাস্য তিনি ব্যতীত আর কে হতে পারে? এক আল্লাহ্‌র জন্য এসব গুণাবলীর স্বীকৃতি দেওয়ার পর অন্যের বন্দেগী করো কোন্ যুক্তিতে? এতটুকু নিকটে এসে আবার কোন্ দিকে ফিরে যাও?

১৪. অর্থাৎ কাফির হয়ে তাঁর অনুগ্রহ ও দাবী অস্বীকার করলে তোমাদেরই ক্ষতি। তাঁর কিছুই ক্ষতি হবে না। তবে একথা অবশ্যই সত্য যে, বান্দার কুফরী তিনি পসন্দ করেন না। বান্দাদের কাফির হওয়া এবং সত্যত্যাগী হওয়াতে তিনি অসন্তুষ্ট হন। বান্দাদের জন্য এসব অপকর্ম তিনি ঘৃণা করেন।

(৮) وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓا إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا ۖ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ○

৮. মানুষকে যখন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করে তখন সে একাগ্র চিত্তে তার প্রতিপালককে ডাকে। পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে কষ্টের কথা বিস্মৃত হয়ে যায়, ইতিপূর্বে যার জন্য সে তাঁকে ডেকেছিল এবং সে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ স্থির করে; অপরকে তাঁর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য।[১৮] বলুন, কুফরীর জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত।[১৯]

---

১৫. অর্থাৎ বান্দাগণ তাঁর অনুগ্রহ স্বীকার করবে তাঁর অনুগত হবে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এটাই তিনি পসন্দ করেন। এগুলোর কল্যাণ তো তাদের দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।

১৬. অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ হবে একজন আর তার জন্য শাস্তি ভোগ করবে অন্যজন, এরূপ অন্যায় তাঁর দরবারে হতে পারে না। যে যা করবে সে তার ফল ভোগ করবে।

১৭. অর্থাৎ তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পর প্রত্যেকের ভাল-মন্দ সকল কর্ম প্রত্যেকের সম্মুখে রাখা হবে। ছোট-বড় কোন কর্মই অনুপস্থিত থাকবে না। কারণ কোনটিই আল্লাহ্‌র অবগতি বহির্ভূত নয়। হৃদয় কন্দরে যা লুক্কায়িত থাকে তাও তিনি অবগত।

১৮. অর্থাৎ মানুষের অবস্থাই অদ্ভুত। সে বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ করে। কারণ তখন সে দেখতে পায় যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ বিপদ থেকে মুক্তি দিতে পারে না। তারপর আল্লাহ্‌র দয়া ও মেহেরবানীতে যখনই সে কিছুটা শান্তির পরশ পায়, সাথে সাথে সেই দুঃখের কথা ভুলে যায় যাতে সে পতিত হয়ে আমাকে ডেকেছিল। তখন আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসিতায় এত অধিক মত্ত হয়ে পড়ে যেন আমার সাথে কখনও তার কোন সম্পর্ক ছিলো না। আল্লাহ্‌র দেয়া নিআমতসমূহকে মিথ্যা ও মনগড়া উপাস্যদের দেওয়া বলে ঘোষণা করে এবং এক আল্লাহ্‌র সাথে যে সম্পর্ক স্থাপনের কথা ছিল ওগুলোর সাথে সেই সম্পর্ক স্থাপন করে। এভাবে সে নিজেও পথভ্রষ্ট হয় এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে।

১৯. অর্থাৎ আচ্ছা ঠিক আছে, কাফিররূপে কয়েক দিন দুনিয়ার সুখ-শান্তি উপভোগ করে নাও। আল্লাহ্ তা'আলা যে কয়দিন অবকাশ দেন সেই কয়দিন দুনিয়ার বিলাস-বৈভবে মত্ত হয়ে সুখ ভোগ করতে থাকো। তারপর তোমাকে জাহান্নামেই থাকতে হবে, সেখান থেকে আর কখনও মুক্তি পাবে না।

(٩) أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَّقَائِمًا يَّحْذَرُ الْاٰخِرَةَ وَ يَرْجُوْا
رَحْمَةَ رَبِّهٖ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ۗ اِنَّمَا
يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۟

(١٠) قُلْ يٰعِبَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۗ لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ
الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةٌ ۗ اِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝

৯. যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।[২০]

১০. বলুন, হে আমার মু'মিন বান্দাগণ![২১] তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এই দুনিয়াতে সৎকাজ করে তাদের জন্য আছে পুণ্য।[২২] আল্লাহ্‌র পৃথিবী প্রশস্ত। ধৈর্যশীলদেরকে তো অগণিত পুরস্কার দেয়া হবে।[২৩]

---

২০. অর্থাৎ যে বান্দা রাতের নিদ্রা ও বিশ্রাম ত্যাগ করে আল্লাহ্‌র ইবাদতে নিয়োজিত থাকে, কখনও মহাপ্রভুর দরবারে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও সিজদাবনত হয়। একদিকে আখিরাতের ভয় অপরদিকে আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের সুদৃঢ় আশা। আল্লাহ্ তা'আলার এই নেকবখত বান্দা আর উপরোল্লিখিত বদবখ্‌ত মানুষ, যে বিপদের সময় আল্লাহ্‌কে ডাকে আর বিপদ মুক্তির পর তাঁকে পরিত্যাগ করে, এরা দু'জন কি সমান হতে পারে? কখনো নয়। এরা সমান হতে পারে না। যদি সমান হয় তাহলে বলতে হবে, জ্ঞানী আর মূর্খ, বুদ্ধিমান আর নির্বোধের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু এই মহাসত্য ও স্পষ্ট বিষয়টিও শুধু তারাই চিন্তা করে অনুধাবন করে যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা বোধশক্তি দান করেছেন।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই বাণী পৌঁছিয়ে দিন।

২২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে ভালো কাজ করবে, আখিরাতে সে কল্যাণ লাভ করবে অথবা মর্ম এই, যে ভালো কাজ করবে দুনিয়াতেও সে ভালো প্রতিফল পাবে, তা প্রকাশ্যও হতে পারে, অপ্রকাশ্যও হতে পারে।

২৩. দীন পালনের স্বার্থে প্রয়োজনে জন্মভূমি ত্যাগ করবে। অর্থাৎ কোন দেশের জনগণ যদি তোমাকে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান পালনে বাধা দেয়, তবে আল্লাহ্‌র পৃথিবী তো সুবিশাল সুবিস্তৃত, এমন কোন দেশে হিজরত করো যেখানে বাধা-বিঘ্ন ছাড়া স্বাধীনভাবে

(১১) قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ۙ

(১২) وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝

(১৩) قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

(১৪) قُلِ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُۥ دِينِى ۙ

(১৫) فَٱعْبُدُوا۟ مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِۦ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْخَٰسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا۟
أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ أَلَا ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۝

১১. বলুন, আমি আদিষ্ট হয়েছি আল্লাহ্‌র আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে তাঁর ইবাদত করতে।
১২. আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি যেন নির্দেশ পালনকারীদের অগ্রণী হই।[২৪]
১৩. বলুন, আমি যদি আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই, তবে আমি ভয় করি এক মহা দিবসের শাস্তির।[২৫]
১৪. বলুন, আমি ইবাদত করি আল্লাহ্‌রই তাঁর প্রতি আমার ইবাদতকে একনিষ্ঠ রেখেই।
১৫. অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর।[২৬] **বলুন, কিয়ামতের দিন তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যারা নিজেদের ও নিজেদের পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখো, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।**[২৭]

আল্লাহ্‌র বিধান পালন করতে পারবে। এভাবে জন্মভূমি ত্যাগ করতে গেলে বহু বিপদ ও কষ্ট সহ্য করতে হবে। নানা প্রকারের অস্বাভাবিক ও প্রতিকূল অবস্থায় ধৈর্যধারণ করতে হবে। তবে স্মরণ রেখো! অপরিসীম সওয়াব শুধু তারাই পাবে যারা ধৈর্যধারণকারী, সহনশীল। সেই সওয়াবের মুকাবিলায় এসব কষ্ট ও বিপদ কিছুই নয়।

২৪. সৃষ্টিজগতে আল্লাহ্‌র সর্বপ্রথম অনুগত বান্দা হযরত মুহাম্মাদ (সা)। বস্তুত বাস্তব জগতে এই উম্মতের প্রেক্ষাপটে হযরত মুহাম্মাদ (সা) প্রথম মুসলমান নির্দেশ পালনকারী। আর অপ্রকাশ্য জগতে তথা রূহ জগতে তিনি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল সৃষ্টির মধ্যে প্রথম মুসলমান নির্দেশ পালনকারী বান্দা।

২৫. অর্থাৎ আমার মত পূতঃপবিত্র নিষ্পাপ ও নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাও যদি আল্লাহ্‌র অবাধ্য হই, অবশ্য তা কখনও হবার নয়, তবে সেই দিবসের শাস্তি থেকে রেহাই নেই। তাহলে অন্যদের ব্যাপার কেমন হতে পারে ভেবে দেখো!

২৬. অর্থাৎ আমি তো আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক নিষ্ঠার সাথে সেই এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করে যাচ্ছি। তোমাদের ইখতিয়ার আছে যার ইচ্ছা উপাসনা করো,

(١٦) لَهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ۭ ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ ۭ يٰعِبَادِ فَاتَّقُوْنِ ۝

(١٧) وَالَّذِيْنَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوْتَ اَنْ يَّعْبُدُوْهَا وَاَنَابُوْٓا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرٰى ۚ فَبَشِّرْ عِبَادِ ۝

(١٨) الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ الَّذِيْنَ هَدٰىهُمُ اللّٰهُ وَاُولٰۗىِٕكَ هُمْ اُولُوا الْاَلْبَابِ ۝

১৬. তাদের জন্য থাকবে তাদের উপর.দিক থেকে আগুনের মেঘমালা এবং নিচের দিক থেকেও আগুনের মেঘমালা।[২৮] এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! তোমরা আমাকে ভয় করো।[২৯]

১৭. যারা শয়তানের পূজা-অর্চনা থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ্ অভিমুখী হয়, তাদের জন্য আছে সুসংবাদ।[৩০] অতএব সুসংবাদ দিন আমার বান্দাদেরকে।

১৮. যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং সেগুলোর মধ্যে যা উত্তম তা মেনে চলে।[৩১] আল্লাহ তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান।[৩২]

তবে এটা ভেবে দেখো কার উপাসনার পরিণতি কী হবে? পরবর্তী আয়াতে পরিণাম সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে।

২৭. মানুষের জন্য গুরুতর ক্ষতি অর্থাৎ মুশরিকরা আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে না পারবে নিজেদের রক্ষা করতে আর না পারবে নিজেদের পরিজনবর্গকে রক্ষা করতে। সকলেই জাহান্নামের আগুনের খাদ্য। এর চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি আর কী হতে পারে?

২৮. অর্থাৎ সর্বদিক থেকে আগুন তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, যেমন অন্ধকার চারদিক থেকে নেমে আসে।

২৯. অর্থাৎ বুঝে নাও, এসব কিছু ভয় করার মত কি নয়? যদি ভয় করার যোগ্য হয় তবে সর্বদা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির ভয় অন্তরে পোষণ করা উচিত।

৩০. অর্থাৎ যারা শয়তানের কথা মানেনি, সকল শরীক থেকে মুখ ফিরিয়ে এক আল্লাহ্ অভিমুখী হয়েছে তাদের জন্য আছে মহা সুসংবাদ।

৩১. অর্থাৎ সকল প্রকারের কথা শুনে বটে কিন্তু সেগুলোর মধ্যে যেটি সর্বোৎকৃষ্ট তা অনুসরণ করে। অথবা মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র সকল বাণী শোনে, তারপর যেটিতে সর্বোচ্চ হিদায়াত নিহিত সেটি পালন করে। যেমন একটি ঐচ্ছিক বিষয় (রুখসাত), অপরটি দৃঢ় সংকল্পের বিষয় (আযীমাত)। তারপর সে ঐচ্ছিক বিষয়টি না নিয়ে তার পরিবর্তে দৃঢ় সংকল্পের বিষয়টির উপর আমল করে। অথবা এভাবে অর্থ করুন, আল্লাহ্‌র সর্বোত্তম বাণীগুলো শুনে সেগুলো অনুসরণ করে। আল্লাহ্‌র সকল বাণীই উত্তম।

(١٩) اَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ ؕ اَفَاَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِى النَّارِ ۚ

(٢٠) لٰكِنِ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ ۙ تَجْرِىْ
مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَعْدَ اللّٰهِ ؕ لَا يُخْلِفُ اللّٰهُ الْمِيْعَادَ ○

(٢١) اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكَهٗ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ
بِهٖ زَرْعًا مُّخْتَلِفًا اَلْوَانُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهٗ حُطَامًا ؕ اِنَّ فِىْ
ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ

১৯. যার উপর দণ্ডাদেশ অবধারিত হয়েছে তুমি কি রক্ষা করতে পারবে সে ব্যক্তিকে যে জাহান্নামে পতিত হয়েছে।[৩৩]

২০. তবে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের জন্য আছে বহু প্রাসাদ যার উপর নির্মিত আরও প্রাসাদ,[৩৪] যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

২১. তুমি কি দেখো না আল্লাহ্ আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন, তারপর পৃথিবীর ঝর্ণাগুলোতে তা প্রবাহিত করেছেন।[৩৫] তারপর তা দ্বারা রূপান্তরযোগ্য ফসল উৎপন্ন করেন।[৩৬] তারপর এটি পূর্ণতায় আসে এবং তুমি এটিকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তিনি তা খড়-কুটায় পরিণত করেন, এতে অবশ্যই উপদেশ রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্নদের জন্য।[৩৭]

তাফসীরকারগণ এরূপ বলেছেন। হযরত শাহ সাহেব (র) এক বিশেষ পদ্ধতিতে এটি ব্যাখ্যা করেছেন যে, 'তার উত্তমটি অনুসরণ করে' অর্থ আদেশ-নিষেধ পালন করা। অর্থাৎ নির্দেশিত কাজ কার্যকর করা আর নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করা। প্রথমটি করা ভালো আর শেষটি না করা ভালো।

৩২. অর্থাৎ সফলতার পথ তারাই পেয়েছে। কারণ বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে তারা নির্ভেজাল একত্ববাদ এবং আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের পথ বেছে নিয়েছে।

যারা জাহান্নামীদের তালিকাভুক্ত ঃ তাদেরকে কেউই সৎপথে আনতে পারবে না

৩৩. অর্থাৎ নিজের জিদ্ গোঁয়ার্তুমী ও অসৎ কর্মের প্রেক্ষিতে যার জন্য শাস্তির বিধান অনিবার্য হয়ে রয়েছে সে কি সফলতার পথ খুঁজে পাবে? এরূপ হতভাগ্য লোক ভাগ্যহীনতার কারণে যারা জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়েছে তাদেরকে কেইবা সৎপথে আনতে পারবে? আর কেইবা তাদেরকে আগুন থেকে উদ্ধার করতে পারবে?

(٢٢) اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ ؕ فَوَيْلٌ لِّلْقٰسِيَةِ قُلُوْبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

২২. আল্লাহ্ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন সে তো প্রতিপালকের জ্যোতির মধ্যেই আছে, তারপর দুর্ভোগ সেই সকল লোকের জন্য যাদের অন্তর পাষাণ আল্লাহ্র যিকিরের ব্যাপারে। তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ঘুরপাক খায়।[৩৮]

জান্নাত-জাহান্নাম তৈরী রয়েছে

৩৪. এতদ্বারা জান্নাতের স্তরসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এও বলা হলো যে, এগুলো এখনই নির্মিত রয়েছে। এমন নয় যে, কিয়ামতের দিন তৈরী করা হবে।

৩৫. অর্থাৎ বৃষ্টির পানি পাহাড়, পর্বত ও ভূমির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তারপর ঝর্ণা আকারে উৎসারিত হয়, অবশ্য ঝর্ণা সৃষ্টির অন্য কোন কারণ থাকলে আয়াতে তা অস্বীকার করা হয়নি।

৩৬. অথবা বিভিন্ন প্রকারের ফল-ফসল যেমন গম, চাউল ইত্যাদি।

ফসলের রূপান্তর মানুষের জন্য শিক্ষণীয়

৩৭. অর্থাৎ বুদ্ধিমান লোকেরা ফসলের রূপান্তর দেখে উপদেশ গ্রহণ করে। তারা অনুধাবন করতে পারে যে, এই ফসলের রূপ চাকচিক্য ও জৌলুস যেমন মাত্র কয়েক দিনের জন্য ছিল, তারপর ভেঙ্গেচুরে খড়-কুটায় পরিণত হলো। দুনিয়ার এইরূপ চাকচিক্যের অবস্থাও তাই হবে। তার অস্থায়ী স্বল্পকালীন মোহে বিভ্রান্ত হয়ে আখিরাতের কথা ভুলে যাওয়া মানুষের জন্য মোটেই সমীচীন নয়। আবার ফসলের মধ্যে বিভিন্ন অংশ থাকে। যেমন এগুলোর বিচি ও শস্যদানা, এসব মানুষের খাদ্য। আবার তাতে আছে কুঁড়া ও ভূঁষি এগুলো গো-মহিষের খাদ্য। এগুলোর এক অংশকে অপর অংশ থেকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন করে আপন আপন স্থানে না রাখলে এগুলো কাজে লাগানো সম্ভব হয় না। এভাবে দুনিয়ার ব্যাপার বুঝে নিন। এখানে ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখ সব মিশে আছে। একটি সময় আসবে যখন দুনিয়ার এই ক্ষেত কেটেকুটে, ভেঙ্গেচুরে এর প্রতিটি অংশকে আপন আপন স্থানে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। ভাল ও সুখ তার নির্দিষ্ট স্থান জান্নাতে চলে যাবে এবং মন্দ ও দুঃখ তার যথাস্থান জাহান্নামে গিয়ে মিলিত হবে। মোটকথা ক্ষেত ও ফসলের বিভিন্ন অবস্থা দেখে বুদ্ধিমান লোকেরা খুব কল্যাণকর শিক্ষা গ্রহণ করে। তদুপরি আয়াতের মধ্যে এদিকেও ইঙ্গিত রয়েছে যে, আসমানী পানি দ্বারা যে মহানসত্তা ভূমিতে ঝর্ণা উৎসারিত করতে পারেন তিনি জান্নাতী প্রাসাদসমূহের নিচে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ঝর্ণাধারাও চালু করে দিবেন।

৩৮. অর্থাৎ উভয়ে সমান হবে কী করে? একজন তো এমন যে, ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তার বক্ষ প্রসারিত করে দিয়েছেন। দীন ইসলাম সত্য

(২৩) اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتٰبًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ۖ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۚ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَقُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُدَى اللّٰهِ
يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

২৩. আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব[৩৯] যা সমন্বয় সাধিত এবং যা পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা হয়।[৪০] এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়। এরপর তাদের দেহমন প্রশান্ত হয়ে আল্লাহ্র স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।[৪১] এটিই আল্লাহ্র পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা এটি দ্বারা পথ প্রদর্শন করেন। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন পথপ্রদর্শক নেই।[৪২]

হওয়ার বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহ-সংশয় নেই আর ইসলামের বিধি-বিধান অনুশীলনের ক্ষেত্রেও তার মধ্যে কোন প্রকারের সংকীর্ণতা ও সংকোচ নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমতা ও দূরদর্শিতার এক অদ্ভুত আলো তাকে প্রদান করেছেন, যার রশ্মিতে অত্যন্ত স্থির ও শান্তভাবে সে আল্লাহ্র পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, সেই হতভাগা যার অন্তর পাথরের ন্যায় কঠিন। কোন প্রকারের উপদেশ-নসীহত তার অন্তরে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না, কল্যাণ ও উপকারের একটি বিন্দুও তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। জীবনে কোন দিন আল্লাহ্কে স্মরণ করা তার ভাগ্যে জোটেনি। সে খেয়াল-খুশী, রসম-রেওয়াজ, কুসংস্কার ও পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুসরণের গহীন অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে।

৩৯. অর্থাৎ কিতাবের কথার চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন কথা দুনিয়াতে নেই।

৪০. অর্থাৎ বিশুদ্ধ, সত্য, সুদৃঢ় কল্যাণকর যুক্তিসম্মত ও ভাষাগত উৎকর্ষতায় কোন আয়াত অপরটির চেয়ে কম না। একটি অন্যটির সাথে সামঞ্জস্যশীল। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দ্বন্দ্ব ও বিরোধমূলক নয়, বরং বহু আয়াত এরূপ পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ যে, একটির সাথে অপরটি মিলিয়ে দেখলে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা মূর্ত হয়ে উঠে। اَلْقُرْاٰنُ يُفَسِّرُ بَعْضُهٗ بَعْضًا "কুরআনের এক অংশ অপর অংশের ব্যাখ্যা করে"।

مَثَانِىْ (পুনরাবৃত্তি)-এর অর্থ এই যে, অনেক বিধান, উপদেশ ও ঘটনা বিভিন্ন স্থানে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। তদুপরি তিলাওয়াত করার সময়ও আয়াতগুলো বারবার পাঠ করা হয়। কতক তাফসীরকার مُتَشَابِه وَمَثَانِىْ-এর এই অর্থ করেছেন যে, কতক স্থানে একই বিষয়ের আলোচনা পরস্পর একাধিক আয়াতে অনেক দূর পর্যন্ত রয়েছে, এগুলো হলো متشابه অর্থাৎ পরস্পর সামঞ্জস্যশীল আয়াত। আর কতক স্থানে এক বিষয়ের আলোচনা এক আয়াতে হওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী আয়াতে তার বিপরীত বিষয়ের আলোচনা এসেছে, এগুলো

(٢٤) اَفَمَنْ يَّتَّقِىْ بِوَجْهِهٖ سُوْٓءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ وَقِيْلَ لِلظّٰلِمِيْنَ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُوْنَ ۝

২৪. যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি ঠেকাতে চাইবে সে কি তার মত যে নিরাপদ? জালিমদেরকে বলা হবে, তোমরা যা অর্জন করতে তার শাস্তি-আস্বাদন করো।[৪৩]

مثانى আয়াত। যেমন اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ - وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ "নিশ্চয় নেক্কারগণ সুখে থাকবে এবং নিশ্চয় বদকারগণ থাকবে জাহান্নামে" (৮২ : ১৩-১৪)। نَبِّئْ عِبَادِىْ اَنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ وَاَنَّ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ। "আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন আমি ক্ষমাশীল দয়াময় এবং আমার শাস্তিও মর্মন্তুদ শাস্তি" (১৫ : ৪৯-৫০)। وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ "আল্লাহ্ তোমাদেরকে তাঁর সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি দয়াশীল" (৩ : ৩০)। এসকল আয়াতে বিপরীত বিষয় আলোচিত হয়েছে।

কুরআন তিলাওয়াতে ঈমানদারের দেহমনে শিহরণ সৃষ্টি হয়

৪১. অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব শোনার পর আল্লাহ্র ভয় ও তাঁর বাণীর মাহাত্ম্যের প্রভাবে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে। শরীরের পশম খাড়া হয়ে যায় এবং চামড়া নরম হয়ে যায়। অর্থাৎ ভয় ও শংকার অবস্থা সৃষ্টি হয়ে তাদের দেহ ও মন বাহির ও ভিতর আল্লাহ্র যিকিরের সম্মুখে নত হয় এবং আল্লাহ্র স্মরণ তাদের দেহ ও মন উভয়ের উপর এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। এই অবস্থা অবশ্য কামেল বান্দাদের ক্ষেত্রে ঘটে। দুর্বল ও অনগ্রসর ব্যক্তিদের উপর অন্য প্রকারের অবস্থা সৃষ্টি হয় বটে, যেমন অচেতন হয়ে যাওয়া কিংবা চীৎকার দেওয়া। আয়াতে সেগুলো অস্বীকার করা হয়নি কিংবা ওগুলোর উপর সেগুলোর মর্যাদাও ঘোষণা করা হয়নি। বরং এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত আত্মহারা হয়ে যাওয়া আসন্ন অবস্থার উৎকৃষ্টতা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দুর্বলতা প্রমাণ করে। জামে আত-তিরমিযী গ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, একটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করার সময় হযরত আবূ হুরায়রা (রা)-এর উপর এক প্রকারের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল।

৪২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞার প্রেক্ষিতে তিনি যাকে সফলতা দিতে চান তার জন্য এভাবে সফলতার পথ খুলে দেন, আর এই নিয়মে সে লক্ষ্যস্থলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। আর যার মন্দ যোগ্যতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হিদায়াত লাভের তাওফীক দেন না কে আছে তাকে সাহায্য করার?

৪৩. মানুষের চিরন্তন রীতি এই যে, সম্মুখ থেকে কেউ তার উপর আক্রমণ করলে সে দু'হাতে তা ঠেকায়। কিন্তু হাশর ময়দানে জালিম ও অপরাধীদের হাত থাকবে বাঁধা,

(٢٥) كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتٰىهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝

(٢٦) فَاَذَاقَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٢٧) وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝ۚ

(٢٨) قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِيْ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ۝

২৫. তাদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল, ফলে শাস্তি তাদের উপর আপতিত হলো এমন দিক থেকে যা তারা কল্পনাও করতে পারে নি।

২৬. ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করালেন এবং আখিরাতের শাস্তি তো কঠিনতর, যদি তারা বুঝত।[৪৪]

২৭. আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সর্বপ্রকার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছি— যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

২৮. আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত। যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে।[৪৫]

তাই শাস্তির চপেটাঘাত সরাসরি তাদের মুখের উপর এসে পড়বে, তারা মুখমণ্ডল দিয়ে এই শাস্তি ঠেকাতে চেষ্টা করবে। তাদেরকে বলা হবে, দুনিয়াতে যা করেছিলে এখন তার স্বাদ ভোগ কর। এ প্রকারের লোক কি সেই ঈমানদার ব্যক্তির সমান হতে পারে আখিরাতে যার দুঃখ-কষ্টের কোন আশংকা নেই। আল্লাহ্‌র দয়ায় সে শান্ত ও নিশ্চিত থাকবে। না, কখনো নয়, উভয় প্রকারের লোক এক সমান নয়।

৪৪. অর্থাৎ নবী-রাসূলগণকে প্রত্যাখ্যান ও অবিশ্বাসের কারণে বহু জাতি ও সম্প্রদায়কে দুনিয়াতে ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করা হয়েছে, তাদের জন্য নির্ধারিত আখিরাতের শাস্তি তো রয়েছেই। তাহলে এ সময়ের সত্য-ত্যাগী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারিগণ কি নিরাপত্তা পেল যে, তাদের উপর ওই ধ্বংস ও লাঞ্ছনা আসবে না? হায়! যদি বোধশক্তি থাকতো তবে এরা অন্তত কিছুটা চিন্তা করে দেখতো।

৪৫. অর্থাৎ তাদের উপলব্ধি না করাটা নিজেদের মূর্খতা ও উদাসীনতার কারণে হচ্ছে নতুবা তাদের বুঝানোর ক্ষেত্রে কুরআনের প্রচেষ্টায় কোন কমতি নেই। কুরআন মজীদ তো প্রতিটি কথা দলীল-প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত সহকারে বুঝিয়ে দিচ্ছে, যাতে মানুষ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের পরকালীন মুক্তি অর্জন করে। কুরআন মজীদ একটি

(٢٩) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيْهِ شُرَكَآءُ مُتَشٰكِسُوْنَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ ۭ هَلْ يَسْتَوِيٰنِ مَثَلًا ۭ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۚ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

২৯. আল্লাহ্ একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন, এক ব্যক্তির প্রভু অনেক, পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন এবং আর এক ব্যক্তির প্রভু কেবল একজন। এই দু'জনের অবস্থা কি সমান?[৪৬] প্রশংসা আল্লাহ্রই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।[৪৭]

পরিষ্কার আরবী ভাষায় নাযিলকৃত কিতাব। কুরআন মজীদের প্রথম শ্রোতা যারা তাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী। এতে কোন বাঁকা কথা নেই, রয়েছে সরল ও স্পষ্ট সব কথা। সুস্থ বিবেক এগুলো গ্রহণ করে। এই কিতাবের ভাষা ও বিষয়বস্তুতে কোন প্রকারের স্ববিরোধিতা ও ত্রুটি নেই। যে বিষয়গুলো মেনে নিতে কুরআন মজীদ লোকজনকে আহবান জানায় সেগুলো মেনে নেয়া কঠিন নয়। তা যে কাজগুলো বাস্তবায়ন করতে বলে সেগুলো বাস্তবায়ন করা তাদের জন্য অসম্ভব নয়। উদ্দেশ্য এই লোকজন যেন সহজভাবে এটি থেকে উপকৃত হতে পারে। বিশ্বাসগত ও কর্মগত বিভ্রান্তি পরিহার করে চলতে পারে এবং পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট উপদেশগুলো শ্রবণ করে আল্লাহ্কে ভয় করে।

একত্ববাদী ও বহুত্ববাদীর উদাহরণ

৪৬. অর্থাৎ একই ক্রীতদাস কিংবা চাকরের মধ্যে যদি একাধিক অংশীদার বা মালিক থাকে এবং ঘটনাক্রমে তাদের সবাই দুশ্চরিত্র, মানবতা বর্জিত ও রুক্ষ মেজাজী-জেদী হয় তখন তাদের প্রত্যেকেই চায়, দাসটি শুধু তার কাজেই লেগে থাকুক, অপর শরীকের সাথে সম্পর্ক না রাখুক। এই টানা-হেঁচড়ার মধ্যে এটি স্পষ্ট যে, দাসটি ভীষণ দুঃখ-কষ্ট ও বিভিন্নমুখী দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটায়। পক্ষান্তরে যে ক্রীতদাসটির মালিক একজনমাত্র সে কিন্তু এক ধরনের একাগ্রতা ও শান্তির মধ্যে জীবনযাপন করে। একাধিক মালিককে খুশী রাখার নিদারুন যাতনা সইতে হয় না। এখন বুঝা গেল যে, উভয় ক্রীতদাস সমান নয়। এভাবে একত্ববাদী ও বহুত্ববাদীদের ব্যাপার বুঝে নিন। মুশরিক (বহুত্ববাদী) ব্যক্তির মন বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত এবং একাধিক মিথ্যা উপাস্যকে সন্তুষ্ট রাখার চিন্তায় ক্লিষ্ট। অপরদিকে একত্ববাদী ও ঈমানদারের সকল চিন্তা-ভাবনা ও মনোযোগ ধাবিত হয় একই লক্ষ্যবস্তু ও একই কেন্দ্রের দিকে। সে পূর্ণ একাগ্রতার সাথে শুধু তাঁকে খুশী রাখার চিন্তা করে। সে বুঝতে পারে যে, এই এক আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার পর অন্য কাউকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ তাফসীরকার আয়াতে উল্লিখিত উদাহরণ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "যে ক্রীতদাসের একাধিক মালিক, তাদের কেউই তাকে নিজের বলে মনে করে না এবং তার পুরাপুরি খোঁজ-খবর, আদর-যত্ন করে না। পক্ষান্তরে যে ক্রীতদাস সম্পূর্ণভাবে একজন মালিকের মালিকানাধীন সেই মালিক তাকে আপন ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করে

(٣٠) اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُمْ مَّيِّتُوْنَ ○

(٣١) ثُمَّ اِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ ○

(٣٢) فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللّٰهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَآءَهٗ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكٰفِرِيْنَ ○

৩০. তুমি তো মরণশীল এবং তারাও মরণশীল।

৩১. এরপর কিয়ামত দিবসে তোমরা পরস্পর তোমাদের প্রতিপালকের সম্মুখে বাক-বিতণ্ডা করবে।[৪৮]

৩২. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে অধিক জালিম কে? অস্বীকারকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?[৪৯]

এবং পুরোপুরি খোঁজ-খবর ও তত্ত্ব-তালাশ নেয়। এটি হল সেই ব্যক্তিদ্বয়ের দৃষ্টান্ত যাদের একজন এক প্রভুর বান্দা এবং অপরজন একাধিক প্রভুর বান্দা"।

৪৭. অর্থাৎ সকল প্রশংসা ও গুণগান আল্লাহ্ তা'আলার, কেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে কত পরিষ্কার ও স্পষ্ট উদাহরণের সাহায্যে তিনি বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু হায়! অনেক হতভাগ্য ব্যক্তি আছে এই স্পষ্ট উদাহরণ বুঝার ও হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ যাদের ভাগ্যে জোটে না।

ঈমানদার আর কাফিরের দ্বন্দ্ব কিয়ামত পর্যন্ত চলবে

৪৮. অর্থাৎ একত্ববাদী ও বহুত্ববাদী তথা ঈমানদার ও মুশরিকদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ তা কিয়ামত দিবসে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হবে, যখন নবী-রাসূল (আ) ও সকল উম্মতকে একত্র করা হবে। আর কাফিররা নবীগণ ও ঈমানদারদের বিরুদ্ধে বিবাদ ও যুক্তি প্রদর্শন করতে থাকবে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "কাফিরগণ সত্য অস্বীকারকারী হয়ে বলবে, কেউই আমাদের নিকট আল্লাহ্র বিধি-বিধান পৌঁছায়নি। তারপর ফেরেশতাদের সাক্ষ্য, আসমান-যমীনের সাক্ষ্য এবং তাদের হাত-পায়ের সাক্ষ্য দ্বারা সাব্যস্ত হবে যে, তাদের দাবীতে তারা মিথ্যাবাদী"। এভাবে সেদিন আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে অন্যান্য সকল বিবাদের মীমাংসা হবে। এ ক্ষেত্রে اختصام। (বাকবিতণ্ডা) শব্দটিকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করাই ভালো, যাতে অন্যান্য হাদীস ও বক্তব্যের সাথে বৈপরীত্য সৃষ্টি না হয়।

৪৯. "আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে।" অর্থ আল্লাহ্র শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করেছে অথবা সন্তান-সন্ততি আছে বলেছে কিংবা এমন চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য তাঁর সাথে সম্পর্কিত করেছে যা তাঁর মহানমর্যাদার সাথে আদৌ সামঞ্জস্যশীল নয়। আর সত্যবাদীকে

(٣٣) وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ۝
(٣٤) لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الْمُحْسِنِيْنَ ۝
(٣٥) لِيُكَفِّرَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَسْوَاَ الَّذِىْ عَمِلُوْا وَيَجْزِيَهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ الَّذِىْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

৩৩. আর যে সত্য এনেছে এবং যে সত্যকে সত্য বলে মেনেছে তারাই তো মুত্তাকী।[৫০]

৩৪. তাদের বাঞ্ছিত সমস্ত কিছুই আছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। এটিই সৎকর্ম-পরায়ণদের প্রতিফল।

৩৫. কারণ তারা যেসব মন্দ কর্ম করেছিল আল্লাহ্ তা ক্ষমা করে দিবেন এবং তাদেরকে তাদের সৎকর্মের জন্য পুরস্কৃত করবেন।[৫১]

অস্বীকার করেছে অর্থ নবী-রাসূল (আ) আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে সব সত্য বাণী তাদের নিকট আনয়ন করেন তা শুনামাত্রই তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। সে সবগুলো মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করে। চিন্তা-ভাবনা করে দেখার তাকিদ বোধ করে না। অতএব যে ব্যক্তি সত্যের এত ঘোরতর শত্রু তার চেয়ে জঘন্য জালিম আর কে হতে পারে! এসব জালিমের আবাস জাহান্নাম ব্যতীত আর কোথায়বা হবে? প্রায় সকল তাফসীরকার এভাবে আয়াতটির তাফসীর করেছেন। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ আল্লাহ্ মাফ করুন, নবী করীম (সা) যদি মিথ্যা খোদার কথা প্রচার করতেন তাহলে তাঁর চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হতো? পক্ষান্তরে তিনি যদি সত্য হন (বাস্তবে তা অবশ্যই) তাহলে তোমরা তাঁকে অস্বীকার করায় তোমাদের চেয়ে জঘন্য জালিম আর কে আছে"? তিনি যেন "যে আল্লাহ্ সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছে এবং যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে" বাণীর লক্ষ্যবস্তু পৃথক পৃথক ব্যক্তি বলে নির্দেশ করেছেন। পরবর্তী আয়াত وَالَّذِىْ جَآءَ بِالصِّدْقِ-এর ব্যাখ্যায়ও তিনি এ রীতি অনুসরণ করেছেন।

ঈমানদারগণ সদা সত্য গ্রহণ করে, সত্য কথা বলে

৫০.অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যারা ভয় করে তাদের চরিত্র এই যে, তারা সত্যবাণী আনয়ন করেন, সদা সত্য কথা বলেন এবং সত্য কথা গ্রহণ করেন। হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, "যিনি সত্যবাণী নিয়ে এলেন তিনি নবী (সা)। যারা সত্য গ্রহণ করলেন তারা ঈমানদার মু'মিন"। (যেন উভয় বাক্যের লক্ষ্যবস্তু পৃথক পৃথক)।

৫১. অর্থাৎ যারা মুত্তাকী ও সৎকর্মপরায়ণ আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সৎকর্মের যথোপযুক্ত প্রতিফল তাদেরকে দান করবেন এবং ভুলে যে সকল মন্দ তাদের দ্বারা সংঘটিত হয় সেগুলো ক্ষমা করে দিবেন।

(৩৬) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ ؕ وَيُخَوِّفُوْنَكَ بِالَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖ ؕ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۚ

(৩৭) وَمَنْ يَّهْدِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ مُّضِلٍّ ؕ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِعَزِيْزٍ ذِى انْتِقَامٍ

৩৬. আল্লাহ্ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়? অথচ তারা তোমাকে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ্ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই।

৩৭. এবং যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দান করেন তার জন্য কোন বিভ্রান্তকারী নেই, আল্লাহ কি মহাশক্তিমান প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন?[৫২]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ভালো-মন্দের ক্ষেত্রে আতিশয্যবোধক শব্দ اَسْوَءُ এবং اَحْسَنُ ব্যবহার করা হয়েছে সম্ভবত একথা বুঝানোর জন্য যে, উচ্চস্তরের লোকদের সামান্য সততা সাধারণ লোকদের সততার চেয়ে এবং তাদের সামান্য মন্দ অন্য লোকদের মন্দের চেয়ে গুরুতর বলে গণ্য করা হয়।

তথাকথিত দেবদেবীর ভয়ে ঈমানদারগণ ভীত হয় না

৫২. কয়েক আয়াত পূর্বে ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيْهِ شُرَكَاءُ আয়াতে শির্‌ক অর্থাৎ অংশীবাদের অসারতা ও শির্‌কবাদীদের অজ্ঞতা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এই সূত্রে মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে তাদের দেবদেবী সম্পর্কে ভয় দেখাতো, দেখুন! আপনি আমাদের দেবদেবী ও উপাস্যগুলোকে অপমান করে দুর্নাম করে সেগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলবেন না। তাহলে কিন্তু সেগুলো আপনাকে একেবারে পাগল ও উন্মাদ করে ছাড়বে। এই আয়াতে তাদের উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, যিনি মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌র বান্দারূপে এসেছেন তিনি ওসব অক্ষম ও অথর্ব তথাকথিত খোদাকে ভয় পাবেন কেন? অন্য কাউকে ভয় না করার জন্য মহাশক্তিমান, প্রতিশোধ গ্রহণকারী, এক আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধান ও নিরাপত্তা কি যথেষ্ট নয়? এক আল্লাহ্‌র উপাসনাকারী প্রিয় নবী (সা)-কে এরূপ ধাপ্পা দেয়া মুশরিকদের একটি সুস্পষ্ট পাগলামী ও বোকামী। তবে মহাসত্য এই যে, সত্য পথ প্রদর্শন করা কিংবা না করা তো আল্লাহ্‌র হাতে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতা ও গোঁয়ার্তুমির প্রেক্ষিতে কাউকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা সফলতার পথ না দেখান তখন সেই সকল লোক এরূপ পাগল ও বোকা হয়ে যায়। অতি সাধারণ কথাও তাদের বুঝে আসে না। এই বেকুফ ও আহমকগুলো কি এটুকু চিন্তা করে না, যে বান্দাটি আল্লাহ্ পাক জাল্লাশানুহু-এর আশ্রয়ে এসে গেছেন কার কি শক্তি আছে যে, তাঁর একটি পশমও বাঁকা করতে পারবে? মুকাবিলার জন্য যে শক্তিই অগ্রসর হউক তাকে ছিন্নভিন্ন করে

(٣٨) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ قُلْ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِيَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كٰشِفٰتُ ضُرِّهٖۤ اَوْ اَرَادَنِيْ بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكٰتُ رَحْمَتِهٖ ؕ قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ ؕ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُوْنَ ○

৩৮. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, আকাশরাজি ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলো, তোমরা ভেবে দেখছ কি, আল্লাহ্ আমার অনিষ্ট চাইলে তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই অনিষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলে তারা কি সেই অনুগ্রহ রোধ করতে পারবে? বলো, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। নির্ভরকারিগণ আল্লাহ্র উপরই নির্ভর করে।[৫৩]

দেয়া হবে। আল্লাহ্র মর্যাদাবোধ তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের পক্ষে বিরুদ্ধবাদীদের থেকে প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না।

যুগে যুগে বাতিলপন্থীদের প্রতি সত্যপন্থীদের দ্ব্যর্থহীন উত্তর

৫৩. অর্থাৎ একদিকে মহান আল্লাহ্ সম্পর্কে তোমাদেরই স্বীকারোক্তি রয়েছে যে, তিনি আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা। অপরদিকে পাথরের তৈরী প্রাণহীন মূর্তিগুলো কিংবা অক্ষম সৃষ্টি যারা সবাই একত্র হয়েও আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া শান্তি কিংবা অশান্তির একটুও সরাতে পারে না, স্থানান্তর করতে পারে না। এখন তোমরাই বলো, উভয় পক্ষের মধ্যে কার উপর নির্ভর করা যায় এবং সাহায্য পাওয়ার জন্য কাকে যথেষ্ট মনে করা যায় ?

হযরত হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়ও বলেছিল, اِنْ نَقُوْلُ اِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ اٰلِهَتِنَا بِسُوْءٍ "আমরা তো বলি, আমাদের উপাস্যদের মধ্যে কেউ তোমাদেরকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে" (১১ ঃ ৫৪)।"

তাদের উত্তরে হযরত হূদ (আ) বলেছিলেন–

اِنِّىْ اُشْهِدُ اللّٰهَ وَاشْهَدُوْا اَنِّىْ بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ - مِنْ دُوْنِهٖ فَكِيْدُوْنِىْ جَمِيْعًا ثُمَّ لاَ تُنْظِرُوْنِ - اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلاَّ هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ -

"আমি আল্লাহ্কে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তা হতে নির্লিপ্ত যাকে তোমরা আল্লাহ্র শরীক করো আল্লাহ্ ব্যতীত। তোমরা সকলে আমার বিরুদ্ধে

(٣٩) قُلْ يٰقَوْمِ اعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

(٤٠) مَنْ يَّاْتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ ۝

৩৯. বলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাক, আমিও আমার কাজ করছি। শীঘ্রই জানতে পারবে।

৪০. কার উপর আসবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি।[৫৪]

ষড়যন্ত্র করো, তারপর আমাকে অবকাশ দিও না। আমি নির্ভর করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর। এমন কোন জীবজন্তু নেই যা তাঁর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে" (সূরা হূদ ঃ ৫৪-৫৬)।

হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন ঃ

وَلَا اَخَافُ مَا تُشْرِكُوْنَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ رَبِّىْ شَيْئًا وَسِعَ رَبِّىْ كُلَّ شَيْئٍ عِلْمًا اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ - وَكَيْفَ اَخَافُ مَا اَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُوْنَ اَنَّكُمْ اَشْرَكْتُمْ بِاللّٰهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَاَىُّ الْفَرِيْقَيْنِ اَحَقُّ بِالْاَمْنِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ -

"আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর শরীক করো তাকে আমি ভয় করি না। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত, তবে কি তোমরা অবধান করবে না? তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র শরীক করো আমি তাকে কীরূপে ভয় করবো ? অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র শরীক করতে ভয় করো না, যে বিষয়ে তিনি তোমাদেরকে কোন সনদ দেননি। সুতরাং যদি তোমরা জানো তবে বলো, দুই দলের মধ্যে কোন দল নিরাপত্তা লাভের অধিকারী" (সূরা আনআম ঃ ৮০-৮১)।

৫৪. অর্থাৎ অবিলম্বে প্রমাণিত হবে, যে এক আল্লাহ্‌র বান্দা বিজয়ী হবে, না হাজার দরজার ভিক্ষুক যারা তারা বিজয়ী হবে। ঘটনা প্রবাহ অতি সত্বর জানিয়ে দিবে যে, যে বান্দা আল্লাহ্‌র তত্ত্বাবধানে ও আশ্রয়ে এসেছে তার মুকাবিলা ও প্রতিদ্বন্দ্বী যারা তারা শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ (লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি) দ্বারা দুনিয়ার শাস্তি এবং عَذَابٌ مُّقِيْمٌ (স্থায়ী শাস্তি) দ্বারা আখিরাতের শাস্তি বুঝানো হয়েছে।

(٤١) اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۟

(٤٢) اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۟

৪১. আমি মানুষের জন্য সত্য দীনসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি, তারপর যে সৎপথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য, আর যে বিপথগামী হয় সে তো বিপথগামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও।[৫৫]

৪২. আল্লাহ্ই প্রাণ হরণ করেন জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর সময় এবং যাদের মৃত্যু আসেনি তাদের প্রাণও নিদ্রার সময়। তারপর যার জন্য মৃত্যুর সিদ্ধান্ত করেন তার প্রাণ তিনি রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।[৫৬]

---

৫৫. অর্থাৎ এই কিতাবের মাধ্যমে আপনার মুখে উপদেশের সত্য কথা প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে এবং দীনের সত্যপথ যথাযথভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এখন প্রত্যেক মানুষ নিজের লাভ-ক্ষতি চিন্তা করে দেখুক। উপদেশ মুতাবিক জীবনযাপন করলে তারই লাভ। অন্যথায় নিজের ভবিষ্যত নিজেই নষ্ট করবে। বল প্রয়োগে তাদেরকে সত্যপথে আনয়নের কোন দায়-দায়িত্ব আপনার নেই। সত্যবাণী তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব ছিল, আপনি তা আদায় করেছেন। ভবিষ্যতের বিষয়াদি আল্লাহ্র উপর সোপর্দ করে দিন। জীবন-মৃত্যু ও জাগরণ-নিদ্রামগ্ন করা সবকিছু তাঁরই হাতে।

নিদ্রা মৃত্যুসম ঃ আলোচনা ও ব্যাখ্যা

৫৬. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ নিদ্রার মধ্যে প্রতিদিন তিনি প্রাণ তুলে নেন, তারপর পুনরায় তা ফিরিয়ে দেন। এটি আখিরাতের অন্যতম নিদর্শন"। এতে বুঝা যায় যে, ঘুমের মধ্যেও প্রাণ বিচ্ছিন্ন করে নেয়া হয়, যেমন মৃত্যুর সময়। ঘুমের মধ্যে বিচ্ছিন্ন করা প্রাণ যদি বিচ্ছিন্নই থেকে যায় তবে তা মৃত্যুতে পরিণত হয়। তবে এই প্রাণ অর্থ সেই প্রাণ যাকে সাধারণত হুঁশ ও চেতনা বলা হয়। আর যে প্রাণের বদৌলতে শ্বাস-প্রশ্বাস চালু থাকে, নাড়ি স্পন্দিত হয় এবং খাদ্য হজম হয় সেটি অন্য এক প্রাণ। প্রকৃত মৃত্যুর পূর্বে তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না (মাওদিহুল কুরআন)। ইমাম বাগাবী

(٤٣) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُفَعَآءَ ؕ قُلْ اَوَلَوْ كَانُوْا لَا يَمْلِكُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَعْقِلُوْنَ ○

(٤٤) قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا ؕ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

৪৩. তবে কি আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে সুপারিশ ধরেছ? বলো, তাদের কোন ক্ষমতা না থাকলেও এবং তারা না বুঝলেও?[৫৮]

৪৪. বলো, সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে, আকাশরাজি ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌রই, তারপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাণীত হবে।[৫৯]

(র) হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, ঘুমের মধ্যে রূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কিন্তু তার কিরণের মাধ্যমে দেহের সাথে তার সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। ফলে জীবনের অবসান ঘটে না"। (যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করেও তার কিরণের মাধ্যমে পৃথিবীকে উত্তপ্ত রাখে)। হযরত আলী (রা)-এর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ঘুমের মধ্যেও সেই রূহ বেরিয়ে যায় মৃত্যুর সময় যা বের হয়। তবে মৃত্যুর সময় যেমন দেহের সাথে রূহের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ঘুমের মধ্যে সম্পর্ক সেরূপ বিচ্ছিন্ন হয় না।

৫৭. অর্থাৎ মূর্তিগুলো সম্পর্কে শির্‌কবাদীদের ধারণা যে, সেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাদের জন্য সুপারিশ করবে। সেগুলোর সুপারিশে কাজ হবে। এজন্য সেগুলোর উপাসনা করা হয়। এই প্রেক্ষিতে বুঝে নেওয়া দরকার যে, যে সুপারিশকারী তাকে মা'বূদ ও উপাস্য হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

দ্বিতীয়ত, সুপারিশকারী শুধু তারাই হবে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাদেরকে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। তারাও শুধুমাত্র সেই সকল লোকের জন্য সুপারিশ করবে যাদের অনুকূলে সুপারিশ করা আল্লাহ্ পসন্দ করবেন। সারকথা, সুপারিশকারীকে অবশ্যই অনুমতিপ্রাপ্ত এবং যাদের জন্য সুপারিশ করা হবে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় হতে হবে। মুশরিকদের উপাস্যগুলোর মধ্যে কোনটাই নেই। না আছে দেবদেবী ও মূর্তিগুলোর জন্য সুপারিশের অধিকার আর না আছে কাফিরদের জন্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। সুতরাং তাদের দাবী অসার।

৫৮. অর্থাৎ মূর্তিগুলোর না আছে কোন ইখতিয়ার ও অধিকার, আর না আছে কোন বোধশক্তি। এতদ্‌সত্ত্বেও সেগুলোকে সুপারিশকারীরূপে গ্রহণ করা অদ্ভুত ব্যাপার।

৫৯. অর্থাৎ বর্তমানেও আকাশরাজি এবং পৃথিবীতে তাঁরই কর্তৃত্ব ও রাজত্ব এবং ভবিষ্যতেও তাঁর দিকেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। অতএব তাঁর সন্তুষ্টি ও অনুমতি ব্যতীত কার সাধ্য আছে যে মুখ খুলবে? হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ

(٤٥) وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَحْدَهُ اشْمَاَزَّتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ ۚ وَ اِذَا ذُكِرَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهٖٓ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ ○

(٤٦) قُلِ اللّٰهُمَّ فَاطِرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ عٰلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ اَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْ مَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ○

৪৫. একক আল্লাহ্‌র কথা বলা হলে যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্যদের উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়।[৬০]

৪৬. বলো, হে আল্লাহ্! আকাশরাজি ও পৃথিবীর স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, আপনার বান্দাগণ যে বিষয়ে মতবিরোধ করে, আপনি তাদের মধ্যে সে বিষয়ে ফায়সালা করে দিন।[৬১]

আল্লাহ্‌র সম্মুখে সুপারিশ চলবে একমাত্র তাঁরই অনুমোদনক্রমে, তোমাদের কারও কথায় নয়। আর মৃত্যু যখন উপস্থিত হয় , কারও কথায় আজরাঈল (আ) প্রাণ বের না করে ফিরে যান না"।

মুশরিকদের অন্তর কখনও সত্য গ্রহণ করে না

৬০. শির্‌কবাদীদের চরিত্র এই যে, কখনও কখনও মুখে তারা আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য ও মহব্বতের স্বীকৃতি দেয় বটে কিন্তু এক আল্লাহ্‌র আলোচনা ও প্রশংসায় তাদের চিত্ত সন্তুষ্ট হয় না। হাঁ, অন্য দেবদেবী কিংবা মিথ্যা উপাস্যদের প্রশংসা করা হলে তারা খুশীতে ফুলে উঠে। চোখে-মুখে তাদের আনন্দের বহিপ্রকাশ ঘটে। আফসোস! অনেক নামধারী মুসলমান বর্তমানে সেই অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এক আল্লাহ্‌র কুদরত, মাহাত্ম্য ও তাঁর অসীম জ্ঞানের বিস্তৃতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হলে তাদের চোখে-মুখে সংকোচ ও সংকীর্ণতার আলামত দেখা যায়। আর কোন পীর-ফকীরের আলোচনা হলে, সত্য মিথ্যা কারামত ও অলৌকিকতার কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে উল্লেখ করা হলে তাদের মুখমণ্ডল প্রসারিত হয় এবং অন্তরে আনন্দ ও খুশীর ঢেউ খেলে যায়। বরং অনেক সময় খাঁটি একত্ববাদের আলোচনাকারী ব্যক্তি তাদের নিকট ওলী-আওলিয়া অস্বীকৃতিকারীরূপে গণ্য হয়।

৬১. অর্থাৎ এতো সাধারণ কথায়ও যখন তারা মতবিরোধ করছে, বিবাদ-বিতর্ক করছে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি সামান্য মর্যাদাবোধও তাদের অন্তরে নেই তখন আপনার দরবারেই ফরিয়াদ জানাচ্ছি, আপনি তাদের এই বিতর্কের কার্যকরী মীমাংসা করে দিন।

(٤٧) وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ
سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ○

(٤٨) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

(٤٩) فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ
عَلَىٰ عِلْمٍ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ○

৪৭. যারা জুলুম করেছে তাদের নিকট যদি থাকে দুনিয়ায় যা আছে তা সম্পূর্ণ এবং তার সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে মুক্তিপণস্বরূপ সেই সকল কিছু তারা দিয়ে দিবে এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি।

৪৮. তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়বে এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদের উপর আপতিত হবে।[৬২]

৪৯. মানুষকে কোন দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান করে।[৬৩] তারপর আমি যখন তার প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে বলে, আমি তো এটি লাভ করেছি, এটি ছিল পূর্ব জ্ঞাত।[৬৪] বস্তুত এটি একটি পরীক্ষা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বুঝে না।[৬৫]

পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ মুক্তিপণ দিয়ে হলেও কাফিরগণ জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি চাইবে

৬২. অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে যখন এসব বিরোধপূর্ণ বিষয়ে মীমাংসা করে দেয়া হবে তখন যেসব জালিম শির্‌কী কর্ম ও বিশ্বাসের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদাহানি করতো, তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত মন্দ। যদি তখন তাদের নিকট সমগ্র পৃথিবীর সকল সম্পদ এবং তারও অতিরিক্ত কোন ধন-ঐশ্বর্য থাকতো তবে তারা সবগুলো দিয়ে হলেও নিজেদেরকে মুক্ত করে নিতে চাইত। দুনিয়াতে যত পাপকার্য তারা করেছে একে একে তার সবই তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে এবং হাজার প্রকারের ভয়ানক শাস্তি তারা ভোগ করবে, যা ইতিপূর্বে তাদের কল্পনায়ও আসেনি। মোটকথা নির্ভেজাল একত্ববাদ ও সত্যদীন সম্পর্কে তারা যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তার শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবেই এবং যে আযাব নিয়ে তামাশা-মস্করা করতো সেগুলোও তাদের উপর নেমে আসবে।

৬৩. অর্থাৎ যাঁর আলোচনা তাদের নিকট অনভিপ্রেত ও অনাকাঙ্ক্ষিত বিপদের সময় তারা তাঁকেই ডাকে। আর যেগুলোর আলোচনায় তারা প্রীত ও আনন্দিত হতো তখন তাদের কথা ভুলে যায়।

(৫০) قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَآ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(৫১) فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۗ وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ هٰٓؤُلَآءِ سَيُصِيْبُهُمْ سَيِّاٰتُ مَا كَسَبُوْا ۙ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ○

৫০. এদের পূর্ববর্তিগণও এরূপ বলতো। কিন্তু তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি।

৫১. তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল তাদের উপর আপতিত হয়েছে।[৬৬] এদের মধ্যে যারা জুলুম করে তাদের উপরও তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা ব্যর্থও করতে পারবে না।[৬৭]

কর্মে সাফল্য লাভ সম্পর্কে পাপাচারীদের ধারণা

৬৪. অর্থাৎ সাধারণ জ্ঞানের দাবীও এই, আমি এই অনুগ্রহ ও সফলতা লাভ করি। কারণ আমার নিকট তা অর্জনের প্রতিভা আছে এবং সেটি লাভ করার উপায়-উপকরণও আমার আয়ত্তাধীন। আমার যোগ্যতা ও দক্ষতা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাও ওয়াকিফহাল। তাহলে আমি তা পাবো না কেন ? অর্থাৎ তারা নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভার বিষয়টি বিবেচনা করে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও কুদরত সম্পর্কে চিন্তা করেনি।

৬৫. অর্থাৎ মূলত বাস্তবতা সেরূপ নয়, বরং এই নিআমত ও পুরস্কার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা বিশেষ। এটি পেয়ে বান্দা তার প্রকৃত নিআমতদাতাকে কতটুকু চিনতে পারে এবং কি পরিমাণ শুকরিয়া জ্ঞাপন করে তা যাচাই করাই উদ্দেশ্য। অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলে এই নিআমত ও অনুগ্রহ শাস্তিতে রূপান্তরিত হয়ে তার প্রাণ হরণের অস্ত্রে পরিণত হবে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "এটি একটি পরীক্ষা। তার বুদ্ধিবৃত্তি অগ্রসর হতে থাকে যাতে নিজের বুদ্ধিকে উপলক্ষ্য করে সে বিভ্রান্ত হয়। বুদ্ধি ঠিকই থাকে এবং বিপদ এসে পৌঁছে। তারপর কারো আর তা দূর হয় না"।

৬৬. অতএব ধনকুবের কারূণ এরূপই বলেছিল। শেষ পরিণাম সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

৬৭. অর্থাৎ পূর্ববর্তী অপরাধিগণের উপর যেমন তাদের কর্মের শাস্তি আপতিত হয়েছে, বর্তমান যুগের মুশরিকদের উপরও সেরূপ শাস্তি আপতিত হবে। আল্লাহ্ যখন তাদেরকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা করবেন তখন তারা আত্মগোপন করে কিংবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না, আর পারবে না আল্লাহ্কে দুর্বল করতে।

(৫২) اَوَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ۝

(৫৩) قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

৫২. তারা কি জানে না, আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা তার রিযিক বিস্তৃত করেন অথবা মেপে দেন? এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।[৬৮]

৫৩. বলো, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন, তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬৯]

---

৬৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে জীবিকা বেশী কিংবা কম হওয়া কোন ব্যক্তির আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য কিংবা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার দলীল নয়, আর জীবিকা পাওয়াটা কারও বুদ্ধিবৃত্তি, চাতুর্য, জ্ঞান ও দক্ষতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেখুন কত মূর্খ ও পাপাচারী দুনিয়াতে আরাম-আয়েশের জীবন উপভোগ করছে। আবার কত বুদ্ধিমান ও পুণ্যবান লোক দুঃখ-দৈন্যে কালাতিপাত করছে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ বুদ্ধি খাটাতো এবং চেষ্টা তদবীরে কোন কমতি করে না। তারপরও কারও জীবিকা ব্যাপক, আর কারও জীবিকা স্বল্প। জেনে রাখো যে, জীবিকা বৃদ্ধিকরণ শুধু বুদ্ধিবৃত্তির কাজ নয়" বরং এটি প্রকৃত রিযিকদাতার প্রজ্ঞা ও সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এটি তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন।

আল্লাহ্ তা'আলা পরম ক্ষমাশীল, সকল পাপ ক্ষমা করেন

৬৯. এই আয়াত শ্রেষ্ঠতম দয়ালু প্রভুর অফুরন্ত রহমত ও ক্ষমার বিরাটত্বের ঘোষণা প্রদান করছে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর নৈরাশ্যজনক রোগের ক্ষেত্রে অমূল্য ও অব্যর্থ ঔষধের গুরুত্ব রাখে। মুশরিক, নাস্তিক, কাফির, মুরতাদ, ইয়াহূদী, খৃস্টান, অগ্নিপূজক, বিদআতী, বদমাশ, পাপাচারী, পাপিষ্ঠ যেই হোক না কেন এই আয়াত শোনার পর আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হওয়ার কোন প্রশ্ন নেই। কারণ আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে যে কারো সকল পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারে না। তাহলে বান্দা নিরাশ হবে কেন? হাঁ এটা অবশ্যই ঠিক যে, অন্যান্য আয়াতে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন যে, কুফরী ও শিরকের পাপ তওবা করা ব্যতীত তিনি ক্ষমা করবেন না। তাই اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا (নিশ্চয় আল্লাহ্ সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন) আয়াতাংশে لِمَنْ يَّشَاءُ (যাকে ইচ্ছা করেন)-এর সাথে শর্ত যুক্ত করা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ

(৫৪) وَاَنِيْبُوْٓا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ ○

৫৪. তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তার বিধি-বিধান পালন করো তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বে; তৎপর কেউ তোমাদেরকে সাহায্য করতে আসবে না।[৭০]

مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ "নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর সাথে শরীক করাকে ক্ষমা করেন না; এটা ব্যতীত সব কিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে" (সূরা নিসা ঃ ১১৬)। এই শর্তের দ্বারা অবশ্য এটা অনিবার্য নয় যে, তওবা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা ছোট-বড়ো কোন গুনাহ ক্ষমা করতে পারবেন না। আর এর দ্বারা এটিও বুঝানো হয়নি যে, কোন পাপের ক্ষমা লাভের জন্য তওবার কোন প্রয়োজন নেই, বরং তওবা ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলা সকল পাপ ক্ষমা করে দিবেন। শর্ত শুধু ইচ্ছাকরণের। ইচ্ছাকরণ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, কুফরী ও শিরকের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তওবা ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা সেখানে সংযুক্ত হবে না। এই আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপট থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। পরবর্তী আয়াতের পাদটীকা থেকেও তা জানা যাবে।

ক্ষমা লাভ ও তওবা করা ওতপ্রোতভাবে জড়িত

৭০. ক্ষমা প্রদানের আশ্বাস দিয়ে এখান থেকে তাওবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন। অর্থাৎ অতীত পাপাচার ও দোষ-ত্রুটিতে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে কুফরী ও নাফরমানীর পথ ছেড়ে দাও, আর সেই মহানুভব প্রতিপালকের অভিমুখী হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রতি সোপর্দ করে দাও। নির্ভেজাল ইখলাস ও বিনয়ের সাথে তাঁর বিধি-বিধানের সম্মুখে মাথানত করে দাও। গভীরভাবে বুঝে নাও যে, প্রকৃতপক্ষে নাজাত পাওয়া যাবে শুধুমাত্র তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে। তাঁর দয়া ও দান ব্যতীত তাঁর অভিমুখী হওয়া এবং তওবা করাও আমাদের জন্য সম্ভব নয়। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ইসলাম ধর্মকে যখন বিজয় দান করলেন তখন ইসলামের শত্রুতায় নিয়োজিত কাফিরগণ অনুধাবন করতে পারলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় ঐ পক্ষে আছেন। তাই তারা নিজেদের অপকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। কিন্তু চক্ষু লজ্জার খাতিরে তারা ইসলাম গ্রহণ করছে না এবং এও চিন্তা করছিল যে, এখন কি আমাদের ইসলাম কবূল হবে? আমরা ইসলামের সাথে শত্রুতা করেছি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হয়েছি এবং বহু আল্লাহ্ভক্ত মুসলমানকে হত্যা করেছি, তখন এই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিলেন যে, এমন কোন পাপ নেই যা থেকে তওবা করলে আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করেন না। নিরাশ হয়ো না তওবা করে আল্লাহ্র প্রতি ফিরে আসো, তবে ক্ষমা পাবে। কিন্তু

(٥٥) وَاتَّبِعُوْٓا اَحْسَنَ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَّاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۙ

(٥٦) اَنْ تَقُوْلَ نَفْسٌ يّٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۙ

৫৫. অনুসরণ করো তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার— তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার পূর্বে।[৭১]

৫৬. যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছি তার জন্য আফসোস। আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।[৭২]

মাথার উপর আবার এসে গেলে, মৃত্যু উপস্থিত হলে তখনকার তওবা কবূল হবে না"। আর তখন কেউ সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।

৭১. উত্তম যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, অর্থ কুরআনুল করীম। অর্থাৎ কুরআনুল করীমের প্রদর্শিত আলোকময় পথে চলে শাস্তি আগমনের পূর্বেই নিজের সুখময় ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে নাও। অন্যথায় আযাব উপস্থিত হলে সংশোধনের কোন উপায় থাকবে না এবং কোন তদবীরেও কাজ হবে না। আল্লাহ্‌র আযাব হঠাৎ এসে পড়বে, কোত্থেকে এলো, কেমন করে এলো তার কোন আভাষই থাকবে না।

আখিরাতে কাফিরদের আক্ষেপ ও অনুশোচনা

৭২. অর্থাৎ প্রবৃত্তি, কামনা, রুসুম ও অন্ধ অনুকরণ এবং দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কথা কিছুই উপলব্ধি করতে পারিনি। আল্লাহ্‌র দীন, নবী-রাসূলগণ এবং যে সকল ভয়ানক পরিণাম সম্পর্কে নবী-রাসূলগণ সতর্ক করতেন তার সবকিছু হেসে উড়িয়ে দিতাম, এগুলোর কোন গুরুত্বই অনুধাবন করিনি। আফসোস! আল্লাহ্‌কে চিনতে এবং তাঁর দাবী পালন করতে আমি কতই না ত্রুটিও অলসতা করেছি, যার ফলে আজ আমাকে এই শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। (কাফিরগণ হাশরের ময়দানে এসব কথা বলবে। আর যদি আয়াতটি কাফির ও পাপী মুসলমান উভয়ের জন্য প্রযোজ্য মেনে নেয়া হয় তবে اِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِيْنَ। "আমি ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম"-এর অর্থ "হবে আমি ঠাট্টাকারী ও উপহাসকারীর ন্যায় কাজ করেছি"। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন)।

(৫৭) اَوْ تَقُوْلَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰىنِىْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ۙ

(৫৮) اَوْ تَقُوْلَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لِىْ كَرَّةً فَاَكُوْنَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

(৫৯) بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ○

৫৭. অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ্ আমাকে পথ প্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।[৭৩]

৫৮. অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা! যদি কোন প্রকারে একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম।[৭৪]

৫৯. প্রকৃত ব্যাপার তো এই, আমার নিদর্শন তোমার নিকট এসেছিল, কিন্তু তুমি এগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে; আর তুমি তো ছিলে কাফিরদের একজন।[৭৫]

---

৭৩. অনুতাপ-অনুশোচনা ও দুঃখ প্রকাশে যখন কোন কাজ হবে না তখন নিজেকে প্রবোধ দেয়ার জন্য এই খোঁড়া যুক্তি পেশ করবে, আর কী বলবো, আল্লাহ্ আমার ভাগ্যে হিদায়াত রাখেননি। তিনি যদি আমাকে হিদায়াত করতে চাইতেন তাহলে আমিও আজ মুত্তাকীদের স্তরে উন্নীত হতাম। (তাদের এই যুক্তির উত্তর একটু পরেই আসছে بَلٰى قَدْ جَآءَتْكَ اٰيٰتِىْ)। অথবা এমনও হতে পারে যে, তাদের এই বক্তব্য যুক্তি-তর্করূপে হবে না, বরং শুধু হতাশা প্রকাশরূপে হবে। অর্থাৎ নিজের অযোগ্যতা ও বোকামীর প্রেক্ষিতে আমি উপযুক্ত ছিলাম না যে, আল্লাহ্ আমাকে সৎপথ দেখিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিয়ে দিবেন। আমার মধ্যে যদি যোগ্যতা ও সামর্থ্য থাকতো আর আল্লাহ্ আমার সাহায্য করতেন তাহলে আমিও আজ মুত্তাকীদের দলে স্থান পেতাম।

৭৪. অনুশোচনা ও ওযর পেশ দু'টোই যখন ব্যর্থ হবে এবং দোযখের শাস্তি চোখের সামনে এসে যাবে তখন চরম অস্থিরতায় বলতে থাকবে, কোন প্রকারে যদি একটিবার মাত্র আমার দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ মিলতো তবে দেখতে আমি কত বড়ো সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আসতাম।

৭৫. অর্থাৎ তুমি ভুল বলছো। আল্লাহ্ তা'আলা কি তোমাকে তাঁর নিদর্শনাদি দেখাননি, তাঁর নবী-রাসূলগণকে অন্য নিদর্শনাদি ও বিধি-বিধান সহকারে প্রেরণ করেননি? কিন্তু তুমি তাদের কোন কথাই শুননি। যা কিছুই বলা হয়েছে অহংকারের বশে তুমি তার সবগুলোকেই মিথ্যা বলেছ। তোমার অহংকারই তোমাকে সত্য গ্রহণে বিরত রেখেছে। আর অনাদি জ্ঞানে আল্লাহ্ তা'আলা জ্ঞাত আছেন যে, তুমি তাঁর

(٦٠) وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلَى اللّٰهِ وُجُوْهُهُمْ مُّسْوَدَّةٌ ۭ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ ○

(٦١) وَيُنَجِّي اللّٰهُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ ۡ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوْٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

৬০. যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তুমি কিয়ামতের দিন তাদের মুখ কালো দেখবে।[৭৬] উদ্ধতদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়?[৭৭]

৬১. আল্লাহ্ মুত্তাকীদের উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ, তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে না এবং তারা দুঃখও পাবে না।[৭৮]

নিদর্শনাদি অস্বীকার করবে এবং দাম্ভিকতা সহকারে এগিয়ে আসবে। তোমার মন মানসিকতার এরূপ অধঃপতন। যদি একবার নয় হাজারবারও তোমাকে দুনিয়াতে প্রত্যাবর্তন করানো হয় তবুও তুমি তোমার অপকর্ম থেকে ফিরে আসবে না। وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَاِنَّهُمْ لَكَاذِبُوْنَ "তারা প্রত্যাবর্তিত হলেও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল পুনরায় তারা তা-ই করতো, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী" (সূরা আনআম ঃ ২৮)। এরূপ মানুষকে সফলতা প্রদান আল্লাহ্‌র নীতি নয়।

৭৬. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত নিদর্শনাদিকে অস্বীকার করাই হলো আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করা। কারণ অস্বীকারকারী দাবী করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা অমুক কথা বলেননি। অথচ বাস্তবে আল্লাহ্ তা'আলা তা বলেছেন। অস্বীকৃতির কালিমা তাদের মুখমণ্ডলে কিয়ামতের দিন প্রকাশিত হবে।

আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার ও অহংকার

৭৭. فَكَذَّبْتَ وَاسْتَكْبَرْتَ আয়াতে কাফিরদের দু'টি মন্দ চরিত্রের উল্লেখ রয়েছে ঃ মিথ্যাচার ও অহংকার। এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মিথ্যা ও মিথ্যাচারের শাস্তিস্বরূপ তাদের মুখমণ্ডল কালিমালিপ্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হবে, আর দম্ভ ও অহংকারের স্থান জাহান্নাম ব্যতীত অন্য কোথাও নয়।

৭৮. অর্থাৎ নিজেদের অনাদি সাফল্য ও সৌভাগ্যের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকীদেরকে সফলতার সেই সুউচ্চ স্তরে উন্নীত করবেন যেখানে তারা সকল প্রকারের অকল্যাণ থেকে মুক্ত এবং সকল প্রকারের দুঃখ-দুশ্চিন্তা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

(٦٢) اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ز وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○

(٦٣) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(٦٤) قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْٓنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجٰهِلُوْنَ ○

(٦٥) وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ ج لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

৬২. আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর দায়িত্বশীল।

৬৩. আকাশরাজি ও পৃথিবীর কুঞ্জি তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহ্র কথাকে অস্বীকার করে তারা তো ক্ষতিগ্রস্ত।[৭৯]

৬৪. বলো, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে বলছো?[৮০]

৬৫. তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি নির্দেশ এসেছে, তুমি আল্লাহ্র শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ্ সব কিছুর স্রষ্টা ও হিফাজতকারী

৭৯. অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোর স্থায়িত্ব ও নিরাপত্তার দায়িত্বও তিনি নিয়েছেন। ভূ-জগতে ও নভোজগতে সবকিছু পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও তাঁর হাতে। কারণ সকল কোষাগারের চাবি তাঁর নিকট। তাহলে এরূপ মহাপ্রভুকে ত্যাগ করে মানুষ কোথায় যাবে? তাদের উচিত এই তাঁর অসন্তোষকে ভয় করা এবং তাঁর রহমতের আশা পোষণ করা। কুফর ও ঈমান, জান্নাত ও জাহান্নাম সব তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন। তাঁর কথা অস্বীকার করে অন্য কোথাও আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ নেই। তাঁর হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে অন্য কোথাও কোন প্রকারের সফলতা লাভের কোন আশা থাকতে পারে কি ?

৮০. অর্থাৎ চূড়ান্ত বোকামী, আহাম্মকি ও অজ্ঞতা এই যে, মানুষ আল্লাহ্কে ছেড়ে অন্য কারো উপাসনা করে এবং নাউযুবিল্লাহ্ এই আশাও পোষণ করে যে, আল্লাহ্র রাসূল (সা) সত্য পথ ছেড়ে তাদের পথে এসে যাবেন। কোন কোন বর্ণনায় এসেছে যে মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে আহবান করেছিল তাদের উপাস্যগুলোর উপাসনায় যোগ দিতে। এর উত্তরে এই আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

(٦٦) بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ۝

(٦٧) وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ ۖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ ۚ سُبْحٰنَهٗ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

৬৬. অতএব তুমি আল্লাহ্‌র ইবাদত করো এবং কৃতজ্ঞদের দলভুক্ত থাকো।[৮১]

৬৭. তারা আল্লাহ্‌র যথোচিত মর্যাদা অনুধাবন করে না।[৮২] কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতের মধ্যে। পবিত্র ও মহান তিনি, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।[৮৩]

যুক্তিতর্ক ও দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র প্রভু

৮১. অর্থাৎ যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করলে দেখা যাবে যে, সমস্ত কিছু সৃজন করা, স্থায়ী ও অক্ষুণ্ন রাখা, এগুলোর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করা সব আল্লাহ্‌রই কাজ। তাহলে ইবাদত পাওয়ার যোগ্যও তিনি ব্যতীত অন্য কেউ নন। তদ্রূপ কুরআন-হাদীসের দলীল-প্রমাণের দিক থেকে চিন্তা করলেও দেখা যাবে যে, সকল নবী-রাসূল (আ) ও আসমানী কিতাবসমূহ একত্ববাদের বিশুদ্ধতা ও অংশীবাদরে অসারতার ব্যাপারে একমত। বরং ওহীর মাধ্যমে সকল নবী (আ)-কে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, (পরকালে) মুশরিকদের সকল কর্ম নিষ্ফল প্রমাণিত হবে এবং শিরক-এর পরিণাম নিরেট বঞ্চনা ও ক্ষতি ব্যতীত অন্য কিছু নয়। সুতরাং মানুষের কর্তব্য হলো সকল দিক থেকে বিমুখ হয়ে এক পবিত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করা এবং তাঁর কৃতজ্ঞ ও অঙ্গীকার পালনকারী বান্দারূপে গড়ে উঠা, আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য ও মর্যাদা অনুধাবন করা, অক্ষম ও তুচ্ছ সৃষ্টিকে তাঁর শরীক ও সমকক্ষরূপে গণ্য না করা। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী সেভাবে তাঁকে মর্যাদাবান ও শ্রেষ্ঠ মান্য করে চলবে।

কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারে না

৮২. একজন বান্দার পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদা ও মাহাত্ম্য, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বকে যেরূপ অনুধাবন ও উপলব্ধি করা উচিত মুশরিকগণ সেরূপ অনুধাবন ও উপলব্ধি করেনি। আল্লাহ্ তা'আলার সুউচ্চ মর্যাদা ও তুলনাহীন শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পোষণকারী কোন ব্যক্তি কি অক্ষম ও পরমুখাপেক্ষী কোন সৃষ্টিকে, এমনকি পাথরের প্রাণহীন মূর্তিকে আল্লাহ্‌র শরীক ও সমকক্ষ করতে পারে? না, না, কখনো নয়। আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদার মাহাত্ম্য সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতগুলোতে কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে।

কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের বহিপ্রকাশ ঘটবে

৮৩. অর্থাৎ যাঁর সুউচ্চ মর্যাদার মাহাত্ম্য এই যে, কিয়ামত দিবসে সমগ্র পৃথিবী তাঁর এক কুদরতী মুষ্টিতে এবং সমগ্র আকাশজগত তাঁর এক হাতে থাকবে ভাঁজ করা

(٦٨) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَآءَ اللّٰهُ ؕ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ○

৬৮. এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে ফলে যাদেরকে আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত আকাশরাজির ও পৃথিবীর সকলে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। তারপর আবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে।।[৮৪]

কাগজের ন্যায়, সেই মহান প্রভুর ইবাদতে প্রাণহীন, অক্ষম ও পরমুখাপেক্ষী সৃষ্টিকে শরীক করা কতটুকু সঙ্গত ? এইসব শরীক নিজেরাই তাঁর কুদরতী হাতের মুঠায় আবদ্ধ হয়ে থাকবে। তিনি যেভাবে ইচ্ছা সেগুলোকে ওলট-পালট করবেন। তাদের কান জিহবা পর্যন্ত নড়াচড়া করার ক্ষমতা থাকবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ -এর ব্যাখ্যার জন্য সূরা আম্বিয়ার يَوْمَ نَطْوِى السَّمَاءَ ১০৪ নং আয়াতের পাদটীকা দেখে নেয়া দরকার। يَمِيْنٌ (ডান হাত) ও এ জাতীয় শব্দ হল "মুতাশাবিহাত" শব্দরাজির অন্তর্ভুক্ত। কোন প্রকারের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও আকার-আকৃতির প্রশ্ন না তুলে এগুলোর যথার্থতার প্রতি ঈমান আনয়ন অত্যাবশ্যক। কতক হাদীসে এসেছে وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنًا (তাঁর উভয় হাতই ডান হত)। এতদ্বারা সাব্যস্ত হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার কোন দেহ নেই, তিনি কোন স্থানে ও দিকে সীমিত নন।

শিঙ্গায় ফুৎকার কতবার

৮৪. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "একবার ফুৎকার হবে বিশ্বব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য। দ্বিতীয় ফুৎকার পুনরুজ্জীবিত করার জন্য। আয়াতে উল্লেখিত এই ফুৎকার হলো তৃতীয়বারের ফুৎকার। এটি হবে হাশর ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পর সবাইকে বেহুঁশ করার জন্য। এরপর ৪র্থবার ফুৎকার দেয়া হবে পুনরায় সচেতন ও সজাগ করার জন্য। এরপর সবাই আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবে"। কিন্তু অধিকাংশ প্রাজ্ঞ আলিমের মতে শিঙ্গায় ফুৎকার হবে সর্বমোট দু'বার। প্রথমবারে সবাই অচেতন হয়ে পড়বে। এতে জীবিতগণ মৃত্যুবরণ করবে আর যারা ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে তাদের রূহগুলোর উপর এক প্রকারের অচৈতন্য অবস্থা সঞ্চারিত হবে। এরপর দ্বিতীয় ফুৎকার হবে। এটির প্রভাবে মৃতদের রূহগুলো সচেতন হয়ে আপন আপন দেহের সাথে সংযুক্ত হবে এবং অচেতনতার অবসান ঘটবে। তখনই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিস্ফারিত নেত্রে হাশর ময়দানের অভূতপূর্ব, অভাবনীয় ও বিস্ময়কর দৃশ্যগুলো দেখতে থাকবে। এরপর ত্রস্তপদে দ্রুতবেগে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ। (যাদেরকে আল্লাহ্ চান তারা ব্যতীত)-এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, তাঁরা হলেন হযরত জিবরাঈল (আ), মীকাঈল (আ),

(٦٩) وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتٰبُ وَجِايْٓءَ بِالنَّبِيّٖنَ وَالشُّهَدَآءِ
وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝
(٧٠) وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ۝

৬৯. বিশ্ব তার প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীগণকে ও সাক্ষিগণকে উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায়বিচার করা হবে ও তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।[৮৫]
৭০. প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেওয়া হবে।[৮৬] তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।[৮৭]

ইসরাফীল (আ) ও মালাকুল মাওত আজরাঈল (আ)। কেউ কেউ এঁদের সাথে আরশ বহনকারী ফেরেশতাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, এত রা নবীগণ (আ) ও শহীদগণকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত ব্যতিক্রম হবে এই ফুৎকারের সময়। তারপর সম্ভবত এদের ক্ষেত্রেও ধ্বংস কার্যকর হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন, لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ। "আজ কর্তৃত্ব কার ? একক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌রই" (সূরা মু'মিন ঃ ১৬)।

বিচারকের কুদরতী আসনে আল্লাহ্ তা'আলা

৮৫. এরপর আপন শান ও মর্যাদা মুতাবিক আল্লাহ্ তা'আলা অবতরণ করবেন হিসাব-নিকাশ সম্পাদনের জন্য (দুর্‌রে মানসূর কিতাবে অনুরূপ বর্ণনা এসেছে)। তখন আল্লাহ্ তা'আলার অকল্পনীয় ও অবর্ণনীয় জ্যোতিতে হাশর ময়দান উদ্ভাসিত হবে। তিনি হিসাবের দপ্তর খুলবেন। সকলের আমলনামা সম্মুখে রাখা হবে। নবী-রাসূলগণ (আ) এবং অন্যান্য সাক্ষিগণ উপস্থিত হবেন। অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সাথে প্রত্যেকের কর্মকাণ্ডের যথাযথ ফায়সালা শোনানো হবে। কারো প্রতি কোন প্রকারের অন্যায়-অবিচার করা হবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অন্যান্য সাক্ষী বলতে নবী-রাসূলগণ (আ) ব্যতীত ফেরেশতাগণ, উম্মতে মুহাম্মাদীর লোকজন এবং মানুষের হাত-পা ইত্যাদি বুঝানো হতে পারে। হযরত শাহ সাহেব (র) বলেছেন, "এতদ্বারা প্রত্যেক উম্মতের নেক্‌কার লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে"।

৮৬. অর্থাৎ সৎকর্মের প্রতিদান কম দেওয়া কিংবা অসৎকর্মের শাস্তি বর্ধিত করা হবে না। যার যতটুকু কাজ ভাল কিংবা মন্দ সব আল্লাহ্‌র জানা আছে। সেই মুতাবিক প্রতিফল সে পাবে। এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা পরে আসছে।

(٧١) وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا
وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ
لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۚ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ○

৭১. কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।[৮৮] যখন তারা জাহান্নামের নিকট উপস্থিত হবে তখন সেটির প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেওয়া হবে[৮৯] এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে,[৯০] তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূলগণ আসেনি[৯১] যারা তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহ আবৃত্তি করতো এবং এই দিনের সাক্ষাত সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতো? তারা বলবে, অবশ্যই এসিছিল। বস্তুত কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত হয়েছে।[৯২]

---

৮৭. অর্থাৎ সাক্ষী উপস্থিত করা হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করার জন্য। নতুবা কোন কিছু কি আল্লাহ্‌র অগোচরে আছে?

জাহান্নামের পথে জাহান্নামীগণ

৮৮. অর্থাৎ সকল কাফিরকে ধাক্কা দিতে দিতে চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেহেতু কুফরীর স্তর ও প্রকার ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু প্রত্যেক স্তরের কাফিরদেরকে পৃথক পৃথকভাবে দলবদ্ধ করে নিয়ে যাওয়া হবে।

৮৯. দুনিয়াতে কারাগারের ফটক সব সময় খোলা থাকে না। কোন কয়েদী অপরাধীকে নিয়ে আসা হলে দরজা খুলে তাকে ভেতরে ঢুকানো হয়। তারপর ফটক বন্ধ করে দেয়া হয়। আখিরাতেও তেমনি দোযখীগণ যখন দোযখের নিকটবর্তী হবে তখন দরজা খুলে তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর পুনরায় দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ "তারা হবে অগ্নি পরিবেষ্টিত" (সূরা বালাদ ঃ ২০)।

৯০. অর্থাৎ জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাগণ ভর্ৎসনার স্বরে তাদেরকে একথা বলবে।

৯১. একই জাতিভুক্ত হওয়ার কারণে যাদের থেকে উপকৃত হওয়া তোমাদের জন্য সহজ ছিল।

জাহান্নামীদের দোষ স্বীকার

৯২. অর্থাৎ নবী-রাসূল আসবেন না কেন, নিশ্চয় এসেছেন। আমাদেরকে তাঁরা আল্লাহ্‌র বাণী শুনিয়েছেন এবং আজকের মহাদিবস সম্পর্কে বহুবার সতর্ক করেছেন। কিন্তু হায়, আমাদের দুর্ভাগ্য! আমাদের অযোগ্য! আমরা তাঁদের কথা মানিনি। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার অলঙ্ঘনীয় তাকদীর লিখন আমাদের সম্মুখে এসেছে এবং শাস্তির বিধান আমাদের কাফিরদের উপর কার্যকর হয়েছে। فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ

(٧٢) قِيۡلَ ادۡخُلُوۡۤا اَبۡوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيۡنَ فِيۡهَا ۚ فَبِئۡسَ مَثۡوَى الۡمُتَكَبِّرِيۡنَ ○

(٧٣) وَسِيۡقَ الَّذِيۡنَ اتَّقَوۡا رَبَّهُمۡ اِلَى الۡجَنَّةِ زُمَرًا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَآءُوۡهَا وَفُتِحَتۡ اَبۡوَابُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَا سَلٰمٌ عَلَيۡكُمۡ طِبۡتُمۡ فَادۡخُلُوۡهَا خٰلِدِيۡنَ ○

(٧٤) وَقَالُوا الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ الَّذِىۡ صَدَقَنَا وَعۡدَهٗ وَاَوۡرَثَنَا الۡاَرۡضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الۡجَنَّةِ حَيۡثُ نَشَآءُ ۚ فَنِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِيۡنَ ○

৭২. তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হবে, জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ করো তাতে স্থায়ীভাবে অবস্থানের জন্য। কত নিকৃষ্ট উদ্ধত লোকদের আবাসস্থল।[৯৩]

৭৩. যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করতো তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।[৯৪] যখন তারা জান্নাতের নিকট উপস্থিত হবে ও এটির দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, "তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা তো পরিচ্ছন্ন। সুতরাং জান্নাতে প্রবেশ করো স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্য।[৯৫]

৭৪. তারা বলবে, প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন[৯৬] এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এই ভূমির;[৯৭] আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করবো।[৯৮] পরিশ্রমীদের পুরস্কার কতো উত্তম।

فَسُحۡقًا لِّاَصۡحٰبِ السَّعِيۡرِ "তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য" (সূরা মুল্‌ক ঃ ১১)।

৯৩. অর্থাৎ তোমরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্‌র কথা মানোনি। এখন চিরদিনের জন্য জাহান্নামে পতিত হয়ে তার স্বাদ ও সাজা ভোগ করো।

৯৪. অর্থাৎ ঈমান ও তাকওয়ার স্তর যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন সেহেতু প্রত্যেক স্তরের ঈমানদার ও মুত্তাকীদেরকে দল হবে পৃথক পৃথক এবং সকল দলকে পরম আনন্দ ও উল্লাস সহকারে দ্রুত জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

জান্নাতীগণ সেখানে পৌঁছার পূর্বেই দরজা খুলে রাখা হবে

৯৫. অর্থাৎ মেহমানদের জন্য যেমন তাদের আগমনের পূর্বেই মেহমানখানার দরজা খুলে রাখা হয় তেমনি জান্নাতীগণ সেখানে উপস্থিত হয়েই জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা দেখতে পাবে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الۡاَبۡوَابُ "তাদের জন্য উন্মুক্ত জান্নাতের দরজাসমূহ" (সূরা সাদ ঃ ৫০)। আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশতাগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান সহকারে প্রশংসা, অভিনন্দন ও সালামের সাথে তাদেরকে স্বাগত জানাবেন এবং চিরস্থায়ীভাবে জান্নাতে অবস্থানের সুসংবাদ শুনাবেন।

(٧٥) وَتَرَى الْمَلٰٓئِكَةَ حَآفِّيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৭৫. এবং তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর তাদের বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে ; এবং তারা বলছে, প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই প্রাপ্য।[৯৯]

৯৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞতা। দুনিয়াতে নবী-রাসূলগণের (আ) মাধ্যমে যে সব প্রতিশ্রুতি তিনি প্রদান করেছিলেন আজ আমরা তার সত্যতা ও যথার্থতা নিজ চোখে দেখেছি।

৯৭. অর্থাৎ জান্নাতের ভূমির।

৯৮. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "তাদের জন্য অনুমতি রয়েছে, তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বসবাস করবে। তবে প্রত্যেকেই সেই স্থান কামনা করবে যা পূর্ব থেকেই তাদের জন্য নির্ধারিত"। কোন কোন তাফসীরকারের মতে আয়াতের মর্ম এই যে, জান্নাতের মধ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থানে যেতে বাধা বিপত্তি থাকবে না।

আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন-এর মুহুর্মুহ শ্লোগান

৯৯. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যখন হিসাব-নিকাশের জন্য আপন মর্যাদা অনুযায়ী অবতরণ করবেন তখন ফেরেশতাগণ আরশে আযীমের চারদিকে দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে ঘুরে নিজেদের প্রতিপালকের তাসবীহ-তাহমীদ, প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করবেন। সকল বান্দা-বান্দীর প্রতি যথাযথ ও ন্যায়বিচার করা হবে। আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্দিক থেকে আনন্দ উল্লাস ও উত্তেজনা সহকারে "আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল আলামীন"-এর স্বতস্ফূর্ত শ্লোগান উত্থিত হবে। অর্থাৎ "সকল প্রশংসা সেই মহান প্রতিপালকের জন্য যিনি তামাম জগতের প্রতিপালক" (যিনি সমগ্র জগত সম্পর্কে এমন উৎকৃষ্ট বিচার করলেন)। এই সুমহান শ্রুতিমধুর আনন্দ শ্লোগানের মাধ্যমে বিচার এজলাস সমাপ্ত হবে। প্রায় সকল তাফসীরকার এরূপ তাফসীর করেছেন। হযরত শাহ সাহেব (র) আয়তাটি সম্পর্কে বলেন, قُضِيَ بَيْنَهُمْ (তাদের মাঝে ফায়সালা করা হবে) -এর সর্বনাম দ্বারা ফিরিশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। তিনি বলেন, "ফেরেশতাদের মধ্যে বিচার এই যে, ফেরেশতাগণ ঊর্ধ্ব জগতে নিজস্ব রীতি মুতাবিক এক একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। (যেমন ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের বাদানুবাদ সম্পর্কিত আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে রয়েছে)। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাদের একজনের পরিকল্পনা কার্যকর করেন এবং সেটিই হয় আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞার অনুকূল। এই রীতি এখনও, কিয়ামতের দিবসেও কার্যকর থাকবে"।

সূরা মু'মিন (গাফির)

৮৫ আয়াত, ৯ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۙ

(٣) غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝

১. হা-মীম।
২. এই কিতাব নাযিল হয়েছে পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র নিকট থেকে,
৩. যিনি পাপ ক্ষমাকারী, তওবা কবূলকারী,[১] কঠোর শাস্তিদাতা, শক্তিমান।[২] ইবাদত একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট।[৩]

তওবা করাও ইবাদত

১. অর্থাৎ পাপরাশি ক্ষমা করে এমন পবিত্র পরিচ্ছন্ন করে দেন যেন বান্দা কোন পাপই করেনি। উপরন্তু "তওবা"-কে একটি পৃথক ইবাদতরূপে গণ্য করে তিনি তাতে সওয়াব দান করেন।

২. অর্থাৎ সীমাহীন শক্তি ও ব্যাপক ঐশ্বর্যের মালিক। তিনি বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের বিরামহীন বৃষ্টি বর্ষণ করেন।

৩. সেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল লাভ করবে।

(٤) مَا يُجَادِلُ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ اِلَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۝

(٥) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّالْاَحْزَابُ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ۖ وَهَمَّتْ كُلُّ اُمَّةٍۢ بِرَسُوْلِهِمْ لِيَاْخُذُوْهُ وَجٰدَلُوْا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوْا بِهِ الْحَقَّ فَاَخَذْتُهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝

৪. কেবল কাফিররাই[৪] আল্লাহ্‌র নিদর্শনাদি সম্বন্ধে বিতর্ক করে, সুতরাং দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে প্রতারিত না করে।[৫]
৫. এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় এবং তাদের পরে অনেক দল মিথ্যা আরোপ করেছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ রাসূলকে গ্রেফতার করার অভিসন্ধি করেছিল এবং তারা অসার তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সত্যকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য! ফলে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। বল দেখি আমার শাস্তি কত কঠোর ছিল![৬]

---

৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ, তাঁর শক্তি ও মাহাত্ম্যের নিদর্শনাদি এমন স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন যে, তা নিয়ে বিবাদ বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু যারা সুদৃঢ় শপথ করে বসেছে যে, যতো স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ হোক, যার যতো প্রকাশ্য বাণী ও বক্তব্য হোক আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবোই, শুধুমাত্র তারাই অন্যায়ভাবে বিতর্কের অবতারণা করে।

৫. অর্থাৎ এরূপ বিতর্ক ও বিবাদ সৃষ্টিকারী লোকদের পরিণাম যে ধ্বংস তা সুনিশ্চিত। আপাতত যদিও তারা শহরে-নগরে ঘুরাফেরা করছে, খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে যাচ্ছে, আমোদ-ফূর্তির জীবন যাপন করছে তা দেখে আপনি যেন প্রতারিত না হন। এ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের প্রতি স্বল্প দিনের অবকাশ প্রদান মাত্র। কয়েক দিন চলাফেরা করে তারা দুনিয়ার স্বাদ উপভোগ করে নিক কিংবা ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি কিংবা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করে নিক। অবশেষে একদিন উদাসীনতায় মদমত্ত অবস্থায় হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণামও তাই হয়েছিল।

৬. অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের অসৎ লোকেরা তাদের নিজ নিজ নবীকে গ্রেফতার করে হত্যা করতে চেয়েছিল কিংবা চেয়েছিল নির্যাতন করতে। তারা এও চেয়েছিল যে মিথ্যার ফানুস দাঁড় করিয়ে সত্য দীনকে পরাস্ত করে দিবে, সত্যের ডংকা বাজতে দিবে না। কিন্তু আমি তাদের চক্রান্ত সফল হতে দেইনি। তারা নবীদেরকে আক্রমণ করার পূর্বে আমি তাদেরকে পাকড়াও করে কঠিন শাস্তি প্রদান করেছি। এখন দেখো, আমার শাস্তি কতো কঠোর! আমি তাদের বংশ বুনিয়াদ পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখিনি। সেই সকল ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ এখনও বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান রয়েছে। তখনকার লোকজন সেগুলো দেখে তাদের ধ্বংস সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করতে পারে।

(٦) وَكَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۘ

(٧) اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

৬. এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে সত্য হলো তোমার প্রতিপালকের বাণী, তারাই জাহান্নামী।[৭]

৭. যারা আরশ বহন করে আছে এবং যারা এর চারপাশে ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে[৮] বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞানায়ত্তা রয়েছে সবকিছু। সুতরাং যারা তওবা করে এবং আপনার পথ অবলম্বন করে তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তাদেরকে রক্ষা করুন জাহান্নামের শাস্তি থেকে।[৯]

---

৭. অর্থাৎ পূর্ববর্তী কাফিরদের ক্ষেত্রে যেমন শাস্তি আগমনের বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে, বর্তমান যুগের কাফিরদের ক্ষেত্রেও তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে, মনে রেখো। তদ্রূপ নবী-রাসূলগণের (আ) ঘোষণা মুতাবিক কাফিরদের উপর দুনিয়াতে যেমন শাস্তি আপতিত হয়েছে তেমনি আখিরাতে তাদের বাসস্থান জাহান্নাম সম্পর্কিত আল্লাহ্ তা'আলার যে বাণী তাও অনিবার্যভাবে কার্যকর হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কতক তাফসীরকার اَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (নিশ্চয় তারা জাহান্নামের অধিবাসী) বাক্যকে لِاَنَّهُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ (কারণ তারা জাহান্নামের অধিবাসী) অর্থে ব্যবহার করে আয়াতের মর্ম এই নিয়েছেন যে, পূর্ববর্তী কাফিরদের ন্যায় বর্তমান কাফিরদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্র বাণী সত্য। কারণ এরাও জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

ঈমানদারদের জন্য দু'আ করতে ফেরেশতাগণ আদিষ্ট

৮. পূর্বেকার আয়াতে ছিল কাফির ও পাপীদের মন্দ কর্ম ও পরিণাম সম্পর্কে আলোচনা। এই আয়াতে আছে তাদের বিপরীত পক্ষ তওবাকারী ঈমানদার বান্দা-বান্দীদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার আরশে আযীম বহনকারী ফেরেশতাগণ এবং তার চারপাশে তাওয়াফকারী ফেরেশতাগণ, আল্লাহ্ তা'আলার তসবীহ, প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করা যাদের কাজ এবং আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে যারা উন্নত স্তরের ঈমান ও বিশ্বাসের অধিকারী তারা নিজেদের প্রতিপালকের দরবারে ঈমানদার বান্দা-বান্দীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

(৮) رَبَّنَا وَاَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ ِ الَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَ
اَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيّٰتِهِمْ ط اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ﻻ

৮. হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও। আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।১০

সুবহানাল্লাহ্! এই ইজ্জত, সম্মান ও মর্যাদার কী কোন সীমা-পরিসীমা আছে? মাটির পৃথিবীতে বসবাসকারী ঈমানদারদের থেকে যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংঘটিত হয়, সম্মানিত ফেরেশতাগণ এক আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। ফেরেশতাদের সম্পর্কে তো ঘোষণা এসেছে যে, وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ "তারা তাই করে যে বিষয়ে তারা আদিষ্ট হয়" এতে বুঝা যায় যে, ঈমানদারদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে তারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আদিষ্ট, নির্দেশপ্রাপ্ত।

৯. এ আয়াতে ফেরেশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার ভাষা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। অর্থাৎ এক আল্লাহ্‌র দরবারে তারা এভাবে আরজ করে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী। অতএব আপনার সর্বব্যাপী জ্ঞানে যাদেরকে দেখতে পান যে, তারা মন্দকর্ম পরিহার করে সাচ্চা অন্তরে আপনার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে এবং আপনার নির্দেশিত পথে চলার চেষ্টা করছে, মানব প্রকৃতির প্রভাবে কি কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটি তাদের থেকে সংঘটিত হয়ে গেলেও আপনার দয়া ও মেহেরবানীতে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন। আপনি দুনিয়াতেও তাদেরকে ধর-পাকড় করবেন না এবং আখিরাতে যেন তাদেরকে জাহান্নামের মুখ দেখতে না হয়। তবে যে সকল মুসলমান তওবা-ইসতিগফারের পথ অবলম্বন করে না তাদের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। তাদের ব্যাপারে এ আয়াত নীরব। স্বভাবত বুঝা যায় যে মহান আরশে বহনকারী ফেরেশতাগণ তাদের জন্য দু'আ করেন না। তাহলে তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ আচরণ করবেন? অন্য আয়াত দ্বারা তা সাব্যস্ত করতে হবে।

ঈমানদারগণের একজনের সৎকর্ম দ্বারা অন্যজন উপকৃত হবে

১০. অর্থাৎ যারা বেহেশত লাভ করবে তারা নিজ নিজ আমল ও কর্ম দ্বারা তা লাভ করবে বটে (যেমন এখানেও "যারা সৎকর্ম করেছে" শর্ত দ্বারা তা বুঝা যায়)। নিজের ঈমান ও সৎকর্ম না থাকলে মা-বাবা ও স্ত্রী-সন্তান কোন উপকারে আসবে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞার মধ্যেও আছে যে, তিনি একজনের উসীলায় বহুজনকে তাদের কর্মের অতিরিক্ত ও উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন।

(৯) وَقِهِمُ السَّيِّاٰتِ ؕ وَمَنْ تَقِ السَّيِّاٰتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهٗ ؕ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○

৯. এবং তুমি তাদেরকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করো, সেদিন তুমি যাকে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবে, তাকে তো অনুগ্রহই করবে, এটি তো মহা সাফল্য।[১১]

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ -

"এবং যারা ঈমান আনে, আর তাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাদের অনুগামী হয়, তাদের সাথে মিলিত করবো তাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করবো না" (সূরা তূর ঃ ২১)।

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উপরি পাওনা তাও মূলত তাদের হৃদয়ভিত্তিক কর্মের প্রতিদান। যেমন তারা কামনা করতো আহ্! আমিও যদি ঐ নেক্কার লোকটির মত কাজ করতে পারতাম। এই নিয়্যত ও সৎকর্মের আকাঙ্ক্ষা যা আল্লাহ্র দরবারে কবূল হয়ে যেতে পারে। অথবা সংশ্লিষ্ট নেক্কার ব্যক্তিটির প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রদত্ত পুরস্কার ও অনুগ্রহের একটি দিক এই যে, তিনি তার মাতা-পিতা ও স্ত্রী-সন্তানদেরকে বেহেশতে তার স্তরে উন্নীত করে দিবেন।

১১. অর্থাৎ হাশর ময়দানে যেন তারা কোন প্রকারের অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির (যেমন ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা ইত্যাদি) সম্মুখীন না হয়। আর মহা সাফল্য অর্জন করা যায় কেবল আপনার খাস মেহেরবানী ও দয়ার মাধ্যমে। কতক তাফসীরকার سَيِّاٰت শব্দের অর্থ নিয়েছেন 'মন্দকর্ম'। অর্থাৎ হে প্রতিপালক! ভবিষ্যত জীবনে তাদেরকে সকল প্রকার মন্দ কর্ম সংঘটন থেকে রক্ষা করুন। তাদেরকে এরূপ চরিত্রবান করে দিন যেন মন্দ কর্মের প্রতি তাদের আকর্ষণ না থাকে। একথা সুস্পষ্ট যে, এই জীবনে যারা মন্দ কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে তাদের প্রতি আপনার দয়া ও অনুগ্রহ বর্ষণ সুনিশ্চিত। তারাই আখিরাতে উচ্চ সাফল্য লাভ করবে। এই ব্যাখ্যার প্রেক্ষিতে يَوْمَئِذٍ-এর অর্থ "সেদিন" না হয়ে "এই দিন" হবে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ মন্দ কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারাটাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আপনার অনুগ্রহ। নতুবা শুধু নিজের প্রচেষ্টায় কেউ মন্দ কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না। অল্প-বিস্তর মন্দ কর্ম থেকে কেইবা মুক্ত থাকতে পারে।" এই মন্তব্য উপরোক্ত উভয় তাফসীরের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

(১০) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللّٰهِ اَكْبَرُ مِنْ مَّقْتِكُمْ اَنْفُسَكُمْ اِذْ تُدْعَوْنَ اِلَى الْاِيْمَانِ فَتَكْفُرُوْنَ ○

(১১) قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ○

১০. কাফিরগণকে উচ্চ কণ্ঠে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহবান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।[১২]

১১. তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার জীবন দিয়েছ।[১৩] এখন আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি।[১৪] এখন বের হওয়ার কোন পথ আছে কি?[১৫]

---

১২. কিয়ামতের দিন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে একথা বলা হবে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ আজকে তোমরা নিজেদের প্রতি বিরক্ত হচ্ছো নিজেদের অভিশাপ দিচ্ছো। দুনিয়াতে যখন তোমরা কুফরীতে লিপ্ত ছিলে তখন তোমাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা এর চেয়ে অধিক লা'নত দিতেন, তোমাদের প্রতি এবং তোমাদের কর্মের প্রতি সমধিক বিরক্ত ছিলেন। আজ তারা প্রতিফল ভোগ করবে। কতক তাফসীরকার বলেছেন, উভয় পক্ষের বিরক্তির সময় এক অর্থাৎ আখিরাত। মর্ম এই যে দুনিয়াতে তোমাদেরকে বারবার ঈমানের দিকে আহবান করা হয়েছিল আর তোমরা বারবার তা প্রত্যাখ্যান করেছিল, কুফরী করতে। আজ তার সাজা ভোগ করার সময় তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমরা যে পরিমাণ বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হচ্ছো আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি তার চেয়ে অধিক বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ।

মানুষের দু'বার জীবন লাভ ও দু'বার মৃত্যুবরণ

১৩. হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, "মানুষ প্রথমে যখন মাটি কিংবা বীর্য ছিল তখন তো প্রাণহীন মৃত্যু ছিল। পরে প্রাণ পেয়ে জীবিত হলো। পরে মৃত্যুবরণ করলো তারপর পুনরুজ্জীবিত করে উপস্থিত করা হলো হাশর ময়দানে। এই হলো দু'বার মরণ ও দু'বার জীবন প্রাপ্তি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

"তোমরা কীরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করো, অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় জীবন্ত করবেন

(১২) ذٰلِكُمْ بِاَنَّهٗۤ اِذَا دُعِیَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ كَفَرْتُمْ ۚ وَاِنْ یُّشْرَكْ بِهٖ تُؤْمِنُوْا ؕ فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِیِّ الْكَبِیْرِ ۝

১২. তোমাদের এই শাস্তি তো এজন্য যে, যখন এক আল্লাহ্‌কে ডাকা হতো তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর তাঁর সাথে শরীক স্থির করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস করতে। বস্তুত সমুচ্চ মহান আল্লাহ্‌রই সমস্ত কর্তৃত্ব।[১৬]

এরপর পরিণামে তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে" (সূরা বাকারা ঃ ২৮)। কেউ কেউ ভিন্ন ব্যাখ্যাও করেছেন, তবে এটিই প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা।

১৪. অর্থাৎ আমরা প্রত্যাখ্যানের স্বরে বলতাম, মৃত্যুর পর আর জীবিত হওয়ার ব্যাপার নেই। হিসাব-নিকাশও হবে না, অন্য কিছুও হবে না। এজন্যই পাপাচার ও অন্যান্য অপকর্মে অবিচল থাকতাম। এখন তো চাক্ষুস দেখলাম যে, প্রথম মৃত্যুর পর আপনি যেভাবে আমাদেরকে জীবিত করেছেন, অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, নবী-রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক এখন দ্বিতীয় মৃত্যুর পর আপনি আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করলেন। দুনিয়াতে থাকাকালে পরকাল সম্পর্কিত যে সকল বিষয় আমরা অস্বীকার করতাম এখন তো তার সবগুলোই সম্মুখে দেখছি। অতএব নিজেদের অপরাধ স্বীকার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

১৫. অর্থাৎ হায় আফসোস! এখন তো ছুটে পালিয়ে যাওয়ার কোন পথ দেখছি না। তবে আপনি তো সর্বশক্তিমান, দু'বার জীবন দিয়েছেন ও দু'বার মৃত্যু দিয়েছেন। তৃতীয়বারের মত মেহেরবানী করে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন। যাতে আমরা এবার সেখান থেকে প্রচুর নেকী ও ভাল কাজ নিয়ে আসতে পারি।

১৬. অর্থাৎ তখন তো দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার কোনই অবকাশ থাকবে না। এখন অতীত কর্মের পরিণাম ভোগ করতে হবে। তোমাদের সম্বন্ধে চিরস্থায়ী ধ্বংসের ফায়সালা এ জন্য হলো যে, এক আল্লাহ্‌র আহবানে তোমরা কখনো সাড়া দাওনি। সর্বদা তাঁকে ও তাঁর একত্ববাদের ধারণাকে অস্বীকার করে এসেছ। যখনই কোন মিথ্যা উপাস্যের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে তখনই অবিলম্বে সেদিকে সাড়া দিয়েছ ঃ ঈমান আনলাম, সত্যরূপে মেনে নিলাম বলে তোমরা তাদের অনুসরণ করেছ। এ থেকেই তোমাদের নিকৃষ্ট স্বভাব ও অধঃপতিত মানসিকতা সম্পর্কে অনুমান করা যায় যে, তোমাদেরকে একবার নয় হাজার বারও যদি দুনিয়াতে প্রেরণ করা হয় তারপরও তোমরা সেই কুফরী আর শির্‌কই করতে থাকবে। সুতরাং তোমাদের অপরাধের যথোপযুক্ত শাস্তি আজ এই চিরস্থায়ী জাহান্নামে অবস্থান। এটিই সুমহান সমুচ্চ আল্লাহ্ তা'আলার আদালতের সুবিচার। এই বিচারের বিপরীতে কোথাও আপীল করা যাবে না। এ শাস্তি থেকে মুক্তির চেষ্টায় কোন লাভ হবে না।

(١٣) هُوَ الَّذِىْ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا ۭ وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنْ يُّنِيْبُ ۝

(١٤) فَادْعُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

(١٥) رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ ۚ يُلْقِى الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِهٖ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ ۝

১৩. তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাদি দেখান এবং আকাশ থেকে প্রেরণ করেন তোমাদের জন্য রিযিক। আল্লাহ্‌র অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ করে।[১৭]

১৪. সুতরাং আল্লাহ্‌কে ডাকো, ইবাদত একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করো, যদিও কাফিররা তা অপসন্দ করে।[১৮]

১৫. তিনি সমুচ্চ মর্যাদার অধিকারী, আরশের মালিক, তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা আপন নির্দেশে গোপন কথা অবতীর্ণ করেন,[১৯] যাতে সে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে।[২০]

---

১৭. অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুতে তাঁর একত্ব ও মাহাত্ম্যের নিদর্শন প্রকাশিত। মানুষ শুধু তার রিযিক ও জীবিকার বিষয়টি চিন্তা করুক, যার উপায়-উপকরণ আকাশ থেকে নাযিল হয়। তাহলে সব কিছু বুঝে আসবে। কিন্তু এদিকে যখন আসেই না, এ সম্পর্কে যখন কোন চিন্তা-ভাবনাই করে না তখন শুধু মাটির ঢেলা কি কিছু অনুধাবন করতে পারে?

১৮. বান্দাদের উচিত বুঝে-শুনে কাজ করা এবং এক আল্লাহ্‌র অভিমুখী হয়ে তাঁকে ডাকা, তাঁর ও উপাসনায় কাউকে শরীক না করা। অবশ্য খাঁটি বান্দাদের একত্ববাদী এই কর্মতৎপরতায় কাফির-মুশরিকগণ উন্নাসিকতা প্রদর্শন করবে। তারা বলবে হায়! সব দেবতা তাড়িয়ে মাত্র এক আল্লাহ্ অবশিষ্ট রাখলো! কিন্তু খাঁটি ও সাচ্চা একত্ববাদী সেই ব্যক্তি সম্মিলিত মুশরিকদের মাঝেও যে একত্ববাদের গগণ বিদারী শ্লোগান উঠায় এবং তাদের অসন্তুষ্টির কোন পরোয়া করে না।

১৯. "গোপন কথা" অর্থ ওহী, যা প্রথমে নবী-রাসূলদের (আ) প্রতি নাযিল হয়। তারপর তাদের মাধ্যমে অন্যান্য বান্দাদের নিকট পৌঁছে, বস্তুত বান্দাদের নিকট ওহী পৌঁছানোর এই প্রক্রিয়া কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

২০. অর্থাৎ যেদিন আউয়াল-আখির পূর্ববর্তী-পরবর্তী সবাই একত্র হয়ে আল্লাহ্‌র সমীপে উপস্থিত হবে এবং প্রত্যেকে আপন আপন ভালো ও মন্দ কর্ম দেখতে পাবে।

(١٦) يَوْمَ هُمْ بٰرِزُوْنَ ۚ لَا يَخْفٰى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَىْءٌ ؕ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ؕ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ○

(١٧) اَلْيَوْمَ تُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ؕ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ○

(١٨) وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْاٰزِفَةِ اِذِ الْقُلُوْبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كٰظِمِيْنَ ۚ مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَّلَا شَفِيْعٍ يُّطَاعُ ○

১৬. যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে।[২১] সেদিন তাদের কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট গোপন থাকবে না।[২২] আজ কর্তৃত্ব কার? একক পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌রই।[২৩]

১৭. আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল দেয়া হবে। আজ কারো প্রতি জুলুম করা হবে না। আল্লাহ্ ত্বরিৎ হিসাব গ্রহণকারী।

১৮. তাদেরকে অবগত করিয়ে দাও অত্যাসন্ন দিবস সম্পর্কে, যখন তাদের অন্তর হবে কণ্ঠাগত, তারা তা চেপে রাখবে।[২৪] পাপীদের কোন বন্ধু নেই এবং যার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে এমন কোন সুপারিশকারীও নেই।[২৫]

---

২১. অর্থাৎ কবরগুলো থেকে বেরিয়ে হাতের তালুর মত সমতল, সুবিশাল এক ময়দানে সবাই উপস্থিত হবে। যেখানে কোন পর্দা বা অন্তরাল থাকবে না।

২২. অর্থাৎ মনে রেখো, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে, যাঁর নিকট তোমাদের কোন কিছুই গোপন নেই। সেদিন তোমাদের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অবস্থা উন্মুক্ত ও উন্মোচিত করে সম্মুখে রেখে দেয়া হবে।

কিয়ামত দিবসে সর্বময় কর্তৃত্ব এক আল্লাহ্‌র

২৩. অর্থাৎ যেদিন সকল মাধ্যম ও পর্দা প্রত্যাহার করা হবে। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কোন দিক দিয়েই কারো রাজত্ব ও কর্তৃত্ব থাকবে না। সেই দিন সব রাজার রাজা এক আল্লাহ্‌র রাজত্ব ও কর্তৃত্ব দৃশ্যমান হবে। তাঁর সম্মুখে সকল শক্তি পরাস্ত ও সমর্পিত হয়ে থাকবে।

২৪. অর্থাৎ ভয় ও শংকায় হৃদকম্পন সৃষ্টি হয়ে অন্তর এসে যাবে কণ্ঠনালী পর্যন্ত। মানুষ দু'হাতে তা চেপে ধরে রাখবে এই ভয়ে যে, না জানি নিঃশ্বাসের সাথে তা বেরিয়ে যায়।

২৫. অর্থাৎ যার কথা অবশ্যই গ্রহণ করা হবে এমন কোন সুপারিশকারী তাদের জন্য থাকবে না। সুপারিশকারী তো শুধু তাঁরাই হবেন যাদেরকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে

(١٩) يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُوْرُ ○

(٢٠) وَاللّٰهُ يَقْضِيْ بِالْحَقِّ ؕ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءٍ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

(٢١) اَوَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ كَانُوْا مِنْ
قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْا هُمْ اَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِي الْاَرْضِ فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ بِذُنُوْبِهِمْ ؕ
وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ○

১৯. তিনি অবগত আছেন চোরা দৃষ্টি সম্পর্কে এবং অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে।
২০. আল্লাহ্ই বিচার করেন ন্যায়পরায়ণতার সাথে।[২৬] আল্লাহ্র পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে তারা মোটেই বিচার করতে পারে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।[২৭]
২১. তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতো তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কী হয়েছিল। পৃথিবীতে ওরা ছিল ওদের চেয়ে শক্তিতে এবং কীর্তিতে প্রবলতর।[২৮] তারপর আল্লাহ্ তাদের পাকড়াও করেছিলেন তাদের অপরাধের জন্য এবং আল্লাহ্র শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ ছিল না।[২৯]

সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে এবং তাদের জন্যই তারা সুপারিশ করবেন যাদের ব্যাপারে সুপারিশ করা আল্লাহ্ পসন্দ করেন।

২৬. অর্থাৎ লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে চোরা চাহনিতে কারো প্রতি তাকানো কিংবা বাঁকা চোখে দেখা অথবা অন্তরে কোন নিয়্যত করা অথবা কোন কাজ বা কথা সম্পর্কে মনে কল্পনা করা। বান্দার এ সকল বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত এবং তিনি সর্বক্ষেত্রে ন্যায়বিচার করেন।

২৭. অর্থাৎ ফায়সালা করতে পারেন একমাত্র তিনিই যিনি শুনতে পান এবং জানতে পারেন। পাথরের প্রাণহীন মূর্তি, যেগুলোকে তোমরা উপাস্য বলে ডাকো, তারা কি ফায়সালা করবে? আর যে ফায়সালা করতে পারে না সে উপাস্য হয় কি করে?

২৮. অর্থাৎ তাদের কীর্তি ও কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে সুরক্ষিত দুর্গসমূহ, বিশাল বিশাল আলীশান প্রাসাদসমূহ এবং বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিচিহ্নসমূহ।

২৯. অর্থাৎ দুনিয়ার শাস্তি থেকে যখন কেউ তাদের রক্ষা করতে পারলো না তখন আখিরাতে আর রক্ষা করবে কে ?

(٢٢) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَكَفَرُوْا فَاَخَذَهُمُ اللّٰهُ ؕ
اِنَّهٗ قَوِيٌّ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

(٢٣) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَا وَ سُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٢٤) اِلٰى فِرْعَوْنَ وَهَامٰنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُوْا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ۝

(٢٥) فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوْٓا اَبْنَآءَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ
وَاسْتَحْيُوْا نِسَآءَهُمْ ؕ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝

২২. তা এজন্য যে, তাদের নিকট তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসার পর তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দিলেন। তিনি তো শক্তিশালী, শাস্তিদানে কঠোর।[৩০]
২৩. আমি মূসাকে প্রেরণ করেছিলাম আমার নিদর্শনাদি ও স্পষ্ট প্রমাণসহ,[৩১]
২৪. ফিরআওন, হামান ও কারূনের নিকট।[৩২] কিন্তু তারা বলেছিল, এতো এক যাদুকর, চরম মিথ্যাবাদী।[৩৩]
২৫. এরপর মূসা যখন আমার নিকট থেকে সত্য নিয়ে তাদের নিকট উপস্থিত হলো তখন তারা বললো, মূসার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করো এবং তাদের নারীদেরকে জীবিত রাখো।[৩৪] কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ভুল পথে পরিচালিত।[৩৫]

---

৩০. অর্থাৎ তারা যেমন সফল হয়নি তেমনি রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করে কিংবা তাঁর বিরোধিতা করে তোমরা সফল হবে না। শেষ পর্যন্ত তোমরা লাঞ্ছিত ও ধ্বংস হবে। আল্লাহ্ তা'আলা আপন শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা তাঁর রাসূলকে সাহায্য ও বিজয়ী করবেন। এই সূত্রেই পরবর্তী আয়াতগুলোতে হযরত মূসা (আ) ও ফিরআওনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

৩১. নিদর্শনাদি দ্বারা মু'জিযাসমূহ এবং স্পষ্ট প্রমাণাদি দ্বারা সম্ভবত বিশেষ বিশেষ মু'জিযার কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা মু'জিযা ব্যতীত অন্যান্য দলীল-প্রমাণের কথা বুঝানো হয়েছে। অথবা "নিদর্শনাদি" দ্বারা শিক্ষণীয় বিষয় ও বিধানসমূহ আর "স্পষ্ট প্রমাণ" দ্বারা সেই পবিত্র শক্তি ও আল্লাহ্র সাহায্য বুঝানো হয়েছে, নবী-রাসূলদের (আ) মধ্যে যার স্পষ্ট প্রভাব সকল দর্শনার্থী সরাসরি দেখতে পায়।

৩২. হামান ছিল ফিরআওনের মন্ত্রী, আর কারূন ছিল ইসরাঈলীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ধনী। সে হযরত মূসা (আ)-এর বিরোধিতা এবং ফিরআওনের অনুসরণ করতো। তার ঘটনা ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে।

৩৩. অর্থাৎ এই ব্যক্তি মু'জিযা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাদুকর আর রাসূল হওয়ার দাবী করার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী। তাদের একজন এই মন্তব্য করেছিল আর অন্যরা তা সমর্থন করেছিল।

(২৬) وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْنِيْٓ اَقْتُلْ مُوْسٰى وَلْيَدْعُ رَبَّهٗ ۚ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يُّبَدِّلَ دِيْنَكُمْ اَوْ اَنْ يُّظْهِرَ فِى الْاَرْضِ الْفَسَادَ ۝

২৬. ফিরআওন বললো, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার প্রতিপালককে ডাকুক।[৩৬] আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের দীনকে বিকৃত করে দিবে অথবা সে পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে।[৩৭]

৩৪. মূসা (আ)-এর জন্মের পূর্বক্ষণে ফিরআওন একবার এরূপ নির্দেশ জারী করেছিল। তারপর রিসালাতের বাণী নিয়ে হযরত মূসা (অ)-এর আগমনের পর ফিরআওন পুনরায় এই নির্দেশ জারী করলো। এতে তার উদ্দেশ্য ছিল ইসরাঈলীদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা, তাদেরকে সংখ্যালঘু করে দেওয়া এবং তাদের অন্তরে এই ধারণা সৃষ্টি করা যে, তাদের উপর এতসব বিপদ আপতিত হচ্ছে মূসা (আ)-এর কারণে। এই ধারণার পর লোকজন যেন হযরত মূসা (আ)-এর সঙ্গ ছেড়ে দেয়। ভয়-ভীতির মাধ্যমে সত্য প্রতিরোধের কৌশল অবলম্বনে ফিরআওন যেন সফলকাম হয়। তার উক্ত নির্দেশ কার্যকর হয়েছিল কি না তা জানা যায়নি।

৩৫. অর্থাৎ এসব ষড়যন্ত্র, চক্রান্তও দুরভিসন্ধিতে লাভ কি ? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদেরকে সাহায্য প্রদান করে কাফির ও অবিশ্বাসীদের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেন।

ফিরআওনের বক্তব্য ঃ আমাকে ছেড়ে দাও-এর ব্যাখ্যা

৩৬. হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, "ফিরআওন বলেছিল, আমাকে ছেড়ে দাও। এতে বুঝা যায় তার, উপদেষ্টাগণ সম্ভবত হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করার পরিকল্পনায় তাকে সমর্থন দেয়নি। কারণ হযরত মূসা (আ)-এর মু'জিযাসমূহ দেখে তারা শংকিত হয়ে পড়েছিল। না জানি তাঁকে হত্যা করলে তাঁর প্রভু তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন"। ফিরআওন নিজেও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু জনসমক্ষে নিজের শক্তি ও বীরত্ব প্রকাশ করার জন্য লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে এরূপ বলেছিল। যাতে লোকজন মনে করে যে, হযরত মূসা (আ)-কে হত্যা করতে কোন বাধা নেই এবং এমন কোন শক্তি নেই যে ফিরআওনের ইচ্ছার বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে।

৩৭. অর্থাৎ তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হলে তোমাদেরকে পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার আশংকা রয়েছে। এমনও হতে পারে যে, সুদূর অতীত থেকে প্রচলিত হয়ে আসা তোমাদের ধর্মীয় মতবাদ ও আদর্শকে সে ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ দ্বারা বিকৃত করে দিবে অথবা ষড়যন্ত্র ও অপকৌশলের জাল বিস্তার করে দেশে অশান্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে, যার পরিণতিতে দেশের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তোমাদের হাত থেকে ইসরাঈলীদের হাতে চলে যাবে।

(٢٧) وَقَالَ مُوْسٰى اِنِّىْ عُذْتُ بِرَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ○

(٢٨) وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ ۖ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ اِيْمَانَهٗٓ اَتَقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ يَّقُوْلَ رَبِّىَ اللّٰهُ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ مِنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَاِنْ يَّكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهٗ ۚ وَاِنْ يَّكُ صَادِقًا يُّصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِىْ يَعِدُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِىْ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ○

২৭. মূসা বললো, আমি আমার ও তোমাদের প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি সকল উদ্ধত ব্যক্তি থেকে,[৩৮] যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না।[৩৯]

২৮. ফিরআওন বংশের এক ব্যক্তি যে মু'মিন ছিল এবং নিজের ঈমান গোপন রাখতো, বললো, তোমরা কি একজন লোককে এজন্য হত্যা করবে যে, সে বলে, আমার প্রতিপালক আল্লাহ্ এবং সে নিয়ে এসেছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি ? সে মিথ্যাবাদী হলে তার মিথ্যাচারের জন্য সে দায়ী হবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তার কিছু তো তোমাদের উপর আপতিত হবেই।[৪০] আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।[৪১]

ঈমানদারগণ কাফিরদের হুমকিকে কোন পাত্তা দেয় না

৩৮. তাদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে হযরত মূসা (আ) যখন অবগত হলেন তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকজনকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তাদের ওই হুমকি-ধমকিকে আমি থোড়াই পরোয়া করি। ফিরআওন একা কতটুকু করবে, সমগ্র দুনিয়ার সকল দাম্ভিক ব্যক্তিগণ সম্মিলিতভাবে আমাদের অনিষ্ট করতে চেষ্টা করলেও আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করতে সক্ষম। আমি আমাকে একক প্রতিপালকের আশ্রয়ে সোপর্দ করেছি। তিনিই আমার রক্ষক ও সাহায্যকারী। অন্যত্র হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে লক্ষ্য করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, لَا تَخَافَا اِنَّنِىْ مَعَكُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰى "তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি তোমাদের সাথে আছি, আমি শুনি ও আমি দেখি" (সূরা তা-হা ঃ ৪৬)।

৩৯. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "পরকালীন হিসাব-নিকাশের ভয় যার মধ্যে আছে সে অন্যের প্রতি জুলুম করবে কিভাবে" ?

সত্য সমুন্নত হবেই, মিথ্যা হবে অবদমিত

৪০. অর্থাৎ ফিরআওন সম্প্রদায়ের একজন মর্দে মু'মিন যে ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের থেকে তার ঈমান আনয়নের বিষয়টি গোপন রেখেছিল। ফিরআওনের বক্তব্য– "আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করবো।" শুনার পর সে বললো, তোমরা কি একজন নিরীহ ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে চাও। শুধুমাত্র এই কারণে যে, সে এক আল্লাহ্‌কে একমাত্র প্রভু ও প্রতিপালক বলে মানে? অথচ নিজের দাবীর পক্ষে সে স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ তোমাদেরকে দেখিয়েছে। উপরন্তু তাকে হত্যা করার তো কোন প্রয়োজন নেই। বরং তা তোমাদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। আচ্ছা মনে করো, তার দাবীতে সে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলো, তাহলে এই জঘন্য মিথ্যাচারের প্রেক্ষিতে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ধ্বংস ও অপমানিত করবেন। এত ডাহা মিথ্যাবাদীকে ফেঁপে ফুলে বড়ো হতে দেয়া মহান আল্লাহ্‌র রীতি নয়। অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার জন্য একদিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মূল উৎপাটন করবেন। তার এরূপ দুরবস্থা আপতিত হবে সর্বসমক্ষে। তার অপমান, ব্যর্থতা ও মিথ্যাচারের করুণ পরিণতি দুনিয়ার সবাই দেখবে। শুধু শুধু তার রক্তে তোমাদের হাত রঞ্জিত করার কোন প্রয়োজন নাই। প্রকৃতপক্ষে সে যদি সত্যবাদী হয় (মূলত তিনি তাই) তবে অস্বীকারকারীদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের যে শাস্তি সম্পর্কে সে সতর্ক করছে, তার কিছু না কিছু অবশ্যই তোমাদের উপর আপতিত হবে। সুতরাং প্রথমোক্ত পরিস্থিতিতে তাকে হত্যা করার জন্য তোমাদের এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর শেষোক্ত পরিস্থিতিতে তাকে হত্যা করা তো তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট ক্ষতি ও অকল্যাণ। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে যাঁকে জড়িয়ে সে মিথ্যারোপ করছে তিনিই তাকে শাস্তি দিবেন। আর সে যদি সত্যবাদী হয় তাহলে তোমরা নিজেদের কথাও চিন্তা করো"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ ধরনের বুঝাপড়া সেই সকল ক্ষেত্রে যখন কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়া সম্পর্কে অস্পষ্টতা ও সংশয় থাকে। কিন্তু নবুওয়াতের দাবীদারের মিথ্যাচার ও অসত্যতা যদি দলীল- প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে যায় তবে তার শাস্তি অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষ নবী হওয়া অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং এ যুগে কেউ যদি নবুওয়াতের দাবী নিয়ে দণ্ডায়মান হয় তবে যেহেতু তার এই দাবী অকাট্যভাবে প্রমাণিত একটি বিশ্বাসকে অস্বীকার করে সেহেতু তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন প্রকারের সংশয়, দোদুল্যমানতা ও অপেক্ষা করার অবকাশ নেই।

৪১. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ) যদি মিথ্যাবাদী হতেন তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উত্তরোত্তর এত সুযোগ দিবেন না যে, তিনি অনবরত মু'জিযাসমূহ দেখিয়ে যাচ্ছেন এবং সফলতা লাভ ও কৃতিত্ব অর্জন করে চলেছেন। আর তোমরা যদি মিথ্যাবাদী হও (বাস্তবে তোমরা মিথ্যাবাদী), একটি মহাসত্যকে অনবরত অস্বীকার করে চলেছ, তবে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে লাঞ্ছিত ও ব্যর্থ করে দিবেন।

(٢٩) يٰقَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظٰهِرِيْنَ فِي الْاَرْضِ ز فَمَنْ يَّنْصُرُنَا مِنْ
بَاْسِ اللّٰهِ اِنْ جَآءَنَا ط قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ اُرِيْكُمْ اِلَّا مَآ اَرٰى وَمَآ اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ
الرَّشَادِ ○

(٣٠) وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۙ○

(٣١) مِثْلَ دَاْبِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّعَادٍ وَّثَمُوْدَ وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ط وَمَا اللّٰهُ يُرِيْدُ
ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ○

২৯. হে আমার সম্প্রদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের বটে, দেশে বিজয়ী বেশে চলছো, কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহ্‌র শাস্তি এসে পড়লে আমাদের সাহায্যকারী কে থাকবে?[৪২] ফিরআওন বললো, আমি তো তোমাদের তাই বুঝাই যা আমি বুঝেছি এবং তোমাদেরকে দেখাই সে পথ যাতে রয়েছে কল্যাণ।[৪৩]

৩০. ঈমানদার ব্যক্তি বললো, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের উপর পূর্ববর্তী লোকদের শাস্তির দিনের ন্যায় শাস্তি আগমনের আশংকা করি।

৩১. যেমন পরিণতি হয়েছিল নূহের সম্প্রদায়ের, 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়ের এবং তাদের পরবর্তীদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বান্দাদের প্রতি অবিচার করার ইচ্ছা করেন না।[৪৪]

---

৪২. অর্থাৎ নিজের সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্য-সামন্ত দেখে প্রতারিত হয়ো না। আজ তোমাদের এই প্রাচুর্য ও প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। কিন্তু কাল যদি আল্লাহ্ তা'আলার আযাব এসে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলে তখন তো কেউ রক্ষা করতে পারবে না। এসব সাজ-সরঞ্জাম অকেজ পড়ে থাকবে।

৪৩. ওয়াজ-নসীহত কাফিরদের মনে কোন দাগ কাটে না অর্থাৎ তোমার উপদেশে আমার হৃদয় জগতে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়নি, আমর ধারণার পরিবর্তন হয়নি। আমার মতে যা ভালো মনে করি তোমাদের তাই বুঝাই। আমার মতে উৎকৃষ্ট পথ এই যে, প্রথম পদক্ষেপেই ওই লোককে নিশ্চিহ্ন করে দেই।

৪৪. অর্থাৎ তোমরা যদি শত্রুতা ও সত্য প্রত্যাখ্যানের উপর এভাবে অটল থাকে, তবে খুবই আশংকা আছে যে, পূর্ববর্তী সাম্প্রদায়সমূহ তাদের নবীদের বিরোধিতা করে দুঃখজনক পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, তোমরাও সেই পরিণতির সম্মুখীন হবে। মনে রেখো যে, আল্লাহ্‌র দরবারে বে-ইনসাফী ও অন্যায় নেই। এরূপ জঘন্য অপরাধের প্রেক্ষিতে তোমাদেরকে কিংবা অন্য কোন সম্প্রদায়কে তিনি যদি সমূলে ধ্বংস করে দেন, তবে তা হবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রসূত। কোন রাজত্ব ও প্রশাসন আছে যে নিজের

(٣٢) وَيٰقَوْمِ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ۙ

(٣٣) يَوْمَ تُوَلُّوْنَ مُدْبِرِيْنَ ۚ مَا لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ هَادٍ ۝

৩২. হে আমার সম্প্রদায়! আমি আশংকা করছি তোমাদের জন্য আর্তনাদ দিবস আগমনের,[৪৫]
৩৩. যেদিন তোমরা পালাতে চাইবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।[৪৬] **তোমাদেরকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করার কেউ নেই। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে সত্য পথ দেখানোর কেউ নেই।**[৪৭]

দূত ও প্রতিনিধিদেরকে হত্যা ও অপদস্থ করতে দেখে হত্যাকারী ও বিদ্রোহীদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করে না?

৪৫. প্রায় সকল তাফসীরকার يَوْمَ التَّنَاد (আর্তনাদ দিবস) দ্বারা কিয়ামতের দিন বুঝিয়েছেন, যেদিন হাশর ময়দানে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং হিসাব প্রদানের জন্য সবাইকে ডাকা হবে এবং জান্নাতবাসী, জাহান্নামবাসী এবং আরাফের অধিবাসিগণ একে অন্যকে ডাকবে। অবশেষে ঘোষণা আসবে يَا اَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّارِ خُلُوْدٌ لَا مَوْتَ। "হে জান্নাতবাসিগণ! চিরদিনের জন্য তোমাদের এই বাসস্থান, আর মৃত্যু নেই এবং হে জাহান্নামবাসিগণ! চিরদিনের জন্য তোমাদের এই বাসস্থান, আর মৃত্যু নেই" (হাদীস শরীফে এরূপ এসেছে)। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) يَوْمَ التَّنَاد। দ্বারা সেদিন বুঝিয়েছেন যেদিন ফিরআওনের সম্প্রদায়ের উপর শাস্তি এসেছিল। অতএব এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "যখন তারা লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল তখন "ডাকাডাকির দিন" তাদের নিকট আগমন করেছিল। তারা ডুবতে ডুবতে একে অন্যকে ডাকাডাকি করেছিল। সম্ভবত কাশ্ফ দ্বারা ওই ঈমানদার ব্যক্তি এই দিবস আগমনের কথা জানতে পেরেছিল অথবা অনুমান করে সে বলেছিল। কারণ সকল সম্প্রদায়ের নিকট এভাবে শাস্তি আগমন করে।

৪৬. অর্থাৎ হাশর ময়দানকে পিছনে রেখে তোমাদরেকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে। অথবা শাস্তি নাযিল হওয়ার সময় আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের ব্যর্থ চেষ্টা করবে।

৪৭. অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে উত্থান-পতনের সব কিছু জানিয়ে দিয়েছি। এতদসত্ত্বেও যদি তোমরা না মানো তবে বুঝে নাও যে, তোমাদের গোঁয়ার্তমি ও বক্রতার অশুভ ফলশ্রুতিস্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করেছেন যে, তোমরা যেন তোমাদের বেছে নেয়া ভ্রান্তি ও ভ্রষ্ঠতায় পড়ে থাকো। এরূপ লোকের সত্য অনুধাবনের আর কিইবা আশা থাকে?

(٣٤) وَلَقَدْ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنٰتِ فَمَا زِلْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّمَّا جَآءَكُمْ بِهٖ ؕ حَتّٰٓى اِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ رَسُوْلًا ؕ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ۨ ۝

(٣٥) الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ؕ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ۝

৩৪. ইতিপূর্বে তোমাদের নিকট এসেছিল ইউসুফ সুস্পষ্ট বাণী নিয়ে। সে যা এনেছিল তা সম্পর্কে তোমরা বরাবর সংশয়ে ছিলে। অবশেষে সে যখন মৃত্যুবরণ করলো তখন তোমরা বলতে শুরু করলো যে, এরপর আল্লাহ্ কোন রাসূলই পাঠাবেন না।[৪৮] সীমালজ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্ এভাবে পথভ্রষ্ট করেন—

৩৫. যারা কোন প্রমাণ ব্যতীত আল্লাহ্র বাণী নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এটি আল্লাহ্র নিকট এবং ঈমানদারদের নিকট ভীষণ গর্হিত কাজ।[৪৯] এভাবে প্রত্যেক স্বৈরাচারী ও দাম্ভিক ব্যক্তির অন্তরকে আল্লাহ্ সীল করে দেন।[৫০]

নিআমত বিলুপ্ত হলে তার কদর বুঝা যায়

৪৮. অর্থাৎ চলো যাই, কাজ শেষ। এতো কোন রাসূল ছিলো না, আর এরপর কোন রাসূল আসবেও না। এতদ্বারা যেন রাসূল আগমনের ধারাকেই অস্বীকার করা হলো। কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "হযরত ইউসুফ (আ)-এর জীবদ্দশায় মিসরবাসিগণ তাঁর নবুওয়াতের স্বীকৃতি দেয়নি। তাঁর ইনতিকালের পর মিসরীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা যখন পরিপূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে তখন তারা বলতে লাগলো, আহ্! এই শহরে হযরত ইউসুফ (আ)-এর আগমন কতইনা বরকতময় ছিল। এরূপ উপযুক্ত নবীর আর আবির্ভাব হবে না। অথবা তাদের ঐ বক্তব্য ছিল প্রত্যাখ্যানমূলক আর এই বক্তব্য ছিল স্বীকৃতিমূলক। আর এটি তাদের সীমালজ্ঘনমূলক বক্তব্য"। ওই বর্ণনা দ্বারা ঈমানদার ব্যক্তির উদ্দেশ্য ছিল একথা বুঝানো যে, (নিআমত বিলুপ্ত হওয়ার পর তার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। বর্তমানে মূসা (আ)-এর ন্যায় নবী পেয়ে তোমরা তখন তাঁর গুরুত্ব দিচ্ছো না।

৪৯. অর্থাৎ বুদ্ধিভিত্তিক দলীল কিংবা কুরআন-সুন্নাহ্র যুক্তি ব্যতিরেকে তারা আল্লাহ্র বাণী নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এর চেয়ে জঘন্য ঔদ্ধত্য ও সীমালংঘন আর কী হতে পারে? এ জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর ঈমানদার বান্দাগণ তাদের প্রতি ভীষণ অসন্তুষ্ট। আর এ কারণেই তারা হয় অন্তহীন অভিশাপগ্রস্ত।

(٣٦) وَقَالَ فِرْعَوْنُ يٰهَامٰنُ ابْنِ لِيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْٓ اَبْلُغُ الْاَسْبَابَ ۙ
(٣٧) اَسْبَابَ السَّمٰوٰتِ فَاَطَّلِعَ اِلٰٓى اِلٰهِ مُوْسٰى وَاِنِّيْ لَاَظُنُّهٗ كَاذِبًا ؕ وَكَذٰلِكَ
زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ اِلَّا فِيْ تَبَابٍ ۟

৩৬. ফিরআওন বললো, হে হামান! আমার জন্য একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করো, যাতে আমি পাই অবলম্বন—

৩৭. অবলম্বন আকাশে আরোহণের, তারপর মূসার ইলাহ্‌কে উঁকি দিয়ে দেখবো।[৫১] আমার ধারণায় সে তো মিথ্যাবাদী।[৫২] এভাবে ফিরআওনের মন্দ কর্মগুলো তার নিকট সুশোভিত করে দেখানো হয়েছে এবং তাকে বিরত রাখা হয়েছে সরল পথপ্রাপ্তি থেকে।[৫৩] ফিরআওনের ষড়যন্ত্র ছিল ব্যর্থতায় পর্যবসিত।[৫৪]

---

৫০. যে সকল লোক অহংকারবশত আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে মাথা নত করে না এবং নবী-রাসূলদের (আ) উপদেশ শুনে আনুগত্য প্রকাশ করে না শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। তারপর তাদের অন্তরে সত্য গ্রহণ ও কল্যাণ প্রবেশের কোন অবকাশ থাকে না।

পিঁপড়ার মৃত্যু ঘনিয়ে এলে পাখা গজায়

৫১. এটি ছিল অভিশপ্ত ফিরআওনের সীমাহীন ঔদ্ধত্য ও লজ্জাহীনতা। হযরত মূসা (আ) থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বোচ্চ ও সর্বোর্ধ্ব হওয়ার বর্ণনা শ্রবণের পর ফিরআওন হয়ত মনে করেছিল যে, মূসা (আ)-এর প্রভু আকাশের উপরে অবস্থান করেন। এই প্রেক্ষিতে সে হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রূপ শুরু করে দিয়েছিল। সত্য প্রবাদ তো এই, "পিঁপড়ার মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তার পাখা গজায়"। সূরা আল-কাসাসে এ সম্পর্কিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

৫২. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর রাসূল হওয়ার দাবীতে এবং আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ থাকার দাবীতে আমি তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ তো আমার নজরে আসে না। যেমন ফিরআওনের বক্তব্য উদ্ধৃত করে আল্লাহ্ তা'আলা বর্ণনা করলেন ঃ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِيْ "আমি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন ইলাহ্ আছে বলে তো আমি জানি না" (সূরা কাসাস ঃ ৩৮)।

৫৩. মন্দ কাজ করতে করতে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির এমন অপমৃত্যু ঘটে এবং সে এমন হাস্যকর কাজ কর্ম করতে থাকে যে, তারপর তার সৎপথে ফিরে আসার কোন উপায় থাকে না। ফিরআওন সেই পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

৫৪. অর্থাৎ ফিরআওনের যত ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও পরিকল্পনা ছিল তার সবই ছিল অসার। সব ছিল তার নিজের ধ্বংসের জন্য। হযরত মূসা (আ)-এর সামান্য ক্ষতিও সে করতে পারেনি।

(٣٨) وَقَالَ الَّذِيْٓ اٰمَنَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوْنِ اَهْدِكُمْ سَبِيْلَ الرَّشَادِ ۚ

(٣٩) يٰقَوْمِ اِنَّمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ ۫ وَّاِنَّ الْاٰخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ۝

(٤٠) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا ۚ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُوْنَ فِيْهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

৩৮. সেই ঈমানদার ব্যক্তি বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমার অনুসরণ করো। আমি তোমাদের সত্যের পথে পৌঁছিয়ে দিব।[৫৫]

৩৯. হে আমার সম্প্রদায়! এই যে দুনিয়ার জীবন, এটি অস্থায়ী ভোগ বিলাসের উপকরণ; ওই যে আখিরাতের বাসস্থান সেটি হল স্থায়ী আবাস।[৫৬]

৪০. যে মন্দ কাজ করেছে সে সেই পরিমাণ প্রতিফল ভোগ করবে আর ঈমানদার হয়ে যে ভালো কাজ করেছে, পুরুষ হোক কিংবা মহিলা, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে সীমাহীন জীবিকা উপভোগ করবে।[৫৭]

---

৫৫. ফিরআওন বলেছিল, وَمَا اَهْدِيْكُمْ اِلَّا سَبِيْلَ الرَّشَادِ "আমি তোমাদেরকে কল্যাণের পথ দেখাচ্ছি" (৪০ ঃ ২৯)। এর উত্তরে ঈমানদার ব্যক্তি বললো, ফিরআওন যেটিকে কল্যাণের পথ বলছে মূলত তা কল্যাণের পথ নয়। তোমরা বরং আমার অনুসরণ করো, তাহলে কল্যাণের পথে চলা ভাগ্যে জুটবে।

৫৬. অর্থাৎ ধ্বংসশীল, অস্থায়ী দু'দিনের পার্থিব ভোগ-বিলাসের মত হয়ে আখিরাতের কথা ভুলে যেও না। ভালো-মন্দে যেভাবে হোক দুনিয়ার জীবন কেটেই যাবে। এরপর সেই জীবন শুরু হবে যা আর শেষ হওয়ার নয়। বুদ্ধিমান লোকের কাজ হলো এখান থেকে ওখানকার সুখী জীবনের কথা চিন্তা করা, সেই মুতাবিক সুব্যবস্থা করা। নতুবা চিরস্থায়ী দুঃখে পতিত হতে হবে। এখন তো ভয়-ভীতিতে সন্ত্রস্ত হয়ে বলছো যে, মরে যাবো, মৃত্যু হোক। কিন্তু মরেও শান্তি না পেলে তখন কোথায় যাবে ?

৫৭. এটি পরকালীন জীবনের সামান্য বর্ণনা মাত্র যে, কোন পথে ঐ জীবনের সফলতা ও কামিয়াবী। এতদ্বারা জানা গেল যে, সেই জীবনের জন্য প্রয়োজন ঈমান আর সৎকর্ম। ধন-ঐশ্বর্যের কোন গুরুত্ব সেখানে নেই। এও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির উপর তাঁর রহমত ও দয়ার প্রাধান্য রয়েছে। বুদ্ধিমান লোকদের উচিত সুযোগ হাতছাড়া না করা।

(٤١) وَيٰقَوْمِ مَا لِىٓ اَدْعُوْكُمْ اِلَى النَّجٰوةِ وَتَدْعُوْنَنِىٓ اِلَى النَّارِ ۞

(٤٢) تَدْعُوْنَنِىْ لِاَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَاُشْرِكَ بِهٖ مَا لَيْسَ لِىْ بِهٖ عِلْمٌ ز وَّاَنَا اَدْعُوْكُمْ
اِلَى الْعَزِيْزِ الْغَفَّارِ ۞

(٤٣) لَا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُوْنَنِىْٓ اِلَيْهِ لَيْسَ لَهٗ دَعْوَةٌ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى
الْاٰخِرَةِ وَاَنَّ مَرَدَّنَآ اِلَى اللّٰهِ وَاَنَّ الْمُسْرِفِيْنَ هُمْ اَصْحٰبُ النَّارِ ۞

৪১. হে আমার সম্প্রদায়! আমার কী হলো যে, আমি তোমাদেরকে আহবান করছি মুক্তির দিকে আর তোমরা আমাকে ডাকছো অগ্নির দিকে![৫৮]

৪২. তোমরা আমাকে ডাকছো আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করার জন্য এবং তাঁর সাথে সেই সকল বিষয়কে শরীক করার জন্য যেগুলো সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই।[৫৯] আর আমি তোমাদেরকে ডাকছি পরাক্রমশালী পাপ মোচনকারী প্রভুর দিকে।[৬০]

৪৩. এমনিই তো সুস্পষ্ট যে, যার দিকে তোমরা আমাকে ডাকছো দুনিয়া কিংবা আখিরাতে কোথাও তার দিকে আহ্বানকারী নেই।[৬১] আর আমাদের প্রত্যাবর্তন তো আল্লাহ্‌র নিকট। সীমালংঘনকারিগণ জাহান্নামের অধিবাসী।[৬২]

---

৫৮. ঈমানদার ব্যক্তি অন্যের হিত কামনা করে অর্থাৎ আমার আর তোমাদের পারস্পরিক অবস্থান এক অদ্ভুত প্রকৃতির। আমি চাই তোমাদেরকে ঈমানের পথে এনে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে মুক্ত করতে। আর তোমাদের প্রচেষ্টা হলো তোমাদের সাথে আমাকে ও জাহান্নামের আগুনে ঢুকিয়ে দিবে। একদিক থেকে শত্রুতা আর অপর দিক থেকে কল্যাণ কামনা।

৫৯. অর্থাৎ তোমাদের প্রচেষ্টার ফল তো এই, আমি যেন (আল্লাহ্ না করুন) এক আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে বসি, তাঁর নবী-রাসূলদেরকে এবং তাঁদের বাণীসমূহ না মানি। আর মূর্খ লোকদের ন্যায় সেই সকল বস্তুকে প্রভুরূপে গ্রহণ করি যেগুলোর উপাস্য হওয়ার বিষয়টি কোন দলীল-প্রমাণ কিংবা গ্রহণযোগ্য বুদ্ধিভিত্তিক মূলনীতি দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি। আমিও বুঝতে পারি না কোন্ যুক্তিতে সেগুলোকে প্রভুরূপে গ্রহণ করা হয়। পক্ষান্তরে আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি যে, তাদের ইলাহ্ না হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য ও সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ রয়েছে।

৬০. অর্থাৎ আমার কামনা এই, যে কোন প্রকারে তোমাদের মাথা সেই এক ইলাহ্‌র দরবারে ঠেকিয়ে দাও, যিনি প্রচণ্ড শক্তিমান আবার পরম ক্ষমাশীল, পাপ মোচনকারী। (অপরাধীকে তিনি যদি পাকড়াও করেন তবে কেউ রক্ষা করতে পারবে না, আর তিনি যদি ক্ষমা করেন তবে কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারবে না)। তিনিই যথোপযুক্ত যে, ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে এবং আশায় বুক বেধে মানুষ তাঁর সম্মুখে আনুগত্যের মাথা নত করবে। মনে রেখো, আমি সেই ইলাহ্‌র দিকে তোমাদেরকে আহবান করছি।

(٤٤) فَسَتَذْكُرُوْنَ مَآ اَقُوْلُ لَكُمْ ؕ وَاُفَوِّضُ اَمْرِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ○

৪৪. আমি তোমাদেরকে যা বলছি অতি সত্বর তোমরা তা স্মরণ করবে।[৬৩] আমার ব্যাপারসমূহ আমি আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করছি। নিশ্চয় সকল বান্দা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিভুক্ত।[৬৪]

আল্লাহ্ ভিন্ন অন্য কারো ইবাদত কল্যাণকর নয়

৬১. অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছু নেই যা দুনিয়াতে ও আখিরাতে সামান্যতম উপকার কিংবা অপকার করতে পারে। তাহলে সেগুলোর উপাসনা করা মূর্খতা ও বোকামী নয় তো কী?

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ - وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ اَعْدَآءً وَّكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ -

"সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তাকে সাড়া দিবে না এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধেও অবহিত নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন ওইগুলো হবে তাদের শত্রু এবং ওইগুলো তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে" (সূরা আহকাফ ঃ ৫-৬)।

শেষ পর্যন্ত কি বুঝে মানুষ অন্যদেরকে এরূপ অক্ষম ও জড় বস্তুগুলোর উপাসনার প্রতি আহ্বান করে? আরও মজার ব্যাপার এই যে, এগুলোর মধ্যে এমন অনেক বস্তু রয়েছে যেগুলো স্বয়ং নিজের প্রতি আহ্বান করে না। বরং আহ্বান করার ক্ষমতাই তাদের নেই।

৬২. অর্থাৎ ঘুরেফিরে শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহ্‌র নিকট যেতে হবে। সেখানে সবাই সীমালঙ্ঘনের ফলাফল জানতে পারবে। বলুন দেখি, অক্ষম সৃষ্টিকে মহাশক্তিমান স্রষ্টার স্থান দেয়ার চেয়ে অধিক বাড়াবাড়ি আর কী হতে পারে?

৬৩. অর্থাৎ পরবর্তী সময়ে নিজেদের সীমালঙ্ঘনের শাস্তি যখন ভোগ করবে তখন আমার উপদেশের কথা স্মরণ করবে যে, হাঁ, আল্লাহ্‌র এক বান্দা আমাদেরকে বুঝাতো, যে ঠিকই বলতো। কিন্তু তখন এসব স্মরণ করে লজ্জিত হলে কোন লাভ হবে না।

আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল মু'মিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য

৬৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র যুক্তি-প্রমাণ আমি তোমাদেরকে নিকট পূর্ণরূপে পেশ করেছি, উপদেশ বাণীগুলো বুঝিয়ে দিয়েছি। তোমরা যদি না মানো তবে তোমাদের সাথে আমার

(٤٥) فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝

(٤٦) اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝

৪৫. তাদের অকল্যাণকর ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ্ মূসাকে রক্ষা করলেন এবং ফিরআওন সম্প্রদায়ের উপর আপতিত হলো কঠোর শাস্তি।[৬৫]

৪৬. তা হলো আগুন যা সকালে ও সন্ধ্যায় তাদেরকে দেখানো হয়।[৬৬] যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে, নির্দেশ হবে, ফিরআওনীদেরকে প্রবেশ করাও কঠিনতর শাস্তির মধ্যে।

অন্য কোন চাওয়া-পাওয়া নেই। এখন আমি নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহ্র হাতে সোপর্দ করছি। তাঁর উপরই আমার তাওয়াক্কুল ও নির্ভরতা। তোমরা যদি আমার উপর অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে চাও, তবে ওই আল্লাহ্ই আমার রক্ষাকর্তা ও সাহায্যকারী। সকল বান্দা তাঁর গোচরীভূত। তিনি আমার এবং তোমাদের আচার-আচরণ দেখছেন। কারো কোন ক্রিয়াকর্ম তাঁর নিকট গোপন নেই। লক্ষ্য অর্জনে সাধ্য মুতাবিক প্রচেষ্টা চালানোর পর ফলাফলের ব্যাপারটি আল্লাহ্র প্রতি সোপর্দ করে দেয়া হলো একজন আনুগত্যশীল ঈমানদার ব্যক্তির কাজ।

বাতিলপন্থীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই

৬৫. অর্থাৎ সত্য ও মিথ্যার ওই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শেষ ফল এই হলো যে, আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-কে (এবং তাঁর অনুসারীদেরকে তাদের মধ্যে এই ঈমানদার ব্যক্তিও ছিল) ফিরআওন ও তাঁর অনুসারীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন, তাদের কোন ষড়যন্ত্র সফল হতে দেননি। বরং তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত উল্টো তাদের প্রতিই ফিরে এসেছিল। সত্যপন্থীদের তাড়া করেছিল যারা তাদের সবাই মৃত্যুমুখে পতিত হলো এবং পুরো সম্প্রদায় লোহিত সাগরে নিমজ্জিত হলো।

৬৬. অর্থাৎ জাহান্নামের বাসস্থান কিয়ামত দিবসে তাদেরকে সেখানে স্থায়ীভাবে প্রবেশ করানো হবে, প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে তা দেখানো হচ্ছে, যাতে নমুনা হিসেবে আসন্ন শাস্তির কিছু স্বাদ এখন ভোগ করে। এটি কবরে থাকাকালীন অবস্থা। হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, এভাবে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা কবরস্থিত প্রত্যেক ঈমানদারের নিকট তার জান্নাতের বাসস্থান পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক কাফিরের নিকট তার জাহান্নামের বাসস্থান পেশ করা হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াত দ্বারা শুধু ফিরআওনীদের কবর আযাবের কথা প্রমাণিত হয়। এরপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে জানানো হয়েছে যে, সকল কাফির, বরং

(٤٧) وَ إِذْ يَتَحَآجُّوْنَ فِي النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰٓؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُنَّا
لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ ۝
(٤٨) قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْٓا إِنَّا كُلٌّ فِيْهَآ ۙ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ ۝

৪৭. এবং তারা যখন পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে আগুনের মধ্যে তখন দুর্বল লোকগণ দাম্ভিকদেরকে বলবে, আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে আগুনের কিছু অংশ প্রত্যাহার করবে ?[৬৭]

৪৮. দাম্ভিকেরা বলবে, আমরা সবাই তো এখন আগুনের মধ্যে রয়েছি। নিশ্চয় আল্লাহ্ তো বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন।[৬৮]

গুনাহ্গার ঈমানদার লোকদেরও কবরে আযাব হবে। কতক দলীল দ্বারা আরও জানা যায় যে, জান্নাতী লোকদের মধ্যে শহীদদের রূহ যেমন সবুজ পক্ষীর উদরে প্রবেশ করে জান্নাতে ভ্রমণ করে বেড়ায় তদ্রূপ জাহান্নামীদের মধ্যে ফিরআওনীদের সকাল-সন্ধ্যা জাহান্নামের দিকে প্রেরণ করা হয়। এটি হলো কবরে থাকাকালীন অবস্থা। (অবশ্য) দেহ সমেত রূহের জান্নাত কিংবা জাহান্নামে প্রবেশ ঘটবে আখিরাতে হিসাব-নিকাশের পর। এই দলীলগুলো যদি বিশুদ্ধ হয় তবে ফিরআওনীদের ক্ষেত্রে اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا (সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে জাহান্নাম দেখানো হবে) এবং সাধারণ জাহান্নামীদের ক্ষেত্রে عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهٗ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (সকাল-সন্ধ্যা তার বাসস্থান দেখানো হবে) হাদীসের শব্দগত পার্থক্য সম্ভবত সেই ভিত্তিতে হবে। আল্লাহ্ সর্বাধিক জ্ঞাত।

বাতিল নেতৃত্ব ও তাদের অনুসারী সকলেই ব্যর্থ হবে আখিরাতে

৬৭. অর্থাৎ আপনারা তো দুনিয়াতে আমাদেরকে অনুগত ও বাধ্য রাখতেন, যার ফলে আজ আমাদের এই দুর্দশা। এখন এখানে আমাদের কিছু উপকার করুন। বড়োদেরকে তো ছোটদের কিছু না কিছু খোঁজ-খবর নিতে হয়। দেখছেন না আজ আমরা কেমন বিপদে পতিত হয়েছি। এমন কি হতে পারে না যে, আমাদের বিপদের কিছু অংশ আপনারা লাঘব করে দিবেন ?

৬৮. অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা নেতৃস্থানীয় ছিল তারা উত্তর দিবে, আজ তোমরা এবং আমরা সবাই ওই বিপদে পতিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রত্যেকের অপরাধ অনুপাতে শাস্তির ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছেন। এই সিদ্ধান্ত অটল ও অলঙ্ঘনীয়। এখন কেউ কারো উপকারে আসার অবকাশ নেই। আমরা নিজেদের বিপদই লাঘব করতে পারছি না। তোমাদের আর কী উপকার করবো?

(٤٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ فِى النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوْا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ○

(٥٠) قَالُوْٓا اَوَلَمْ تَكُ تَاْتِيْكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنٰتِ ۖ قَالُوْا بَلٰى ۚ قَالُوْا فَادْعُوْا ۚ وَمَا دُعٰٓؤُا الْكٰفِرِيْنَ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ ○

৪৯ আগুনে পতিত লোকগণ জাহান্নামের প্রহরিগণকে বলবে, তোমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানাও যেন একটা দিন আমাদের শাস্তি লাঘব করেন।[৬৯]

৫০ তারা বলবে, স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে তোমাদের রাসূলগণ কি তোমাদের নিকট আসেনি? তারা বলবে, হাঁ অবশ্যই এসেছে। তারা বলবে, প্রার্থনা করতে থাকো, কাফিরদের প্রার্থনা ব্যর্থই হয়।[৭০]

---

৬৯. অর্থাৎ নিজেদের নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে নিরাশ হয়ে তারা সেই সকল ফেরেশতার নিকট নিবেদন পেশ করবে যারা জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত। তাদেরকে বলবে, আপনারা আপনাদের প্রতিপালককে বলে আমাদেরকে একটি দিনের জন্য হলেও শাস্তি থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করুন। সেদিন যেন আমাদের শাস্তি একটু হালকা হয়।

সময় থাকতে সতর্ক হও

৭০. অর্থাৎ এখন তো নবী-রাসূলদের (আ) কথা মানি না, পরিণামের কথা ভেবে দেখিনি। তখন চেষ্টা করলে তো কিছু একটা করা যেতো। এখন সুযোগ হাতছাড়া। কোন সুপারিশ তোমাদের কাজে আসবে না। শুয়ে-বসে শুধু হায়-হুতাশ আর আর্তনাদ করতে থাকো। আমরা এসব ব্যাপারে সুপারিশ করতে পারবো না। আর তোমাদের কান্নাকাটি ও আর্তচীৎকারেও কোন ফল হবে না। হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, "দোযখের ফেরেশতাগণ বলবে, সুপারিশ করা আমাদের কাজ নয়। আমরা শাস্তি দেওয়ার জন্যই নিয়োজিত হয়েছি। সুপারিশ করা তো রাসূলদের (আ) কাজ। অথচ তোমরা রাসূলদের (আ) বিরোধিতা করেছিলে"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আখিরাতে কাফিরদের দু'আয় কোন লাভ হবে না। অবশ্য দুনিয়ার জীবনে কাফিরদের আবেদন-নিবেদনের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদেরকে কিছু দেন তবে তা ব্যতিক্রম, যেমন ইবলীস শয়তানকে কিয়ামত পর্যন্ত সুযোগ দিয়েছেন।

(৫১) إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

(৫২) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

৫১. নিশ্চয় আমি সাহায্য করি আমার রাসূলদেরকে ও ঈমানদারদেরকে দুনিয়াতেও এবং সেদিনও যেদিন সাক্ষিগণ দণ্ডায়মান হবে।[৭২]

৫২. যে দিন স্বৈরাচারীদের আপত্তি কোন কাজে আসবে না। তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ এবং তাদের জন্য রয়েছে মন্দ বাসস্থান।[৭৩]

সত্যপন্থিগণের বিজয় সুনিশ্চিত

৭১. অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা তাদের কণ্ঠ উচ্চ করি। যে লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হন আল্লাহ্‌র সাহায্যে তাতে তাঁরা সফলকাম হন। সত্য পুজারীদের ত্যাগ ও কুরবানী কখনো বৃথা যায় না। মাঝে মধ্যে যত চড়াই-উৎরাই ও উত্থান-পতন হোক, যত পরীক্ষার সম্মুখীন হোক, শেষ পর্যন্ত তাদের মিশন কৃতকার্য হয়। জ্ঞানের দিক থেকে, দলীল-প্রমাণের দিক থেকে তারা তো সব সময়ই সাহায্যপ্রাপ্ত ও প্রবল থাকেন, কিন্তু জাগতিক বিজয় ও দৃশ্যমান ইজ্জত-সম্মানও শেষ পর্যন্ত তাঁরাই অর্জন করেন। সত্যের শত্রুরা কখনো সম্মান লাভ করতে পারে না। তাদের উত্থান ও উন্নতি শুধু হাঁড়ি-পাতিলের ফেনা এবং সোডা পানির বুদবুদ। আনুগত্যশীল ঈমানদার লোকদের মুকাবিলায় তারা শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের থেকে তাঁর বন্ধুদের প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়েন না। তবে জেনে রাখা দরকার যে, আয়াতে যে সকল ঈমানদারের সাহায্য ও সহায়তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে তাতে শর্ত এই যে, তাদেরকে সত্যিকার ঈমানদার এবং রাসূল অনুসারী হতে হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মু'মিন হও" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৯)। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে সত্যিকার ঈমানদারের চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত সেই কষ্টিপাথরে নিজেকে যাচাই করে দেখা।

৭২. অর্থাৎ যখন হাশর ময়দানে পূর্ববর্তী-পরবর্তী সবাই একত্র হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দয়া ও মেহেরবানীতে সর্বসমক্ষে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাপ্রাপ্তির ঘোষণা প্রদান করবেন। দুনিয়াতে সন্দেহ- সংশয় ও অস্পষ্টতার অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে কোন প্রকারের সংশয়ের অবকাশ থাকবে না।

৭৩. অর্থাৎ তাদের কোন সাহায্য-সহায়তা করা হবে না। আল্লাহ্‌র মকবূল ও বান্দাদের পুরস্কারের বিপরীতে এখানে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত বান্দাদের পরিণাম জানিয়ে দেয়া হলো।

(٥٣) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْهُدٰى وَاَوْرَثْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ ۙ

(٥٤) هُدًى وَّ ذِكْرٰى لِاُولِي الْاَلْبَابِ ۝

(٥٥) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ
وَالْاِبْكَارِ ۝

৫৩. আমি মূসাকে দিয়েছিলাম হিদায়াত এবং ইসরাঈলীদেরকে করেছিলাম কিতাবের উত্তরাধিকারী,

৫৪. যে কিতাব হিদায়াতকারী ও বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য উপদেশ।[৭৪]

৫৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের গুনাহ্‌র আর সকাল-সন্ধ্যায় আপন প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো।[৭৫]

সত্যের শত্রুদের বিনাশ অনিবার্য

৭৪. অর্থাৎ দুনিয়াতেই দেখে নাও, ফিরআওন ও তার সম্প্রদায়ের এত ব্যাপক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সত্যের প্রতি শত্রুতা তাদেরকে কিভাবে বিনাশ করে ছেড়েছে। পক্ষান্তরে হযরত মূসা (আ)-এর বরকত ও সুযোগ্য নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলের দুর্বল ও নির্যাতিত লোকজন কিভাবে মর্যাদার সুউচ্চ শিখরে আরোহণ করেছে এবং এমন মর্যাদাবান কিতাবের (তাওরাতের) অধিকারী হয়েছে যা সমগ্র দুনিয়ার বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন লোকদের জন্য হিদায়াতের আলোকবর্তিকা স্বরূপ কাজ দিতো।

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি কার্যকর হবেই

৭৫. অর্থাৎ আপনিও আশ্বস্ত হোন যে, যে প্রতিশ্রুতি আপনাকে দেয়া হয়েছে তা অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। মহান আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতে আপনার ও আপনার বরকতে আপনার অনুসারীদের শির উঁচু রাখবেন। তার জন্য প্রয়োজন হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের খাতিরে সকল প্রকার বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা এবং যার থেকে যে অনুপাতে ত্রুটি সংঘটিত হয় আল্লাহ্‌র দরবারে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা, দিনে-রাতে, সকাল-সন্ধ্যায় সর্বক্ষণ কথায় ও কাজে তাঁর তাসবীহ, তাহমীদ ও প্রশংসা মহিমা ঘোষণা করা। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে কোন অবস্থাতেই তাঁর স্মরণ থেকে গাফিল না হওয়া। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্য সুনিশ্চিত। মূলত আয়াতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সম্বোধন করো সকল উম্মতকে শিক্ষা দিলেন। হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, "রাসূলুল্লাহ্ (সা) প্রত্যহ এক শতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। প্রত্যেক বান্দার ত্রুটি তার মর্যাদা ও স্তর অনুপাতে বিবেচ্য। তাই সকলেরই ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক"।

(٥٦) اِنَّ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰىهُمْ ۙ اِنْ فِيْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِيْهِ ۚ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۖ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ۝

(٥٧) لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

৫৬. যারা আল্লাহ্র বাণী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয় তাদের নিকট আগত কোন দলীল ব্যতিরেকে, তাদের অন্তরে রয়েছে অহংকার, তারা সফল হওয়ার নয়।[৭৬] সুতরাং তুমি আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করো। তিনি শ্রবণ করেন, দেখেন।[৭৭]

৫৭. নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চেয়ে কঠিন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অনুধাবন করতে পারে না।[৭৮]

---

৭৬. অর্থাৎ যে সকল লোক আল্লাহ্র একত্ববাদের প্রমাণাদি আসমানী কিতাবসমূহ এবং নবী-রাসূলদের মু'জিযা ও হিদায়াত সম্পর্কে খামোখা ঝগড়া-বিবাদ করে এবং যুক্তি-প্রমাণহীন বক্তব্য প্রকাশ করে সত্যের আওয়াজ স্তব্ধ করে দিতে চায়, মূলত তাদের হাতে কোন দলীল ও গ্রহণযোগ্য যুক্তি নেই। পক্ষান্তরে এগুলোর সত্যতায় কোন প্রকারের সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। আল্লাহ্র দরবারে মাথা নত করা এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণে তাদের জন্য একমাত্র বাধা হলো তাদের দম্ভ ও অহংকার। তারা নিজেদেরকে অনেক বড়ো মনে করে। তারা চায় যে, তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপরে থাকুক আর কিছু না হোক অন্তত তাঁর সম্মুখে যেন নত হতে না হয়। কিন্তু তাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, এই লক্ষ্য অর্জনে তারা সফল হবে না। হয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে আনুগত্যের মাথা নত করতে হবে নতুবা জঘন্য অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে।

৭৭. অর্থাৎ আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। এ সকল ঝগড়াটে লোকের অসদুদ্দেশ্য থেকে এবং তাদের অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্ যেন আপনাকে রক্ষা করেন। পরবর্তীতে কয়েকটি বিষয়ের তাত্ত্বিক আলোচনা হচ্ছে যেগুলো নিয়ে তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়। যেমন মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান। তারা এটিকে অসম্ভব মনে করে এবং আল্লাহ্র একত্ববাদ, তারা এটি অস্বীকার করে।

৭৮. অর্থাৎ বাহ্যত বস্তুগত দৃষ্টিকোণ থেকে আসমান ও যমীনের বিশালত্ব ও বিরাটত্বের মুকাবিলায় মানুষের অবস্থান কত নগণ্য? কিন্তু মুশরিকরাও একথা মানে যে, একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা। তাহলে যেই মহান আল্লাহ্ এই বিশাল সৃষ্টি জগত সৃজন করলেন, ক্ষুদ্র মানুষের নব সৃষ্টি কিংবা পুনর্বার সৃষ্টি তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন? আশ্চর্যের বিষয় যে, এত সাদামাটা ও সাধারণ কথাটি অনেক লোক বুঝে না।

(৫৮) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۙ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا
الْمُسِيءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ○

(৫৯) إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ○

(৬০) وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ
عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ○

৫৮. অন্ধ ও চক্ষুষ্মান তো এক সমান নয় এবং যারা ঈমানদার, সৎকর্মশীল তার আর পাপাচারী এক সমান নয়। তোমরা অল্পই উপদেশ গ্রহণ করো।[৭৯]

৫৯. নিশ্চয় কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে তোমরা তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা মানে না।

৬০. তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের প্রার্থনা কবূল করবো।[৮০] যারা অহমিকা প্রদর্শন করে আমার ইবাদত করে না তারা লাঞ্ছিত হয়ে অবিলম্বে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৮১]

সত্য আর মিথ্যা, চক্ষুষ্মান আর অন্ধ ব্যক্তি এক সমান নয়

৭৯. অর্থাৎ একজন অন্ধলোক যে সত্যের সরল পথের দিশা পায় না আর একজন দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি যে দূরদর্শিতার সাথে সরল পথ দেখতে পায়, চিনতে পারে এবং বুঝতে পারে, উভয় ব্যক্তি কি এক সমান হতে পারে? অথবা একজন নেককার সৎকর্মশীল ব্যক্তি আর একজন কাফির পাপাচারী ব্যক্তির পরিণাম-পরিণতি কি এক রকম হতে পারে? যদি তা না হয় তবে এমন একটি দিবসের আগমন অনিবার্য যেদিন উভয় পক্ষের মধ্যকার পার্থক্য ও তারতম্য স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে এবং উভয় পক্ষের ইল্‌ম ও আমল, জ্ঞান ও কর্মের ফলাফল পরিপূর্ণরূপে প্রকাশিত হবে। কিন্তু হায় তোমরা এতটুকুও চিন্তা করো না।

৮০. তোমরা আমার ইবাদত করো, তাহলে আমি তার প্রতিফল দিব এবং আমার নিকট প্রার্থনা করো। তাহলে তোমাদের প্রার্থনা বিফলে যাবে না।

বান্দা যত প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তত খুশী হন

৮১. ইবাদত-বন্দেগীর শর্ত হলো, আপন প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করা। প্রার্থনা না করাটা অহংকার ও দম্ভ। এই আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ্‌র নিকট বান্দার প্রার্থনা করাটা আল্লাহ্ পসন্দ করেন। এটি তো নিঃসন্দেহে সত্য কথা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সকল বান্দার সকল প্রার্থনা কবূল করা হবে। অর্থাৎ যে যা চাইবে তাকে

(٦١) اَللّٰهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ الَّیْلَ لِتَسْکُنُوْا فِیْهِ وَ النَّهَارَ مُبْصِرًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَشْکُرُوْنَ ○

(٦٢) ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمْ خَالِقُ کُلِّ شَیْءٍ ۘ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۫ فَاَنّٰی تُؤْفَکُوْنَ ○

(٦٣) کَذٰلِکَ یُؤْفَکُ الَّذِیْنَ کَانُوْا بِاٰیٰتِ اللّٰهِ یَجْحَدُوْنَ ○

৬১. তিনিই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্যে রাত্রি সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তখন বিশ্রাম গ্রহণ করো এবং দিবস সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য।[৮৩] আল্লাহ্ তো মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু বহু লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।[৮৪]

৬২. তিনিই আল্লাহ্, তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না। তারপর কোথায় তোমাদের ফিরিয়ে নেয়া হচ্ছে ?

৬৩. অনুরূপ ফিরে যায় তারা যারা আল্লাহ্র বাণীসমূহ অস্বীকার করে।

তাই দেয়া হবে তেমন নয়। কবূল করার অনেক রূপ ও অনেক রীতি আছে। একাধিক হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কাউকে কিছু দেওয়া তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল এবং তাঁর হিকমত ও প্রজ্ঞার অনুগামী। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন, فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ "যে দুঃখের জন্য তোমরা তাঁকে ডাকছো তিনি ইচ্ছা করলে সেই দুঃখ দূর করে দিবেন" (সূরা আনআম ঃ ৪১)। যাহোক বান্দার কাজই হলো চাওয়া, প্রার্থনা করা। এই প্রার্থনা করাই একটি ইবাদত, বরং ইবাদতের মূল।

৮২. রাতের অন্ধকার ও শীতল পরিবেশে মানুষ সাধারণত শয়ন করে বিশ্রাম নেয় এবং দিবস হলে সজীব ও সপ্রতিভ হয়ে দিনের আলোতে নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। দেখা-শুনা, চলাফেরার জন্য তখন কৃত্রিম আলোর মোটেও প্রয়োজন হয় না।

৮৩. অর্থাৎ প্রকৃত নিআমতদাতার অধিকার আদায়ের দাবী ছিল কথা ও কাজে, মনে ও প্রাণে তাঁর শোকর আদায় করা। কিন্তু বহু লোক শোকর আদায় করার স্থলে শির্ক করতে থাকে।

৮৪. অর্থাৎ রাত-দিনসহ সকল নিআমত যে তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া তা তো স্বীকার করো তাহলে ইবাদত-বন্দেগীও তো এককভাবে তাঁর জন্যই নিবেদিত হওয়া দরকার। এতটুকু এসে আবার কোন দিকে ফিরে যাচ্ছ যে, প্রকৃত মালিক একজন আর উপাসনা করা হচ্ছে অন্যজনের?

(٦٤) اَللّٰهُ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً وَّ صَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ
صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۚۖ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٦٥) هُوَ الْحَيُّ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ؕ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○

(٦٦) قُلْ اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَمَّا جَآءَنِيَ الْبَيِّنٰتُ
مِنْ رَّبِّيْ ۫ وَ اُمِرْتُ اَنْ اُسْلِمَ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

৬৪. তিনি আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন অবস্থানক্ষেত্র, আকাশকে করেছেন প্রাসাদ,[৮৫] তোমাদের আকৃতি করেছেন সুন্দর এবং তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন পবিত্র বস্তু থেকে, সেই আল্লাহ্ই তোমাদের প্রতিপালক। বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ কতো বরকতময়![৮৬]

৬৫. তিনি চিরঞ্জীব।[৮৭] তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না, খাঁটিভাবে তাঁরই উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদিত করে তাঁকে ডাকো। সকল প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্র জন্য।[৮৮]

৬৬. তুমি বলে দাও, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাকো তাদের ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে, যখন আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট স্পষ্ট নিদর্শনাদি এসেছে। আর আমার প্রতি নির্দেশ হয়েছে, আমি যেন বিশ্ব প্রতিপালকের অনুগত থাকি।[৮৯]

---

৮৫. অর্থাৎ গম্বুজের ন্যায় তৈরী করেছেন।

৮৬. অর্থাৎ সকল প্রাণীর আকৃতির চেয়ে মানুষের আকৃতি উত্তম এবং সকল প্রাণীর রিযিক ও জীবিকার চেয়ে মানুষের রিযিক ও জীবিকা পবিত্র।

৮৭. কখনও কোন অবস্থায়ই তাঁর উপর ধ্বংস ও মৃত্যু আপতিত হয়নি আর তা হতেও পারে না। যেহেতু তাঁর জীবিত থাকাটা মৌলিক ও স্থায়ী সেহেতু তাঁর জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয়াদি মৌলিক ও স্থায়ী।

৮৮. পূর্ণাঙ্গতা ও সকল সৌন্দর্য হায়াত ও জীবনের সাথে সম্পর্কিত। যিনি সকল শর্ত ও ধরা-বাঁধার উর্ধ্বে চিরঞ্জীব তিনিই সকল ইবাদত পাওয়ার যোগ্য এবং সকল পূর্ণতা ও সৌন্দর্যের মালিকও তিনি। এজন্য هُوَ الْحَيُّ-এর পরে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলেছেন। যেমন পূর্বের আয়াতে নিআমতসমূহের উল্লেখ করার পর فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ। বলেছেন। আগেকার যুগের কোন কোন তাফসীরকার মন্তব্য করেছেন যে,

(٦٧) هُوَ الَّذِىۡ خَلَقَكُمۡ مِّنۡ تُرَابٍ ثُمَّ مِنۡ نُّطۡفَةٍ ثُمَّ مِنۡ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخۡرِجُكُمۡ طِفۡلًا ثُمَّ لِتَبۡلُغُوۡۤا اَشُدَّكُمۡ ثُمَّ لِتَكُوۡنُوۡا شُيُوۡخًا ۚ وَمِنۡكُمۡ مَّنۡ يُّتَوَفّٰى مِنۡ قَبۡلُ وَلِتَبۡلُغُوۡۤا اَجَلًا مُّسَمًّى وَّلَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ۝

৬৭. তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে,[৯০] তারপর পানি বিন্দু থেকে, তারপর জমাট রক্ত থেকে,[৯১] তারপর তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করেন। তারপর তোমরা যৌবনে পদার্পণ কর, তারপর বার্ধক্যে উপনীত হও। তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে এবং তোমরা নির্ধারিত কালে পৌঁছে[৯২] এবং তোমরা যাতে অনুধাবন করতে পারো।[৯৩]

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ বলার পর اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ বলা কর্তব্য। এই আয়াতটি তাঁদের মতের উৎস।

৮৯. অর্থাৎ স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শনাদি দেখার পর কী অধিকার থাকতে পারে যে, মানুষ এক আল্লাহ্‌র সম্মুখে ইবাদতে মাথা নত করবে না এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁর নির্দেশ পালনকারী হবে না?

৯০. অর্থাৎ তোমাদের পিতা আদম (আ)-কে তৈরী করেছেন মৃত্তিকা থেকে অথবা তোমাদেরকে তৈরি করেছেন। অথবা এও বলা যেতে পারে যে, মানুষের উৎস যে বীর্য, তা যে খাদ্যের নির্যাস ও সারাংশ সেই খাদ্য মাটি থেকেই উৎপন্ন হয়।

৯১. অর্থাৎ মানুষের মূল হলো এক বিন্দু পানি (বীর্য), পরবর্তীতে এটিকে জমাট রক্তে পরিণত করা হয়।

৯২. অর্থাৎ শিশু থেকে যুবক, আবার যুবক থেকে বৃদ্ধ হয়। আবার কতক মানুষ যুব কিংবা বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই মারা যায়। বস্তুত সবাইকে একটি নির্ধারিত সময় এবং লিপিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত যেতেই হবে। মৃত্যু এবং হাশর থেকে কেউই বাদ যাবে না।

জন্ম হলে মৃত্যুর শরবত করতে হবে পান,
বলেছেন আল্লাহ্ প্রভু كُلُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٍ
(ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সব ধ্বংসশীল)।

৯৩. হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, "তোমরা একটু ভেবে দেখো, কত রকমের অবস্থা তোমাদের উপর আপতিত হল, কত অবস্থায় তোমরা আবর্তিত হলে, এটাও সম্ভব যে, আরও একটি অবস্থা তোমাদের উপর আসবে। আর তা হলো "মৃত্যুবরণ করে আবার জীবিত হওয়া।" তাহলে সেটিকে অসম্ভব মনে করো কেন?

(٦٨) هُوَ الَّذِىْ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ فَاِذَا قَضٰۤى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۠

(٦٩) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِيْۤ اٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ اَنّٰى يُصْرَفُوْنَ ۛ

(٧٠) اَلَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِمَاۤ اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلَنَا ۛ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۙ

(٧١) اِذِ الْاَغْلٰلُ فِيْۤ اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ ؕ يُسْحَبُوْنَ ۙ

(٧٢) فِى الْحَمِيْمِ ۙ ثُمَّ فِى النَّارِ يُسْجَرُوْنَ ۚ

(٧٣) ثُمَّ قِيْلَ لَهُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۙ

৬৮. তিনি তোমাদের জীবিত রাখেন এবং মৃত্যু দেন। তারপর তিনি যখন কোন কাজের নির্দেশ দেন তখন সেটিকে এই বলেন, "হয়ে যা" সেটি হয়ে যায়।[৯৪]

৬৯. আল্লাহ্‌র বাণী নিয়ে যারা বিবাদে লিপ্ত হয় তুমি কি তাদেরকে দেখনি, কোথা থেকে তারা ফিরে যাচ্ছে?

৭০. তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এই কিতাবকে এবং যা নিয়ে আমি আমার রাসূলদের প্রেরণ করেছি সেটিকে, শেষ পর্যন্ত তারা জানবেই।[৯৫]

৭১. যখন তাদের গলদেশে পড়বে বেড়ী ও শৃঙ্খল,[৯৬] তাদেরকে টেনে নেয়া হবে—

৭২. ফুটন্ত পানিতে, তারপর তাদেরকে দগ্ধ করা হবে অগ্নিতে।[৯৭]

৭৩. পরে তাদেরকে বলা হবে, সেগুলো কোথায় তোমরা যেগুলোকে শরীকরূপে গ্রহণ করতে—

---

৯৪. অর্থাৎ পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও "কুন ফায়াকূন (كُنْ فَيَكُوْنَا) -এর অন্যান্য মর্যাদার প্রেক্ষাপটে মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা তাঁর জন্য মোটেই কষ্টকর নয়।

৯৫. শেষ পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পারবে এই সত্য প্রত্যাখ্যানের ফলাফল কি হয়?

৯৬. শিকলের এক মাথা থাকবে ঘাড়ের সাথে সংযুক্ত আর অপর মাথা ফেরেশতাদের হাতে। এভাবে কারাবন্দী আসামীদের ন্যায় তাদেরকে দোযখে নিয়ে যাওয়া হবে।

৯৭. অর্থাৎ দোযখে তাদেরকে কখনও ফুটন্ত পানির শাস্তি এবং কখনও অগ্নি-দহনের শাস্তি প্রদান করা হবে।

(৭৪) مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ قَالُوْا ضَلُّوْا عَنَّا بَلْ لَّمْ نَكُنْ نَّدْعُوْا مِنْ قَبْلُ شَيْـًٔا ؕ
كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِيْنَ ○

(৭৫) ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ
تَمْرَحُوْنَ ○

৭৪. আল্লাহ্ ব্যতীত?[৯৮] তারা বলবে, সেগুলো আমাদের নিকট থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে,[৯৯] বরং আমরা তো ইতিপূর্বে কোন কিছুকে ডাকিনি।[১০০] এভাবে আল্লাহ্ বিভ্রান্ত করেন কাফিরদেরকে।[১০১]

৭৫. তোমরা পৃথিবীতে যে অন্যায়ভাবে দম্ভ সহকারে জীবন যাপন করতে এবং অহংকার প্রদর্শন করতে এটি তার প্রতিফল।[১০২]

---

৯৮. অর্থাৎ তাদের কেউ তো এখন কোন উপকারে আসছে না। যদি উপকার করতে পারে তবে তাদেরকে ডাকো।

৯৯. অর্থাৎ তারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। সম্ভবত সে সময়ে উপাসকগণ ও উপাস্যদেরকে পৃথক করে রাখা হবে। অথবা ضَلُّوْا عَنَّا (আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে) কথার অর্থ এই, সেগুলো বিদ্যমান থাকলেও যেহেতু তাদের থেকে কোন উপকার পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু তাদের থাকা না থাকা সমান।

বাতিল দেব-দেবী নিজেরাই অক্ষম.

১০০. অধিকাংশ তাফসীরকার আয়াতের অর্থ এই নিয়েছেন যে, আমরা দুনিয়াতে যাদেরকে ডাকতাম, ইবাদত করতাম, এখন স্পষ্ট হলো যে, প্রকৃতপক্ষে তারা কিছুই ছিলো না। অনুতাপ আর অনুশোচনায় তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করবে। হযরত শাহ সাহেব (র) এ সম্পর্কে যা বলেছেন তার সারাংশ এই, মুশরিকরা প্রথম অবস্থায় সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলেছিল, আমরা কাউকেই আল্লাহ্র শরীকরূপে গ্রহণ করিনি। এখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মুখ ফস্কে সত্য বেরিয়ে গেলো এবং বললো যে, ضَلُّوْا عَنَّا (তারা আমাদের থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে)। এতে প্রকারান্তরে শরীক নির্ধারণের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তারপর কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তারা আবার অস্বীকার করে বলবে, আমরা তো আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকেই ডাকিনি, কারো উপাসনা করিনি।

১০১. অর্থাৎ এখন যেমন অস্বীকার করতে করতে হোঁচট খেলো এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে স্বীকার করে ফেললো দুনিয়াতেও তাদের অবস্থা এরূপ ছিল।

১০২. অর্থাৎ এখন তো দেখেছো, অযৌক্তিক ও অশালীন দম্ভ-অহংকারের পরিণাম এরূপই হয়। এখন সেই ঔদ্ধত্য কোথায়?

(৭৬) ادْخُلُوْٓا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِيْنَ ○
(৭৭) فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ ۚ فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِيْ نَعِدُهُمْ اَوْ
نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُوْنَ ○
(৭৮) وَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ
مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّاْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ
فَاِذَا جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ○

৭৬. তোমরা জাহান্নামের দরজাসমূহ দিয়ে প্রবেশ করো[১০৩] চিরদিন তথায় বসবাসের জন্য, অহংকারীদের বাসস্থান কতইনা মন্দ!
৭৭. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য। আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করি তার কতক যদি আমি তোমাকে দেখিয়ে দেই অথবা তোমাকে আমি তুলে নেই, সর্বাবস্থায় তারা আমার নিকটই ফিরে আসবে।[১০৪]
৭৮. নিশ্চয় তোমার পূর্বে আমি বহু রাসূল প্রেরণ করেছি, তাদের মধ্যে কারো কারো অবস্থা আমি তোমাকে শুনিয়েছি এবং কারো কারো অবস্থা শুনাইনি।[১০৫] আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন আনয়ন করা কোন রাসূলের জন্য সম্ভব ছিলো না।[১০৬] তারপর যখন আল্লাহ্‌র নির্দেশ এলো ন্যায়পরায়ণতার সাথে মীমাংসা হয়ে গেলো এবং মিথ্যাবাদীরা সেখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[১০৭]

---

১০৩. অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রেণীর অপরাধী তাদের জন্য নির্ধারিত পৃথক পৃথক দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে।

শাস্তির ঘোষণা অবশ্যই কার্যকর হবে

১০৪. অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্‌ তা'আলা দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তবে এমনও হতে পারে যে, তার কতক আপনার জীবদ্দশায় পূর্ণ হবে (যেমন বদর যুদ্ধ, মক্কা বিজয় ইত্যাদিতে হয়েছে), আর কতক আপনার ইনতিকালের পর পূর্ণ হবে। সর্বাবস্থায় আমার শাস্তি থেকে তারা রক্ষা পাবে না। সকলের পরিণতি তো আমার হাতে। এই জীবনের পর ওই জীবনে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ শাস্তি ভোগ করবে। কোন অবস্থাতেই রক্ষা নেই।

১০৫. অর্থাৎ কতক নবী-রাসূলের বিস্তারিত ইতিহাস আপনাকে জানিয়েছি এবং কতকের জানাই নি। (এও হতে পারে যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর অবশিষ্ট

(৭৯) اَللّٰهُ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ لِتَرْكَبُوْا مِنْهَا وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝

(৮০) وَلَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوْا عَلَيْهَا حَاجَةً فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَ

عَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُوْنَ ۝

(৮১) وَيُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ ۖ فَاَىَّ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُنْكِرُوْنَ ۝

৭৯. আল্লাহ্ই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা কতকের পিঠে আরোহণ করতে পারো আরো কতকের গোশত খেতে পারো।

৮০. আর সেগুলোতে তোমাদের জন্য প্রচুর কল্যাণ রয়েছে[১০৮] এবং তোমরা যা প্রয়োজন মনে করো, ঐগুলোতে আরোহণ করে তা পূর্ণ করতে পারো।[১০৯] এগুলোর উপর এবং নৌযানে ভর্তি হয়ে তোমরা চলাফেরা করতে থাকো।[১১০]

৮১. তিনি তোমাদেরকে দেখান তাঁর নিদর্শনাদি। তারপর আপন প্রতিপালকের কোন্ নিদর্শনটি তোমরা অস্বীকার করবে?[১১১]

সকলের বিস্তারিত বিবরণও জানিয়ে দিয়েছেন)। যাহোক, যাঁদের নাম জানা আছে তাঁদের ক্ষেত্রে বিস্তৃতভাবে আর যাদের নাম জানা নেই তাদের ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে ঈমান আনয়ন অনিবার্য প্রয়োজন। لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ "আমরা তাঁর রাসূলদের মধ্যে কাউকে পৃথক ও বিচ্ছিন্ন মনে করি না" (২ঃ ২৮৬)।

সবাই আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী

১০৬. অর্থাৎ আল্লাহ্র সম্মুখে সবাই অক্ষম। রাসূলদেরও এই ক্ষমতা নেই যে, তাঁর যা ইচ্ছা মু'জিযা দেখাবেন। তাঁরাও সেইসব নিদর্শন দেখান মাত্র, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যেগুলো দেখানোর অনুমতি রয়েছে।

১০৭. অর্থাৎ যখনই আল্লাহ্র হুকুম এসে পৌঁছে তখনই নবী-রাসূলগণ এবং তাদের অনুসারীদের মধ্যে ন্যায়ভিত্তিক মীমাংসা করে দেয়া হবে। রাসূলগণ তখন সফলকাম হবেন। আর বাতিলপন্থীদের ভাগ্যে অপমান-লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিইবা আছে?

১০৮. যেমন চামড়া, কেশ, পশম ইত্যাদি বিভিন্নরূপে কাজে লাগিয়ে থাকো।

১০৯. জন্তু-জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করে যাতায়াত করা একটি স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ নিআমত। যানবাহনে আরোহণ করে মানুষ ধর্মীয় ও পার্থিব কল্যাণ অর্জন করে।

১১০. অর্থাৎ স্থলপথে চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আর নৌপথে নৌযানে আরোহণ করে চলাফেরা করে থাকো।

১১১. অর্থাৎ এত স্পষ্ট নিদর্শনাদি দেখার পরও মানুষ আর কত অস্বীকার করতে থাকবে? (আল্লাহ্ই জানেন তিনি আরও কত নিদর্শন দেখাবেন)।

(٨٢) اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ كَانُوْۤا اَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ اَشَدَّ قُوَّةً وَّ اٰثَارًا فِى الْاَرْضِ فَمَاۤ اَغْنٰى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(٨٣) فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ وَ حَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ○

(٨٤) فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهٖ مُشْرِكِيْنَ ○

৮২. তারা কি দেশে দেশে পরিভ্রমণ করেনি ? তাহলে তারা দেখতে পেত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন ছিল। তারা তো পৃথিবীতে এদের চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং শক্তি ও কীর্তিতে ছিল প্রবল। তা সত্ত্বেও তাদের উপার্জন তাদের কোন কাজে আসেনি।[১১২]

৮৩ স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে রাসূলগণ যখন তাদের নিকট এসেছিল তখন তাদের নিকট যে জ্ঞান ছিল তার ভিত্তিতে তারা ঔদ্ধত্য প্রকাশ করলো। তারা যা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করছিল তা তাদের উপর আপতিত হলো।[১১৩]

৮৪. আমার প্রেরিত শাস্তি যখন তাদের দৃষ্টিগোচর হলো; তখন তারা বললো, আমরা একক আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনলাম এবং আমরা যেগুলোকে শরীক নির্ধারণ করতাম সেগুলোকে এখন পরিত্যাগ করলাম।[১১৪]

---

১১২. অর্থাৎ পূর্বে বহু জাতি অতীত হয়েছে। ধনে-জনে, শক্তি-সামর্থ্যে তারা এদের চেয়ে অগ্রণী ছিল। তারা এদের চেয়ে অনেক বেশী কীর্তি-ঐতিহ্য, স্মৃতি ও নিদর্শনাদি রেখে গিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র আযাব যখন উপস্থিত হলো তখন সেই প্রতাপ-প্রতিপত্তি এবং সাজ-সরঞ্জাম তাদের কোন কাজে আসেনি। সব বিধ্বস্ত ও বিনাশ হয়ে গেলো।

১১৩. অর্থাৎ জীবন ধারণ ও বস্তুগত উন্নতির যে সকল কলাকৌশল ও জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের জানা ছিল এবং যে সকল ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদের হৃদয়ে ধারণ করে রেখেছিল সেগুলো নিয়ে তারা দম্ভ ও অহংকার করছিল। তারা নবী-রাসূলদের আনীত জ্ঞান ও হিদায়াতকে ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করে হাসাহাসি ও বিদ্রূপ করতো। শেষে একটি সময় এসেছিল যখন নিজেদের হাসি-ঠাট্টার রহস্য উন্মোচিত হলো এবং তাদের ওই হাসি-ঠাট্টার পরিণাম ফল তাদের ওপরই পতিত হলো।

১১৪. অর্থাৎ বিপদ যখন চোখের সম্মুখে এসে পৌঁছল এবং আল্লাহ্‌র আযাব দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল তখন তারা সম্বিৎ ফিরে পেয়েছিল এবং ঈমান ও তওবার যথার্থতার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। তখন তারা বুঝেছিল যে, একক মহান আল্লাহ্‌র সাহায্যই

(٨٥) فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا ۚ سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ فِىْ عِبَادِهٖ ۚ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৮৫. আমার শাস্তি দেখার পর তাদের ঈমান আনয়নে কোন লাভ হবে না।[১১৫] এটি আল্লাহ্‌র রীতি যা তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে প্রচলিত হয়ে এসেছে সেখানে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।[১১৬]

একমাত্র অবলম্বন। যেগুলোকে তারা প্রভুর মর্যাদায় ভূষিত করেছিল সেগুলো অক্ষম ও অথর্ব। তারা বলবে, আমাদের জঘন্য মূর্খতা ও বোকামীর কারণে সেগুলোকে আমরা প্রভুর আসনে বসিয়েছিলাম।

অসময়ে তওবা করলে কোন লাভ হবে না

১১৫. অর্থাৎ এখন অনুশোচনা প্রকাশ ও দোষ স্বীকারে কোন লাভ নেই। ঈমান আনয়ন ও তওবা করার সময় পার হয়ে গেছে। শাস্তি দেখলে তো সবারই বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই বিশ্বাস মুক্তি লাভের মাধ্যম নয়। আর এই প্রকারের ঈমান দ্বারা উপস্থিত শাস্তি প্রত্যাহৃতও হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ وَهُمْ كُفَّارٌ -

"তওবা তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে এবং তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, আমি এখন তওবা করছি এবং তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়" (সূরা নিসা ঃ ১৮)।

ফিরআওনের ঘটনায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, آلْاٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ "এখন! ইতিপূর্বে তো তুমি অবাধ্য ছিলে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে" (সূরা ইউনুস ঃ ৯১)। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَالَمْ يُغَرْغِرْ "নিশ্চয় আল্লাহ্ বান্দার তওবা কবূল করেন যতক্ষণ না তার প্রাণ কণ্ঠাগত হয়"।

১১৬. অর্থাৎ সর্বকালে এই দুর্নীতিই চলে এসেছে যে, মানুষ প্রথমে সত্য প্রত্যাখ্যান ও সত্য নিয়ে বিদ্রূপ করতে থাকে। তারপর যখন আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর আপতিত হয় তখন শোরগোল ও কান্নাকাটি শুরু করে দেয় এবং নিজেদের দোষ স্বীকার করতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলার মহান নীতিও এই যে, ওই অসময়ের তওবা তিনি কবূল করেন না। কাফির ও নাফরমান লোকেরা শেষ পর্যন্ত কর্মদোষে, অপরাধের কারণে বিনাশ হয়ে থাকে। হে আল্লাহ্ ধ্বংস থেকে আমাদেরকে হিফাজত করুন। দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন।

সূরা হা-মীম, আস-সাজদা

৫৪ আয়াত, ৬ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۚ

(٣) كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۙ

১. হা-মীম,
২. এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর নিকট থেকে অবতীর্ণ।[১]
৩. এটি একটি কিতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ।[২] আরবীভাষী কুরআন, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য।[৩]

---

১. অর্থাৎ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এক বিরাট ও ব্যাপক দয়া এই যে, তাদের হিদায়াতের জন্য তিনি এই মহামহিম ও অতুলনীয় কিতাব অবতীর্ণ করেছেন।

২. শাব্দিক দিক থেকে তো আয়াতগুলোর পারস্পরিক পার্থক্য বুঝা যায়; কিন্তু মর্মগত দিক থেকে হাজার প্রকারের জ্ঞান ও বিষয়সমূহ পৃথক পৃথক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন মজীদ আরবী ভাষায় নাযিলের যৌক্তিকতা

৩. অর্থাৎ কুরআন নাযিলের প্রাথমিক পর্যায়ে যারা এর শ্রোতা ও উদ্দিষ্ট ছিল তাদের মাতৃভাষা ছিল আরবী। বিশুদ্ধ ও উচ্চ মানের আরবী ভাষায় এটি নাযিল হয়েছে যাতে মর্ম উদ্ধারে তাদের বেগ পেতে না হয় এবং সহজে নিজেরা বুঝে নিয়ে অন্যদের পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এটি দ্বারা উপকৃত হয় তারা যারা বোধশক্তিসম্পন্ন। নির্বোধ মূর্খ ব্যক্তি এই মহান নিআমতের কী গুরুত্ব বুঝবে?

(٤) بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝
(٥) وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا فِيْٓ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ وَفِيْٓ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّمِنْۢ
بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا عٰمِلُوْنَ ۝

৪. সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী।[৪] কিন্তু অধিকাংশ লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, সুতরাং তারা শুনবে না।[৫]

৫. তারা বলে, তুমি আমাদেরকে যেদিকে আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আচ্ছাদিত, আমাদের কর্ণে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মাঝে আছে অন্তরাল; সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি।[৬]

---

৪. অর্থাৎ যারা কুরআন মজীদকে মেনে চলে কুরআন মজীদ তাদেরকে মুক্তি ও সাফল্যের সুসংবাদ শোনায়, আর অস্বীকারকারীদেরকে মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে।

৫. অর্থাৎ এত কথা এত বুঝানো সত্ত্বেও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তাদের বহু লোক এই কিতাবের অমূল্য উপদেশাবীল গ্রহণ করেনি। গ্রহণের যখন আগ্রহ নেই তখন শুনতে চাইবে কেন? ধরুন, যদি চামড়ার কানে শুনলোইবা কিন্তু অন্তরের কানে তো শুনেনি এবং গ্রহণ করার সৌভাগ্যও হয়নি। সুতরাং শুনা আর না শুনা এক সমান।

বাতিলপন্থীদের ধৃষ্টতা

৬. অর্থাৎ উপদেশাবলীর প্রতি মনোযোগ দেয় না এবং শুনে না। শুধু তাই নয়, তারা এমন সব মন্তব্য করে যা শুনার পর উপদেশ প্রদানকারী তাদের ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে উপদেশ দেওয়ার মনোভাব পরিত্যাগ করে। যেমন তারা বলে, তোমার আলাপ-আলোচনার ব্যাপারে তো আমাদের অন্তরে আবরণ ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এজন্য তোমার কোন কথা সে পর্যন্ত পৌঁছে না। আর তোমরা যখন আলাপ কর তখন আমাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি হয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের জড়তার কারণে কিছু শোনা যায় না। আমাদের আর তোমাদের মাঝে এমন পর্দা বা অন্তরায় রয়েছে যা আমাদের এক পক্ষকে অপর পক্ষের সাথে মিলিত হতে দেয় না। শত্রুতার যে প্রাচীর দণ্ডায়মান তা সরে গেলে আমরা একে অন্যের সাথে মিলিত হতে পারবো বটে। কিন্তু তেমন কিছু হওয়া অসম্ভব। তাহলে তোমরা কেন শুধু শুধু নিজেদের মেধা ও শ্রম নষ্ট করছো? আমাদেরকে আমাদের মত থাকতে দাও। তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও। আমরা আমাদের কাজ করে যাই। তোমাদের উপদেশে আমরা কখনো প্রভাবিত হবো এমন দুরাশা মোটেই পোষণ করো না।

(٦) قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَىَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا
اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝

(٧) الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝

(٨) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝

৬. বলো, 'আম তো তোমাদের মত একজন মানুষই। আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ্ একমাত্র ইলাহ্। সুতরাং তোমরা তাঁরই পথ দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করো এবং তাঁর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো।[৭] অংশীবাদীদের রয়েছে দুর্ভোগ,
৭. যারা যাকাত প্রদান করে না এবং যারা আখিরাতেও অবিশ্বাসী।[৮]
৮. যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার।[৯]

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দায়িত্ব বাণী পৌঁছিয়ে দেওয়া

৭. অর্থাৎ আমি প্রভু নই যে, জোর-জবরদস্তি করে তোমাদের অন্তরকে দীনের প্রতি ফিরিয়ে আনবো। আমি ফেরেশতাও নই, তোমরা তো ফেরেশতা প্রেরণের দাবী জানাচ্ছো। কিংবা আমি অন্য কোন সৃষ্টি নই। আমি বরং একজন মানুষ, তোমাদেরই সমগোত্রীয়। একই জাতিভুক্ত হওয়ার কারণে তাঁর কথা বুঝা তোমাদের জন্য সহজ। আমি সেই মনোনীত ব্যক্তি শেষ ও পরিপূর্ণ ওহী প্রদানের জন্য যাকে আল্লাহ্ তা'আলা বেছে নিয়েছেন। অতএব, তোমরা যতই বিমুখ হও, যতই নৈরাশ্যজনক বাক্যবাণ ছুঁড়তে থাকো আল্লাহ্র বাণী আমি তোমাদের নিকট পৌঁছাবোই। ওহীর মাধ্যমে আমাকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের সকলের মা'বূদ ও বিধানদাতা এক ও একক, তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করা যাবে না। সুতরাং সর্বাবস্থায় সোজা সেই একক আল্লাহ্ অভিমুখী হয়ে অগ্রসর হওয়া ও জীবনযাপন করা সকলের কর্তব্য। তাঁর নির্দেশিত পথ থেকে একটুও এদিক-সেদিক না যাওয়া, ইতিপূর্বে বাঁকা পথে চলে থাকলে তার জন্য আপন প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং আগের-পরের সকল পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করা অপরিহার্য।

ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পরিচিতি

৮. আল্লাহ্র সাথে যাদের আচরণ এই যে, অক্ষম সৃষ্টিকে তাঁর ইবাদতের মধ্যে শরীক করে, আর মানুষের সাথে যাদের আচরণ এই যে, দান-খয়রাত, সাদকা-যাকাতের পয়সা কোন ফকীর-মিসকীনকে প্রদান যুক্তিসঙ্গত মনে করে না, উপরন্তু পরিণাম ও পরিণতির ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ গাফিল ও উদাসীন। কারণ মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন এবং ভাল-মন্দের হিসাব প্রদান এসব তো তারা বিশ্বাসই করে না। তাদের পরিণাম ধ্বংস, বিনাশ ও বরবাদ হওয়া ব্যতীত কী হতে পারে?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আগেকার কালের কতক উলামা-ই কিরাম (র) এখানে যাকাত শব্দ দ্বারা কলেমা তায়্যিবা বুঝিয়েছেন। আর কেউ কেউ "যাকাত" অর্থ পবিত্রতা ও

(৯) قُلْ اَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُوْنَ بِالَّذِىْ خَلَقَ الْاَرْضَ فِىْ يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُوْنَ
لَهٗٓ اَنْدَادًا ؕ ذٰلِكَ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ

(১০) وَجَعَلَ فِيْهَا رَوَاسِىَ مِنْ فَوْقِهَا وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ
اَقْوَاتَهَا فِىْٓ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ ؕ سَوَآءً لِّلسَّآئِلِيْنَ ۝

৯. বলো, যিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করো এবং অন্যদেরকে সমকক্ষ স্থির করো? তিনিই বিশ্ব প্রতিপালক।[১০]

১০. তিনি চার দিনে তাতে স্থাপন করেছেন ভারী পর্বত উপরিভাগে এবং তাতে কল্যাণ রেখেছেন এবং তিনি তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন[১১] পরিপূর্ণভাবে, যাচ্‌নাকারীদের জন্য।[১২]

পরিচ্ছন্নতা নিয়েছেন। আয়াতের মর্ম এই, তারা নিজেদের দেহ-মনকে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও কদর্য চরিত্র থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখে না। অবশ্য কলেমা তায়্যিবা বর্জন ও যাকাত পরিশোধ না করার বিষয় এর মধ্যে শামিল আছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى "নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে" (সূরা 'আলা, রুকু-১)। قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا "সে-ই সফলকাম হবে যে নিজেকে পবিত্র করবে" (সূরা শাম্‌স, রুকূ-১)। وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكٰوةً "এবং দান করেছিলাম হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা" (সূরা মারয়াম ঃ ১৩)।

কাফিরগণ ঈমান না আনার কারণে আনুষঙ্গিক বিধিবিধান পালনে বাধ্য নয়। সম্ভবত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে যাকাত অর্থ পরিচ্ছন্ন ও পবিত্রতা গ্রহণ করা হয়েছে। অথবা এ দৃষ্টিকোণ থেকে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হয়েছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মক্কী জীবনে, আর যাকাত ফরয হওয়ার বিধান নাযিল হয়েছে তাঁর মাদানী জীবনে।

৯. অর্থাৎ কখনো স্থগিত ও বিচ্ছিন্ন হবে না, চিরদিনের জন্য চলমান থাকবে। জান্নাতে পৌঁছার পর তারাও কোন দিন ধ্বংস হবে না, তাদের প্রতিদানগুলোও কোন দিন শেষ হওয়ার নয়।

১০. কেমন আশ্চর্যের কথা, তারা বিশ্বপ্রতিপালকের একত্ব ও পূর্ণ গুণাবলী অস্বীকার করে এবং এমন সব বস্তুকে তাঁর সমকক্ষ নির্ধারণ করে যেগুলোর তিল পরিমাণ ক্ষমতাও নেই।

ভূজগত পশু-প্রাণীর খাদ্য ভাণ্ডার

১১. "তিনি তাতে কল্যাণ রেখেছেন" অর্থ- নানা প্রকারের খনি, বৃক্ষ, ফলমূল, শস্য ইত্যাদি ভূমি থেকেই উৎপন্ন হয়। "তাতে খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন" অর্থ- ভূমিপৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল পশু, প্রাণী ও কীট-পতঙ্গের জন্য একটি বিশেষ কৌশল ও অভিনব

(١١) ثُمَّ اسْتَوٰٓى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ
ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا ؕ قَالَتَآ اَتَيْنَا طَآئِعِيْنَ ○

১১. তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করেন, যা ছিল ধূম্রপুঞ্জ।[১৩] তারপর সেটিকে এবং ভূমিকে বললেন, তোমরা উভয়ে আনন্দে কিংবা বাধ্য হয়ে আসো; তারা বললো, আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে এলাম।[১৪]

প্রক্রিয়ায় ভূমির মধ্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের অধিবাসীদের রুচি-প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের খাদ্য উৎপাদনের ও প্রস্তুতের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা জগৎ সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে

১২. অর্থাৎ এগুলো সম্পন্ন করেছেন চারদিনে। দু'দিনে ভূমি সৃষ্টি করেছেন আর দু'দিনে তার আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করেছেন। যারা জিজ্ঞেস করছে কিংবা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা রাখে তাদেরকে বলে দিন যে, পূর্ণ চারদিনে এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, এর অর্থ "জিজ্ঞেসকারীদের উত্তর পূর্ণ হলো"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আয়াতে উল্লেখিত "দিন অর্থ সচরাচর পরিচিত দুনিয়ার দিন নয়। কারণ চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির পূর্বে প্রচলিত দিনের অস্তিত্ব থাকার কথা নয়। সুতরাং উল্লেখিত দিন অর্থ প্রচলিত দিনের সম-পরিমাণ সময়। অথবা উল্লেখিত দিন অর্থ সেই দিন যে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ (তোমার প্রতিপালকের একদিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান" (সূরা হজ্জ ঃ ৪৭)।

১৩. অর্থাৎ তারপর আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা তখন ছিল শুধু ধুম্রপুঞ্জের ন্যায়। এটিকে তিনি সাত আকাশে বিভক্ত করলেন। যেমন পরবর্তীতে আলোচনা হবে।

বিশেষ জ্ঞতব্য ঃ সম্ভবত "ধুম্রপুঞ্জ" দ্বারা আকাশের মৌলিক উপাদানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৪. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সমন্বয়ে দুনিয়া তৈরী করার ইচ্ছে করলেন। দু'টো স্বেচ্ছায় সমন্বিত হবে কিংবা সমন্বিত হতে বাধ্য করা হবে। (মোটকথা উভয়ের সমন্বয়ে একটি সুসামঞ্জস ব্যবস্থা চালু করবেন)। উভয়টি সমন্বিত হলো নিজেদের ইচ্ছায়। আকাশ থেকে সূর্যের কিরণ এলো। বাষ্প উৎপন্ন হলো। আশেপাশে বাতাস প্রবাহিত হলো। বাষ্প উপরে উঠে গেলো। আবার তা পানিতে পরিণত হয়ে বৃষ্টিরূপে নেমে এলো ভূমিতে। বৃষ্টির ছোঁয়ায় ভূমি থেকে উৎপন্ন হলো বিভিন্ন প্রকারের খাদ্যদ্রব্য

(١٢) فَقَضٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ فِيْ يَوْمَيْنِ وَاَوْحٰى فِيْ كُلِّ سَمَآءٍ اَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ ۖ وَحِفْظًا ۚ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○

১২. এরপর তিনি সেগুলোকে দু'দিনে সাত আকাশে পরিণত করলেন[১৫] এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর নির্দেশ নাযিল করলেন।[১৬] আমি নিকটতম আকাশকে আলোকোজ্জ্বল করেছি প্রদীপ দ্বারা এবং করে দিয়েছি সুরক্ষিত। এটিই পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র ব্যবস্থা।[১৭]

বস্তুসম্ভার। ইতিপূর্বে আল্লাহ্ তা'আলা যা বলেছিলেন, "ভূমিতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছি"-এর অর্থ এই সকল বস্তু উৎপাদনের যোগ্যতা ও উপাদান ভূমিতে রেখে দিয়েছি।

জগত সৃষ্টি

১৫. অর্থাৎ ভূমি সৃষ্টির চারদিন, তারপর দু'দিনে আকাশ সৃষ্টি করেছেন। মোট হলো ছয় দিন। যেমন অন্যত্র سِتَّةِ اَيَّامٍ বা ছয় দিনের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ যে সকল হাদীসে জগৎ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দিনের উল্লেখ এবং পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টির কথা রয়েছে যে, সপ্তাহের অমুক অমুক দিনে আল্লাহ্ তা'আলা অমুক অমুক বস্তু সৃষ্টি করেছেন সে হাদীসগুলোর মধ্যে কোন বিশুদ্ধ হাদীস আমার নজরে পড়েনি। এমনকি সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে উদ্ধৃত হযরত আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি সম্পর্কে আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন, এটি গারীব পরিভাষার অন্তর্ভুক্ত সহীহ্ হাদীস। ইমাম বুখারী (র) তাঁর "তারীখ" গ্রন্থে এটি সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, কতক বর্ণনাকারী হাদীসটি "কাব ইব্ন আহবার থেকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা)" সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তাফসীর গ্রন্থ রূহুল মা'আনীতে উদ্ধৃত আছে যে, এটি শুধু ইমাম মুসলিম (র) তাঁর গ্রন্থে এনেছেন। আলী ইব্নুল মাদীনী এবং ইমাম বুখারী (র) এটি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এটি কা'ব (র)-এর কথা। আবূ হুরায়রা (রা) এটি কা'ব (রা) থেকে শুনেছেন। কিন্তু কোন কোন বর্ণনাকারী সংশয়যুক্ত হয়ে এটিকে মারফূ হাদীস তথা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী বলে বর্ণনা করে দিয়েছেন। কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াত এবং সূরা বাকারার আয়াত ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ দ্বারা বুঝা যায় যে, পৃথিবী সৃষ্টির পর সাত আকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে। আর সূরা নাযি'আ এর আয়াত وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا (এবং পৃথিবীকে এর পর বিস্তৃত করেছেন) দ্বারা বুঝা যায় যে, আকাশ সৃষ্টির পর পৃথিবীকে বিস্তৃত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে অবশ্য বিভিন্ন উত্তর দেয়া হয়েছে। তবে আবূ হায়্যান (র)-এর বক্তব্যটি আমার ভালো লেগেছে। তিনি

(١٣) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَقُلْ اَنْذَرْتُكُمْ صٰعِقَةً مِّثْلَ صٰعِقَةِ عَادٍ وَّ ثَمُوْدَ ۝

১৩. এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলে দাও, আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছি এক কঠোর শাস্তির কথা, যেমন শাস্তি এসেছে 'আদ ও ছামূদ জাতির উপর।[১৮]

বলেছেন, প্রথম আয়াতের ثُمَّ (তারপর) এবং দ্বিতীয় আয়াতের بَعْدَ (পরে) শব্দ অ... "সময়ের দিক থেকে পরবর্তী" নেওয়া আবশ্যক নয়। হতে পারে শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা... অবগতির দিক থেকে পরবর্তী কিংবা মর্যাদার দিক থেকে পরবর্তী বুঝানো হয়েছে যেমন আয়াত ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (তদুপরি মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং যারা পরস্পরকে উপদেশ দে... ধৈর্য ধারণ ও দয়া-দক্ষিণ্যের, তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, সূরা বালাদ, আয়াত ১৭) এব... আয়াত عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ (রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত, সূরা কালাম, আয়াত ১৩) এই দুই আয়াতে অনুরূপ অর্থ নেয়া হয়েছে। বস্তুত কুরআন মজীদে কালের পারস্পর্য সম্পর্কে উল্লেখ নাই। তবে নিআমতের বর্ণনা প্রসঙ্গে পৃথিবীর কথা এবং মর্যাদা ও সম্মান বর্ণনা প্রসঙ্গে আকাশকে প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। চিন্তা ভাবনা করলে এ... সূক্ষ্ম বিষয়টি জানা যায়। এখানে অবশ্য বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদের জন্য দু'চারটি কথা এখানে উল্লেখ করা হলো মাত্র।

১৬. অর্থাৎ যে আকাশের জন্য যেরূপ নির্দেশ উপযুক্ত ছিল সে আকাশে সেরূপ নির্দেশ জারী করলেন। হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, "বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা তো অবগত আছেন কোন্ আকাশে কোন প্রকারের সৃষ্টি বসবাস করছে এবং তাদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ কিরূপ। এই সীমিত পৃথিবীতে কত শত সহস্র জাতি-প্রজাতির বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন, আর এত বিরাট ও বিশাল আকাশ খালি রাখবেন তা কেমন করে হয়"?

আকাশে নক্ষত্ররাজি আল্লাহ্র কুদরতী প্রদীপমালা

১৭. অর্থাৎ দেখে মনে হবে আকাশে সকল তারকা যেন কাছাকাছি জড়ো হয়ে রয়েছে। রাত্রিবেলা এই কুদরতী প্রদীপের আলোয় আকাশ জগত কেমন সমুজ্জ্বল দেখা যায়! অনন্তর কিরূপ সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে দেখুন, কাউকে সেই পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না। ফেরেশতাদের সদাসতর্ক প্রহরা বসানো হয়েছে। আল্লাহ্র এই সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি বের করার ক্ষমতা কারো নেই। কারণ এটি সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মালিকের প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা।

১৮. অর্থাৎ মক্কার কাফিরগণ এমন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলো শ্রবণ করার পরও যদি উপদেশ গ্রহণ, তাওহীদ ও ইসলামের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করতে থাকে তবে তাদেরকে

(١٤) اِذْ جَآءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا
اللّٰهَ ؕ قَالُوْا لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَاَنْزَلَ مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝
(١٥) فَاَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ؕ
اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً ؕ وَكَانُوْا بِاٰيٰتِنَا
يَجْحَدُوْنَ ۝

১৪. যখন তাদের নিকট রাসূল এসেছিল সম্মুখ ও পশ্চাৎ দিক থেকে[১৯] এ বাণী নিয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত কারো উপাসনা করবে না। তারা বলেছিল, আমাদের প্রতিপালক ইচ্ছা করলে ফেরেশতা নাযিল করতেন। অতএব তোমাদের আনীত বিষয়াদি আমরা মানি না।[২০]

১৫. বস্তুত 'আদ সম্প্রদায়ভুক্ত যারা তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, আমাদের চেয়ে শক্তিশালী কে আছে ?[২১] তারা কি দেখে না, আল্লাহ্ যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের চেয়ে শক্তিশালী ? তারা আমার নিদর্শনাদি অস্বীকার করতো।[২২]

বলে দিন, আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলছি– তোমাদের পরিণামও হতে পারে 'আদ, ছামূদ ও অন্যান্য শাস্তিপ্রাপ্ত বিধ্বস্ত সম্প্রদায়সমূহের ন্যায়।

১৯. অর্থাৎ রাসূলগণ সকল দিক থেকে তাদের নিকট এসেছেন। হতে পারে যে, তাদের নিকট বহু রাসূল এসেছিলেন। তবে তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন হযরত হূদ (আ) ও হযরত ছালিহ (আ) অথবা "তাদের নিকট রাসূল এসেছিল তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত দিক থেকে" অর্থ তাদেরকে অতীত ও ভবিষ্যতের বিষয়াদি সম্পর্কে অবগতি প্রদান করার জন্য রাসূলগণ এসেছিলেন। উপদেশ ও নসীহতের কোন দিক কোন রীতি তারা বাদ দেননি, বরং সকল রীতি ও পদ্ধতিতে সকল প্রকারের নসীহত তাদেরকে শুনিয়েছেন।

২০. অর্থাৎ মানুষ কী করে আল্লাহ্‌র রাসূল হতে পারে? প্রকৃতই যদি আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তবে তিনি আকাশ থেকে ফেরেশতাই প্রেরণ করতেন। বস্তুত যে সকল বাণী আল্লাহ্‌র নিকট থেকে নিয়ে এসেছো বলে তোমরা দাবী করছো আমরা সেগুলো মানতে প্রস্তুত নই।

নিজেদেরকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি মনে করা কাফিরদের চরিত্র

২১. হতে পারে যে, রাসূলগণ যখন তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন তখন উত্তরে তারা বলেছিল, আমাদের চেয়ে শক্তিমান আর কে আছে যে, আমরা তাকে ভয় পাবো? হায়! আমাদের ন্যায় শক্তিমত্তায় পরিপূর্ণ লোকদের উপর তোমরা তোমাদের

(١٦) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيٓ أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ
الْخِزْيِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ أَخْزٰى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ○
(١٧) وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنٰهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمٰى عَلَى الْهُدٰى فَأَخَذَتْهُمْ صٰعِقَةُ
الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ○

১৬. তারপর দুনিয়ার জীবনে তাদেরকে অপমানজনক শাস্তি ভোগ করানোর জন্য তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা বায়ু, অশুভ কয়েক দিন পর্যন্ত।[২৩] আখিরাতের শাস্তিতে তো রয়েছে পূর্ণাঙ্গ লাঞ্ছনা। তাদের জন্য কোন সাহায্যই নেই।[২৪]

১৭. আর ছামূদ সম্প্রদায়, আমি তাদেরকে সৎপথ দেখিয়েছিলাম, তারপর সত্যপথ অবলম্বনের চেয়ে অন্ধ থাকাটাই তারা পসন্দ করেছে।[২৫] ফলে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির বিকট গর্জন তাদের উপর আঘাত হানলো তাদের কৃতকর্মের প্রতিফলস্বরূপ[২৬]

প্রাধান্য ও ভীতি সঞ্চার করতে পারবে মনে করেছ? হযরত শাহ্ সাহেব বলেন, তারা ছিল বিরাটকায় দেহধারী। দৈহিক শক্তির কারণে তারা দম্ভ দেখাতে লাগলো। দম্ভ ও অহংকার প্রদর্শন করলে আল্লাহ্র শাস্তি ভোগ করতে হয়।

২২. অর্থাৎ আমার নির্দশনাদি যে সত্য ও সঠিক তারা তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো কিন্তু জিদ ও গোয়ার্তুমীর কারণে সেগুলো অস্বীকার করতে থাকতো।

২৩. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "তাদের দম্ভ বিচূর্ণ করার জন্য একটি দুর্ব বস্তু প্রেরণ করে তাদেরকে ধ্বংস করা হলো। সাত রাত আট দিন অবিরাম গতিতে প্রচ ঝড়-ঝঞ্ঝা অব্যাহত থাকলো। গাছপালা, মানুষজন, ঘরবাড়ী এবং পশু-প্রাণী কিছু রেহাই পায়নি, সব ধ্বংস স্তূপে পরিণত হল।

২৪. অর্থাৎ আখিরাতের লাঞ্ছনা তো চরম ও মারাত্মক লাঞ্ছনা। কেউ তা প্রতিরো করতে পারবে না। আর কেউ সেখানে সাহায্যও করতে পারবে না। সবাই আপন চিন্তা ব্যস্ত থাকবে। প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার বড় বড় দাবীদাররা তখন দেখেও দেখবে না পরিচিত জন থেকে আত্মগোপন করে থাকার চেষ্টা করবে।

২৫. অর্থাৎ আমার নবী-রাসূলগণ তাদেরকে মুক্তির যে পথ দেখিয়েছিল তা দেখে চক্ষু বন্ধ করে থাকা এবং অন্ধ হয়ে থাকাটাই তারা পসন্দ করেছে। শেষ পর্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের পসন্দের অবস্থায় ছেড়ে দিলেন।

২৬. অর্থাৎ ভূমিকম্প এলো। তার সাথে এলো ভয়ংকর ও বিকট চীৎকার। চীৎকার শুনে সকলের কলিজা ও হৃদয় ফেটে গেল। মৃত্যু হলো সকলের।

(١٨) وَنَجَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝

(١٩) وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَآءُ اللّٰهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ۝

(٢٠) حَتّٰٓى اِذَا مَا جَآءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১৮. এবং আমি উদ্ধার করলাম ঈমানদারদেরকে এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করতো তাদেরকে।[২৭]

১৯. আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে যেদিন জাহান্নামের অভিমুখে সমবেত করা হবে, সেদিন তাদের বিভিন্ন দলে বিন্যস্ত করা হবে।[২৮]

২০. অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের নিকট পৌঁছে যাবে তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও চর্ম তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে।[২৯]

---

২৭. অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছিল এবং পাপের পথ থেকে আত্মরক্ষা করে চলেছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে রক্ষা করেছেন। অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত শাস্তির সামান্য প্রভাবও তারা টের পায়নি।

২৮. অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকারের অপরাধীদের আলাদা আলাদা দল হবে। আর এই সকল দল এসে উপস্থিত হওয়ার জন্য সকলকেই জাহান্নামের নিকট থামিয়ে রাখা হবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো অপরাধ সংঘটনের সাক্ষ্য দিবে

২৯. আল্লাহ্ তা'আলা কর্ণ দিয়েছিলেন দুনিয়াতে তাঁর নাযিলকৃত আয়াতসমূহ শোনার জন্য, চক্ষু দিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তার নিদর্শন দেখার জন্য। কিন্তু তারা কোনটাই যথাযথভাবে কাজে লাগায়নি, বরং সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আল্লাহ্‌র নাফরমানীই করে গিয়েছে। এটা বুঝতে পারেনি যে, সকল পাপের রেকর্ড তার নিজের মধ্যেই রক্ষিত হচ্ছে। নির্দিষ্ট সময়ে তা খুলে দেয়া হবে। বর্ণিত আছে যে, হাশরের ময়দানে কাফিররা নিজেদের অপরাধের কথা মুখে অস্বীকার করবে। তখন নির্দেশ হবে যে, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহের সাক্ষ্য নেয়া হোক, যেগুলোর সাহায্যে তারা অপরাধ সংঘটিত করেছে। এই সূত্রে প্রত্যেক অঙ্গ সাক্ষ্য প্রদান করবে। মুখের কথা তখন মিথ্যা প্রমাণিত হবে। তারা হয়রান পেরেশান ও বিক্ষুব্ধ হয়ে নিজেদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলবে, "(হতভাগাগুলো!) দূর হও, তোমাদেরকে রক্ষা করার জন্য আমি তর্ক-বিতর্ক করছি (আর তোমরা নিজেরাই দোষ স্বীকার করতে শুরু করেছো)।

(٢١) وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ۖ قَالُوْٓا اَنْطَقَنَا اللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَّهُوَ خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

(٢٢) وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ ○

২১. তারা তাদের ত্বকগুলোকে বলবে, তোমরা আমাদের কথা কেন বলে দিয়েছ?[৩০] সেগুলো বলবে, আল্লাহ্ যিনি বলার শক্তি দিয়েছেন সব কিছুকে, তিনিই তো আমাদেরকে দিয়ে সব বলিয়ে দিলেন।[৩১] তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর নিকটেই তোমরা ফিরে যাচ্ছো।[৩২]

২২. তোমাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক তোমাদের সম্পর্কে বলে দিবে, এ বিষয়টির তোমরা কোন পরোয়া করতে না।[৩৩] উপরন্তু তোমাদের ধারণা ছিল, তোমাদের কর্মের অনেক কিছুই আল্লাহ্ জানেন না।[৩৪]

---

৩০. অর্থাৎ আমি যখন মৌখিকভাবে সকল অপরাধ অস্বীকার করে যাচ্ছি, তখন তোমাদের উপর এমন কী বিপদ এলো যে, শুধু সত্য কথাগুলো বলে দিচ্ছো? আর কে-ইবা তোমাদেরকে এসব শিখিয়ে দিলো?

৩১. অর্থাৎ যেই মহান প্রভু বাকশক্তি সম্পন্ন সকল কিছুকে বলার শক্তি দান করেছেন এখন তিনিই আমাদেরকে বাকশক্তি সম্পন্ন করে দিলেন। না বলে কিংবা বর্ণনা না করে উপায় কি ? সেই নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক যখন কথা বলাতে চান তখন কার জন্য সুযোগ আছে যে, সে কথা না বলে থাকবে? যিনি মুখে বাকশক্তি দান করেছেন তিনি কি হাত ও পা-কে বাকশক্তি দিতে পারেন না?

৩২. এটি আল্লাহ্ তা'আলার বক্তব্যও হতে পারে, আবার ত্বকগুলোর বক্তব্যও হতে পারে, উভয় সম্ভাবনাই আছে।

৩৩. অর্থাৎ অন্যের দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করে পাপকর্ম চালিয়ে যেতে। হাত-পা একদিন সব বলে দিবে, এগুলোর থেকেও গোপন রাখা দরকার, এই অনুভূতি ছিলো না। আর এই অনুভূতি থাকলেও হাত-পা থেকে লুকিয়ে পাপকার্য সংঘটন কি আর সম্ভব ছিল?

পাপাচারীদের ধারণা আল্লাহ্ কিছুই দেখছেন না

৩৪. অর্থাৎ তোমাদের কর্মতৎপরতা থেকে সাধারণত প্রতীয়মান হয়, "আল্লাহ্ তা'আলা সব কিছু অবগত" এ বিশ্বাস যেন তোমাদের ছিলো না। তোমরা যা ইচ্ছা তা করতে এবং মনে করতে যে, কে আর দেখছে। এই বিশ্বাস যদি তোমাদের থাকতো যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সব কিছু দেখছেন এবং তোমাদের সকল কর্ম তাঁর নিকট সংরক্ষিত থাকছে তাহলে কখনো এরূপ মন্দ কর্ম তোমরা করতে না।

(٢٣) وَذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰىكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ مِّنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

(٢٤) فَاِنْ يَّصْبِرُوْا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۚ وَاِنْ يَّسْتَعْتِبُوْا فَمَا هُمْ مِّنَ الْمُعْتَبِيْنَ ۝

(٢٥) وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُوْا لَهُمْ مَّا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ
وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِيْٓ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ۚ
اِنَّهُمْ كَانُوْا خٰسِرِيْنَ ۝

২৩. তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে এটাই তোমাদের ধারণা যা তোমাদেরকে ধ্বংস করেছে। অতএব তোমরা আজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে রয়েছো।

২৪. এখন তারা যদি ধৈর্যধারণ করলেও জাহান্নামই হবে তাদের বাসস্থান। আর তারা যদি তোষামোদ করে তাদের তোষামোদে কোন কাজ হবে না।[৩৫]

২৫. আমি নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম তাদের পেছনে সহচর। তারা তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা আছে তা শোভন করে দেখিয়েছে[৩৬] এবং তাদের পূর্ববর্তী জিন্ন ও মানবগোষ্ঠীসমূহের ন্যায় তাদের ক্ষেত্রে শাস্তির বাণী বাস্তব হয়েছে।[৩৭] নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।[৩৮]

পাপীদের ওজর আখিরাতে গ্রাহ্য হবে না

৩৫. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "দুনিয়ার কতক বিপদ ধৈর্য অবলম্বনের ফলে সহজ হয়ে যায়। আখিরাতে জাহান্নামীরা ধৈর্যধারণ করুক আর না করুক জাহান্নামই তাদের বাসস্থান নির্ধারিত হয়েছে। (সেখান থেকে আর কখনো বের হওয়ার সুযোগ নেই)। এখানে এই দুনিয়ার কিছু কিছু বিপদ আছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট ওজর-আপত্তি কিংবা তোষামোদ করলে পর সেই বিপদ প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু আখিরাতে ওযর-আপত্তি ও তোষামোদ যাই করুকনা কেন কিছুই গ্রহণ করা হবে না"।

মন্দ কর্মকে ভালো মনে করা শয়তানের কুমন্ত্রণা

৩৬. অর্থাৎ তাদের পেছনে শয়তান লেগেই ছিল। এই শয়তানরা তাদের অতীত কিংবা ভবিষ্যতের সকল অপকর্ম তাদের নিকট সুন্দর ও ভাল বলে ধারণা দিত। অতীত ও ভবিষ্যতের জীবন বিনাশী ধ্বংসাত্মক কর্মসমূহকে তাদের নিকট কল্যাণকর ও উৎকৃষ্ট রূপে পেশ করতো। তাদের পেছনে শয়তান লাগিয়ে দেয়া তাদের "যিকির বিমুখতার" ফল। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শয়তান। এরপর সেই হয় তার সহচর" (সূরা যুখরুফ ঃ ৩৬)।

(٢٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ ○

(٢٧) فَلَنُذِيْقَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ وَّلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَسْوَاَ الَّذِيْ كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

২৬. কাফিররা বলতে লাগছে তোমরা এই কুরআন শ্রবণে কান দিও না, এটি তিলাওয়াতের সময় হৈ চৈ করো, হয়ত তোমরা জয়ী হবে।৩৯

২৭. আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাবো এবং তাদেরকে তাদের নিকৃষ্টতম কর্মসমূহের প্রতিফলন দান করবো।৪০

---

৩৭. অর্থাৎ ইতিপূর্বে ঘোষিত শাস্তির বাণী لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ। "আমি অবশ্যই জিন্ন ও মানুষ দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করব" (সূরা হূদ ঃ ১১৯)। তাদের ক্ষেত্রে কার্যকর হল।

৩৮. মানুষের যখন ধ্বংস আসে তখন এভাবেই আসে এবং এভাবেই তা সংঘটিত হতে থাকে।

কুরআন প্রচারে বাধা সৃষ্টি কুফরী চরিত্র

৩৯. যারা কুরআন মজীদ শ্রবণ করে এর আয়াতগুলো তাদের অন্তরে বিদ্যুতের ন্যায় কাজ করে। যে-ই তা শুনে সে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এই মহান আকর্ষণ প্রতিরোধ করার জন্য কাফিররা একটি অপকৌশল অবলম্বন করলো যে, কুরআন মজীদ যখন তিলাওয়াত করা হবে তখন তোমাদের কেউ সেদিকে মনোযোগ দিবে না, শুনবে না এবং শোরগোল ও হৈ চৈ করবে যাতে অন্য কেউ তা শুনতে না পায়। এভাবে আমাদের হৈ চৈ এর নীচে কুরআনের আওয়াজ চাপা পড়ে যাবে। এখনও মূর্খ ও নির্বোধ লোকেরা এই রীতি অবলম্বন করে থাকে যে, কাজের কথাগুলোকে শোরগোল সৃষ্টি করে ধামাচাপা দিতে চায় যাতে অন্যরা না শুনে। কিন্তু মশা-মাছির গুঞ্জনে কি সত্যের বজ্র-নিনাদ চাপা পড়বে? এ সকল অপকৌশলের পরও সত্যের বাণী রীতিমত মানুষের হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে থাকে।

৪০. উপদেশ বাণী নিজেও শুনবে না অন্যকেও শুনতে দিবে না। এর চেয়ে মারাত্মক অন্যায় ও মন্দ কাজ আর কী হতে পারে?

(٢٨) ذٰلِكَ جَزَآءُ اَعْدَآءِ اللّٰهِ النَّارُ ۚ لَهُمْ فِيْهَا دَارُ الْخُلْدِ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا
كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ○

(٢٩) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا رَبَّنَآ اَرِنَا الَّذَيْنِ اَضَلّٰنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ
نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُوْنَا مِنَ الْاَسْفَلِيْنَ ○

(٣٠) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○

২৮. দোযখ, এটিই আল্লাহ্‌র শত্রুদের শাস্তি। এটি তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান। তারা যে আমার নিদর্শনাদি অস্বীকার করতো তার প্রতিফল।[৪১]

২৯. কাফিরগণ বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! মানুষ ও জিন্ন এই দুই সম্প্রদায়ের যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে তাদেরকে আমাদের নিকট উপস্থিত করুন। আমরা তাদেরকে পদদলিত করবো, যাতে তারা সকলের নিম্নে অবস্থান করে।[৪২]

৩০. নিশ্চয় যারা বলেছে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, এরপর তাতে অটল থেকেছে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় ঃ তোমরা ভয় পেয়ো না, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না এবং তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ করো, যা প্রদানের প্রতিশ্রুতি তোমাদের সাথে ছিল।[৪৩]

---

৪১. অর্থাৎ অন্তরে তারা অনুধাবন করতে পারতো যে, এটি সত্য ও সঠিক, কিন্তু জিদ্দ, হঠকারিতা ও গোয়ার্তোমির বশবর্তী হয়ে তা অস্বীকার করতো।

জাহান্নামীরা তাদের নেতৃবৃন্দ ও অভিভাবকদেরকে পায়ের নীচে পদদলিত করে জাহান্নামে যাওয়ার আবেদন করবে

৪২. অর্থাৎ যা হবার হয়েছে, আমরা তো বিপদে পতিত হয়েছি কিন্তু মানুষ আর জিন্নদের মধ্যে যারা আমাদেরকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে ঐ বিপদে নিক্ষেপ করেছে তাদেরকে একটু আমাদের সম্মুখে নিয়ে আসুন, আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের নীচে রেখে দলিত-মথিত করি, এরপর অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে জাহান্নামের নিম্নতম গহ্বরে ফেলে দেই। তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়ে আমাদের মনটা যেন একটু হাল্কা হয়।

ঈমানে অবিচল যারা, সুসংবাদ নিয়ে তাদের নিকট ফেরেশতা আগমন করবে

৪৩. অর্থাৎ অন্তরে তাঁর স্বীকৃতি দিয়েছে এবং তাতে অটল রয়েছে, তাঁর প্রভুত্ব ও উপাস্য হওয়ার ক্ষেত্রে কাউকে শরীক করেনি, মৃত্যু পর্যন্ত এই বিশ্বাস ও স্বীকৃতি থেকে বিচ্যুত হয়নি, গিরগিটির মত সময় বুঝে রং ও রূপ বদলায়নি। যা মুখে বলেছে তার

(٣١) نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ۝ ۗ

৩১. আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়াতে এবং আখিরাতে।[৪৪] তোমাদের জন্যে তথায় আছে যা তোমরা কামনা করবে এবং যা তোমরা চাইবে।[৪৫]

দাবী অনুযায়ী বিশ্বাসে ও কর্মে অবিচল থেকেছে। আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ প্রভুত্বের পরিচিতি লাভ করেছে। যা আমল করেছে খাঁটিভাবে তাঁর সন্তুষ্টি ও কৃতজ্ঞতা স্বরূপ করেছে। আপন প্রতিপালকের দেওয়া ফরয ও আবশ্যকীয় বিষয়াদি বুঝে নিয়েছে এবং যথাযথভাবে আদায় করেছে। মোটকথা অন্যসব কিছু পরিত্যাগ করে তারা একক আল্লাহ্র অভিমুখী হয়েছে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চলেছে। এরূপ অবিচল ও স্থিরচিত্ত বান্দাদের নিকট মৃত্যুর সময় কবরে পৌঁছার পর এবং শিঙ্গায় ফুঁ দেয়ার পর কবর থেকে উত্থানের সময় ফেরেশতা নাযিল হয়। ফেরেশতাগণ তাদেরকে আশ্বস্ত করে এবং জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। তারা বলে, এখন আর আপনাদের ভয় ও শংকার কোন কারণ নেই। ধ্বংসশীল দুনিয়ার সব ভাবনা-দুর্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। ভবিষ্যতের কোন বিপদের আশংকাও নেই। এখন আপনাদের জন্য রয়েছে সকল প্রকারের চিরস্থায়ী দৈহিক ও মানসিক আনন্দ। নবী-রাসূলদের (আ) মাধ্যমে জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি আপনাদেরকে দেওয়া হয়েছিল এখন তা পূর্ণ করা হবে। এটি তো সেই নিআমত যা পাওয়ার নিশ্চয়তা লাভের পর কোন দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তা জন্ম নিতে পারে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ মুত্তাকী ও নেক্কার লোকদের নিকট দুনিয়ার জীবনেও এক প্রকারের ফেরেশতা নাযিল হওয়ার প্রচুর অবকাশ আছে। তারা আল্লাহ্র নির্দেশে উল্লেখিত লোকদের পার্থিব ও ধর্মীয় বিষয়াদিতে উত্তম পন্থাগুলো ইলহাম করে বা অর্থাৎ তাদের হৃদয়ে উত্তম পন্থা সম্পর্কে চেতনা বা উপলব্ধি সৃষ্টি করে দেয়। এটি তাদের বক্ষ সম্প্রসারণ, মনের ঔদার্য ও মানসিক শান্তির উপায় হয়। বস্তুত এ সকল নেককার লোকের বিপরীতে কাফিরদের সম্পর্কে দুই-এক আয়াত পূর্বে বলা হয়েছে যে, কাফিরদের জন্য শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। তারা মন্দের শোভন দ্বারা কাফিরদের বিভ্রান্ত হওয়ার ব্যবস্থা করে। অন্যান্য শয়তানদের ক্ষেত্রেও 'নাযিল হওয়া' কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

تَنَزَّلُ عَلٰى كُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ - يُّلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ

"তারা তো নাযিল হয় প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী ও পাপীর নিকট। তারা কান পেতে থাকে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী" (সূরা শুআরা ঃ ২২২-২৩)। অবশ্য কতক তাফসীরকারের মতে এরূপ মর্ম গ্রহণেরও অবকাশ আছে। এই প্রেক্ষিতে نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا আয়াত সমধিক প্রাসঙ্গিক সাব্যস্ত হয়।

৪৪. কেউ কেউ বলেছেন, এটি আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ বক্তব্য। ফেরেশতাদের সুসংবাদ এটির পূর্ব পর্যন্ত। তবে অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এটিও ফেরেশতাদের বক্তব্য।

(৩২) نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ۝

(৩৩) وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

৩২. ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে এটি আপ্যায়ন।[৪৬]

৩৩. কথায় তার চেয়ে উত্তম কে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি আহবান করেছে, সৎকাজ করেছে এবং বলেছে, আমি অনুগত।[৪৭]

ফেরেশতাগণ যেন ওই সব বান্দার হৃদয়ে এসব কথা উদ্রেক করে এবং তাদের সাহায্য বৃদ্ধি করে। এমনও অবকাশ আছে যে, কোন কোন বান্দার সাথে সরাসরি ফেরেশতাগণ এসব কথা বলে অথবা মৃত্যুর সময় কিংবা মৃত্যুর পরে তা বলে। দ্বিতীয় সম্ভাবনার ক্ষেত্রে نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ (আমরা তোমাদের বন্ধু দুনিয়াতে ও আখিরাতে) আয়াতের অর্থ হবে, আমরা দুনিয়াতেও তোমাদের সাথী ও বন্ধু ছিলাম, আল্লাহ্‌র নির্দেশে অদৃশ্যভাবে তোমাদের দেখাশুনা ও রক্ষা করতাম। আর আখিরাতেও আমরা তোমাদের সাথী থাকবো। সেখানে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবো অথবা তোমাদের ইজ্জত-সম্মানের ব্যবস্থা করবো।

৪৫. অর্থাৎ যে সকল নিআমত ও বস্তু ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা তোমাদের অন্তরে জাগবে তাও তোমরা পাবে, আর যেগুলো পাওয়ার কথা মুখ ফুটে প্রকাশ করবে তাও পাবে। আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর কমতি নেই।

ঈমানে অবিচল বান্দাগণ আল্লাহ্‌র মেহমান

৪৬. অর্থাৎ ভেবে দেখুন যিনি পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু নিজের মেহমানদের সাথে তিনি কেমন দয়ার আচরণ করবেন। আর বান্দাদের জন্য কতো বড়ো নিআমত ও ইজ্জতের কথা যে, এক দুর্বল শক্তিহীন বান্দা সকল ইজ্জতের মালিক রাব্বুল আলামীনের মেহমান হচ্ছে।

শ্রেষ্ঠ আহ্বানকারী

৪৭. اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا আয়াতে এই সকল বিশেষ প্রিয়ভাজন বান্দার কথা উল্লেখ করা হয়েছে যারা একক আল্লাহ্‌র প্রভুত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজেদের স্থিরতা ও দৃঢ়তার প্রমাণ দিয়েছে। এখানে তাদের অপর একটি উচ্চ মর্যাদার কথা আলোচনা করেছেন। অর্থাৎ উত্তম ও উৎকৃষ্ট লোক সেই ব্যক্তি যে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নিজেকে নিবেদিত করে তাঁর আনুগত্য ও নির্দেশ পালনের ঘোষণা দেয়, তাঁর মনোনীত পথে চলে এবং দুনিয়াবাসীকে তাঁর দিকে আসার আহ্বান জানায়। তার

(٣٤) وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ○

৩৪. সৎ ও অসৎ এক সমান নয়, উত্তরে তাই বলো যা তার চেয়ে উৎকৃষ্ট। এরপর যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিল তুমি দেখতে পাবে যে, সে যেন তোমার অন্তরংগ বন্ধু।৪৮

কথা ও কাজ অন্যান্যদেরকে আল্লাহ্র পথে আসার জন্য প্রভাবিত করে। লোকজনকে সে যে সকল ভালো কাজের দাওয়াত দেয় সে নিজেও সেগুলো আমল করে। আল্লাহ্র জন্য তার বন্দেগী ও আনুগত্যের ঘোষণা প্রদানে কোন সময়ে কোন স্থানে সামান্যতম সংকোচও বোধ করে না। তার জাতীয় পরিচিতি শুধু ইসলাম ধর্ম। সকল প্রকারের সংকীর্ণতা ও গোষ্ঠী প্রীতি পরিত্যাগ করে নিজে খাঁটি মুসলমান হওয়ার ঘোষণা প্রদান করে এবং যার দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাইয়্যিদুনা মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা) দণ্ডায়মান হয়েছিলেন এবং যার জন্য সাহাবায়ে কিরাম (রা) নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, লোকদেরকে সে সেই দিকে আহ্বান জানায়।

যে ফুটাবে গায়ে বেদনার হুল তুমি দেবে তারে মমতার ফুল

৪৮. যথার্থ অর্থে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র পথে আহবানকারী, তাকে যে মার্জিত আচরণ অর্জন করতে হবে এখানে তার বর্ণনা রয়েছে। সেই শিক্ষা আল্লাহ্ তা'আলা দিচ্ছেন। অর্থাৎ খুব ভালো করে বুঝে নাও যে, ভালো মন্দের সমান নয়, আর মন্দ ভালোর সমান নয়। উভয়ের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন। উপরন্তু শুধু ভালোর ক্ষেত্রেও এক ভালোর চেয়ে অন্য ভালোর প্রতিক্রিয়া প্রবল। তদ্রূপ মন্দের ব্যাপারেও। সুতরাং একজন অনুগত ঈমানদার এবং বিশেষত আল্লাহ্র পথে আহবানকারী ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপন্থা এই হওয়া উচিত যে, সে মন্দের উত্তর মন্দ দ্বারা দিবে না। বরং যতটুকু সম্ভব মন্দের মুকাবিলায় ভালোই প্রদান করবে। কেউ তাকে কঠোর কথা বললে কিংবা তার সাথে অসদাচরণ করলে তাকে তার চেয়ে উত্তম পন্থায় উত্তর দিতে হবে। যেমন ক্রোধের প্রত্যুত্তরে ধৈর্য নিয়ে, গালি-গালাজের প্রত্যুত্তরে সুমিষ্টভাষার কথা নিয়ে এবং কঠোরতার প্রত্যুত্তরে কোমলতা নম্রতা ও দয়া নিয়ে এগিয়ে যাবে। এই কর্মপদ্ধতির ফলে তোমরা দেখতে পাবে যে, ঘোরতর শত্রুও ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। মনের দিক থেকে বন্ধুত্ব স্থাপন না করলেও এমন একটি সময় আসবে যে, অন্তত প্রকাশ্যে হলেও সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর ন্যায় আচরণ করবে, বরং এও হতে পারে যে, কয়েক দিন পর প্রকৃত ও যথাযথ অন্তরংগ ও সুহৃদ বন্ধু হয়ে যাবে। শত্রুতার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে তার অন্তর থেকে বেরিয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ

(٣٥) وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ۚ وَمَا يُلَقّٰهَآ اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ۝

(٣٦) وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

৩৫. এ গুণের অধিকারী হয় কেবল তারাই যারা ধৈর্যধারণ করে এবং এই অধিকারী হয় তারা যারা মহাভাগ্যবান।[৪৯]

৩৬. যদি শয়তানের কোন কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করবে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।[৫০]

عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً "যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা রয়েছে সম্ভবত আল্লাহ্ তাদের ও তোমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন" (সূরা মুমতাহানা ঃ ৭)।

অবশ্য কোন ব্যক্তির অধঃপতিত চরিত্র যদি সর্প বিচ্ছুর ন্যায় হয়, কোন কোমল আচরণ ও সচ্চরিত্র তার মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে তবে সেটি ভিন্ন কথা। এরূপ লোকের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প। যাহোক, আল্লাহ্র দিকে আহবানকারী পরম ধৈর্যশীলতা, দৃঢ়তা ও সচ্চরিত্র অর্জন করতে হবে।

৪৯. অর্থাৎ মন্দ কথা সহ্য করে ভালো কথায় উত্তর দেওয়ার জন্য বিরাট ঔদার্যের প্রয়োজন। এই স্বভাব ও উন্নত চরিত্র আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শুধু তারা পায় যারা মহাভাগ্যবান।

যোগসূত্র ঃ এতক্ষণ পর্যন্ত সেই পর্যায়ের দুশমনের সাথে আচরণ রীতি শিক্ষা দিলেন যারা সদাচরণ ও কোমল ব্যবহারে প্রভাবিত হতে পারে। কিন্তু এমন এক প্রকারের শত্রু আছে যে কোন অবস্থাতেই কোন পর্যায়েই শত্রুতা পরিত্যাগ করে না। আপনি যতই নম্র ব্যবহার, খোশামোদ, তোষামোদ করুননা কেন তার অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে সে এক দণ্ড পিছাবে না। যেভাবেই হোক আপনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করাই তার লক্ষ্য। এরূপ একরোখা শয়তান থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে নির্দেশনা আসছে।

শত্রু অনুপাতে অস্ত্র ব্যবহার, তৎক্ষণাৎ রেগে যাওয়া শয়তানের প্রভাব

৫০. অর্থাৎ এরূপ অসৎ শয়তানের ব্যাপারে, নম্রতা, ভদ্রতা ও ক্ষমাপরায়ণতায় কাজ হবে না, তার হাত থেকে বাঁচার একটি মাত্র পথ। তা হলো আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয়ে এসে যাও। এটি সেই সুরক্ষিত দুর্গ যেখানে শয়তানের প্রবেশাধিকার নেই। যথার্থ অর্থে তোমরা যদি নিষ্ঠা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্কে ডাকো তিনি অবশ্যই তোমাদেরকে আশ্রয় দিবেন। তিনি সকলের প্রার্থনা শুনেন এবং তিনি জানেন কে কতটুকু নিষ্ঠা ও বিনয় সহকারে তাঁকে ডাকছে। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে এই আয়াতের যোগসূত্র নির্দেশ করে

(৩৭) وَمِنْ اٰیٰتِهِ الَّیْلُ وَ النَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ؕ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِیَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

৩৭. তাঁর কুদরতের নিদর্শনাদি হলো রাত্রি ও দিবস এবং সূর্য ও চন্দ্র।[৫১] তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়, সিজদা করো আল্লাহ্কে যিনি এগুলো সৃজন করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত করো।[৫২]

হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, "অর্থাৎ কখনো অনিচ্ছা সত্ত্বে রাগ এসে গেলে বুঝতে হবে যে, এটি শয়তানের আক্রমণ"। তোমরা সচ্চরিত্র অবলম্বন করে জগতকে আল্লাহ্র প্রতি আহবান জানিয়ে সফলকাম হবে শয়তান তা চায় না।

আল্লাহ্র কুদরতের নিদর্শন আসমানে ও যমীনে

৫১. আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত প্রদানের সাথে সাথে প্রসঙ্গক্রমে কতক আসমানী ও যমিনী দলীল-প্রমাণ সম্পর্কে আলোকপাত করছেন। আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য, একত্ব এবং মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি জনসাধারণকে বুঝাতে এগুলো আল্লাহ্র পথে দাওয়াত দানকারীকে সাহায্য করবে। পরোক্ষভাবে এই দিকেও ইঙ্গিত দেওয়া হলো যে, একদিকে আল্লাহ্র খাস বান্দাগণ তাদের কাজ ও কথা দ্বারা আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিচ্ছে, অন্যদিকে চন্দ্র-সূর্য ও আসমান-যমীনের অনুপম ব্যবস্থাপনা চিন্তাশীল লোকদেরকে এক আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত দিচ্ছে।

وَفِیْ كُلِّ شَیْءٍ لَهٗ اٰیَةٌ تَدُلُّ عَلٰی اَنَّهٗ وَاحِدٌ

"সকল কিছুতে রয়েছে ওগো নিদর্শন তাঁর কুদরতের, করিছে প্রমাণ দিতেছে সাক্ষ্য তাঁর একত্বের"।

বহু সম্প্রদায় যেমন আল্লাহ্র সৃষ্টিগত নিদর্শনাদি নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ ও তর্ক-বিতর্কে জড়িয়েছিল এই উম্মতের লোকদের উচিত নয় সেরূপ ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া। বরং অসীম কুদরতের মালিক, এত নিদর্শনাদি যাঁর, যাঁর নির্দেশে এগুলো চলমান বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে সিজদাবনত হওয়া একান্ত কর্তব্য। আয়াত দ্বারা এই দিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, রাত ও দিন এবং এগুলোর দুই নিদর্শন চন্দ্র ও সূর্য যেমন একটি অন্যটির বিপরীত এবং আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোতে রদবদল করতে পারেন, তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা রয়েছে যে, আল্লাহ্র দিকে দাওয়াতের আলো দাওয়াত দানকারীর অদম্য মনোবল ও মহৎ চরিত্রের বদৌলতে শ্রোতাদের চেহারা পাল্টিয়ে দিবেন এবং নিকষ অন্ধকার পরিবেশকে সমুজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় পরিবেশে রূপান্তরিত করে দিবেন।

৫২. যারা চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির পূজা করে তারা নিজেরাই বলে, আমরা এগুলোর পূজা করছি আল্লাহ্র উপাসনা করার উদ্দেশ্যে। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা স্পষ্টভাবে

(৩৮) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ
هُمْ لَا يَسْأَمُونَ ۩

(৩৯) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৩৮. যদি তারা অহংকার করে তবে তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে যারা রয়েছে তারা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে রজনী ও দিবসে এবং তারা ক্লান্তি বোধ করে না।[৫৩]

৩৯. তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক উষ্ণ, তারপর আমি যখন তাতে বারি বর্ষণ করি তখন তা সজীব ও স্ফীত হয়। নিশ্চয় যিনি এটিকে জীবিত করলেন তিনি অবশ্যই মৃতদেরকেও জীবিত করবেন। তিনি সবকিছু করতে পারেন।[৫৪]

জানিয়ে দিলেন যে, এগুলো উপাসনা যোগ্য নয়। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা মূলত আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

আল্লাহ্‌র ইবাদত না করলে ক্ষতি বান্দার, আল্লাহ্‌র নয়

৫৩. অর্থাৎ তাদের দম্ভ ও অহংকার যদি তাদেরকে সত্য গ্রহণে বাধা দেয়, একক আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সুস্পষ্ট ও সমুজ্জ্বল দলীল-প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকার পরও যদি আল্লাহ্‌র ইবাদতের প্রতি আসতে না চায় তাহলে তারা আসবে না, কিন্তু এতে ক্ষতি তো তাদেরই। আল্লাহ্ কোন পরোয়া করেন না। আচ্ছা, যাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের এই জয় জয়কার যে, অসংখ্য নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা দিন-রাত তাঁর ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিয়োজিত, যারা কখনো ক্লান্ত হয় না, বিরক্ত হয় না, তাদের সামনে এ বেচারা মানুষগুলো এবং তাদের অহংকারের কি মূল্য আছে? মিথ্যা দম্ভ দেখিয়ে নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

মুশরিকের মরা অন্তরে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন

৫৪. অর্থাৎ ভূমির দিকে তাকিয়ে দেখো। নীরব-নির্বাক, হীন-লাঞ্ছিত বোঝার নীচে চাপা পড়ে রয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে সকল দিক থেকে বালি উড়তে দেখা যায়। কিন্তু যেখানে এক ফোঁটা বৃষ্টি পতিত হয় সেখানে সজীবতা, সৌন্দর্য ও উত্থান দেখার মত। এই পরিবর্তন কার কুদরতী হাতের ছোঁয়া? যে আল্লাহ্ এরূপ প্রাণহীন মৃত ভূমিকে জীবিত করে দিলেন তিনি কি মৃত মানুষদের দেহে পুনর্জীবন সঞ্চার করতে পারবেন না? আর অপ্রতিরোধ্য শক্তির মালিক আল্লাহ্ তা'আলা কি কাফির-মুশরিকদের মৃত অন্তরে

(٤٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اٰيٰتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ؕ اَفَمَنْ يُّلْقٰى فِى
النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِيْٓ اٰمِنًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ ۙ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ○

৪০. যারা আমার আয়াতসমূহ বিকৃত করে তারা আমার অগোচর নয়। আচ্ছা যে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হয় সে ভালো নাকি কিয়ামত দিবসে যে নিরাপদে আগমন করবে সে ভালো? যা চাও করে যাও, তোমরা যা করছো নিশ্চয় তিনি তা দেখছেন।৫৫

দাওয়াতের উসিলায় নব জীবন দান করতে পারেন না? তিনি সবকিছু করতে পারেন। তাঁর কুদরত ও ক্ষমতার সম্মুখে কেউ বাধা দান করতে বা অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না।

"যা চাও করে যাও" অনুমতি নয়, হুমকি

৫৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত প্রদানকারীদের মুখে নাযিলকৃত আয়াত শুনে ও যুগের পাতায় আল্লাহ্র সৃষ্টিগত নিদর্শনাদি দেখেও যে সকল লোক গোঁড়ামী ও বক্রতা ত্যাগ করে না, সহজ-সরল কথাগুলোতে ধ্বংসাত্মক সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে জটিল ও বাঁকা বানিয়ে দেয়, অযথা টেনে হিঁচড়ে কষ্ট কল্পিতভাবে ভুল অর্থ গ্রহণ করে অথবা শুধু শুধু অসার ও অসত্য ওযর আপত্তি পেশ করে আয়াতসমূহ গ্রহণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, এরূপ বাঁকা পথ অবলম্বনকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা খুব ভালোভাবে চিনেন ও জানেন। হয়তো নিজেদের চাতুর্য ও অপকৌশল নিয়ে তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করতে পারে, কিন্তু তাদের কোন চাতুর্যই আল্লাহ্র অজানা নয়। আখিরাতে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হলে তারা তা বুঝতে পারবে। এখন আল্লাহ্ তা'আলা অবকাশ দিয়ে রেখেছেন মাত্র। অপরাধীদেরকে তিনি তৎক্ষণাৎ পাকড়াও করেন না। সেই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, "اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ" "যা ইচ্ছা করে যাও, তোমরা যা করো তা নিশ্চয় তিনি দেখেন"। অর্থাৎ তোমাদের বুঝে যা আসে তা করতে থাকো। তবে স্মরণ রেখো, তোমাদের সকল কর্ম তাঁর দৃষ্টির আওতাধীন। একদিন সেগুলোর সম্মিলিত প্রতিফল ভোগ করতে হবে। এখন নিজেই ভেবে দেখো, এমন এক ব্যক্তি যে নিজের মন্দ কর্মের দায়ে আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে আর এক ব্যক্তি যে নিজেরে শিষ্টাচার ও সত্য অবলম্বনের বদৌলতে চিরস্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকবে, দু'জনের মধ্যে কে উত্তম।

(٤١) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۚ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ۙ

(٤٢) لَّا يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ ؕ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ ○

(٤٣) مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ اَلِيْمٍ ○

৪১. উপদেশ আগমনের পর যারা তা অস্বীকার করেছে এবং[৫৬] এটি তো এক বিরল কিতাব।

৪২. এটিতে মিথ্যা অনুপ্রবেশের কোন অবকাশ নেই সম্মুখ থেকেও নয়, পেছন থেকেও নয়, প্রজ্ঞাময় প্রশংসার্হ আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে অবতীর্ণ।[৫৭]

৪৩. তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা হয় যা বলা হয়েছে তোমার পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্বন্ধে। তোমার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাও আছে মর্মন্তুদ শাস্তিও আছে।[৫৮]

---

৫৬. অর্থাৎ তারা নিজেদের বক্রতার বশবর্তী হয়ে উপদেশ বাণীগুলোতে খামোখা সন্দেহ সৃষ্টি করছে। অথচ এতে কোন দিক থেকে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। সেই উপদেশ কি? তা হলো সুস্পষ্ট, উন্মুক্ত, সুদৃঢ় ও মজবুত একটি কিতাব, একমাত্র বোকা বা দুষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

কুরআন মজীদ খাঁটি কিতাব

৫৭. অর্থাৎ তাঁর নাযিলকৃত কিতাবে মিথ্যা প্রবিষ্ট হতে চাইলে কোনদিক থেকে প্রবিষ্ট হবে? যে কিতাবের জিম্মাদার খোদ আল্লাহ্ তা'আলা, সেই কিতাবের মধ্যে মিত্যা প্রবেশের কি সুযোগ থাকবে?

৫৮. অর্থাৎ সত্য অস্বীকারকারিগণ আপনার সাথে যে আচরণ করছে সকল যুগের সত্য বিরোধিগণ তাদের নবী-রাসূলদের সাথে সেই আচরণ করে এসেছে। নবী-রাসূলগণ সব সময় কল্যাণ কামনা করেছেন আর প্রত্যুত্তরে তারা দিয়েছে কষ্ট, করেছে অত্যাচার। তাদের অত্যাচার ও নির্যাতনের মুখে নবী-রাসূলগণ যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন আপনিও সেভাবে ধৈর্যধারণ করুন। আপনার ধৈর্য অবলম্বনের ফলে কতক লোক তওবা করে, সৎপথে এসে যাবে। তাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে অপরিসীম ক্ষমা। আর কতক তাদের ভ্রান্তি ও জিদের উপর অবিচল থাকবে। তারা শেষ পর্যন্ত মর্মন্তুদ শাস্তি ভোগ করবে।

(৪৪) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ
قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ
وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيْدٍ ۟

৪৪. আমি যদি অজানা ভাষার কুরআন নাযিল করতাম তখন তারা অবশ্যই বলতো, এর বাণীগুলো বিশদভাবে বর্ণিত হলো না কেন? কী ব্যাপার অজানা ভাষার কিতাব আর আরবীভাষী মানুষ![৫৯] তুমি বলে দাও, এটি ঈমানদারদের জন্য পথপ্রদর্শক এবং ব্যাধির প্রতিকার।[৬০] যারা ঈমান আনে না তাদের কর্ণে রয়েছে বধিরতা, আর এই কুরআন তাদের জন্য অন্ধত্ব।[৬১] তাদেরকে আহবান জানাচ্ছে বহু দূর থেকে।[৬২]

সত্য গ্রহণের ইচ্ছা না থাকলে হাজারো যুক্তি পেশ করা হয়

৫৯. অর্থাৎ কোন একটি কথা কেউ মানতে না চাইলে তার জন্য হাজারো যুক্তি হাজারো কৌশল অবলম্বন করতে পারে। মক্কার কাফিররা আর কুলিয়ে উঠতে না পেরে বলতে শুরু করল, আচ্ছা জনাব! আবরীভাষী নবীর মু'জিযা তো আমরা তখনই অনুধাবন করতে পারি যদি কুরআন আরবী ভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় আসতো। কিন্তু মনে করুন, যদি আরব নবীর নিকট অনারব ভাষায় কিতাব নাযিল হতো তখন তা প্রত্যাখ্যানের জন্য তারা যুক্তির ভাষা পরিবর্তন করে নিত এবং বলতো, আচ্ছা জনাব! কেউ কি এমন অযৌক্তিক কাণ্ড দেখেছে যে, রাসূল নিজে আরবীভাষী, যারা কিতাবের প্রথম শ্রোতা তারাও আরবীভাষী, কিন্তু কিতাব নাযিল করা হলো এমন এক ভাষায় যার এক বর্ণও আরবের লোকেরা বুঝতে পারে না।

৬০. অর্থাৎ এই কিতাব সম্পর্কে ভিত্তিহীন সন্দেহ তো শেষ হওয়ার নয়। তবুও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সকলেই এতটুকু অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে যে, কিতাবের প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও কিতাব অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনকারী লোকদেরকে এই পবিত্র কিতাব কী বিস্ময়কর হিদায়াত, দূরদৃষ্টি ও উপলব্ধি প্রদান করেছে! কী অভিনব রীতিতে তাদের হাজার বছরের মানসিক ও বিশ্বাসগত ব্যাধি দূরীভূত করে সুস্থ-সবল, সজীব ও চাঙ্গা করে দিচ্ছে!

সূর্যের রশ্মিতে বাদুরের চোখ জ্বালা হলে সূর্যের দোষ নয়

৬১. অর্থাৎ সূর্যের কিরণে নিশাচর পক্ষী বাদুরের চক্ষু যেমন ঝলসে যায়, তেমনি ঐ কাফিররাও কুরআন মজীদের জ্যোতিতে কিছুই দেখতে পায় না। এতে কুরআন মজীদের দোষ কি? বরং কাফিরদের উচিত নিজেদের দৃষ্টির দুর্বলতা ও ত্রুটি উপলব্ধি করে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬২. অর্থাৎ কাউকে দূর থেকে ডাকুন সে শুনতে পাবে না। আর শুনলেও আপনি কি বলছেন তা ভালোভাবে বুঝবে না। তদ্রূপ কাফিররা কুরআন মজীদের সত্যতা ও সত্যতার উৎস থেকে এতদূরে পড়ে রয়েছে যে, সত্যের আহবান তাদের হৃদয়ের কর্ণ

(٤٥) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

(٤٦) مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ
لِّلْعَبِيْدِ ○

(٤٧) اِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٰتٍ مِّنْ اَكْمَامِهَا وَمَا
تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖ ۗ وَيَوْمَ يُنَادِيْهِمْ اَيْنَ شُرَكَآءِيْ ۙ
قَالُوْٓا اٰذَنّٰكَ ۙ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيْدٍ ○

৪৫. আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম। এরপর তাতে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল।[৬৩] তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের চূড়ান্ত মীমাংসা হয়ে যেত।[৬৪] এই কুরআন সম্বন্ধে তারা এমন প্রতারণায় পতিত হয়েছে যা তাদের শান্তিতে থাকতে দেয় না।[৬৫]

৪৬. যে ব্যক্তি ভালো কাজ করেছে তা তার নিজের জন্যই আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করেছে তার দায়ও তার উপরই বর্তাবে। তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, বান্দাদের প্রতি অন্যায় করবেন।[৬৬]

৪৭. কিয়ামতের অবগতি একমাত্র তাঁরই নিকট।[৬৭] তাঁর জ্ঞানের বাইরে কোন ফল তার খোসা থেকে বের হয় না, কোন নারী গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসব করে না।[৬৮] যেদিন তাদেরকে ডেকে বলবেন, আমার সমকক্ষ কোথায়,[৬৯] তখন তারা বলবে, আমরা আপনাকে বলে দিয়েছি যে, আমাদের মধ্যে কেউই তা স্বীকার করে না।[৭০]

পর্যন্ত পৌঁছে না। আর মাঝেমধ্যে পৌঁছে থাকলেও তারা তার সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না।

৬৩. অর্থাৎ বর্তমানে যেমন কুরআন গ্রহণকারী ও কুরআন প্রত্যাখ্যানকারীদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে, ইতিপূর্বে আসমানী কিতাব তাওরাত নিয়েও এরূপ মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল। অতএব দেখে নাও তাদের কি পরিণতি হয়েছিল।

৬৪. পূর্ব সিদ্ধান্ত এই যে, চূড়ান্ত মীমাংসা অখিরাতে হবে।

৬৫. অর্থাৎ অযথা সন্দেহ তাদেরকে আরামে বসতে দেয় না সব সময় অন্তরে অশান্তি বিদ্যমান থাকে।

৬৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে জুলুম নেই। প্রত্যেক মানুষ নিজের কর্মকাণ্ড দেখবে। যে কাজ করবে তা তার সম্মুখে আসবে। তাঁর দরবারে কারো পুণ্য বিনষ্ট করা হবে না কিংবা একজনের পাপের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে না।

যোগসূত্র ঃ যেহেতু পাপ-পুণ্যের পূর্ণ প্রতিফল পাওয়া যাবে কিয়ামত দিবসে এবং কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে কাফিররা বারবার তা জিজ্ঞেস করতো সেহেতু إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ। থেকে পরবর্তী আয়াতসমূহে সেই ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছে।

৬৭. অর্থাৎ কিয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে তা তিনিই জানেন। বড়ো বড়ো নবী এবং ফেরেশতাগণও তার নির্দিষ্ট দিনক্ষণ সম্পর্কে অবগত নন। যাকেই জিজ্ঞেস করুন না কেন স্পষ্ট বলে দিবে, مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ। "জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী জানে না"।

আল্লাহ্র অবগতির বাইরে কিছুই নেই

৬৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞান সর্বব্যাপী। সবই তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত। আল্লাহ্ তা'আলার অবগতির বাইরে একটি খেজুর তার খোসা থেকে বের হয় না, কোন শস্য তার শীষ থেকে বেরুতে পারে না এবং কোন ফল তার আচ্ছাদন চিরে বেরিয়ে আসে না। তদ্রূপ কোন নারীর উদরে কিংবা মাদী পশুর পেটে যে বাচ্চা রয়েছে এবং সেগুলো যা প্রসব করছে সবই আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানাধীন। এভাবেই বুঝে নিন যে, বর্তমান দুনিয়ার পরিণতিস্বরূপ যে আখিরাতের প্রকাশ ও কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে তার সঠিক সময়ও একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন। কোন মানুষ কিংবা কোন ফেরেশতা সেই সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল নয়। সেটি জানা তাদের জন্য আবশ্যকও নয়। মানুষের জন্য যা প্রয়োজন তা হলো কিয়ামত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ বলেছেন সেরূপ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং যেদিন কোন শরীক কাজে আসবে না, কোন মুক্তিদাতা পাওয়া যাবে না সেদিন সম্পর্কে চিন্তা করা।

৬৯. অর্থাৎ যেগুলোকে তোমরা আমার শরীক ও সমকক্ষ গণ্য করতে এখন সেগুলোকে ডাকো দেখি, তারা কোথায়?

কাফিররা মিথ্যাবাদী

৭০. অর্থাৎ আমরা পরিষ্কার আপনাকে বলে দিয়েছি, আমাদের কেউই ঐ অপরাধে অপরাধী নয়। আমাদের কেউই এই অপরাধ (শিরক্) স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। (তারা তখন অত্যন্ত ধীরস্থিরভাবে ও দৃঢ়তার সাথে মিথ্যা বক্তব্য পেশ করে প্রকৃত ঘটনা অস্বীকার করতে থাকবে)। কেউ কেউ আয়াতে শাহীদ (شَهِيْدٌ) শব্দের শাহেদ (شَاهِدٌ) অর্থ গ্রহণ করে আয়াতের মর্ম এই নিয়েছেন ঃ আমাদের কেউই তো এখন ঐ শরীকগুলোকে এখানে দেখতে পাচ্ছি না।

(٤٨) وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ ○

(٤٩) لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ ○

(٥٠) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ○

৪৮. পূর্বে তারা যাদের পূজা করতো তারা এদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে এবং তারা বুঝে নিয়েছে যে, কোথাও মুক্তি নেই।[৭১]

৪৯. মানুষ কল্যাণ কামনায় ক্লান্ত হয় না। অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করলে আশাহত ও নিরাশ হয়ে পড়ে।

৫০. দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার কিছুটা অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে বলতে থাকে, এটি তো আমার যোগ্য প্রাপ্য। কিয়ামত সংঘটিত হবে তা আমি মনে করি না। আর আমি যদিওবা আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করি তবে নিশ্চয় তাঁর নিকট আমার জন্য কল্যাণই থাকবে।[৭২] অতএব, আমি কাফিরদেরকে তাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করাবো এবং তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করাবো কঠিন শাস্তি।[৭৩]

হাশরের ময়দান বাতিল উপাসক ও উপাস্যদের পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ

৭১. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ গণ্য করে যাদের উপাসনা করতো আজ তাদের কোন হদিস নেই। তাদের পূজারীদের সাহায্যার্থে তারা এগিয়ে আসছে না। আর যারা উপাসনাকারী তাদের মন থেকে এখন উপাসনার মনোভাব তিরোহিত হয়ে গিয়েছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার এখন কোন উপায় নেই। মুক্তির কোন পথ নেই। শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে বসে রয়েছে। যে সকল দেবদেবীর ইজ্জত রক্ষা করার জন্য তারা নবী-রাসূলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতো আজ তাদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্যুতি ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করছে।

মানুষের মন বড়োই বিচিত্র

৭২. অর্থাৎ মানুষের মন-মানসিকতা এক অদ্ভূত প্রকৃতির। দুনিয়ার একটু সুখ, একটু আরাম-আয়েশ ও সুস্থতা লাভ করলে লোভ ও লালসার বশবর্তী হয়ে সীমাহীন ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়। তার লোভ-লালসার কোন সীমা পরিসীমা নেই। কোন একটা

(৫১) وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ○

৫১. যখন আমি মানুষের প্রতি নিআমত নাযিল করি তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নে এবং দূরে সরে যায়। আর যখন অকল্যাণ তাকে স্পর্শ করে তখন তারা দী প্রার্থনায় নিয়োজিত হয়।[৭৪]

লক্ষ্যস্থলে গিয়ে যে তার লোভের পরিসমাপ্তি ঘটবে তা নয়। সম্ভব হলে সারা দুনিয় ধন-দৌলত তার ঘরে এনে স্তূপ করে রাখবে। পক্ষান্তরে যদি সামান্য দুঃখ ও অকল্য দেখা দেয়, প্রকাশ্য বিষয়াদি তার স্বার্থের বিপরীত মনে হয় তখন নিরাশ ও হতা হতেও দেরী নেই। তার মন-মানসিকতা তখনই ভেঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে। কারণ ত দৃষ্টি শুধু প্রকাশ্য উপায় ও উপকরণের মধ্যে সীমিত। সর্বশক্তিমান, সকল কর্মে কর্মবিধায়ক আল্লাহ্ তা'আলার উপর তার আস্থা নেই। তিনি তো চাইলে বাহ্যিক সক উপায়-উপকরণ এক মুহূর্তে উলট-পালট করে দিতে পারেন। ধরুন এই নৈরাশ্য হতাশার পর আল্লাহ্ তা'আলা তার দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করে আপন অনুগ্রহে তা পুনরায় সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। তখন কিন্তু সে বড়ো গলায় বলতে থাকবে هٰذَا لِيْ (এটি আমার যোগ্য প্রাপ্য)। অর্থাৎ আমি ওমুক চেষ্টা ও তদবীর করেছি আমার তদবীর, যোগ্যতা ও মর্যাদার প্রেক্ষিতে এরূপ ফল হওয়ারই কথা।

এখন আল্লাহ্র মেহেরবানীর কথা তার মনে নেই। কয়েক মিনিট আগে যে তা মানসিক হতাশা ও অবসাদ ছিল তাও স্মরণ নেই। ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে সে এম নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যে, ভবিষ্যতে কোন বিপদাপদ আসতে পারে সেই অনুভূতি আশংকাও তার থাকে না। সে মনে করে, সব সময় এ সুখের জীবন উপভোগ করবে এ সুখ চিরদিন থাকবে। এমতাবস্থায় যখন সে কিয়ামতের আলোচনা শুনে তখন বলে এটি কখনো অনুষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি না। মনে করুন, যদি কিয়ামত অনুষ্ঠি হয় এবং আমাকে আমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হয় তাহলেও আমা সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, সেখানে আমার পরিণামফল ভালো হবে, কল্যাণকর হবে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে আমি যদি মন্দ ও অযোগ্য হতাম তাহলে দুনিয়ার এই ভোগবিলাস আরাম-আয়েশ আমি কখনো পেতাম না। সুতরাং আমার সুদৃঢ় আশা যে, আখিরাতে আমার সাথে এ সদাচরণ করা হবে।

৭৩. অর্থাৎ এই ভেবে খুশী হচ্ছো যে, কুফরী ও অহংকার সত্ত্বেও সেখানে সুখভো করবে তাই না? সেখানে গেলেই বুঝতে পারবে, সত্য অস্বীকারকারীদের কেমন শা ভোগ করতে হবে এবং সারা জীবনের কর্মকাণ্ড কিভাবে সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

৭৪. অর্থাৎ আল্লাহ্র নিআমত ও অনুগ্রহ ভোগ করার সময় নিআমতদাতা আল্লাহ অনুকম্পা ও তাঁর শুকরিয়া প্রকাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে একেবারে বেপরোয়া হয়ে যায় এদিক থেকে দূরে সরে যায়। তারপর কোন বালা-মুসিবত ও দুঃখ-কষ্ট আপতিত হ

(৫২) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهٖ مَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِيْ شِقَاقٍۭ بَعِيْدٍ ○

(৫৩) سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ○

৫২. বলো, তোমরা ভেবে দেখো তো, যদি এটি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, অতএব, তোমরা এটি অমান্য করো, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরোধিতায় লিপ্ত তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে?[৭৫]

৫৩. এখন আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাদি দেখাবো দুনিয়াতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে। ফলে তাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটিই সঠিক সত্য।[৭৬] সর্ববিষয়ে সাক্ষী হওয়ার ক্ষেত্রে তোমার প্রতিপালক কি যথেষ্ট নন?[৭৭]

তখন আল্লাহ্‌র দরবারে হাত পেতে দীর্ঘ প্রার্থনা জানাতে থাকে। লজ্জা হয় না? এখন আবার কোন মুখে তাঁকে ডাকছো? আরও হাসির ব্যাপার এই যে, কোন কোন সময় বাহ্যিক উপায়-উপকরণ তার জন্য ক্ষতিকর দেখে আভ্যন্তরীণভাবে তার অন্তর হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এই সময়েও অস্থির ও অশান্ত চিত্তে স্বতঃ প্রার্থনার হাত দুটো আল্লাহ্‌র দিকে উত্তোলিত হয়। অন্তরে আছে নৈরাশ্য আর মুখে বলছে আল্লাহ্ আল্লাহ্। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, এসব মানুষের দোষ-ত্রুটি ও অপরাধের ফিরিস্তি। তারা বিপদে ধৈর্যধারণ করে না, আবার সুখের সময় শুকরিয়া জ্ঞাপন করে না।

৭৫. পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের রুচি ও স্বভাবের এক অদ্ভুত চিত্র অংকন করে চিত্তাকর্ষক পদ্ধতিতে দুর্বলতা ও ব্যাধিসমূহের প্রতি সচেতন করে দিয়েছেন। এখন তাদেরকে বলেছেন যে, তোমাদের দুর্বলতা সম্পর্কে চেতনাবোধ উদ্রেককারী এবং তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ককারী এই কিতাব যদি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে এসে থাকে (বাস্তবে তোতাই), তারপর তোমরা যদি তা না মানো, এমন অমূল্য ও উন্নত উপদেশাবলী অস্বীকার করতো নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করো, উল্টো সত্যের বিরোধিতা করতে করতে সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়ো তাহলে এর চেয়ে জঘন্য ভ্রান্তি ও লোকসান আর কি হতে পারে?

জলে স্থলে দেহ মনে সর্বত্র আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন বিদ্যমান

৭৬. অর্থাৎ কুরআন মজীদের সত্যতা ও যথার্থতার অন্যান্য দলীল-প্রমাণ তো যথাস্থানে আছেই, এখন আমি অস্বীকারকারীদেরকে খোদ তাদের দেহে-প্রাণে এবং তাদের চতুর্দিকে আরব অঞ্চলে বরং সমগ্র দুনিয়াতে আমার কুদরতের সেসব নিদর্শন

(৫৪) اَلَاۤ اِنَّهُمْ فِیْ مِرْیَةٍ مِّنْ لِّقَآءِ رَبِّهِمْ ؕ اَلَاۤ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَیْءٍ مُّحِیْطٌ ۠

৫৪. শুনে রাখ, তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে তারা সংশয়ের মধ্যে রয়েছে। শুনে রাখ, তিনি সবকিছুকে আয়াত্তাধীন করে রেখেছেন।[৭৮]

দেখাবো যেগুলোর মাধ্যমে কুরআন মজীদ ও কুরআন আনয়নকারী রাসূল (সা)-এর সত্যতা সমুজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট দেখা যায়। সেসব নিদর্শন কি? তাহলে ইসলামের সুমহান ও বিস্ময়কর বিজয়সমূহ। বাহ্যিক উপায়-উপকরণের সম্পূর্ণ বিপরীতে কুরআন মজীদের ভবিষ্যদ্বাণীর হুবহু বর্ণনা অনুযায়ী এগুলো সংঘটিত হয়েছে। বস্তুত মক্কার কাফিররা বদর যুদ্ধে তাদের দেহে ও প্রাণে, মক্কা বিজয় অভিযানে আরব অঞ্চলে এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামলে সমগ্র বিশ্বে ঐ নিদর্শন আপন চক্ষে দেখেছে।

অবশ্য এমন মন্তব্য করারও অবকাশ আছে যে, "আয়াত বা নিদর্শনাদি" দ্বারা আল্লাহ্‌র কুদরতের সকল নিদর্শন বুঝানো হয়েছে, যা চিন্তা-ভাবনা করলে নিজের দেহ প্রাণে এবং সমগ্র দুনিয়ার সকল বস্তুতে পরিলক্ষিত হয়। এগুলো দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার একত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রমাণ পাওয়া যায় এবং কুরআন মজীদের ঘোষণাসমূহ সত্যায়িত হয়। এ ধরনের সকল সৃষ্টিগত নিদর্শন এবং দেহগত ও বিশ্বগত নিদর্শনাদি যেহেতু একই সাথে কিংবা একইবারে উন্মোচিত হয় না, বরং সময়ে সময়ে ধীরে ধীরে পর্দার অন্তরাল সরিয়ে দৃশ্যমান হতে থাকে সেহেতু ভবিষ্যত কাল বাচক শব্দ ব্যবহার করে سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا (আমার নিদর্শনাদি আমি তাদেরকে দেখাবো) বলেছেন।

৭৭. অর্থাৎ মনে করো, কুরআন মজীদের সত্যতার কথা কেউই মানলো না তাহলে একক আল্লাহ্ এটির সত্যতা সম্বন্ধে যে সাক্ষ্য দিচ্ছেন সেটি কি অপর্যাপ্ত, সেটি কি যথেষ্ট নয়? আল্লাহ্ তো সকল ব্যাপারে সাক্ষী। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে চিন্তা-ভাবনা করলে সকল কিছুতে তাঁর সাক্ষ্যের প্রমাণ পাওয়া যায়।

হাশর অনুষ্ঠিত হবে না এমন ধারণা সুস্পষ্ট ভুল

৭৮. অর্থাৎ তারা এই প্রতারণার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে যে, কখনো আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে যেতে হবে না। তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে না। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা সর্বদা সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন। কোন সময়ই কারো জন্য তাঁর আয়ত্ত ও বেষ্টনীর বাইরে যাওয়া সম্ভব নয়। তাদের মৃত্যুর পর দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ যদি মাটিতে মিশ্রিত হয়ে যায় তবুও প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার অবগতি থাকবে সবটাই তাঁর জ্ঞানের পরিধিভুক্ত থাকবে। সেগুলো একত্র করে নতুনভাবে জীবিত করা তাঁর জন্য মোটেই কঠিন নয়।

সূরা শূরা

৫৩ আয়াত, ৮ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) عٓسٓقٓ ۚ

(٣) كَذٰلِكَ يُوحِيٓ اِلَيۡكَ وَ اِلَى الَّذِيۡنَ مِنۡ قَبۡلِكَ ۙ اللّٰهُ الۡعَزِيۡزُ الۡحَكِيۡمُ ۚ

(٤) لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الۡاَرۡضِ ؕ وَهُوَ الۡعَلِيُّ الۡعَظِيۡمُ ۚ

১. হা-মীম

২. আইন, সীন, কাফ

৩. পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ এভাবেই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন।

৪. আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই, তিনি সর্বোর্ধ্ব সুমহান।[১]

---

১. অর্থাৎ চূড়ান্ত পর্যায়ের উন্নত ও পূর্ণাঙ্গ বিষয় সম্বলিত এই সূরা যেমন ওহীস্বরূপ আপনার প্রতি নাযিল করা হচ্ছে— তেমনি আল্লাহ্ তা'আলার রীতি রয়েছে যে, তিনি আপনার প্রতি এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন। এতদ্বারা তাঁর হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং রাজত্ব ও কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়।

(৫) تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ ؕ اَلَآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

৫. আকাশ উপর থেকে ফেটে পড়ার উপক্রম হয়।[২] ফেরেশতাগণ তাদের প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।[৩] শুনে নাও, নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ্) ক্ষমাশীল দয়াময়।[৪]

আকাশ ফেটে পড়ার উপক্রম হয় কেন?

২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্বের প্রভাবে কিংবা অসংখ্য ফেরেশতার চাপে কিংবা তাদের যিকিরের মুহূর্মুহু আওয়াজে আকাশ ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, আকাশের কোন স্থানে চার আঙ্গুল স্থানও খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সিজদাবনত না হয়। কোন কোন তাফসীরকার আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মুশরিকগণ কর্তৃক আল্লাহ্ তা'আলার শরীক ও সমকক্ষ নির্ধারণ করা, তাঁর পুত্র-কন্যা থাকার জঘন্য উক্তি করা, আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে এমন মারাত্মক বেআদবি যে, এর প্রভাবে আকাশের উপরের ছাদ ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। সূরা মারয়ামে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا - اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا -

"হয়ত এখনই আকাশরাজি ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ আপতিত হবে এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান আরোপ করে" (মারয়াম ঃ ৯০-৯১)।

কিন্তু আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও রহমতের বদৌলতে এবং ফেরেশতাদের তাসবীহ ও ইসতিগফারের বরকতে এই পরিচালনা ব্যবস্থা এখনও বহাল রয়েছে।

৩. ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করে এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন ঈমানদারদের দোষত্রুটি মাফ করে দেন, আর কাফিরদেরকে যেন দুনিয়াতে একসাথে ধরে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস না করেন।

৪. অর্থাৎ তিনি আপন মেহেরবানীতে ফেরেশতাদের দোয়া কবূল করে ঈমানদারদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং কাফিরদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেন। তা না হলে এই বিশাল দুনিয়ার ব্যাপক কর্মকাণ্ড এক পলকে বিধ্বস্ত হয়ে যেতো।

(٦) وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ اللّٰهُ حَفِيْظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ ۝

(٧) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّتُنْذِرَ اُمَّ الْقُرٰى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۖ فَرِيْقٌ فِى الْجَنَّةِ وَفَرِيْقٌ فِى السَّعِيْرِ

৬. যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছে। সবকিছু আল্লাহ্র জানা আছে। তাদের দায়-দায়িত্ব তোমার উপর নয়।[৫]

৭. এভাবে আমি তোমার প্রতি আরবীভাষী কুরআন নাযিল করেছি, যাতে তুমি সতর্ক করতে পারো মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার অধিবাসীদেরকে[৬] এবং যাতে তুমি অবগত করাতে পারো সমাবেশের দিন সম্পর্কে, যাতে কোন সন্দেহ নেই। একদল বেহেশতের অধিবাসী আর একদল আগুনের অধিবাসী।[৭]

মুশরিকদের জন্য স্বল্পদিনের অবকাশ, চিরদিনের মুক্তি নয়

৫. অর্থাৎ মুশরিকদেরকে এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবকাশ দেওয়ায় তোমরা মনে করো না যে, চিরদিনের জন্য তারা বেঁচে গেল। বরং তাদের সকল কর্ম ও অবস্থান আল্লাহ্র দরবারে সংরক্ষিত রয়েছে। যথাসময়ে তা উন্মুক্ত করা হবে। আপনি এই দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না যে, তারা এসব মানছে না কেন? আর মানছে না যখন তখন তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হচ্ছে না কেন? আপনি এ সকল বিষয়ের জিম্মাদার ও দায় গ্রহণকারী নন। আপনার দায়িত্ব শুধু সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। বাকী কাজ আমার হাতে। ঠিক সময়ে আমি তাদের হিসাব-নিকাশ সমাধা করবে।

"উম্মুল কুরা" নাম ও তাঁর তাৎপর্য

৬. উম্মুল কুরা (বৃহৎ জনপদ) দ্বারা মক্কা শরীফকে বুঝানো হয়েছে। কারণ সমগ্র আরবজাতি সেখানে সমবেত হয় এবং সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সেখানেই আল্লাহ্র ঘর অবস্থিত। সারা পৃথিবীতে সেটিই সর্বপ্রথম ইবাদতখানা। বরং হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেখানে কা'বা ঘর অবস্থিত সেখান থেকেই আল্লাহ্ তা'আলা ভূ-জগত সৃষ্টির সূচনা করেছেন, তারপর ক্রমান্বয়ে তা চারিদিকে প্রসারিত করেছেন। আয়াতে উল্লিখিত "মক্কার আশপাশ" অর্থ প্রথমত আরব অঞ্চল, তারপর সমগ্র দুনিয়া।

৭. অর্থাৎ আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন যে, এমন একটি দিন অবশ্যই আসবে যেদিন পূর্ববর্তী-পরবর্তী সবাইকে আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত করা হবে হিসাব-নিকাশ গ্রহণের জন্য। এটি একটি সুনিশ্চিত ও সিদ্ধান্তকৃত বিষয়। এতে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। সেদিনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা মানুষের একান্ত কর্তব্য। তখন সমগ্র মানবজাতি দু'দলে বিভক্ত হবে। একদল জান্নাতের অধিবাসী,

(٨) وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَهُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ
رَحْمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمُوْنَ مَا لَهُمْ مِّنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝

(٩) اَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖۤ اَوْلِيَآءَ ۚ فَاللّٰهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ الْمَوْتٰى ؗ
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

(١٠) وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّيْ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ ۖۗ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ ۝

৮. আল্লাহ্ চাইলে সকল লোককে একই দলভুক্ত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করেন। যারা পাপাচারী তাদের জন্য না আছে কোন বন্ধু আর না আছে কোন সাহায্যকারী।[৮]

৯. তারা কি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যকে কার্যনির্বাহীরূপে গ্রহণ করেছে? আল্লাহ্ই তো কার্যনির্বাহী, তিনিই মৃতদেরকে জীবিত করেন, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।[৯]

১০. তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ করো, তার ফায়সালা আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ।[১০] তিনিই আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক। তাঁর উপরই আমি নির্ভর করি এবং তাঁর নিকটই আমার প্রত্যাবর্তন।[১১]

একদল জাহান্নামের অধিবাসী। ভেবে দেখো, তোমার কোন দলে থাকা দরকার। আর সেই দলে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে কি কি সাজ-সরঞ্জাম ও পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার সেই ক্ষমতা আছে যে, ইচ্ছা করলে সকল মানুষকে একই দলভুক্ত করে দিতে পারতেন, একই পথের পথিক করে দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁর হিকমত ও প্রজ্ঞা চাইলে— তাঁর রহমত ও গযব, দয়া ও ক্রোধ উভয় প্রকারের গুণ যেন প্রকাশিত হয়। তাই তিনি বান্দাদের অবস্থায় তারতম্য রেখেছেন। কারো আনুগত্যের কারণে তাকে দয়ার অবতরণক্ষেত্র বানিয়েছেন আর কারো জুলুম ও নাফরমানীর কারণে তাকে দয়া ও রহমত থেকে বহু দূরে নিক্ষেপ করেছেন। যে ব্যক্তি রহমত থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে গযব ও শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে, আর আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা ও তাঁর শাস্তি দাবি করেছে তার আর কোথাও আশ্রয়স্থল নেই। আর এমন কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী সে পাবে না যে, তাকে আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৯. অর্থাৎ বন্ধু ও সাহায্যকারী বানাতে চাইলে আল্লাহ্‌কে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করো, যিনি সবকিছু করতে পারেন। এমনকি তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন এবং সকল কর্মের ক্ষমতা রাখেন। এইসব মূর্তি-প্রতিমা অক্ষম, অথর্ব, সেগুলো তোমাদের কি সাহায্য করবে?

(١١) فَاطِرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ مِنَ الْاَنْعَامِ اَزْوَاجًا ۚ يَذْرَؤُكُمْ فِيْهِ ؕ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ○

১১. তিনি আকাশরাজি ও পৃথিবীর স্রষ্টা, তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য যুগল সৃষ্টি করেছেন এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্য থেকেও জোড়া সৃষ্টি করেছেন।[১২] এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বৃদ্ধি করেন।[১৩] তাঁর ন্যায় কিছুই নেই।[১৪] তিনি শ্রবণকারী দ্রষ্টা।[১৫]

সকল কিতাবের ফায়সালা আল্লাহ্‌র প্রতিই ন্যস্ত করা উচিত

১০. অর্থাৎ সকল বিবাদের ফায়সালা তাঁর নিকটই সোপর্দ করা উচিত। আকীদাগত হোক আর বিধিগত, ইবাদত সম্পর্কিত হোক আর লেনদেন সম্পর্কিত, যে কোন বিষয়ে মতভেদ দেখা দিলে তার উৎকৃষ্ট ফায়সালা আল্লাহ্‌র নিকটেই। তিনি প্রাকৃতিক প্রমাণের মাধ্যমে অথবা তাঁর কিতাবের মাধ্যমে অথবা স্পষ্টভাবে কিংবা ইঙ্গিত দ্বারা তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে যে বিষয়ে যে ফায়সালা দান করবেন তা অবশ্যই মেনে নিতে হবে। সেটি নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলার অধিকার বান্দার নেই। তাওহীদ একত্ববাদ যা সব মূলের মূল, সব কিছুর ভিত্তি, আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর বাণী ও কর্ম দ্বারা বারবার তা গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন তখন এরূপ সুনিশ্চিত, অকাট্য ও সন্দেহাতীত ফায়সালায় বিবাদ সৃষ্টি করা অনর্থক সন্দেহ সৃষ্টি করে তাঁর ফায়সালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া বান্দার জন্য কি করে জায়েয হবে?

১১. আমি সব সময় তাঁর উপরই নির্ভর করি এবং সর্বক্ষেত্রে তাঁর দিকেই ফিরে যাই।

১২. অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে পরস্পর জোড়া ও যুগল, নর ও মাদী সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যাতে এগুলো তোমাদের উপকারে আসে।

১৩. অর্থাৎ মানবজাতির জন্য এক প্রকারের যুগল এবং জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে ভিন্ন প্রকারের জোড়া ও যুগল করে সেগুলোর প্রচুর বংশ বিস্তারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তারপর সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে এগুলো আপন আপন জীবিকার অন্বেষণে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে।

১৪. অর্থাৎ তাঁর স্বকীয়তা ও সত্তার কোন উপমা নেই, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যেরও কোন তুলনা নেই এবং তাঁর ফায়সালা ও বিধিবিধানের ন্যায় কোন বিধান ও ফায়সালা নেই। তাঁর দীনের ন্যায় কোন দীন নেই। তাঁর না আছে কোন জোড়া, না আছে কোন সমকক্ষ এবং না আছে কোন সমজাতি।

(١٢) لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَقْدِرُ ؕ
اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○
(١٣) شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ
وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا
تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ ؕ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ ؕ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ
اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ○

১২. আকাশরাজি ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট যার জন্য ইচ্ছা জীবিকা বিস্তৃত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা মেপে মেপে দেন, তিনি সকল বিষয়ে অবগত।[১৬]

১৩. তিনি তোমাদের জন্য দীনের ক্ষেত্রে সেই পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহ্‌কে এবং যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমার প্রতি, যার নির্দেশ দিয়েছি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে[১৭] এই মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে এবং দীনের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করবে না।[১৮] তুমি মুশরিকদেরকে যে বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাও, তা তাদের নিকট দুঃসাধ্য মনে হয়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন তাঁর জন্য এবং যে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করে তাকে তাঁর দিকে পথ দেখান।[১৯]

---

১৫. অর্থাৎ এটি সুনিশ্চিত যে, তিনি সবকিছু দেখেন ও সবকিছু শুনেন। কিন্তু তাঁর দেখা-শোনা সৃষ্টিজগতের দেখা-শুনার মত নয়। সকল প্রকারের কারামত ও মর্যাদা তাঁর সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান। এতদ্‌সত্ত্বেও তাঁর একটি মাত্র পূর্ণতা বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না। কারণ কোথাও তাঁর কোন নজীর ও সমকক্ষ নেই। সৃষ্টি জগতের সাথে কোন প্রকারের উপমা ও সামঞ্জস্য থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। তাহলে তাঁর গুণাবলীর স্বরূপ কী করে বুঝা যাবে?

সকল ধন-ভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতী হাতে

১৬. সকল ভাণ্ডারের চাবি তাঁরই কুদরতী হাতে। তাঁর ইখতিয়ার ও ক্ষমতা আছে যে, যে ভাণ্ডার থেকে যাকে যত পরিমাণ দেওয়ার ইচ্ছা দান করেন। সকল প্রাণীর জীবিকা তো তিনিই সরবরাহ করেন। তবে তাঁর প্রজ্ঞা অনুযায়ী তাতে হ্রাস-বৃদ্ধি করেন। কোন জিনিস কতটুকু দিতে হবে এবং কাকে কতটুকু দেওয়া কল্যাণকর, তা তিনি ভালই জানেন। জীবিকা সরবরাহের ক্ষেত্রে যে রীতি অন্যান্য দানের ক্ষেত্রেও সে রীতি বুঝে নেন।

১৭. হযরত আদম (আ)-এর পর সর্বপ্রথম রাসূল হলেন হযরত নূহ্ (আ)। বরং এতটুকুও বলা দরকার যে, শরীয়তী বিধিবিধানের আনুষ্ঠানিক প্রচলনের সূচনা ঘটে তাঁর আমল থেকে। আর শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা) পর্যন্ত এসে নবুওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলার সমাপ্তি ঘটে। মধ্যখানে যে সকল নবী-রাসূল (আ) এসেছেন তাদের মধ্যে হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ) এবং হযরত ঈসা (আ) ছিলেন সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। তাদের অনুসারীদের সংখ্যা সকল যুগে প্রচুর ছিল। এই পাঁচজন "উলুল আযম" বা "দৃঢ়চিত্র নবী" উপাধিতে ভূষিত। বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলা এখানে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, মূল দীন সর্বযুগে এক রকমই ছিল। কারণ, আকীদা ও বিশ্বাস চরিত্র ও আচরণ এবং দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে সবাই একমত ছিলেন। অবশ্য যুগ ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কতক আনুষঙ্গিক বিষয়ে তারতম্য ঘটেছে এবং দীন পালন ও প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি এক এক সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা এক এক রকম নির্ধারণ করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন— لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا "আমি তোমাদের প্রত্যেককে এক একটি আইন ও পথ দিয়েছি" (সূরা মাইদা ঃ ৪৮)।

১৮. অর্থাৎ সকল নবী ও তাদের উম্মতদের প্রতি নির্দেশ হলো যে, নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা আল্লাহ্র দীনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবে এবং দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে কোন প্রকার মতভেদ ও মতপার্থক্যের সুযোগ দিবে না।

১৯. অর্থাৎ আপনি লোকজনকে যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন, যে দীন গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছেন মুশরিকগণ সেই দীনকে অত্যন্ত ভারী ও বোঝা মনে করে। আপনি যেন নতুন ও অপরিচিত দীন পেশ করছেন। ইতিপূর্বে যেন কেউ এরূপ দীন পেশ করে নি। ঠিক আছে তাওহীদ বা একত্ববাদের ন্যায় সুস্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত ও সর্বসম্মত বিষয়ে যখন তাদের নিকট বোঝাস্বরূপ মনে হচ্ছে এবং মতভেদ সৃষ্টি করতে ছাড়ে নি, তাহলে তো তারা অজ্ঞতা, মূর্খতা ও পাপাচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। সত্য কথা তো এই যে, হিদায়াত ও সত্যপথ প্রদর্শন করা আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি বেছে নিয়ে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং আপন রহমত ও অনুগ্রহে তার নৈকট্য ও মনোনয়ন প্রদানে ধন্য করেন। যারা নিজেদের সৎ প্রতিভার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র অভিমুখী হয় এবং মেহনত করে, তাদের মেহনত ও পরিশ্রমের ফল প্রদান এবং সাহায্য করে তাদেরকে সফলতায় পৌঁছানো তাঁর কাজ।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ "তোমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন হাত নেই" (সূরা কাসাস ঃ ৬৮)

اَللّٰهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ "আল্লাহ্ ফেরেশতাদের মধ্য থেকে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য থেকেও" (সূরা হজ্জ ঃ ৭৫)

(١٤) وَمَا تَفَرَّقُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِىَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْرِثُوا الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَفِىْ شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيْبٍ ○

১৪. যারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে তারা তো সত্য অনুধাবনের পর পারস্পরিক জিদের বশবর্তী হয়ে তা করেছে। একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য তোমার প্রতিপালকের বাণী যদি সাব্যস্ত না হতো, তবে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়েই যেতো। তাদের পরে যারা কিতাব পেয়েছে তারা নিশ্চয় এমন প্রতারণায় রয়েছে যা তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না।[২০]

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا "যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালনা করবো" (সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯)।

বস্তুত আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞা যে ব্যক্তির হিদায়াতপ্রাপ্তি অনুমোদন করে সেই হিদায়াত পেয়ে কৃতকার্য হতে পারে।

যারা ইসলামের বিরোধিতা করে তারা স্বার্থান্ধ হয়েই তা করে

২০. অর্থাৎ তাওহীদ ও দীনের মৌলিক বিষয়াদিতে যারা মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং আসমানী কিতাবসমূহ বিকৃত করেছে, তারা মূলত ভুলবশত কিংবা সন্দেহের বশে তা করে নি। এরূপ স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও সর্বসম্মত শিক্ষার মধ্যে সন্দেহ ও অস্পষ্টতা কি হতে পারে? শুধু আত্মস্বার্থ, গোঁয়ার্তুমী, প্রতিহিংসা ও ধন-ঐশ্বর্যের লোভই তাদেরকে মতভেদ ও মতদ্বৈততা সৃষ্টিতে প্ররোচিত করেছে। যখন মতভেদ সৃষ্টি হয়ে গেল এবং বিভিন্ন মতবাদের ভিত্তিতে বিভিন্ন মোর্চা গঠিত হয়ে গেল তখন পরবর্তী বংশধরগণ ঠিক অদ্ভুত প্রচারণার ও শঠতার শিকার হলো। ইতোমধ্যে এমন সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হলো, যা তাদেরকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। তবে এসব ঘটেছে এজন্য যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে কিছুটা অবকাশ দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে এক মুহূর্তে সকল মতদ্বৈততার মূলোৎপাটন করে দিতেন। কিন্তু এরূপ করা জগত সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্যের বিপরীত। আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার দাবী এই যে, এই সকল মতপার্থক্যের কার্যকরী ও চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি নির্দিষ্ট সময়ে। আল্লাহ্র এই সিদ্ধান্ত যদি আগে থেকে চূড়ান্ত না হতো— তবে তিনি এক মুহূর্তে এবং তৎক্ষণাৎ এই সব ঝগড়া-বিবাদের অবসান করে দিতেন।

(١٥) فَلِذٰلِكَ فَادْعُ ۚ وَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ ۚ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ ۚ وَقُلْ
اٰمَنْتُ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتٰبٍ ۚ وَاُمِرْتُ لِاَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ رَبُّنَا
وَرَبُّكُمْ ؕ لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ؕ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ؕ اَللّٰهُ
يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۟

১৫. সুতরাং তুমি তাঁর দিকেই আহ্বান করো এবং তোমাকে যা আদেশ করা হয়েছে তাতে অবিচল থাকো। তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না এবং তুমি বলো, আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমাকে আদেশ করা হয়েছে তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করার জন্য। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক আমাদের কাজ আমাদের জন্য এবং তোমাদের কাজ তোমাদের জন্য। আমাদের আর তোমাদের মাঝে কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ্ আমাদেরকে একত্র করবেন এবং তাঁর নিকটই ফিরে যেতে হবে।[২১]

দীনের উপর অবিচল থাকা মু'মিনদের ঈমানী কর্তব্য

২১. অর্থাৎ সত্য দীন সম্পর্কে চারদিক থেকে যখন মতপার্থক্য ও মতভেদের ঝড় উঠছে তখন আপনার কর্তব্য হলো সুদৃঢ় চিত্তে ও অবিচল বিশ্বাসের সাথে ঐ দীন ও বিধানের প্রতি লোকজনকে দাওয়াত দেওয়া—যেমনভাবে হযরত আদম (আ), নূহ্ (আ) এবং তাঁদের পরবর্তী সকল নবী-রাসূল (আ) যে দীন ও বিধানের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। আপন প্রতিপালকের নির্দেশ থেকে আপনি একটুও এদিক-ওদিক করবেন না। এ পর্যন্ত যে পথে আছেন ভবিষ্যতেও কাজে, কথায়, জ্ঞানে ও অবস্থানে সেই পথেই অটল থাকবেন। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও সত্যদ্রোহীদের খেয়াল-খুশীর মোটেই পরোয়া করবেন না। পরিষ্কার ঘোষণা করে দিন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া সকল কিতাবের প্রতি পরিচ্ছন্ন হৃদয়ে আমি বিশ্বাস রাখি, সেটি তাওরাত হোক কিংবা ইনজীল, কুরআন হোক কিংবা যে কোন যুগে যে কোন নবীর প্রতি নাযিল হওয়া কোন গ্রন্থ। পূর্ববর্তী সত্য বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করা ও মিথ্যা সাব্যস্ত করা আমার কাজ নয়, বরং সব সত্য মেনে নেয়া ও অক্ষুণ্ন রাখাই হলো আমার কাজ। আমার প্রতি নির্দেশ আছে, আমি যেন তোমাদের মাঝে ন্যায়বিচার করি। যে সকল মতভেদ ও বিশৃঙ্খলা তোমরা সৃষ্টি করেছো সেগুলোর যেন ইনসাফভিত্তিক মীমাংসা করে দেই। বিধিবিধান শরীআতের প্রচারে এবং ঝগড়া-বিবাদের বিচারকালে যেন সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করি। সকল সত্যকে যেন বিনা বাক্যব্যয়ে গ্রহণ করি। সেটি যে মাযহাবেই কিংবা যে স্থানেই পাওয়া যাক না কেন। তোমাদেরকে যেমন করে আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেছি, তোমাদের পূর্বে আমি নিজেও তাঁর বিধান পরিপূর্ণভাবে

(١٦) وَالَّذِيْنَ يُحَاجُّوْنَ فِي اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا اسْتُجِيْبَ لَهٗ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَّلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ○

(١٧) اَللّٰهُ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيْزَانَ ؕ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيْبٌ ○

১৬. মানুষ আল্লাহ্কে স্বীকার করে নেয়ার পর যারা আল্লাহ্র সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-প্রমাণ তাদের প্রতিপালকের নিকট অগ্রহণযোগ্য। তাদের উপর আল্লাহ্র গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।[২২]

১৭. তিনি আল্লাহ্, যিনি সত্য দীনসহ কিতাব নাযিল করেছেন এবং নাযিল করেছেন দাঁড়িপাল্লাও।[২৩] তুমি কি জানো সেই নির্ধারিত সময়টি সম্ভবত নিকটবর্তী।[২৪]

পালন করবো এবং তাঁর কামিল ও পরিপূর্ণ বান্দারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবো। আমি তো জানি, আমার ও তোমাদের প্রতিপালক এক আল্লাহ্। তাই তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আমাদের সকলেরই কাজ করা উচিত। তোমরা যদি তা না করো, তবে তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

দীন প্রচারের দায়িত্ব পালন করে আমি দায়মুক্ত হয়েছি। আমাদের কেউই অন্যের আমল ও কর্মের জন্য দায়ী নই। যার আমল তার জন্য। সে তার আমল সম্মুখে দেখতে পাবে। সুতরাং আপন আপন কর্মের ফল ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকা দরকার। তোমাদের সাথে আমাদের ঝগড়া-বিবাদের কোন প্রয়োজন নেই। সবাইকে আল্লাহ্র আদালতে হাজির হতে হবে। সেখানে গেলে সবাই জানতে পারবে দুনিয়া থেকে কি উপার্জন করে নিয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতগুলো মক্কায় অবতীর্ণ। জিহাদের আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে মদীনার জীবনে।

যারা আল্লাহ্র সম্পর্কে বিতর্ক করে তাদের যুক্তি-প্রমাণ সব অগ্রহণযোগ্য

২২. অর্থাৎ আল্লাহ্র দীন, তাঁর কিতাব এবং তাঁর বাণীসমূহের সত্যতা যখন প্রকাশ্যভাবে উদ্ভাসিত হলো, যার ফলে বহু বিবেকবান লোক সেগুলো গ্রহণ করে নি বটে, কিন্তু সত্য বলে স্বীকার করছে। সত্যের এত স্পষ্ট পরিচিতির পর যারা খামোখা বিতর্ক সৃষ্টি করে কিংবা সত্য গ্রহণকারীদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয় তারা আল্লাহ্র গযব ও কঠোর শাস্তির উপযুক্ত। তাদের সকল ঝগড়া-বিবাদ ও সকল যুক্তি-তর্ক ব্যর্থ ও ভিত্তিহীন।

(١٨) يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مُشْفِقُوْنَ
مِنْهَا ۙ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهَا الْحَقُّ ۗ اَلَآ اِنَّ الَّذِيْنَ يُمَارُوْنَ فِي السَّاعَةِ
لَفِيْ ضَلٰلٍۭ بَعِيْدٍ ○

১৮. যারা তাতে বিশ্বাস করে না তারা সেটিকে ত্বরিত কামনা করে। আর যারা তাতে বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় করে এবং তারা জানে যে, তা সঠিক। জেনে রাখো! সেই সময়ের আগমন নিয়ে যারা বিতর্ক করে তারা ঘোর বিভ্রান্তিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।[২৫]

আল্লাহ্ তা'আলা সর্বক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণতা অবলম্বনের ব্যবস্থা করেছেন

২৩. আল্লাহ্ তা'আলা বস্তুগত দাঁড়িপাল্লার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে বস্তুগত জিনিসপত্র ওজন করা হয় এবং জ্ঞানমূলক মানদণ্ডও দান করেছেন যা সুস্থ বিবেক নামে আখ্যায়িত এবং তিনি চারিত্রিক মানদণ্ডরূপে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতা দান করেছেন। সর্বশ্রেষ্ঠ মানদণ্ড হলো সত্য দীন; যা স্রষ্টা ও সৃষ্টি জগতের দায়িত্ব ও অধিকারকে যথাযথভাবে স্থিরিকৃত করে দেয়। সর্বক্ষেত্রে এটি সঠিক পরিমাপ, কোন প্রকারের কম-বেশী করে না।

প্রকৃত হিসাবের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে হিসাব করে নাও

২৪. অর্থাৎ নিজের কর্ম ও অবস্থাকে আল্লাহ্‌র কিতাবের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখো, সত্য দীনের মানদণ্ডে ওজন করে দেখো, কতটুকু খাঁটি এবং কি পরিমাণ পূর্ণ পাওয়া যায়। হয়তো বা কিয়ামতের সময়ও অতি নিকটবর্তী হয়ে গিয়েছে। কিয়ামত এসে গেলে কিন্তু কিছুই হবে না। ভাবনা-চিন্তা যা করার কিয়ামত আসার আগেই করে নাও।

পরিচিতি যত বেশী, গুরুত্ব তত বেশী

২৫. অর্থাৎ কিয়ামতে যাদের বিশ্বাস নেই তারা হাসিঠাট্টাস্বরূপ বলতে থাকে, জনাব! ওই কিয়ামত কখন আসবে? আহ! অত দেরী কিসের? ত্বরায় আসে না কেন? কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে ঈমান ও ইয়াকীন দ্বারা ধন্য করেছেন, কিয়ামতের ভয়ংকর অবস্থার কথা চিন্তা করে তারা থরথর করে কাঁপতে থাকে। তারা দৃঢ়ভাবে বুঝতে পারে যে, এটির আগমন অনিবার্য। কেউই এটি প্রতিরোধ করতে পারবে না। তাই তারা সর্বান্তকরণে কিয়ামতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণে নিয়োজিত থাকে। এ থেকেই বুঝে নিন যে, কিয়ামত দাবীকারী বিবাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কী হতে পারে। কিয়ামত আগমনের বিশ্বাসই যার মধ্যে নেই সে কি ছাই প্রস্তুতি নিবে? তবে হাঁ, সে এই অনিবার্য সত্য নিয়ে যতই উপহাস করবে ততই গভীর ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হবে।

(১৯) اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ ○

(২০) مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِيْ حَرْثِهٖ ۚ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا وَمَا لَهٗ فِي الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِيْبٍ ○

(২১) اَمْ لَهُمْ شُرَكٰٓؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَاْذَنْۢ بِهِ اللّٰهُ ؕ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ؕ وَاِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

১৯. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি সদয়।[২৬] যাকে ইচ্ছা তিনি জীবিকা প্রদান করেন। তিনি সর্বশক্তিমান, পরাক্রমশালী।[২৭]

২০. যে ব্যক্তি আখিরাতের ফসল কামনা করে আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই।[২৮] আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তা থেকে কিছু পরিমাণ তাকে দান করি, তার জন্য আখিরাতে কোন অংশ নেই।[২৯]

২১. তাদের কি এমন কতগুলো শরীক রয়েছে যারা তাদের জন্য এমন দীনের বিধান দিয়েছে যার নির্দেশ আল্লাহ্ দেন নি ?[৩০] ফায়সালার ঘোষণা সাব্যস্ত না হলে তাদের মধ্যে অবশ্যই ফায়সালা করে দেয়া হতো। জালিমদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৩১]

---

২৬. অর্থাৎ সত্য প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করা সত্ত্বেও কারো রিযিক ও জীবিকা বন্ধ করে দেন না, বরং বান্দার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন। পরম দয়া ও সূক্ষ্ম পরিকল্পনার মাধ্যমে তাদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করেন।

২৭. যাকে যত পরিমাণ ইচ্ছা দান করেন।

আখিরাতের সফলতা লাভ যাদের লক্ষ্য আল্লাহ্ তাদের কর্মফল বর্ধিত করেন

২৮. একটি সৎকাজে দশ গুণ ছওয়াব দান করেন, বরং সাতশত গুণ এবং তারও বেশী দান করেন। ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে দুনিয়াতে যে সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করেন তা তো আলাদা।

দুনিয়ার সফলতা অর্জন যাদের লক্ষ্য তারা শুধু নির্ধারিত অংশটুকুই পায়

২৯. শুধু দুনিয়ার জীবনের কল্যাণের জন্য যে ব্যক্তি পরিশ্রম করবে, সে তার জন্য নির্ধারিত অংশই পাবে, আখিরাতে ওই পরিশ্রমের কোন উপকার পাবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهٗ جَهَنَّمَ

"কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি তাকে যা ইচ্ছা এখানেই সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৮)।

(٢٢) تَرَى الظّٰلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا كَسَبُوْا وَهُوَ وَاقِعٌۢ بِهِمْ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِيْ رَوْضٰتِ الْجَنّٰتِ ۚ لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ○

(٢٣) ذٰلِكَ الَّذِيْ يُبَشِّرُ اللّٰهُ عِبَادَهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ قُلْ لَّآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰى ؕ وَمَنْ يَّقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهٗ فِيْهَا حُسْنًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ شَكُوْرٌ ○

(٢٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۚ فَاِنْ يَّشَاِ اللّٰهُ يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ ؕ وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

২২. তুমি জালিমদেরকে শঙ্কিত দেখবে তাদের কৃতকর্মের জন্য, সেটি তাদের উপর আপতিত হবেই।[৩২] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা জান্নাতের বাগানসমূহে অবস্থান করবে। তারা যা চাইবে তা তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। এটিই বিরাট মর্যাদা।[৩৩]

২৩. আল্লাহ্ তাঁর ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে এই সুসংবাদই দেন।[৩৪] বলো, এর জন্য আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না। তবে আত্মীয়তা-জনিত সৌহার্দ প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ভালো উপার্জন করে আমি তার মধ্যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে দিব। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।[৩৬]

২৪. তারা কি একথা বলে যে, সে আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলেছে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তোমার অন্তর সীল করে দিবেন। আল্লাহ্ মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং আপন বাক্য দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তোমাদের অন্তরে যা আছে তার সবই তিনি জানেন।[৩৭]

---

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আখিরাত ও সত্য দীনের পথ বলে দিয়েছেন। তিনি ব্যতীত এমন কেউ কি আছে যে, আল্লাহ্‌র দেওয়া পথ ছাড়া অন্য পথ নির্ধারণ করতে পারে? কারো কি এমন কোন অধিকার বা ইখতিয়ার আছে যে, আল্লাহ্‌র হারামকৃত বস্তুকে হালাল কিংবা হালালকৃত বস্তুকে হারাম বলে সাব্যস্ত করবে? নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্‌র যে পথের দিকে লোকজনকে আহ্বান করেছেন, মুশরিকরা সেই পথ ত্যাগ করে অন্য পথ কোত্থেকে বের করলো?

৩১. অর্থাৎ মীমাংসার প্রতিশ্রুতি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হবে।

৩২. অর্থাৎ নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল সম্পর্কে আজ ভয় না পেলেও সেদিন অবশ্যই ভয় করবে। ওই ভয় তাদের উপর আপতিত হবেই। মুক্তি বা পলায়নের কোন সুযোগ থাকবে না।

৩৩. অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে সকল প্রকারের দৈহিক ও আত্মিক শান্তি এবং আপন প্রতিপালকের নৈকট্য অর্জন এটিই বিরাট মর্যাদা। এর মুকাবিলায় দুনিয়ার সুখ-শান্তি তো অস্তিত্বহীন।

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে সুসংবাদ দেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা অপরিহার্য কর্তব্য

৩৫. অর্থাৎ কুরআনের ন্যায় বিরাট সম্পদ তোমাদেরকে দিচ্ছি চিরস্থায়ী মুক্তি ও কামিয়াবীর পথ দেখিয়ে দিচ্ছি এবং জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করছি। এর সবটাই আল্লাহ্র ওয়াস্তে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য। এই কল্যাণকামিতা ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের কোন বিনিময় আমি তোমাদের নিকট চাই না। শুধু একটি বিষয় আমি চাই আর তা হলো—তোমাদের সাথে আমার যে বংশীয় ও পারিবারিক সম্পর্ক অন্তত সে কথাটি ভুলে যেও না। তোমাদের অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সাথে তোমরা কিরূপ আচরণ করো? কখনও কখনও বিনা প্রয়োজনে ও অসময়ে তোমরা তাদেরকে সাহায্য করতে থাকো। আমার বক্তব্য এটুকু যে, তোমরা যদি আমার কথা মানতে না চাও মানবে না। আমার দীন গ্রহণ না করতে চাও কিংবা দীন প্রচারে আমার সাহায্য না করতে চাও তাও চলুক কিন্তু অন্তত রক্তের বাঁধন আত্মীয়তার কথা স্মরণ রেখে আমার উপর জুলুম-নির্যাতন থেকে বিরত থাকো। আমাকে এতটুকু স্বাধীনতা দাও যে, কোন প্রকারের বাধা-বিঘ্ন ছাড়া আমি যেন আমার প্রতিপালকের বাণী দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারি। আমি কি তোমাদের থেকে এতটুকু বংশগত মহানুভূতি পাওয়ারও অধিকারী নই ?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতের এই ব্যাখ্যা হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) সূত্রে সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। পূর্বতন কতক তাফসীরকার إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى। আয়াতাংশের এই অর্থ নিয়েছেন যে, তোমরা একে অন্যের প্রতি হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব পোষণ করো, আত্মীয়তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকো। কেউ قُرْبٰى শব্দের অর্থ নিয়েছেন আল্লাহ্র নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা। অর্থাৎ সে সকল কর্মকে ভালোবাস যেগুলো মানুষকে আল্লাহ্র নৈকট্যে পৌঁছায়। কিন্তু বিশুদ্ধ ও অধিক গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা সেটি যা আমরা প্রথমে বর্ণনা করেছি। কতক উলামা مَوَدَّةً فِى الْقُرْبٰى। দ্বারা আহ্‌লে বায়ত তথা নবী করীম (সা)-এর পরিবার-পরিজনের প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণের অর্থ গ্রহণ করে আয়াতের মর্ম এই বলেছেন—"দীন প্রচার বাবদ আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাই না। তবে তোমাদের নিকট আমার এতটুকু দাবী আছে যে, তোমরা আমার আত্মীয়দের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা পোষণ করবে। অবশ্য এটি সুনিশ্চিত যে, নবী করীম (সা)-এর আত্মীয়দের প্রতি মহব্বত ও শ্রদ্ধা পোষণ করা এবং তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা উম্মতের জন্যে অপরিহার্য এবং ঈমানের অংশ। তাঁদের প্রতি যথাযথ মহব্বত পোষণ করা মূলত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিই মহব্বত পোষণ

করা। তবে এই আয়াতের তাফসীরে এই বিষয়ের প্রতি অবতারণা করা আয়াত নাযিলের পটভূমি এবং বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের বিপরীত তো বটেই, সাথে সাথে প্রিয়নবী (সা)-এর সুমহান মর্যাদারও অনুকূল নয় বলে মনে হয়।

৩৬. অর্থাৎ মানুষ যদি সৎ ও কল্যাণের পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার সততা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করে দেন। আখিরাতে তা আসে ছওয়াব ও পুরস্কাররূপে। আর দুনিয়াতে তা প্রদান করেন সৎ চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে। আল্লাহ্ তা'আলা এ সকল লোকের দোষত্রুটিও ক্ষমা করে দেন। এখানে এ বিষয়ের আলোচনা এসেছে সম্ভবত এজন্য যে, অন্তত আত্মীয়তার মহব্বতটা কাম্য। এর দাবি হলো জুলুম-নির্যাতন থেকে বিরত থাকা। তবে যারা এর অতিরিক্ত সৎকাজ করবে তাদের এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশা ধারণ করা উচিত যে, আল্লাহ্র নিকট কারো সৎকাজ বিনষ্ট হয় না, বরং উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য বলে প্রমাণিত করবেন

৩৭. অর্থাৎ যা একেবারেই অসম্ভব যদি তাও ধরে নেয়া হয় যে, আপনি আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন মিথ্যা কথা বলেছিলেন (অবশ্য এটি কখনও হওয়ার নয়) তবে আল্লাহ্র ক্ষমতা আছে যে, আপনার অন্তরে মোহর মেরে দিবেন। ফলে এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাণী নিয়ে ফেরেশতা আর আপনার অন্তরে অবতীর্ণ হতে পারবে না। তাতে ওহী অবতরণ বন্ধ হয়ে যাবে। বরং ইতিপূর্বে দেওয়া ওহীও প্রত্যাহার করে নেয়া হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهٖ عَلَيْنَا وَكِيْلاً - اِلاَّ رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَهٗ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيْرًا -

"ইচ্ছা করলে আমি তোমার প্রতি যা ওহী করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করে নিতে পারতাম। তাহলে তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে কোন কর্মবিধায়ক পেতে না। কিন্তু এটি প্রত্যাহার না করা তোমার প্রতিপালকের দয়া। তোমার প্রতি আছে তাঁর মহাঅনুগ্রহ" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৬-৮৭)।

কিন্তু বাস্তবে আপনার চরিত্রে মিথ্যা ও অসত্যের যেহেতু লেশমাত্র নেই সেহেতু শুধুমাত্র হতভাগ্য ব্যক্তিদের অমর্যাদা, তিরস্কার ও কটূক্তির ভিত্তিতে ওহী নাযিলের বরকতময় প্রবাহ বন্ধ করা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা এ ধারাকে অবশ্যই অটুট ও অবিচ্ছিন্ন রাখবেন। তাঁর বাণী দ্বারা মিথ্যাকে মিথ্যারূপে"এবং সত্যকে সত্যরূপে প্রমাণিত করবেন। এখনই সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, উভয় দলের মধ্যে কে মিথ্যাবাদী এবং বাস্তবে কার অন্তরে আল্লাহ্ মোহর করে দিয়েছেন যে, সত্য অবতরণ ও সত্য গ্রহণের যেখানে আর কোন অবকাশ নেই। তবে প্রশ্ন এই, আল্লাহ্র সেই বাণী কি যা দ্বারা তিনি মিথ্যাকে ধ্বংস ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন? আমার মতে, সেই বাণীসমূহ হলো সেই সকল দলীল কুরআনের সত্যায়ন ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যথার্থতার

(٢٥) وَهُوَ الَّذِىْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَ يَعْفُوْا عَنِ السَّيِّاٰتِ وَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ۙ

(٢٦) وَيَسْتَجِيْبُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَيَزِيْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَالْكٰفِرُوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۝

২৫. তিনিই তাঁর বান্দাদিগের তওবা কবূল করেন এবং পাপ মোচন করেন এবং তোমরা যা কর তিনি তা জানেন।

২৬. যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে আল্লাহ্ তাদের দু'আ কবূল করেন এবং আপন দয়ায় তাদেরকে অতিরিক্ত দান করেন।[৩৮] কাফিরদের জন্যে রয়েছে কঠোর শাস্তি।

সমর্থনে যেগুলো আল্লাহ্ তা'আলা উপস্থাপন করেছেন। বিশেষত সে সকল দেহগত ও বিশ্বাসগত প্রমাণ "সূরা হামীম আস্-সাজদার" শেষ দিকে سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ। আয়াতের টীকায় আমরা আলোচনা করেছি। এসব নিদর্শন প্রকাশিত হলে সকল দূষিত ও ত্রুটিযুক্ত অন্তরের অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একাধিক মন্তব্য রয়েছে। আমার মতে এটিই উপযুক্ত যা উপরে আলোচনা করলাম। এই তাফসীরের দৃষ্টিকোণ থেকে وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ। (আল্লাহ্ মিথ্যাকে নিশ্চিহ্ন করেন) আয়াতটি পৃথক বাক্য। অনুবাদ থেকেও তা বুঝা যায়। অধিকাংশ বিশ্লেষক উলামা এই মত পছন্দ করেছেন। অবশ্য আয়াতের অনুবাদক মহোদয় শব্দটিকে বর্তমানকাল বাচক অর্থ করেছেন, যা সম্পূর্ণ সঠিক। কিন্তু আমার মতে এখানে ভবিষ্যতকাল বাচক অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) وَيَمْحُ اللّٰهُ الْبَاطِلَ আয়াতকে يَخْتِمْ عَلٰى قَلْبِكَ আয়াতের সাথে সংযুক্ত বলেছেন। তাই তিনি এরূপ অর্থ করেছেন, আল্লাহ্ তার সম্পর্কে মিথ্যা বলতে দিবেন কেন? তিনি অন্তর বন্ধ করে দিবেন যার ফলে অন্তরে ধারণ করে রাখার মত কোন বিষয়ই আসবে না। আর আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে বাণী প্রেরণ না করেও কুফরীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তাঁর বাণী দ্বারা তাঁর দীন প্রতিষ্ঠিত করেন। আর তাই নবীর নিকট তাঁর বাণী প্রেরণ করেন।

৩৮. অর্থাৎ নবী (সা) তো আল্লাহ্‌র বাণীই প্রচার করেন, তোমরা তাকে সত্য মনে করো আর মিথ্যা মনে করো। তারপর বান্দার সকল ব্যাপার আল্লাহ্‌র প্রতি ন্যস্ত। প্রত্যেক বান্দার অবস্থা ও যোগ্যতা অনুসারে দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনে তার সাথে

(٢٧) وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرٌۢ بَصِيْرٌ ○

২৭. যদি আল্লাহ্ তাঁর সকল বান্দাকে প্রচুর রিযিক দিতেন, তবে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতো। কিন্তু আল্লাহ্ যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণ নাযিল করেন। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন, দেখেন।[৩৯]

আচরণ করা হয়। তিনি তওবাকারীদের তওবা কবূল করেন এবং সবকিছু জানা সত্ত্বেও তাদের কতক পাপ ক্ষমা করে দেন। যে সকল ঈমানদার সৎলোক তাঁর কথা শুনে তিনি তাদের প্রার্থনা শুনেন এবং তাদের ইবাদত কবূল করেন। সাধারণ নিয়মে তারা যে পরিমাণ চাওয়ার ও প্রতিফলের অধিকারী হয়, তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তার চেয়ে বহু গুণ বেশী তাদেরকে প্রদান করেন। যারা সত্যত্যাগী ও জঘন্য কাফির মৃত্যু পর্যন্ত তওবা ও সত্যের প্রতি প্রত্যাবর্তন যাদের ভাগ্যে জোটেনি। পরবর্তী আয়াতে তাদের পরিণতি সম্পর্কে বিবরণ আসছে।

সকলে সম্পদশালী হলে পৃথিবীর স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হতো

৩৯. আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারে কোন কিছুর কমতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে সকল বান্দাকে সম্পদশালী বানিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু সকলকে লাগামহীন জীবিকা দিয়ে সুখী করে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলার হিকমত ও প্রজ্ঞার অনুকূল নয়। সেরূপ করা হলে প্রায় সকল মানুষই সত্যদ্রোহিতা ও সত্যত্যাগে লিপ্ত হয়ে পৃথিবীতে তুমুল বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতো। না তারা আল্লাহ্‌র প্রতি নত হতো, না তাঁর সৃষ্টি জগতের প্রতি কোন দরদ দেখাত। যত ধন-ঐশ্বর্যই দেওয়া হতো তুষ্ট ও তৃপ্ত হতো না। লোভ আরও বেড়ে যেত, যা আমরা এখনও প্রায় ঐশ্বর্যশালী লোকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। যত আমদানীই হোক তার অধিক পাওয়ার আশায় থাকে। সবার ঘর খালি করে নিজের ঘর ভর্তি করার চেষ্টা ও কামনায় লিপ্ত থাকে। গণ ঐশ্বর্য ও গণসুখ প্রদান করলে কেমন গণ-বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে এই প্রেক্ষাপট থেকে তা অনুমান করা যায়। তখন কারো দ্বারা কাউকে দমিয়ে রাখার কোন অবকাশ থাকতো না। তবে দুনিয়ার সাধারণ রুচি ও প্রকৃতির বিপরীতে কখনো অসাধারণভাবে কোন মহান সংস্কারক ও আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে গণসুখ ও গণশান্তি সত্ত্বেও পারস্পরিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হলে এবং যুগের মহাপরিবর্তনে মানুষের প্রকৃতিতেও যদি মহাপরিবর্তন এসে যায়, তবে তা হবে সর্বসাধারণ রীতি ও চিরাচরিত তথ্য থেকে ব্যতিক্রম ও বিশেষ ব্যাপার। যা হোক বর্তমানে পৃথিবী যে নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে তার দাবী হলো গণ-ঐশ্বর্য প্রদান না করা। বরং প্রত্যেকে তার প্রতিভা ও অবস্থা অনুযায়ী যতটুকু দেওয়া যুক্তিসঙ্গত যাচাই বাছাই করে ততটুকুই দেওয়া হবে। কার জন্য কতটুকু কাল্যাণকর তা আল্লাহ্ তা'আলা তো জানেনেই। কারণ সকলের পূর্বাপর সব খবর তাঁর সম্মুখে আছে।

(২৮) وَهُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوْا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهٗ ؕ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْدُ ○

(২৯) وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيْهِمَا مِنْ دَآبَّةٍ ؕ وَهُوَ عَلٰى جَمْعِهِمْ اِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ ○

২৮. মানুষ নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তাঁর রহমত ছড়িয়ে দেন। তিনি কর্মবিধায়ক, প্রশংসিত।[৪০]

২৯. তাঁর এক নিদর্শন আকাশরাজি ও পৃথিবীর সৃজন[৪১] এবং এতদুভয়ের মধ্যে তিনি যেসব জীবজন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো।[৪২] তিনি যখন ইচ্ছা এগুলো একত্র করতে পারেন।[৪৩]

যেখানে গিয়ে মানুষের প্রত্যাশার সমাপ্তি সেখান থেকে আল্লাহ্‌র সাহায্য শুরু

৪০. অর্থাৎ প্রকাশ্য উপকরণ ও বাহ্যিক অবস্থাদির প্রতি বারবার তাকিয়ে মানুষ যখন বৃষ্টির আগমন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'আলা রহমতের বৃষ্টি নাযিল করেন এবং তাঁর দয়ার নিদর্শনাদি ও বরকতসমূহ চারদিকে ছড়িয়ে দেন। যাতে বান্দাদের নিকট প্রমাণিত হয় যে, জীবিকা যেমন তাঁর হাতে, জীবিকার উপায়-উপকরণসমূহও তাঁর হাতে। একটি নির্দিষ্ট রীতি ও নির্দিষ্ট পরিমাণে যেমন তিনি জীবিকা সরবরাহ করেন তেমনি বৃষ্টিও বর্ষণ করেন একটি বিশেষ সময় ও বিশেষ পরিমাণে। মোটকথা, সব কিছু তাঁর ইখতিয়ারভুক্ত। তিনি যা করেন তা নির্ভেজাল প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সঠিক। কারণ সকল প্রকারের সৌন্দর্য ও গুণাবলী তাঁর মধ্যেই সন্নিবেশিত এবং সকল প্রকারের কর্ম সম্পাদন ও সাহায্য-সহযোগিতা তাঁর থেকেই উৎসারিত হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যাওয়া কাফিরদের স্বভাব। তবে কোন কোন ঈমানদারের দৃষ্টিতে বাহ্যিক উপকরণাদি হতাশাব্যঞ্জক মনে হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, فَلَمَّا اسْتَيْـَٔسُوْا مِنْهُ خَلَصُوْا نَجِيًّا (তারপর যখন তারা তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে পড়লো তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল" (সূরা ইউসুফ ঃ ৮০)।

حَتّٰى اِذَا اسْتَيْـَٔسَ الرُّسُلُ "অবশেষে যখন রাসূলগণ নিরাশ হলো" (সূরা ইউসুফ ঃ ১১০)।

৪১. অর্থাৎ জীবিকা সরবরাহ করা এবং জীবিকা সরবরাহের উপকরণাদি (বৃষ্টি ইত্যাদি) যেমন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, এই উপকরণাদি এবং এগুলোর নিদর্শনাদি ও পরিণতিসমূহও তেমন তাঁর সৃষ্টি।

(٣٠) وَمَآ اَصَابَكُمۡ مِّنۡ مُّصِيۡبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتۡ اَيۡدِيۡكُمۡ وَيَعۡفُوۡا عَنۡ كَثِيۡرٍ ؕ

(٣١) وَمَآ اَنۡتُمۡ بِمُعۡجِزِيۡنَ فِى الۡاَرۡضِ ۖۚ وَمَا لَكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ ‏

৩০. তোমাদের উপর যেসব বিপদাপদ আপতিত হয় সেগুলো তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তিনি তোমাদের অনেক পাপ ক্ষমা করেন।[৪৪]

৩১. তোমরা পৃথিবীতে পালিয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌কে অক্ষম বানিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন কার্যনির্বাহী ও সাহায্যকারী নেই।[৪৫]

আসমানী জগতে জীবজন্তুর অস্তিত্ব থাকার অবকাশ রয়েছে

৪২. আয়াত দ্বারা স্বাভাবিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর ন্যায় আকাশেও কোন না কোন প্রকারের জীবজন্তুর অস্তিত্ব রয়েছে।

৪৩. যিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি একত্রও করতে পারেন। এটি বাস্তবায়িত হবে কিয়ামতের দিন।

৪৪. অর্থাৎ অনুগ্রহগুলো যেমন নির্ধারিত সময় অবস্থা ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রদান করা হয়, বিপদাপদের আগমনও তেমন বিশেষ উপায়-উপকরণ ও রীতিনীতির অধীনে ঘটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, বান্দাদের উপর যেসব বিপদাপদ ও বালা-মসিবত আপতিত হয় তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কারণ হলো বান্দার কতক কাজ। যেমন কোন ব্যক্তি পানাহারে সতর্কতা অবলম্বন না করার কারণে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে, কোন কোন সময় এতে তার মৃত্যুও হয়। কখনো মায়ের অসতর্কতা বাচ্চাকে বিপদগ্রস্ত করে তোলে। কখনো কখনো কোন এক মহল্লা বা জনপদের লোকদের ভুল পরিকল্পনা কিংবা বোকামীর কারণে সমগ্র মহল্লা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রূহানী ও আত্মিক অসতর্কতাও ঠিক তদ্রূপ। বলা যেতে পারে যে, দুনিয়ার জীবনে বান্দার সকল বালা-মুসীবত তার কতক কর্মের ফল এবং এগুলো তার ভবিষ্যত জীবনের জন্য সতর্ক সংকেত ও পরীক্ষাস্বরূপ। অন্যদিকে আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমত বান্দার অনেক পাপ ক্ষমা করে দেয়। সকল পাপ ও অপরাধের জন্য তাকে পাকড়াও করা হলে পৃথিবীতে কোন প্রাণীর অস্তিত্ব থাকতো না।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, আয়াতে "তোমাদের" বলে প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সকল লোককে সম্বোধন করা হয়েছে পাপী হোক কিংবা পুণ্যবান। কিন্তু নবীগণ এই সম্বোধনের অন্তর্ভুক্ত নয় (অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত নয়)। তাঁদের জন্যে অন্য হিসাব। এর মধ্যে দুনিয়ার বিপদাপদ, কবর ও আখিরাতের বিপদাপদ শামিল রয়েছে।

৪৫. অর্থাৎ শুধু আপন করুণায় ক্ষমা করেন। নতুবা যে কোন অপরাধের শাস্তি দিতে চাইলে অপরাধীরা পালিয়ে বাঁচার কোন উপায় নেই। কিংবা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ তার সাহায্য ও নিরাপত্তার জন্য এগিয়ে আসবে তাও নয়।

(٣٢) وَمِنْ اٰيٰتِهِ الْجَوَارِ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۝
(٣٣) اِنْ يَّشَاْ يُسْكِنِ الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلٰى ظَهْرِهٖ ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۝
(٣٤) اَوْ يُوْبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوْا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيْرٍ ۝
(٣٥) وَّيَعْلَمَ الَّذِيْنَ يُجَادِلُوْنَ فِىْۤ اٰيٰتِنَا ؕ مَا لَهُمْ مِّنْ مَّحِيْصٍ ۝

৩২. তাঁর এক নিদর্শন হলো সমুদ্রে চলমান পর্বতসম নৌযানসমূহ।[৪৬]

৩৩. তিনি ইচ্ছা করলে বায়ু থামিয়ে দিতেন, তারপর সেগুলো সারাদিন নিশ্চল স্থির হয়ে থাকতো।[৪৭] নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য।[৪৮]

৩৪. অথবা তাদের কৃতকর্মের কারণে তিনি সেগুলো ধ্বংস করে দিবেন আর অনেককে ক্ষমা করে দিবেন।[৪৯]

৩৫. যাতে আমার কুদরত সম্পর্কে যারা বিতর্ক সৃষ্টি করে তারা জানতে পারে যে, তাদের পলায়নের কোন স্থান নেই।[৫০]

---

৪৬. অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে যেমন বড় বড় পাহাড় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সমুদ্রের বুকেও তেমন উঁচু উঁচু নৌযান দৃষ্টিগোচর হয়।

৪৭. অর্থাৎ বাতাসও আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন। তিনি যদি বাতাসকে থামিয়ে রাখেন, প্রবাহিত হতে না দেন তবে সকল পালতোলা নৌযান সমুদ্রের বুকে যেগুলো যেখানে যে অবস্থায় আছে সেগুলো সেখানে সেই অবস্থায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অর্থাৎ পানি ও বাতাস সব তাঁর আয়ত্তাধীন।

৪৮. নৌপথের ভ্রমণে অনুকূল-প্রতিকূল সকল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। তাই অনুকূল কল্যাণকর পরিস্থিতিতে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপন এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণ করে আল্লাহ্‌র নিআমত ও কুদরতের স্বীকৃতি দেওয়া মানুষের অবশ্য কর্তব্য।

৪৯. অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে যাত্রীদের কতক অপরাধের দায়ে নৌযানসমূহ ধ্বংস করে দিতে পারেন। আবার ঐ ধ্বংসের মুহূর্তেও কাউকে ক্ষমা প্রদর্শন করতে পারেন।

৫০. এই ধ্বংস সাধন এজন্য তারা যেন তাদের কতক কর্মের প্রতিফল ভোগ করে। আর ঝগড়াটে ব্যক্তি যারা-তারা যেন বুঝতে পারে যে, ঠিকই আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে পালিয়ে যাওয়ার কোন স্থান নেই। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "যারা মনে করে যে, সব কাজ তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী হয় ঐ সময় তারা অক্ষম হয়ে পড়ে থাকবে। কোন তদবীর তাদের মাথায় আসবে না"।

(٣٦) فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّ
اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝
(٣٧) وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ ۝
(٣٨) وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۠ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۠ وَمِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝

৩৬. তোমরা যা কিছু পেয়েছ তা পার্থিব জীবনের ভোগমাত্র। আর আল্লাহ্‌র কাছে যা রয়েছে তা উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী ঈমানদারদের জন্য— যারা নিজেদের প্রতিপালকের উপর নির্ভর করে;[৫১]

৩৭. যারা বড়ো গুনাহ্ ও অশ্লীলতা পরিহার করে এবং ক্রোধান্বিত হয়েও ক্ষমা করে;[৫২]

৩৮. যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ মান্য করে, নামায কায়েম করে এবং পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে কার্য পরিচালনা করে এবং আমার দেওয়া রিযিকের কিছু অংশ ব্যয় করে;[৫৩]

সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান বাঞ্ছনীয়

৫১. এসব বর্ণনা শোনার পর মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট রাখার চিন্তা করা। স্বল্প দিনের পার্থিব জীবন ও ধ্বংসশীল অস্থায়ী আরাম-আয়েশ দ্বারা প্রতারিত না হওয়া। তাদের গভীরভাবে একথা অনুধাবন করা দরকার যে, ঈমানদারগণ আল্লাহ্‌র দরবারে যে আরাম-আয়েশ ও সুখদ উপকরণ পাবে দুনিয়ার সুখ শান্তি থেকে তা বহু উত্তম ও স্থায়ী। সেখানে না আছে কোন প্রকারের অসন্তুষ্টি, আর না আছে তা ধ্বংস ও প্রত্যাহৃত হওয়ার কোন আশংকা।

৫২. "সূরা নিসা"-এর اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبٰٓئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ ৩১ নং আয়াতের টীকায় এসম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। সেখানে দেখে নিন। সম্ভবত এখানে "বড়ো গুনাহ" বলে সেই সকল গুনাহ্ বুঝানো হয়েছে, বিবেক-বিবেচনার ভ্রান্তির কারণে যা সংঘটিত হয়। যেমন বিদ'আতী আকীদা-বিশ্বাস "অশ্লীলতা" দ্বারা কুপ্রবৃত্তি ও কুরুচির অমিতাচার সম্পর্কিত গুনাহ্ বুঝানো হয়েছে। আর এটা তো সুস্পষ্ট যে, "ক্রোধান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়" দ্বারা ক্রোধ জনিত শক্তিকে সংযমিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঈমানদারদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে

৫৩. পার্থিব বিষয় হোক বা ধর্মীয় বিষয় হোক সকল ক্ষেত্রে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে কাজ করা আল্লাহ্ তা'আলা পসন্দ করেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্

(৩৯) وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُوْنَ ۝
(৪০) وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۝

৩৯. যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে।[৫৪]
৪০. মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই।[৫৫] এরপর কেউ ক্ষমা করে দিলে এবং আপোস করে নিলে তার সাওয়াব আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে। পাপীদেরকে তিনি পসন্দ করেন না।[৫৬]

(সা) সব সময় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে পরামর্শ করতেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-ও জিহাদের ব্যাপারে এবং মাসআলা-মাসাইলের ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করতেন। খুলাফা-ই রাশেদীনের খিলাফত পরিচালিত হতো পরামর্শের ভিত্তিতে। এটি তো সর্বজনবিদিত যে, যে সকল বিষয় গুরুত্বপূর্ণ এবং যেগুলো সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বিধান উল্লেখ নেই সে সকল বিষয়ে পরামর্শের প্রয়োজন হয়। যেগুলো সম্পর্কে স্পষ্ট বিধান বর্ণিত আছে সেগুলোর ব্যাপারে পরামর্শ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। ছোটবড় সকল ব্যাপারেই যদি পরামর্শ করতে হয় তাহলে কোন কাজই হবে না। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, পরামর্শ নেয়া হবে সেই সকল ব্যক্তি থেকে যারা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন এবং ইবাদতকারী। নতুবা পরামর্শদাতার বোকামী ও ধর্মহীনতার কারণে পুরো কাজটি ব্যর্থ হওয়ার আশংকা থেকে যাবে।

ক্ষমা করা মহৎ গুণ

৫৪. অর্থাৎ যেখানে ক্ষমা সংগত সেখানে ক্ষমা করে। যেমন কারো অসদাচরণে সে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। পরে ওই ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে নিজের দোষ ও অপরাধ স্বীকার করলো আর এরা ক্ষমা করে দিলো। এটি অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য কাজ। আর যেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ সংগত সেখানে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। যেমন কোন ব্যক্তি গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে চায়, আক্রমণ করে এবং জুলুম-নির্যাতন চালিয়ে এদেরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে। তখন এরা তার প্রত্যুত্তর দেয়, প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অথবা যখন দেখে যে, প্রত্যুত্তর না দিলে অত্যাচারীর দুঃসাহস আরো বেড়ে যাবে কিংবা তাদের ব্যক্তি স্বার্থ বাদ দিলেও ধর্মীয় স্বার্থ কিংবা মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতিগত ক্ষতি ও অপমানের আশংকা থাকে তখন তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। তাও অবশ্য তার সীমালংঘন অনুপাতে, অপরাধের অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করে না।

৫৫. মন্দ আচরণের প্রতিশোধস্বরূপ যে আচরণ করা হয় তা মূলত মন্দ নয়, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবশ্য মন্দ দেখা যায়। سَيِّئَةٌ বা মন্দ শব্দের ব্যবহার সেখানে এসেছে প্রতিশব্দরূপে।

(٤١) وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝

(٤٢) اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِى الْاَرْضِ بِغَيْرِ
الْحَقِّ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

(٤٣) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ۝

(٤٤) وَمَنْ يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ وَّلِيٍّ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَتَرَى الظّٰلِمِيْنَ لَمَّا
رَاَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ اِلٰى مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝

৪১. অত্যাচারিত হওয়ার পর যে কেউ প্রতিশোধ গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই।[৫৭]

৪২. অভিযোগ তো তাদের বিরুদ্ধে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে[৫৮] এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

৪৩. অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করেছে এবং ক্ষমা করে দিয়েছে, এটি তো সাহসিকতার কাজ।[৫৯]

৪৪. আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহ্‌র পর কেউ তার কার্যনির্বাহী নেই।[৬০] পাপাচারীরা যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি তাদেরকে দেখবে, তারা বলবে, কোন প্রকারে ফিরে যাওয়ার কোন পথ আছে কি?[৬১]

---

৫৬. জুলুম ও বাড়াবাড়ি আল্লাহ্‌র নিকট কোন অবস্থায়ই পসন্দনীয় নয়। উত্তম চরিত্র এই, মানুষ যতটুকু প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সক্ষম তাও ক্ষমা করে দেয়া, এই শর্তে যে, ক্ষমা করে দিলে যদি ব্যাপারটি সুন্দর ও পরিমার্জিত হয়।

৫৭. অর্থাৎ নির্যাতিত ব্যক্তি যদি তার প্রতিপক্ষ অত্যাচারী থেকে প্রতিশোধ নিতে চায় তাহলে তাতে দোষও নেই গুনাহ্ও নেই। তবে ক্ষমা করে দেওয়া উত্তম ও উৎকৃষ্ট।

৫৮. অর্থাৎ প্রথমত জুলুম করে কিংবা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সীমা লংঘন করে।

ক্রোধ দমন করা প্রশংসাযোগ্য কাজ

৫৯. অর্থাৎ ক্রোধ দমন করা এবং কষ্ট সহ্য করে জালিমকে ক্ষমা করা মহৎ হৃদয় ও প্রচণ্ড সাহসিকতার পরিচায়ক। হাদীস শরীফে এসেছে, যে বান্দার উপর জুলুম করা হয় সে যদি একমাত্র আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র খাতিরে জালিমকে ক্ষমা করে দেয় তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা নিশ্চয় তার ইজ্জত বাড়িয়ে দিবেন এবং তাকে সাহায্য করবেন।

(٤٥) وَتَرٰىهُمْ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا خٰشِعِيْنَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُوْنَ مِنْ طَرْفٍ
خَفِيٍّ ؕ وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ الْخٰسِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْۤا اَنْفُسَهُمْ وَ
اَهْلِيْهِمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ فِيْ عَذَابٍ مُّقِيْمٍ ۝
(٤٦) وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ اَوْلِيَآءَ يَنْصُرُوْنَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ وَمَنْ
يُّضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهٗ مِنْ سَبِيْلٍ ۝

৪৫. তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তাদেরকে আগুনের সম্মুখে পেশ করা হচ্ছে। অপমানে অবনত ও অর্ধনির্মীলিত দৃষ্টিতে তারা তাকাচ্ছে।[৬২] আর ঈমানদাররা বলবে, কিয়ামতের দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের এবং তাদের পরিবারের ক্ষতি সাধন করেছে।[৬৩] জেনে রাখো, পাপিগণ স্থায়ী শাস্তিতে পতিত রয়েছে।

৪৬. আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই যে তাদেরকে সাহায্য করবে। আল্লাহ্ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য কোথাও কোন পথ নেই।[৬৪]

---

৬০. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র তাওফীক ও সাহায্যের বদৌলতে মানুষ ন্যায়-ইনসাফ, ধৈর্য ও ক্ষমার গুণ অর্জন করতে পারে। তিনি যদি আমাদেরকে সদগুণাবলীর পথ না দেখান তাহলে কে আছে যে হাত ধরে চারিত্রিক অধঃপতন ও লাঞ্ছনার গর্ত থেকে আমাদেরকে টেনে তুলবে?

৬১. অর্থাৎ আমাদেরকে আবার দুনিয়াতে ফেরৎ পাঠানোর কোন উপায় আছে কি? তাহলে এবার আমরা খাঁটি সৎলোক হয়ে আসবো।

৬২. অর্থাৎ একজন আতংকগ্রস্ত আসামীর ন্যায় ভয়, লাঞ্ছনা ও অপমানের সুতীব্র কশাঘাতে অবনত দৃষ্টিতে তাকাবে, স্বচ্ছ ও খোলা চোখে কারো দিকে তাকাতে পারবে না।

ক্ষতিগ্রস্ত কারা ?

৬৩. অর্থাৎ পাপী ও হতভাগ্য সেই লোক যে নিজের ক্ষতি তো করেছে, তার সাথে সম্পর্কিত লোকজন ও পরিবারের সদস্যদেরকেও ডুবিয়েছে, সবাইকে বিনাশ করে ছেড়েছে।

৬৪. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের হিদায়াতের কোন পথ নেই আর আখিরাতেও মুক্তির কোন পথ নেই।

(٤٧) اِسْتَجِيْبُوْا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهٗ مِنَ اللّٰهِ ؕ
مَا لَكُمْ مِّنْ مَّلْجَاٍ يَّوْمَئِذٍ وَّ مَا لَكُمْ مِّنْ نَّكِيْرٍ ۝
(٤٨) فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ ؕ
وَ اِنَّاۤ اِذَاۤ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَ اِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌۢ بِمَا
قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ فَاِنَّ الْاِنْسَانَ كَفُوْرٌ ۝

৪৭. আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবশ্যম্ভাবী দিবস আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নির্দেশ মেনে নাও।[৬৫] সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না এবং তোমাদের পক্ষ থেকে থাকবে না কোন অস্বীকারকারী।[৬৬]

৪৮. অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তোমাকে আমি তাদের প্রহরীরূপে প্রেরণ করিনি। তোমার দায়িত্ব শুধু বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া।[৬৭] আমি মানুষকে যখন আমার পক্ষ থেকে রহমত আস্বাদন করাই তখন সে ফুলে ফেপে যায়, আর তাদের কর্মের পরিণামে যদি কোন অকল্যাণ তাদেরকে স্পর্শ করে তখন মানুষ বড়োই অকৃতজ্ঞ।[৬৮]

---

৬৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে তো শাস্তি যেমন বিলম্বিত ও প্রত্যাহৃত হয় সেদিন কিন্তু আর বিলম্বিত হবে না, প্রত্যাহৃত হবে না।

৬৬. অর্থাৎ সেদিন অস্বীকার করলেও কোন লাভ হবে না। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) এরূপ অর্থ করেছেন যে, সেদিন এমন কোন স্থান পাওয়া যাবে না যেখানে তোমরা আত্মগোপন করে থাকতে পারো।

কাউকে জোর করে মু'মিন বানানোর বিধান নেই

৬৭. অর্থাৎ আপনি এমন দায়বদ্ধ নন যে, বলপূর্বক তাদেরকে নির্দেশ পালন করাতে হবে। আপনার দায়িত্ব শুধু আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া। আপনি সে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন, না মানলে তারা জাহান্নামে যাবে।

মানুষ অস্থিরচিত্ত

৬৮. অর্থাৎ তাদের সত্য প্রত্যাখ্যানে আপনি দুঃখিত হবেন না। মানুষের প্রকৃতিই এরূপ যে, (অবশ্য আল্লাহ্ যাদেরকে রক্ষা করেন তারা ব্যতিক্রম) আল্লাহ্‌র নিআমত ও অনুগ্রহ পেলে গর্ব-অহংকারে সকল কর্মে বাড়াবাড়ি করতে থাকে। অতঃপর কর্মদোষে যখন কোন বিপদ আপতিত হয় তখন আল্লাহ্ তা'আলার সকল অনুগ্রহের কথা ভুলে গিয়ে এমন অকৃতজ্ঞ হয়ে যায় যেন ইতিপূর্বে কখনো সে নেয়ামত ও অনুগ্রহ ভোগ করেনি, সুখের দিন সে কখনো পায়নি। অর্থাৎ সুখের সময় হোক আর দুঃখের সময়,

(৪৯) لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّيَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ ۙ

(৫০) اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّاِنَاثًا ، وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا ، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ ۝

(৫১) وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ، اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ ۝

৪৯. আসমানে ও যমীনে আল্লাহ্‌রই রাজত্ব। যা ইচ্ছা তিনি সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা দান করেন পুত্র সন্তান।

৫০. অথবা তাদেরকে দান করেন পুত্র-কন্যা উভয়ই, আর যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করেন। তিনি সর্ব বিষয়ে অবগত, ক্ষমতাবান।[৬৯]

৫১. কোন মানুষের এমন সামর্থ্য নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন। তবে তা হতে পারে ইঙ্গিতের মাধ্যমে অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা তিনি কোন রাসূল প্রেরণ করবেন, এরপর আল্লাহ্ যা চান তাঁর নির্দেশে সে তা পৌঁছিয়ে দিবে।[৭০] নিশ্চয় তিনি সর্বোচ্চ, প্রজ্ঞাময়।[৭১]

শান্তির সময় হোক, আর অশান্তির সময়, কখনো সে সীমারেখা বজায় রেখে চলে না। অবশ্য ইবাদতকারী ঈমানদারদের চরিত্র এই, তারা বিপদের সময় ধৈর্যধারণ করে এবং সুখের সময় প্রকৃত নিআমতদাতা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া প্রকাশ করে। কোন সময়েও আল্লাহ্ তা'আলার নিআমত ও অনুগ্রহের কথা ভুলে যায় না।

সন্তানের অধিকারী কিংবা নিঃসন্তান হওয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছা

৬৯. অর্থাৎ কঠোর হোক আর কোমল সব অবস্থায় আল্লাহ্‌র দেওয়া আসমানে ও যমীনে সর্বস্থানে তাঁরই কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। তিনি যা সৃষ্টি করতে চান সৃষ্টি করেন, যাকে যা দিতে চান দিয়ে থাকেন, যাকে না দিতে চান দেন না। দুনিয়ার রং বেরঙের অবস্থা দেখুন। কেউ কেউ একেবারে নিঃসন্তান। কারো আছে শুধু কন্যা সন্তান। কারো আছে শুধু পুত্র সন্তান। আবার কারো কারো ছেলে-মেয়ে উভয় প্রকারের সন্তান আছে। যমজ কিংবা একক। এ সকল ক্ষেত্রে কারো কোন দাবী চলে না। কোন্ ব্যক্তিকে কোন অবস্থায় রাখা সংগত তা সেই প্রকৃত মালিক আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। তিনি আপন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা ও তা কার্যকর করেন। তাঁর ইচ্ছা প্রতিরোধ করার কিংবা তাঁর সৃজন ও বণ্টনে বিরূপ মন্তব্য করার অবকাশ কারো নেই। বুদ্ধিমান লোকের কাজ হলো নরম-গরম সর্বাবস্থায় তাঁর অভিমুখী হওয়া, তাঁর নিকট ফিরে যাওয়া এবং সর্বদা নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণে রেখে অহংকার ও অকৃতজ্ঞতা থেকে বিরত থাকা।

ওহী নাযিলের পদ্ধতি

৭০. কোন মানুষ তার সৃষ্টিগত উপাদান ও বর্তমান শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এতটুকু সামর্থবান নয় যে, আল্লাহ্ পাক জাল্লা শানুহু দুনিয়াতে তার সম্মুখে এসে তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন এবং সে তা সহ্য করতে পারবে। তাই মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার বাক্যালাপ ও কথোপকথনের তিনটি পদ্ধতি আছে।

(ক) কোন মাধ্যম ছাড়া পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার সাথে কথা বলেন। অর্থাৎ নবীর শ্রবণ শক্তি আল্লাহ্র কথা শ্রবণের স্বাদ ভোগ করে কিন্তু তখন তাঁর চক্ষু আল্লাহ্র দীদার লাভে ধন্য হতে পারে না। যেমন তূর পাহাড়ে হযরত মূসা (আ) এবং মিরাজের রাতে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) এই পদ্ধতিতে কথাবার্তা বলেছেন।

(খ) ফেরেশতার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেন। কিন্তু ফেরেশতা দৈহিক রূপ ধারণ করে নবীর চোখের সামনে আসে না বরং সোজাসুজি নবীর অন্তরে অবতরণ করে। নবী তাঁর অন্তর দ্বারা ফেরেশতার উপস্থিতি ও বাক্য উচ্চারণ উপলব্ধি করেন। এ ক্ষেত্রে প্রকাশ্য ইন্দ্রিয়গুলোর কোন ভূমিকা নেই। আমার মতে হযরত আইশা (রা)-এর হাদীসে يَأْتِيْنِىْ فِىْ مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ (আমার নিকট ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আসে) বাক্যে এরূপ বাক্যালাপের বর্ণনা রয়েছে। সহীহ্ বুখারী শরীফের "জগৎ সৃষ্টির সূচনা" অধ্যায়ে ওহী আগমনের এই পদ্ধতির সময়ও ফেরেশতা আগমনের কথা উল্লেখ আছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এই প্রকারের ওহী অবতরণকে اَشَدُّهٗ عَلَىَّ (আমার নিকট সবচেয়ে কঠিন মনে হয়) বলে মন্তব্য করেছেন। সম্ভবত কুরআন মজীদের অধিকাংশই এই পদ্ধতিতে নাযিল হয়েছে। যেমন نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ عَلٰى قَلْبِكَ (এটি নিয়ে জিবরাঈল অবতরণ করেছে তোমার অন্তরে) এবং فَاِنَّهٗ نَزَّلَهٗ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ (নিশ্চয় সে আল্লাহ্র নির্দেশে এটি তোমার অন্তরে নাযিল করেছে) আয়াতদ্বয়ে قَلْبِكَ (তোমার হৃদয়) শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেহেতু এটি সম্পূর্ণ গোপনীয়ভাবে ভেতরে ভেতরে হয়ে থাকে, নবী ছাড়া অন্য কারো উপস্থিতি দৃষ্টিগোচর হয় না এবং মানুষ যেভাবে পরস্পর কথাবার্তা বলে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি তা শুনে ও বুঝে সেরূপও নয়। তাই এই প্রকারের অবতরণকে এই আয়াতে বিশেষভাবে "ওহী" নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কারণ ওহীর শাব্দিক অর্থ গোপন করা ও দ্রুত ইঙ্গিত করা।

(গ) তৃতীয় পদ্ধতি হলো, সংশ্লিষ্ট ফেরেশতা দৈহিক রূপ ধারণ করে নবীর সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং একজন লোক আরেকজনের সাথে যেভাবে কথা বলে সেভাবে আল্লাহ্র কথা ও বাণী নবীর নিকট পৌঁছিয়ে দেয়। বস্তুত হযরত জিবরাঈল (আ) দুই একবার মাত্র তাঁর মূল আকৃতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট এসেছিলেন। তিনি অধিকাংশ সময় হযরত দিহ্য়া কালবী (রা)-এর আকৃতি নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর

(٥٢) وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِنَا ؕ مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ؕ وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۙ

৫২. অনুরূপভাবে আমি প্রেরণ করেছি তোমার নিকট এক ফেরেশতা আমার নির্দেশে।[৭২] তুমি তো জানতে না কিতাব কি, আর ঈমান কি।[৭৩] কিন্তু আমি এটিকে করেছি নূর। আমাদের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর দ্বারা আমি পথ দেখাই।[৭৪] নিশ্চয় তুমি সরল পথ প্রদর্শন করো।[৭৫]

নিকট আসতেন। অবশ্য কোন কোন সময় অপরিচিত লোকের আকৃতিতেও এসেছিলেন। এ পদ্ধতিতে নবী (সা) চোখে ফেরেশতাকে দেখতেন এবং কানে তার কথা শুনতেন। কেউ পাশে বসা থাকলে তিনিও কতক কথা শুনতে পেতেন এবং কিছু কিছু বুঝতে পারতেন। হযরত আইশা (রা)-এর হাদীসে ওহী অবতরণের যে দুটো পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে এটি তার দ্বিতীয়টি। আমার ধারণা এই পদ্ধতিকেই অত্র আয়াতে اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلاً فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে পর্দার অন্তরালে থেকে কথা বলার বিষয়টি যেহেতু বিরল, বরং খুবই বিরল, তাই হযরত আইশা (রা)-এর হাদীসে তা উল্লেখ করা হয়নি।

৭১. অর্থাৎ তাঁর সর্বোর্ধব হওয়ার মর্যাদা মানুষের সাথে বিনা অন্তরালে বিনা পর্দায় কথা বলার প্রতিবন্ধক। আবার তাঁর প্রজ্ঞা ও হিকমতের চাহিদা হলো বান্দার সাথে কথা বলার কতক পদ্ধতি গ্রহণ করা।

৭২. মুহতারাম অনুবাদক এখানে রূহ (روح) দ্বারা ফেরেশতা বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ)। কতক তাফসীরকারও এই অভিমত প্রকাশ করেছেন বটে। তবে ব্যাপার এই যে, এখানে কুরআন মজীদকেই "রূহ" (روح) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ কুরআন মজীদের প্রভাবে ও সংস্পর্শে মৃত অন্তর জীবন লাভ করে এবং তাতে মানুষ চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতে পারে। দেখুন তো, যে সকল সম্প্রদায় কুফরী, জুলুম ও অসৎ চরিত্রের কামড়ে মরেছিল কুরআন মজীদ কিভাবে তাদের মধ্যে তরতাজা প্রাণ সঞ্চার করলো!

৭৩. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) মূল ঈমানের গুণে সর্বদাই গুণান্বিত ছিলেন। কিন্তু ঈমান ও আমলের যে বিস্তারিত বর্ণনা এখন ওহীর মাধ্যমে জানা গেল ইতিপূর্বে তা জানা ছিল কই?

৭৪. আমি যে সকল বান্দার কল্যাণ কামনা করি, কুরআন মজীদের আলোকে তাদেরকে সৌভাগ্য ও সফলতার পথে পরিচালিত করি।

(٥٣) صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ اَلَاۤ اِلَی اللّٰهِ تَصِیْرُ الْاُمُوْرُ ۟

৫৩. আল্লাহ্‌র পথ। আকাশে এবং পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর।[৭৬] শুনে রাখো! আল্লাহ্‌র নিকট সব বিষয় প্রত্যাবর্তন করে।[৭৭]

---

৭৫. অর্থাৎ আপনি তো কুরআন মজীদের সাহায্যে সকল বান্দাকে আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছার সরল পথ দেখিয়ে যাচ্ছেন। কেউ এ পথে চলুক আর না চলুক এটি তাদের নিজস্ব ব্যাপার।

৭৬. অর্থাৎ সরল পথ সেটি যেটি ধরে অগ্রসর হলে মানুষ আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। যে এ পথ থেকে বিচ্যুত হয় সে আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

সকল কাজের পরিণতি আল্লাহ্‌র নিকট

৭৭. সকল কাজের পরিণতি ও প্রত্যাবর্তন যখন তাঁরই নিকট তখন শুরু থেকেই যেন মানুষ পরিণামের কথা চিন্তা করে এবং আপন ইচ্ছায় এমন পথ বেছে নেয় যা সোজা তাকে আল্লাহ্‌র দরবার পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়।

সূরা যুখরুফ

৮৯ আয়াত, ৭ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) حٰمٓ ۝

(٢) وَالۡكِتٰبِ الۡمُبِيۡنِ ۝

(٣) اِنَّا جَعَلۡنٰهُ قُرۡءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُوۡنَ ۝

(٤) وَاِنَّهٗ فِيۡۤ اُمِّ الۡكِتٰبِ لَدَيۡنَا لَعَلِيٌّ حَكِيۡمٌ ۝

১. হা-মীম

২. শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের!

৩. আমি এটিকে করেছি আরবীভাষী কুরআন, যাতে তোমরা বুঝতে পারো।[১]

৪. নিশ্চয় এই কুরআন আমার নিকট লাওহে মাহ্‌ফূযে রয়েছে সমুন্নত ও অটল।[২]

---

১. কারণ আরবী তো তোমাদের মাতৃভাষা। আর তোমাদের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষ এই কিতাবের শিক্ষা লাভ করবে।

সুরক্ষিত কুরআন

২. অর্থাৎ অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়া এবং মহান মহান রহস্য বিধৃত হওয়ার প্রেক্ষিতে এটি সমুন্নত সর্বোচ্চ। পরিবর্তন ও বিকৃতি থেকে সংরক্ষিত হওয়ার ক্ষেত্রে এটি সুদৃঢ় অটল। এটির দলীল-প্রমাণাদি চূড়ান্ত পর্যায়ের শক্তিশালী এবং বিধিবিধান প্রত্যাহারযোগ্য নয়। এর কোন বিধান প্রজ্ঞাহীন ও যুক্তিহীন নয় এবং সকল আলোচ্য বিষয় মানুষের ইহ ও

(৫) اَفَنَضۡرِبُ عَنۡكُمُ الذِّكۡرَ صَفۡحًا اَنۡ كُنۡتُمۡ قَوۡمًا مُّسۡرِفِيۡنَ ۝

(৬) وَكَمۡ اَرۡسَلۡنَا مِنۡ نَّبِيٍّ فِى الۡاَوَّلِيۡنَ ۝

(৭) وَمَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ نَّبِيٍّ اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ ۝

(৮) فَاَهۡلَكۡنَاۤ اَشَدَّ مِنۡهُمۡ بَطۡشًا وَّمَضٰى مَثَلُ الۡاَوَّلِيۡنَ ۝

৫. আমি কি তোমাদের থেকে এই কিতাব প্রত্যাহার করে নেবো, এই কারণে যে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।[৩]

৬. পূর্ববর্তী লোকদের মাঝে আমি বহু নবী প্রেরণ করেছি।

৭. যখনই তাদের নিকট কোন নবী আগমন করতো তখনই তারা তার সাথে বিদ্রূপ করতো।[৪]

৮. তারপর তাদের চেয়ে অধিক শক্তিসম্পন্ন লোকদেরকে আমি ধ্বংস করেছি। আর পূর্ববর্তী লোকদের এই উদাহরণ চলে এসেছে।[৫]

পারলৌকিক জীবনে সফলতার পথ প্রদর্শক এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ সৌন্দর্যে ভরপুর। কুরআন মজীদের এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাপারে খোদ কুরআনই সাক্ষ্য প্রদান করে। সূর্যের উদয়ই সূর্যের প্রমাণ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কুরআন এবং সকল আসমানী কিতাব নাযিল হওয়ার পূর্বে লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

বাতিলপন্থীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কুরআন নাযিল হয়েছে

৩. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "তোমরা নির্দেশ পালন করছো না এই অজুহাতে কি নির্দেশ নাযিল করা স্থগিত করবো"? এরূপ দুরাশা পোষণ করো না। আল্লাহ্র হিকমত ও প্রজ্ঞার রীতি এই যে, তোমাদের সীমালঙ্ঘন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি সত্ত্বেও কিতাব নাযিল করা এবং দাওয়াত ও উপদেশের ধারা বন্ধ করা হবে না। কারণ বহু নেকবখত আত্মা এটি দ্বারা উপকৃত হয় এবং অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রমাণ পূর্ণতা লাভ করে।

৪. অর্থাৎ ইতিপূর্বেকার রাসূলদের সাথেও হাসাহাসি, ঠাট্টা-বিদ্রূপের আচরণ করা হয়েছে। তাদের শিক্ষাগুলোকে মিথ্যা বলা হয়েছে। কিন্তু সেজন্য রাসূল প্রেরণের ধারা বন্ধ করা হয়নি।

৫. অর্থাৎ মানুষের শিক্ষা সচেতনতার জন্য সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের ধ্বংসলীলার উদাহরণ বর্ণিত হয়ে এসেছে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, শক্তি ও সামর্থ্যে যারা তোমাদের চেয়ে প্রবল ও উন্নত ছিল তারা যখন আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেনি

(৯) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ
الْعَلِيْمُ ۙ

(১০) الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّجَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ
تَهْتَدُوْنَ ۚ

(১১) وَالَّذِيْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۢ بِقَدَرٍ ۚ فَاَنْشَرْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ
تُخْرَجُوْنَ

(১২) وَالَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ
مَا تَرْكَبُوْنَ ۙ

৯. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, "আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে" তারা অবশ্যই বলবে, পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ্ তা সৃষ্টি করেছেন;
১০. যিনি তোমাদের জন্য যমীনকে করেছেন বিছানা এবং তার মধ্যে স্থাপন করেছেন পথসমূহ, যাতে তোমরা রাস্তা খুঁজে পাও;[৬]
১১. যিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন পরিমাণ মত।[৭] তারপর তা দিয়ে আমি পুনরুজ্জীবিত করেছি একটি মৃত দেশকে, এভাবে তোমাদেরকেও পুনরুত্থিত করবো।[৮]
১২. যিনি সৃষ্টি করেছেন সব কিছুর যুগল[৯] এবং নৌযান ও চুতষ্পদ জন্তুকে তোমাদের জন্য বাহনে পরিণত করেছেন, যাতে তোমরা আরোহণ করতে পারো ওগুলোর পিঠে।[১০]

তখন তোমরা কি নিয়ে দম্ভ করছো? তারপর আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও আযমত, শক্তি, মাহাত্ম্য ও পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বর্ণনা করেছেন, যা একদিক থেকে কাফির ও মুশরিকগণও স্বীকার করে।

৬. অর্থাৎ যেখানে মানুষ বসবাস করে, এই পথে যাতায়াত করে যেন তারা পরস্পর দেখা সাক্ষাত করতে পারে, একজন অপরজনের নিকট যাওয়ার পথ খুঁজে পেতে পারে এবং যোগাযোগ রক্ষা করে ইহকালীন ও পরকালীন সাফল্য অর্জন করতে পারে।

৭. একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে, যা তাঁর হিকমত ও প্রজ্ঞার অনুকূল এবং তাঁর অনাদি জ্ঞানে নির্ধারিত।

৮. তিনি প্রাণহীন ভূমি যেমন বৃষ্টি দিয়ে জীবিত ও আবাদ করে দেন তেমন তোমাদের মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করে তোমাদেরকে কবর থেকে উত্তোলন করবেন।

(١٣) لِتَسْتَوٗا عَلٰى ظُهُوْرِهٖ ثُمَّ تَذْكُرُوْا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَ
تَقُوْلُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ ۙ
(١٤) وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝

১৩. যাতে তোমরা সেগুলোর পিঠে বসে নিজেদের প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা স্মরণ করতে পারো এবং বলো, পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এটিকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন, অন্যথা ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনয়নের সাধ্য আমাদের ছিলো না।[১১]

১৪. আমাদেরকে অবশ্যই ফিরে যেতে হবে আমাদের প্রতিপালকের নিকট।[১২]

---

৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে যত কিছুর জোড়া ও যুগল আছে, মাখলুকের মধ্যে যত প্রকার সৃষ্টি রয়েছে এবং একইরূপ বা বিচিত্ররূপ শ্রেণী রয়েছে আল্লাহ্ তা'আলাই সবগুলো সৃষ্টি করেছেন।

যানবাহন মানুষের প্রতি আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ অনুগ্রহ

১০. অর্থাৎ তোমরা স্থলভাগে কতক চতুষ্পদ জন্তুর পিঠে আরোহণ করো এবং জলভাগে আরোহণ করো নৌযানে।

নিআমত ভোগ করে নিআমতদাতার শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে

১১. অর্থাৎ নৌযান কিংবা জন্তুর পিঠে আরোহণ করার সময় অন্তরে আল্লাহ্র নিআমত ও অনুগ্রহের কথা স্মরণ করবে, মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে এমন শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান বানিয়েছেন যে, নিজেদের বুদ্ধি ও কৌশল দ্বারা এগুলোকে আমরা আয়ত্তাধীন করে নিয়েছি। এর সবটাই আল্লাহ্র অনুগ্রহ। তা না হলে আমাদের এত শক্তি ও সামর্থ্য কোথায় ছিল যে, এই বিশাল বিশাল জন্তুগুলোকে অনুগত করতে পারবো? অন্তরে আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ করার সাথে সাথে মুখেও এই দু'আ উচ্চারণ করা দরকার ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ - وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ -

"পবিত্র তিনি যিনি এগুলোকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা এগুলোকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার নিকট ফিরে যাবে" (সূরা যুখরুফ ঃ ১৩)।

হাদীস শরীফে এ সময়ে পঠিতব্য অন্যান্য দু'আ ও যিকিরও রয়েছে যা তাফসীর গ্রন্থগুলোতেও বিদ্যমান আছে।

১২. অর্থাৎ এই সফর ও যাত্রাকালে আখিরাতে যাত্রার কথা স্মরণ করো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কিছুতে আরোহণ করার সময় উপরোক্ত দু'আ পাঠ করতেন।

(١٥) وَجَعَلُوْا لَهٗ مِنْ عِبَادِهٖ جُزْءًا ؕ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَكَفُوْرٌ مُّبِيْنٌ ؕ۟
(١٦) اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنٰتٍ وَّ اَصْفٰىكُمْ بِالْبَنِيْنَ ۝
(١٧) وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ
هُوَ كَظِيْمٌ ۝

১৫. তারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান স্থির করেছে। মানুষ নিশ্চয় স্পষ্ট অকৃতজ্ঞ।

১৬. তাঁর সৃষ্টি থেকে তিনি কি কন্যাগুলো তাঁর জন্য রেখে দিলেন আর বেছে বেছে তোমাদেরকে পুত্রগুলো দিলেন।[১৩]

১৭. তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র সাথে যে কন্যা সন্তান স্থির করে তাদের কাউকে তার সংবাদ দেয়া হলে সারাদিন তার মুখমণ্ডল থাকে কালিমাময় আর হৃদয়ে থাকে গভীর ক্ষোভ ও মনস্তাপ।[১৪]

সন্তান-সন্ততি থেকে আল্লাহ্ পবিত্র

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নিআমতগুলোর স্বীকৃতি দিয়ে শোকর আদায় করা উচিত ছিল। কিন্তু তারা স্পষ্টভাবে অকৃতজ্ঞতার পথ অবলম্বন করেছে। তাঁর সম্পর্কে বেআদবি ও অশালীন আচরণ করছে। আল্লাহ্‌র জন্যে সন্তান নির্ধারণের চেয়ে জঘন্য বেয়াদবি আর কী হতে পারে? তাও আবার তাঁর বান্দা ও দাসদেরকে সন্তান বলছে, তাও কন্যা সন্তান। অথচ সন্তান হয় পিতার অস্তিত্বের একটি অংশ। তাহলে আল্লাহ্‌র জন্য সন্তান নির্ধারণ করার অর্থ এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন অংশের সমন্বিত ও সংযোজিত সত্তা। সংযোজিত সত্তা হতে হলে সৃষ্ট হওয়া অত্যাবশ্যক। অথচ আল্লাহ্ সৃষ্ট নন, তিনি চিরন্তন অনাদি ও অনন্ত।

দ্বিতীয়ত, পিতা ও সন্তানের একই জাতিভুক্ত হওয়া আবশ্যক। উভয়ের একই জাতিভুক্ত না হওয়া উভয়ের জন্য ত্রুটি। অথচ সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টির মধ্যে কোন প্রকারের সমজাতি হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না।

তৃতীয়ত, পুত্র সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তান সাধারণত দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দুর্বল হয়। হায়! তাদের মতে আল্লাহ্ তা'আলা যেন সন্তান নিলেন তো ত্রুটিযুক্ত ও দুর্বল পক্ষটি নিলেন (নাউযুবিল্লাহ্)। তোমাদের তো লজ্জা থাকার কথা যে, নিজেদের জন্য রাখছো উত্তম পক্ষটি আর আল্লাহ্‌র ভাগে দিচ্ছো দুর্বল ও ত্রুটিযুক্তটি।

কন্যা সন্তানের প্রতি ঘৃণাবোধ জাহিলী যুগের সংস্কার

১৪. অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানকে তারা আল্লাহ্‌র জন্য স্থির করে সে কন্যা সন্তান তাদের ধারণায় এমন দোষ-ত্রুটিযুক্ত, হেয় ও ঘৃণিত যে, তাদের কাউকে যদি তার কন্যা

(১৮) اَوَمَنْ يُّنَشَّؤُا فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِيْنٍ ۝

(১৯) وَجَعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِيْنَ هُمْ عِبٰدُ الرَّحْمٰنِ اِنَاثًا ۭ اَشَهِدُوْا خَلْقَهُمْ ۭ
سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُوْنَ ۝

১৮. তারা কি এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র জন্য মনোনীত করে যে অলংকারে লালিত-পালিত হয় এবং বিতর্কে যুক্তি প্রদর্শনে অক্ষম?[১৫]

১৯. তারা দয়াময় আল্লাহ্‌র বান্দা ফেরেশতাগণকে নারীরূপে স্থির করে।[১৬] তারা কি ওদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? অবিলম্বে তাদের সাক্ষ্য লিখে রাখা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।[১৭]

সন্তান জন্মগ্রহণের সংবাদ শুনানো হয় তখন ক্রোধে ও ক্ষোভে তার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যায়। সে রাগে ও দুঃখে ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হতে থাকে। সূরা "আস-সাফফাত"-এর ১৪৮-১৫৫ আয়াতের তাফসীরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

১৫. আল্লাহ্ তা'আলা কি সন্তানরূপে গ্রহণ করার জন্য কন্যাই বেছে নিলেন, যারা প্রকৃতিগতভাবে সাজ-সজ্জার লালিত-পালিত হয়, সর্বক্ষণ অলংকারে সজ্জিত থাকে। এটি তো বিবেক-বুদ্ধির দুর্বলতার প্রমাণ। চিন্তাশক্তির দুর্বলতার কারণে তারা বিতর্ককালে বলিষ্ঠভাবে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। বস্তুত মহিলাদের বক্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, তারা স্পষ্টভাবে নিজের অভিমতটা ফুটিয়ে তুলতে পারে না আবার বিরোধী পক্ষের দাবীও খণ্ডন করতে পারে না। সব সময় অসম্পূর্ণ কথা বলে কিংবা অপ্রয়োজনীয় কথা সংযোগ করে, মূল বক্তব্যের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। ফলে অতিরিক্ত বক্তব্যের আড়ালে মূল বক্তব্য চাপা পড়ে যায়, বুঝা যায় না। "তর্কের সময়" শর্তটি উল্লেখের কারণ হলো, তর্কের সময় নিজের অভিমত প্রমাণের জন্য প্রচুর কথা বলতে হয়। আর প্রচুর কথা বলার অক্ষমতা থেকে তাদের বক্তব্যগত অক্ষমতা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। অনন্তর সকল দীর্ঘ আলোচনা "বিতর্কের" অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণত আমি এসেছিলাম, সে গিয়েছিল ইত্যাদি মামুলি ও সাধারণ বাক্যগুলো সহজভাবে উচ্চারণ করা বাক্যবাগিশের প্রমাণ নয়।

১৬. অর্থাৎ এটি তাদের অন্য একটি মিথ্যাচার যে, ফেরেশতাদেরকে তারা মহিলাদের সারিতে গণ্য করে। অথচ ফেরেশতাগণ পুরুষও নয় মহিলাও নয়, বরং একটি পৃথক জাতি।

১৭. অর্থাৎ এই দাবীর সপক্ষে তো তাদের নিকট কোন দলীল নেই, লিখিতও নেই, যুক্তিগতও নেই। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যখন ফেরেশতা তৈরি করছিলেন তখন কি তারা সেখানে দাঁড়িয়ে দেখেছিল যে, এগুলো পুরুষ নয়, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে

(٢٠) وَقَالُوْا لَوْ شَآءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنٰهُمْ ۭ مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۤ اِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ ۝

(٢١) اَمْ اٰتَيْنٰهُمْ كِتٰبًا مِّنْ قَبْلِهٖ فَهُمْ بِهٖ مُسْتَمْسِكُوْنَ ۝

২০. তারা বলে, দয়াময় রহমান না চাইলে আমরা ওগুলোর পূজা করতাম না।[১৮] এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমান নির্ভর কথা বলে।[১৯]

২১. আমি কি ইতিপূর্বে তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তা আঁকড়ে রেখেছে?

মহিলারূপেই বানিয়েছেন। ঠিক আছে! তাদের এই সাক্ষ্য লিখে রাখা হচ্ছে, যখন আল্লাহ্‌র আদালতে পেশ করা হবে তখন এগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তোমরা এগুলো কেন বলেছিলে, কোত্থেকে বলেছিলে ?

শির্‌কবাদের অযৌক্তিক যুক্তি

১৮. ধরুন তাদের শেরেকবাদী অসদাচরণের পক্ষে যদি তারা একটি দলীল পেশ করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমাদেরকে বিরত রাখতে চাইতেন তাহলে তিনি ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা থেকে তিনি আমাদেরকে অবশ্যই বাধা দিতেন। এখন আমরা যেহেতু যথারীতি ওগুলোর উপাসনা করে এসেছি এবং তিনি বাধা দেননি সেহেতু প্রমাণিত হলো যে, আমাদের এ কাজ ভালো এবং এটি আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় কাজ।

ইচ্ছা আর সন্তুষ্টি এক নয়

১৯. অর্থাৎ এটি তো ঠিক যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোন কাজ হয় না। কিন্তু তাতে এই কাজ বা যে আল্লাহ্‌র পসন্দনীয় তা তো প্রমাণিত হয় না। তা যদি হতো তবে দুনিয়াতে মন্দ বলতে কোন কাজ বা কোন বস্তু থাকতো না। সমগ্র পৃথিবী ভালো আর কল্যাণে ভরে যেত। মন্দ আর অকল্যাণের অস্তিত্বই থাকতো না। প্রত্যেক মিথ্যাবাদী, জালিম ও খুনী ব্যক্তি সোজা বলে দিতো, আল্লাহ্ না চাইলে তো আমাকে এরূপ জুলুম-অবিচার করতে দিতেন না। যখন করতে দিলেন তখন প্রমাণিত হলো যে, এ অপকর্মে তিনি রাযী ছিলেন। বস্তুত ইচ্ছা আর সন্তুষ্টি উভয়ের মাঝে অনিবার্য সম্পর্ক স্থির করা অর্থাৎ যেখানে ইচ্ছা সেখানে সন্তুষ্টি এরূপ বলা কোন বুদ্ধিবৃত্তিক মূলনীতি নয়, বরং তা হলো অনুমানে নিক্ষিপ্ত তীর। সূরা আনআমের سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْشَآءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَكْنَا ১৪৮ নং আয়াতের পাদটীকায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(٢٢) بَلْ قَالُوْٓا اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

(٢٣) وَكَذٰلِكَ مَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ
اِنَّا وَجَدْنَآ اٰبَآءَنَا عَلٰٓى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰٓى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ ○

(٢٤) قٰلَ اَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِاَهْدٰى مِمَّا وَجَدْتُّمْ عَلَيْهِ اٰبَآءَكُمْ ۭ قَالُوْٓا اِنَّا بِمَآ
اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ○

২২. বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি একটি পথের পথিকরূপে এবং আমরাও তাদের পদাংক অনুসরণ করে পথ পেয়েছি।[২০]

২৩. অনুরূপভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে আমি যাকেই সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি সেই জনপদের বিত্তশালীরা বলেছে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে একটি পথে পেয়েছি এবং আমরা তাদের অনুসরণে পথ চলেছি।[২১]

২৪. সে বললো, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে বিষয়ের উপর পেয়েছো আমি যদি তদপেক্ষা উত্তম বিষয় তোমাদের জন্য এনে থাকি তখন তারা বললো, তোমাদের আনিত বিষয় আমরা মানবো না।[২২]

---

২০. যুক্তিগত প্রমাণের অবস্থা তো শুনলে। তখন দেখতো তাদের দাবীর সপক্ষে কোন লিখিত দলীল আছে কিনা? অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নাযিল করা কোন কিতাব কি তাদের হাতে আছে? যাতে শির্‌কবাদ আল্লাহ্‌র পসন্দ বলে উল্লেখ আছে? এটি স্পষ্ট যে, এরূপ কোন দলীল তাদের নিকট নেই। তাহলে পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের খোঁড়া যুক্তি ছাড়া আর কিইবা অবশিষ্ট থাকলো? সেটিই তাদের সবচেয়ে মজবুত দলীল। সকল যুগের মুশরিকরা শির্‌কবাদের পক্ষে এই দলীলই পেশ করে এসেছে। পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২১. অর্থাৎ নবী (সা) বললেন, আমি যদি তোমাদের পূর্বপুরুষদের পথের চেয়ে উত্তম পথের নির্দেশনা দেই তবুও কি তোমরা সেই প্রাচীন রেখার (মতবাদের) ভিখারী হয়ে থাকবে ?

যুক্তিতে হেরে গেলো গোঁড়ামীর আশ্রয় গ্রহণ কাফিরদের চরিত্র

২২. অর্থাৎ যা কিছুই হোক, আমরা তোমাদের কথা মানতে পারবো না এবং পিতৃপুরুষের পথ পরিত্যাগ করতে পারবো না।

(٢٥) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝

(٢٦) وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ لِاَبِيْهِ وَقَوْمِهٖٓ اِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ ۝

(٢٧) اِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ فَاِنَّهٗ سَيَهْدِيْنِ ۝

(٢٨) وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِيْ عَقِبِهٖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ۝

(٢٩) بَلْ مَتَّعْتُ هٰٓؤُلَآءِ وَاٰبَآءَهُمْ حَتّٰى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ۝

২৫. তারপর আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দেখো প্রত্যাখ্যানকারীদের কেমন পরিণতি হয়েছে !

২৬. এবং ইবরাহীম যখন তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বললো, তোমরা যেগুলোর পূজা করো সেগুলোর সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

২৭. তবে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক আছে। সুতরাং তিনি আমাকে সত্যপথ দেখাবেন।২৩

২৮. এ কথাটি সে তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে রেখে গেছে, যাতে তারা আল্লাহ্‌ অভিমুখী থাকে।২৪

২৯. অন্য কেউ নয় বরং আমিই তাদেরকে এবং তার পূর্বপুরুষদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিয়েছি। অবশেষে তাদের নিকট সত্যধর্ম ও স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল এসেছে।২৫

পিতৃধর্মের অনুসরণ করতে হলে শ্রেষ্ঠ পিতৃপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ধর্ম অনুসরণ করো

২৩. অর্থাৎ আমার সম্পর্ক এক আল্লাহ্‌র সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাকে মানযিলে মাকসূদে পৌঁছার পথ বলে দিবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনা উল্লেখের প্রসঙ্গ এই যে, তোমরা ভেবে দেখো, তোমাদের সর্বজনমান্য পিতা হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর পিতার পথ ভ্রান্ত বলে বুঝতে পেরে তা পরিত্যাগ করেছেন। তোমরাও তাই কর। আর যদি মনে করো যে, বাপ-দাদার অনুসরণ করেই মরবো, তাহলে সেই পিতার পথ অনুসরণ করো যিনি দুনিয়াতে সত্য ও সততার পতাকা উড্ডীন করেছেন এবং তার বংশধরদেরকে ওসীয়াত করে গিয়েছেন, তোমরা আমার মৃত্যুর পর এক আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন, وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهِيْمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُ "এবং ইবরাহীম ও ইয়াকূব এ সম্বন্ধে তাদের পুত্রগণকে নির্দেশ দিয়েছিল..." (সূরা বাকারা ঃ ১৩২)।

২৪. অর্থাৎ যাতে একে অন্যের কাছ থেকে তাওহীদ অর্থাৎ একত্ববাদের বর্ণনা ও প্রমাণ শুনে সত্য পথের অনুসারী হয়ে থাকে।

(٣٠) وَلَمَّا جَآءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

(٣١) وَقَالُوْا لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۝

(٣٢) اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۭ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۭ وَ
رَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ۝

৩০. সত্য দীন যখন তাদের নিকট এলো তখন তারা বলতে লাগলো, এটি তো জাদু, আমরা এটি মানবো না।[২৬]

৩১. এবং তারা বলতে লাগলো, ওই দুই জনপদের কোন মহান ব্যক্তির উপর এই কুরআন নাযিল হলো না কেন?[২৭]

৩২. তোমার প্রতিপালকের রহমত কি তারা বণ্টন করে ?[২৮] পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা আমি তাদের মাঝে বণ্টন করে দিয়েছি এবং তাদের একের মর্যাদা অপরের উপর উন্নীত করেছি, যাতে একে অন্যকে সেবকরূপে গ্রহণ করে।[২৯] তারা যা সঞ্চয় করে তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের রহমত উত্তম।[৩০]

---

২৫. অর্থাৎ হায়রে দুঃখ! তারা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরাধিকারিত্ব অর্জন করেনি, তাঁর ওসীয়াতের পথে চলেনি, বরং আল্লাহ্ তা'আলা তাদের যে পার্থিব সম্পদ দান করেছিলেন তার মোহে পড়ে তার উপভোগে মত্ত হয়ে আল্লাহ্ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে গিয়েছে। অবশেষে তাদেরকে উদাসীনতার নিদ্রা থেকে সজাগ করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সেই মহান রাসূল প্রেরণ করলেন যাঁর রিসালাত ও রাসূল হওয়া দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। তিনি তাদের নিকট সত্য দীন পৌঁছালেন কুরআন মজীদ পাঠ করে শুনালেন এবং আল্লাহ্র বিধি-বিধান সম্পর্কে অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে তাদেরকে অবহিত করলেন।

২৬. অর্থাৎ তারা কুরআন মজীদকে যাদুরূপে আখ্যায়িত করে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

২৭. অর্থাৎ কুরআন যদি একান্তই নাযিল করতে হতো তবে মক্কা কিংবা তাইফের কোন প্রধান নেতার উপর নাযিল করা যেত। এটি কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, বড় বড় ধনী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বাদ দিয়ে রাসূল পদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করেছেন— নেতৃত্ব ও ধন-ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রে যার কোনই বিশেষত্ব ও পরিচিতি নেই।

২৮. অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাত বণ্টনের ক্ষমতা কি তোমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা রাসূল মনোনয়ন নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করছো?

(٣٣) وَلَوْلَآ اَنْ يَّكُوْنَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَّكْفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوْتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَّمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ ۙ

(٣٤) وَلِبُيُوْتِهِمْ اَبْوَابًا وَّ سُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِـُٔوْنَ ۙ

(٣٥) وَزُخْرُفًا ۭ وَاِنْ كُلُّ ذٰلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۭ وَالْاٰخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِيْنَ ۧ

৩৩. যদি সব মানুষের একই মতাবলম্বী হওয়ার ভয় না থাকত তাহলে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে আমি তাদের গৃহের জন্যে রৌপ্যের ছাদ এবং সিঁড়ি প্রদান করতাম যার উপর তারা চড়ত।

৩৪. এবং তাদের গৃহের জন্যে দরজা দিতাম আর দিতাম পালঙ্ক, এতে তারা হেলান দিয়ে বসত।

৩৫. এবং স্বর্ণ নির্মিত।[৩১] এসব কিছু তো পার্থিব জীবনের ভোগ সামগ্রী মাত্র। তোমার প্রতিপালকের নিকট আখিরাত তাদের জন্যে যারা ভয় করে।[৩২]

---

২৯. অর্থাৎ কাউকে করেছেন ধনী আর কাউকে করেছেন ফকীর, কাউকে অঢেল ধন-সম্পদ দান করেছেন আর কাউকে দিয়েছেন স্বল্প। কেউ নেতা আর কেউ অনুসারী।

৩০. অর্থাৎ নবুওয়াত ও রিসালাত তো পার্থিব ধন-ঐশ্বর্য ও সম্মানের চেয়ে অনেক বেশী মর্যাদাসম্পন্ন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পার্থিব ধন-ঐশ্বর্য যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে বণ্টন করেননি তখন রিসালাত ও নবুওয়াত কি করে তাদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে বণ্টন করবেন? দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বস্তুগত উপায়-উপকরণ যে আল্লাহ্র নিকট নিতান্ত তুচ্ছ পরবর্তী আয়াতগুলোতে তা আলোচনা করা হচ্ছে।

দুনিয়াটা আল্লাহ্র নিকট মশার পাখার চেয়েও তুচ্ছ

৩১. অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট পার্থিব ধন-সম্পদের কোনই গুরুত্ব নেই। কারো ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া আল্লাহ্র দরবারে তার নৈকট্য লাভের দলীল নয়। পার্থিব সম্পদ আল্লাহ্র নিকট এতই তুচ্ছ যে, একটি বিশেষ ব্যাপারের আশংকা না থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরদের গৃহের ছাদ, সিঁড়ি, দরজা, চৌকাঠ, তালা এবং খাট-পালংক সব স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা নির্মাণ করে দিতেন। কিন্তু মানুষ যখন এসব দেখবে যে, কাফিররা এত সাজ-সরঞ্জাম পাচ্ছে তখন তাদের সকলে কুফরীর পথ অবলম্বনের চেষ্টা করবে। (অবশ্য আল্লাহ্ যাদেরকে রক্ষা করেন তারা ব্যতীত)। এটি আল্লাহ্র সার্বিককল্যাণ নীতির বিপরীত হতো। তাই এরূপ করা হয়নি। হাদীস শরীফে এসেছে, আল্লাহ্র নিকট দুনিয়ার যদি মশার পাখার সমান গুরুত্বও থাকতো, তবে কোন কাফিরকে তিনি এক চুমুক পানিও দিতেন না। তাহলে যে বস্তুটি আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এত

(٣٦) وَمَنْ يَّعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهٗ شَيْطٰنًا فَهُوَ لَهٗ قَرِيْنٌ ○
(٣٧) وَاِنَّهُمْ لَيَصُدُّوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○
(٣٨) حَتّٰٓى اِذَا جَآءَنَا قَالَ يٰلَيْتَ بَيْنِيْ وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِيْنُ ○

৩৬. দয়াময় আল্লাহ্‌র যিকির থেকে যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য নির্ধারিত করে দেই একটি শয়তান, সে তার সাথীরূপে থাকে।৩৩

৩৭. সে তাদেরকে বিরত রাখে সত্য পথ থেকে। অথচ তারা মনে করে, আমরা সত্য পথে আছি।৩৪

৩৮. অবশেষে যখন আমার নিকট আসবে তখন বলবে, যে কোনভাবে যদি আমার আর তোমার মাঝে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব হয়ে যেত। কেমনতর মন্দ সাথী।৩৫

তুচ্ছ সেটিকে নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত-রিসালাতপ্রাপ্তির মাপকাঠি বানানো কতটুকু যুক্তিগ্রাহ্য হতে পারে?

হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, "অর্থাৎ কাফিরদেরকেও তো আল্লাহ্ তা'আলাই সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তাদেরকেও তো কিছুটা সুখ প্রদানের প্রয়োজন আছে। আখিরাতে তো তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি রয়েছে, সেখানে সুখ পাবে কই? তাই দুনিয়াতে কিছু সুখ তাদের পাওয়ার কথা। কিন্তু যদি তাই হয় তবে সকল মানুষ সেই কুফরীর পথই অবলম্বন করবে"।

আখিরাতের নিআমত মুত্তাকীদের জন্য সংরক্ষিত

৩২. অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে তো সবাই অংশীদার। কিন্তু সকল নিআমত ও সুখ-শান্তিসহ আখিরাত সংরক্ষিত রয়েছে মুত্তাকী ও পরহিযগারদের জন্য।

৩৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সত্য উপদেশ ও আল্লাহ্‌র যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার জন্য একটি বিশেষ শয়তান নিয়োজিত করা হয়। এটি সর্বক্ষণ তাকে পথভ্রষ্ট করতে থাকে এবং তার মনে নানা ধরনের কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে। দোযখে না যাওয়া পর্যন্ত এই শয়তান তার সঙ্গ ছাড়বে না।

পাপকর্মকে ভালো মনে করা শয়তানী কুমন্ত্রণার ফল

৩৪. অর্থাৎ শয়তানগুলো তাদেরকে পুণ্যের পথ থেকে বিরত রাখে। কিন্তু তাদের বিবেক-বুদ্ধি এতই বিকৃত হয়ে যায় যে, ওই পুণ্যহীন পথকে তারা সঠিক পথ মনে করে। পাপ ও পুণ্য যাচাই করার মত যোগ্যতা তাদের থাকে না।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দরবারে গেলে তখন স্পষ্ট হবে যে, সে কেমন জঘন্য ও মন্দ সাথী ছিল। তখন ক্ষোভে-দুঃখে ও অনুশোচনায় জর্জরিত হয়ে বলবে, আহ! আমার

(৩৯) وَلَنْ يَّنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ اِذْ ظَّلَمْتُمْ اَنَّكُمْ فِى الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ○
(৪০) اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ اَوْتَهْدِى الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○
(৪১) فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُّنْتَقِمُوْنَ ○
(৪২) اَوْنُرِيَنَّكَ الَّذِىْ وَعَدْنٰهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ○
(৪৩) فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِىْٓ اُوْحِىَ اِلَيْكَ ۚ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৩৯. তোমরা যখন জালিমরূপে চিহ্নিত রয়েছ তখন আজ আর কোন কল্যাণ নেই এই ব্যাপারে যে, তোমরা অভিন্ন শাস্তিভুক্ত হবে।৩৬
৪০. তুমি কি বধিরকে শুনাতে পারবে অথবা যারা অন্ধ ও স্পষ্ট ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত তাদেরকে পথ দেখাতে পারবে?
৪১. তারপর আমি যদি কখনো তোমাকে এখান থেকে তুলে নেই তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবো।
৪২. অথবা আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি তা তোমাকে দেখিয়ে দিবো। এটি তো আমার আয়ত্তাধীন।
৪৩. সুতরাং তোমার নিকট যে নির্দেশ এসেছে সুদৃঢ়ভাবে তা ধারণ করো। নিশ্চয় তুমি সরল পথে রয়েছ।৩৭

মাঝে আর তোমার মাঝে যদি পূর্ব দিগন্ত ও পশ্চিম দিগন্তের ব্যবধান হতো। একটা মুহূর্তও যদি তোমার সান্নিধ্যে না থাকতাম! হতভাগা, এখনই আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যা। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ দুনিয়াতে সে শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন কাটাচ্ছে, সেখানে গেলে অনুতপ্ত হবে, আক্ষেপ করবে। এরূপ সাথী কারো জন্য হয় জিন্ন শয়তান, কারো জন্য হয় মানুষ শয়তান"।

৩৬. দুনিয়াতে নিয়ম আছে যে, গড়ে ছোট-বড় সবাই যদি কোন বিপদে পড়ে তবে বিপদটা কিছুটা হাল্কা বোধ হয়। প্রসিদ্ধ একটি প্রবচন আছে, "দলবদ্ধ মৃত্যু উৎসব সম"। কিন্তু দোযখের মধ্যে জিন্ন শয়তান, মানুষ শয়তান নেতৃবৃন্দ ও অনুসারী সবাই একত্র হয়ে শাস্তি ভোগ করলেও তাতে কারো কোন লাভ হবে না। শাস্তি এত প্রচণ্ড ও কঠোর হবে যে, এ ধরনের হালকা কথায় সান্ত্বনা লাভ ও শাস্তির উপশম হবে না।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ কাফিররা বলবে, বটে, "ওরা আমাদেরকে শাস্তির পথে নিয়েছে, শাস্তিতে নিক্ষেপ করেছে। ঠিক আছে, তারাও যেন রক্ষা না পায়। তবে অন্যরা শাস্তিতে পতিত হলে তাদের কি লাভ?

সত্য বাণী পৌঁছিয়ে দেয়াই রাসূলের দায়িত্ব

৩৭. অর্থাৎ অন্ধদেরকে সত্য পথ দেখিয়ে দেওয়া, বধিরদেরকে সত্যের আওয়াজ শুনিয়ে দেওয়া এবং যারা স্পষ্ট গোমরাহী ও ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে বিপথে চলছে তাদেরকে

(٤٤) وَإِنَّهُۥ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْـَٔلُونَ ○

(٤٥) وَسْـَٔلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَآ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ
ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ○

৪৪. এটি তোমার জন্য এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য স্মৃতি হয়ে থাকবে।৩৮ পরবর্তীতে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে।৩৯

৪৫. তোমাদের পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখো, কখনও কি আমি দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে নির্দেশদাতারূপে নির্ধারিত করেছি তার ইবাদত করার জন্য?৪০

অন্ধকার থেকে বের করে সত্যের রাজপথে নিয়ে আসা আপনার ইখতিয়ারাধীন নয়। তা আল্লাহ্ তা'আলার ইখতিয়ারে। তিনি ইচ্ছা করলে আপনার কণ্ঠস্বরে সেই প্রভাব সৃষ্টি করে দিতে পারেন। যাহোক, আপনি এই দুশ্চিন্তায় ভুগবেন না যে, এ সকল লোক সত্য গ্রহণ করছে না কেন, কেন নিজেদের জন্য মন্দ পরিণাম ডেকে আনছে? তাদের বিষয় আল্লাহ্র হাতে ছেড়ে দিন। তিনিই তাদের কর্মের সাজা দিবেন। সেই সাজা প্রদান আপনার ইনতিকালের পরেও হতে পারে। বস্তুত তারা কখনও আমার আয়ত্ত থেকে পালিয়ে যেতে পারবে না। আর আমিও তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়বো না। আপনার কাজ হলো, যে ওহী নাযিল হবে এবং যে নির্দেশ অবতীর্ণ হবে দৃঢ়তার সাথে তাতে স্থির থাকবেন এবং নিজের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। কারণ দুনিয়া যথায় এবং যে পথেই যাক আল্লাহ্র দয়া ও মেহেরবানীতে আপনি সৎপথেই আছেন। সেখান থেকে এক কদম এদিক-সেদিক করার প্রয়োজন নেই এবং প্রবৃত্তির দাস কোন ব্যক্তির কামনা আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাকানোরও দরকার নেই।

কুরআনুল করীম মর্যাদার বাহন

৩৮. অর্থাৎ কুরআন মজীদ আপনার জন্য এবং আপনার সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার বাহন। আল্লাহ্র পবিত্র বাণী এবং সমগ্র দুনিয়ার মুক্তি ও কল্যাণের চিরন্তন কর্মবিধান তাদের ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং তারাই এর প্রথম শ্রোতা ও উদ্দিষ্টরূপে গণ্য হয়েছে। এর চেয়ে বড় সম্মান সৌভাগ্য কী হতে পারে? প্রকৃতই যদি বুদ্ধি-বিবেক থাকে তবে তারা অবশ্যই এই বিরাট নিআমতের কদর করবে, গুরুত্ব দিবে এবং সকলের জন্য অমূল্য উপদেশ এই কুরআন মজীদের নির্দেশ মুতাবিক ন্যায় পথে চলে ইহকালীন ও পরকালীন সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।

৩৯. অর্থাৎ পরবর্তীতে তাদের জিজ্ঞেস করা হবে, তারা এই মহান নিআমতের কতটুকু গুরুত্ব দিয়েছে, এই মর্যাদা ও অনুগ্রহের কতটুকু শোকর আদায় করেছে?

(٤٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰى بِاٰيٰتِنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَا۟ئِهٖ فَقَالَ اِنِّىْ رَسُوْلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

(٤٧) فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِاٰيٰتِنَآ اِذَا هُمْ مِّنْهَا يَضْحَكُوْنَ ○

(٤٨) وَمَا نُرِيْهِمْ مِّنْ اٰيَةٍ اِلَّا هِىَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا ۡ وَاَخَذْنٰهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

৪৬. আমি মূসাকে প্রেরণ করেছি আমার নিদর্শনাদিসহ ফিরআওন ও তার পারিষদবর্গের নিকট। অতএব মূসা বলেছিল, আমি বিশ্ব প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূল।
৪৭. তারপর সে যখন আমার নিদর্শনাদি তাদের নিকট উপস্থিত করলো তখন তারা এসব নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে লাগলো।[৪১]
৪৮. আমি তাদেরকে যে নিদর্শনই দেখাতাম তা হতো পূর্ববর্তী নিদর্শন অপেক্ষা উত্তম।[৪২] আর আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি কষ্ট দিয়ে, যাতে তারা ফিরে আসে।[৪৩]

কোন সত্য ধর্মেই শির্ক অনুমোদিত ছিল না

৪০. অর্থাৎ আপনার পথ সেটিই যা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের ছিল। কোন নবীই শির্ক শিক্ষা দেননি। আর আল্লাহ্ তা'আলাও কোন ধর্মে এটা বৈধ রাখেননি যে তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করা যাবে। পূর্ববর্তী নবীদেরকে জিজ্ঞেস করুন, এর অর্থ হলো যখন তাদের সাথে সাক্ষাত ঘটবে তখন জিজ্ঞেস করবেন (যেমন মিরাজের রাতে সাক্ষাত হয়েছিল)। অথবা এর অর্থ পূর্ববর্তী কিতাবসমূহ থেকে তাদের অবস্থা জেনে নিন। বস্তুত তত্ত্ব তালাশের যে সকল উপায়-উপকরণ আছে সেগুলো যাচাই করলে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার দেওয়া কোন ধর্মে কখনো শির্কের অনুমতি ছিলো না।

৪১. অর্থাৎ মু'জিযাগুলো দেখে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগলো।

৪২. অর্থাৎ আমার কুদরত প্রমাণে এবং মূসার নবুওয়াতের সত্যায়নে একের পর এক মহান থেকে মহানতর নিদর্শন দেখিয়েছিলাম।

৪৩. অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত এমন একটি নিদর্শন প্রেরণ করলাম যার মধ্যে এক ধরনের শাস্তিও ছিল। যেমন সূরা আরাফে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ اٰيٰتٍ مُّفَصَّلٰتٍ ـ

(৪৯) وَقَالُوْا يٰٓاَيُّهَ السّٰحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۚ اِنَّنَا لَمُهْتَدُوْنَ ○

(৫০) فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِذَا هُمْ يَنْكُثُوْنَ ○

(৫১) وَنَادٰى فِرْعَوْنُ فِيْ قَوْمِهٖ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَيْسَ لِيْ مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ
الْاَنْهٰرُ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِيْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○

৪৯. তারা বললো, হে জাদুকর![৪৪] তোমাকে যা শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার ভিত্তিতে আমাদের জন্য আপন প্রতিপালকের নিকট দু'আ করো। আমরা অবশ্যই সৎপথ অবলম্বন করবো।[৪৫]

৫০. তারপর আমি তাদের থেকে যখন দুঃখ প্রত্যাহার করলাম তখনই তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলো।[৪৬]

৫১. ফিরআওন তার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে ঘোষণা জারী করলো, সে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! মিসরের কর্তৃত্ব ও রাজত্ব কি আমার হাতে নয়? আর এই নদীগুলো প্রবাহিত হচ্ছে আমার নীচ দিয়ে। তোমরা কি দেখছো না?[৪৭]

"সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম তুফান, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ, রক্ত প্রভৃতি বহুবিদ নিদর্শন একের পর এক" (সূরা আ'রাফ ঃ ১৩৩)।

এর উদ্দেশ্য ছিল তারা ভয় পেয়ে নিজেদের অপকর্ম থেকে বিরত থাকুক।

৪৪. তাদের ভাষায় আলিম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিকে 'সাহির (ساحر) বলা হতো। কারণ ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করা জাদুতুল্য। এও হতে পারে যে, এই তোষামোদ ও চাটুকারিতার সময় তারা বাহ্যত হযরত মূসা (আ)-কে সম্মানসূচক উপাধিতে ডেকেছে এবং অন্তরের কালিমা ও অপবিত্রতা দ্বারা এই দিকে ইঙ্গিত করেছে, আমরা এখনও তোমাকে কিন্তু নবী বলে স্বীকৃতি দিচ্ছি না, শুধু একজন দক্ষ যাদুকর গণ্য করছি।

৪৫. অর্থাৎ তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রার্থনার যে নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন এবং তোমার সাথে যে অঙ্গীকার করে রেখেছেন তার আলোকে তুমি আমাদের জন্য দু'আ করো, যাতে এই আযাব আমাদের থেকে প্রত্যাহৃত হয়। তোমার দোয়া যদি আমাদের শাস্তি প্রত্যাহৃত হয় তবে আমরা অবশ্য সঠিক পথে এসে যাবো এবং তোমার কথা মেনে নেবো।

৪৬. অর্থাৎ দুঃখ যখন সরে গেলো, বিপদের সময় যখনই শেষ হলো তখনই এক মুহূর্তে তাদের অঙ্গীকার থেকে সরে গেলো। যেন তারা কোন অঙ্গীকারই করেনি।

৪৭. আশপাশের রাজ্যগুলোতে মিসরীয় শাসককে খুব গুরুত্বের সাথে দেখা হতো এবং মিসরের নদ-নদীগুলো সেই খনন করেছিল। খাল কেটে নীল নদের পানি তার বাগানে সরবরাহ করেছিল। সারকথা হলো, এমন মহান অবদান থাকা সত্ত্বেও আমার মত মর্যাদাবান ব্যক্তি কি মূসার ন্যায় সাধারণ মানুষের সম্মুখে মাথা নত করে দিবে?

(৫২) اَمْ اَنَا خَيْرٌ مِّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ مَهِیْنٌ ۙ۬ وَّلَا یَكَادُ یُبِیْنُ ○

(৫৩) فَلَوْلَاۤ اُلْقِیَ عَلَیْهِ اَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ جَآءَ مَعَهُ الْمَلٰٓىِٕكَةُ مُقْتَرِنِیْنَ ○

(৫৪) فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهٗ فَاَطَاعُوْهُ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِیْنَ ○

(৫৫) فَلَمَّاۤ اٰسَفُوْنَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنٰهُمْ اَجْمَعِیْنَ ۙ○

৫২. আচ্ছা! আমি তো সেই হীন ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ যে স্পষ্টভাবে কথা বলতে পারে না।[৪৮]

৫৩. তার প্রতি স্বর্ণের কংকন প্রেরিত হলো না কেন অথবা তার সাথে সুসজ্জিত ফেরেশতা দল এলো না কেন?[৪৯]

৫৪ সে তার সম্প্রদায়ের বুদ্ধি-বিবেক নষ্ট করে দিয়েছে, ফলে তারা তার কথা গ্রহণ করেছে। নিশ্চয় তারা ছিল অবাধ্য সম্প্রদায়।[৫০]

৫৫. তারা যখন আমাকে বিক্ষুব্ধ করে তুললো,[৫১] তখন আমি তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং তাদের সকলকে নিমজ্জিত করলাম।

---

৪৮. অর্থাৎ মূসা (আ)-এর না আছে অর্থকড়ি, না আছে সম্মান ও রাজত্ব, না আছে কোন বাহ্যিক শৌর্যবীর্য। এমনকি কথা বলার সময়ে সে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতে পারে না।

৪৯. তারা বলে যে, ফেরেশতাগণ হীরা-পান্নার কংকন পরিধান করে। যে রাজা-বাদশাহ উযীর নাজিরের প্রতি তারা সন্তুষ্ট হয় তাদেরকে স্বর্ণের কংকন পরিধান করায় এবং সুসজ্জিত হয়ে সারিবদ্ধ হয়ে তাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়। এই বক্তব্যে ফিরআওনীদের উদ্দেশ্য এই, কাউকে সম্মান প্রদর্শন করতে হলে আমরা এভাবে সম্মান প্রদর্শন করি। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যাকে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করবেন তার হাতে স্বর্ণের কংকন ও ফেরেশতাদের সমাবেশ নাই কেন?

মূর্খের দল কথার ফুলঝুরিতে বিভ্রান্ত হয়

৫০. অর্থাৎ তার প্রজ্ঞাহীন ধূর্ত বক্তব্য দ্বারা তাদেরকে বোকা বানিয়ে দিলো। ওইসব মূর্খের দল সেই বোকার কথা মানতে লাগলো। মূলত তাদের প্রকৃতি ও স্বভাবের মধ্যে আল্লাহ্‌র নাফরমানীর প্রবণতা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। ফিরআওনের প্ররোচনায় তা চাঙ্গা হলো মাত্র। তন্দ্রায় যারা ঢলে পড়ছিল তারা এখন ঠেলে ফেলে দেয়ার অজুহাত পেয়ে গেলো।

৫১. অর্থাৎ তারা এমন কাজ করেছে যার প্রেক্ষিতে তাদের উপর আল্লাহ্‌র গযব নাযিল হয়।

(٥٦) فَجَعَلْنٰهُمْ سَلَفًا وَّمَثَلًا لِّلْاٰخِرِيْنَ ۝

(٥٧) وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۝

(٥٨) وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ۭ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ۭ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ ۝

৫৬. তারপর আমি তাদেরকে পরবর্তীদের জন্য অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত করে রাখলাম।৫২

৫৭. যখন মারয়াম-তনয়ের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হলো তখন তোমার সম্প্রদায় তা নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিলো।

৫৮. তারা বললো, আমাদের উপাস্য উত্তম না সে?৫৩ তোমার সম্মুখে তারা যে উদাহরণ পেশ করে তা শুধু বিবাদ ও বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পেশ করে। তারা বরং ঝগড়াটে লোক।

---

৫২. অর্থাৎ তাদের ঘটনা ও ইতিহাস পরবর্তী লোকদের নিকট আলোচিত হয় একটি সাবধান বাণী ও সতর্কতামূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে।

সরল বক্তব্যে দোষ অন্বেষন বাতিলপন্থীদের চিরাচরিত অভ্যাস

৫৩. যখনই হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে কোন আলোচনা হতো তখনই মুশরিকরা শোরগোল ও হৈ চৈ করতো। এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) একদা اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ "তোমার এবং আল্লাহ্‌র পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত কর সেগুলো তো জাহান্নামের ইন্ধন" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৯৮) আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। তখন মুশরিকরা বলতে লাগলো, খৃস্টান সম্প্রদায় তো হযরত ঈসা (আ)-এর উপাসনা করে। এখন বলো দেখি, আমাদের উপাস্যগুলো উত্তম না ঈসা উত্তম? এটা সবার জানা যে, তোমরা হযরত ঈসা (আ)-কেই উত্তম বলবে। অতএব সেই ঈসা (আ)-ই যখন উপরোক্ত আয়াতের ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত হলেন অর্থাৎ তোমাদের ভাষায় জাহান্নামে যাবেন (নাঊযুবিল্লাহ্) তখন আমাদের উপাস্যগুলোর অবস্থাও তাই হবে।

অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, একদা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন, لَيْسَ اَحَدٌ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فِيْهِ خَيْرٌ (আল্লাহ্ ব্যতীত যার ইবাদত করা হয়, তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই)। তখন মুশরিকরা চীৎকার জুড়ে দিলো যে, তাহলে হযরত ঈসা (আ)-এর মধ্যেও কি কল্যাণ নেই? অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর এই বক্তব্য প্রযোজ্য ছিল সেই সকল তথাকথিত উপাস্যের ক্ষেত্রে মানুষ যাদের পূজা করতো অথচ সেগুলো তাদেরকে নিবৃত্ত করতো না কিংবা তাদের এই অপকর্মে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতো না। কিন্তু

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَٰهُ مَثَلًا لِّبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ۝ (৫৯)

৫৯. সে তো এক বান্দা-ই বটে, আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করেছি এবং তাকে আদর্শরূপে দাঁড় করিয়েছি বনী ইসরাঈলের জন্য।৫৪

এই সকল ঝগড়াটে লোকদের উদ্দেশ্য তো যে কোন ইস্যু নিয়ে যে কোন ছুতো ধরে ঝগড়া সৃষ্টি ও সত্যের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা। তাই তারা জেনে শুনে অপব্যাখ্যা করছে, এমন ব্যাখ্যা করছে যা বক্তার উদ্দেশ্যের বিপরীত। কখনো কখনো তারা বলতো, হাঁ ঠিক আছে আমরা বুঝেছি যে, খৃষ্টানরা যেমন হযরত ঈসা (আ)-এর উপাসনা করে আমরাও যেন তেমন করে আপনার উপাসনা করি, আপনি তাই কামনা করছেন। হয়ত তারা এও বলে থাকবে যে, খোদ কুরআনে হযরত ঈসা (আ) প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

"আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করলেন তারপর বললেন "হও" ফলে সে হয়ে গেলো" (সূরা আল-ইমরান ঃ ৫৯)।

এখন দেখো আমাদের উপাস্যগুলো উত্তম না হযরত ঈসা (আ)? তাঁকে কেন সুনাম ও কল্যাণের সাথে উল্লেখ করো, আর আমাদের উপাস্যগুলোকে মন্দ বলো? আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন তারা আরও কত কি বলে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে এর উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

৫৪. অর্থাৎ হঠাৎ কোন একটি বিষয়ে তারা ঝগড়া সৃষ্টি করলো তা নয়, বরং তাদের স্বভাবই ঝগড়াটে। সরল ও স্বচ্ছ কথা কখনও তাদের মাথায় ঢোকে না, কিন্তু অর্থহীন বাক-বিতণ্ডা ও অসার তর্ক-বিতর্ক চালিয়ে যেতে খুব পটু। দেখুন দেখি, কোথায় ওই শয়তানের দল যারা মানুষকে নিজেদের উপাসনায় নিয়োজিত করে এবং তাতে সন্তুষ্ট হয় কিংবা সেই পাথরের প্রাণহীন মূর্তি যা কাউকে কুফরী ও শির্ক থেকে মোটেই নিবৃত্ত রাখতে পারে না, আর কোথায় আল্লাহ্র সেই মকবূল ও পসন্দনীয় বান্দা হযরত ঈসা (আ)? আল্লাহ্ তা'আলা তো তাঁর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন এবং বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য তাঁকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি নিজেই আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে এদিকে আহ্বান করতেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁর ইবাদত করো, এটিই সরল পথ" (সূরা আল-ইমরান ঃ ৫১)।

আচ্ছা আল্লাহ্র এই মর্যাদাবান বান্দাকে কি নাঊযুবিল্লাহ্ "জাহান্নামের ইন্ধন" কিংবা কল্যাণহীন সৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত বলা যায়? কিংবা পাথরের মূর্তিগুলোকে কি তাঁর সমমর্যাদাসম্পন্ন বলা যায়? স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন মজীদ কোন বান্দাকেই উপাস্যের মর্যাদা দেয়নি বরং কুরআনের পূর্ণ সংগ্রামই ঐ মতবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু

(٦٠) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَٰٓئِكَةً فِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ○

(٦١) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ○

(٦٢) وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَٰنُ ۖ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ○

(٦٣) وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم
بَعْضَ الَّذِى تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ○

৬০. আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্যে থেকে ফেরেশতা সৃষ্টি করতাম, যারা তোমাদের পরিবর্তে পৃথিবীতে বসবাস করতো।[৫৫]
৬১. এবং সে (ঈসা) হলো কিয়ামতের নিশ্চিত নিদর্শন।[৫৬] সুতরাং তোমরা তাতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমার কথা মেনে চলো, এটি একটি সরল পথ।
৬২. শয়তান যেন তোমাদেরকে প্রতিরোধ না করে। সে তোমাদের স্পষ্ট শত্রু।[৫৭]
৬৩. নিদর্শনাদি নিয়ে ঈসা যখন এলো তখন সে বললো, আমি সুদৃঢ় বাণী ও বিষয়সমূহ তোমাদের নিকট নিয়ে এসেছি[৫৮] এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছো তা বলে দেয়ার জন্য।[৫৯] সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং আমার কথা মানো।

কখনো এটা হতে পারে না যে, শুধু কতক মূর্খ ও বোকা মানুষের উপাস্য প্রভু বানিয়ে অজুহাতে একজন নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দাকে পাথর ও মন্দ লোকদের সমান গণ্য করা হবে।

৫৫. হযরত ঈসা (আ)-এর মধ্যে ফেরেশতাদের কিছু নমুনা ও আদর্শ ছিল বটে (যেমন সূরা মাইদা, আল ইমরান ও সূরা কাহ্‌ফের পাদটীকায় আলোচনা হয়েছে)। কিন্তু এতটুকুতে কোন মানুষ উপাস্য হয়ে যেতে পারে না। আমি যদি ইচ্ছা করি তবে তোমাদের বংশধরদের মধ্যে এইরূপ গুণসম্পন্ন লোক সৃষ্টি করে দিতে পারি। অথবা আমি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে ফেরেশতা এনে পৃথিবী আবাদ করাতে পারি। আমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশালী।

৫৬. অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ)-এর প্রথমবার আগমন ছিল শুধু বনী ইসরাঈলের জন্য বিরাট নিদর্শন। যেমন তিনি পিতা ছাড়া জন্মগ্রহণ করেছেন এবং বিস্ময়কর মু'জিযাসমূহ দেখিয়েছেন। তাঁর দ্বিতীয়বার আগমন হবে কিয়ামতের নিদর্শনস্বরূপ। তখন তিনি নেমে এলে মানুষ বুঝে নিবে যে, কিয়ামত সন্নিকট।

৫৭. অর্থাৎ কিয়ামতের আগমনে সন্দেহ করো না। ঈমান ও তাওহীদের যে পথ আমি বলে দিচ্ছি সেই পথে এসে যাও। তোমাদের চিরশত্রু শয়তান তোমাদেরকে এই পথ থেকে যেন বিরত রাখতে না পারে।

৫৮. অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণপূর্ণ সুদৃঢ় বর্ণনাসমূহ!

৫৯. অর্থাৎ ধর্মীয় বিষয়সমূহ অথবা এমন কতক বস্তু মূসা (আ)-এর ধর্মে যেগুলো নিষিদ্ধ ছিল। আমি সেগুলো হালাল হওয়ার ঘোষণা দিবো। যেমন কুরআন মজীদের

(٦٤) اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّیْ وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ؕ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝
(٦٥) فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَیْنِهِمْ ۚ فَوَیْلٌ لِّلَّذِیْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ یَوْمٍ اَلِیْمٍ ۝
(٦٦) هَلْ یَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِیَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ۝

৬৪. নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার পালনকর্তা ও তোমাদের পালনকর্তা। অতএব তোমরা তাঁরই ইবাদত করো। এটি হলো সরল পথ।[৬০]

৬৫. তারপর তাদের মধ্য থেকে বিভিন্ন দল মতভেদ সৃষ্টি করলো।[৬১] সুতরাং জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক দিবসের আযাবের দুর্ভোগ।

৬৬. তারা কিয়ামতের অপেক্ষায় আছে, সেটি তাদের নিকট আসবে হঠাৎ তারা জানবেও না।[৬২]

বর্ণনা وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِیْ حُرِّمَ عَلَیْكُمْ "এবং তোমাদের জন্য যা হারাম করা হয়েছে তার কতক হালাল করার জন্য" (সূরা আল ইমরান ঃ ৫০)।

হযরত ঈসা (আ)-এর স্পষ্ট শিক্ষা

৬০. এই হলো হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা। দেখুন তো কেমন পরিষ্কারভাবে তিনি এক আল্লাহ্র প্রভুত্ব ও উপাস্য হওয়ার বাণী প্রচার করেছেন। এই তাওহীদ বা একত্ববাদ, তাকওয়া এবং রাসূলের অনুসরণকে তিনি সরল পথ বলে ঘোষণা দিলেন।

হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের ভ্রান্ত মতবাদে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেল

৬১. অর্থাৎ মানুষের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হলো। ইয়াহূদিগণ হযরত ঈসা (আ)-কে পরিপূর্ণভাবে অস্বীকার করে বসলো, আর খৃস্টানগণ তাঁকে নবীরূপে মেনে নিল। পরবর্তীতে খৃস্টানগণও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে গেলো। কেউ হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র বলতে লাগলো। আবার কেউ বলতে লাগলো তিনি তিন খোদার একজন। আরো অনেক দল অনেক মন্তব্য করলো, হযরত ঈসা (আ)-এর মূল শিক্ষার উপর আর কেউই টিকে থাকলো না

৬২. এমনতর স্পষ্ট বর্ণনাদি ও খোলামেলা বিষয়াদি হওয়া সত্ত্বেও যারা তা মানছে না তারা কিসের অপেক্ষায় আছে? তাদের অবস্থা ও কর্মকাণ্ড দেখে এতটুকু বলা যায় যে তাদের ধারণা হলো এ মুহূর্তে কিয়ামত অনুষ্ঠিত হয়ে যাক, আমরা সবকিছু মেনে নিবো। অথচ তখন মেনে নিলে তো কোন লাভ হবে না।

(٦٧) اَلْاَخِلَّاۤءُ يَوْمَئِذٍۭ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ ۟ۚ

(٦٨) يٰعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَاۤ اَنْتُمْ تَحْزَنُوْنَ ۟ۚ

(٦٩) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاٰيٰتِنَا وَكَانُوْا مُسْلِمِيْنَ ۟ۚ

(٧٠) اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ اَنْتُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُوْنَ ۝

(٧١) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَّاَكْوَابٍ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ
الْاَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۟ۚ

৬৭. যত বন্ধু-বান্ধব সবাই সেদিন পরস্পর শত্রুতে পরিণত হবে, তবে মুত্তাকীদের ব্যাপার ভিন্ন।[৬৩]

৬৮. হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের জন্য কোন ভয় নেই, আর তোমরা দুঃখিতও হবে না।[৬৪]

৬৯. যারা ঈমান এনেছে এবং অনুগত থেকেছে।[৬৫]

৭০. তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ জান্নাতে চলে যাও, তোমাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

৭১. তাদের জন্য পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালাসমূহ ও পানপাত্র[৬৬] এবং সেখানে রয়েছে মন যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয় তার সবই।[৬৭] তোমরা তথায় চিরদিন অবস্থান করবে।

কিয়ামত দিবসে বন্ধু পরিণত হবে শত্রুতে

৬৩. সে দিন এক বন্ধু থেকে অপর বন্ধু পালিয়ে বেড়াবে। না জানি ওর কারণে আমাকেও পাকড়াও করা হয়। দুনিয়ার সকল বন্ধুত্ব ও সখ্যতা তখন বিচ্ছিন্ন হবে। মানুষ তখন অপেক্ষা করবে, হায়! অমুক মন্দ লোককে কেন আমি গ্রহণ করেছিলাম বন্ধুরূপে ? তার প্ররোচনায় আজ আমাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে। প্রাণাধিক বন্ধুও তখন অপর বন্ধুর মুখ দেখতে চাইবে না। অবশ্য যাদের মহব্বত ও বন্ধুত্ব ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য, আল্লাহ্‌র প্রতি তাকওয়ার ভিত্তিতে যাদের বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেদিন তাদের বন্ধুত্ব অবশ্যই কাজে আসবে, কল্যাণ বয়ে আনবে।

৬৪. অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য কোন আশংকা নেই, অতীতের জন্য কোন দুঃখ নেই।

৬৫. অর্থাৎ অন্তরে তা বিশ্বাস করেছে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে তাঁর নির্দেশাবলী পালন করেছে। এ থেকে ঈমান ও ইসলাম শব্দদ্বয়ের মধ্যকার অর্থগত পার্থক্য বুঝা যায়। "হাদীসে জিবরাঈল" নামক হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

৬৬. অর্থাৎ বেহেশতের খিদমতগার বালকগণ তা পরিবেশন করবে।

(৭২) وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِيْٓ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

(৭৩) لَكُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ كَثِيْرَةٌ مِّنْهَا تَاْكُلُوْنَ ○

(৭৪) اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ عَذَابِ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○

(৭৫) لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيْهِ مُبْلِسُوْنَ ○

(৭৬) وَمَا ظَلَمْنٰهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوْا هُمُ الظّٰلِمِيْنَ ○

৭২. এই যে জান্নাত তোমরা যার উত্তরাধিকারী হচ্ছো তা তোমাদের কর্মের প্রতিদান।[৬৮]

৭৩. তোমাদের জন্যে তথায় রয়েছে প্রচুর ফলমূল। তোমরা তা আহার করতে থাকো।[৬৯]

৭৪. নিশ্চয় যারা গুনাহ্গার তারা চিরদিন জাহান্নামের আযাবে অবস্থান করবে।

৭৫. তাদের থেকে আযাব লাঘব করা হবে না এবং তারা হতাশ হয়ে তাতেই পড়ে থাকবে।[৭০]

৭৬. আমি তাদের প্রতি জুলুম করিনি, বরং তারাই ছিল জালিম।[৭১]

আল্লাহ্র দীদার শ্রেষ্ঠতম নিআমত

৬৭. যে সকল নিআমত দেখে চক্ষু জুড়াবে নয়ন তৃপ্ত হবে তার মধ্যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার দীদার বা দর্শন (আপন অনুগ্রহে আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁর দীদার নসীব করুন)।

বেহেশত ঈমানদারদের পৈত্রিক নিবাস

৬৮. অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও তোমাদের সৎকর্মের ফলে তোমাদের পিতা আদম (আ)-এর বাসস্থান বেহেশত উত্তরাধিকার সূত্রে এখন তোমরা পেয়ে গেলে।

৬৯. অর্থাৎ এখানে শুধু ফল তুলে তুলে তারা আহার করবে।

৭০. অর্থাৎ শাস্তি কখনো স্থগিত থাকবে না কিংবা হালকা করা হবে না। দোযখীরা শেষ পর্যন্ত নিরাশ হয়ে যাবে যে, বের হওয়ার আর কোন উপায় নেই।

৭১. তাদের দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দ, কল্যাণকর-অকল্যাণকর সকল দিক আমি বুঝিয়ে দিয়েছি। নবী-রাসূল প্রেরণ করে সকল ওজর-আপত্তির সুযোগ রহিত দিয়েছি। গ্রহণযোগ্য ওজর-আপত্তির কোন অবকাশ রাখিনি। এতদ্সত্ত্বেও যখন তারা মানেনি, সীমালঙ্ঘন থেকে নিবৃত হয়নি তখন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া "জুলুম" এমন কে বলতে পারে?

(৭৭) وَنَادَوْا يٰمٰلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ؕ قَالَ اِنَّكُمْ مّٰكِثُوْنَ ۝

(৭৮) لَقَدْ جِئْنٰكُمْ بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كٰرِهُوْنَ ۝

(৭৯) اَمْ اَبْرَمُوْٓا اَمْرًا فَاِنَّا مُبْرِمُوْنَ ۝ۚ

৭৭. তারা ডেকে বলবে, হে মালিক! আপনার প্রভুকে বলুন আমাদের বিচার শেষ করে দিতে।[৭২] সে বলবে, তোমাদেরকে চিরদিন এখানে থাকতে হবে।[৭৩]

৭৮. আমি তোমাদের নিকট সত্য ধর্ম পৌঁছিয়েছি কিন্তু তোমরা অধিকাংশই সত্যকে অপসন্দ করতে।[৭৪]

৭৯. তারা কি কোন ব্যবস্থা চূড়ান্ত করেছে? তাহলে আমিও এক ব্যবস্থা চূড়ান্ত করবো।[৭৫]

দোযখের প্রধান প্রহরী মালিক

৭২. মালিক হলো দোযখের প্রধান ফেরেশতার নাম। দোযখীরা তাকে ডেকে বলবে আমাদের অবস্থা তো বড়োই করুণ মরতেও পারছি না, মুক্তিও পাচ্ছি না। আপনার প্রভুকে ডেকে বলুন একটি ভয়ানক আযাব নাযিল করে আমাদেরকে যেন শেষ করে দেন। তারা যেন মুক্তির ব্যাপারে নিরাশ হয়ে মৃত্যু কামনা করবে।

৭৩. অর্থাৎ হৈ চৈ, চীৎকার ও কান্নাকাটি করলে কোন লাভ হবে না। চিরদিন তোমাদের এ অবস্থায় থাকতে হবে। বর্ণিত আছে যে, দোযখীরা এক হাজার বছর পর্যন্ত ডাকাডাকি ও কান্নাকাটি করার পর প্রহরী মালেক এই উত্তর দিবে।

৭৪. অর্থাৎ এই শাস্তি এজন্য যে, তোমাদের অধিকাংশ লোক সত্য বর্জন করেছিল (এবং বহু লোক অন্ধের ন্যায় সত্যের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল)।

ইসলাম বিদ্বেষীদের ষড়যন্ত্র অবশ্যই ব্যর্থ হবে

৭৫. আরবের কাফিররা নবী করীম (সা)-এর বিরুদ্ধে বহু চক্রান্ত ও ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতো। কিন্তু আল্লাহ্‌র অদৃশ্য পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা তাদের সকল পরিকল্পনাকে ধূলিসাৎ করে দিত। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "কাফিররা একত্র হয়ে পরামর্শ করে বলেছিল, আমাদের নিজেদের গাফিলতি ও অলসতার কারণে এই নবী এতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে। ভবিষ্যতে কেউ যদি দীন গ্রহণ করে তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ তাকে মেরে পিটিয়ে ঐ পথ থেকে ফিরিয়ে আনবে। আর বহিরাগত কোন লোক এই শহরে প্রবেশ করলে তাকে বলে দিতে হবে, "এই ব্যক্তির (রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর) নিকট যেন সে না যায়"। তারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। আল্লাহ্ তা'আলা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, ঐ কাফির-মুশরিকের দলকে বেইজ্জত ও অপমানিত করবেন এবং তাঁর দীন ও নবীকে উচ্চাসন, উন্নতি ও বিজয় দান করবেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্তেরই বিজয় হয়েছে।

(٨٠) اَمۡ يَحۡسَبُوۡنَ اَنَّا لَا نَسۡمَعُ سِرَّهُمۡ وَ نَجۡوٰىهُمۡ ؕ بَلٰى وَ رُسُلُنَا لَدَيۡهِمۡ يَكۡتُبُوۡنَ ۝

(٨١) قُلۡ اِنۡ كَانَ لِلرَّحۡمٰنِ وَلَدٌ ۖ فَاَنَا اَوَّلُ الۡعٰبِدِيۡنَ ۝

(٨٢) سُبۡحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ رَبِّ الۡعَرۡشِ عَمَّا يَصِفُوۡنَ ۝

৮০. তারা কি মনে করেছে যে, আমি তাদের গোপন রহস্য এবং পরামর্শ সম্পর্কে অবগত নই? হাঁ, অবশ্যই আমি অবগত আছি, আর আমার প্রতিনিধিগণ তাদের নিকট অবস্থান করে লিখে নিচ্ছে।[৭৬]

৮১. তুমি বলো, যদি দয়াময় আল্লাহ্‌র সন্তান-সন্ততি থাকতো তবে আমিই সর্বপ্রথম তাদের উপাসনাকারী হতাম।[৭৭]

৮২. আকাশরাজি ও পৃথিবীর প্রতিপালক আরশের পালনকর্তা প্রভু পবিত্র ও মহান তারা যা বলে তা থেকে।[৭৮]

---

৭৬. অর্থাৎ তাদের মনের কথা আমি জানি এবং তাদের গোপন পরামর্শ আমি শুনি। রাজত্ব পরিচালনার রীতি মুতাবিক আমার ফেরেশতাগণ (কিরামান কাতিবীন) তাদের সকল কাজকর্ম লিপিবদ্ধ করেছ। এই সব রেকর্ডপত্র কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে।

৭৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জন্য পুত্র ও কন্যা নির্ধারণ করার চেয়ে জঘন্য জুলুম আর কী হতে পারে ? আপনি বলে দিন, যা কখনো হবার নয় তবুও যদি ধরে নেয়া হয় যে, আল্লাহ্‌র সন্তান আছে তবে আমিই হবো সেগুলোর সর্বপ্রথম উপাসনাকারী। কারণ আল্লাহ্‌র ইবাদত করার ক্ষেত্রে দুনিয়তে আমিই সবচেয়ে অগ্রণী। আল্লাহ্‌র সাথে যার সম্পর্ক যতটুকু তাঁর সন্তানদের সাথেও ততটুকু থাকা উচিত হবে। তারপর আমিই সর্বপ্রথম ইবাদতকারী হওয়ার দাবীদার হওয়া সত্ত্বেও কাউকে আল্লাহ্‌র সন্তান বলে স্বীকার করছি না। তাহলে তোমরা আল্লাহ্‌র কোন হক আদায়কারী হয়েছ যে, সন্তান না থাকা সত্ত্বেও তাঁর সন্তান স্বীকার করছো এবং সেগুলোর অধিকার সচেতনতা দাবী করছো?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কতক তাফসীরকার আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, যদি তোমাদের বিশ্বাসে আল্লাহ্‌র সন্তান থাকার কোন ধারণা থেকে থাকে, তবে মনে রেখো তোমাদের বিপরীতে আমি সেই এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করি যিনি ছেলে মেয়ে ও নাতি-নাতিনী থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। কেউ কেউ আবিদ (عابد) শব্দের অর্থ জাহিদ (جاحد) বলেছেন। অর্থাৎ তখন সেই নষ্ট বিশ্বাসের প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী ও প্রতিরোধকারী হবো আমি।

কতক তাফসীরকারের মতে আয়াতের اِنْ শব্দটি নেতিবাচক। অর্থাৎ দয়াময়, দয়ালু আল্লাহ্‌র কোন সন্তান নেই। তবে এটি তেমন শক্তিশালী ব্যাখ্যা নয়, অন্যান্য ব্যাখ্যারও অবকাশ আছে। এখানে বিস্তারিত বর্ণনার স্থান নেই।

৭৮. অর্থাৎ এই সকল বিষয় তারা যেগুলোকে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করছে, যেমন সন্তান-সন্ততি থাকা, ইত্যাদি, এসকল মন্দ বক্তব্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র।

(٨٣) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ۝

(٨٤) وَهُوَ الَّذِىْ فِى السَّمَآءِ اِلٰهٌ وَّفِى الْاَرْضِ اِلٰهٌ ؕ وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْعَلِيْمُ ۝

(٨٥) وَتَبٰرَكَ الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَعِنْدَهٗ عِلْمُ
السَّاعَةِ ۚ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝

(٨٦) وَلَا يَمْلِكُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

৮৩. তুমি তাদের ত্যাগ করো, যে দিবসের প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তার সাক্ষাত না পাওয়া পর্যন্ত তারা গালগল্প ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকুক।[৭৯]

৮৪. তিনিই যাঁর ইবাদত হয় আকাশে এবং যাঁর ইবাদত হয় পৃথিবীতে। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত।[৮০]

৮৫. তিনি বড়োই বরকতময়, তাঁরই রাজত্ব ও কর্তৃত্ব আকাশে ও পৃথিবীতে এবং এতদুভয়ের মধ্যখানে যা আছে তাতে। কিয়ামতের অবগতি তাঁর নিকটই[৮১] এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।[৮২]

৮৬. তিনি ব্যতীত তারা যেগুলোর পূজা করে সেগুলো সুপারিশ করার অধিকার রাখে না, তবে যারা সত্য সাক্ষ্য দিয়েছে এবং যাদের অবগতি ছিল।[৮৩]

তাঁর সত্তার মধ্যে এমন কোন অবকাশ নেই যে, তিনি (নাঊযুবিল্লাহ্) কারো পিতা কিংবা পুত্র হবেন।

৭৯. অর্থাৎ গাফিলতি ও মূর্খতার নেশায় যা বকবক করছে সেরূপ বকবক করতে দাও। আর কয়টি দিন তারা দুনিয়া ভোগবিলাস করুক। শেষ পর্যন্ত ঐ প্রতিশ্রুত দিবস আসবেই। তখন একে একে সকল বেয়াদবি ও মন্দ কর্মের শাস্তির মজা ভোগ করবে।

৮০. আকাশ জগতের ফেরেশতাকুল, চন্দ্র ও সূর্য কিছুই উপাস্য হওয়ার যোগ্য নয়। তদ্রূপ পৃথিবীতেও দেবদেবী ও মূর্তি-প্রতিমা কিছুই উপাস্য হতে পারে না। আকাশের সকল অধিবাসী এবং পৃথিবীর সকল অধিবাসীর মাবূদ এক আল্লাহ্। আরশ থেকে ফারশ (পৃথিবী) পর্যন্ত সব কিছুর তিনিই মালিক এবং সমগ্র জগতে তাঁর জ্ঞান ও ইখতিয়ার কার্যকর।

৮১. অর্থাৎ কিয়ামত কখন আসবে সেই অবগতির মালিক একমাত্র তিনিই।

৮২. অর্থাৎ সেখানে পৌঁছে সকলের পাপ-পুণ্যের হিসাব হবে।

৮৩. অর্থাৎ তারা এতটুকু সুপারিশ করতে পারবে যে, তাদের জানা মতে যারা ইসলামের কালিমা উচ্চারণ করেছে তাদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে যে, এরা কালিমা পাঠ

(৮৭) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ۝
(৮৮) وَقِيْلِهٖ يٰرَبِّ اِنَّ هٰۤؤُلَاۤءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ۝
(৮৯) فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلٰمٌ ۭ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

৮৭. তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। অতঃপর কোথায় ফিরে যাচ্ছো ?[৮৪]

৮৮. রাসূলের এই উক্তির শপথ! "হে আমার প্রতিপালক! এই সকল লোক ঈমান আনছে না।[৮৫]

৮৯. সুতরাং তুমি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং বলো, "সালাম"।[৮৬] অচিরেই তারা জানতে পারবে।[৮৭]

করেছে। যারা ইসলামের কালিমা পাঠ করেনি অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের জন্য এক অক্ষরও সুপারিশ করতে পারবে না। আর এতটুকু সুপারিশও শুধু তারা করতে পারবে যারা সত্য জানে এবং সত্য মানে। অন্য কারো সুপারিশ করার অনুমতি নেই।

৮৪. অর্থাৎ সৃজনকারী যখন এক আল্লাহ্ তখন ইবাদত পাওয়ার যোগ্য অন্য কেউ কেমন করে হয়? ইবাদত অর্থ চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় প্রকাশ করা। সুতরাং এই ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তিনিই যিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্যের অধিকারী। অদ্ভুতকাণ্ড যে, তারা ভূমিকাটি স্বীকার করে উপসংহারটি অস্বীকার করে।

৮৫. অর্থাৎ নবী (সা)-এর এই বক্তব্য সম্পর্কেও আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন। তাঁর এই নিষ্ঠাপূর্ণ নিবেদন এবং বেদনা-বিধুর মিনতির শপথ করে আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাঁকে সাহায্য করবেন এবং আপন রহমতের দ্বারা তাঁকে সাহায্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী করবেন।

৮৬. অর্থাৎ আপনি এত পেরেশান হবেন না তাদের পিছনে পিছনে ঘুরবেন না। বাণী পৌঁছানোর দায়িত্ব শেষ করে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং বলে দিন, ঠিক আছে, যদি না-ই মানো তবে আমার ছালাম লও, বিদায়।

৮৭. অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত তারা বুঝতে পারবে কোন ভুলের মধ্যে ডুবেছিল। কিছুটা তো দুনিয়াতেও বুঝতে পারছে, পুরোপুরি বুঝতে পারবে আখিরাতে।

সূরা দুখান

৫৯ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) حٰمٓ ۚ

(٢) وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۙ

(٣) اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ○

১. হা-মীম।
২. শপথ এই সুস্পষ্ট কিতাবের।
৩. আমি এটি নাযিল করেছি এক বরকতময় রাতে।[১] নিশ্চয় আমি সতর্ককারী।[২]

বরকতময় রাত হলো শবে কদর

১. বরকতময় রাত হলো শবে কদর। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ "আমি এটি অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে" (সূরা কদর ঃ ১)। এ রাত রমযান মাসের মধ্যে। شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ "রমযান মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছে" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)। এই রাতে কুরআন করীম লাওহে মাহফূয থেকে দুনিয়ার আকাশে অবতীর্ণ হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ২৩ বছরের নবুওয়াতী জীবনে পর্যায়ক্রমে তাঁর উপর তা নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপর কুরআন নাযিলের সূচনা হয়েছিল কদরের রাতেই।

২. অর্থাৎ হামেশা বাণী শুনানো আমার রীতি। তদানুসারে এই কুরআন নাযিল করেছি।

(٤) فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝

(٥) أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۝

(٦) رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

(٧) رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۘ إِنْ كُنْتُمْ مُّوقِنِينَ ۝

(٨) لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ ۚ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْأَوَّلِينَ ۝

৪. এ রাতেই পৃথক হয় যাচাইকৃত প্রতিটি বিষয়,
৫. আমার পক্ষ থেকে নির্দেশক্রমে।[৩] আমি প্রেরণকারী,[৪]
৬. তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।[৫]
৭. তিনি আকাশরাজি, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক যদি তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস থাকে।[৬]
৮. তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিপালক।[৭]

শবে কদর (ভাগ্য রজনী)

৩. অর্থাৎ সারা বছরের কর্ম ও তাকদীরের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও অলংঘনীয় ফায়সালা সেই মহা রাত্রিতে লাওহে মাহফূয থেকে স্থানান্তরিত হয়ে সৃষ্টি জগতের সংশ্লিষ্ট স্থানে স্থানে নিয়োজিত ফেরেশতাদের নিকট প্রদত্ত হয়। কতক হাদীছ থেকে জানা যায় যে, এই রাত্রি হলো শাবান মাসের পঞ্চদশ রাত্রি যেটিকে শবে বরাত বলা হয়। এমনও হতে পারে যে, শবে বরাতে এর সূচনা হয়ে শবে কদরে গিয়ে তা পূর্ণতা লাভ করে।

৪. অর্থাৎ আমি ফেরেশতাদেরকে সেই সকল কাজকর্মে প্রেরণ করি যা তাদের জন্য উপযুক্ত। অতএব জিবরাঈল (আ)-কে কুরআন সহকারে প্রেরণ করেছি হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট।

৫. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের সকল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের আহ্বান শুনেন। তাই তিনি যথাসময়ে অনিবার্য প্রয়োজন অনুযায়ী শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-কে কুরআন সহকারে সর্বশ্রেষ্ঠ রহমতস্বরূপ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

৬. অর্থাৎ কোন কিছুর প্রতি ঈমান আনার যোগ্যতা যদি তোমাদের মধ্যে থাকে তবে মনে রেখো, ঈমান আনার সর্বপ্রথম বিষয় হলো আল্লাহ্ তা'আলার প্রভুত্ব ও সকলের মালিক হওয়ার প্রতি ঈমান আনয়ন করা। প্রতিটি অণু- পরমাণু ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তুতে আল্লাহ্‌র প্রভুত্ব ও মালিকানার নিদর্শনাদি দিবালোকের চেয়ে অধিক স্পষ্ট।

৭. অর্থাৎ যাঁর হাতে জীবন-মরণ এবং অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের রশি, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

(৯) بَلْ هُمْ فِيْ شَكٍّ يَّلْعَبُوْنَ ○

(১০) فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ ○

(১১) يَّغْشَى النَّاسَ ؕ هٰذَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৯. তারা বরং সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়ে খেলাধুলায় মগ্ন রয়েছে।[৮]
১০. সুতরাং সেদিনের অপেক্ষায় থাকো যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে,
১১ যা মানুষকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। এটি মর্মন্তুদ শাস্তি।[৯]

সবাই যার লালন-পালনের অধীন, তিনি ব্যতীত অন্য কারো দাসত্ব কি বৈধ ? এটি এমন একটি স্পষ্ট বিষয় যার মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

৮. অর্থাৎ এ সকল দলীল-প্রমাণ ও নিদর্শনাদির দাবী তো এই ছিল যে, তারা তা মেনে নিবে। কিন্তু তারা তবুও মানছে না, বরং একত্ববাদ ও অন্যান্য সত্য বিষয়ের ক্ষেত্রে সন্দেহ পোষণ করছে। তারা দুনিয়ার খেলাধুলায় মত্ত রয়েছে। আখিরাতের চিন্তা তাদের মোটেই নেই যে, সেজন্য সত্য বিষয় খুঁজে নিবে, সে সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করবে। তারা এই প্রতারণার স্বীকার হয়েছে যে, জীবনটা এভাবেই চলবে। আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হতে হবে না। এ কারণে উপদেশবাণীগুলোকে হেসে উড়িয়ে দেয়।

দুখানের (ধোঁয়ার) তাৎপর্য

৯. এখানে "ধোঁয়া" দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে পূর্বকালের তাফসীরকারদের দুটো মন্তব্য রয়েছে। হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা) ও অন্যান্যরা বলেন, কিয়ামতের কাছাকাছি সময় এক প্রকারের ধোঁয়ারাশি প্রকাশ পাবে যা সকল মানুষকে ঘিরে ফেলবে। যারা নেককার লোক তাদের উপর এর প্রতিক্রিয়া হবে হাল্কা। এতে তাদের সর্দি-কাশি হবে। কাফির ও মুনাফিকদের উপর এর প্রতিক্রিয়া হবে গুরুতর। এই ধোঁয়া তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে তাদেরকে অচেতন করে দিবে। এখানে সম্ভবত সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই ধোঁয়া হলো আকাশ সৃষ্টির মূল উপাদান। যেমন ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ। (তারপর আকাশ সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, তা ছিল ধূম্র) আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিন আকাশ যেন তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে এবং এভাবেই কিয়ামতের সূচনা হবে (আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে দাবী করতেন, আয়াতে যে ধোঁয়ার কথা আলোচিত হয়েছে তা কিয়ামতের পূর্বাভাষের ধোঁয়া নয়, বরং এটি ছিল ক্ষুধা-তৃষ্ণায় চোখে অন্ধকার দেখার ধোঁয়া। কুরায়শ বংশীয় লোকদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাদেরকে সাত বছরের দুর্ভিক্ষ জর্জরিত করেন। যেমন হযরত ইউসুফ (আ)-এর যুগে মিসরীয়দের

(১২) رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ○

(১৩) اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ ○

(১৪) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوْا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ ○

১২. হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই আযাব থেকে মুক্তি দিন। আমরা ঈমান আনছি।[১০]

১৩. তারা কী করে বুঝবে, অথচ তাদের নিকট এসেছিল স্পষ্ট বর্ণনাকারী রাসূল।

১৪. তারপর তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে তার নিকট থেকে চলে গিয়েছিল এবং তারা বলতে লাগলো, সে তো উন্মাদ, অন্যের শেখানো কথা বলে।[১১]

অবস্থা হয়েছিল। অতএব মক্কাবাসীর উপর দুর্ভিক্ষ আপতিত হলো। ক্ষুধায় উপবাসে তারা মৃত জন্তু, চামড়া ও হাঁড়গোড় সব খেতে লাগলো। সম্ভবত সে সময়ই ইয়ামামা রাজ্যের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছুমামা ইব্ন উছাল (রা) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার দেশ থেকে যে খাদ্যশস্য মক্কায় রফতানী করা হতো তিনি তাও বন্ধ করে দিলেন। মোটকথা মক্কার অধিবাসীদের তখন ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। মৃত্যুর প্রহর গুনছিল তারা। সাধারণত প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ ও বিরামহীন অনাবৃষ্টির সময় আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী শূন্য স্থানে ধোঁয়ার মতো দেখা যায়। তদুপরি দীর্ঘদিন বৃষ্টি বন্ধ থাকলে ভূপৃষ্ঠের ধূলোবালি শূন্যে উঠে আকাশ ধুম্রাচ্ছন্ন মনে হয়। এখানে "ধোঁয়া" বলে তাই বুঝানো হয়েছে। এই সূত্রে يَغْشَى النَّاسَ "লোকদেরকে আচ্ছন্ন করবে" অর্থ মক্কাবাসীদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটি যেন একটি ভবিষ্যদ্বাণী। পরবর্তীতে এটি বাস্তবায়িত হয়েছিল।

১০. অর্থাৎ এই শাস্তিতে পতিত হয়ে বলতে থাকবে, এখন আমাদেরকে এই শাস্তি থেকে উদ্ধার করুন। পরে আমরা তওবা করবো। এখন আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মেছে, তারপর আর কখনও মন্দ কাজ করবো না। খাঁটি মুসলমানরূপে থাকবো। পরবর্তী আয়াতে তাদের প্রার্থনার উত্তর দেওয়া হচ্ছে।

কাফিররা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে অগ্রণী

১১. অর্থাৎ উপদেশ অনুধাবন করার এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার সময় এখন আর কৈ ? আমার রাসূল (সা) যখন স্পষ্ট নিদর্শনাদি ও খোলাখুলি হিদায়াত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তখন তো তাঁকে মান্য করোনি। তখন তোমরা বলতে যে, এতো উন্মাদ। আবার কখনো বলত, অন্যের থেকে শিখে নিয়ে সে এই কিতাব রচনা করেছে (হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর ভাষ্য অনুযায়ী এই ব্যাখ্যা)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ (রা)-এর তাফসীর মুতাবিক আয়াতের অর্থ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় সংকটাপন্ন হয়ে মক্কার অধিবাসীরা এই নিবেদন পেশ করেছিল যে, এই বিপদ আমাদের থেকে সরিয়ে দিন।

(১৫) اِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيْلًا اِنَّكُمْ عَآئِدُوْنَ ۝

(١٦) يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرٰى ۚ اِنَّا مُنْتَقِمُوْنَ ۝

১৫. আমি এই শাস্তি অল্প সময়ের জন্য প্রত্যাহার করছি, তোমরা তো পুনরায় তাই করবে।[১২]

১৬. যেদিন আমি কঠোরভাবে পাকড়াও করবো, নিশ্চয় আমি প্রতিশোধ গ্রহণ করবোই।[১৩]

বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফিয়ান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বললো, "আপনি তো বলেন যে, আপনি রহমত ও দয়া। আপনার সম্প্রদায় দুর্ভিক্ষ ও অনাবৃষ্টিতে ধ্বংস হতে চলেছে। আপনার আত্মীয়তা ও অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে বলছি, এই মহাবিপদ প্রত্যাহার করার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে দু'আ করুন। বিপদ যদি কেটে যায় তবে আমরা সবাই ঈমান আনয়ন করবো। অনন্তর রাসূলুল্লাহ্‌র (সা)-এর দু'আর প্রেক্ষিতে বৃষ্টি বর্ষিত হলো এবং ছুমামা ইব্‌ন উছাল (রা) যে খাদ্যশস্য রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছিলেন তাও তিনি চালু করে দিলেন। কিন্তু তবুও তারা ঈমান আনেনি। সেদিকে ইঙ্গিত করেই বললেন, اَنّٰى لَهُمُ الذِّكْرٰى অর্থাৎ তাদের ঈমান আনয়নের এই বাণী গ্রহণ করার সুযোগ কোথায়?

যে বিষয়টি একেবারে দিবালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল তাতেও তারা কত শত ব্যাখ্যা বের করার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ তারা আপনার নবুওয়াত ও রিসালাত মেনে নেয়নি। কেউ কেউ আপনাকে পাগল ও উন্মাদ বলেছে। আবার কেউ বলেছে, জনাব! তিনি তো অমুক রোমান ক্রীতদাস থেকে কতক বিষয় শিখে এসেছেন, এখন তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত করছেন। হায়! এসব শঠ ও সত্যদ্রোহী ব্যক্তির সত্য অনুধাবনের কোন আশা করা যায় কি?

১২. অর্থাৎ আমি যদি স্বল্প সময়ের জন্য আযাব প্রত্যাহার করে নেই তখনও তারা সেই আচরণই করতে থাকবে যা পূর্বে করতো। হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী অর্থ এই, ঠিক আছে। কিছু সময়ের জন্য আমি আযাব প্রত্যাহার করে নিচ্ছি, তারপর দেখবে যে, তারা তাই করবে যা ইতিপূর্বে করত।

১৩. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (র)-এর ব্যাখ্যানুসারে এর অর্থ হলো, সবচেয়ে মারাত্মক পাকড়াও হবে কিয়ামতের দিন। অর্থাৎ আখিরাতের শাস্তি প্রত্যাহার করা হবে না। হযরত ইব্‌ন মাসঊদের (র) ব্যাখ্যা অনুযায়ী "মারাত্মক পাকড়াও" অর্থ "বদর দিবসের পাকড়াও"। বদর যুদ্ধে তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে।

(١٧) وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُوْلٌ كَرِيْمٌ ۙ

(١٨) اَنْ اَدُّوْٓا اِلَيَّ عِبَادَ اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۙ

(١٩) وَّاَنْ لَّا تَعْلُوْا عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنِّيْٓ اٰتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۚ

(٢٠) وَاِنِّيْ عُذْتُ بِرَبِّيْ وَرَبِّكُمْ اَنْ تَرْجُمُوْنِ ۝

(٢١) وَاِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا لِيْ فَاعْتَزِلُوْنِ ۝

১৭. তাদের পূর্বে আমি ফিরআওন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছি এবং তাদের নিকট সম্মানিত রাসূল এসেছিল;[১৪]

১৮. এই বিষয় নিয়ে যে, আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে আমার হাতে সোপর্দ করে দাও।[১৫] আমি তোমাদের নিকট এসেছি বিশ্বস্ত রাসূলরূপে।

১৯. আর তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করো না, আমি তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ এনেছি।[১৬]

২০. তোমরা আমাকে পাথর মারবে, তা থেকে আমি আশ্রয় গ্রহণ করেছি আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালকের নিকট।[১৭]

২১. তোমরা যদি আমার প্রতি ঈমান না আনো তবে আমার থেকে পৃথক হয়ে যাও।[১৮]

---

১৪. অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র বাণী গ্রহণ করবে কি না, হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তা যাচাই করা হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে মুক্তি দিয়ে আমার হাতে সোপর্দ করো। আমি যেখানে ইচ্ছা তাদেরকে নিয়ে যাই।

১৬. স্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা সেই সকল মু'জিযা বুঝানো হয়েছে যা হযরত মূসা (আ) প্রদর্শন করেছেন। যেমন লাঠি, শুভ্র হাত ইত্যাদি।

১৭. এ হলো হযরত মূসা (আ)-এর পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধীদের ধমকের প্রত্যুত্তর। অর্থাৎ তোমাদের জুলুম-নির্যাতন থেকে আমি আল্লাহ্ তা'আলার আশ্রয় গ্রহণ করেছি, তিনি আমার হিফাযত করবেন এবং তাঁর হিফাযতে আমি আস্থাশীল।

১৮. অর্থাৎ আমার আনীত বিষয়াদি যদি না মানো তবে অন্তত এতটুকু করো যে, আমাকে কষ্ট দিয়ে নিজেদের পাপকে আরো কঠিন করো না। "তোমাদের পক্ষ থেকে ভালো আমি আশা করি না তবে অন্তত ক্ষতি সাধন করো না"। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ আমি আমার সম্প্রদায়কে সাথে করে নিয়ে যাই, তোমরা তাতে বাধা দিও না।"

(٢٢) فَدَعَا رَبَّهٗٓ اَنَّ هٰٓؤُلَآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُوْنَ ۝
(٢٣) فَاَسْرِ بِعِبَادِیْ لَیْلًا اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝
(٢٤) وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ؕ اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُوْنَ ۝
(٢٥) كَمْ تَرَكُوْا مِنْ جَنّٰتٍ وَّعُیُوْنٍ ۝
(٢٦) وَّزُرُوْعٍ وَّمَقَامٍ كَرِیْمٍ ۝

২২. তারপর সে তার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলো, এসকল মানুষ পাপাচারী।
২৩. তাহলে আমার বান্দাদেরকে সাথে নিয়ে তুমি রাতের বেলায় বেড়িয়ে পড়ো। তোমাদেরকে পেছন থেকে তাড়া করা হবে।[১৯]
২৪. এবং সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, নিশ্চয় ওই সেনাদল সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে।[২০]
২৫. তারা ছেড়ে গিয়েছে প্রচুর উদ্যান ও প্রস্রবণ।
২৬. শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য প্রাসাদ।

আল্লাহ্র দরবারে মূসা (আ)-এর ফরিয়াদ

১৯. অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে মূসা (আ) আল্লাহ্র দরবারে ফরিয়াদ জানালেন, এ সকল লোক নিজেদের অপরাধ প্রবণতা থেকে নিবৃত্ত হওয়ার নয়। এখন আপনি আমার ও তাদের মাঝে ফায়সালা করে দিন। সেখানে তো আর বিলম্ব নেই। মূসা (আ)-এর প্রতি নির্দেশ হলো, ফিরআওনীদেরকে না জানিয়ে ইসরাঈলীদেরকে সাথে নিয়ে রাতের বেলায় মিসর পরিত্যাগ করো। কারণ দিনের বেলা তোমাদের অবস্থা জানতে পারলে তারা তোমাদের পিছু ছুটবে, তাড়া করবে। তবে মনে রেখো, পথে সমুদ্রের সম্মুখীন হবে, তাতে লাঠির আঘাত করতেই পানি এদিকে ওদিকে সরে যাবে। মধ্যখানে পরিষ্কার বিরাট একটি সড়ক পথ সৃষ্টি হবে। নিজের সম্প্রদায়কে সাথে নিয়ে ওই রাস্তা ধরেই চলে যাও।

২০. অর্থাৎ আল্লাহ্র কুদরতে যে রাস্তা তৈরি হলো তা অবশিষ্ট থাকবে না এমন আশংকা করো না। সেটি যেমন তেমনভাবে থাকতে দাও। ওই রাস্তা দেখেই ফিরআওন ও তার দলবল সমুদ্রে প্রবেশের দুঃসাহস দেখাবে। অনন্তর শুষ্ক পথ দেখে যখন তারা সকলে ওই পথে ঢুকেছে। অমনি আল্লাহ্র নির্দেশে অবিলম্বে সমুদ্রের পানি দুইদিক থেকে এসে মিলিত হয়ে গেল। ফিরআওনের সমগ্র সেনাবাহিনী সমুদ্রের পানিতে ডুবে মারা গেলো।

(٢٧) وَّنَعْمَةٍ كَانُوْا فِيْهَا فٰكِهِيْنَ ۙ

(٢٨) كَذٰلِكَ ۚ وَاَوْرَثْنٰهَا قَوْمًا اٰخَرِيْنَ ○

(٢٩) فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَآءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوْا مُنْظَرِيْنَ ۙ

(٣٠) وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ۙ

(٣١) مِنْ فِرْعَوْنَ ؕ اِنَّهٗ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِيْنَ ○

(٣٢) وَلَقَدِ اخْتَرْنٰهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ

২৭. এবং সুখের উপকরণ যেখানে তারা খোশগল্পে মেতে থাকত।
২৮. এরূপই হয়েছে, অন্য এক সম্প্রদায়কে আমি এগুলোর মালিক বানিয়ে দিয়েছি।[২১]
২৯. তাদের জন্য আকাশও কাঁদেনি, পৃথিবীও নয়[২২] এবং তারা অবকাশও পায়নি।
৩০. আমি বনী ইসরাঈলকে অপমানজনক শাস্তি থেকে উদ্ধার করেছি,
৩১. যা ছিল ফিরআওনের পক্ষ থেকে।[২৩] সে ছিল সীমালংঘনকারীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়।[২৪]
৩২. আমি জেনে-শুনে তাদেরকে বিশ্ববাসীদের মধ্য থেকে মনোনীত করেছিলাম।[২৫]

---

২১. অর্থাৎ সেসব ধন-সম্পদ ইসরাঈলীদেরকে দিয়েছি। সূরা শুআরাতে তা স্পষ্ট উল্লিখিত রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ফিরআওনের সলিল সমাধির পর ইসরাঈলিগণ মিসরের দখল গ্রহণ করে। কিন্তু তা যদি সঠিক না হয় তাহলে আয়াতের অর্থ হবে, ফিরআওনীরা যে প্রকারের ধন-ঐশ্বর্য রেখে গিয়েছিল আমি ইসরাঈলীদেরকে সে প্রকারের ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী করেছিলাম।

ঈমানদার ব্যক্তির মৃত্যুতে আকাশ ও পৃথিবী কাঁদে

২২. হাদীস শরীফে এসেছে, আকাশের যে দরজা দিয়ে ঈমানদার ব্যক্তির রিযিক নাযিল হয় এবং যে দরজা দিয়ে তার নেক আমলগুলো উপরে উঠে তার মৃত্যুর পর সেই দরজাগুলো ক্রন্দন করে এবং পৃথিবীতে যে সকল স্থানে সে নামায পড়ে সে সকল স্থান তখন কাঁদতে থাকে। অর্থাৎ হায়! এই ব্যক্তির নামায আদায় থেকে আমি বঞ্চিত হলাম। পক্ষান্তরে কাফিরদের মধ্যে তো নেক আমলের চিহ্নও নেই। তাহলে আসমান-যমীন তার জন্য কাঁদবে কেন? বরং সেগুলো খুশী হবে এই বলে যে, যাক আপদ বিদায় হয়েছে। পাপাচার থেকে দুনিয়া পবিত্র হয়েছে।

২৩. বরং ফিরআওনের অস্তিত্বই ছিল এক প্রকারের বিপদ।

২৪. অর্থাৎ সে ছিল প্রচণ্ড অহংকারী ও সত্যদ্রোহী।

২৫. অর্থাৎ ইসরাঈলীদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে আমার জানা থাকা সত্ত্বেও আমি তাদেরকে সে যুগের অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। কতক স্বতন্ত্র মর্যাদা

(٣٣) وَاٰتَيْنٰهُمْ مِّنَ الْاٰيٰتِ مَا فِيْهِ بَلٰٓؤٌا مُّبِيْنٌ ۝

(٣٤) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَيَقُوْلُوْنَ ۝

(٣٥) اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ ۝

(٣٦) فَاْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝

(٣٧) اَهُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ ۙ وَّالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ اَهْلَكْنٰهُمْ ۫ اِنَّهُمْ
كَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ۝

৩৩. আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাদি, সেগুলোতে ছিল স্পষ্ট সাহায্য।[২৬]

৩৪. এসব লোক বলেই থাকে,

৩৫. প্রথম মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু নয়, আমরা পুনরুত্থিত হবো না।[২৭]

৩৬. হাঁ, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এসো।[২৮]

৩৭. বলো তো, তারা উত্তম না তুব্বার সম্প্রদায়[২৯] এবং যারা তাদের পূর্বে ছিল তারা উত্তম? আমি তাদেরকে বিনাশ করেছি।[৩০] তারা ছিল পাপাচারী।

তো এমন ছিল যা আজ পর্যন্ত অন্য কোন সম্প্রদায়ের ভাগ্যে জোটেনি। যেমন তাদের মধ্যে অসংখ্য নবী-রাসূলের আবির্ভাব হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর মাধ্যমে তাদেরকে আমি এগুলো দান করেছিলাম। যেমন মান্না-সালওয়া নাযিল করা, মেঘের ছায়া প্রদান ইত্যাদি।

২৭. প্রসঙ্গক্রমে কিছুক্ষণ হযরত মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়ের আলোচনা হলো। এখান থেকে পুনরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্প্রদায়ের আলোচনা আরম্ভ হলো। অর্থাৎ তারা বলে, আমাদের সর্ব কর্মের অবসান হলো আমাদের মৃত্যু। মৃত্যুর পর সবশেষ। বর্তমান জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই। কিসের হাশর-নশর, কিসের হিসাব-নিকাশ?

২৮. অর্থাৎ নবী করীম (সা) এবং ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে তারা বলে, মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবিত করা হবে তোমাদের এই বিশ্বাসে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে দেখিয়ে দাও। তাহলে আমরা তা বিশ্বাস করবো।

তুব্বা সম্প্রদায়, পরিচিত ও ইতিহাস

২৯. ইয়ামানের রাজার উপাধি ছিল তুব্বা। সাবা ও হাদারামাওত অঞ্চলে তার রাজত্ব ছিল। তুব্বা উপাধি প্রাপ্ত অনেক রাজা অতিবাহিত হয়েছে। এখানে তাদের

(৩৮) وَمَا خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لٰعِبِيْنَ ۝
(৩৯) مَا خَلَقْنٰهُمَآ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
(৪০) اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ۙ
(৪১) يَوْمَ لَا يُغْنِيْ مَوْلًى عَنْ مَّوْلًى شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ۙ
(৪২) اِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝ۧ

৩৮. আমি আকাশরাজি, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা ক্রীড়াচ্ছলে নয়।

৩৯. আমি এগুলো সৃষ্টি করেছি যথাযথ উদ্দেশ্যে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করে না।[৩১]

৪০. নিশ্চয় বিচার দিবস হলো তাদের সকলের জন্য প্রতিশ্রুত দিবস;[৩২]

৪১. যেদিন কোন বন্ধু অপর বন্ধুর সামান্য উপকারেও আসবে না এবং তারা সাহায্যও পাবে না।[৩৩]

৪২. তবে আল্লাহ্ যাকে দয়া করবেন তার কথা ভিন্ন। তিনি পরাক্রমশালী দয়াময়।[৩৪]

কোন্‌জনের কথা বলেছেন তা আল্লাহ্ই জানেন। তবে এতটুকু প্রতীয়মান হয় যে, তার সম্প্রদায় প্রভূত শক্তি-সামর্থ্য ও ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিল। এরপর নিজেদের সত্যদ্রোহিতা ও অহংকারের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) তুব্বা সম্প্রদায় দ্বারা সাবা সম্প্রদায় বুঝানো হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। সূরা সাবাতে তাদের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে।

৩০. যেমন 'আদ, ছামূদ ও অন্যান্য সম্প্রদায়। তাদের পাপাচারের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সবাইকে ধ্বংস করে ছেড়েছেন। তোমরা কি তাদের চেয়ে ভালো কিংবা অধিক শক্তিশালী যে, তিনি তোমাদেরকে ধ্বংস করবেন না কিংবা ধ্বংস করতে পারবেন না?

৩১ অর্থাৎ এই বিশাল কারখানা কোন ক্রীড়া-কৌতুক নয়, বরং অত্যন্ত কৌশল ও প্রজ্ঞার সাথে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলাফল একদিন অবশ্যই প্রকাশিত হবে। আর সেই ফলাফল হলো আখিরাত।

৩২. অর্থাৎ সেদিন একই সময়ে সকলের হিসাব গ্রহণ করা হবে।

৩৩ অর্থাৎ কোন দিক থেকেই তাদের জন্য সাহায্য আসবে না।

৩৪ অর্থাৎ সেই একটিমাত্র কথা যার উপর আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হবে সে-ই মুক্তি পাবে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে اِلَّا اَنْ يَّتَغَمَّدَنِى اللّٰهُ بِرَحْمَتِهٖ "তবে যদি আল্লাহ্ তাঁর রহমত দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করে নেন"।

(٤٣) اِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ ۙ

(٤٤) طَعَامُ الْاَثِيْمِ ۛ

(٤٥) كَالْمُهْلِ ۚ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ ۙ

(٤٦) كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ○

(٤٧) خُذُوْهُ فَاعْتِلُوْهُ اِلٰى سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ۛ

(٤٨) ثُمَّ صُبُّوْا فَوْقَ رَاْسِهٖ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيْمِ ۙ

(٤٩) ذُقْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْكَرِيْمُ ○

৪৩. নিশ্চয় যাক্কূম বৃক্ষ;
৪৪. পাপাচারীদের খাদ্য;[৩৫]
৪৫. গলিত তামার ন্যায় পেটের মধ্যে ফুটতে থাকবে
৪৬. যেমন ফুটে পানি
৪৭. তোমরা তাকে ধরো এবং ধাক্কা মেরে মেরে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে।[৩৬]
৪৮. তারপর তার মাথায় ঢেলে দাও ফুটন্ত পানির শাস্তি।[৩৭]
৪৯. এখন স্বাদ গ্রহণ করো, তুমি তো বড়ো সম্মানিত নেতা![৩৮]

যাক্কুম বৃক্ষ-দোযখীদের খাদ্য

৩৫. কোন নূন্যতম সামঞ্জস্যের প্রেক্ষিতে ওই বৃক্ষকে যাক্কূম হয়েছে। মূলত দোযখের যে যাক্কূম বৃক্ষ সেটির আকৃতি ও প্রকৃতি আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। দুনিয়ার নিআমত ও আখিরাতের নিআমতগুলোর মধ্যে যেমন শুধু নামগত সামঞ্জস্য আছে, জাহান্নামের শাস্তির বস্তুগুলোর ক্ষেত্রেও তেমন বুঝে নিন।

৩৬. এই নির্দেশ সেই সকল ফেরেশতাদের প্রতি, অপরাধীদের শাস্তিদানে যারা নিয়োজিত।

দোযখীরা পান করবে টগবগে ফুটন্ত পানি

৩৭. সেই পানি মাথার ভেতর প্রবেশ করে মগজ অতিক্রম করে নাড়িভুঁড়ি সব কেটে ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে (আল্লাহ্ আমাদের তা থেকে রক্ষা করুন)।

৩৮. অর্থাৎ তুমি তো সেই ব্যক্তি দুনিয়াতে যাকে সম্মানিত মনে করা হতো এবং তুমি নিজেকে নেতারূপে জাহির করতে। এখন সেই সম্মান আর নেতৃত্ব কোথায় গেলো?

(٥٠) إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ۝

(٥١) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى مَقَامٍ أَمِينٍ ۝

(٥٢) فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ ۝

(٥٣) يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَٰبِلِينَ ۝

(٥٤) كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَٰهُم بِحُورٍ عِينٍ ۝

(٥٥) يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَٰكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۝

৫০. এটি তো তাই যে সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে।[৩৯]

৫১. নিশ্চয় মুত্তাকীগণ নিরাপদ স্থানে অবস্থান করবে।[৪০]

৫২. উদ্যানরাজি ও প্রস্রবণসমূহে।

৫৩. তারা পরিধান করবে পাতলা ও গাঢ় রেশমী পোশাক, বসবে মুখোমুখি হয়ে।[৪১]

৫৪. এরূপই হবে, এবং আমি তাদের সাথে বিবাহ দেবো আয়তলোচনা হূরদেরকে।[৪৩]

৫৫. তারা সেখানে শান্ত মনে সকল প্রকারের ফলমূল চেয়ে নিবে।[৪৩]

---

৩৯. অর্থাৎ এই দিনের সম্মুখীন হতে হবে সে বিশ্বাস তোমার ছিল কই? তুমি তো প্রতারণার শিকার ছিলে যে, বেশ! হেসে খেলে জীবনটা চলে যাবে। তারপর মাটিতে মিশে মাটি হয়ে যাবে। তারপর আর কিছু নেই। এখন দেখে নাও যে, নবী-রাসূলগণ যা বলেছিলেন তার সবই সত্য।

৪০. অর্থাৎ এই জগতে যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করবে ঐ জগতে তারা শান্তিতে থাকবে। কোন প্রকারের ভয়-ভীতি ও দুশ্চিন্তা তাদের স্পর্শ করবে না।

বেহেশতের অধিবাসিগণ পরস্পর বন্ধু

৪১. অর্থাৎ তাদের পোশাক হবে রেশমের। কতক পোশাক চিকন রেশমের, কতক পোশাক পুরু রেশমের। একজন জান্নাতী অপরজনের প্রতি বিমুখ হবে না, মুখ ফিরিয়ে নেবে না, বরং ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ন্যায় সামনাসামনি বসবে।

৪২. অর্থাৎ তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবো।

৪৩. অর্থাৎ যে ফল খেতে মন চাইবে অবিলম্বে তা উপস্থিত করা হবে। কোন দুঃখ-দুশ্চিন্তা থাকবে না, পূর্ণ শান্তি ও একাগ্রতার সাথে পানাহার করবে।

(٥٦) لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۚ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۙ
(٥٧) فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○
(٥٨) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ○
(٥٩) فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۤ○

৫৬. তারা সেখানে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবে না প্রথম মৃত্যু ব্যতীত।[৪৪] তিনি তাদেরকে রক্ষা করেছেন দোযখের আযাব থেকে।

৫৭. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে, এটিই মহাসাফল্য।[৪৫]

৫৮. আমি এই কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা স্মরণ রাখে।[৪৬]

৫৯. অতএব তুমি অপেক্ষা করো, তারাও অপেক্ষা করুক।[৪৭]

---

৪৪. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যে মৃত্যু এসেছে তাতো এসেছেই। পরবর্তীতে আর কখনো মৃত্যু নেই। চিরদিন এই হাসি-খুশী ও আরাম-আয়েশে থাকবে। তারাও ধ্বংস হবে না, তাদের সাজ-সরঞ্জামও বিনষ্ট হবে না।

৪৫. অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে এবং চিরদিন আল্লাহ্‌র দয়া ও রহমতের অবতরণ ক্ষেত্ররূপে থাকবে। এর চেয়ে মহাসাফল্য আর কি হতে পারে!

৪৬. যাতে তারা নিজেদের মাতৃভাষায় সহজে বুঝে নেয় এবং স্মরণ রাখে।

৪৭. অর্থাৎ তারা যদি তানা বুঝে, অনুধাবন না করে তবে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, তাদের মন্দ পরিণতি উপস্থিত হবে। তারা তো এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, আপনার কখন বিপদ আসে, পতন আসে। কিন্তু আঁপনি অতি সত্বর দেখবেন তাদের পরিণতি কি হয়।

সূরা জাছিয়া

৩৭ আয়াত, ৪ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) حٰمٓ ۝

(٢) تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝

(٣) اِنَّ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝

১. হা-মীম

২. পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই কিতাব।

৩. নিশ্চয় আকাশরাজি ও পৃথিবীর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে ঈমানদারদের জন্য।[১]

আকাশে বাতাসে আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রমাণ বিদ্যমান

১. অর্থাৎ মানুষ যদি মানতে চায় তবে আকাশ ও পৃথিবীর সৃজন এবং এগুলোর পরিচালনা ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেই একথা মেনে নিতে পারে যে, নিশ্চয় এসবের একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালনাকারী রয়েছেন। তিনি পূর্ণ সৌন্দর্য ও কৌশলের সাথে এগুলো সৃজন করেছেন এবং অসীম কুদরতের দ্বারা এগুলোকে রক্ষা করেছেন। "উটের বিষ্ঠা" উটের উপস্থিতি প্রমাণ করে। পদচিহ্ন কারো আগমন-প্রস্থান প্রমাণ করে। তাহলে পৃথিবীর এই অনন্য ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা একজন সূক্ষ্মদর্শী সর্বজ্ঞাত সৃষ্টিকর্তার অবস্থান প্রমাণ করবে না কেন?

(٤) وَفِيْ خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَآبَّةٍ اٰيٰتٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ۙ

(٥) وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ
رِّزْقٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ اٰيٰتٌ
لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ۝

(٦) تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۚ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَ اللّٰهِ
وَ اٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ۝

(٧) وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ ۙ

৪. এবং তোমাদেরকে সৃজনের মধ্যে এবং চারদিকে ছড়িয়ে থাকা জীব-জন্তুর মধ্যে বহু নিদর্শন রয়েছে বিশ্ববাসীর জন্য।[২]

৫. দিন-রাতের পরিবর্তনে, আকাশ থেকে আল্লাহ্ তা'আলা যে রিযিক নাযিল করেছেন,[৩] এরপর তা দ্বারা ভূমির মৃত্যুর পর সেটিকে জীবিত করেছেন তাতে এবং বায়ুর পরিবর্তনে বহু নিদর্শন রয়েছে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য।[৪]

৬. এসব আল্লাহ্র বাণী, আমি যথাযথরূপে বিবৃত করি তোমার নিকট, এরপর আল্লাহ্কে এবং তাঁর বাণীসমূহকে ছেড়ে তারা কোন্ কথা মানবে?[৫]

৭. প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপিষ্ঠের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ।

---

২. অর্থাৎ মানুষ যদি তার সৃষ্টি এবং অন্যান্য জীবজন্তুর সৃজন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে সে আল্লাহ্র পরিচিতি ও তাঁর প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস পর্যন্ত এগিয়ে নেয়ার হাজার প্রমাণ সেখানে খুঁজে পাবে।

৩. অর্থাৎ জীবিকা উৎপাদনের মৌলিক উপাদান পানি আকাশের দিক থেকে বর্ষিত হয়।

৪. অর্থাৎ যদি একটুখানি বুঝেশুনে অগ্রসর হয় তাহলে জানতে পারবে যে, এইসব বিশাল ও ব্যাপক কর্মকাণ্ড সর্বশক্তিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নয়, অন্য কারো পক্ষে সম্ভবও নয়। ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কে আছে, আর তার বাণী ছেড়ে দিয়ে অন্য কার বাণী আছে যে, সেগুলো মানার যোগ্য? সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভুর এরূপ সত্য ও স্বচ্ছ বাণী যারা কবূল করে না তারা আর কিসের অপেক্ষায় আছে যে, তা কবূল করবে?

(٨) يَّسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا ۚ
فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

(٩) وَاِذَا عَلِمَ مِنْ اٰيٰتِنَا شَيْـًٔا اتَّخَذَهَا هُزُوًا ۗ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ
مُّهِيْنٌ ۝

(١٠) مِنْ وَّرَآئِهِمْ جَهَنَّمُ ۚ وَلَا يُغْنِيْ عَنْهُمْ مَّا كَسَبُوْا شَيْـًٔا وَّلَا
مَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

৮. যে আল্লাহ্‌র বাণী শোনে, যা তার নিকট তিলাওয়াত করা হয়, তারপর দম্ভবশত সে জিদ করে যেন সে শুনেইনি।[৬] সুতরাং তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ শুনিয়ে দাও।

৯. আমার বাণীসমূহের কোনটি সম্পর্কে যদি সে অবগত হয় তবে সেটি নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।[৭]

১০. তাদের পশ্চাতে রয়েছে দোযখ। তাদের কোন কাজে আসবে না তাদের কৃতকর্ম ও আল্লাহ্‌ ব্যতীত যাদেরকে তারা বন্ধু বানিয়েছে তারা।[৮] তাদের জন্য রয়েছে মারাত্মক শাস্তি।

---

৬. অর্থাৎ জিদ ও দম্ভের কারণে আল্লাহ্‌র বাণী শোনে না, তার অহংকার তাকে মূর্খতা ও অজ্ঞতা পরিত্যাগের অনুমতি দেয় না। সত্য শোনার পর এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যেন তা শুনেই নি।

যেমন কর্ম তেমন ফল

৭. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আয়াতগুলোর সাথে যেভাবে সে নীচ ও অপমানের আচরণ করে তেমনিভাবে শাস্তিও ভোগ করবে অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে। পরবর্তীতে এর বর্ণনা আসছে।

৮. অর্থাৎ ছেলে-মেয়ে ও ধন-সম্পদ কিছুই তখন কাজে আসবে না এবং আল্লাহ্‌ ব্যতীত যেগুলোকে উপাস্যরূপে, বন্ধু ও সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করেছিল, যেগুলো থেকে প্রচুর সাহায্য ও সহায়তার আশা করেছিল সেগুলোও কোন উপকারে আসবে না।

(١١) هٰذَا هُدًى ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنْ
رِّجْزٍ اَلِيْمٌ ۝

(١٢) اَللّٰهُ الَّذِيْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَ
لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝

(١٣) وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝

১১. এই হিদায়াত, যারা নিজেদের প্রতিপালকের নিদর্শনাদি অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর মর্মন্তুদ শাস্তি।[৯]

১২. তিনি আল্লাহ্ যিনি সমুদ্রকে তোমাদের উপকারার্থে আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁর আদেশক্রমে[১০] তাতে নৌযান চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করো ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ হও।[১১]

১৩. এবং তিনি তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশ ও পৃথিবীতে যা আছে তার সবকিছুকে তাঁর পক্ষ থেকে।[১২] এতে বহু নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।[১৩]

---

৯. অর্থাৎ এই কুরআন মহান ও গুরুত্বপূর্ণ হিদায়াত। মানুষকে সকল প্রকারের ভালোমন্দ সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য এটির আগমন ঘটেছে। যে ব্যক্তি এই কুরআন মানবে না ভীষণ কঠোর ও কঠিন শাস্তি ভোগ করার জন্য তার প্রস্তুত থাকা উচিৎ।

সমুদ্রের শান্ত ও স্বাভাবিক রূপ মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ

১০. অর্থাৎ সমুদ্রের ন্যায় বিশাল সৃষ্টিকে তোমাদের এমন অনুগত করে দিয়েছেন যে, তোমরা নিশ্চিন্তে সচরাচর নৌযান নিয়ে তাতে ঘুরে বেড়াতে পারছো। মাইলের পর মাইল গভীরতাকে তোমাদের দৃষ্টির বাইরে রেখেছেন।

দেহ-মনে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো

১১. অর্থাৎ নৌ-বাণিজ্যে নিয়োজিত হও, মাছ শিকার করো অথবা তার গহীন তলদেশ থেকে মনি-মানিক্য সংগ্রহ করো। তবে এই সব নিআমত ও কল্যাণ অর্জন করার সময় প্রকৃত নিআমতদাতা আল্লাহ্ তা'আলার কথা ভুলে যেও না। তাঁর অধিকার সম্পর্কে সচেতন থেকো, মুখে ও অন্তরে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

(১৪ قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِيَ
قَوْمًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ○

(১৫ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ۫ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ
تُرْجَعُوْنَ ○

১৪. তুমি ঈমানদারদেরকে বলে দাও, তারা যেন ক্ষমা করে দেয় যারা আল্লাহ্‌র দিনগুলোর আশা রাখে না।[১৪] যাতে তিনি কোন সম্প্রদায়কে তাদের কর্মের প্রতিফল দিতে পারেন।[১৫]

১৫. যে ব্যক্তি সৎকাজ করেছে তা তার নিজের কল্যাণের জন্য, আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করেছে তাও তার নিজের জন্য।[১৬] তারপর তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ফিরে যাবে।[১৭]

আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছু মানুষের সেবায় নিয়োজিত

১২. অর্থাৎ তাঁর নির্দেশে ও কুদরতে সবকিছুকে তোমাদের কাজে নিয়োজিত করে দিয়েছেন। এই বিশাল ও প্রকাণ্ড সৃষ্টিসমূহ মানুষের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছে এটি আল্লাহ্‌র কৃপা ও অনুগ্রহ।

১৩. ভেবে দেখলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, এসব বস্তু তাদের আয়ত্তাধীন নয় মোটেই। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও পরিপূর্ণ কুদরতের প্রেক্ষিতে ওগুলো আমাদের কাজে নিয়োজিত রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকেও অবশ্যই কারো কর্মে নিয়োজিত থাকতে হবে। সেই কর্ম হলো সেই প্রকৃত নিআমতদাতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও ইবাদতে জীবন কাটানো, যাতে ভবিষ্যতে আমাদের সকল পরিণাম ভালো হয়।

১৪. اَيَّامَ اللّٰه (আল্লাহ্‌র দিনসমূহ) অর্থ সেই সকল দিন যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর শত্রুদেরকে কোন বিশেষ শাস্তি দান করেন। অথবা তাঁর অনুগত বান্দাদেরকে কোন বিশেষ নিআমত ও অনুগ্রহ প্রদানে ধন্য করেন। সুতরাং اَلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰه (যারা আল্লাহ্‌র দিনসমূহের আশা রাখে না) অর্থ সেই সকল লোক যারা আল্লাহ্‌র রহমতের ব্যাপারে নিরাশ এবং আল্লাহ্‌র শাস্তি সম্পর্কে বেপরোয়া।

১৫. অর্থাৎ মুসলমানগণ আপাতত তাদের শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে না, বরং তাদের বিষয় আল্লাহ্‌র উপর ন্যস্ত করবে। তিনি তাদের পাপাচার ও মন্দ কর্মের যথোপযুক্ত শাস্তি দিবেন এবং ঈমানদারদের ধৈর্য, সহনশীলতা, সৎকর্ম ও ক্ষমাপরায়ণতার যথাযথ পুরস্কার প্রদান করবেন।

যার কর্ম সে-ই তার ফল ভোগ করবে

১৬. অর্থাৎ সৎকর্মের ফলাফল তো সে-ই ভোগ করবে যে কর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ্‌র কি সেই ফলাফলের কোন প্রয়োজন আছে? অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি মন্দ কর্ম

(١٦) وَلَقَدْ اٰتَيْنَا بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَ
رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۚ
(١٧) وَاٰتَيْنٰهُمْ بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْاَمْرِ ۚ فَمَا اخْتَلَفُوْٓا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ
الْعِلْمُ ۙ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ؕ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِىْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا
كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝

১৬. আমি ইসরাঈলীদেরকে দিয়েছি কিতাব, রাজত্ব ও নবুওয়াত, তাদেরকে খেতে দিয়েছি পবিত্র বস্তুসমূহ[১৮] এবং তাদেরকে মর্যাদা দিয়েছি সমগ্র বিশ্বের উপর।[১৯]
১৭. এবং তাদেরকে দিয়েছি ধর্মের স্পষ্ট বাণীসমূহ।[২০] এরপর তারা যে মতভেদ সৃষ্টি করেছে তা করেছে অনুধাবনের পর পরস্পর জিদের বশে। যে বিষয়ে তারা বিবাদ করতো তোমার প্রতিপালক কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন।[২১]

করছে সে তো নিজের জন্য মন্দ ফলাফলের বীজ বপন করছে। একজনের মন্দের দায় অন্যজনের উপর পড়বে না। মোটকথা সবাই যেন নিজ নিজ লাভ-ক্ষতির চিন্তা করে। এবং যে কাজ করছে এটি বুঝে করা উচিত যে, তার উপকার বা অপকার তার নিজের উপরই আপতিত হবে।

১৭. অর্থাৎ সেখানে যাওয়ার পর ভালো-মন্দ সকল কর্ম সকলের সম্মুখে এসে যাবে এবং প্রত্যেকেই আপন আপন কর্মের ফল ভোগ করবে।

১৮. অর্থাৎ তাদেরকে তাওরাত দিয়েছেন, রাজত্ব ও বিচারশক্তি দান করেছেন। জ্ঞান বিজ্ঞান অথবা ধর্মীয় বোধশক্তি দান করেছেন। তাদের মধ্য থেকে অসংখ্য নবী-রাসূল মনোনীত করেছেন, এসব তো রূহানী ও আত্মিক খাদ্য। তাদেরকে প্রদত্ত দৈহিক খাদ্যের দিকে তাকালে দেখবেন কত ব্যাপকভাবে তাদেরকে তা দেয়া হয়েছে। এমন কি "মান্ন এবং সালওয়া"র ন্যায় অভূতপূর্ব খাদ্য তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে।

বনী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছিল সে যুগের বিশ্ববাসীর উপর

১৯. অর্থাৎ সে যুগের সকল বিশ্ববাসীর উপর তাদের সার্বিক শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা ছিল। আর আংশিক শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে সে যুগের শর্ত লাগানোরও দরকার নেই। অর্থাৎ কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা এখনও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

২০. অর্থাৎ অত্যন্ত স্পষ্ট ও খোলামেলা বিধান অথবা স্পষ্ট মু'জিযাসমূহ যা দীনের ক্ষেত্রে দলীলস্বরূপ পেশ করা হয়।

(১৮) ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(১৯) اِنَّهُمْ لَنْ يُّغْنُوْا عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ وَ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَ اللّٰهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِيْنَ ○

(২০) هٰذَا بَصَآئِرُ لِلنَّاسِ وَ هُدًى وَّ رَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ○

১৮. এরপর আমি তোমাকে রেখেছি ধর্মের এক বিশেষ পথের উপর। সুতরাং তুমি সে পথে চলো, মূর্খদের খেয়ালখুশীমত চলো না।[২২]

১৯. আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় তারা তোমার কোন কাজেই আসবে না,[২৩] জালিমরা একে অন্যের বন্ধু, আর আল্লাহ্ হলেন মুত্তাকীদের বন্ধু।[২৪]

২০. এটি মানুষের জন্য জ্ঞানের কথা এবং বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য হিদায়াত ও রহমত।[২৫]

---

২১. অর্থাৎ পারস্পরিক জিদ ও আত্মস্বার্থের খাতিরে মূল কিতাব ছেড়ে দিয়ে তারা অসংখ্য গোত্রে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। কিয়ামত দিবসে তার কার্যকর মীমাংসা করা হবে। তখনই রহস্য উদঘাটিত হবে যে, তাদের উদ্দেশ্য স্বার্থপরতা ও প্রবৃত্তি পূজা ব্যতীত অন্য কিছু ছিলো না।

২২. অর্থাৎ এই মতভেদ ও উপদলীয় কোন্দলের যুগে আমি আপনাকে ধর্মের সঠিক পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। তাই এই পথে অবিচল থাকা আপনার এবং আপনার উম্মতের অবশ্য কর্তব্য। ভুলেও কখনো মূর্খ ও অজ্ঞ লোকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে চলবেন না। যেমন তারা কামনা করে যে, তাদের বিদ্রূপ ও তিরস্কারে অতিষ্ঠ হয়ে আপনি দাওয়াতের কাজ ছেড়ে দেন। অথবা তারা এই কামনা করে যে, তারা যেমন হাজার দলে বিভক্ত হয়েছে মুসলমানরাও তেমন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে থাক। এই পরিস্থিতিতে তাদের আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করে দেয়া আপনাদের কর্তব্য।

২৩. অর্থাৎ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হলে তাতে আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের কোন লাভ হবে না।

খাঁটি ঈমানদার কখনো বেঈমান কাফিরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে না

২৪. অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও সত্যান্বেষী মুসলমান কখনো অত্যাচারী ও পথভ্রষ্ট কাফিরদের বন্ধু হতে পারে না। তারা তো আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দা। আল্লাহ্‌ই তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী। তাঁর পথে চলা, তাঁর উপর ভরসা রাখা তাদের একান্ত কর্তব্য।

(٢١) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرَحُوا السَّيِّاٰتِ اَنْ نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ ؕ سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ۠

(٢٢) وَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَ لِتُجْزٰى كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۝

২১. যারা মন্দ কর্ম করেছে তারা কি মনে করেছে যে, আমি তাদেরকে ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের সমান করে দিবো? তাদের জীবন মরণ? তারা অত্যন্ত নিকৃষ্ট দাবী করে।[২৬]

২২. আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন যেরূপ তিনি চেয়েছেন এবং যাতে প্রত্যেকে নিজ নিজ কৃতকর্মের প্রতিফল পায়। তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।[২৭]

---

২৫. অর্থাৎ এই কুরআন বিরাট বিরাট তত্ত্ব উদঘাটনমূলক বিষয়াদিতে সমৃদ্ধ। মানুষকে কাজের কথা বলে এবং কাজে সফলতার পথ দেখিয়ে দেয়। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কুরআন মজীদের হিদায়াত ও উপদেশসমূহের উপর আমল করতে থাকে কুরআন মজীদ তাদের জন্য এক বিশেষ রহমত ও বরকত স্বরূপ।

ঈমানদার ও কাফির কখনো সমান নয়

২৬. আল্লাহ্ তা'আলার অনন্য ও অতুলনীয় হিকমত ও প্রজ্ঞার দিকে তাকানোর পর কোন বিবেকবান মানুষ কি এ ধারণা করতে পারে যে, এক বদমাশ ও একজন পুণ্যবান মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা সমান আচরণ করবেন এবং উভয়ের পরিণতি এক সমান করে দিবেন? না, মোটেই নয়, কখনো নয়। এই জীবনেও নয়, মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেও নয়। এই দুনিয়াতে যে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন একজন পুণ্যবান ঈমানদার ব্যক্তি লাভ করে এবং দুনিয়াতে যে সাহায্য-সহায়তা, সম্মান ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি তাকে দেয়া হয়েছে, এক কাফির পাপিষ্ঠ তা কোথায় পাবে? দুনিয়াতে তার জন্য সংকটাপন্ন জীবন ও আখিরাতে লা'নত আর ক্ষতি ব্যতীত কিছু নেই। মোটকথা আল্লাহ্ তা'আলা নেক্কার ও বদকারদেরকে পুণ্যবান ও পাপীদেরকে জীবনে মরণে এক সমান করবেন এমন দাবী সম্পূর্ণ ভুল এবং একেবারেই অমূলক। আল্লাহ্র হিকমত ও প্রজ্ঞা তা সমর্থন করে না। বরং উভয়ের কর্মের যথাযথ ফলাফল প্রকাশ হওয়া অপরিহার্য। প্রত্যেকের পাপ ও পুণ্যের নিদর্শন মোটামুটিভাবে এখানে দৃশ্যমান হওয়া এবং পরিপূর্ণ ও পুংখানুপুংখরূপে মৃত্যুর পরে দৃশ্যমান হওয়া অনিবার্য।

(২৩) أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ○

২৩. তুমি কি দেখেছো সেই ব্যক্তিকে যে তার কুপ্রবৃত্তিকে উপাস্য স্থির করেছে এবং আল্লাহ্ জেনেশুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন?[২৮] তিনি তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখে লাগিয়ে দিয়েছেন অন্ধকার। এরপর আল্লাহ্ ছাড়া কে আছে যে তাকে সৎপথে আনবে? হায়! তোমরা কি ভেবে দেখো না?[২৯]

---

২৭. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী উদ্দেশ্যহীন ও অর্থহীন সৃষ্টি করেননি, বরং অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। যাতে এগুলোর অবস্থা পর্যালোচনা করে মানুষ বুঝতে পারে যে, নিঃসন্দেহে এগুলো সঠিকভাবে বানানো হয়েছে এবং তারা যেন এই বিষয়ও জানতে পারে যে, এই বিশাল কর্মশালার একটি ফলাফল একদিন না একদিন অবশ্যই প্রকাশিত হবে। আর সেই ফলাফলই হলো আখিরাত। সেখানে প্রত্যেকে তার উপার্জনের ফল ভোগ করবে, যা বপন করেছিল তা সংগ্রহ করবে।

গম থেকে গম কাটবে, যব থেকে পাবে যব
এ কথা কখনো ভুলো না
কর্মের প্রতিফল অবশ্যই পাবে
উদাসীন কখনো হয়ো না।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানতেন যে, তার যোগ্যতা ও প্রতিভা মন্দ। তা সৎপথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ানোরই যোগ্য। অথবা অর্থ এই, এই হতভাগ্য ব্যক্তি জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও জেনেশুনে বুঝে নেয়ার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।

২৯. যে ব্যক্তি তার কুপ্রবৃত্তিকে তার কর্তৃত্বশীল ও উপাস্যরূপে গ্রহণ করে তার কুপ্রবৃত্তি তাকে যেদিকে নিয়ে যায় সে সেদিকে ছুটে। এই কুপ্রবৃত্তিই তার ভালোমন্দ যাচাই করার হাতিয়াররূপে ধার্য হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাকে তার মনোনীত ভ্রান্তির মধ্যেই ছেড়ে দেন। তখন তার অবস্থা এরূপ হয় যে, তার কান উপদেশের কথা শোনে না, তার অন্তর সত্য কথা অনুধাবন করতে পারে না এবং চক্ষু দ্বারা দূরদর্শিতার আলো দেখতে পায় না। এটা ধ্রুব সত্য যে, যার কর্মফল স্বরূপ আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এই পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেন তখন কোন্ শক্তি আছে যে এরপর তাকে পুনরায় সত্য পথে নিয়ে আসতে পারবে?

(٢٤) وَ قَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَ نَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝

২৪. তারা বলে, আমাদের দুনিয়ার জীবনই শেষ, আমরা মরি এবং জীবিত হই, আমাদের মৃত্যু হয় যুগের প্রভাবে।৩০ এ সম্পর্কে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা শুধু অনুমান নির্ভর কথা বলে।৩১

পরকাল অস্বীকার করা কুফরী বিশ্বাস

৩০. অর্থাৎ কাফিরদের ধারণা, এই দুনিয়ার জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবন নেই। বেশ, এই একটি মাত্র জগৎ, এখানেই আমাদের জীবন, এখানেই আমাদের মরণ। যেমন বৃষ্টি হলে ঘাসপাতা ভূমি থেকে উদগত হয় অনাবৃষ্টিতে তা শুকিয়ে বিনাশ হয়ে যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বুঝে নাও। এক সময় আসে তখন সে জন্মলাভ করে। তারপর নির্ধারিত সময় পর্যন্ত জীবিত থাকে। শেষ পর্যন্ত যুগের বিবর্তন তাকে নিঃশেষ করে দেয়। দুনিয়াতে জীবন-মৃত্যুর এই পরিক্রমাই চলছে এর পর কিছুই নেই।

"যুগ"কে মন্দ বলা আল্লাহ্‌র সাথে বেয়াদবি

৩১. অর্থাৎ সময়ের নামই তো যুগ। এটি তো কোন কাজ করতে পারে না। কারণ এটির না আছে অনুভূতি না আছে চেতনা, আর না আছে কোন ইচ্ছাশক্তি। সুতরাং তারা নিশ্চয় অন্য কিছুকে যুগ বলছে যার অস্তিত্ব অজ্ঞাত কিন্তু পৃথিবীতে তার ব্যবস্থাপনা ও কার্যক্রম চলছে। তাহলে যে আল্লাহ্ তা'আলার অস্তিত্ব সর্বজন-বিদিত, যাঁর সকল কর্মের কর্মবিধায়ক ও পরিচালনাকারী হওয়া প্রাকৃতিক দলীল এবং কুরআনিক ও যুক্তিগত দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং যুগের পরিবর্তন ও দিন-রাতের বিবর্তন যাঁর হাতে তাঁকে কেন তারা পরিচালনাকারী ও নিয়ন্ত্রণকারীরূপে স্বীকৃতি দেয় না? যুগের বিবর্তন তাঁর হাতে, এ বিষয়ে হাদীস শরীফে নির্দেশনা এসেছে যে, আল্লাহ্‌র যুগ। যুগকে মন্দ বলা যাবে না। কারণ মানুষ যখন যুগকে গালি দেয় তখন এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গালি দেয় যে, ঘটনা প্রবাহ এই যুগের প্রভাবেই সংঘটিত হয়। অথচ সকল ঘটনা প্রবাহ সংঘটিত হয় আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়। তাই যুগকে গালি দিলে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে বেয়াদবি করা হয় (আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করুন।)

(٢٥) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُنَا بَيِّنَٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّآ أَن
قَالُوا ٱئْتُوا بِـَٔابَآئِنَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ○
(٢٦) قُلِ ٱللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ لَا
رَيْبَ فِيهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ○
(٢٧) وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ
يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ○
(٢٨) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰٓ إِلَىٰ كِتَٰبِهَا ۖ ٱلْيَوْمَ
تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ○

২৫. তাদের নিকট আমার আয়াতগুলো যখন স্পষ্টভাবে পাঠ করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না, তবে তারা এই কথা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে এসো।[৩২]

২৬. তুমি বলো, আল্লাহ্ই তোমাদেরকে জীবন দান করেন, তারপর তিনি মৃত্যু দিবেন, তারপর কিয়ামত দিবসে তোমাদেরকে একত্র করবেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক লোক অনুধাবন করে না।[৩৩]

২৭. আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ্রই রাজত্ব, যেদিন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে সেদিন মিথ্যাবাদীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।[৩৪]

২৮. তুমি প্রত্যেক দলকে দেখবে নতজানু হয়ে বসা অবস্থায় প্রত্যেক দলকে ডাকা হবে নিজ নিজ আমলনামার দিকে।[৩৫] তোমরা যা করতে আজ তার প্রতিফল পাবে।[৩৬]

---

৩২. অর্থাৎ কুরআন মজীদের আয়াতগুলো কিংবা মৃত্যু পরবর্তী পুনরুজ্জীবনের দলীল-প্রমাণগুলো যখন তাদেরকে শুনানো হয় তখন তারা বলে, আমরা কোন প্রমাণই মানবো না। সেই এক কথা, তোমাদের দাবীতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে আমাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে জীবিত করে দেখাও। তাহলে আমরা মেনে নিবো যে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন লাভ অবশ্যই সত্য।

৩৩. অর্থাৎ যিনি একবার জীবন দান করে পরে মৃত্যু দিলেন, দ্বিতীয়বার জীবন দান করে সবাইকে এক স্থানে সমবেত করা তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন?

৩৪. সেদিন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে তারা বুঝতে পারবে যে, কেমন প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েছিল।

৩৫. অর্থাৎ ভয়ে ও শংকায়।

(٢٩) هٰذَا كِتٰبُنَا يَنۡطِقُ عَلَيۡكُمۡ بِالۡحَقِّ ؕ اِنَّا كُنَّا نَسۡتَنۡسِخُ مَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ○

(٣٠) فَاَمَّا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُدۡخِلُهُمۡ رَبُّهُمۡ فِىۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الۡفَوۡزُ الۡمُبِيۡنُ ○

(٣١) وَاَمَّا الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا ۟ اَفَلَمۡ تَكُنۡ اٰيٰتِىۡ تُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ فَاسۡتَكۡبَرۡتُمۡ وَكُنۡتُمۡ قَوۡمًا مُّجۡرِمِيۡنَ ○

২৯. এই যে আমার লিপিবদ্ধ দফতর, তা তোমাদের সকল কর্মের সঠিক বর্ণনা দিচ্ছে।[৩৭] তোমরা যা করতে আমি তা লিখিয়ে নিতাম।[৩৮]

৩০. সুতরাং যারা ঈমান আনয়ন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করবেন, এটিই মহাসাফল্য।[৩৯]

৩১. আর যারা অস্বীকারকারী হয়েছে, তোমাদেরকে কি আমার বাণীসমূহ শুনানো হয়নি ? তা সত্ত্বেও তোমরা অহংকার করেছ এবং হয়েছ পাপাচারী।[৪০]

---

৩৬. অর্থাৎ নিজ নিজ আমলনামা গ্রহণের জন্য তাদের ডাকা হবে, আসো, এই অনুসারে হিসাব দাও। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে যা অর্জন করেছে আজ তার প্রতিফল পাবে।

৩৭. অর্থাৎ যে যা করেছে এই আমলনামা ঠিক ঠিকভাবে তাই বলে দিবে, সামান্যও কমবেশী করবে না।

৩৮. অর্থাৎ আমার অনাদি জ্ঞানে তো সব কিছু জানা আছেই, তবুও নিয়ম অনুসারে আমার ফেরেশতাগণ লেখার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত ছিল। তাদের লিখিত পরিপূর্ণ বিবরণ আজ তোমাদের সম্মুখে পেশ করা হলো।

৩৯. অর্থাৎ প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যেখানে সর্বোচ্চ পর্যায়ের রহমত ও সকল প্রকারের অনুগ্রহ বর্ষিত হবে।

৪০ অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে উপদেশ এবং যুক্তি প্রদানের কোন দিকই বাদ রাখিনি। তা সত্ত্বেও তোমাদের অহংকারের ঘাড় নত হয়নি। শেষ পর্যন্ত পাকা অপরাধী সেজে তোমরা জীবন যাপন করেছ। অথবা كُنۡتُمۡ قَوۡمًا مُّجۡرِمِيۡنَ (তোমরা ছিলে অপরাধী সম্প্রদায়) অর্থ তোমরা পূর্ব থেকেই অপরাধজনক পেশায় লিপ্ত ছিলে।

(٣٢) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ
مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۝
(٣٣) وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝
(٣٤) وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ
وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝
(٣٥) ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا
فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۝

৩২. যখন বলা হতো আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সঠিক এবং কিয়ামত অনুষ্ঠানে কোন সন্দেহ নেই তখন তোমরা বলতে, কিয়ামত কি তাতো আমরা বুঝি না শুধুমাত্র একটু ধারণা সৃষ্টি হয় বটে কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হয় না।[৪১]

৩৩. তাদের কর্মের ক্ষতি ও অশুভ পরিণাম তাদের সম্মুখে উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তা তাদের উপর আপতিত হবে।[৪২]

৩৪. আর হুকুম হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাবো যেমন তোমরা ভুলে গিয়েছিলে তোমাদের এই দিবসের সাক্ষাতকে।[৪৩] তোমাদের বাসস্থান জাহান্নাম এবং তোমাদের সাহায্যকারী কেউ নেই।

৩৫. তোমাদের উপর এই শাস্তি এজন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে এবং দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে।[৪৪] আজ তাদের জন্য সেখানে বের হওয়ার কোন অনুমতি নেই এবং তাদের থেকে তওবা চাওয়া হবে না।[৪৫]

---

৪১. অর্থাৎ কিয়ামত কিভাবে হবে তা আমরা জানি না। কিয়ামতের যেসব বিস্ময়কর অবস্থা সম্পর্কে তোমরা বর্ণনা দিচ্ছো সেগুলো কোনক্রমেই আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না। এমনি শুনতে শুনতে যদি কখনো সেই সম্পর্কে নড়বড়ে ধারণা ও অস্পষ্ট মনোভাব সৃষ্টি হয় তবে তা ভিন্ন কথা।

৪২. অর্থাৎ যখন কিয়ামত আসবে তখন তাদের সকল পাপাচার এবং সেগুলোর ফলাফলও তাদের সম্মুখে আসবে এবং শাস্তি ও হুঁশিয়ারি যা নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো এখন তো সবই তাদরে উপর পতিত হবে।

৪৩. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে তোমরা আজকের দিনের কথা স্মরণে রাখো নি, আজ আমি তোমাদেরকে দয়ার সাথে স্মরণ করবো না। চিরদিনের জন্য জাহান্নামের শাস্তির

(٣٦) فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَرَبِّ الْاَرْضِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○
(٣٧) وَلَهُ الْكِبْرِيَآءُ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○

৩৬. সুতরাং সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি প্রতিপালক আকাশরাজির, যিনি প্রতিপালক পৃথিবীর এবং প্রতিপালক সমগ্র বিশ্বের।

৩৭. আকাশে ও পৃথিবীতে তাঁরই গৌরব এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৪৬]

মধ্যে এভাবে তোমাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, যেমন তোমরা নিজেদেরকে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলে।

৪৪. অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে তোমরা এমন মত্ত ছিলে যে, একদিন যে এখান থেকে বিদায় নিতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে তা তোমাদের মনেই ছিলো না। কখনো এ সম্বন্ধে একটু আধটু মনোভাব সৃষ্টি হলেও মনকে প্রবোধ দিয়েছ, দুনিয়াতে যেমন আমরা মুসলমানদের শক্তিশালী প্রতিপক্ষরূপে থাকছি, আখিরাতেও আমাদের তেমন শক্তি-সামর্থ্য থাকবে।

৪৫. অর্থাৎ তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার সুযোগও দেয়া হবে না এবং আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করার জন্য চেষ্টা-তদবীর করার অবকাশও দেয়া হবে না।

আল্লাহ্‌র অভিমুখী হওয়া এবং তাঁর নির্দেশ পালন করা মানুষের কর্তব্য

৪৬. মানুষের একান্ত কর্তব্য তাঁর অভিমুখী হওয়া, তাঁর দান ও অনুগ্রহগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, তাঁর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করা, সবকিছু ছেড়ে একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রচেষ্টায় থাকা এবং সর্বদা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে তাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের সম্মুখে অনুগত ও বাধ্যগত থাকা। দম্ভ ও দ্রোহিতার মনোভাব কখনো অন্তরে স্থান না দেওয়া। হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

"অহংকার আমার চাদর এবং মাহাত্ম্য আমার তহবন্দ। সুতরাং এই দুয়ের কোনটি নিয়ে কেউ যদি আমার সাথে বিবাদ করে তবে আমি তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবো"।

اللهم اجعلنا مطيعين لامرك وجنبنا غضبك وقنا عذابَ النّار. انك سميع قريب مجيب الدعوات.

সূরা আহ্‌কাফ

৩৫ আয়াত, ৪ রুকূ‘, মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(۱) حٰمٓ ۝

(۲) تَنۡزِیۡلُ الۡکِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الۡعَزِیۡزِ الۡحَکِیۡمِ ۝

(۳) مَا خَلَقۡنَا السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضَ وَ مَا بَیۡنَهُمَاۤ اِلَّا بِالۡحَقِّ وَ اَجَلٍ
مُّسَمًّی ؕ وَ الَّذِیۡنَ کَفَرُوۡا عَمَّاۤ اُنۡذِرُوۡا مُعۡرِضُوۡنَ ۝

১. হা-মীম,

২. পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এই কিতাব অবতীর্ণ।

৩. আকাশরাজি, পৃথিবী ও এতদুভয়ের মাঝে সবকিছু আমি যথাযথ লক্ষ্য নিয়ে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য[১] সৃষ্টি করেছি। যারা কাফির তারা সতর্কবাণী শুনে মুখ ফিরিয়ে নেয়।[২]

---

১. অর্থাৎ আসমান-যমীন এবং এই বিশাল কর্মশালা আল্লাহ্ তা‘আলা উদ্দেশ্যহীন ও অনর্থ সৃষ্টি করেননি। বরং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এগুলো সৃষ্টি করেছেন। নির্ধারিত একটি মেয়াদ পর্যন্ত এবং স্থিরীকৃত প্রতিশ্রুতির আগমন পর্যন্ত এসব এভাবেই চলতে থাকবে। অবশেষে এর ফলাফল প্রকাশিত হবে আর তা হলো আখিরাত।

বাতিলপন্থীরা পরকালকে ভয় পায়

২. অর্থাৎ মন্দ পরিণামকে ভয় করে না এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতিও গ্রহণ করে না। আখিরাতের কথা শুনলে তারা এক কানে শুনে অপর কান দিয়ে বের করে দেয়।

(٤) قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٥) وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗٓ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غٰفِلُوْنَ ○

৪. বলো, আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাকো তাদের সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে একটু দেখাও কিংবা আকাশে কি তাদের কোন অংশ আছে?[৩] এর পূর্বের কিতাব কিংবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান আমার নিকট উপস্থিত করো দেখি যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[৪]

৫. তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে আছে যে আল্লাহ্ ব্যতীত এমন কাউকে ডাকে যে তার ডাকে সাড়া দিবে না কিয়ামত পর্যন্ত এবং তাদের ডাক সম্পর্কে ওদের কোন খবরই নেই।[৫]

---

৩. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তো আসমান-যমীনসহ সমগ্র সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করেছেন, আচ্ছা বুকে হাত রেখে সাচ্চা অন্তরে বলো তো, পৃথিবীর কোন একটি খণ্ড কিংবা আকাশের কোন একটি অংশ ও অন্য কেউ কি বানিয়েছেন? কিংবা অন্য কেউ কি বানাতে সক্ষম? তাহলে সেগুলোকে আল্লাহ্র ন্যায় কিংবা আল্লাহ্র চেয়েও অধিক পূজা করা হয় কেন?

৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার শরীক বা সমকক্ষ থাকার দাবীতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে কোন আসমানী কিতাবের প্রমাণ অথবা বিবেকবান মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন জ্ঞান সূত্র দ্বারা তা প্রমাণ করে দেখাও। যে সম্পর্কে কোন লিখিত কিংবা যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ নেই তা মেনে নেয়া যায় কি করে?

৫. অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্কে ছেড়ে প্রাণহীন ক্ষমতাহীন এক সৃষ্টির নিকট নিজের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রার্থনা করার চেয়ে জঘন্য ভ্রান্তি ও বোকামী আর কি হতে পারে? তাও এমন সৃষ্টির নিকট প্রার্থনা করা যে আপন ইচ্ছায় কারো উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারে না। পাথরের মূর্তি সম্পর্কে কি আর বলবো, ফেরেশতা এবং নবী-রাসূলগণও তো শুধু সেসব কথা শুনতে পারেন এবং শুধু সে সকল কাজ করতে পারেন যা শোনার ও করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অনুমতি দেওয়া হয়।

(٦) وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَّكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كٰفِرِيْنَ ۝
(٧) وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلْحَقِّ لَمَّا
جَآءَهُمْ ۙ هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝
(٨) اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰىهُ ؕ قُلْ اِنِ افْتَرَيْتُهٗ فَلَا تَمْلِكُوْنَ لِيْ مِنَ اللّٰهِ
شَيْئًا ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَا تُفِيْضُوْنَ فِيْهِ ؕ كَفٰى بِهٖ شَهِيْدًا بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ ؕ وَهُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

৬. সব মানুষ যখন একত্র করা হবে উপাস্যগণ তখন তাদের শত্রুতে পরিণত হবে এবং তাদের উপাসনা অস্বীকার করবে।[৬]
৭. আমার বাণীসমূহ যখন স্পষ্ট করে তাদেরকে শুনানো হয় তখন সত্য বাণী তাদের নিকট আসার পর কাফিররা বলে, এটি স্পষ্ট জাদু।[৭]
৮. তারা কি বলে যে, সে এটি মিথ্যা রচনা করেছে?[৮] বলো, আমি যদি নিজে এটি রচনা করে থাকি তবে আল্লাহ্‌র সম্মুখে তোমরা আমার বিন্দুমাত্র কল্যাণও করতে পারবে না।[৯] তোমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছো সে বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ অবগত। আমার ও তোমাদের মধ্যে সত্য বর্ণনাকারীরূপে তিনিই যথেষ্ট।[১০] তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।[১১]

কিয়ামত দিবসে বাতিল উপাস্য ও উপাসকগণ পরস্পর শত্রুতে পরিণত হবে

৬. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে যেখানে সাহায্য-সহায়তার প্রয়োজন হবে সবচেয়ে বেশী, সেখানে এই বেচারা উপাস্যরা তাদের উপাসকদেরকে উল্টো সাহায্য করবে, নিজেরা তাদের শত্রু হয়ে বিপরীত পক্ষে দাঁড়াবে এবং ভীষণ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। বরং উপাস্যগুলো স্পষ্টভাবে বলে দিবে, مَا كَانُوْا اِيَّانَا يَعْبُدُوْنَ "তারা আমাদের উপাসনা করতো না"(সূরা কাসাস ঃ ৬৩) ভেবে দেখো, তখন কেমন অপমান ও অনুশোচনার সম্মুখীন হতে হবে।

৭. অর্থাৎ সে সকল লোক এখন পরকালীন পরিণাম সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করছে না, কোন উপদেশের প্রতি মনোযোগ দিচ্ছে না, বরং তাদেরকে কুরআনের আয়াত পাঠ করে শুনানো হলে সেগুলোকে জাদু ও ইন্দ্রজাল বলে প্রত্যাখ্যান করে।

কাফিররা আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে

৮. বরং তারা কুরআন মজীদকে যাদু বলার চেয়েও জঘন্য কথা বলেছে। তারা দাবী করেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজে এই কুরআন রচনা করেছেন (নাউযুবিল্লাহ্)। এর মাধ্যমে তারা আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি জঘন্য মিথ্যা আরোপ করেছে।

কুরআন মজীদ খাঁটি আল্লাহ্র বাণী

৯. অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপ। যা অসম্ভব তাও যদি ধরে নেয়া হয় যে, কুরআন রচনার কোন দুঃসাহস যদি আমি করি (অবশ্য তা কখনো হবে না) তাহলে আমি জেনে-শুনে নিজেকে আল্লাহ্র গযব ও তাঁর কঠোর শাস্তির দিকে ঠেলে দিলাম। আচ্ছা একটু ভেবে দেখো, আমি যে মানুষটি সারা জীবনে কোনদিন কোন মানুষ সম্পর্কে মিথ্যা মন্তব্য করিনি এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়েও আল্লাহ্র ভয়ে কম্পমান ছিলাম সেই মানুষটি কি এক মুহূর্তে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রচণ্ড মিথ্যা রচনা করে নিজেকে ওই মারাত্মক বিপদ ও দুঃখে জড়াব যা থেকে রক্ষা করার ও আশ্রয় দেয়ার কোন শক্তি দুনিয়াতে নেই ? আচ্ছা ধরো, আমি যদি সত্য-মিথ্যা রচনা করে তোমাদেরকে আমার অনুগত বানিয়ে নেই তাহলে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদারদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার যে গযব ও ক্রোধ আপতিত হয় তোমরা সবাই কি তা থেকে আমাকে মুক্ত করবে? আল্লাহ্ আমার অকল্যাণ সাধন করতে চাইলে তোমরা আমার কল্যাণ করতে পারবে? আমার ৪০ বছরের জীবনী দেখে তোমরাও তো বুঝতে পারো যে, আমি এত বেপরোয়া ও ভয়হীন নই এবং এত নির্বোধও নই যে, কতক মানুষকে খুশী করে মহান আল্লাহ্র ক্রোধ কিনে নিব। বস্তুত নাঊযুবিল্লাহ্, আমি যদি মিথ্যাবাদী হই (যা কখনো হবার নয়) তবে আমার দায় ও শাস্তি আমাকেই ভোগ করতে হবে।

সকলের অন্যায় আচরণের বিচার আল্লাহ্ তা'আলা করবেন

১০. অর্থাৎ তোমরা যা বলতে শুরু করেছ আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। সুতরাং অর্থহীন ও অসার কথাবার্তা পরিত্যাগ করে তোমরা নিজের পরিণামের কথা চিন্তা করো। আল্লাহ্র সত্য রাসূলকে মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা রচনাকারী বললে নিজের পরিণাম কি জঘন্য খারাপ হতে পারে তা ভেবে দেখো। আমার ও তোমাদের কোন ব্যাপারই আল্লাহ্র নিকট গোপন নয়। তাঁর যথাযথ ও সর্বব্যাপী জ্ঞানের ভিত্তিতে তিনি প্রত্যেকের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা নিবেন। আমি তাঁকেই আমার ও তোমাদের মাঝে সাক্ষী মানছি। তাঁর কর্ম ও কথা দ্বারা তিনি জানিয়ে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও জানাবেন, কে সত্যপন্থী আর কে মিথ্যা বলছে, মিথ্যা রচনা করছে।

১১. অর্থাৎ এখনও সময় আছে যদি নিবৃত্ত হও তবে ক্ষমা পাবে। আর এটাও মনে রেখো, তোমাদের সকল অপরাধ সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও এবং তোমাদের এক নিমিষে ধ্বংস করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তৎক্ষণাৎ ধ্বংস না করা তাঁর দয়া ও সহনশীলতার পরিচায়ক।

(৯) قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ؕ
إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين ○

(১০) قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد
من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم ؕ إن الله لا
يهدي القوم الظالمين ○

৯. তুমি বলো, আমি কোন অভিনব রাসূল নই[১২] এবং আমার ও তোমাদের কি হবে তা আমার জানা নেই। আমার প্রতি যে নির্দেশ আসে আমি তাই অনুসরণ করি। স্পষ্টভাবে সতর্ক করাই আমার দায়িত্ব।[১৩]

১০. বলো, তোমরা দেখো তো, এটি যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই হয় অথচ তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করো, বনী ইসরাঈলের একজন এরূপ একটি কিতাবের সাক্ষ্য দিয়ে ঈমান আনয়ন করে, আর তোমরা অহংকার করলে। পাপীদেরকে আল্লাহ্ হিদায়াত করেন না।[১৪]

শেষ নবীর (সা) আগমন সংবাদ যুগ যুগ ধরে ঘোষিত হয়ে আসছে

১২. অর্থাৎ আমার আহবান শুনে তোমরা এমনভাবে পলায়ন করছো কেন ? আমি তো নতুন কিছু নিয়ে আসিনি। আমার পূর্বেও দুনিয়াতে নবুওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলা চালু ছিল। অন্যান্য রাসূলগণ পূর্ব থেকে যে সংবাদ দিয়ে এসেছেন আমি তো তাই বলছি যে, তাদের পরে আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেও তো আমি নতুন কিছু বলছি না, বরং বহু পুরাতন সুসংবাদের বাস্তব রূপ ধারণ করে আজ আমি সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছি। তবুও তা মানতে এত বাধা কিসের ?

বান্দার কাজ হলো বিনা বাক্যব্যয়ে আপন প্রভুর নির্দেশ পালন করা

১৩. আমার কাজের শেষ পরিণতি কোথায় গিয়ে পৌঁছবে আমার সাথে এবং তোমাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কেমন আচরণ করবেন তা জানার আমার কোন দরকার নেই.আর আমারও তোমাদের পরিণতি স্বরূপ দুনিয়া ও আখিরাতে কি কি অবস্থা হবে তার বিস্তারিত ও পুংখানুপুংখ বিবরণও আমি এখন দিতে পারবো না। হাঁ, একটি কথা আমি স্পষ্ট ঘোষণা করছি যে, আমার কাজ হলো আল্লাহ্র দেয়া ওহীর অনুসরণ করা, তাঁর নির্দেশ পালন করা এবং কুফরী ও নাফরমানীর মারাত্মক ফলাফল সম্পর্কে খোলাখুলিভাবে সতর্ক করে দেয়া। ভবিষ্যত জীবনে দুনিয়া ও আখিরাতে আমার সাথে ও তোমাদের সাথে কেমন আচরণ করা হবে, কোন্ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে তার

বিস্তারিত বর্ণনা এখন আমার জানা নেই। আর তা জানার কোন দরকারও আমার নেই। বান্দার কাজ হল পরিণতির কথা চিন্তা না করে বিনাবাক্য ব্যয়ে আপন প্রভুর নির্দেশ পালন করা।

ইয়াহূদীরা শেষ নবীর সত্যায়ন করেছে

১৪. সেই যুগের আরবের শিক্ষাদীক্ষাহীন মুশরিকরা ইসরাঈলীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শৌর্যবীর্যকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নবুওয়াত লাভের পর তা ঠেকানোর জন্য মুশরিকরা ইসরাঈলীদের ঘনিষ্ঠতা অর্জনের চেষ্টা করেছিল। উদ্দেশ্য এই, তারা যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মিথ্যাবাদী কোন মন্তব্য করে তবে মুশরিকরা জোর গলায় বলার সুযোগ পাবে যে, জ্ঞানবান কিতাবিগণ পর্যন্ত তাঁর কথাকে মিথ্যা বলছে। কিন্তু এই দুরভিসন্ধিতে তারা কখনো সফল হয়নি। উল্টো ইসরাঈলীদের মুখে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলের সমর্থন ও সত্যায়ন করিয়েছেন। তাদের সমর্থন শুধু এটুকুতে সীমিত ছিলো না যে, তারা কুরআনের ন্যায় তাওরাতকে আসমানী কিতাবরূপে স্বীকৃতি দেয় এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ন্যায় হযরত মূসা (আ)-কে আল্লাহ্র রাসূল মানে। এভাবে কুরআনের ওহী কোন অভিনব ব্যাপার নয়, বরং কিতাবীদের স্বীকৃতি এতদূর ছিল যে, কতক ইয়াহূদী ধর্মবিশারদ স্পষ্ট স্বীকার করেছে এবং সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আমাদের কিতাবে বর্ণিত আছে, ওই দেশ (আরব) থেকে এক সুমহান রাসূল এবং একটি কিতাব আগমন করবে। আমরা যতটুকু জানি এই রাসূল সেই প্রতিশ্রুত রাসূল এবং এই কিতাব (কুরআন) সেই পূর্ব ঘোষিত কিতাব।

ইয়াহূদী পণ্ডিতগণ এই সাক্ষ্য দিয়েছিল তাওরাতে বর্ণিত সেই সকল ভবিষ্যদ্বাণীর ভিত্তিতে, এই কিতাবের হাজারো বিকৃতি ও পরিবর্তন সত্বেও যেগুলো এখনও তাতে বিদ্যমান রয়েছে। এসব ভবিষ্যদ্বাণী থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বনী ইসরাঈলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হযরত মূসা (আ) নিজে। হাজার বছর পূর্বে তিনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে, ইসরাঈলীদের আত্মীয় ও ভাঁই-বেরাদারের (ইসমাঈলী বংশ) মধ্য থেকে তাঁর ন্যায় একজন রাসূল আবির্ভূত হবেন। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ

اِنَّا اَرْسَلْنَا اِلَيْكُمْ رَسُوْلاً شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا اَرْسَلْنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلاً -

"আমি তোমাদের নিকট একজন রাসূলকে তোমাদের উপর সাক্ষীরূপে পাঠিয়েছি, যেমন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম ফিরআওনের প্রতি। (সূরা মুয্যাম্মিল ঃ ১৫)

এই কারণেই কতক ন্যায়পরায়ণ ও সত্যপন্থী ইয়াহূদী পণ্ডিত, যেমন আবদুল্লাহ্ ইব্ন সালাম (রা) প্রমুখ প্রিয়নবী (সা)-এর চেহারা মুবারক দেখেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং আবেগ আপ্লুত কণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, اِنَّ هٰذَا الْوَجْهَ لَيْسَ بِوَجْهٍ كَاذِبٍ "এই মুখমণ্ডল কোন মিথ্যাবাদীর মুখমণ্ডল নয়"।

(١١) وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَ
إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ○

(١٢) وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ۚ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ
لِّسَانًا عَرَبِيًّا لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ○

১১. ঈমানদারদেরকে উদ্দেশ্য করে কাফিররা বলতে লাগলো, এই দীন উত্তম হলে তারা আমাদের পূর্বে ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারতো না।[১৫] তারা যখন এর মাধ্যমে সুপথ পায়নি তখন শীঘ্রই তারা বলবে, এটি বহু পুরাতন মিথ্যা।[১৬]

১২. এর পূর্বে ছিল মূসার কিতাব, পথপ্রদর্শক ও রহমতস্বরূপ। আর এই কিতাব সেটির সত্যায়নকারী,[১৭] আরবী ভাষায়, যাতে সে সতর্ক করে দেয় পাপীদেরকে এবং সুসংবাদ শোনায় সৎকর্মশীলদেরকে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসমানী কিতাব কুরআন মজীদের সত্যতা সম্পর্কেও তারা সাক্ষ্য দিয়েছে। সুতরাং একটি বিষয় বাস্তবায়িত হওয়ার হাজার হাজার বছর পূর্বে হযরত মূসা (আ) যার সাক্ষ্য দিলেন, ইয়াহূদী আলিমগণ যার সত্যতার সাক্ষ্য দিলেন এবং কতক ইয়াহূদী ধর্মবিশারদ মৌখিক ও আন্তরিক সাক্ষ্য দিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন, এখন এতসব সাক্ষ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও অহংকারের বশবর্তী হয়ে যদি তোমরা তা না মানো, গ্রহণ না করো তবে জেনে রাখো যে, এর চেয়ে জঘন্য পাপ ও অত্যাচার আর নেই? আর এরূপ জালিম ও পাপীর সাফল্যের মোটেই আশা করা যায় না?

১৫. অর্থাৎ দুর্বল ও নীচ জাতের লোকজন, ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসিগণ ইসলাম গ্রহণ করছে। প্রকৃতপক্ষে এই দীন যদি ভালোই হতো তবে সভ্রান্ত লোকেরা এর প্রতি আকৃষ্ট হতো।

১৬. অর্থাৎ সর্বযুগে এমন কিছু লোক থাকে যারা এ ধরনের কথা বলে আসছে। এটি সম্ভবত وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِىٓ إِسْرَائِيلَ ১০ নং আয়াত এবং مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (৯ নং আয়াত)-এর উত্তরে বলেছিল।

আসমানী কিতাবগুলো পরস্পরের সত্যায়নকারী

১৭. অর্থাৎ এটি পুরাতন মিথ্যাচার নয়, বরং পুরাতন সত্য। কুরআন নাযিলের শত শত বছর পূর্বে আসমানী কিতাব তাওরাতও এরূপ মৌলিক শিক্ষা দিয়েছিল। আবহমান কাল থেকে নবী ওলীগণ ওই শিক্ষারই অনুসরণ করে আসছেন। এই তাওরাত তার শিক্ষা ও সুসংবাদ দ্বারা পরবর্তী লোকদের জন্য সত্য ও হিদায়াতের পথ তৈরী করে

(١٣) اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُوْنَ ۚ
(١٤) اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝
(١٥) وَ وَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا ؕ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّ
وَضَعَتْهُ كُرْهًا ؕ وَحَمْلُهٗ وَ فِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَ
بَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً ۙ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ
وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰىهُ وَ اَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ ۚ اِنِّيْ
تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۝

১৩. নিশ্চয় যারা বলেছে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্, তারপর অবিচল থেকেছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।[১৮]

১৪. তারা বেহেশতের অধিবাসী, চিরদিন তথায় অবস্থান করবে। এটি তাদের কর্মের প্রতিদান।[১৯]

১৫. আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করার জন্য।[২০] তার মাতা কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহ্য করে প্রসব করেছে।[২১] তার গর্ভে অবস্থান ও দুধ ছাড়ানো ত্রিশ মাসের মধ্যে।[২২] অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে এবং চল্লিশ বছরে[২৩] উপনীত হলো তখন বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রতি এবং আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তাওফীক আমাকে দিন এবং আমি যেন আপনার সন্তুষ্টি মুতাবিক সৎকাজ করতে পারি এবং আমাকে সুসন্তান দান করুন। আমি আপনার নিকট তওবা করলাম এবং আমি মুসলিম।[২৪]

দিয়েছে, খুলে দিয়েছে দয়া ও রহমতের দরজাসমূহ। এখন কুরআন নাযিল হয়ে ঐ তাওরাতকে সত্যায়ন করছে সত্য বলে ঘোষণা করছে। মোটকথা, দুটো কিতাবই একটি অন্যটিকে সমর্থন ও সত্যায়ন করছে। অন্যান্য আসমানী কিতাবের বৈশিষ্ট্যও তাই।

১৮. হা-মীম-আস সাজদা সূরাতে অনুরূপ একটি আয়াত রয়েছে। সেটির পাদটীকা দেখে নেয়া যেতে পারে।

১৯. অর্থাৎ নিজেদের সৎকর্মের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও রহমতে চিরদিন বেহেশতে অবস্থান করবে।

পিতা-মাতার খিদমত করা অবশ্য কর্তব্য

২০. কুরআন মজীদে একাধিক স্থানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অধিকারের সাথে সাথে মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। কারণ প্রকৃত স্রষ্টা আল্লাহ্ই কিন্তু "হেতু প্রধান" এই জগতে সন্তানের অস্তিত্বের বাহ্যিক হেতুও মাধ্যম এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রভুত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশক হন মাতা-পিতা। এখানে আয়াতের إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا। অংশে আল্লাহ্র অধিকার সম্পর্কিত আলোচনা ছিল। এখন মাতা-পিতার অধিকার সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। অর্থাৎ মানুষকে নির্দেশ দেয়া হলো যেন তারা মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করে, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, আন্তরিকতার সম্পর্ক রাখা এবং সেবা-যত্ন করাকে যেন নিজের সৌভাগ্য মনে করে। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতা মুশরিক হলেও পার্থিব ক্ষেত্রে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। বিশেষত মায়ের খিদমত করা। কোন কোন ক্ষেত্রে মায়ের সেবা-যত্ন পিতার অধিকারের চেয়েও বেশী। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা তা প্রতীয়মান হয়।

২১. গর্ভধারণ করার কয়েক মাস পর থেকে গর্ভস্থিত শিশুর ওজন অনুভূত হতে থাকে। তখন থেকে এবং বাচ্চা প্রসব করার সময় মায়েরা কতো প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, তারপর দুধ পান করায় এবং কয়েক বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে শিশুর নিরাপত্তা বিধান করে। তার সুখ-শান্তির জন্য নিজের বিশ্রাম নিদ্রা বিসর্জন দেয়। পিতাও এই সকল কষ্টে মাতার অংশীদার হয় এবং সন্তান লালন-পালনের আবশ্যকীয় উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করে দেয়। এসব কাজ অবশ্য প্রকৃতিগত ও স্বভাবগত বটে কিন্তু সেই প্রকৃতির দাবী এটিও যে, সন্তান তার মাতা-পিতার স্নেহমায়ার অবদান অনুভব করবে এবং তাদের ত্যাগ ও শ্রমের গুরুত্ব অনুধাবন করে তার মর্যাদা দিবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হাদীস শরীফে একাদিক্রমে তিনবার মায়ের খিদমতের নির্দেশ দিয়ে তারপর পিতার খিদমতের নির্দেশ দিয়েছেন একবার। এখানেও একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার এই যে, আলোচ্য আয়াতে পিতার কথা একবার উল্লেখ করা হয়েছে আর তা "والديه" (তার পিতা-মাতা) শব্দে। পক্ষান্তরে মাতার কথা উল্লেখ হয়েছে তিনবার। وَالِدَيْهِ (তার পিতা-মাতা) حَمَلَتْهُ أُمُّهُ (তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে) এবং وَضَعَتْهُ (সে তাকে প্রসব করেছে) এই তিন শব্দের মধ্যে।

২২. সম্ভবত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ মেয়াদ লক্ষ্য করা যায় বলে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, "বাচ্চা হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যবান হলে সাধারণত ২১ মাসে দুধপান ছেড়ে দেয়। আর বাকী ৯ মাস গর্ভকাল"। অথবা এরূপ বলা যেতে পারে যে, গর্ভের নূন্যতম মেয়াদ ছয় মাস, আর সাধারণত দুই বছরে বাচ্চার দুধ ছাড়ানো হয়। সর্বমোট ত্রিশ মাস। দুই বছরের অধিক দুধপান করানোর বিষয়টি খুবই কম ও বিরল।

(١٦) أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّـَٔاتِهِمْ
فِىٓ أَصْحَٰبِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِى كَانُوا يُوعَدُونَ ○
(١٧) وَالَّذِى قَالَ لِوَٰلِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِىٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ
الْقُرُونُ مِن قَبْلِى ۚ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ ۚ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ۚ
فَيَقُولُ مَا هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ الْأَوَّلِينَ ○

১৬. সেসব লোকের উত্তম ও উৎকৃষ্ট কাজগুলো আমি কবূল করি এবং তাদের পাপ ক্ষমা করি। তারা অবস্থান করবে বেহেশতের অধিবাসীদের মধ্যে। এটি সত্য প্রতিশ্রুতি, তাদেরকে যা প্রদান করা হয়।[২৫]

১৭. যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতাকে বলেছে, আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট,[২৬] তোমরা কি আমাকে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ যে, কবর থেকে আমাকে বের করা হবে ? আমার পূর্বে বহু দল অতীত হয়েছে।[২৭] তারা উভয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, পুত্রের উদ্দেশ্যে বলছে, দুর্ভোগ তোমার, ঈমান আনয়ন করো, নিশ্চয় আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি সত্য।[২৮] তারপরও সে বলে, এটি পূর্ববর্তীদের উপকথা মাত্র।[২৯]

চল্লিশ বছর বয়স মানুষের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর

২৩. চল্লিশ বছর বয়সে সাধারণত সবারই বিবেক বুদ্ধি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পূর্ণতা লাভ করে। এজন্যই চল্লিশ বছরের পূর্বে সাধারণত নবুওয়াত প্রদান করা হয় না।

পুণ্যবান সন্তানের চরিত্র

২৪. অর্থাৎ সৌভাগ্যবান ও নেকবখত মানুষ এমনই হয়। তার প্রতি ও তার পিতা-মাতার প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার যে অনুগ্রহ ও দয়া তার শুকরিয়া জ্ঞাপন করে। ভবিষ্যতে পুণ্য ও সৎকাজের জন্য আল্লাহ্‌র তাওফীক কামনা করে। নিজের ছেলেমেয়ে ও বংশধরদের জন্য সৎ হওয়ার দু'আ করে। আল্লাহ্‌র হক কিংবা বান্দার হক আদায়ে কোন ক্রটি হলে তার জন্য তওবা করে। বন্দেগী ও বিনয়ের দিক থেকে নিষ্ঠার সাথে আনুগত্যের স্বীকৃতি দেয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) খুবই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজে তাঁর মাতা-পিতা এবং তাঁর সন্তান-সন্ততিগণ সবাই ঈমানদার হওয়ার সাথে সাথে সবাই সাহাবী হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। একাধারে তিন বংশধর সাহাবী হওয়ার এই বৈশিষ্ট্য অন্য কারো ভাগ্যে জোটেনি।

(১৮) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

১৮. তাদের পূর্বে যে জিন্ন ও মানুষ গত হয়েছে[৩০] তাদের ন্যায় এদের প্রতিও আল্লাহ্‌র শাস্তির বাণী অবধারিত হয়েছে। নিশ্চয় তারা ছিল ক্ষতিগ্রস্ত।[৩১]

---

২৫. অর্থাৎ এরূপ বান্দার সৎকর্মগুলো কবূল হয় এবং দোষত্রুটিগুলো ক্ষমা করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অলংঘনীয় প্রতিশ্রুতি মুতাবিক তাদের আবাস হবে জান্নাত।

বদমাশ ছেলের আচরণ

২৬. সৌভাগ্যবান ও নেককার সন্তান সন্ততির আলোচনার পর এখন হতভাগ্য বেয়াদব, অবাধ্য ও অযোগ্য সন্তান -সন্ততির কথা আলোচনা করছেন। যার পিতা-মাতা তাকে ঈমানের কথা বুঝায় অথচ সে বুঝে না। বরং শিষ্টাচার বর্জিত জঘন্য কথাবার্তা বলে মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়।

২৭. অর্থাৎ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করা হবে এই ধমকিতে আমি ভয় পাই না। দেখো, আমার পূর্বে কত দল কত সম্প্রদায়ের লোক অতীত হয়েছে, কই তাদের কেউ তো এখনও পর্যন্ত দ্বিতীয়বার জীবিত হয়ে ফিরে আসেনি! মানুষ তো সব সময়ই এরূপই শুনে এসেছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সংবাদের বাস্তব রূপ দেখা যায়নি। তাহলে আমি কি করে তা মেনে নিবো ?

পিতামাতার ফরিয়াদ

২৮. অর্থাৎ ছেলের অভদ্র আচরণের প্রেক্ষিতে একদিকে আল্লাহ্‌র দরবারে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, প্রার্থনা করছে যেন সত্য গ্রহণ তার নসীব হয়। অন্যদিকে ছেলেকে বুঝাচ্ছে, হতভাগা! এখনও সময় আছে, এই মুহূর্তে ফিরে আয়, আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনিবার্য সত্য। মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানের যে সংবাদ তিনি দিয়েছেন তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তখন এই প্রত্যাখ্যানের মজা বুঝবে।

২৯. অর্থাৎ এরূপ কিস্‌সা-কাহিনী অনেক শুনেছি। প্রাচীন কালের গল্প-কাহিনী এরূপ প্রসিদ্ধই হয়ে যায়। মূলত এগুলোর বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় না।

৩০ শাস্তির বাণী হলো لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ "জিন্ন ও মানুষ দ্বারা আমি জাহান্নাম পূর্ণ করবো। (সূরা হূদ ঃ ১১৯)

অর্থাৎ ইতিপূর্বে বহু জিন্ন ও মানুষ যেমন জাহান্নামের যোগ্য হয়েছে এই হতভাগাও তাদের দলভুক্ত হয়েছে।

৩১. আপন দয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা সকল মানুষের অন্তরে ঈমান ও সৌভাগ্যের যে বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন এই হতভাগারা তাও নষ্ট করে দিয়েছে। কোন ব্যক্তি তার

(১৯) وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ○

(২০) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ؕ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبٰتِكُمْ فِيْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۚ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُوْنَ ○

১৯. আর প্রত্যেক দলের জন্য কয়েক স্তর রয়েছে নিজ নিজ কৃতকর্মের অনুপাতে এবং যাতে তাদেরকে কর্মফল পুরাপুরি প্রদান করা যায়।[৩২] তাদের প্রতি জুলুম করা হবে না।[৩৩]

২০. যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের কিনারে নিয়ে যাওয়া হবে, দুনিয়ার জীবনে তোমরা তোমাদের স্বাদ ভোগ করে নিঃশেষ করেছ।[৩৪] আজ তোমরা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে পৃথিবীতে তোমরা যে অন্যায় অহংকার করতে এবং যে নাফরমানী করতে তার প্রতিফলস্বরূপ।[৩৫]

ব্যবসায় মুনাফা অর্জন তো করেইনি, বরং নিজের অবহেলা ও বোকামীর কারণে মূলধনও নষ্ট করে দিলে তার চেয়ে মারাত্মক ব্যর্থতা ও ক্ষতি কি হতে পারে ?

বেহেশত ও দোযখে বিভিন্ন স্তর রয়েছে

৩২. অর্থাৎ আমল অনুপাতে জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে একাধিক স্তর ও পর্যায় থাকবে। দোযখের অধিবাসীদের মধ্যেও থাকবে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়।

৩৩. কোন সৎকর্মের ছাওয়াব উপযুক্ত পাওনার কম দেয়া হবে না কিংবা কোন পাপকর্মের শাস্তি সীমাতিরিক্ত দেয়া হবে না।

কাফিররা আক্ষরিক অর্থে যে ভালো কাজ করে দুনিয়াতেই তার ফল পায়

৩৪. কাফিররা কতক ভালো কাজ করে বটে কিন্তু তাদের সেই কাজের পিছনে ঈমান নেই। সেগুলো ভালো কাজের কাঠামো মাত্র। এসব অস্থায়ী ভালো কর্মের প্রতিফলও অস্থায়ী। পার্থিব জীবনে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, রাজত্ব-কর্তৃত্ব, শারীরিক সুস্থতা, মান-মর্যাদা ও সুনাম-সুখ্যাতির মাধ্যমে তারা তাদের অস্থায়ী ভালো কাজের প্রতিফল ভোগ করে। এই প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে, তোমাদের ভালো কাজের সুফল তোমরা দুনিয়ার জীবনে গ্রহণ করেছ এবং সেখানকার সুখ, আরাম, আমোদ-ফুর্তি ভোগ করেছ। ঈমান আনয়ন করলে আখিরাতে যে সুখ লাভ করতে ঈমান না এনে দুনিয়াতে যেন তাও ভোগ করে নিয়েছ। এখন আখিরাতের সুখী জীবনে তোমাদের কোন অংশ নেই। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "যারা আখিরাতের কল্যাণ চায়নি, শুধু দুনিয়ার লাভই চেয়েছে তাদের ভালো কাজের প্রতিফল এই দুনিয়াতেই তারা লাভ করেছে।

(٢١) وَاذْكُرْ اَخَا عَادٍ ۭ اِذْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ بِالْاَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖٓ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّا اللّٰهَ ۭ اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ○

২১. আর 'আদ সম্প্রদায়ের ভ্রাতার কথা স্মরণ করো,[৩৬] যখন সে তার সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল আহ্কাফ অঞ্চলে।[৩৭] তার পূর্বে ও পরে অনেক সতর্ককারী গত হয়েছিল যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত করো না। আমি ভয় পাচ্ছি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের শাস্তি আপতিত হওয়ার।[৩৮]

---

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের মিথ্যা অহমিকা এবং নাফরমানীর সাজারূপে আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক ও অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে। এখানে তোমাদের জন্য এই একটি জিনিসই অবশিষ্ট রয়েছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলা কতক প্রতাপশালী দাম্ভিক সম্প্রদায়ের বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন যে, আখিরাত পর্যন্ত অপেক্ষা নয়, দুনিয়াতেই কেমন মর্মান্তিক পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে তাদেরকে।

৩৬. অর্থাৎ হযরত হূদ (আ), তিনি 'আদ সম্প্রদায়ের জাতি ভাই ছিলেন।

আহ্কাফ নগরী, অবস্থান ও পরিচিতি

৩৭. আল-আহ্কাফ নগরী শিরোনামাধীন "আরদুল কুরআন" গ্রন্থের রচয়িতা লিখেছেন যে, ইয়ামামা, ওমান, বাহরায়ন, হাদারামাওত ও পশ্চিম ইয়ামানের কেন্দ্রস্থলে যে বিরাট বিস্তীর্ণ মরুভূমি 'আদ-দাহ্না বা রুবউল খালী" নামে প্রসিদ্ধ তা জনবসতির উপযুক্ত নয় বটে কিন্তু এর চতুর্দিকে কিছু কিছু স্থান বসবাসের উপযোগী আছে। বিশেষত যে এলাকাটি হাদারামাওত থেকে নাজরান পর্যন্ত বিস্তৃত তাতে যদিও এখন জনবসতিহীন নেই তথাপি প্রাচীনকালে সেই হাদারামাওত ও নাজরানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে "আদ-ই ইরাম" নামক ইতিহাসখ্যাত সম্প্রদায়ের বাস ছিল। তাদের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

সকল নবীর একই দাওয়াত

৩৮. অর্থাৎ হযরত হূদ (আ)-এর পূর্বে এবং পরে অনেক সতর্ককারী এসেছেন। সবাই তাই বলেছেন যা হযরত হূদ (আ) বলেছেন অর্থাৎ তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং কুফরী ও পাপাচারের মারাত্মক পরিণতিকে ভয় করো। হতে পারে, 'আদ সম্প্রদায়ের মধ্যে হযরত হূদ (আ) ব্যতীত অন্যান্য সতর্ককারীও এসেছেন। আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলার কাছেই রয়েছে যথার্থ জ্ঞান।

(٢٢) قَالُوْٓا اَجِئْتَنَا لِتَاْفِكَنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا ۚ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ○

(٢٣) قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاُبَلِّغُكُمْ مَّآ اُرْسِلْتُ بِهٖ وَلٰكِنِّيْٓ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ○

(٢٤) فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ ۙ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهٖ ۚ رِيْحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

২২. তারা বললো, তুমি আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এসেছ ? তাহলে তুমি আমাদেরকে যার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো তা নিয়ে এসো, যদি তুমি সত্যবাদী হও।[৩৯]

২৩. সে বললো, সেই অবগতি একমাত্র আল্লাহ্‌রই আছে। আমি তো তাই পৌঁছে দিচ্ছি যা আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক মূর্খ সম্প্রদায়।[৪০]

২৪. তারপর তারা যখন শাস্তিকে মেঘরূপে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখলো, তখন বললো, এতো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দিবে।[৪১] বরং এটি সেই বস্তু যার ত্বরিৎ উপস্থিতি তোমরা কামনা করেছিলে। এটি বায়ু, যাতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৪২]

---

৩৯. অর্থাৎ আমাদের পিতৃধর্ম ও পৈত্রিক রীতি-নীতি থেকে আমরা সরে আসবো না। ভীতি প্রদানে তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে বিলম্ব করছো কেন ? মুখে যা বলছো তা করে দেখাও।

৪০. অর্থাৎ এই প্রকারের দাবী করা তোমাদের অজ্ঞতার পরিচায়ক। আমি তো আল্লাহ্‌র পাঠানো রাসূল। আমার মাধ্যমে তিনি যে বাণী প্রেরণ করেছেন তা পৌঁছিয়ে দেয়া আমার কর্তব্য। এর অতিরিক্ত কিছু সম্পর্কে আমার অবগতিও নেই, এরূপ কিছু করার শক্তিও আমার নেই। সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে কখন শাস্তি দিবেন এবং কোন্ সময় পর্যন্ত অবকাশ দেওয়া দরকার তার সবকিছু আল্লাহ্‌ই জানেন।

৪১. অর্থাৎ তারা সামনের দিকে দেখছিল যে, মেঘমালা জমা হচ্ছে। তারা মনে করেছিল, বৃষ্টির পানিতে নদী-নালা পূর্ণ হয়ে যাবে। তারা বলাবলি করছিল যে, প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ একত্র হয়েছে, এখনই মনের আশা পূরণ হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ অনাবৃষ্টির প্রেক্ষিতে তখন পানির ভীষণ প্রয়োজন ছিল।

৪২. অর্থাৎ এটি বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘমালা নয়, বরং আল্লাহ্‌র আযাবের ঘূর্ণিঝড়। তোমরা যার ত্বরিৎ সংঘটন দাবী করছিলে এটি তাই।

(٢٥) تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ○

(٢٦) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ○

২৫. আপন প্রতিপালকের নির্দেশে তা ধ্বংস করে দিবে সবকিছু। তারপর পরের দিন তারা এমন হয়ে গেলো যে তাদের ঘরবাড়ি ছাড়া কিছুই দেখা যায়নি। আমি এভাবে সাজা দেই পাপাচারী সম্প্রদায়কে।[৪৩]

২৬. আমি তাদেরকে এমন শক্তি দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দেইনি।[৪৪] আমি তাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছিলাম। তাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর তাদের কোন উপকারে আসেনি।[৪৫] কারণ তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করতো তা তাদের উপর আপতিত হয়েছে।[৪৬]

প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে আদ সম্প্রদায় বিধ্বস্ত

৪৩. একাদিক্রমে সাত রাত আট দিন প্রবাহিত হয়েছিল প্রচণ্ডতম ঘূর্ণিঝড় ও ঝঞ্ঝা বায়ু। এর সম্মুখে গাছ-পালা, মানুষজন ও জীব-জন্তুর অবস্থা ছিল তোপের মুখে তৃণের ন্যায়। বিক্ষুব্ধ ঝঞ্ঝা বায়ুর প্রবল গতি সব কিছুকে উৎপাটিত ও উল্টিয়ে দিয়েছিল। চারদিকে নেমে এসেছিল ধ্বংসের বিভীষিকা। শেষ পর্যন্ত ঘর-বাড়ির ধ্বংসাবশেষ ছাড়া অন্য কিছু নজরে পড়েনি। সবাই দেখলো, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্যকারী অপরাধীদের পরিণতি কেমন হলো ? এ সকল ইতিহাস শ্রবণ করে সচেতন হও, সৎপথে এসে যাও, নতুবা তোমাদের অবস্থাও তাই হবে।

‘আদ সম্প্রদায়ের শৌর্য-বীর্য ও শক্তি-সামর্থ্য ছিল মক্কার কাফিরদের চেয়ে হাজার গুণ বেশী

৪৪. অর্থাৎ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং যে দৈহিক শক্তি তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তোমরা তা পাওনি। কিন্তু আল্লাহ্‌র শাস্তি যখন নাযিল হলো তখন এর কোনটাই কোন উপকারে আসেনি। তাহলে তোমরা কী নিয়ে অহংকার করছো ?

৪৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা উপদেশ শ্রবণের জন্য দিলেন কান, কুদরতের নিদর্শনাদি দেখার জন্য দিলেন চক্ষু এবং হৃদয়ঙ্গম করার জন্য দিলেন অন্তর। কিন্তু এর কোনটিই তারা কাজে লাগায়নি। অন্ধ বধির ও পাগল হয়ে তারা নবী-রাসূলদের (আ)

(٢٧) وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُرٰى وَصَرَّفْنَا الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ○

(٢٨) فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قُرْبَانًا اٰلِهَةً ؕ بَلْ ضَلُّوْا عَنْهُمْ ۚ وَذٰلِكَ اِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ○

২৭. তোমাদের আশেপাশের কতো জনপদ আমি ধ্বংস করেছি[৪৭] এবং বারবার তাদেরকে আয়াতসমূহ শুনিয়েছি যাতে তারা ফিরে আসে।[৪৮]

২৮. উচ্চ মর্যাদা লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যাদেরকে তারা উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল তারা তাদের সাহায্য করলো না কেন?[৪৯] বরং তারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে এদের থেকে।[৫০] আর এটি ছিল তাদের মনগড়া বিষয়।[৫১]

বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমেছিল। পরিণতিতে তাদের সকল শক্তি ও প্রতিভা বিদ্যমান থাকা সত্বেও আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো। অভ্যন্তরীণ কিংবা বাহ্যিক কোন শক্তিই তখন এই আযাব প্রতিরোধে সক্ষম হয়নি।

৪৬. অর্থাৎ যে শাস্তির কথা তারা হেসে উড়িয়ে দিতো তা তাদের উপর আপতিত হলো। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "তাদেরকে অন্তর, কান ও চক্ষু দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ দুনিয়ার কাজকর্মে তারা ছিল চালাক ও বুদ্ধিমান। কিন্তু তাদের সেই বোধোদয় হলো না যা দ্বারা আখিরাতও সার্থক করতে পারতো।

৪৭. অর্থাৎ 'আদ সম্প্রদায় ছাড়াও ছামূদ সম্প্রদায়, লূত সম্প্রদায় ও অন্যান্য জনপদকে এভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। এগুলো তো তোমাদের আশেপাশেই ছিল। "তোমাদের আশেপাশে ছিল" দ্বারা মক্কার অধিবাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ দেশে দেশে সফর করার সময় তাদেরকে উল্লেখিত স্থানসমূহের পাশ দিয়ে যেতে হয়।

৪৮. কিন্তু এতো বুঝানোর পরও তারা নিবৃত্ত হয়নি।

৪৯. অর্থাৎ যে সকল প্রতিমা সম্পর্কে তারা বলতো, এগুলো আমাদের উপাস্য, আমরা এজন্য উপাসনা করি যে, এগুলো আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছে দিবে এবং উচ্চ মর্যাদা অর্জন করিয়ে দিবে। হায়! এই বিপদের দিন তারা কোন উপকার করছে না কেন ? এখন যদি সেগুলোকে ডাকা যেতো।

৫০. অর্থাৎ আজ তাদের কোন হদিস নেই। শাস্তি ভোগ করার সময়ও তাদের সাহায্য লাভের কোন অবকাশ নেই। তারা গেলো কোথায় ? এমন ঘোরতর বিপদের সময়েও তারা কোন উপকার করছে না।

(২৯) وَاِذْ صَرَفْنَآ اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۚ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ
قَالُوْٓا اَنْصِتُوْا ۚ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ○

২৯. আমি যখন জিন্নদের একটি দল তোমার নিকট পাঠিয়েছিলাম, তারা কুরআন শুনছিল। তারা যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলো তখন বললো, সবাই নীরবতা অবলম্বন করো। যখন পাঠ সমাপ্ত হলো নিজেদের সম্প্রদায়ের নিকট তারা ফিরে গেলো সতর্ককারীরূপে।৫২

---

৫১. এখন প্রমাণিত হলো যে, প্রতিমাগুলোকে খোদা বানানো এবং তাদের পক্ষ থেকে কল্যাণ লাভের আশা করা ছিল স্পষ্ট মিথ্যা ও মনগড়া কাজ। মিথ্যার তো পা নেই। তাহলে সেটি চলাচল করে কেমনে ?

যোগসূত্র ঃ পূর্বের আয়াতগুলোতে মানুষের দম্ভ ও সত্যদ্রোহিতার আলোচনা ছিল। পরবর্তী আয়াতগুলোতে তাদের বিপরীতে জিন্নদের আনুগত্য ও সত্য গ্রহণের অবস্থা আলোচনা করা হচ্ছে। যাতে সবাই জানতে পারে যে, প্রকৃতিগতভাবে যে জাতি গোঁয়ার ও বিদ্রোহী তাদের কতক সদস্য আল্লাহ্‌র পবিত্র কালাম শুনে কিভাবে মোমের ন্যায় বিগলিত হয়ে যায়।

জিন্নদের প্রথম কুরআন শ্রবণ

৫২. রাসূলুল্লাহ্ (সা) রাসূলরূপে প্রেরিত হওয়ার পূর্বে জিন্নরা কিছু কিছু আসমানী সংবাদ জেনে যেতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট ওহী আগমন শুরু হওয়ার পর থেকে তাদের সংবাদ প্রাপ্তির পথ প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। এই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত জিন্নগণ ব্যাপকহারে মার খেতে লাগলো। জিন্নরা বুঝে নিল যে, দুনিয়াতে অবশ্যই এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যার প্রেক্ষিতে আসমানী সংবাদে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই ঘটনার অনুসন্ধানে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে জিন্নরা পূর্ব-পশ্চিমে বেরিয়ে পড়লো। তাদের একদল "বাতনে নাখলা" নামক এলাকা অতিক্রম করে যাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে ওই সময়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর কতক সাহাবী নিয়ে সেখানে ফজরের নামায আদায় করছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা জিন্নদের শ্রবণশক্তি আকৃষ্ট করে দিলেন কুরআন শোনার দিকে। কুরআনের আওয়াজ তাদের নিকট অত্যন্ত আশ্চর্যজনক, প্রভাবশালী ও মনোমুগ্ধকর মনে হলো। কুরআনের মাহাত্ম্য ও গাম্ভীর্য তাদের মনে রেখাপাত করলো। তারা পরস্পর বলতে লাগলো, চুপ থাকো, নীরবে এই পবিত্র বাণী শুনো। শেষ পর্যন্ত এই কুরআন করীম তাদের অন্তরে স্থান করে নিলো। তারা বুঝতে পারলো এই হলো সেই নতুন বিষয় যা আসমানী সংবাদ শ্রবণ করা থেকে জিন্নদেরকে বঞ্চিত রেখেছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কুরআন মজীদ পাঠ শেষ হওয়ার পর তারা অন্তরে ঈমান ও

(٣٠) قَالُوْا يٰقَوْمَنَآ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْٓ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○

৩০. তারা বললো, হে আমাদের সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব শুনেছি, এটি নাযিল হয়েছে মূসার পরবর্তী সময়ে।[৫৩] তা পূর্ববর্তী সকল কিতাবের সত্যায়নকারী।[৫৪] সত্য দীন ও সরল পথের দিশা প্রদান করে।[৫৫]

ইয়াকীনের সম্পদ নিয়ে ফিরে গেলো। তারা তাদের সম্প্রদায়কে তখন নসীহত করেছিল। সূরা জিন্ন-এ তার বিস্তারিত বিবরণ আসবে। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, জিন্নদের আগমন ও প্রস্থান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। আল্লাহ্‌র নির্দেশে একটি বৃক্ষ এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে কিছুটা অবগত করিয়েছিল। তারপর ওহীর মাধ্যমে তাঁকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করানো হয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ (সূরা জিন্ন ঃ ১)।

এরপর বহু সংখ্যক জিন্ন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করা ও দীনের বিষয়াদি জানার জন্যে তাদের একাধিক প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিল। হাদীসের ভিত্তিতে খাফাজী (রা) দাবী করেছেন যে, মোট ছয়বার রাসূলুল্লাহ্ (সা) জিন্নদের সাথে সাক্ষাত করেছেন। তাই যে সকল বর্ণনায় সংখ্যার দিক থেকে কিংবা অন্যান্য দিক থেকে আপাতত ভিন্ন ভিন্ন তথ্য রয়েছে সেগুলো বিভিন্ন ঘটনার বিভিন্ন বিবরণ বলে গ্রহণ করতে হবে।

৫৩. ব্যাপক বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুন সম্বলিত হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে তাওরাত ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। অন্য কোন কিতাব তাওরাতের সমকক্ষ ছিলো না। বনী ইসরাঈলের নবীগণ তাওরাত-ই অনুসরণ করতেন। হযরত ঈসা (আ)-ও বলেছেন, আমি তাওরাত পরিবর্তন করতে আসিনি, বরং সেটির পূর্ণতা সাধনের জন্য এসেছি। হযরত সুলায়ামন (আ)-এর যুগ থেকে জিন্নজাতির মধ্যে তাওরাত গ্রন্থ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে। তাই এখানে তারা তাওরাতের কথা উল্লেখ করেছে। খোদ তাওরাত গ্রন্থে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বাভাষ দেয়া হয়েছে ঃ (হে মূসা!) তোমার ন্যায় একজন নবী প্রেরণ করবো।

৫৪. রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন কুরআনের যে অংশটি তিলাওয়াত করেছিলেন তাতে সম্ভবত এই বিষয়টির উল্লেখ ছিল। অর্থাৎ পারিপার্শ্বিকতা থেকে তারা এরূপ ধারণা করেছিল।

৫৫. অর্থাৎ সত্য বিশ্বাস এবং সরল পথের নির্দেশনা দেয়।

(৩১) يٰقَوْمَنَآ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

(৩২) وَمَنْ لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْاَرْضِ وَلَيْسَ لَهٗ مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءُ ؕ اُولٰٓئِكَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

(৩৩) اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ؕ بَلٰٓى اِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝

৩১. হে আমাদের সম্প্রদায়! আল্লাহ্‌র প্রতি আহবানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তার উপর ঈমান আনো।[৫৬] তাহলে তিনি তোমাদের কতক পাপ ক্ষমা করে দিবেন[৫৭] এবং এক কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন।

৩২. আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিবে না সে পৃথিবীতে ভেগে গিয়ে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারীও নেই।[৫৮] তারা লিপ্ত রয়েছে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে।

৩৩. তারা কি দেখে না, যে আল্লাহ্ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলোর সৃষ্টিতে ক্লান্তিবোধ করেননি।[৫৯] তিনি অবশ্যই মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম? অবশ্যই তিনি সবকিছু করতে পারেন।[৬০]

জিন্ন জাতির মধ্যে জিন্নদের দাওয়াত

৫৬. অর্থাৎ যিনি আল্লাহ্‌র দিকে ডাকছেন তোমরা তাঁর কথা মান্য করো এবং তাঁর রাসূল হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করো।

৫৭. অর্থাৎ তাঁর ডাকে সাড়া দিলে কুফরী জীবনে তোমরা যে সকল পাপ করেছ ইসলামের বরকতে সব ক্ষমা পেয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে নতুন দপ্তর লিখা হবে। স্মরণ রাখতে হবে যে, এখানে পাপ ক্ষমার কথা উল্লেখ আছে, বান্দার হক ক্ষমা পাওয়ার কথা এ আয়াত থেকে অনুমান করা যায় না।

৫৮. অর্থাৎ নিজে পালিয়ে গিয়ে না আল্লাহ্‌র শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে, না অন্য কেউ এসে রক্ষা করতে পারবে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) فى الْاَرْض (পৃথিবীতে) উল্লেখের প্রেক্ষিতে বলেন, "ফেরেশতাগণ উর্ধ্ব জগতে শয়তানদেরকে আক্রমণ ও তাড়া করলে তারা পালিয়ে পৃথিবীতে চলে আসে"।

৫৯. এতদ্বারা ইয়াহূদীদের ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলে যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছয় দিনে আসমান যমীন সৃষ্টি করেছেন ثُمَّ اسْتَرَاحَ (তারপর সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন) নাউযুবিল্লাহ্।

(٣٤) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى النَّارِ ۖ اَلَيْسَ هٰذَا بِالْحَقِّ ۖ قَالُوْا
بَلٰى وَرَبِّنَا ۖ قَالَ فَذُوْقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ○
(٣٥) فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ ۖ
كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ۖ
بَلٰغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ ○

৩৪. যেদিন কাফিরদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হবে, এটি কি যথার্থ নয় ? তারা বলবে, কেন নয়, আমাদের প্রতিপালকের শপথ।[৬১] তিনি বলবেন, তোমরা যে কুফরী করতে তার পরিবর্তে আযাব ভোগ করো।[৬২]

৩৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ করো, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়চিত্ত রাসূলগণ এবং তাদের ব্যাপারে ত্বরিৎ ব্যবস্থা কামনা করো না।[৬৩] প্রতিশ্রুত বিষয় যেদিন তারা দেখবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন দিবসের এক মুহূর্তের বেশি তারা পৃথিবীতে অবকাশ পায়নি।[৬৪] এটা পৌঁছিয়ে দাও। যারা অবাধ্য তারাই ধ্বংস হবে।[৬৫]

---

৬০ অর্থাৎ কঠোর শাস্তি দেয়া হবে মৃত্যুর পর। তারা এই প্রতারণায় যেন না পড়ে যে, মৃত্যুর পর তারা আবার জীবিত হবে কি? মৃত্যুর পর পুনরুজ্জীবন আল্লাহ্‌র জন্য মোটেই কঠিন নয়। বিশাল আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করতে যিনি ক্লান্ত হননি, তোমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা তার জন্য কষ্টকর হবে কেন?

৬১. অর্থাৎ তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে, দোযখ ও তার শাস্তি বাস্তব নয় কি, সত্য নয় কি? লাঞ্ছনা ও অপমানে জর্জরিত হয়ে সবাই বলবে, হাঁ, নিশ্চয়, তা সত্য ও বাস্তব (এগুলো অস্বীকার করে তো আমরা ভ্রান্তিতে ছিলাম)।

৬২. অর্থাৎ তখন তাদেরকে বলা হবে, ঠিক আছে, সেই প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকৃতির স্বাদ এখন ভোগ করো।

শত্রুর তিরস্কারের মুখে ধৈর্যধারণ করা নবীদের শিক্ষা

৬৩. এটি যখন স্থির ও নিশ্চিত যে, কাফিররা অবশ্যই শাস্তি ভোগ করবে, দুনিয়াতে হোক অথবা আখিরাতে, তখন আপনি আর তাদের জন্য ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের পথে অগ্রসর হবেন না, বরং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকুন, দৃঢ়চিত্ত রাসূলগণ যেমন ধৈর্যধারণ করেছেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ পূর্বকালের কতক উলামায়ে কিরাম বলেছেন, সকল নবীই উলুল আযম (দৃঢ়চিত্ত) ছিলেন। তবে তাদের মধ্যকার পাঁচজন বিশিষ্ট নবী 'উলুল আযম' অভিধায় প্রসিদ্ধ। তাঁরা হলেন, হযরত নূহ্ (আ), হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত মূসা (আ), হযরত ঈসা (আ) ও হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা (সা)।

৬৪. "অবকাশ পায়নি" অর্থাৎ এখন দুনিয়াতে অবস্থানের সময় আখিরাতকে বহু দূরে মনে করেছে আর বলেছে, হায়রে! আযাব তাড়াতাড়ি আসছে না কেন? সেদিন অনুভব করতে পারবে যে, আযাব খুব তাড়াতাড়ি এসে গেলো। দুনিয়াতে মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছিলাম। অথবা এরূপ মনে হবে যে, কবরে মাত্র এক মুহূর্ত অবস্থান করেছিলাম। নিয়ম আছে যে, অতীত সময়কে খুব স্বল্প মনে হয়। বিশেষত বিপদাপদ ও দুঃখের সময়ে সুখশান্তিতে কাটিয়ে দেওয়া পূর্বের সময়কে খুব সংক্ষিপ্ত মনে হয়।

যারা নিজেরা ধ্বংস হতে চায় আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেন

৬৫. অর্থাৎ নসীহতের বাণী আমি পৌঁছিয়ে দিয়েছি, ভালো-মন্দ বুঝিয়ে দিয়েছি। এখন যে মানবে না.সে ধ্বংস হবে। আমার পক্ষ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন পূর্ণ হয়েছে। কাউকে আমি বিনা অপরাধে পাকড়াও করি না। শুধু তাদেরকে ধ্বংস করি যারা নিজেরা ধ্বংস হওয়ার জন্য কোমর বেঁধে লেগে যায়।

সূরা মুহাম্মাদ

৩৮ আয়াত, ৪ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

(٢) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ○

১. যারা কুফরী করেছে এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে প্রতিরোধ করেছে[১] আল্লাহ্ তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন।[২]

২. আর যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং মুহাম্মাদের উপর যা নাযিল হয়েছে তা মেনে নিয়েছে, আর সেটিই হলো তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য দীন। আল্লাহ্ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা সংশোধন করে দেন।[৩]

---

১. কাফির নেতাদের এই চরিত্র ছিল। তারা জানমাল দিয়ে এবং সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতো আল্লাহ্‌র পথ থেকে অন্যদেরকে নিবৃত্ত করতে।

২. অর্থাৎ যে সকল কাজকে তারা ভালো ও সৎ মনে করছে তাদের ঈমান না থাকার কারণে সেগুলো কবূলযোগ্য নয়। সেগুলোর কতক তো উল্টো তাদের শাস্তির কারণ হবে। যেমন লোকজনকে ইসলাম থেকে বিরত রাখার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা।

ঈমানদারদের অবস্থা দিনে দিনে উন্নত হয়

৩. অর্থাৎ তাদের মন্দ কর্মের অভ্যাস দূরীভূত করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অবস্থা সুন্দর ও পরিপাটি করেন। ফলে দিনে দিনে তারা সৎকর্মে উন্নতি লাভ করে। অন্যদিকে

(٣) ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ○

(٤) فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۗ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۙ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَآءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۚۛ ذٰلِكَ ۛ ۚ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ ۙ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ○

৩. তা এজন্য যে, কাফিররা মিথ্যার অনুসরণ করে এবং ঈমানদারগণ তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য মেনে চলে। আল্লাহ্ এভাবে মানুষের জন্য তাদের অবস্থাসমূহ বর্ণনা করেন।[৪]

৪. সুতরাং তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন তাদরে ঘাড়ে আঘাত করবে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপকভাবে তাদেরকে হত্যা করার পর কঠোরভাবে তাদেরকে বন্দী করো। তারপর অনুকম্পা প্রদর্শন করবে কিংবা মুক্তিপণ গ্রহণ করবে।[৫] তোমরা লড়াই করো যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র রেখে দেয়।[৬] এই তো শুনলে। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের থেকে প্রতিশোধ নিতে পারেন। তিনি তোমাদের কতককে কতক দ্বারা যাচাই করতে চান।[৭] যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলা কখনও তাদের কর্ম নষ্ট করবেন না।

তিনি আখিরাতের জীবনে তাদের সকল ত্রুটি ক্ষমা করে তাদের অবস্থা ভালো করে দিবেন। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "প্রাচীন যুগে সমগ্র জগত একটি মাত্র শরীআত ও দীন মানতে বাধ্য ছিলো না। কিন্তু এখন সমগ্র বিশ্বের প্রতি একই নির্দেশ। এই ইসলামই এখন সত্য দীন। ভালো কাজ ও মন্দ কাজ মুসলমানেরাও করে কাফিররাও করে। কিন্তু সত্য দীন গ্রহণকারীদের জন্য এই সুযোগ রয়েছে যে, তাদের নেকী স্থায়ী থাকবে আর মন্দ ও পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। সত্য দীন প্রত্যাখ্যানকারীদের শাস্তি এই যে, তাদের নেকী বা পুণ্য ধ্বংস হবে, আর গুনাহ্ ও পাপ স্থায়ী থাকবে"।

৪. অর্থাৎ এভাবে খুলে খুলে তন্ন তন্ন করে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষদেরকে তাদের ভালো-মন্দ সকল অবস্থা সম্পর্কে অবগত করান। যাতে বাতিল পথ অনুসরণের কদর্য ও দুর্ভোগ এবং সত্য অনুসরণের বরকত ও সৌভাগ্যের বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে তাদের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পারে।

শত্রু পক্ষ পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত লড়াই অব্যাহত থাকবে

৫. অর্থাৎ হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব তো চলবেই। মুসলমান ও কাফির পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হলে মুসলমানদের কর্তব্য হবে অত্যন্ত দৃঢ়তা ও বীরত্বের সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। শত্রু পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ নিহত হয়ে তারা যেন দুর্বল হয়ে পড়ে, তাদের দল যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তাই যুদ্ধের সময় অলসতা, সাহসহীনতা, বিরতি দেয়া, ইতস্তত ভাব দেখানো এবং অস্থিরতাকে প্রশ্রয় দিও না। আল্লাহ্‌র দুশমনদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করতে কোন ভয় পেয়ো না। প্রচুর শত্রু হত্যার পর যখন তোমাদের বিজয় অনুষ্ঠিত এবং তাদের শক্তি খর্ব হবে তখন শত্রুদেরকে বন্দী করা যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ

"নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে" (সূরা আনফাল ঃ ৬৭)।

এই বন্দিত্ব ও গ্রেফতার তাদেরকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে পারে। মুসলমানদের নিকট অবস্থান করে তারা নিজেদের এবং তোমাদের জীবন পদ্ধতি যাচাই করার সুযোগ পাবে এবং সাথে সাথে ইসলামের মহান শিক্ষাগুলো সম্পর্কেও চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ পাবে। ক্রমে ক্রমে তারা সত্য ও সততার পথ গ্রহণ করতে পারে। আর যদি তোমরা ভালো মনে করো তবে কোন বিনিময় গ্রহণ না করে অনুকম্পা প্রদর্শন করে তাদেরকে ছেড়ে দিতে পারো। তাতে এমনও হতে পারে যে, তোমাদের অনুকম্পা ও সদাচরণে প্রভাবিত হয়ে তারা তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং তোমাদের দীনকে পসন্দ করবে। অথবা কিছু মুক্তিপণ গ্রহণ করে কিংবা কাফিরদের হাতে বন্দী কোন মুসলমান ব্যক্তির বিনিময়ে এ সকল বন্দীকে ছেড়ে দিতে পারো।

এতে একাধিক সুফল পাওয়া যাবে। বস্তুত এ সকল বন্দীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর দুটো নিয়ম আছে। মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া কিংবা মুক্তিপণ ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া। ইমাম অর্থাৎ রাষ্ট্রপ্রধান এ দুটোর মধ্যে যেটি অধিক কল্যাণকর মনে করেন সেটি কার্যকর করবেন। হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের মতেও এ বিধান কার্যকর বলে শামী ও ফাতুহুল কাদীর কিতাবে উল্লেখ আছে।

তবে বন্দীদেরকে তাদের দেশে ফেরত পাঠানো অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর প্রতীয়মান হলে তখন তিনটির যে কোন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যিম্মী পরিচয়ে প্রজারূপে রেখে দেয়া কিংবা ক্রীতদাসরূপে রেখে দেয়া কিংবা হত্যা করা। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, বন্দীদেরকে হত্যা করার অনুমোদন শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ তখনই তাদেরকে হত্যা করা যাবে যদি তারা এমন কোন অপরাধ করে যার শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে কম নয়। ক্রীতদাস কিংবা যিম্মীরূপে রেখে দেয়াতে কোন বাধা নেই।

৬. অর্থাৎএই যুদ্ধ-বিগ্রহ, খুন-রক্তপাত, আঘাত প্রত্যাঘাত এবং বন্দিত্ব ও গ্রেফতার চলতেই থাকবে যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে রাখে অর্থাৎ যুদ্ধ থেমে যায়।

(٥) سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝

(٦) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝

৫. তিনি তাদেরকে পথ দেখাবেন এবং তাদের অবস্থা পরিপাটি করবেন;৮

৬. এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যা তাদেরকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন।৯

জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করেন

৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষমতা আছে যে, তিনি ইচ্ছা করলে আকাশ থেকে কোন আযাব নাযিল করে এই কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন, যেমন করেছিলেন 'আদ ও ছামূদ' সম্প্রদায়কে। কিন্তু জিহাদ বিধিবদ্ধ করার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এতদ্বারা দেখছেন যে, কত সংখ্যক মুসলমান আল্লাহ্র নামে জান-মাল কুরবানী করতে প্রস্তুত আছে। আল্লাহ্ তা'আলা এও দেখছেন যে, কাফিরদের মধ্যে কত সংখ্যক মানুষ সতর্কবাণী শুনে সজাগ ও সচেতন হয় এবং আল্লাহ্র দেয়া অবকাশ থেকে কল্যাণ অর্জন করে। আল্লাহ্ তা'আলা তো পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর ন্যায় এক মুহূর্তে তাদেরকে সমূলে ধ্বংস না করে অবকাশ দিচ্ছেন।

আল্লাহ্র পথে শহীদ যারা তাদের জীবন সফল ও সার্থক

৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র পথে শহীদ হয়েছে বাহ্যিকভাবে তাদেরকে সফল মনে না হলেও মূলত তারা সফল ও সার্থক। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না, বরং তাদের পরিণাম অতি উত্তম। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতের পথ দেখাবেন এবং আখিরাতের সকল ঘাঁটিতে তাদের অবস্থা ভালো করে দিবেন।

জান্নাতীগণ জান্নাতে সহজেই নিজেদের বাসস্থান চিনে নিবে

৯. অর্থাৎ নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে এবং নিজেদের সুস্থ অনুভূতি দ্বারা তারা যে জান্নাতের পরিচিতি লাভ করেছে সেই জান্নাতে তাদেরকে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে পৌঁছে প্রত্যেক জান্নাতী নিজ নিজ বাসস্থান অতি সহজেই চিনে নিবে। তার অন্তরের টান সেদিকেই হবে যেখানে তাকে বাস করতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) عَرَّفَهَا لَهُمْ -এর অর্থ করেছেন طَيَّبَهَا لَهُمْ (অর্থাৎ তাদেরকে প্রবেশ করানো হবে সেই জান্নাতে, তাদের জন্য যা খুশবু ও সুঘ্রাণে মোহনীয় করে রাখ হয়েছে)।

(٧) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ○

(٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ○

(٩) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ○

(١٠) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ
دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ○

৭. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করলে[১০] তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমগুলো দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করবেন।[১১]

৮. আর যারা কুফরী করেছে তাদের জন্য আছে দুর্গতি এবং আল্লাহ্ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন।[১২]

৯. তা এজন্য যে, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপসন্দ করে। এরপর আল্লাহ্ তাদের কর্ম বিনষ্ট করে দিয়েছেন।[১৩]

১০. তারা কি দেশে দেশে ভ্রমণ করেনি তাহলে তারা দেখতে পেতো তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল, আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন। কাফিররা এরূপ প্রতিফলই পায়।[১৪]

প্রচেষ্টা চালানো বান্দার দায়িত্ব, সফলতায় পৌঁছাবেন আল্লাহ্ তা'আলা

১০. আল্লাহ্‌কে সাহায্য করার অর্থ আল্লাহ্‌র দীনকে এবং আল্লাহ্‌র রাসূলকে সাহায্য করা।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সহায়তার প্রেক্ষিতে জিহাদের ময়দানে তোমাদের পা স্খলিত হবে না, নড়বড়ে হবে না। আর তোমরা সর্বদা ইসলাম ও আনুগত্যে অবিচল থাকবে। ফলে সরল পথে অটল থাকা সৌভাগ্য তোমাদের হবে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে নিজেই অনায়াসে সকল কাফিরকে মুসলমান বানিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা নয়, বরং তিনি চান বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে। সুতরাং বান্দার কাজ হলো যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং আল্লাহ্‌র কাজ হলো তা কার্যে পরিণত করা ও সফলতা দেওয়া।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা একদিকে ঈমানদারদের পা যেমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখেন, অন্যদিকে কাফিরদেরকে মুখ থুবড়ে ফেলে দেন। তদ্রূপ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঈমানদারদের সাহায্য করা হয়, আর কাফিরদের কাজ বিনষ্ট করে দেয়া।

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝
(١١)
اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ
(١٢)
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ
وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝

১১. তা এজন্য যে, আল্লাহ্ ঈমানদারদের বন্ধু এবং কাফিরদের কোন বন্ধু নেই।১৫
১২. যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত। আর যারা কাফির তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় আহার করে। জাহান্নামই তাদের বাসস্থান।১৬

---

১৩. অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহ্র বাণীসমূহ পসন্দ করেনি তখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কর্ম পসন্দ করবেন কেন? আর যে কাজ আল্লাহ্র পসন্দ নয় সে কাজ তো ব্যর্থ হবেই।

১৪. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনেই দেখো কাফিরদের কেমন শোচনীয় পরিণতি হয়েছে এবং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কর্ম পরিকল্পনাসমূহ কিভাবে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়েছে। এ যুগের কাফিররা কি সেরূপ সাজা ভোগ করবে না?

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৎকর্মশীল ঈমানদার বান্দাদের বন্ধু। যথাসময়ে তিনি তাদের সাহায্য করবেন। কাফিরদের তেমন বন্ধু কে আছে যে, আল্লাহ্র মুকাবিলায় তাদের সাহায্য করতে পারবে? উহুদ যুদ্ধে তৎকালীন শত্রু সেনাপতি আবূ সুফিয়ান ঘোষণা দিয়েছিল, لَنَا الْعُزّٰى وَلَا عُزّٰى لَكُمْ (আমাদের আছে উয্যা দেবতা, তোমাদের উয্যা নেই)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছিলেন ঃ اَللّٰهُ مَوْلٰنَا وَلَا مَوْلٰى لَكُمْ (আল্লাহ্ আমাদের বন্ধু, তোমাদের বন্ধু নেই)।

খাও-দাও ফূর্তি কর, পশু চরিত্র

১৬. অর্থাৎ দুনিয়ার আরাম-আয়েশে মত্ত রয়েছে এবং অদম্য লোভে পড়ে জন্তু-জানোয়ারের ন্যায় শুধু হাপুসহাপুস খেয়েই চলেছে। ফলাফল কি হবে তার কোন চেতনা নেই। কাল এগুলো কিভাবে বের হবে তার কোন হিসেব নেই। ঠিক আছে হাতে-গোনা কয়েক দিন খেয়ে নিক। পরবর্তী জীবনে তাদের জন্য তো দোযখের বাসস্থান তৈরি করা আছে।

(١٣) وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ○

(١٤) اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ○

১৩. যে জনপদ তোমাকে বহিষ্কার করেছে তদপেক্ষা কত শক্তিশালী জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি, এরপর তাদেরকে সাহায্য করার কেউ ছিলো না।[১৭]

১৪. যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার দেয়া সুস্পষ্ট পথে চলে সে কি তার সমান যার কাছে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করা হয় এবং যে নিজ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে?[১৮]

জন্মভূমি মানুষের ভালোবাসার স্থান

১৭. অন্যান্য সম্প্রদায় যারা শৌর্যবীর্যে ও শক্তি-সামর্থ্যে মক্কাবাসীদের চেয়ে অগ্রগামী ও উন্নত ছিল আমি তাদেরকে ধ্বংস করে ছেড়েছি। কেউই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। তাহলে মক্কার কাফিররা কিসের ভিত্তিতে বাড়াবাড়ি করছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ قَرْيَتِكَ الَّتِيْ اَخْرَجَتْكَ (যে জনপদ তোমাকে বহিষ্কার করেছে) অর্থ মক্কা মুআয্‌যমা। মক্কার অধিবাসীরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে এমন আচরণ করেছে যে, তিনি তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কা শরীফ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। হাদীছ শরীফে এসেছে যে, হিজরত লগ্নে মক্কা ত্যাগের সময় প্রিয়নবী (সা) তাঁর জন্মভূমি মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র কসম! তুমি আল্লাহ্‌র নিকট এবং আমার নিকট সকল শহর অপেক্ষা প্রিয়তম শহর। আমার সম্প্রদায় যদি আমাকে তোমা থেকে বের করে না দিতো তবে আমি তোমাকে কখনও ছেড়ে যেতাম না"।

অন্ধ ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তি সমান নয়

১৮. অর্থাৎ এক ব্যক্তি, সম্প্রসারিত বক্ষ, ব্যাপক জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সাথে সত্যের উন্মুক্ত ও বিস্তৃত পথে বিনা বাধায় অগ্রসর হচ্ছে। অপর ব্যক্তি যে অন্ধকারে পড়ে হোঁচট খেয়ে উঠে-পড়ে পথ চলছে, সাদা কালো, ভালো-মন্দ পার্থক্য করার কোন বোধশক্তি নেই, এমনকি নিজের নির্বুদ্ধিতার প্রেক্ষিতে মন্দকে ভালো-মনে করছে আর ভালোকে মনে করছে মন্দ, সে অহরহ তার কুপ্রবৃত্তির অন্ধ অনুসরণ করছে। এই দুই ব্যক্তির পরিণতি কি এক সমান হবে? না, মোটেই নয়, তা হতেই পারে না। কারণ তা আল্লাহ্ তা'আলার কর্মপ্রজ্ঞা ও ন্যায়পরায়ণতার বিপরীত।

(١٥) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِىْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ؕ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَ
اَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ
مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ؕ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ؕ
كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِى النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

১৫. মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে তার অবস্থা হলো, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর,[১৯] স্বাদ অবিকৃত দুধের নহর,[২০] পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর[২১] এবং স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন মধুর নহর।[২২] আরও তাদের জন্য রয়েছে সকল প্রকারের ফলমূল[২৩] এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ক্ষমা।[২৪] মুত্তাকীগণ কি তাদের ন্যায় যারা জাহান্নামে অনন্তকাল থাকবে এবং যাদেরকে পান করতে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি, যা তাদের নাড়িভুঁড়ি ছিন্নভিন্ন করে দিবে?[২৫]

জান্নাতের নদীসমূহ

১৯. অর্থাৎ দীর্ঘ দিন জমে থাকা কিংবা অন্য কিছুর মিশ্রণের কারণে তার ঘ্রাণে কোন পরিবর্তন হয়নি। এই পানি মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি এবং দুধের চেয়ে অধিক সাদা। কোন প্রকারের পরিবর্তনের অবকাশ নেই।

২০. অর্থাৎ দুনিয়ার দুধের সাথে তুলনা করো না। সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তার স্বাদে ও গন্ধে কোন তারতম্য সৃষ্টি হয়নি।

২১. অর্থাৎ সেখানকার শরাবে শুধু মজা আর স্বাদ, মিষ্টি আর মিষ্টি, না আছে নেশা না আছে অবসাদ। তাতে তিক্ততাও নেই মাথা ধরাও নেই, আর কোন প্রকারের ত্রুটি কিংবা দোষও নেই।

২২. অর্থাৎ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন মধু। যাতে ময়লা তো দূরের কথা ফেনাও নেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে চার প্রকারের প্রস্রবণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে পানি তো এমন একটি বস্তু যার উপর মানুষের জীবন নির্ভর করে। দুধ হচ্ছে সুস্বাদু পানীয়। শরাব হলো আমোদ-ফুর্তির উপাদান। আর মধুকে বলা হয়েছে شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ (মানুষের জন্য রোগের উপশম)।

২৩. পানীয় দ্রব্যের উল্লেখের পর এসব খাদ্যদ্রব্যের বিবরণ দেয়া হলো।

(١٦) وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ حَتَّىٰ إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ
أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا
أَهْوَاءَهُمْ ○

(١٧) وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ○

১৬. তাদের মধ্যে কতক লোক তোমার দিকে কান পাতে, অবশেষে তোমার নিকট থেকে বেরিয়ে জ্ঞানপ্রাপ্তদেরকে বলে, উনি এই মাত্র কি বললেন?[২৬] আল্লাহ্ তাদের অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং তারা নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে।[২৭]

১৭. যারা সৎপথ পেয়েছে আল্লাহ্ তাদের সৎপথ প্রাপ্তি আরো বৃদ্ধি করে দেন এবং তিনি তাদেরকে সংযমী জীবন দান করেন।[২৮]

---

২৪. অর্থাৎ সকল পাপ ক্ষমা করে জান্নাতে দাখিল করবেন। জান্নাতে প্রবেশের পর অতীত পাপের কোন আলোচনা কিংবা স্মৃতিচারণ হবে না। কারণ তাতে তাদের মনোকষ্ট হবে। আর পরবর্তী জীবনে কোন কথা কিংবা কাজের জন্য দায়ী হবে না।

জাহান্নামের ফুটন্ত পানি নাড়িভুঁড়ি বের করে আনবে

২৫. অর্থাৎ টগবগে ফুটন্ত পানি যখন দোযখীদেরকে পান করানো হবে তখন তাদের নাড়িভুড়ি ছিন্নভিন্ন হয়ে বেড়িয়ে আসবে (আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে হিফাজত করুন)।

মুনাফিকী চরিত্র

২৬. উপরে ঈমানদারদের কাফিরদের অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে। কাফিরদের একটি শ্রেণী হলো মুনাফিক। অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে মুসলমান হওয়ার দাবী করে এবং গোপনে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই আয়াতে তাদের আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ বাহ্যত তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা শোনার জন্য কান লাগিয়ে দেয় কিন্তু তাদের না থাকে মনোযোগ, না থাকে অনুধাবন ও স্মরণ রাখার মনোভাব। মজলিস সমাপ্তির পর জ্ঞানবানদেরকে তারা বলে, এই লোক (রাসূলুল্লাহ্ সা) এই মাত্র কি বললেন? তাদের এরূপ জিজ্ঞাসার দ্বারা তারা সম্ভবতই এই ইঙ্গিত দেয়, তাঁর কথাকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না এবং মনোযোগের সাথে শুনি না।

২৭. অর্থাৎ তাদের এ সকল অসৎ কার্যকলাপের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেন। এরপর তারা আর সৎকর্মের সুযোগ পায় না। শুধু কুপ্রবৃত্তির অনুসরণেই থেকে যায়।

(১৮) فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ
فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ○

(১৯) فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ
الْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ○

১৮. এখন তারা অকস্মাৎ কিয়ামত আসার অপেক্ষায় আছে। তার নিদর্শনাদি তো এসেই গেছে। তারপর তা এসে গেলে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে কেমন করে?২৯

১৯ সুতরাং তুমি জেনে নাও যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো নিজের গুনাহ্র জন্য এবং ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের জন্যও।৩০ তোমাদের গতিবিধি ও প্রত্যাবর্তন স্থল সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত।৩১

ঈমানদারের অতীতের চেয়ে ভবিষ্যত উজ্জ্বল

২৮. অর্থাৎ সত্যের পথে চলার ফল এই হয় যে, মানুষ দিনে দিনে হিদায়াতের পথে উন্নতি লাভ করতে থাকে এবং তার বোধশক্তি ও অনুধাবন প্রতিভা প্রখর হতে থাকে, তাকওয়া ও পরহিযগারী বৃদ্ধি পেতে থাকে।

শেষ নবী (সা) আগমন করেছেন, কিয়ামত সন্নিকট

২৯. অর্থাৎ কুরআন মজীদের উপদেশগুলো অতীত সম্প্রদায়গুলোর শিক্ষামূলক উদাহরণসমূহ এবং বেহেশত-দোযখের প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণী সবই তো পেশ করা হলো। সত্য গ্রহণের জন্য এখন তারা কিসের অপেক্ষা করছে? তারা কি এই অপেক্ষায় আছে যে, কিয়ামতের মুহূর্তটি হঠাৎ তাদের নিকট এসে পৌঁছুক। হায়! কিয়ামতের কতক আলামত তো এসেছেই। কিয়ামত উপস্থিত হয়ে গেলে তখন সত্য গ্রহণ করার ও মানার অবকাশ পাবে কোথায়? অর্থাৎ তখনকার বোধোদয়, গ্রহণ ও মেনে নেয়ায় কোন লাভ হবে না। কারণ তাতে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, "কিয়ামতের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন হলো আমাদের প্রিয়নবী (সা)-এর আবির্ভাব। পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূল আমাদের প্রিয়নবী-শেষ নবী (সা)-এর পথ দেখাতো। তিনি এলেন তো এই জগত সৃষ্টির মূল লক্ষ্য অর্জিত হলো। এখন শুধু কিয়ামতের অপেক্ষা"।

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী (সা) মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলির দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ (আমি ও কিয়ামত এই মধ্যমা ও শাহাদত আঙ্গুলির ন্যায়)। অর্থাৎ শাহাদত আঙ্গুলির চেয়ে মধ্যমার দৈর্ঘ্য যতটুকু বেশী আমি কিয়ামতের ততটুকু পূর্বে দুনিয়াতে এসেছি।

(٢٠) وَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُوْرَةٌ ۚ فَاِذَآ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَّ ذُكِرَ فِيْهَا الْقِتَالُ ۙ رَاَيْتَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يَّنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ؕ فَاَوْلٰى لَهُمْ ۚ

২০. ঈমানদারগণ বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন?৩২ এরপর যখন কোন সুসামঞ্জস্য সূরা নাযিল হয়৩৩ এবং তাতে যুদ্ধের বিবরণ থাকে, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা তোমার দিকে তাকাচ্ছে মুমূর্ষু লোকের ন্যায়। সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য।৩৪

সহীহ্ মুসলিম শরীফের ভাষ্য গ্রন্থে আমরা এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করেছি। এখানে তত দীর্ঘ আলোচনার অবকাশ নেই।

৩০. প্রত্যেকের যান্‌ব (গুনাহ) তার মর্যাদার স্তর অনুপাতে হিসাব হয়। কোন কর্মের বেশী ভালো দিকটি ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত কম ভালো দিকটি গ্রহণ করা যদিও জাইয ও ইসতিহ্‌সানের সীমাভুক্ত, কখনও তা মুকাররাবীন বা আল্লাহ্‌র পরম ঘনিষ্ঠজনদের যান্‌ব (গুনাহ) হিসাবে গণ্য হয়। حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِيْنَ (সাধারণ নেক্‌কারদের জন্য যা সওয়াবের কাজ এতটুকুতে সীমিত থাকা ঘনিষ্ঠজনদের জন্য দোষের কাজ)-এর অর্থ তাই। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী করীম (সা) প্রতিদিন একশতবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ فَاعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (জেনে রাখো, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই) দ্বারা সবাইকে সম্বোধন করা হয়েছে। আর যদি বলা হয় যে, এতদ্বারা বিশেষভাবে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে তাহলে অর্থ হবে, আপনি এই জ্ঞানের উপর অটল থাকুন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকুন। فاعلم বাক্যাংশ তার পূর্ববর্তী বাক্যের সাথে এভাবে সম্পর্কিত যে, কিয়ামত আগমনের পর কারো ঈমান আনয়ন ও তওবা করায় কোন উপকার হবে না। অতএব মানুষের কর্তব্য হলো, তার আগমনের পূর্বেই প্রকৃত মারিফাত অর্জন করা এবং ঈমান ও ক্ষমা প্রার্থনার নীতির উপর অবিচল থাকা সকল মানুষের কর্তব্য।

৩১. অর্থাৎ যেখানেই যাও, যথায়ই থাকো, তারপর তোমাদের মূল বাসস্থান বেহেশত অথবা দোযখে প্রবেশ করবে।

৩২. অর্থাৎ এমন সূরা যার মধ্যে জিহাদের অনুমতি থাকে।

৩৩. অর্থাৎ সুসামঞ্জস্য ও ভারসাম্যপূর্ণ বিধিবিধান সম্বলিত, যা রহিত হওয়ার অবকাশ নেই এবং যা যথাসময়ে নাযিল হয়।

(২১) طَاعَةٌ وَّ قَوْلٌ مَّعْرُوْفٌ فَاِذَا عَزَمَ الْاَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۝

(২২) فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ۝

২১. নির্দেশ পালন করা এবং ভালো কথা বলা কর্তব্য। এরপর কর্মের সিদ্ধান্ত হলে তারা যদি আল্লাহ্র প্রতি প্রদত্ত অংগীকার পূর্ণ করে তবে তাদের জন্য তা হবে কল্যাণকর।[৩৫]

২২. ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে।[৩৬]

---

৩৪. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "মুসলমানগণ সূরা নাযিল হওয়ার কামনা করতো। অর্থাৎ কাফিরদের অত্যাচার ও নির্যাতনে নিরুপায় হয়ে তারা কামনা করতো যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন জিহাদের অনুমতি দেন। তাহলে আমাদের যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করে দেখবো।

তারপর জিহাদের নির্দেশ যখন এলো তখন মুনাফিক দুর্বল ঈমানের লোকদের জন্য এটি গুরুভার মনে হলো। ভীত-সন্ত্রস্ত ও নিষ্প্রভ দৃষ্টিতে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দিকে তাকাতে লাগলো। হায়, যদি আমাদেরকে এই নির্দেশ থেকে মুক্তি দেন। মৃত্যুর সময় যেমন চোখের আলো নিভে যায়, প্রচণ্ড ভয়ের সময়ও তেমন দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য তিরোহিত হয়।

৩৫. অর্থাৎ এ সকল লোক বাহ্যত আনুগত্য প্রকাশ করে এবং মুখে ইসলাম ও ইসলামের বিধিবিধান সত্য বলে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু আসল কথা হলো, কর্মক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ পালন করা এবং ভালো ও যুক্তি সংগত কথা বলা, তারপর জিহাদ ও এ জাতীয় কাজের নির্দেশ এলে তখন আল্লাহ্র সামনে নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণিত করা। এই যদি হয় তবে তা তাদের জন্য উত্তম ও কল্যাণকর হবে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "শরীআতের হুকুম কেউ অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যায়। আল্লাহ্র সকল প্রকারের নির্দেশ পালন করতে হবে। তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও জানেন যে, কাপুরুষদেরকে যুদ্ধে নিয়ে গিয়ে কোন লাভ নেই। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে জিহাদের জন্য জোর তাকিদ এলে তখন সকলেরই জিহাদে অংশগ্রহণ করতে হয়। আর জোর তাকিদ না থাকলে এইসব সাহসহীনদের অংশগ্রহণ জরুরী নয়। বীর মুজাহিদের সংখ্যা তো আর কম নয়।

ক্ষমতা মানুষকে জুলুমবাজ করে তোলে

৩৬. অর্থাৎ রাজত্ব ও ক্ষমতা পেলে মানুষ সাধারণত ন্যায় ও ইনসাফের পথে থাকে না। দুনিয়ার লোভ-লালসা আরো বেড়ে যায়। দুনিয়ার ধনসম্পদ ও শৌর্য-বীর্যের স্বার্থে

(٢٣) أُولَٰٓئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰٓ أَبْصَٰرَهُمْ ۝

(٢٤) أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ۝

২৩. এসব লোকই যাদের প্রতি আল্লাহ্ অভিসম্পাত করেছেন, তারপর তাদেরকে বধির ও তাদের চক্ষু অন্ধ করে দিয়েছেন।[৩৭]

২৪. তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, অথবা তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?[৩৮]

পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হয়। আর এর চূড়ান্ত পরিণতি হলো সর্বব্যাপী ফিতনা-ফাসাদ, হানাহানি ও পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ প্রাণ বাঁচানোর ক্ষেত্রে সংকটাপন্ন হয়ে জিহাদ কামনা করছো, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদেরকে বিজয়ী করেন তবে তোমরা কখনো ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করো না"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ বিশেষজ্ঞ অনুবাদক (র) تَوَلَّيْتُمْ অর্থ করেছেন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হওয়া। অন্যান্য বহু তাফসীরকারও তাই বলেছেন। আবার অন্য একদল উলামা تَوَلٍّ -এর অর্থ নিয়েছেন বিমুখ হওয়া এবং ফিরে যাওয়া এবং তাঁরা আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তোমরা যদি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা থেকে বিমুখ হও, তাহলে এটি তো স্পষ্ট কথা যে, দুনিয়াতে শান্তি ও ন্যায়বিচার যদি না থাকে তাহলে হানাহানি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং অধিকার রক্ষা না করার স্রোত বয়ে যাবে।

কেউ কেউ এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তোমরা যদি ঈমান আনয়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জাহিলী যুগের সেই অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ফিরে আসবে যত প্রকারের নষ্টামী ও অপকর্ম তখন ছিল, ক্ষুদ্রক্ষুদ্র ব্যাপারে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হতো তার সবই পুনরায় চালু হয়ে যাবে।

আর যদি বলা হয় যে, আলোচ্য আয়াতে মুনাফিকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তাহলে আয়াতের মর্ম এই, তোমরা যদি জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে এই আশংকা আছে যে, নিজেদের মুনাফিকী চরিত্র দ্বারা দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করবে এবং যে সকল মুসলমানের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তাদের পরোয়া না করে প্রকাশ্যে কাফিরদের সাহায্য করবে।

৩৭ অর্থাৎ রাজকীয় ক্ষমতার অহংকারে অন্ধ ও বধির হয়ে অন্যের প্রতি জুলুম করছে। কারো বুঝা না বুঝার কোন পরোয়া নেই। আল্লাহ্র অভিশাপ তাদের অন্তরকে একেবারে পাথর বানিয়ে দিয়েছে। আর এই সব কিছু হলো তাদের মন্দ নির্বাচন এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রতিভার কারণে।

৩৮. অর্থাৎ মুনাফিকরা কুরআন মজীদ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না অথবা তাদের পাপাচারের কারণে তাদের অন্তরে তালা লেগে গেছে যে, উপদেশ তার মধ্যে প্রবেশের

(২৫) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ○

(২৬) ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ○

(২৭) فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ○

২৫. সোজাপথ উদ্ভাসিত হওয়ার পর যারা পশ্চাতে ফিরে গিয়েছে শয়তান তাদের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়েছে এবং দীর্ঘ জীবনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।[৩৯]

২৬. তা এজন্য যে, আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি যারা অসন্তুষ্ট এরা তাদেরকে বলেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা তোমাদের কথা মানবো। তাদের গোপন পরামর্শ সম্পর্কে আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল।[৪০]

২৭. ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে তখন তাদের অবস্থা কেমন হবে?[৪১]

পথ নেই। কুরআন অনুধাবনের তাওফীক যদি তাদের হত তবে অত্যন্ত সহজে তারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো যে, জিহাদের মধ্যে কি পরিমাণ ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ রয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ ইসলামের সত্যতা স্পষ্ট হওয়ার পর এবং মুনাফিকরা তা স্বীকার করে নেয়ার পর সময় এলে তারা তাদের স্বীকৃতি ও অঙ্গীকার থেকে ফিরে যায় এবং জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। শয়তান তাদেরকে একথা বুঝিয়ে দেয় যে, যুদ্ধে না গেলে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে। শুধু শুধু যুদ্ধে গিয়ে মৃত্যুবরণ করায় কি লাভ? না জানি আরও কত কি বুঝায় এবং কত লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দেয়। وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا। "শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা প্রতারণা বৈ কিছু নয়" (সূরা নিসা ঃ ১২০)।

৪০. মুনাফিকরা ইয়াহূদী ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়েছি বটে কিন্তু মুসলমানদের সাথী হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো না, বরং সুযোগ পেলে তোমাদেরকে সাহায্য করবো এবং এ সকল ব্যাপারে তোমাদের কথা মানবো।

৪১. তখন মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাবে কেমন করে? মুনাফিকী ও কপটতার স্বাদ তখন বুঝবে।

(٢٨) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۟

(٢٩) اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ۟

(٣٠) وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ؕ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ؕ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۟

২৮. তা এজন্য যে, যে পথে আল্লাহ অসন্তুষ্ট তারা সে পথে চলেছে এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে অপসন্দ করেছে। ফলে তিনি তাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন।[৪২]

২৯. যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ্ তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করে দিবেন না?[৪৩]

৩০. আমি চাইলে তাদেরকে তোমার নিকট চিহ্নিত করে দিতাম। তাদের চেহারা দেখে তুমি তো তাদেরকে চিনেছই। এরপর তাদের কথার ভঙ্গিতেও তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে।[৪৪] তোমাদের সকল কাজ আল্লাহ্‌র জানা আছে।[৪৫]

---

৪২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির পথ তারা পসন্দ করেনি, যে পথে তিনি অসন্তুষ্ট সে পথে চলেছে। এজন্য মৃত্যুর সময় তাদেরকে এই ভয়ানক পরিস্থিতি দেখতে হচ্ছে। তাদের কুফরী ও নাফরমানীর কারণে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সকল কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। কোন কর্মই তাদের পরকালীন জীবনে কোন উপকারে আসছে না।

শত্রুর শত্রুতা গোপন থাকে না

৪৩. মুনাফিকরা তাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা লুকিয়ে রাখে তারা কি মনে করে যে, এগুলো তাদের অন্তরের মধ্যে গোপনই থাকবে, কেউ জানবে না, আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন না এবং তাদের প্রতারণা ও জালিয়াতি সম্পর্কে মুসলমানগণ অবগত হবে না? না, তা হওয়ার নয়। তাদের গোপনীয় নিকৃষ্টতা অবশ্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে। পরীক্ষার এমন গরম কড়াইতে নিক্ষেপ করা হবে যেখানে ভালো আর মন্দ, খাঁটি আর ভেজাল পরিপূর্ণভাবে পৃথক হয়ে যাবে।

কে কে মুনাফিক রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা জানতেন

৪৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে সকল মুনাফিক সম্পর্কে ব্যক্তিগত ও সুনির্দিষ্টভাবে আপনাকে চিনিয়ে দিতে পারেন। স্বনামেও আপনাকে অবগত করিয়ে দিতে পারেন যে, এই সমাবেশে অমুক অমুক ব্যক্তি। কিন্তু এভাবে প্রকাশ করে দেয়া আল্লাহ্‌র

(৩১) وَلَنَبۡلُوَنَّكُمۡ حَتّٰی نَعۡلَمَ الۡمُجٰهِدِیۡنَ مِنۡكُمۡ وَالصّٰبِرِیۡنَ ۙ وَنَبۡلُوَا۠

اَخۡبَارَكُمۡ ۝

৩১. আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, যাতে আমি জেনে নিতে পারি, তোমাদের মধ্যে যারা মুজাহিদ এবং যারা ধৈর্যশীল তাদেরকে[৪৬] এবং যাচাই করে নিতে পারি তোমাদের অবস্থাসমূহ।[৪৭]

প্রজ্ঞার অনুকূল নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে এমন দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার জ্যোতি দান করেছেন যে, তাদের মুখমণ্ডল ও চেহারা দেখেই আপনি তাদেরকে চিনে নিতে পারেন, ভবিষ্যতে তাদের বাকভঙ্গি ও কথা বলার রীতি দেখে আপনি তাদেরকে আরো অধিক চিনতে পারবেন। কারণ নিষ্ঠাবান ঈমানদার ও মুনাফিকদের কথা বলার ধরনই পৃথক পৃথক। যেই দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও পরিপক্কতা নিষ্ঠাবান ঈমানদারের কথায় থাকে, মুনাফিক ব্যক্তি হাজার চেষ্টা করেও তার কথায় তা সৃষ্টি করতে পারে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ বিশেষজ্ঞ অনুবাদক (র) فَلَعَرَفْتَهُمْ বাক্যকে لَوْنَشَاءُ-এর অধীন করেননি। অন্যান্য তাফসীরকার কিন্তু فَلَعَرَفْتَهُمْ বাক্যকে لَوْنَشَاءُ -এর অধীন মেনে নিয়ে এটিকে لَاَرَيْنٰكَهُمْ-এর সাথে সংযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ আমি চাইলে ওই লোকগুলো আপনাকে দেখিয়ে দিতে পারি, তারপর তাদের চেহারা দেখে আপনি তাদেরকে চিনতে পারবেন। আমার মতে অনুবাদক মহোদয়ের ব্যাখ্যাই অধিক যুক্তিসঙ্গত (আল্লাহ্ই ভালো জানেন)। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, বহু মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্বনামে ডেকেছেন এবং তাঁর মজলিস থেকে তাদেরকে উঠিয়ে দিয়েছেন। হতে পারে যে, তাদের কথার ভঙ্গী ও মুখাকৃতি দেখে তিনি তাদেরকে চিনেছিলেন। অথবা এও হতে পারে যে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন সময় আল্লাহ্ তা'আলা কতক মুনাফিকের নামোল্লেখ করে সুনির্দিষ্টভাবে তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে অবগত করিয়েছিলেন।

৪৫. অর্থাৎ বান্দাদের নিকট থেকে কোন কাজ গোপন রাখবে তা সম্ভব বটে, কিন্তু তোমাদের সকল কর্ম আল্লাহ্র গোচরীভূত, প্রকাশ্যে তা করো আর গোপনে করো।

এই দুনিয়া পরীক্ষাগৃহ

৪৬. অর্থাৎ জিহাদ ইত্যাদির বিধান প্রচলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দাদেরকে যাচাই করা। এ কথা প্রমাণ করা যে, কারা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করতে রাযী আছে এবং এই সকল কঠিন পরীক্ষায় কারা অটল-অবিচল থাকতে পারে, আর কারা তা পারে না।

(٣٢) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَ صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى ۙ لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْـًٔا ؕ وَ سَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ۝

(٣٣) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَلَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ۝

৩২. যারা কুফরী করেছে, আল্লাহ্‌র পথ থেকে অন্যদেরকে নিবৃত্ত করেছে এবং সৎপথ স্পষ্ট হওয়ার পর রাসূলের বিরোধী হয়েছে তারা আল্লাহ্‌র কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি তাদের সকল কর্ম নষ্ট করে দিবেন।[৪৮]

৩৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশমত চলো এবং তোমাদের কর্ম বিনষ্ট করো না।[৪৯]

---

৪৭. অর্থাৎ যাতে প্রত্যেকের ঈমান-আকীদা ও আনুগত্যের পরিমাণ জানা যায় এবং সকলের অভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকৃত রূপ প্রকাশিত হয়ে যায়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ حَتّٰى نَعْلَمَ (যাতে আমি জানতে পারি) বাণী দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার ইলম ও জ্ঞান সৃষ্ট বন্ধ হওয়ার যে সন্দেহ জন্মে তার পরিপূর্ণ ও বিস্তারিত উত্তর সূরা বাকারার اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ (১৪৩ নং) আয়াতের টীকায় দেখে নিতে পারেন।

৪৮. অর্থাৎ তারা নিজেদেরই ক্ষতি করছে আল্লাহ্‌র কী ক্ষতি আছে? তারা তাঁর দীন ও নবীর কিছু বিগড়াতে পারবে না। সেই মহাশক্তিমান প্রভু তাদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ ও সকল কর্ম বিনষ্ট করে দিবেন, তাদের সকল প্রচেষ্টা ধূলিসাৎ হবে।

পুণ্য কাজ যেন কোনভাবেই বিনষ্ট না হয়

৪৯. অর্থাৎ জিহাদ কিংবা আল্লাহ্‌র পথে নিবেদিত শ্রম ও সাধনা আল্লাহ্‌র দরবারে কেবল তখনই কবূল হবে যখন সেগুলো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত নিয়মে অনুষ্ঠিত হবে। নিজের রুচির আতিশয্যে কিংবা প্রবৃত্তির কামনা মুতাবিক কাজ করো না। যদি কোন কাজ আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক না হয় তবে তা এমনিতেই বাতিল ও বিনষ্ট হয়ে যাবে। যে ভালো কাজ করছে কিংবা ইতিপূর্বে করেছে তা নষ্ট হতে দেয়া মুসলমানদের উচিত নয়। ভালো কাজ আরম্ভ করে মাঝপথে এসে পরিত্যাগ করো না। কিংবা লোক দেখানো, গৌরব, আত্মম্ভরিতা কিংবা দম্ভ প্রদর্শন করে তা বিনষ্ট করো না। বস্তুত ধর্মত্যাগ সম্পর্কে তো সেই একই কথা।এক মুহূর্তে তা সকল কর্ম ধ্বংস করে দেয় (নাঊযুবিল্লাহ্)।

(٣٤) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ○

(٣٥) فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ ۖ وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ ۖ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ○

(٣٦) اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ۚ وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا يُؤْتِكُمْ اُجُوْرَكُمْ وَلَا يَسْـَٔلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ○

৩৪. যারা কুফরী করেছে এবং আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করেছে, তারপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।[৫০]

৩৫. সুতরাং তোমরা হীনবল হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব করো না।[৫১] তোমরাই বিজয়ী থাকবে। আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি কখনো তোমাদের কর্মফল ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না।[৫২]

৩৬. দুনিয়ার জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক মাত্র। তোমরা যদি ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো তবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিফল দিবেন এবং তোমাদের নিকট তোমাদের সম্পদ দাবি করেন না।[৫৩]

৫০. অর্থাৎ কোন কাফির ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা পাবে না, বিশেষত যে সকল কাফির নিজেদের কুফরীর সাথে সাথে অন্যকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে, বাধা দেয়।

৫১. অর্থাৎ কাফিরদের মুকাবিলায় অবসাদগ্রস্ত ও সাহসহারা না হওয়া মুসলমানদের কর্তব্য। তদ্রূপ যুদ্ধের কঠোরতায় ভীত হয়ে সন্ধির প্রতি যেন অগ্রসর না হও। অন্যথায় শত্রুরা দুঃসাহসী হয়ে মুসলমানদেরকে পরাজিত ও লাঞ্ছিত করতে থাকবে। হাঁ, তবে কোন সময় যদি কল্যাণ ও উপকারিতা সন্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় তখন সন্ধি স্থাপনে কোন দোষ নেই। আসন্ন সূরা ফাতাহ্-এর মধ্যে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। মোটকথা নিজেদের সাহসহীনতা ও কাপুরুষতা যেন সন্ধির ভিত্তি না হয়।

ঈমানদাররাই বিজয়ী

৫২. অর্থাৎ ভয়ের কোন কারণ নেই। যদি ধৈর্য ও স্থিরতা প্রদর্শন করতে পারো এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনে অবিচল থাকো তবে আল্লাহ্ তোমাদের সাথে আছেন। তিনি শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন এবং কোন অবস্থাতেই তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত ও পশ্চাদপদ থাকতে দিবেন না।

(٣٧) اِنْ يَّسْـَٔلْكُمُوْهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوْا وَيُخْرِجْ اَضْغَانَكُمْ ○

(٣٨) هٰٓاَنْتُمْ هٰٓؤُلَآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ فَمِنْكُمْ مَّنْ
يَّبْخَلُ ۚ وَمَنْ يَّبْخَلْ فَاِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ ۗ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ ۚ
وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۙ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْ ○

৩৭. তিনি তোমাদের নিকট ধন-সম্পদ দাবি করলে এবং তোমাদেরকে অতিষ্ঠ করলে তোমরা কার্পণ্য করবে এবং তিনি তোমাদের মনের সংকীর্ণতা প্রকাশ করে দিবেন।[৫৪]

৩৮. তোমরা শুনে নাও, তোমাদেরকে ডাকা হচ্ছে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করার জন্য।[৫৫] তোমাদের কেউ এমন আছে যে, সে কিছুই দেয় না। যে কার্পণ্য করবে সে নিজের প্রতিই কার্পণ্য করবে।[৫৬] আল্লাহ্ অভাবমুক্ত আর তোমরা অভাবগ্রস্ত।[৫৭] তোমরা যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো তবে তোমাদের পরিবর্তে তিনি অন্য কোন জাতিকে আনবেন। তারপর তারা তোমাদের ন্যায় হবে না।[৫৮]

---

৫৩. অর্থাৎ আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন খেলাধুলা ও ক্রীড়াকৌতুক সম। তোমরা যদি ঈমান আনয়ন ও তাকওয়া অবলম্বন করো এবং এই খেলাধুলা থেকে সামান্য আত্মরক্ষা করো তাহলে আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার পরিপূর্ণ প্রতিফল দান করবেন। এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদও চাইবেন না। ধন-সম্পদে তাঁর কি প্রয়োজন? তিনি নিজেই তো দানশীল। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ -

"আমি তাদের নিকট থেকে রিযিক চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমাকে খাদ্য দিক। নিশ্চয় আল্লাহ্ রিযিকদাতা, প্রবল পরাক্রান্ত" (সূরা যারিয়াত ঃ ৫৭-৫৮)।

আর যদি তিনি ধন-সম্পদ চান তবে তিনিই তো প্রকৃত মালিক, সকল সম্পদ তাঁরই। এতদ্‌সত্ত্বেও দীনের পথে ব্যয় করতে বললে সবটুকু ব্যয় করে দিতে বলেন না, বরং একটি ক্ষুদ্র অংশ ব্যয় করতে বলেন, আর তাও তাঁর লাভের জন্য নয়, তোমাদেরই কল্যাণের জন্য।

হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা দেশসমূহ জয় করিয়ে দিয়েছেন। অল্প কিছুদিন মাত্র মুসলমানদেরকে নিজেদের অর্থ-সম্পদ খরচ করতে হয়েছে। তারপর যে পরিমাণ ব্যয় করেছে তার শত শত গুণ বেশী তাদেরকে ফেরত দিয়েছেন। এই মর্মে কুরআন মজীদের একাধিক স্থানে বলা হয়েছে যে, "তোমরা আল্লাহ্‌কে কর্জ দাও"।

৫৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে যে ধন-সম্পদ দিয়ে রেখেছেন তাকিদ দিয়ে তিনি যদি তা চান তাহলে তোমাদের মধ্যে তেমন কয়জন লোক পাওয়া যাবে যে

উদার চিত্তে প্রসন্ন মুখে সেই নির্দেশ পালন করবে? অধিকাংশ লোক তো কার্পণ্য ও সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিবে আর সম্পদ ব্যয় করার সময় অন্তরের গোপন বিষয় প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

৫৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র দেয়া সম্পদ হতে কিছু অংশ তাঁর পথে ব্যয় করো নিজেদের কল্যাণের জন্য।

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় বান্দার কল্যাণের জন্য

৫৬. অর্থাৎ তোমরা যদি দাও তা তোমাদের কল্যাণের জন্য দিবে। না দিলে তোমাদেরই ক্ষতি। তোমাদের দেয়া না দেয়ায় আল্লাহ্‌র কোন পরোয়া নেই।

৫৭. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ সম্পদ ব্যয় করার যে তাকিদ তোমরা শুনছো তাতে একথা মনে করো না যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা) নিজেদের স্বার্থে তোমাদের নিকট চাচ্ছেন। তা কখনো নয়, বরং এসব বলছেন তোমাদের লাভের জন্য। যদি দান করো তবে একের বদলে হাজার হাজার পাবে। অন্যথায় আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কিসের পরোয়া?

৫৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যে প্রজ্ঞা ও কল্যাণের প্রেক্ষিতে বান্দাদেরকে তাঁর পথে ব্যয় করতে বলছেন সেই উদ্দেশ্য সফল হওয়া তোমাদের মধ্যে মোটেই সীমাবদ্ধ নয়। মনে করো তোমরা যদি কার্পণ্য করো এবং আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে অস্বীকৃতি জানাও তবে তোমাদের স্থলে তিনি অন্য সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করবেন যারা তোমাদের ন্যায় কার্পণ্য করবে না, বরং পরম উদারতা ও প্রসন্ন চিত্তে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন করবে এবং তাঁর পথে ব্যয় করবে। বস্তুত আল্লাহ্‌র কৌশল ও কল্যাণকামিতা তো বাস্তবায়িত হবেই। তবে এটা ঠিক যে, তোমরা সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আল্লাহ্ তা'আলা আয়াতে অন্য যে সম্প্রদায়ের আনয়নের কথা বলেছেন তারা কারা? তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর দিকে হাতের ইশারা করে বলেন, "তার সম্প্রদায়" এবং তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম! ঈমান যদি সুদূর ছুরাইয়্যা নক্ষত্রের নিকটও থাকে তাহলেও তার সম্প্রদায় সেখান থেকে তা নিয়ে আসবে।

আলহামদু লিল্লাহ। শ্রদ্ধাস্পদ সাহাবীগণ (রা) এমন তুলনাহীন আত্মত্যাগ ও ঈমানী শক্তির প্রমাণ দিয়েছেন যে, তাদের স্থলে অন্য সম্প্রদায় আনয়নের অবকাশই ছিলো না। এতদসত্ত্বেও পারস্যবাসিগণ ইসলামে প্রবেশ করে জ্ঞান ও ঈমানের এমন গুরুত্বপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল প্রকাশ ঘটিয়েছে এবং এমন ব্যাপক দীনি খিদমত আনজাম দিয়েছে যা দেখে প্রত্যেককেই স্বীকার করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ভবিষ্যদ্বাণী মুতাবিক এই সম্প্রদায়ই সম্পূর্ণ যোগ্য ও উপযুক্ত ছিল। তাঁরা প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আরবদের স্থলাভিষিক্ত হতে পারতো। অন্যান্য হাজার হাজার উলামায়ে কিরাম ও ইমামদের কথা আপাতত উল্লেখ না করলেও শুধু ইমাম আজম আবূ হানীফা (র)-এর অস্তিত্ব ও অবস্থানই এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। বরং এই মহান সুসংবাদের পরিপূর্ণ ও যথাযথ যোগ্য ব্যক্তি হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)।

সূরা আল-ফাত্‌হ

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ

১. আমি ফায়সালা করে দিয়েছি তোমার জন্য সুস্পষ্ট ফায়সালা।[১]

---

১. এই সূরার বিভিন্ন আয়াতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সহজে বুঝার জন্য সংক্ষেপে সেগুলো আলোচনা করা সংগত মনে করছি।

সূরা ফাত্‌হ নাযিলের পটভূমি

(ক) প্রিয়নবী (সা) মদীনায় অবস্থানকালে স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁরা পূর্ণ নিরাপত্তা ও শান্তির সাথে মক্কায় প্রবেশ করেছেন এবং উমরা আদায় করে মাথার চুল কেটে কিংবা ছেঁটে নিয়েছেন। তিনি এই স্বপ্নের কথা সাহাবীদেরকে (রা) শুনালেন। এই উমরা সম্পাদনের নির্দিষ্ট তারিখ ও সময় তিনি জানাননি বটে কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে সকলের ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, এই বছরই উমরা সম্পাদন করা হবে। ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-ও উমরা আদায়ের সংকল্প করেছিলেন।

হুদায়বিয়ার পথে যাত্রা

(খ) প্রায় ১৫০০ সাথী নিয়ে উমরার নিয়্যতে তিনি মক্কা অভিমুখে যাত্রা করলেন। "হাদ্‌য়ি" বা কুরবানীর পশু তিনি সাথে নিয়েছিলেন। তাঁর যাত্রার সংবাদ অনতিবিলম্বে মক্কায় পৌঁছে যায়। মক্কার লোকেরা একাধিক সভা-সমিতি করে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়া হবে না। অথচ চিরাচরিত প্রথা

অনুযায়ী কোন শত্রুকেও হজ্জ ও উমরা পালনে বাধা দেয়া যায় না। যাই হোক মক্কা শরীফের অনতিদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উষ্ট্রী বসে পড়লো। কোনভাবেই সেটিকে আর উঠানো গেলো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ। (হস্তিবাহিনী প্রতিরোধকারী একে রুখে দিয়েছে)। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, আল্লাহ্র কসম! মক্কার অধিবাসীরা আমার নিকট যা-ই দাবী করে এবং যাতে আল্লাহ্র এই সম্মানিত স্থানের সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকে আমি তার সবই মেনে নিব। শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করলেন। বর্তমানে স্থানটির নাম শুমায়সিয়া।

বায়আতে রিদওয়ান

(গ) তিনি মক্কাবাসীদের নিকট দূত পাঠালেন, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, আমাদেরকে আসতে দাও। উমরা করে আমরা ফিরে যাবো। কোন উত্তর না আসায় তিনি একই সংবাদসহ হযরত উছমান (রা)-কে তাদের নিকট পাঠালেন। সাথে সাথে মক্কায় অবস্থানরত নির্যাতিত মুসলমান নারী-পুরুষদের নিকট সংবাদ পৌঁছালেন যে, অনতিবিলম্বে ইসলাম বিজয়ী ধর্মরূপে মক্কায় প্রবেশ করবে। কুরায়শরা হযরত উছমান (রা)-এর পথরোধ করলো।

তাঁর ফিরে আসতে বিলম্ব হওয়ায় এদিকে রটে গেলো যে, কাফিররা হযরত উছমান (রা)-কে শহীদ করে দিয়েছে। এই প্রেক্ষিতে যুদ্ধ অত্যাসন্ন মনে করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সকল সাহাবীকে (রা) একটি বৃক্ষের নীচে একত্র করে তাদের নিকট থেকে জিহাদের বায়আত (অঙ্গীকার) গ্রহণ করেন। বায়আত গ্রহণের সংবাদ শুনে কাফিররা ভয় পেয়ে যায় এবং হযরত উছমান (রা)-কে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও শর্ত

(ঘ) তারপর মক্কার কতক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলো এবং সন্ধিপত্র সম্পাদনের সিদ্ধান্ত হলো। এই প্রেক্ষিতে আরও অনেক বাক-বিতণ্ডা হয়েছিল। এতে মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে তরবারির ও যুদ্ধের মাধ্যমে ফায়সালা করতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু প্রিয়নবী (সা) শেষ পর্যন্ত মক্কাবাসীদের সকল বাড়াবাড়ি মেনে নিলেন। মুসলমানগণও সীমাহীন ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিল। সন্ধিপত্র তৈরী হলো। তাতে একটি শর্ত ছিল, আপনি এ বছর ফিরে যাবেন এবং পরবর্তী বছর নিরস্ত্র এসে উমরা আদায় করবেন। পরবর্তী ১০ বছর উভয় পক্ষের মধ্যে কোন যুদ্ধ হবে না। এই সময়ের মধ্যে আমাদের কোন লোক আপনাদের নিকট গেলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। আপনাদের কোন লোক আমাদের নিকট চলে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমরা তাকে ফেরত পাঠাবো না। সন্ধির সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি হুদায়বিয়াতেই হাদ্য়ি বা কুরবানীর পশু যবেহ করলেন এবং মাথা মুণ্ডন করে বা চুল কেটে ইহরাম খুলে ফেললেন, তারপর মদীনা অভিমুখে রওনা করলেন। পথিমধ্যে এই সূরা ফাত্হ নাযিল হয়। এ সকল ঘটনা ঘটেছিল ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষদিকে।

(٢) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ

২. যাতে আল্লাহ্ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ গুনাহ ক্ষমা করে দেন[২] এবং তোমার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন,[৩] আর তোমাকে পরিচালিত করেন সরল পথে।[৪]

খায়বার অভিযান

(ঙ) হুদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে ৭ম হিজরীতে তিনি খায়বার বিজয় করলেন। খায়বার ছিল মদীনার উত্তর দিকে চার মঞ্জিল দূরত্বে সিরিয়া সীমান্তে ইয়াহূদীদের এক জনপদ। খায়বার অভিযানে শুধুমাত্র সেই সকল সাহাবী অংশগ্রহণ করেছিলেন যারা হুদায়বিয়ার সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ছিলেন।

উমরাতুল কাযা আদায়

(চ) সন্ধির শর্ত মুতাবিক পরবর্তী বছর অর্থাৎ হিজরী ৭ম সালে রাসূলুল্লাহ্ (সা) "উমরাতুল কাযা" সম্পাদনের জন্য মক্কা গমন করেন এবং শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে উমরা আদায় করে ফিরে আসেন।

সন্ধির ফলাফল

(ছ) সন্ধিপত্রে ১০ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার যে শর্ত ছিল কুরায়শগণ তা ভঙ্গ করে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কা আক্রমণ করেন এবং ৮ম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা বিজয় করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ঃ প্রকৃতি, তাৎপর্য ও ফলাফল

২. হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপমানকর ও পরাজয়মূলক সন্ধি মনে হয়। সন্ধির শর্তগুলো পাঠ করলে প্রাথমিক দৃষ্টিতে মনে হবে যেন সকল সিদ্ধান্ত এককভাবে কুরায়শদের পক্ষে হয়েছে। বস্তুত হযরত উমার (রা) ও অন্যান্য সাহাবীগণ (রা) সন্ধির বাহ্যিক রূপ দেখে ভীষণ অস্বস্তিবোধ করেন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের ধারণা ছিল ইসলামের চৌদ্দ-পনরশত জান-কুরবান সৈনিকের মুকাবিলায় কাফিররাও তাদের স্বগোত্রীয়দের সম্মিলিত শক্তি কোন ব্যাপারই নয়। সকল ঝগড়ার ফায়সালা তরবারির মাধ্যমে হচ্ছে না কেন? কিন্তু যে সকল গোপন রহস্য অন্যান্যদের দৃষ্টির অগোচরে ছিল প্রিয়নবী (সা) তাঁর নবুওয়াতী দূর দৃষ্টিতে সে সকল রহস্য দেখছিলেন। তদুপরি কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে ধৈর্যধারণের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বক্ষ সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। তিনি অসাধারণ একাগ্রতা তাওয়াক্কুল ও ধৈর্যের সাথে তাদের সকল শর্ত মেনে নিচ্ছিলেন এবং "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন" বলে তাঁর

সাহাবীদেরকে (রা) সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তারপর এই সূরা নাযিল হলো। আল্লাহ্ তা'আলা এই সন্ধিকে "ফাত্হুম মুবীন" বা স্পষ্ট বিজয়রূপে আখ্যায়িত করলেন।

এমন একটি সন্ধিকে স্পষ্ট বিজয় আখ্যায়িত করাতে মানুষের বিস্ময়ের অন্ত ছিলো না। তারা বলছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এটি কি স্পষ্ট বিজয়? তিনি বলেন, হাঁ অবশ্যই এটি স্পষ্ট বিজয়। মূলত ব্যাপার এই ছিল যে, সাহাবায়ে কিরামের জিহাদের জন্য বায়আত গ্রহণ এবং যুদ্ধের জন্য সাজ সাজ রবের প্রেক্ষিতে সত্যদ্রোহী কাফিরদের সন্ধিচুক্তি সম্পাদনে রাযী হওয়া, যুদ্ধ ও প্রতিশোধ গ্রহণে সম্পূর্ণ সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও নবী করীম (সা)-এর সকল ক্ষেত্রে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং শুধুমাত্র বায়তুল্লাহ্ শরীফের ইয্যতের খাতিরে তাদের অযৌক্তিক দাবীর বিপরীতে তাঁর একটুও ক্রোধান্বিত না হওয়া— এসব ঘটনা একদিকে আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও সাহায্য পাওয়ার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, অন্যদিকে শত্রুদের অন্তরে ইসলামের চারিত্রিক ও আত্মিক উৎকর্ষতা এবং মহানবী (সা)-এর নবী সুলভ মর্যাদার সীলমোহর মারছিল।

সন্ধিপত্র রচনার সময় বাহ্যিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের নিকট তাতে কাফিরদের বিজয় হচ্ছে মনে হলেও প্রশান্ত মনে নীরবে বসে ভাবনাকারিগণ খুব ভালোভাবে অনুধাবন করছিলেন যে, মূলত সকল সিদ্ধান্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'আলা এই সন্ধিকে "স্পষ্ট বিজয়" নামে আখ্যায়িত করে একথা জানিয়ে দিলেন যে, এই সন্ধি এখনও বিজয়স্বরূপ এবং ভবিষ্যতে অসংখ্য প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিজয়ের দ্বার খুলে দিবে। এই সন্ধির ফলে কাফির ও মুসলমানগণ বিনা বাধায় পরস্পর মেলামেশা ও দেখা-সাক্ষাতের সুযোগ পেলো। কাফিররা মুসলমানদের নিকট ইসলামের শান্তির বাণী শুনতে লাগলো। মুসলমানদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন পদ্ধতি দেখে ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছিল। ফল এই হলো যে, হুদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী দুই বছরের মধ্যে এমন প্রচুর লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে যা ইতিপূর্বে আর কখনো হয়নি। খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ ও আমর ইব্ন 'আস-এর ন্যায় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গ ঈমান আনয়ন করেছিলেন সেই সময়ের মধ্যে।

মানুষের দেহ নয়, অন্তরসমূহ জয় করে নেয়া ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধির শ্রেষ্ঠতম বরকত। এখন ইসলামী কাফেলা দিকে দিকে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়লো এবং মুসলমানের সংখ্যা এত বেশী বৃদ্ধি পেলো যে, মক্কা মুআয্যামা জয় করে তাকে শিরকের অপবিত্রতা থেকে চিরদিনের জন্য পবিত্র করে নেয়া নিতান্তই সহজ হয়ে গেলো। হুদাইবিয়ার সফরে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফরসঙ্গী ছিলেন দেড় হাজার সাহাবী (রা)। কিন্তু দুই বছর পর মক্কা মুআয্যামার বিজয় অভিযানে দশ হাজার বীর মুজাহিদ তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন। সত্য কথা এই যে, শুধু খায়বার কিংবা মক্কা বিজয় নয়, বরং ইসলামের পরবর্তী সকল বিজয়ের জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল সোনালী সূচনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ।

এই সন্ধি অনুষ্ঠানের সন্ধিক্ষণে মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত সহনশীলতা, বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের বদৌলতে যে সকল জ্ঞান ও মাআরিফাত এবং আধ্যাত্মিক মাকাম ও মরতবার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে তার পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারবে কে? হ্যাঁ তার কিছুটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ আল্লাহ্ তা'আলা প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ দুনিয়ার রাজা-বাদশাগণ যুদ্ধ বিজয়ী বীর সেনাপতিকে বিশেষ সম্মান ও পুরস্কারে ভূষিত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা এই স্পষ্ট বিজয়ের প্রেক্ষিতে প্রিয়নবী (সা)-কে চারটি বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হলো গুনাহ মাফের ঘোষণা। [রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে যেটুকু ত্রুটিরূপে বিবেচিত হতে পারে তার সবই চিরদিনের জন্যে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে]। এই বিশেষ নিআমত তাঁকে ব্যতীত আল্লাহ্ তা'আলা অন্য কাউকে দেননি।

কিন্তু হাদীস শরীফে এসেছে, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয়নবী (সা) এতো বেশী ইবাদত ও মেহনত করতেন যে, রাত্রিকালে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে করতে তাঁর পদদ্বয় ফুলে যেতো। তা দেখে লোকজনের মনে সহানুভূতির উদ্রেক হতো। সাহাবীগণ বলতেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এত মেহনত করছেন কেন? আল্লাহ্ তা'আলা তো আপনার আউয়াল-আখের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। উত্তরে তিনি বলতেন اَفَلَا اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا "আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না"?

এটি সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা সে বান্দাকে দিবেন যিনি তা শুনে বেপরোয়া হয়ে উঠবে না, বরং আল্লাহ্ তা'আলাকে আরো অধিক ভয় করবে। কিয়ামতের দিনের সুপারিশ বিষয়ক দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, সৃষ্টির সকলে একত্র হয়ে সুপারিশের অনুরোধ নিয়ে যখন হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি বলবেন, সকলে মিলে হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর নিকট যাও। তিনি শেষ নবী এবং তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল গুনাহ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দিয়েছেন। অর্থাৎ এখানে সুপারিশ স্থলেও যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায় (অবশ্য তা কখনো হবে না), তবে তাও সর্বব্যাপী ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তিনি ব্যতীত অন্য কেউ এ কাজ করতে পারবে না।

৩. অর্থাৎ শুধু ত্রুটিসমূহের ক্ষমা নয় উপরন্ত প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, দৈহিক ও আত্মিক যে সকল অনুগ্রহ ও নিআমত এ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে সেগুলোকে পূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

৪. অর্থাৎ আপনাকে হিদায়াত ও সরলতার পথে সর্বদা অটল ও অবিচল রাখবেন। মারেফাত ও অন্তর্দর্শনের সীমাহীন পর্যায়সমূহে উন্নীত হওয়া এবং মানুষের দেহে ও মনে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করার পথে আপনার জন্য কোন বাধাবিঘ্ন থাকবে না। আপনার হিদায়াতের বদৌলতে দলে দলে লোক উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে সরল পথে আসবে। এভাবে আপনার সওয়াবের সঞ্চয় অপরিসীম বৃদ্ধি পাবে।

(৩) وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ○

(৪) هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ؕ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ○

৩. এবং আল্লাহ্ যেন তোমাকে বলিষ্ঠ সাহায্য করেন।[৫]

৪. তিনি নাযিল করেছেন ঈমানদারদের অন্তরে প্রশান্তি, যাতে তাদের ঈমানের সাথে ঈমান আরো বৃদ্ধি পায়।[৬] আকাশ ও পৃথিবীর সকল বাহিনী আল্লাহ্র। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাত ও প্রজ্ঞাময়।[৭]

---

৫. অর্থাৎ আল্লাহ্র এমন সাহায্য আসবে যা কেউ রুখতেও পারবে না, ফেরত পাঠাতেও পারবে না। তাঁরই সাহায্যে বিজয় ও সাফল্য আপনার পদাংক অনুসরণ করবে। সূরা "নাসর"-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, 'যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য ও বিজয় এসে পৌঁছবে এবং মানুষ দলে দলে আল্লাহ্র দীনে প্রবেশ করবে তখন আপনি আল্লাহ্র মহিমা ও প্রশংসা করুন এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন'। সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, এই স্পষ্ট বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) হয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন আর তারই প্রেক্ষিতে لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ (যাতে আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করেন) এর অবতারণা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

সাহাবায়ে কিরামের অনন্য দৃষ্টান্ত

৬. শান্তি নাযিল করেছেন অর্থাৎ অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমী বিষয় হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সিদ্ধান্ত তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। জেদী ও গোঁয়ার কাফিরদের ন্যায় তাঁরা জেদ ধরেননি। এর বরকতে তাঁদের ঈমানের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ইয়াকীন ও মাআফিতের স্তরে উন্নীত হয়েছে। তাঁরা প্রথমবার বায়আত করে প্রমাণ করে দিলেন, আমরা আল্লাহ্র পথে লড়তে এবং মরতে রাযী আছি। এটি ছিল ঈমানের একটি রং। এরপর নবী করীম (সা) যখন মুসলমানদের সাধারণ মনোভাবের বিপরীতে আল্লাহ্র নির্দেশে সন্ধি স্থাপন করলেন তখন তাদের ঈমানের অপর রং এই ছিল যে, নিজেদের প্রবল আগ্রহ-উদ্দীপনাকে চাপা দিয়ে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সিদ্ধান্তকে মাথা পেতে গ্রহণ করেছেন।

আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাত

৭. অর্থাৎ তিনিই জানেন কোন সময়ে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া তোমাদের জন্য কল্যাণকর আর কোন সময়ে যুদ্ধ বিরতির নির্দেশ ও সন্ধি স্থাপন করা প্রজ্ঞার কাজ। তোমাদের প্রতি যুদ্ধের নির্দেশ হলে তখন কাফিরদের সংখ্যাধিক্যের অজুহাতে টালবাহানা করবে না, কারণ আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহের মালিক হচ্ছেন আল্লাহ্।

(৫) لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْـهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِـهِمْ ؕ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۙ

৫. যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান, যার পাদদেশে প্রবাহিত প্রস্রবণ। তারা সেথায় থাকবে চিরকাল এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন।[৮] এটিই আল্লাহ্‌র নিকট মহাসাফল্য।[৯]

তোমাদের সংখ্যা স্বল্পতার প্রেক্ষিতে অদৃশ্য সৈন্য দ্বারা তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারেন, যেমন বদর, আহযাব ও হুনায়ন যুদ্ধে সাহায্য করেছেন। আর তিনি যদি সন্ধি করতে এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন তবে তাই করবে। এই ধারণা করো না যে, হায়! সন্ধি হয়ে গেলো কাফিররা বেঁচে গেলো। তারা শাস্তি পেলো না। যুদ্ধের নির্দেশ হলে আমরা তাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়তাম। কারণ কাফিরদের ধ্বংস হওয়া তোমাদের উপর নির্ভরশীল নয়। আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে তাঁর অন্য বাহিনী দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন। মোটকথা আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা যদি সন্ধির নির্দেশ দেন তবে তাতেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং তাই হবে সুনিশ্চিত প্রজ্ঞা।

হুদায়বিয়ার সন্ধি উপলক্ষে বায়আত গ্রহণকারী কোন ব্যক্তি জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না

৮. রাসূলুল্লাহ্ (সা) اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا। পাঠ করে যখন সাহাবীদেরকে শুনালেন তখন সাহাবায়ে কিরাম (রা) ভদ্রতা সহকারে তাঁর নিকট আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ সুসংবাদ তো আপনার জন্য, আমাদের জন্য কি সংবাদ? এরপর এই সকল আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শান্তি ও স্থিরতা নাযিল করে মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি করেছেন যাতে পরম ইয্যত ও সম্মানের সাথে তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করতে পারেন এবং তাদের পাপাচার ও ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। হাদীস শরীফে এসেছে, যে সকল সাহাবী (রা) তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে বায়আত করেছিলেন তাদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবেন না।

সুসংবাদে মহিলাদের নামোল্লেখ

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ঈমানদার মহিলাদের উল্লেখ করা হয়েছে ব্যাপকতর উদ্দেশ্যে। অর্থাৎ পুরুষ হোক আর মহিলা, কারো মেহনত ও ঈমান আল্লাহ্ তা'আলা বিনষ্ট করবেন না। হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত যে, এই সফরে হযরত উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সফরসঙ্গিনী ছিলেন।

(৬) وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ
الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۭ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ
عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۭ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا ۝

(৭) وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

৬. এবং যাতে তিনি শাস্তি দেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে।[১০] যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে[১১] তাদের উপর আপতিত হোক প্রচণ্ড বিপদ।[১২] আল্লাহ্ তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট এবং তাদেরকে করেছেন অভিশম্পাত, আর তাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জাহান্নাম। সেটি অত্যন্ত মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল।

৭. আকাশ ও পৃথিবীর সকল বাহিনী আল্লাহ্‌রই এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[১৩]

জান্নাত লাভের প্রার্থনা করা কামালাতের পরিপন্থী নয়

৯. কোন কোন তথাকথিত সূফী কিংবা অপ্রকৃতিস্থ বুযুর্গ বলেছেন যে, জান্নাত প্রার্থনা করা অযোগ্য লোকদের কাজ। এ আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জান্নাত লাভ করতে পারাই আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বড় কামালাত বা পূর্ণতা লাভ।

১০. অর্থাৎ ঈমানদারদের মনে সন্ধির প্রতি স্বস্তি ও শান্তি সৃষ্টি করে ইসলামের মূল-শিকড় সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং ইসলামী বিজয় ও উন্নয়নের দরজা খুলে দিয়েছেন, যা শেষ পর্যন্ত কাফির ও মুনাফিকদের জন্য বিপদ ও পূর্ণ শাস্তি ভোগের পন্থায় পরিণত হয়।

কাফির ও মুনাফিকদের মন্দ ধারণা

১১. "মন্দ ধারণা" এই যে, মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা করার সময় মুনাফিকরা (জুদ্দ ইব্‌ন কায়স ব্যতীত) মুসলমানদের সাথে আসেনি। বিভিন্ন টালবাহানা করে সেখানে রয়ে গেছে। তারা চিন্তা করেছিল যে, সংঘাত তো অবশ্যই হবে। আর এই যুদ্ধে মুসলমানগণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিজেদের দেশ থেকে বহু দূরে আবার সৈন্য সংখ্যাও অপ্রতুল। শত্রুপক্ষই জয়ী হবে। তাহলে তাদের সাথে গিয়ে আমরা নিজেদেরকে ধ্বংস করতে যাবো কেন? অন্যদিকে মক্কার কাফিররা এই ধারণা পোষণ করেছিল যে, মুসলমানগণ প্রকাশ্যে উমরা সম্পাদনের নামে আসছে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হলো কলে-কৌশলে মক্কার কর্তৃত্ব আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়া।

১২. অর্থাৎ যুগের পরিক্রমা ও বিপদের চক্রে আসতেই হবে। কত আর সতর্কতা ও কলাকৌশল অবলম্বন করবে।

(٨) إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيرًا ۝

(٩) لِّتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ۗ وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

(١٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۗ يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ۝

৮. আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি পরিস্থিতি ব্যক্তকারীরূপে, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে।[১৪]

৯ যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো, তাঁকে সাহায্য করো এবং তাঁকে সম্মান দেখাও[১৫] এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণা করো।[১৬]

১০. যারা তোমার নিকট বায়আত করে তারা বায়আত গ্রহণ করে আল্লাহ্‌র নিকট। তাদের হাতের উপর রয়েছে আল্লাহ্‌র হাত।[১৭] এরপর যে কেউ শপথ ভঙ্গ করে সে নিজের ক্ষতির জন্যই তা ভঙ্গ করে। যে আল্লাহ্‌র সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার পালন করে অতি সত্বর আল্লাহ্ তাকে বিরাট প্রতিদান প্রদান করবেন।[১৮]

---

১৩. অর্থাৎ তিনি সাজা দিতে চাইলে কে রক্ষা করতে পারবে ? আল্লাহ্‌র বাহিনী এসে এক মুহূর্তে সবাইকে পিষ্ট করে দিবে। তবে আল্লাহ্ তা'আলা পরম ক্ষমতাশালী হওয়ার সাথে সাথে প্রজ্ঞাময়ও বটে। তাঁর প্রজ্ঞা ও কৌশল এটা চায় না যে, তৎক্ষণাৎ তাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হোক।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অনুগত বান্দাদেরকে আপনি আনন্দের সংবাদ প্রদান করুন নাফরমানদেরকে শুনান ভয়ের সংবাদ এবং নিজের অবস্থান বর্ণনা করেন। যেমন اِنَّا فَتَحْنَا থেকে এ পর্যন্ত উক্ত তিন প্রকারের বিবরণ এসেছে। আর আপনি আখিরাতেও নিজ উম্মতগণ ও অন্যান্য নবী-রাসূলের পক্ষে সাক্ষ্য দিবেন।

১৫. تُعَزِّرُوْهُ (তোমরা তাঁকে সাহায্য করো) এবং تُوَقِّرُوْهُ (তোমরা তাঁকে সম্মান করো) শব্দদ্বয়ের সর্বনাম দ্বারা যদি আল্লাহ্‌র প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তাহলে আল্লাহ্‌র সাহায্য করা অর্থ তাঁর দীন ও তাঁর নবীকে সাহায্য করা বুঝাবে। আর যদি সর্বনামদ্বয় দ্বারা রাসূলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয় তবে কোন সমস্যাই থাকে না। তাতে রাসূলকে সাহায্য ও সম্মানের নির্দেশ রয়েছে।

(১১) سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُوْلُوْنَ بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ؕ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ؕ بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

১১. বেদুঈনদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে তারা সত্বর তোমাকে বলবে আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, সুতরাং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন।[১৯] তারা মুখে তাই বলে যা তাদের অন্তরে নেই।[২০] বলো, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষতি বা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাকে রক্ষা করতে পারে? বরং তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে বিষয়ে পূর্ণ পরিজ্ঞাত।[২১]

---

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে থাকো, নামাযের মাধ্যমে হোক কিংবা নামাযের বাহিরে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রেখে বায়আত করা মূলত আল্লাহ্র হাতে বায়আত করা

১৭. লোকজন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাতে হাত রেখে বায়আত করতো। নবীর (সা) হাতে বায়আত করা যেন আল্লাহ্র সাথে বায়আত করা। কারণ প্রকৃতপক্ষে নবী (সা) তো আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষে বায়আত গ্রহণ করেন এবং বায়আতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার বিধিবিধান বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ "যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্র আনুগত্য করে" (সূরা নিসা ঃ ৮০)।

আরও বলেছেন, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى "আর তুমি মাটির মুষ্ঠি নিক্ষেপ করোনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে, বরং আল্লাহ্ তা নিক্ষেপ করেছিলেন" (সূরা আনফাল ঃ ১৭)।

নবী করীম (সা)-এর হাতে বায়আত করার প্রকৃত অবস্থা যখন এই, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও সাহায্যের হাত তাদের হাতের উপর থাকবেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ প্রিয়নবী (সা) সাহাবায়ে কিরাম থেকে বিভিন্ন সময়ে বায়আত গ্রহণ করেছেন। কখনো বায়আত নিয়েছেন ইসলামের জন্য, কখনো জিহাদের জন্য, আবার কখনো অন্য কোন বিষয়ে। সহীহ্ মুসলিম গ্রন্থে وَعَلَى الْخَيْرِ (এবং কল্যাণকর কর্মে) শব্দ উল্লেখ আছে। পীর-মাশায়েখগণ যদি শরীআত সম্মত পন্থায় বায়আত গ্রহণ করেন তবে তা "কল্যাণকর কর্মের বাইয়াত"-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। হুদায়বিয়ায় বায়আত নেয়া হয়েছিল এই বিষয়ে যে, মৃত্যু পর্যন্ত জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে না।

১৮. অর্থাৎ বায়আত করার সময় যে অঙ্গীকার ও কথা দিয়েছিল, কেউ তা ভঙ্গ করলে সে নিজেরই ক্ষতি করবে। আল্লাহ্ ও রাসূলের তাতে কিছুই হবে না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি সেই ভোগ করবে। আর যে অবিচল দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছে এবং পরিপূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে তার প্রতিদানও সে পরিপূর্ণভাবে লাভ করবে।

হুদায়বিয়ার সফর ও মুনাফিকদের কপটতা

১৯. মদীনা শরীফ থেকে যাত্রা করার সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সফরের কথা প্রচার করেছিলেন এবং মুসলমানদেরকে তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন। এও হতে পারে যে, আকার ইঙ্গিতে তিনি যুদ্ধের আভাস দিয়েছিলেন, বেদুঈন ঈমান যাদের অন্তরে দৃঢ় হয়নি তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে বাঁচার জন্য সফরে গমন থেকে বিরত থেকেছিল। তারা পরস্পর বলাবলি করছিল, আচ্ছা! আমরা কি এমন একটা সম্প্রদায়ের মুকাবিলা করতে যাবো যারা মুহাম্মাদ (সা)-এর ঘরে এসে (মদীনায় এসে) তাঁর কতক সাহাবীকে হত্যা করে ফিরে গেলো ? এখন আমরা বুঝি ওদের ঘরে যাবো ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে? তোমরা দেখে নিও, এই ব্যক্তি এবং তাঁর সাথীদের কেউই এই সফর থেকে ফিরে আসতে পারবে না। সবাই সেখানে মরে পড়বে। এই সকল আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মুনাফিকীর পর্দা ছিড়ে দিয়েছেন।

প্রিয়নবী (সা) মদীনায় ফিরে আসার পূর্বেই পথিমধ্যে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে জানিয়ে দিলেন, তোমরা সুস্থ ও নিরাপদে মদীনায় পৌঁছার পর ওইসব লোক তাদের অনুপস্থিতির জন্য মিথ্যা ওজর ও কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে হাযির হবে। তারা বলবে, আমরা আর কী বলবো, ঘরবাড়ীর চিন্তা-ভাবনা আমাদেরকে সফরে যাওয়ার সুযোগ দেয়নি। আমাদের অনুপস্থিতিতে আমাদের ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ দেখাশোনা করার কেউ ছিলো না। ফলে অনিবার্যভাবে আমাদের পক্ষ থেকে এই ত্রুটি হয়েছে। এখন আল্লাহ্‌র নিকট থেকে আমাদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নিন।

২০. অর্থাৎ তারা অন্তর দিয়ে জানে যে, তাদের ওজর সম্পূর্ণ মিথ্যা। আর প্রার্থনার অনুরোধ তাও লোক দেখানো মাত্র, সাচ্চা অন্তরে নয়। মূলত অন্তরে তারা এটিকে অপরাধরূপে মনে করে না, আর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতিও তাদের যথাযথ বিশ্বাস নেই।

মুনাফিকদের মিথ্যা ওযর

২১. অর্থাৎ সকল প্রকারের লাভ-লোকসান আল্লাহ্‌র হাতে। তাঁর ইচ্ছার সম্মুখে কারো কিছু বলা-কওয়ার নেই। এই বরকতময় সফরে অংশগ্রহণ করে তোমরা কৃতকার্য হও তা তিনি চাননি। আমি এখন তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি তাও তিনি চান না। তোমাদের মিথ্যা অজুহাত ও কূটকৌশল সম্পর্কে পূর্বেই তিনি আমাকে অবহিত করে

(١٢) بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۚ وَكُنْتُمْ قَوْمًاۢ بُوْرًا ۝
(١٣) وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَعِيْرًا ۝

১২. বরং তোমরা ধারণা করেছিলে, রাসূল এবং ঈমানদারগণ কখনো তাদের ঘরে ফিরে আসবে না এবং এই ধারণা তোমাদের নিকট সুখকর ছিল। তোমরা নেহায়েত মন্দ ধারণা পোষণ করেছিলে। আর তোমরা ছিলে ধ্বংসোম্মুখ এক সম্প্রদায়।[২২]
১৩. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে না, অমি সেসব কাফিরদের জন্য জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে রেখেছি।

দিয়েছেন। বস্তুত তোমাদের কর্ম ও আচরণের প্রেক্ষিতে তিনি ইচ্ছা করেছেন যে, হুদায়বিয়া অভিযানের সীমাহীন কল্যাণ ও বরকত থেকে তোমাদের বঞ্চিত রাখবেন এবং এতদ্বারা তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবেন। আচ্ছা ভালো কথা, তোমরা তো বলছো যে, তোমাদের ঘরবাড়ী পরিবার-পরিজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে তোমরা সফরে যেতে পারোনি। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে কোন প্রকারের ক্ষতি সাধন চান তাহলে তোমরা গৃহে অবস্থান করে কি তা প্রতিরোধ করতে পারবে? অথবা মনে করো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কিত কোন ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা যদি তোমাদের কোন কল্যাণ সাধন করতে চান, আর তখন তোমরা সফরে থাকো তাহলে এমন কেউ আছে কি তা রোধ করতে পারে? আল্লাহ্র নির্ধারিত অকল্যাণ যখন কেউই রোধ করতে পারবে না তখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা) সন্তুষ্টির বিপরীতে এই বস্তুগুলোর জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকা শুধু মূর্খতা ও ভ্রষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। এমন ধারণা করো না যে, এসব ছল-চাতুরী দ্বারা তোমরা আল্লাহ্কে খুশী করে ফেলবে। মনে রেখো, তোমাদের সকল গোপন বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা ওয়াকিফহাল।

২২. অর্থাৎ অভিযানে তোমাদের অংশগ্রহণ না করার কারণ হিসেবে যে অজুহাত তোমরা পেশ করছো মূল কারণ তো তা নয়, বরং তোমাদের ধারণা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সা) এবং মুসলমানগণ এই সফর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারবেন না। তোমাদের আন্তরিক কামনাও ছিল তাই। এই ভ্রান্ত ধারণা তোমাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই ওই কাফেলা থেকে পৃথক থাকাকেই তোমরা নিজেদের নিরাপত্তা ও কল্যাণের উপায়রূপে বুঝে নিয়েছিলে। অথচ তোমাদের এই পরিকল্পনা তোমাদের ক্ষতি ও ধ্বংসরূপে চিহ্নিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, এরা ধ্বংস ও বিনাশ হবে।

(١٤) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَ يُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

(١٥) سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ۚ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ۚ قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ۚ بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا ○

১৪. আকাশ ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্‌র, যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তিতে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল দয়াময়।[২৩]

১৫. তোমরা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ নিতে গেলে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে, পথ ছাড়ো, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্‌র বাণী পরিবর্তন করে দিতে চায়। তুমি বলে দাও, তোমরা কখনো আমাদের সাথে যাবে না আল্লাহ্‌ আগেই এরূপ বলে দিয়েছেন।[২৪] এরপর তারা বলবে, তোমরা তো বরং আমাদের কল্যাণ হলে হিংসার আগুনে জ্বলতে থাকো।[২৫] তারা বুঝে নিতান্তই স্বল্প।[২৬]

---

২৩. অর্থাৎ তিনি যাকে ক্ষমা করতে আগ্রহী নন আমি তার জন্য কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করবো? হাঁ, যদি তাঁর মেহেরবানী হয় তবে তোমরা তওবা করার সুযোগ পাবে এবং তাতে ক্ষমা পেয়ে যাবে। তাঁর ক্রোধের উপর তাঁর রহমত প্রবল ও প্রাধান্য বিস্তারকারী।

খায়বার অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য মুনাফিকদের আগ্রহের কারণ

২৪. হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সা)-কে খায়বার অভিযানের নির্দেশ দেয়া হয়। সেখানে বিশ্বাসঘাতক ইয়াহূদীরা বসবাস করতো। তারা চুক্তি ভঙ্গ করে আহযাবের যুদ্ধে কাফিরদেরকে মদীনা আক্রমণে প্ররোচিত করেছিল। আল্লাহ্‌ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-কে জানিয়ে দিলেন যে, যে সকল আবর বেদুঈন হুদায়বিয়াতে যায়নি, এখন তারা তোমাদের সাথে খায়বার অভিযানে যেতে চাইবে। কারণ সেখানে একদিকে বিপদের আশংকা কম, অন্যদিকে গনীমত লাভের আশা বেশী। আপনি তাদেরকে বলে দিন, তোমাদের আবেদন জানানোর আগেই আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা এই সফরে আমাদের সাথে যেতে পারবে না। এমতাবস্থায় তোমরা কি করে আমাদের সাথে যাবে? যদি যাও তবে তার অর্থ হবে যেন আল্লাহ্‌র নির্দেশ পরিবর্তন করে দেয়া হলো। তা তো মোটেই হবার নয়।

(১৬) قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ
شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ۚ
وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ○

১৬. পশ্চাতে অবস্থানকারী বেদুঈনদের বলো, আগামীতে এক প্রবল শক্তিমান যোদ্ধা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তোমাদেরকে ডাকা হবে। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে অথবা তারা ইসলাম গ্রহণ করবে। তখন তোমরা যদি নির্দেশ পালন করো তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন।[২৭] আর যদি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে ফিরে যাও, যেমন ফিরে গিয়েছিলে প্রথমবার, তবে তিনি তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করবেন।[২৮]

---

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ কিছুই বলেননি, বরং তোমরা চাও যে, আমাদের যেন কোন লাভ না হয়। অন্য কারো অংশ ছাড়া শুধু তোমরাই যেন গনীমতের সকল সম্পদ ভোগ করতে পারো, তাই এসব ফন্দি করছো।

২৬. অর্থাৎ তাদের বোধশক্তি একেবারেই কম। আহম্মক ও বেকুফেরা মুসলমানদের ত্যাগ স্বীকার ও স্বল্পে তুষ্টির কথাটা ভেবে দেখে না। মুসলমানগণ কি সম্পদলোভী যে তোমাদের ব্যাপারে হিংসা পোষণ করবে? আর হিংসার বশে নবী করীম (সা) আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলবেন? (নাউযুবিল্লাহ্)।

২৭. অর্থাৎ একটু ধৈর্য ধরো। এই যুদ্ধে তো অংশগ্রহণ করতে পারবে না। কিন্তু পরবর্তীতে আরও অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হবে। প্রচণ্ড শক্তিশালী ও যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়গুলোর সাথে মুসলমানদেরকে যুদ্ধ করতে হবে। এই যুদ্ধ তত দিন পর্যন্ত চলতে থাকবে যত দিন না তারা মুসলমান হয় কিংবা মুসলমানদের বশ্যতা স্বীকার করে জিয্য়া প্রদানে রাযী হয়। প্রকৃতই যদি তোমাদের মধ্যে জিহাদের আগ্রহ থাকে তাহলে তখন যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করবে। তখন যদি আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করো তবে তিনি তোমাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করবেন।

আয়াতে উল্লেখিত যুদ্ধবাজ সম্প্রদায় কারা ?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ যুদ্ধবাজ সম্প্রদায় দ্বারা বানূ হানীফা গোত্রকে বুঝানো হয়েছে। তারা ছিল ভণ্ড নবী মুসায়লামার সম্প্রদায়। অথবা এতদ্বারা হাওয়াযিন, ছাকীফ ও অন্যান্য গোত্র বুঝানো হয়েছে, হুনায়নে যাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে। অথবা হযরত আবূ বাক্র (রা) যে সকল ধর্মত্যাগী মুরতাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন তাদের কথা বলা হয়েছে। অথবা পারস্য, রোমান ও কূর্দী জাতিসমূহের কথা বলা

(১৭) لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ
حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهٰرُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيْمًا ۟

(১৮) لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ
مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۟

১৭. অন্ধের জন্য কোন অপরাধ নেই, খঞ্জের জন্যও কোন অপরাধ নেই এবং অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও কোন অপরাধ নেই।[২৯] যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ পালন করবে তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান। আর যে ফিরে যাবে তাকে তিনি দিবেন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[৩০]

১৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা ওই বৃক্ষের নীচে[৩১] আপনার কাছে বায়আত করছিল। তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি জেনে নিলেন।[৩২] অতএব তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন একটি বিজয় পুরস্কার দিলেন।[৩৩]

হয়েছে, খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধ ছাড়া মুসলমান হয়েছে এবং গনীমতের সম্পদও হাতে এসেছে।

২৮. অর্থাৎ ইতিপূর্বে হুদায়বিয়া গমনের ক্ষেত্রে যেমন পিছনে পালিয়েছিল, পরবর্তীতে ওইসব যুদ্ধে যেতেও যদি পলায়ন করে তবে আল্লাহ্ তাদেরকে কঠোরতর শাস্তি প্রদান করবেন। এও হতে পারে যে, আখিরাতে তো শাস্তি পাবেই, দুনিয়াতেও তা ভোগ করবে।

২৯. অর্থাৎ এ সকল অক্ষম লোকের উপর জিহাদ ফরজ নয়।

৩০. অর্থাৎ সকল কর্মে এটি সাধারণ নিয়ম।

৩১. সেটি ছিল হুদায়বিয়া অঞ্চলের একটি বাবলা বৃক্ষ। এই বায়আত সম্পর্কে لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন) আয়াত নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতে সম্ভবত এটি বাইয়াতে রিদওয়ান (بيعة الرضوان) নামে আখ্যায়িত হয়েছে। সূরার প্রারম্ভে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ তাদের অন্তরে প্রকাশ্য কর্মের চিন্তা-ভাবনা, হৃদয়ের তাওয়াক্কুল ও আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতা, সৎ নিয়্যত, সত্যবাদিতা, ইসলাম ও নিষ্ঠা এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি।

(١٩) وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

(٢٠) وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

১৯. এবং বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, তারা তা হস্তগত করবে। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৩৪]

২০ আল্লাহ্ তোমাদের প্রচুর যুদ্ধলব্ধ সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা তা লাভ করবে। এরপর এটি তিনি তোমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দিলেন[৩৫] এবং শত্রুর হাত থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করলেন।[৩৬] এবং যাতে এটি মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্ কুদরতের নিদর্শনরূপে পরিগণিত হয়।[৩৭] এবং যাতে তিনি তোমাদেরকে সুপথে পরিচালিত করেন।[৩৮]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ প্রায় সকল তাফসীরকার مَا فِىْ قُلُوْبِهِمْ (তাদের অন্তরে যা আছে) দ্বার এগুলো বুঝিয়েছেন। কিন্তু আবূ হায়্যান (র) বলেন, এতদ্বারা তাদের অন্তরে সন্ধি ও সন্ধির শর্তসমূহের ব্যাপারে যে দুঃখ, ব্যথা ও অশান্তি ছিল তা বুঝানো হয়েছে। পরবর্তী আয়াতাংশ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ (তিনি প্রশান্তি নাযিল করলেন) দ্বারা এই ব্যাখ্যাই অধিক যথার্থ মনে হয়।

খায়বার বিজয়ের আগাম সংবাদ

৩৩. অর্থাৎ খায়বার বিজয়, যা হুদায়বিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পরপর পরিচালিত হয়েছিল। এই বিজয় অভিযানে প্রচুর সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল। এগুলো পেয়ে সাহাবায়ে কিরাম (রা) সচ্ছলতা লাভ করেছিলেন।

৩৪. অর্থাৎ তাঁর শক্তি ও কৌশল দ্বারা খায়বার বিজয়ের মাধ্যমে হুদায়বিয়ার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করে দিলেন। মক্কা বিজয় এবং হুনায়ন যুদ্ধেও অনুরূপ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ পরবর্তী কালে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তোমাদের হাতে আসবে। তার মধ্য থেকে কিছু অংশ খায়বারের যুদ্ধে তোমাদেরকে ত্বরিৎ দিয়ে দিলেন।

৩৬. অর্থাৎ পূর্ণ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতে দেননি। হুদায়বিয়া এবং খায়বারের যুদ্ধে কাফিরদের দ্বারা তোমাদের ক্ষতি সাধনের কোন সুযোগ দেননি। তদুপরি তোমাদের অনুপস্থিতিতে তোমাদের পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদে কেউ কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।

(٢١) وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ○

(٢٢) وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ○

(٢٣) سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِىْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۖ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ○

২১ অন্য একটি বিজয় রয়েছে যা তোমাদের আয়ত্তে আসেনি, সেটি আল্লাহ্‌র আয়ত্তাধীন। আল্লাহ্ সবই করতে পারেন।[৩৯]

২২ কাফিররা যদি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে, তারপর কোন রক্ষক ও সাহায্যকারী পাবে না।[৪০]

২৩. এটি আল্লাহ্‌র রীতি, পূর্ব থেকে তা চলে আসছে তুমি কখনো আল্লাহ্‌র রীতির ব্যত্যয় দেখবে না।[৪১]

---

৩৭. অর্থাৎ মুসলমানগণ অনুধাবন করতে পেরেছে যে, আল্লাহ্‌র কুদরত ও শক্তি কী প্রবল এবং তাঁর নিকট তাদের মর্যাদা কেমন। তারা এও বুঝে নিয়েছে যে, ভবিষ্যতেও আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করবেন।

৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি আস্থা এবং তাঁর সীমাহীন কুদরতের উপর নির্ভরতা থাকলে ইবাদত ও আনুগত্যে আরও অধিক উৎসাহ সৃষ্টি হবে। আর এটিই সরল পথ।

মক্কা বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী

৩৯. অর্থাৎ এই বায়আতের পুরস্কারস্বরূপ খায়বার বিজয় দান করেছেন। আর মক্কা বিজয় যা তখনও অনুষ্ঠিত হয়নি বটে কিন্তু তাও নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, পেয়েই গেছে। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে কার্যকারণ জগতে মক্কা বিজয় হলো হুদাইবিয়ার সন্ধির ফল।

৪০. অর্থাৎ যুদ্ধ হলে তোমরাই বিজয়ী হতে। কাফিররা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করতো। কেউ সাহায্য করে তাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞা ও কৌশল এই ছিল যে, আপাতত সন্ধি হয়ে যাক, আর তার মহান বরকত দ্বারা মুসলমানগণ ধন্য হোক।

(٢٤) وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ○

২৪. তিনি মক্কা শহরের মধ্যে তাদের হাত তোমাদের হাত থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের হাত থেকে নিবৃত্ত রেখেছেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর।[৪২] তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা দেখেন।[৪৩]

সত্যপন্থীদের জয় অবধারিত

৪১. অর্থাৎ সত্যপন্থী ও বাতিলপন্থীদের মাঝে যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী কোন সংঘাত-সংঘর্ষ বাঁধে তখন শেষ পর্যন্ত সত্যপন্থীরা বিজয়ী হয়। আর বাতিলপন্থীরা হয় পরাজিত ও বিধ্বস্ত। আল্লাহ্ তা'আলার এই রীতি চিরন্তন। আবহমান কাল থেকে তা হয়ে আসছে। এর কোন পরিবর্তন ও ব্যত্যয় নেই। তবে শর্ত হলো সত্যপন্থিগণ যেন সামগ্রিক ও সামষ্টিকভাবে পরিপূর্ণ সত্য অনুসরণে অবিচল থাকে। কেউ কেউ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (তুমি আল্লাহ্র রীততে কখনো ব্যত্যয় দেখবে না)-এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, আল্লাহ্র রীতি অন্য কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ্র রীতি অনুযায়ী যে কাজ হওয়ার কথা তা না হতে দেওয়ার শক্তি কারো নেই।

মুশরিকদের গুপ্ত হত্যার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ

৪২. মুশরিকদের কতক লোক হুদায়বিয়ার আশেপাশে এসে পৌঁছেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, সুযোগ পেলে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে হত্যা করবে অথবা মুসলমানদের কাউকে একাকী ও নির্জনে পেলে তার উপর নির্যাতন চালাবে। বস্তুত তারা বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছেও। একজন মুসলমানকে তারা শহীদও করেছে। উত্তেজনাকর কথাবার্তাও তারা প্রচার করেছিল। শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাদেরকে জীবিত গ্রেপ্তার করে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, কোন প্রতিশোধ নেননি। এই আয়াতে সেই সকল ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। بِبَطْنِ مَكَّةَ (মক্কা নগরীর মধ্যে) অর্থ মক্কা নগরীর নিকটে। ধরে নিন নগরের মধ্যে।

৪৩ অর্থাৎ তাদের অপকর্ম, দুষ্কর্ম এবং তোমাদের ধৈর্য ও ক্ষমা আল্লাহ্ তা'আলা এসবই দেখছেন।

(٢٥) هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا
اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ؕ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ
اَنْ تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ
رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا ○

২৫. তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং নিবেদিত কুরবানীর জন্তুগুলোকে যথাস্থানে পৌছতে।[88] যদি মক্কায় কিছু সংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকতো, যাদেরকে তোমরা জানতে না, তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকতো এরপর তাদের কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে, তবে সবকিছু চুকিয়ে দেয়া হতো। আল্লাহ্ যাকে চান তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করেন।[8৫] যদি তারা সরে যেতো তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফির তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম।[8৬]

---

88. অর্থাৎ হারাম শরীফের যেস্থানে নিয়ে সাধারণত কুরবানীর পশু যবেহ করা হয় কুরবানীর পশুগুলোকে তারা সেখানে পৌঁছতে দেয়নি, বরং সেগুলো হুদায়বিয়াতেই আটকা পড়েছিল।

হুদায়বিয়ার ঘটনায় আপাতত যুদ্ধের নির্দেশ না দেয়ার তাৎপর্য

8৫. অর্থাৎ মক্কায় অত্যাচারিত ও নির্যাতিত অবস্থায় বাধ্য হয়ে যে সকল নারী পুরুষ বসবাস করতো মদীনার মুসলমানগণ তাদেরকে ভালোভাবে চিনতো না। যুদ্ধ সংঘটিত হলে এ সকল মুসলমান মুজাহিদ মুসলমানদের অজ্ঞাতসারে তাদের আক্রমণের শিকার হয়ে নিহত হতো। এই আশংকা না থাকলে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ পরিচালনার নির্দেশ প্রদান করা হতো। তাহলে একদিক আপন সম্প্রদায়ের ক্ষতি দেখে তোমরা অনুতপ্ত হতে। অপরদিকে কাফিরদের একথা বলার সুযোগ সৃষ্টি হতো যে, দেখো, মুসলমানগণ তাদের জাতি ভাই মুসলমানদেরকেও রেহাই দিচ্ছে না। এই অসুবিধার কারণে আপতত যুদ্ধ বন্ধ রাখা হয়েছে। যাতে সেই মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

আর এদিকে তোমাদের নজীরবিহীন ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি তাঁর রহমত নাযিল করেছেন। তদুপরি কাফিরদের মধ্যে যাদের তাকদীরে ইসলাম গ্রহণ রয়েছে তাদেরকে যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে রক্ষা করে তাঁর রহমতের মধ্যে দাখিল করে দেন।

(٢٦) إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ
فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ
التَّقْوٰى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ○

২৬. যখন কাফিররা তাদের অন্তরে জেদ পোষণ করেছিল, মূর্খতার জেদ, এরপর আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের প্রতি ও ঈমানদারদের প্রতি[৪৭] এবং তাদেরকে অবিচল রাখলেন সংযমী কথার উপর। আর তারাই ছিল এর অধিকতর উপযুক্ত। আল্লাহ্ সকল বিষয়ে অবগত।[৪৮]

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "হুদায়বিয়ার ঘটনায় সকল জিদ ও কা'বা শরীফের প্রতি বেয়াদবি প্রকাশ পেয়েছে মুশরিকদের পক্ষ থেকে। তোমরা তো ভদ্র ও মার্জিত আচরণকারী ছিলে। তারা উমরা পালনকারীদেরকে বাধা দিয়েছে এবং কুরবানীর পশুগুলোকে যথাস্থানে পৌঁছতে দেয়নি। পরিস্থিতি এমন ছিল যে, তখনই তোমাদেরকে বিজয় প্রদান করা হোক। কিন্তু কতক মুসলমান নারী-পুরুষ মক্কায় আত্মগোপন করে ছিল। আবার মুশরিকদের মধ্যে এমন কতক লোক ছিল যাদের তাকদীরে মুসলমান হওয়া অবধারিত ছিল। তখনই মক্কা বিজয় হলে তারা অসুবিধায় পড়ে যেতো। এরপর যারা মুসলমান হওয়ার কথা, সন্ধির দুই বছরের মধ্যে তারা মুসলমান হয়েছে। বেরিয়ে আসার যারা তারা মক্কা থেকে বেরিয়ে এসেছে। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা মক্কা বিজয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করলেন"।

৪৬. অর্থাৎ কাফিররা যদি মুসলমানদের থেকে পৃথক থাকতো আর মুসলমানগণ কাফিরদের সাথে মিলেমিশে না থাকতো তবে তোমরা দেখে নিতে যে, আমি কেমন করে মুসলমানদের হাতে কাফিরদেরকে নির্মম শাস্তি প্রদান করতাম।

হুদায়বিয়ার সন্ধি ও কাফির পক্ষের গোঁয়ার্তুমি

৪৭. তাদের মূর্খতার জেদ এই ছিল যে, তারা মুসলমানদের এই বছর উমরা করতে দিবে না। যে কোন মুসলমান মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাবে তাকে মক্কায় ফেরৎ পাঠাতে হবে। মুসলমানগণ পরবর্তী বছর উমরা করতে আসবে কিন্তু তিন দিনের অধিক মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না। তাও অস্ত্র রাখতে হবে কোষবদ্ধ। সন্ধিপত্রে "বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম" লিখতে পারবে না, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্থলে শুধু মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ লিখতে হবে। প্রিয়নবী (সা) এই সকল শর্ত মেনে নিয়েছিলেন এবং মুসলমানগণ চরম অস্থিরতা ও সংকোচ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উপদেশ মাথা পেতে গ্রহণ করেছিল। শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তেই তাদের মনে শান্তি এসেছিল।

(٢٧) لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَ مُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ؕ فَعَلِمَ
مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ○

২৭. আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন যে, আল্লাহ্ চাইলে তোমরা অবশ্যই মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় এবং চুল কর্তিত অবস্থায়, বিনা ভয়ে।[৪৯] তোমরা যা জানো না তিনি তা জানেন। এরপর তিনি এর পেছনে একটি আসন্ন বিজয় নিশ্চিত করে দিলেন।[৫০]

সাহাবাগণ ছিলেন সত্য-ন্যায়ে অবিচল

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় করতো। তাঁর নাফরমানী থেকে নিবৃত্ত থেকেছে এবং কা'বা শরীফের মর্যাদার উপর দৃঢ়ভাবে অবিচল থেকেছে। তা হবে না কেন? তারা তো এক আল্লাহ্র সত্য উপাসক এবং কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"-এর শক্তিশালী বাহক ছিলেন। একজন সাচ্চা একত্ববাদী ও রাসূলের অনুগত ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তাঁর নিদর্শনাবলীর সম্মানের জন্য নিজের সকল আবেগ ও উত্তেজনাকে কুরবানী করে দিতে পারে। প্রকৃত একত্ববাদ তো এই যে, সেই একক মালিকের নির্দেশ শুনে নিজের মান-অপমানের সকল ধারণা ও চিন্তা ছেড়ে দিতে হবে। সম্ভবত এজন্যই হাদীস শরীফে كَلِمَةُ التَّقْوٰى (সংযমী বাণী)-এর ব্যাখ্যায় كَلِمَةُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর বাণী) বলা হয়েছে। কারণ সকল প্রকারের তাকওয়া, সংযম ও পবিত্রতার বুনিয়াদ হলো এই কলেমা। এই কলেমা বহন করার জন্য এবং তার দাবী পূরণ করার জন্যে আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-এর সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাঁরাই ছিলেন এটির যোগ্য ও সার্থক পতাকাবাহী।

নবীদের স্বপ্ন ওহীর অন্তর্ভুক্ত এবং তার বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত

৪৯. সূরার প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে যে, প্রিয়নবী (সা) মদীনা শরীফে স্বপ্ন দেখেছিলেন, আমরা মক্কা শরীফে প্রবেশ করছি এবং মাথা মুণ্ডন করে বা চুল কর্তন করে ইহরাম খুলছি। এদিকে ঘটনাক্রমে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মনে ঐ বছরই উমরা আদায়ের ভাব উদয় হলো। প্রায় সকল সাহাবীই (রা) এই ধারণা চূড়ান্ত করলেন যে, এই বছর আমরা মক্কায় পৌঁছে উমরা আদায় করবো। সন্ধি সম্পাদিত হয়ে হুদায়বিয়া থেকে মদীনা ফিরে আসার পর কোন কোন সাহাবী আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি কি বলেননি, আমরা নিরাপদে মক্কায় পৌঁছবো? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কি এও বলেছিলাম যে, এই বছরই তা বাস্তবায়িত হবে? সাহাবী (রা) বললেন, না, তা অবশ্য

(٢٨) هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ؕ

২৮. তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর রাসূলকে সরল পথ এবং সত্য দীন সহকারে,৫১ যাতে এটিকে অন্য সকল দীনের উপর জয়যুক্ত করেন।৫২ সত্য প্রতিষ্ঠায় আল্লাহ্ই যথেষ্ট।৫৩

বলেননি। নবী করীম (সা) বললেন, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। তোমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফ তাওয়াফ করবে। এরপর তোমাদের কতক মথা মুণ্ডন করে আর কতক চুল কেটে ইহরাম খুলবে। সেখানে পৌছার পর তোমাদের জন্য কোন প্রকারের ভয়ভীতি থাকবে না। বস্তুত হুদায়বিয়ার ঘটনার পরবর্তী বছর তাই হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে সেটিকেই বলা হয়েছে "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন"। তবে ইনশা আল্লাহ্-এর ব্যাপারে আল্লামা ইব্ন কাছীর মন্তব্য করেছেন যে, নিশ্চয়তা ও দৃঢ়তার জন্য তা বলা হয়েছে।

ব্যাকরণবিদ সীবাওয়ায়হ্ বলেন, যে সকল ক্ষেত্রে কোন কারণে কোন একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেয়া কল্যাণকর নয় কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা সুনিশ্চিত, সে সকল ক্ষেত্রে এই বাকরীতি ব্যবহার করা হয়।

প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্র কোন কর্মই প্রজ্ঞা থেকে খালি নয়

৫০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের প্রেক্ষিতে ঘটনাবলীর এই পর্যায়ক্রম নির্ধারণ করেছেন। তিনি জানতেন যে, স্বপ্নের বাস্তবায়ন এক বছর পরে হলে কি পরিমাণ কল্যাণ হবে। তোমরা তা জানো না। তাই স্বপ্নের বাস্তবায়ন সেই বছরই হতে দেননি, বরং তা বাস্তবায়নের পূর্বে তোমাদেরকে অন্য একটি বিজয় দিলেন অর্থাৎ খায়বার বিজয় ও হুদায়বিয়ার সন্ধি। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এটিকে স্পষ্ট বিজয়রূপে আখ্যায়িত করেছেন। আলোচ্য সূরার প্রথম টীকায় আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি।

৫১. অর্থাৎ মূলনীতিসমূহ ও শাখাগত দিক থেকে এবং বিশ্বাস ও কর্মের দিক থেকে এটিই সত্য ধর্ম এবং এটিই সরল পথ, হযরত মুহাম্মাদ (সা) যা নিয়ে এসেছেন।

ইসলাম বিজয়ী ধর্ম

৫২. এই দীনকে আল্লাহ্ তা'আলা বাহ্যত ও শত শত বছর পর্যন্ত অন্যান্য সকল দীনের উপর বিজয়ী রেখেছেন শত শত বছর পযন্ত মুসলমানগণ প্রবল শৌর্য-বীর্য এবং বীরত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের সাথে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর উপর রাজত্ব করেছেন। ভবিষ্যতেও পৃথিবী ধ্বংসের কিছুকাল পূর্বে এমন একটি সময় আসবে যখন পৃথিবীর সর্বত্র এই সত্য ধর্মের

(২৯) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ
تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۫ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ
مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۚ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۛۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۛ
كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۚ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ
مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ۠

২৯. মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল এবং যারা তার সাথে আছে তারা কাফিরদের প্রতি কঠোর,[৫৪] নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল।[৫৫] তুমি তাদেরকে দেখবে রুকূকারী ও সিজদাবনত। তারা কামনা করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি।[৫৬] সিজদার চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে।[৫৭] তাওরাতে তাদের বর্ণনা এরূপ এবং ইনজীলে তাদের উপমা।[৫৮] যেমন ক্ষেত যা উদগত করে তার চারা গাছ, এরপর তা শক্ত ও মজবূত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায়[৫৯] দৃঢ়ভাবে। তা চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে।[৬০] যাতে আল্লাহ্ তাদের দ্বারা কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন।[৬১] তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহান প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[৬২]

জয় জয়কার এবং এই সত্য ধর্মের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। আর দলীল-প্রমাণের দিক থেকে এই ইসলাম ধর্ম তো সব সময় বিজয়ী ছিল এবং থাকবেই।

৫৩. অর্থাৎ এই সত্যতার সাক্ষী খোদ আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত। আর তিনিই আপন কর্ম দ্বারা এটিকে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

ঈমানদারের দৃঢ়তা যেন বাতিলের হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি করে

৫৪. অর্থাৎ কাফিরদের মুকাবিলায় কঠিন, সুদৃঢ় ও শক্তিমান, যার ফলে কাফিরদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয় এবং কুফুরীর প্রতি ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ পায়। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً "এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়" (সূরা তাওবা ঃ ১২৩)।

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেছেন ঃ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ "তাদের প্রতি কঠোর হও" (সূরা তাওবা ঃ ৭৩)।

অন্যত্র বলেছেন ঃ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ঃ "তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর" (সূরা মায়িদা ঃ ৫৪)।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "যে ব্যক্তি স্বভাবগতভাবে কোমল কিংবা কঠোর সে সর্বত্র একইরূপ থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঈমানের রঙ্গে রঙ্গীন, ঈমানের সাজে সজ্জিত সে কঠোরতার স্থানে কঠোর এবং কোমলতার স্থানে কোমল"। উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, কাফির লোকের প্রতি দয়া ও নম্রতা যদি শরীআত সম্মত কোন কল্যাণের জন্যে হয় তবে তাতে দোষ নেই। কিন্তু একথা সদা স্মরণ রাখতে হবে যে, দীনের ব্যাপারে তারা যেন তোমাদেরকে শিথিল না দেখে।

ঈমানদারগণ পরস্পর বিনয়ী ও সহানুভূতিশীল হবে

৫৫. অর্থাৎ নিজেদের দীনি ভাইদের প্রতি সহানুভূতিশীল ও দয়ার্দ্রচিত্ত। তাদের সম্মুখে তারা নম্রতায় অবনত এবং বিনয় প্রকাশে সমর্পিত। হুদায়বিয়ার ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) উভয় গুণেরই স্বাক্ষর রেখেছেন। أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে সহানুভূতিশীল)।

সাহাবায়ে কিরাম প্রচুর নামায পড়তেন

৫৬. অর্থাৎ তারা নামায আদায় করেন প্রচুর। তুমি তাদেরকে দেখবে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রুকূ-সিজদায় পতিত হয়ে চূড়ান্ত ইখলাস ও নিষ্ঠার সাথে বান্দার বন্দেগীর দায়িত্ব আদায় করছেন। রিয়াকারী ও লৌকিকতার লেশমাত্র নেই। আল্লাহ্র দয়া ও সন্তুষ্টিই শুধু তাদের কাম্য।

সাহাবায়ে কিরামের কপালের জ্যোতি

৫৭. অর্থাৎ যথাযথভাবে নামায আদায়ের কারণে, বিশেষত তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের ফলে তাঁদের মুখমণ্ডলে এক বিশেষ জ্যোতি প্রস্ফুটিত হয়। ভয় ও বিনয় এবং সাচ্চা নিয়্যত ও নিষ্ঠার আলো যেন অভ্যন্তর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে বহির্ভাগকে আলোকিত করে দিচ্ছে। প্রিয়নবী (সা)-এর সাহাবীগণ (রা)-কে তাদের মুখমণ্ডলের জ্যোতি ও তাকওয়ামূলক চালচলন দ্বারা অন্যান্য লোক থেকে সহজেই আলাদা করা যেতো।

তাওরাত ও ইনজীলে সাহাবায়ে কিরামের পরিচয়

৫৮. অর্থাৎ পূর্বতন আসমানী কিতাবসমূহে হযরত সাহাবায়ে কিরামের (রা) এরূপ বর্ণনা ও পরিচিতি বিদ্যমান ছিল। তাই ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বহু নিরপেক্ষ লোক তাদের চেহারা, আকৃতি ও চালচলন দেখে স্বতস্ফূর্তভাবে বলে উঠেছিল, আল্লাহ্র শপথ! ওদেরকে হযরত ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী তথা সাহায্যকারীদের ন্যায় মনে হচ্ছে।

৫৯. হযরত শাহ সাহেব (র) শস্যক্ষেত্রের দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, "অর্থাৎ সেই সূচনালগ্নে এই দীনের ধারক ও বাহক ছিলেন মাত্র একজন। তারপর হলো দু'জন এরপর ধীরে ধীরে অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। সংখ্যাবৃদ্ধির এই প্রক্রিয়া প্রিয়নবী (সা)-এর যুগে অব্যাহত ছিল। এরপর এই প্রক্রিয়া ব্যাপক হারে অব্যাহত থাকে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে। কতক বিজ্ঞজন বলেন, أَخْرَجَ شَطْأَهُ (উদগত হলো কিশলয়) দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর শাসনামল فَآزَرَهُ (এরপর তা শক্ত হলো) দ্বারা হযরত উমার ফারূক (রা)-এর শাসনামল, فَاسْتَغْلَظَ (তারপর সুদৃঢ় হলো) দ্বারা উছমান (রা)-এর শাসনামল এবং فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ (এরপর নিজ কাণ্ডের উপর দাঁড়ালো) দ্বারা হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অন্যান্য কতক বুযুর্গ বলেন, وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاۤءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاۤءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا দ্বারা পর্যায়ক্রমে খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসনামল বুঝানো হয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, এই আয়াতে সামগ্রিকভাবে সকল সাহাবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও তাদের সুনাম-সুখ্যাতির বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত সূরার শুরু থেকে আলোচিত বাইয়াতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের (রা) প্রশংসা এতে বিধৃত হয়েছে।

৬০. শস্য উৎপাদনকারী কৃষক এক পর্যায়ে উন্নতি লাভের এই দৃশ্য প্রত্যক্ষভাবে অবলোকন করে। তাই আয়াতে বিশেষভাবে তাদের আনন্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ দর্শনকারী যদি সেটি পসন্দ করে, অন্যেরা পসন্দ করবে না কেন?

সাহাবায়ে কিরামের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী

৬১. অর্থাৎ ইসলামী কৃষিকর্মের এই সজীবতা ক্রমবিকাশ ও সজীবতা দেখে কাফিররা হিংসার আগুনে পুড়তে থাকে। এই আয়াতের প্রেক্ষিতে কতক উলামায়ে কিরাম বলেছেন, সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রতি যারা বিদ্বেষ পোষণ করে, তাদের সুনাম-সুখ্যাতি শুনে যাদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয় তারা কাফির।

৬২. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "এই প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য যারা ঈমানদার এবং যারা সৎকাজ করে। প্রিয়নবী (সা)-এর সকল সাহাবী (রা) এরূপ ছিলেন। তবে জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত যেন এর উপর অবিচল থাকা যায় সেই ভাবনা ও চেতনাটুকু সকলের মধ্যে থাকা উচিৎ। বান্দা একেবারে নির্ভীক হয়ে উঠে এমন সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'আলা দেন না। মহামহিম সর্বশক্তিমান মালিকের পক্ষ থেকে এতটুকু আশ্বাসও বিরাট ও অমূল্য পুরস্কার"।

সূরা হুজুরাত

১৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُقَدِّمُوۡا بَيۡنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ○

১. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না।[১] এবং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্ শুনেন জানেন।[২]

কোন ক্ষেত্রেই সীমা লংঘন করা যাবে না

১. অর্থাৎ যে সকল বিষয়ে আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আগমনের প্রত্যাশ্যা থাকে সে সকল বিষয়ে নিজেরা অগ্রণী হয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করো না, বরং আল্লাহ্‌র নির্দেশের অপেক্ষায় থাকো। প্রিয়নবী (সা) যখন কিছু ঘোষণা দেন তখন নীরবে মনোযোগ সহকারে শুনবে। তাঁর বলার পূর্বে নিজে বলার ধৃষ্টতা দেখিও না। তাঁর পক্ষ থেকে যে নির্দেশ আসবে বিনা বাক্যব্যয়ে তা পালন করে যাবে। নিজের ইচ্ছা, কামনা ও রায়কে তাঁর নির্দেশের উপর কখনো প্রাধান্য দিবে না, বরং নিজের প্রবৃত্তি, আবেগ ও উত্তেজনাকে আল্লাহ্‌র বিধানের অনুগামী করে দিবে।

সূরা হুজুরাতের মৌলিক শিক্ষা

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ নবী করীম (সা)-এর সাথে মার্জিত আচরণ, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ অটুট রাখার যে নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে এই সূরায় তাদেরকে তা শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এও বলা হয়েছে যে,

(٢) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝

২. হে ঈমানদারগণ! নবীর কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং তোমরা একে অপরের সাথে যেরূপ উচ্চ-স্বরে কথা বলো তাঁর সাথে সেরূপ উচ্চ-স্বরে কথা বলো না, যাতে তোমাদের অজ্ঞাতে তোমাদের কর্ম নষ্ট হয়ে না যায়।[৩]

মৌলিক বিষয়গুলো কঠোরভাবে পালন করার মাধ্যমে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় থাকতে পারে। এতে যদি কোন ত্রুটি হয় তবে তার প্রতিকার কি? অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, ব্যক্তিমতের প্রাধান্য ও স্বার্থপরতা থেকে অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদের সূচনা হয়। এর একমাত্র প্রতিকার হলো মুসলমানগণ নিজেদের ব্যক্তিমত ও ব্যক্তিস্বার্থকে একটি মহান ও উচ্চ স্তরের মানদণ্ডের অনুগামী করে দিবে। এতো সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের দেয়া নির্দেশের চেয়ে মহান ও সমুচ্চ কোন মানদণ্ড হতে পারে না। এরূপ করলে সাময়িক কিছু কষ্ট হয়তো ভোগ করতে হবে কিন্তু এর পরিণাম হবে নিঃসন্দেহে সুদূর প্রসারী ও সমধিক সাফল্য।

তাকওয়া (আল্লাহ্ভীতি) ঈমান ও আমলের ভিত্তি

২. অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূলের যথাযথ আনুগত্য শুধু তখনই সম্ভব যখন অন্তরে আল্লাহ্ভীতি থাকে। অন্তরে আল্লাহ্র ভয় না থাকলে ইসলামের মৌলিক দাবী পূরণ করার জন্য বারবার মুখে আল্লাহ্ ও রাসূলের নাম উচ্চারণ করবে এবং প্রকাশ্যে ইসলামের বিধানকে অগ্রাধিকার দিবে বটে কিন্তু মূলত এটিকে তার আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য ও স্বার্থ হাসিলের একটি উপায় ও কৌশলরূপে গ্রহণ করবে। সুতরাং সকলের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, মুখে যা উচ্চারিত হচ্ছে আল্লাহ্ তা শুনেন এবং অন্তরে যা আছে আল্লাহ্ তাও জানেন। তাহলে আল্লাহ্র সম্মুখে এই প্রতারণা চলবে কি করে? আল্লাহ্র ভয় অন্তরে রেখে নিজ নিজ কর্ম সম্পাদন করা সকল মানুষের কর্তব্য।

রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সাথে কথা বলতে হয় ভদ্রতার সাথে

৩. অর্থাৎ নবী করীম (সা)-এর দরবারে শোরগোল ও চীৎকার করো না। মনে রেখো, নিজেদের মধ্যে যেমন বেপরোয়াভাবে হৈ চৈ ও কর্কশ কণ্ঠে কথা বলো নবী করীম (সা)-এর সাথে সেরূপ কথা বলা শিষ্টাচার ও সম্মানের খেলাফ। তাঁর সাথে কথা বলতে হলে অত্যন্ত কোমল স্বরে ইজ্জত ও সম্মানের স্বরে আদব ও শিষ্টাচার বজায় রেখে কথা বলবে। দেখতো, একজন ভদ্র ছেলে তার পিতার সাথে, যোগ্য ছাত্র তার শিক্ষকের সাথে, নিষ্ঠাবান মুরীদ তার পীরের সাথে এবং একজন সৈনিক তার সেনাপতির সাথে

(٣) اِنَّ الَّذِيۡنَ يَغُضُّوۡنَ اَصۡوَاتَهُمۡ عِنۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيۡنَ امۡتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوۡبَهُمۡ لِلتَّقۡوٰى ؕ لَهُمۡ مَّغۡفِرَةٌ وَّاَجۡرٌ عَظِيۡمٌ ○

৩. আল্লাহ্‌র রাসূলের নিকট যারা নিম্ন স্বরে কথা বলে তাদের অন্তরকে আল্লাহ্ যাচাই করে নিয়েছেন শিষ্টাচারের জন্য।[৪] তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহান প্রতিদান।[৫]

কিভাবে কথা বলে! নবীর মর্যাদা তো এদের চেয়ে বহু বহু গুণ ঊর্ধ্বে। তাঁর সাথে কথা বলার সময় পূর্ণ সতর্কতা ও সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে। যেন কোন প্রকারের বেয়াদবি না হয় এবং তিনি যেন কোন প্রকারের কষ্ট না পান। কোন মুসলমানের প্রতি তিনি অসন্তুষ্ট হলে তার পরিণতি কি হবে? এমতবস্থায় তার সকল কর্ম নিষ্ফল ও সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ মহানবী (সা)-এর ইনতিকালের পর তার হাদীসসমূহ পাঠ করা ও শোনার সময় এই আদব রক্ষা করা উচিত। তাঁর রওজা শরীফের নিকট উপস্থিত হলেও এই আদব বজায় রাখতে হবে। তার খলীফাগণ ওলামায়ে কিরাম এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সাথেও স্তরভেদে আদব রক্ষা করে চলতে হবে, যাতে মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুণ্ন থাকে। শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনে স্তরভেদ ও মর্যাদাগত পার্থক্যের বিষয়টি বিবেচনায় না আনলে প্রচুর ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টির দরজা খুলে যায়।

৪. অর্থাৎ যারা প্রিয়নবী (সা)-এর দরবারে বিনয়, আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলে এবং নবী করীম (সা)-এর কণ্ঠস্বর থেকে নিজেদের কণ্ঠস্বর নীচু রাখে তারাই ভাগ্যবান। যাচাই-বাছাই করে তাদের অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা মনোনীত করেছেন আদবের বীজ বপন করার জন্য এবং মেজেঘষে পরিশোধিত করে তৈরী করে নিয়েছেন তাকওয়া ও পবিত্রতা প্রদানের জন্য।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা গ্রন্থে লিখেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে চারটি অন্যতম মহান নিদর্শন। কুরআন মজীদ, নবী করীম (সা), কা'বা শরীফ ও নামায। এগুলোর সম্মান করবে তারাই যাদের অন্তর তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহ্‌ভীতিতে পরিপূর্ণ"।

وَمَنۡ يُّعَظِّمۡ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنۡ تَقۡوَى الۡقُلُوۡبِ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শবলীকে সম্মান দেখাবে তা তার অন্তরে তাকওয়া প্রসূত" (সূরা হজ্জ ঃ ৩২)।

এ থেকে এও জানা গেলো যে, মহানবী (সা)-এর কণ্ঠস্বর অপেক্ষা কারো কণ্ঠস্বর উচ্চ করা যখন আদবের বিপরীত ও বেয়াদবি, তখন তাঁর নির্দেশাবলী ও বিধিবিধান শোনার পর সেগুলোর বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা, কথা বলা কত বড় পাপের কাজ!

(٤) اِنَّ الَّذِيۡنَ يُنَادُوۡنَكَ مِنۡ وَّرَآءِ الۡحُجُرٰتِ اَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُوۡنَ ○

(٥) وَلَوۡ اَنَّهُمۡ صَبَرُوۡا حَتّٰى تَخۡرُجَ اِلَيۡهِمۡ لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۡ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ○

(٦) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اِنۡ جَآءَكُمۡ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوۡۤا اَنۡ تُصِيۡبُوۡا قَوۡمًۢا بِجَهَالَةٍ فَتُصۡبِحُوۡا عَلٰى مَا فَعَلۡتُمۡ نٰدِمِيۡنَ ○

৪. যারা ঘরের বহির্দেশ থেকে তোমাকে ডাকে তাদের অধিকাংশই নির্বোধ।

৫. তুমি বেরিয়ে না আসা পযন্ত তারা যদি ধৈর্যধারণ করতো তবে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হতো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।[৬]

৬. হে ঈমানদারগণ! কোন পাপাচারী ব্যক্তি যদি তোমাদের নিকট সংবাদ নিয়ে আসে তবে তা পরীক্ষা করে দেখবে। যাতে অজ্ঞতাবশত তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও।[৭]

---

৫. অর্থাৎ এই নিষ্ঠা ও কৃতজ্ঞতার বরকতে অতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করা হবে এবং বিরাট সওয়াব দেয়া হবে।

৬. বানূ তামীমের কতক লোক রাসূলুল্লাহ্‌র (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিল। নবী করীম (সা) ঘরের ভিতরে অবস্থান করছিলেন। তারা বাইরে থেকে এই চীৎকার জুড়ে দিল, يَا مُحَمَّدُ اُخْرُجْ اِلَيْنَا (হে মুহাম্মাদ! আমাদের নিকট বেরিয়ে আস)। এটি ছিল নির্বুদ্ধিতা ও অভদ্রতা প্রসূত কাজ। তারা প্রিয়নবী (সা)-এর মর্যাদা উপলব্ধি করতে পারেনি। এও হতে পারে যে, তখন তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল, অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর পবিত্র ব্যক্তিত্ব সকল মুসলমানের ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণের কেন্দ্রও সম্মিলন স্থল। বিভিন্ন কর্মের জন্য পৃথক পৃথক সময় নির্ধারিত না থাকলে একজন সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্যও দায়িত্ব পালন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তদুপরি নবী করীম (সা)-এর সাথে সম্মান সূচক আচরণ করা এবং আদব রক্ষা করা কোন মামুলি ব্যাপার নয়। তাদের উচিৎ ছিল, কারো মাধ্যমে ঘরের অভ্যন্তরে সংবাদ পাঠানো এবং তাঁর বাইরে আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করা। বাইরে এসে তাদেরকে সুযোগ দিলে তখন তাঁর সাথে কথা বলা। এ নিয়ম মেনে চললে তা তাদের জন্য কল্যাণকর ও প্রশংসাযোগ্য হতো। এতদসত্ত্বেও নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞতার প্রেক্ষিতে যা হয়ে যায় আল্লাহ্ তা'আলা আপন অনুগ্রহে তা ক্ষমা করে দেন। তবে মানুষের উচিৎ কৃত অপরাধের জন্য লজ্জিত হওয়া এবং পরবর্তীতে এরূপ না করা। প্রিয়নবী (সা)-এর সম্মান ও মহব্বত সেই কেন্দ্রবিন্দু—মুসলমানদের সকল বিক্ষিপ্ত শক্তি

(৭) وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ؕ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ

৭. জেনে নাও, তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাসূল রয়েছেন। অধিক ক্ষেত্রে তিনি যদি তোমাদের কথা মেনে নেন তাহলে তোমরা কষ্টে পড়ে যাবে।[৮] কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন এবং তোমাদের হৃদয়গ্রাহী করেছেন এবং কুফরী, পাপাচার ও নাফরমানীর প্রতি তোমাদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এরাই সৎপথ প্রাপ্ত,

---

ও বিচ্ছিন্ন আবেগ-উৎসাহ যেখানে এসে একত্র ও মিলিত হয়। এটি সেই ঈমানী বন্ধন যার উপর বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত।

সংবাদের সত্যতা যাচাই করা অপরিহার্য

৭. অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ ও হানাহানি সৃষ্টি হয় মিথ্যা সংবাদ সরবরাহের প্রেক্ষিতে। তাই সর্বপ্রথম দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছিন্নতার এই মূল উৎসটি বন্ধের শিক্ষা দেয়া হলো। অর্থাৎ কোন সংবাদ যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা না করে গ্রহণ করো নিও না। মনে করো একজন পথভ্রষ্ট ও শান্তি বিনষ্টকারী লোক তার মতবাদ ও আবেগ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়ে কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে তোমাদের নিকট অভিযোগ পেশ করলো। আর তোমরা তার কথার উপর নির্ভর করে ওই সম্প্রদায়কে আক্রমণ করে বসলে। পরে প্রমাণিত হলো যে, ওই ব্যক্তি মিথ্যা বলেছে। তাহলে ভেবে দেখো তোমাদেরকে কেমন অনুতাপ ও অনুশোচনা প্রকাশ করতে হবে এবং নিজেদের তাড়াহুড়ার জন্য কিরূপ লজ্জা পেতে হবে। আর মুসলিম মিল্লাতের জন্য এটি কত ভীষণ মন্দ পরিণতি বয়ে আনবে।

৮. অর্থাৎ প্রিয়নবী (সা) যদি তোমাদের কোন সংবাদ কিংবা মতামত কার্যকর না করেন তবে তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ো না। সত্য কখনো মানুষের প্রবৃত্তি ও মতামতের অনুসরণ করে না। সেরূপ হলে আসমান-যমীনের সকল নিয়ম-কানুন লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ (সত্য যদি তাদের প্রবৃত্তির অনুগামী হতো তবে আসমান ও যমীন ধ্বংস হয়ে যেত" (সূরা মু'মিনূন ঃ ৭১)।

মোটকথা সংবাদের সত্যতা যাচাই করে নিও এবং সত্যকে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুগামী করতে চেয়ো না, বরং নিজেদের প্রবৃত্তি ও কামনাকে সত্যের অনুগামী রেখো। তাহলে সকল বিবাদ-বিসম্বাদের শিকড় উৎপাটিত হয়ে যাবে।

(৮) فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَ نِعْمَةً ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

(৯) وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَاِنْۢ بَغَتْ
اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ
اللّٰهِ ۚ فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৮. আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে,[৯] আল্লাহ্ সর্বজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।[১০]

৯. মুসলমানদের দু'টি দল যদি পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তাদের একদল যদি অপর দলের উপর চড়াও হয় তবে তোমরা সকলে আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো— যতক্ষণ না সেই দল আল্লাহ্র নির্দেশের প্রতি ফিরে আসে। এরপর যদি তারা ফিরে আসে তবে তোমরা উভয় দলের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে ন্যায়পরায়ণতার সাথে এবং ন্যায় বিচার করবে। ন্যায়বিচারকারীদেরকে আল্লাহ্ পসন্দ করেন।[১১]

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ তোমাদের পরামর্শ গৃহীত না হলে খারাপ মনে করোনা। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তো আল্লাহ্র নির্দেশ পালন করেন এবং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। যদি তোমাদের কথাই তিনি মানেন তাহলে তোমাদের প্রত্যেকেই তো নিজ নিজ অভিমত অনুযায়ী পৃথক পৃথক পরামর্শ দিবে। তখন তিনি কার পরামর্শটি কার্য করবেন"?

৯. অর্থাৎ তোমরা যদি চাও যে, নবী করীম (সা) তোমাদের সকল কথা মেনে চলবেন তাহলে তোমরা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হবে। কিন্তু তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার শুকর আদায় করো যে, তিনি আপন দয়া ও অনুগ্রহে ইবাদতকারী মু'মিনদের অন্তরে ঈমানকে প্রিয় করে দিয়েছেন এবং কুফরী ও নাফরমানিকে ঘৃণ্য করে দিয়েছেন। ফলে তারা এরূপ অনর্থ কর্মের নিকটেও যায় না। যেখানে আল্লাহ্র রাসূল স্বয়ং উপস্থিত থাকেন সেখানে কারও রায় কিংবা প্রবৃত্তির অনুসরণ কী করে সম্ভব? বর্তমানে প্রিয়নবী (সা) আমাদের মাঝে নেই বটে কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও শিষ্টাচার এবং তাঁর উত্তরাধিকারী ও প্রতিনিধিগণ অবশ্যই আমাদের মাঝে বিদ্যমান আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন।

১০. অর্থাৎ তিনি সকলের প্রতিভা ও যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত আছেন এবং নিজ হিকমত ও প্রজ্ঞা অনুসারে প্রত্যেকের যোগ্যতা অনুযায়ী পৃথক পৃথক মর্যাদা ও স্তর দান করেন।

(১০) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

১০ মুসলমানগণ পরস্পর ভাই। সুতরাং তোমরা নিজেদের ভাইদের মাঝে মীমাংসা করে দাও এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।১২

মুসলমানগণ নিজেদের বিবাদ নিজেরাই মীমাংসা করবে

১১. অর্থাৎ এই সকল পূর্ব সতর্কতা সত্ত্বেও যদি ঘটনাক্রমে মুসলমানদের দুই দলের মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হয় তবে ওই মতভেদ ও মতদ্বৈততার মূল উৎপাটনের জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নিবে। তাতে যদি সফল না হও এবং ইতিমধ্যে এক পক্ষ অপর পক্ষ আক্রমণ ও সীমা লংঘন করে এবং অত্যাচার করার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়ে তখন তোমরা হাত গুটিয়ে বসে থেকো না। বরং সকল মুসলমান একত্র হয়ে আক্রমণকারী পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না সে বাধ্য হয়ে আক্রমণ বন্ধ করে আল্লাহ্‌র নির্দেশের প্রতি ফিরে এসে মীমাংসার পথ গ্রহণ করে। তখন অন্যান্য মুসলমানের উচিৎ, উভয় দলের মধ্যে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে আপোস-মীমাংসা করে দেয়া। কোন এক দলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে সত্য থেকে এদিক-ওদিক যেন না যাও।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আনসারদের আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় একবার পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল এবং সেই উপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এই আয়াতের আলোকে প্রিয়নবী (সা) তাদের মধ্যে আপোস-মীমাংসা করে দিয়েছিলেন। যে ব্যক্তি খলীফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সেও এই আয়াতের নির্দেশাধীন হবে। বস্তুত রাজদ্রোহের আইনের বেলায় উলামায়ে কিরাম প্রাচীন কাল থেকে এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করে আসছেন। কিন্তু আয়াত নাযিলের পটভূমি বিশ্লেষণ থেকে জানা যায় যে, আয়াতটি মুসলমানদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মতভেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজদ্রোহীতা ও দেশদ্রোহির ব্যাপারে শরীআতের বিধান ফিক্হ গ্রন্থসমূহ দেখা যেতে পারে।

মুসলমানগণ ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় উজ্জীবিত থাকবে

১২. অর্থাৎ মীমাংসা ও যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রে এ দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই থাকতে হবে যে, তারা উভয় পক্ষ ভাই ভাই। সুতরাং তাদের সাথে শত্রু ও কাফিরদের ন্যায় আচরণ করা যাবে না। দুই ভাই যদি পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তখন তাদেরকে এমনি ছেড়ে দিও না, বরং তাদের মাঝে মীমাংসা করার যথাসাধ্য চেষ্টা চালাও। আর সেই মীমাংসা প্রক্রিয়ায় সর্বদা আল্লাহ্‌র ভয় মনে পোষণ করো, যাতে অন্যায়ভাবে কোন পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব কিংবা প্রতিশোধ স্পৃহা প্রভাব ফেলতে না পারে।

(١١) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا
خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا
تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ
الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○

১১. হে ঈমানদারগণ! এক পুরুষ যেন অন্য পুরুষদের উপহাস না করে, হয়ত এরা ওদের চেয়ে উত্তম। আর নারীগণও যেন অন্য নারীদের উপহাস না করে। হয়ত এরা ওদের চেয়ে উৎকৃষ্ট হবে এবং একে অন্যকে দোষারূপ করো না, আর একে অন্যকে মন্দ উপাধিতে ভূষিত করো না।[১৩] ঈমান আনয়নের পর পাপাচার অত্যন্ত কদর্য নাম।[১৪] যারা তওবা করে না তারা জালিম।[১৫]

মুসলমানদের পারস্পরিক তিরস্কার ও উপহাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য

১৩. প্রথমে মুসলমানদের মধ্যে যাতে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি না হয় তার উপায় শিক্ষা দিলেন। তারপর বললেন, ঘটনাক্রমে যদি কোন সময় দ্বন্দ্ব লেগে যায় তবে সর্বশক্তি ও প্রভাবশালী পন্থায় সেটি নির্মূল করে দিতে হবে। কিন্তু দ্বন্দ্বের পূর্ণ সমাধান না হওয়া পর্যন্ত অন্তত এতটুকু প্রচেষ্টা চালাতে হবে যেন মতদ্বৈততা ও পারস্পরিক ঘৃণার আগুন আর বাড়তে না পারে। সাধারণত দেখা যায় যে, যেখানে দুই দল কিংবা দুই ব্যক্তির মধ্যে মতভেদ ঘটে সেখানে একে অন্যকে ঠাট্টা ও উপহাস করতে থাকে, সামান্য সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষকে হেয় প্রতিপন্ন ও তিরস্কার করতে থাকে। অথচ তার জানা নেই, হয়ত আল্লাহ্‌র নিকট তার প্রতিপক্ষ তার চেয়ে অধিক প্রিয় ও উত্তম। কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির পূর্বে সে নিজেও প্রতিপক্ষকে তার চেয়ে ভালো মনে করতো। কিন্তু জিদ ও স্বার্থপরতা শুরু হলে অন্যের চোখের ধূলিকণাও নজরে পড়ে কিন্তু নিজের চোখে কড়িকাঠ পড়লেও তা দেখতে পায় না।

এভাবে ঘৃণা ও শত্রুতার মাঠ আরও বিস্তৃত হতে থাকে। অন্তরে অন্তরে এমন দূরত্ব সৃষ্টি হয় যে, আপোস-মীমাংসার কোন আশাই আর বাকি থাকে না। এই আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা ওই প্রকারের অশালীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ একদল যেন অন্য দলকে উপহাস না করে, গোপন সংবাদ সংগ্রহ না করে, খুঁজে খুঁজে দোষ বের না করে, মন্দ নাম ও মন্দ উপাধিতে যেন প্রতিপক্ষকে না ডাকে। কারণ এগুলো দ্বারা শত্রুতা ও ঘৃণা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিশৃংখলা ও অশান্তির আগুন তীব্র বেগে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সুবহানাল্লাহ্! কেমন অমূল্য উপদেশ। এখনও মুসলমানগণ যদি উপলব্ধি করতে পারে তবে এটি নিশ্চিত জানতে পারে যে, তাদের সকল রোগের পূর্ণ চিকিৎসা এই এক সূরার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

(١٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ز إِنَّ بَعْضَ
الظَّنِّ إِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ط أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن
يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ
رَّحِيمٌ ○

১২. হে ঈমানদারগণ! প্রচুর অপবাদ দেওয়া থেকে আত্মরক্ষা করো। নিশ্চয় কতক অপবাদ পাপ। কারো গোপন বিষয় অন্বেষণ করো না। একে অন্যের গীবত করো না।[১৬] আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে তোমাদের কেউ কি পসন্দ করবে? সবাই তো তা অপসন্দ করবে।[১৭] তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।[১৮]

কাউকে মন্দ নামে ডাকা স্পষ্ট পাপ

১৪. অর্থাৎ অন্যকে মন্দ উপাধি দিলে খোদ উপাধিদাতারই পাপ হয়। দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্ষতি হলো কিংবা না হলো কিন্তু উপাধিদাতার উপাধি হয়ে গেলো অভদ্র, পাপাচারী, গুনাহগার এবং মানুষকে যাতনা দানকারী। চিন্তা করে দেখুন, 'মু'মিন' নামের উৎকৃষ্ট উপাধি লাভ করার পর উল্লেখিত মন্দ উপাধি পাওয়া কি ভালো মনে হয়? অথবা আয়াতের অর্থ এই, একজন মানুষ যখন ঈমান গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়, তখন তার ঈমান-পূর্ব কাজকর্মের জন্য তাকে তিরস্কার করা কিংবা তখনকার মন্দ উপাধিতে ডাকা, যেমন ইয়াহূদী-খৃস্টান বলে আহবান করা জঘন্যতম মন্দ কাজ। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন দূষণীয় কাজে লিপ্ত থাকে এবং তা তার ইখতিয়ারভুক্ত না হয় অথবা কোন পাপ থেকে যদি কেউ তওবা করে নেয়, এরপর তাকে ক্ষেপানোর জন্য এই পাপের কথা উল্লেখ করা জাইয নেই।

১৫. অর্থাৎ ইতিপূর্বে যা হয়ে গেছে তা থেকে তওবা করো। এ সকল বিধি-বিধান ও উপদেশ শোনার পরও যারা উল্লেখিত অপরাধসমূহ পরিত্যাগ না করে তারাই আল্লাহ্‌র নিকট প্রকৃত অপরাধী।

ইসলামের আচরণবিধি মেনে চললে সংঘাতের অবসান হবে

১৬. পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বর্ধিত করতে উল্লেখিত মন্দ আচরণগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এগুলোর প্রেক্ষিতে একদল অন্য দলের প্রতি এত মারাত্মকভাবে মন্দ ধারণা পোষণকারী হয়ে যায় যে, ভালো ধারণা সৃষ্টির কোন অবকাশই থাকে না। প্রতিপক্ষের সকল কথাই তখন নিজের বিরুদ্ধে মনে হয়। প্রতিপক্ষের কথার মধ্যে যদি হাজারটি ভালো দিকও থাকে এবং একটি খারাপ দিক থাকে সে শুধু খারাপটি নিয়েই লেগে যাবে। সেই দুর্বল খারাপটিকেই অকাট্য সাব্যস্ত করে প্রতিপক্ষকে দোষারোপ করতে থাকবে। ঘটনাক্রমে প্রতিপক্ষ কথায় দোষ করেছে তা নয়, বরং সর্বদা ওঁৎপেতে

(١٣) يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

১৩. হে লোকসকল! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পর পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র নিকট সেই সর্বাধিক সম্মানিত যার মধ্যে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অধিক বেশী।[১৯] আল্লাহ্‌ সবকিছু জানেন, খবর রাখেন।[২০]

থাকবে যেন তাদের আভ্যন্তরীণ ও গোপন সংবাদগুলো জানা যায়। এরপর সেগুলো উল্লেখ করে হাসাহাসি করবে, তার গীবত ও সমালোচনায় আসর গরম করবে। এই সকল কদর্য আচরণে থেকে কুরআন করীম সবাইকে বারণ করেছে। মুসলমানগণ যদি কুরআনের এই উপদেশ মেনে চলে তাহলে দুর্ভাগ্যক্রমে যে সকল দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় সেগুলো প্রসারিত হতে পারবে না এবং সেগুলোর ক্ষতি সীমিত হয়ে আসবে। বরং অল্প দিনের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থগত দ্বন্দ্বের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অপবাদ দেয়া, গোপনীয় বিষয় অন্বেষণ করা এবং কারো অনুপস্থিতিতে তার দুর্নাম করা কোন অবস্থাতেই ভালো নয়। তবে এগুলো দ্বারা কোন ক্ষেত্রে যদি ধর্মের কল্যাণ হয় এবং ব্যক্তিস্বার্থ না থাকে তবে সেক্ষেত্রে এগুলো করার অনুমতি আছে"। যেমন হাদীসের বর্ণনাকারীদের ব্যাপারে বর্ণনার বিশুদ্ধতা যাচাইকারী ইমামগণ তা করেছেন। কারণ সেটি ব্যতীত দীন-ধর্ম হিফাজত করা অসম্ভব ছিল।

মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা তার গোশত খাওয়ার চেয়ে জঘন্য

১৭. অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের গীবত করা এমন কদর্য ও ঘৃণ্য কাজ যেমন দাঁতে কেটে কেটে মৃত ভাইয়োর গোশত খাওয়া। কেউ কি এটি পসন্দ করবে? বেশ এতটুকু বুঝে নিন যে, গীবত করা এর চেয়েও জঘন্য খারাপ কাজ।

১৮. অর্থাৎ এ সকল উপদেশ আমলে আনবে শুধু তারাই যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ভীতি আছে। আল্লাহ্‌ভীতি না থাকলে তার কিছুই নেই। ঈমান ও ইসলামের দাবীদার যারা তাদের কর্তব্য হলো পরম পরাক্রমশালী মহাশক্তিমান আল্লাহ্‌ তা'আলার শাস্তিকে যথাযথভাবে ভয় করা এবং এ সকল সভ্যতা বিবর্জিত আচরণ বর্জন করা। ইতিপূর্বে কোন ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে সাচ্চা অন্তরে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করলে আপন দয়ায় তিনি তা ক্ষমা করে দিবেন।

তাকওয়া মানব মর্যাদার মাপকাঠি, বংশমর্যাদা আল্লাহ্‌র একটি নিআমত

১৯. অন্যকে তিরস্কার, কটূক্তি ও দোষারোপ করার মূল উৎস হলো বান্দার অহংকার অর্থাৎ নিজেকে বড়ো ও মহান এবং অন্যদেরকে ছোট ও নীচ মনে করা। এ চরিত্রের

(١٤) قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ؕ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَ لٰكِنْ قُوْلُوْۤا اَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ؕ وَ اِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১৪. বেদূঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। বলো, তোমরা ঈমান আনোনি, তবে তোমরা বলো আমরা মুসলমান হয়েছি, তোমাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি।[২১] তোমরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মুতাবিক চলো তবে তিনি তোমাদের কর্ম কিছুমাত্র নিষ্ফল করবেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।[২২]

লোকদেরকে বলা হচ্ছে যে, মানুষের বড় ছোট হওয়া, মর্যাদাবান ও মর্যাদাহীন হওয়া মূলত বংশ-বুনিয়াদ ও বংশ কৌলীন্যের প্রেক্ষিতে নয়, বরং যে ব্যক্তি যে পরিমাণ সৎচরিত্র, সুসভ্য ও পরহিযগার হবে আল্লাহ্র দরবারে সে সেই পরিমাণ ইয্যত ও সম্মানের অধিকারী হবে। সবার মূল অবস্থান তো এই যে, সকল মানুষ এক আদম (আ) ও এক হাওয়া (আ)-এর বংশধর। শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, সিদ্দীকী, ফারূকী, উছমানী, আনসারী সবগুলোর যোগসূত্র হযরত আদম ও হাওয়া (আ) পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। খান্দানী ও বংশীয় এই রীতি আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেছেন শুধু পারস্পরিক পরিচিতির জন্য।

অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা যাকে কোন সম্ভ্রান্ত ও মর্যাদাবান বংশে সৃষ্টি করেছেন তা আল্লাহ্ প্রদত্ত একটি সম্মান বটে। যেমন কাউকে রূপবান ও কমনীয় চেহারা দিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু এটি গৌরব ও অহংকারের কোন বিষয় নয় যে, এটিকেই মান-সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি স্থির করবে এবং অন্যদেরকে হীন ও তুচ্ছ মনে করবে। তবে আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে যে, তার নিজের কর্ম ও ইচ্ছা ছাড়াই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এই নিআমত দান করেছেন। কৃতজ্ঞতার একটি দিক এও যে, গৌরব ও অহংকার থেকে বিরত থাকবে এবং দুশ্চরিত্র ও দূষণীয় আচরণ দ্বারা এই মর্যাদা বিনষ্ট হতে দেবে না।

মোটকথা ইয্যত ও সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি বংশ কৌলীন্য নয়, বরং এর মাপকাঠি হলো তাকওয়া, পরহিযগারী এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা। মুত্তাকী মানুষের অন্যকে তুচ্ছজ্ঞান করার অবকাশ কোথায়?

২০. অর্থাৎ তাকওয়া ও সৌজন্যবোধের অবস্থান অন্তরে। বাইরে যাকে মুত্তাকী ও ভদ্র মনে হয়, অন্তর তার কেমন এবং ভবিষ্যতে তার অবস্থা কেমন হবে তা আল্লাহ্ই জানেন।

গীবত করা যার স্বভাব বুঝবে তার অন্তরে ঈমানের আলো নেই

২১. এখানে বলা হচ্ছে যে, ঈমান-ইয়াকীন ও বিশ্বাস যখন পরিপূর্ণভাবে অন্তরে স্থান করে নিবে কেবলমাত্র তখনই গীবত, অন্যের দোষ অনুসন্ধান প্রবণতা ও অন্যান্য দুশ্চরিত্রগুলো মানুষ থেকে দূরীভূত হবে। যে ব্যক্তি অন্যের দোষ খুঁজে ফিরে এবং

(١٥) اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا
وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○
(١٦) قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ط وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا
فِي الْاَرْضِ ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১৫. মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে, এরপর তাতে কোন সন্দেহ করে না এবং নিজেদের ধন ও প্রাণ সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করে, তারাই সত্যবাদী।[২৩]

১৬ বলো, তোমরা কি তোমাদের ধর্মপরায়ণতা দ্বারা আল্লাহ্র সাথে বড়াই করো? অথচ আকাশরাজিতে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তার সবগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত। আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ে পরিজ্ঞাত।[২৪]

অন্যকে কষ্ট দিতে থাকে বুঝে নিতে হবে যে, তার অন্তরে ঈমান এখনও পুরোপুরিভাবে স্থান করে নিতে পারেনি। একটি হাদীসে এসেছে ঃ

يَامَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تَغْتَابُوْا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ -

"হে লোকসকল! যারা মুখে ঈমান এনেছো কিন্তু অন্তরে ঈমান পৌঁছেনি, তোমরা মুসলমানের গীবত করো না এবং তাদের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না" (ইব্ন কাছীর, ৮ম খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা)।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "কেউ বলে, আমি মুসলমান, অর্থাৎ আমি মুসলমানী ধর্ম গ্রহণ করেছি। তার বক্তব্যে কোন অসুবিধা নেই। অন্যজন বলে, আমার পূর্ণ ইয়াকীন ও ঈমান আছে, তাহলে সেই পূর্ণ ঈমানের চিহ্ন কোথায়? প্রকৃতপক্ষে যার পূর্ণ ঈমান আছে সে তো এরূপ দাবী করতে ভয় পায় এবং লজ্জাবোধ করে"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াত দ্বারা ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য বুঝা যায়। হাদীসে জিবরাঈল ইত্যাদি সূত্র থেকে তা প্রমাণিত হয়। সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্য গ্রন্থে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ নেই।

২২. অর্থাৎ এখনও যদি আনুগত্যের পথ অবলম্বন করো তবে তোমাদের অতীত দুর্বলতার কারণে কর্মের সওয়াব হ্রাস করা হবে না।

২৩. অর্থাৎ সত্যিকার ঈমানদারের অবস্থান এই যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি তারা পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং জানমাল দিয়ে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

(১৭) يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ؕ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَىَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ
بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝
(১৮) اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ؕ وَ اللّٰهُ بَصِيْرٌۢ
بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৭ তারা মুসলমান হয়ে তোমাকে ধন্য করেছে মনে করে।[২৫] তুমি বলো, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ তা মনে করো না, বরং তোমাদেরকে ঈমানের পথে পরিচালিত করে আল্লাহ্ তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।[২৬]

১৮. আল্লাহ্ আকাশরাজি ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা দেখেন।[২৭]

---

২৪. অর্থাৎ প্রকৃতই তোমরা যদি খাঁটি দীনদার ও ঈমানদার হও তবে মুখে ঘোষণা করার দরকার কি? যাঁর সাথে এর সম্পর্ক সেই মহান আল্লাহ্ তো সে ব্যাপারে সম্যক অবগত।

২৫. কতক বেদুঈন এসে বলে, দেখুন আমরা যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াই ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারা যেন রাসূলের প্রতি অনুগ্রহ করছে। পরবর্তী অংশে তাদের উত্তর দেয়া হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ ঈমান ও ইসলামের দাবীতে তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে এটি তো তোমাদের কৃতিত্ব ও অনুগ্রহ নয়, বরং এটি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও দান যে, তিনি তোমাদের ঈমানের দিকে আসার পথ দেখিয়েছেন এবং ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দিয়ে ধন্য করেছেন। যদি সত্যি কথা বলো তবে বাস্তবতা এটিই।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "নিজ হাতে ভালো কাজ করলেও তার নিজের কৃতিত্ব নয়, বরং মহান প্রতিপালকের কৃতিত্ব যিনি এই ভালো কাজ করিয়ে দিলেন, সূরার সমাপ্তি লগ্নে যেন এটুকু জানিয়ে দিলেন যে, কুরআনী হিদায়াত ও ইসলামী শিক্ষা বাস্তবায়নের সুযোগ যদি তোমাদের ভাগ্যে জুটে তবে বড়াই করো না। কারো প্রতি অনুকম্পা করেছ তা মনে করো না, বরং আল্লাহ্র নিআমত ও অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করো, যিনি এই তাওফীক দান করলেন"।

২৭. অর্থাৎ অন্তরের গোপন বিষয় এবং বাইরের সকল কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত। তাঁর সম্মুখে মিথ্যা কথা বলো না।

সূরা কাফ

৪৫ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۚ

(٢) بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۚ

(٣) ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيْدٌ ○

১. কাফ, সম্মানিত কুরআনের শপথ।

২. তাদের মধ্য থেকে সতর্ককারী আসায় তারা বরং বিস্মিত হয়েছে। কাফিররা বলতে লাগলো, এটি অদ্ভুত ব্যাপার।

৩. আমরা মরে গেলে এবং মাটি হয়ে গেলেও কী পুনরুত্থীত হবো ? এই প্রত্যাবর্তন সুদূর পরাহত।[১]

---

১. অর্থাৎ কুরআনের মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে বলে শেষ করা যায় না। এটি আগমন করে অন্যসব কিতাব মানসূখ ও রহিত করে দিলো। তার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এবং সীমাহীন রহস্য ও অন্তর্নিহিত বিষয় দ্বারা সমগ্র দুনিয়াকে স্তম্ভিত করে দিলো। এই সম্মানিত কুরআন নিজেই নিজের পক্ষে সাক্ষী যে, এর মধ্যে কোন প্রকারের ত্রুটি নেই এবং অনুমান ভিত্তিক কোন বিষয়েরও অবকাশ নেই। কিন্তু কাফিররা তবুও তা গ্রহণ করে না। তাদের প্রত্যাখ্যান এজন্য নয় যে, তাদের নিকট এর বিপরীতে কোন

(٤) قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَ عِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ○
(٥) بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ○

৪. মাটি তাদের কতটকু ক্ষয় করে তা আমার জানা আছে২ এবং আমার নিকট রয়েছে সবকিছু সংরক্ষণকারী কিতাব,৩
৫. বরং তাদের নিকট সত্য আগমনের পর তারা তা মিথ্যা মনে করেছে। সুতরাং তারা দোদুল্যমান কথায় পড়ে রয়েছে।৪

দলীল-প্রমাণ আছে। বরং নিছক মূর্খতা ও বোকামীর বশে তারা এটি দেখে বিস্ময় বোধ করছে যে, তাদেরই বংশভুক্ত তাদেরই থেকে এক লোক রাসূল হয়ে তাদের নিকট এসেছে এবং সবার শ্রেষ্ঠ হয়ে সবাইকে উপদেশ দিচ্ছে। আর তার কথাবার্তাও এমন অদ্ভুত যা কেউই বিশ্বাস করতে পারছে না। আচ্ছা, আমরা মরে মাটিতে মিশে গেলে পুনরায় কি জীবনের দিকে ফিরে যাবে ? এরূপ পুনরুজ্জীবন তো বুদ্ধি-বিবেক ও সাধারণ নিয়ম থেকে বহু দূরের ব্যাপার।

মানুষের আত্মা অবিনশ্বর

২. অর্থাৎ সবকিছু মাটিতে পরিণত হয় না। প্রাণ অক্ষত থাকে। দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাটি হয়ে যেখানেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকুক তার সবই আল্লাহ্‌র জানা আছে। সকল স্থান থেকে মূল অঙ্গগুলো তুলে এনে সংযোজিত করে কাঠামো তৈরী এবং তাতে প্রাণ সাঞ্চার করে দিতে আল্লাহ্ তা'আলা সক্ষম।

আল্লাহ্‌র অনাদি জ্ঞান ও লাওহে মাহ্‌ফূয

৩. অর্থাৎ ব্যাপারটি এমন নয় যে, এখন তা আমার জানা হলো, বরং অনাদিকাল থেকে তা আমার জ্ঞাত। এমনকি তাদের মধ্যে কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই সকল বস্তুর সকল অবস্থা লাওহে মাহফূয নামক এক কিতাবে লিখিত রয়েছে। ওই কিতাব অনাদিকাল থেকে আমার নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলার ইলমে কাদীম (علم قديم=অনাদি জ্ঞান) কথাটি যদি কারো বুঝে না আসে তবে এটুকু বুঝে নিন যে, সেই কিতাব যাতে সবকিছু লিখিত আছে, আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে তা অবস্থিত। অথবা এটিকে প্রথম বাক্যের তাকিদ ধরে নিন। কারণ যা কারো জ্ঞানভুক্ত আছে সেটিকে যদি লিখেও রাখা হয় তবে মানব সমাজে এটি আরও দৃঢ় ও পাকাপোক্ত মনে করা হয়। তাই শ্রোতাদের অবস্থায় মুতাবিক জানিয়ে দিলেন যে, সবকিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানভুক্ত এবং তাঁর নিকট লিখিতও আছে। এতে তিল পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধির অবকাশ নেই।

৪. অর্থাৎ এ ব্যাপারে শুধু বিস্মিত হচ্ছে তাই নয়, বরং খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান করছে, মিথ্যা আখ্যায়িত করছে। তারা প্রিয়নবী (সা)-এর নবুওয়াত, কুরআন করীম এবং মৃত্যু

(٦) اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝

(٧) وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝ۙ

(٨) تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝

(٩) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝ۙ

৬. তারা কি তাদের ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না, কেমন করে আমি তা তৈরী করেছি এবং সুশোভিত করেছি এবং তাতে কোন ছিদ্র নেই ?[৫]

৭. আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি ও তাতে স্থাপন করেছি পর্বতমালা এবং তাতে উদগত করেছি সর্ব প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ;

৮. আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী প্রত্যেক বান্দার জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ ।[৬]

৯. আমি নাযিল করেছি আকাশ থেকে বরকতময় পানি, এরপর তা দ্বারা উৎপন্ন করেছি উদ্যান ও কর্তনযোগ্য শস্য ।[৭]

পরবর্তী পুনরুত্থান সবকিছুই অস্বীকার করছে এবং অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলছে। এভাবে তারা সন্দেহ-সংশয়, অস্থিরতা ও জটিলতার বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বিশাল আকাশ আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন

৫. অর্থাৎ আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখো। বাহ্যত কোন খুঁটি কিংবা স্তম্ভ তোমার নজরে পড়বে না। এই বিরাট ও বিশাল বস্তু কেমন মজবুত ও দৃঢ়তার সাথে স্থির রয়েছে। রাত্রিবেলা তারকারাজির ঝাড়বাতিগুলো যখন সেখানে আলো ছড়ায় তখন কেমন নয়ন প্রীতিকর ও মনোহর দেখা যায়। এরপর সূক্ষ্ম ব্যাপার এই যে, লক্ষ কোটি বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তার ছাদে কোথাও কোন ফাটল ধরেনি কিংবা কোন ইট-কংকর খুলে পড়েনি, আবরণ খসে পড়েনি কিংবা রঙ বিবর্ণ হয়নি। তাহলে ভেবে দেখো, তিনি কোন মহান সত্তা যিনি এটি সৃষ্টি করলেন এবং এভাবে সুরক্ষিত করলেন!

৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে সে যেন শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের আওতার মধ্যে আবদ্ধ না থাকে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি ও অবস্থানের মধ্যে তার জন্য জ্ঞান ও দূরদর্শিতার বহু উপকরণ রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে সামান্য চিন্তা করলে সে সঠিক তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারবে এবং ভুলে যাওয়া পাঠ স্মরণে আসবে। আল্লাহ্‌ই জানেন। এতসব উজ্জ্বল নিদর্শনাদি মজুদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ কিভাবে সত্য প্রত্যাখ্যানের ধৃষ্টতা দেখায়!

(১০) وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۙ
(১১) رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ؕ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝
(১২) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۙ
(১৩) وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۙ
(১৪) وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ؕ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝
(১৫) اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ؕ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۟

১০. এবং সুদীর্ঘ খেজুর বৃক্ষ যাতে আছে গুচ্ছ গুচ্ছ খেজুর;[৮]
১১. বান্দাদের জীবিকা স্বরূপ এবং সেটি দ্বারা আমি মৃত শহরকে জীবিত করেছি, এভাবেই পুনরুত্থান ঘটবে।[৯]
১২. তাদের পূর্বে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছে নূহের সম্প্রদায় কূপের মালিক এবং ছামূদ সম্প্রদায়;
১৩. আদ, ফিরআওন ও লূতের সম্প্রদায়;
১৪. আয়কার অধিবাসিগণ এবং তুব্বা সম্প্রদায়।[১০] এদের প্রত্যেকেই রাসূলদের প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে আমার শাস্তিবাণী তাদের জন্য সাব্যস্ত হয়েছে।[১১]
১৫. প্রথমবার সৃষ্টি করে কি আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং এক নতুন সৃষ্টির ব্যাপারে তারা সংশয়ে পতিত হয়েছে।[১২]

শস্যক্ষেত্র ও বাগানের পার্থক্য

৭. যে সকল উদ্ভিদের উদ্দিষ্ট অংশ তোলার সাথে সাথে ক্ষেতও বিনষ্ট করে দেওয়া হয় সেগুলো হলো তরকারী ও সবজি জাতীয়। আর ফল তোলার পরও বাগান অক্ষুণ্ন থাকে।

৮. অর্থাৎ প্রচুর খেজুর সমৃদ্ধ খেজুর গাছ, যেগুলোর ফল ও কাঁদি দেখে চমৎকার মনে হয়।

৯. অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করে নিষ্প্রাণ ভূমিকে সজীব করে দিয়েছি, কিয়ামতের দিন এভাবেই মৃতদেরকে জীবিত করা হবে।

১০. এ সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের ইতিহাস সূরা হিজর, ফুরকান, দুখান ও অন্যান্য সূরায় আলোচিত হয়েছে।

১১. অর্থাৎ নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করলে যে পরিণতি হবে বলে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিল শেষ পর্যন্ত তাদেরকে সেই পরিণতির শিকার হতে হলো।

(١٦) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۖ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۝

(١٧) إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۝

১৬. আমিই মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার হৃদয়ে যে সকল ভাব আসে-যায় তা আমি জানি।[১৩] আমি গ্রীবাস্থিত ধমনী থেকেও তার নিকটে।[১৪]

১৭. যখন দুই ফেরেশতা তার ডানে ও বামে বসে তার আমল গ্রহণ করে।[১৫]

---

১২. অর্থাৎ পুনর্বার পরিপূর্ণভাবে সৃষ্টি করার ব্যাপারে তাদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করলেন দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তার জন্য কি কঠিন? তারা কি মনে করেছে যে, প্রথমবার সৃষ্টি করে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন? ওই সর্বশক্তিমান মালিক সম্পর্কে এরূপ মন্দ ধারণা পোষণ করা জঘন্য ‘মূর্খতা ও বেয়াদবি।

১৩. অর্থাৎ তার সকল কথা ও কাজ সম্পর্কে আমি অবগত। এমনকি তার মনে যে সব কুমন্ত্রণা ও ভাব উদিত হয় তাও আমার জানা।

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ “যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক অবগত” (সূরা মুলক ঃ ১৪)।

আল্লাহ্ বান্দাদের ঘাড় থেকেও নিকটে

১৪. এর দ্বারা ঘাড়ের ধমনী বুঝানো হয়েছে। এটি কাটা গেলে মানুষের মৃত্যু হয়। সম্ভবত এর দ্বারা প্রাণ ও আত্মার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সুতরাং আয়াতের মর্ম এই, আমি অবগতির দিক থেকে তার প্রাণ ও আত্মা অপেক্ষাও অধিক নিকটে। অর্থাৎ নিজের কর্ম ও অবস্থা সম্পর্কে মানুষ যতটুকু অবগত আমি তার সম্পর্কে ততোধিক অবগত। এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ-এর টীকায় অতিবাহিত হয়েছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, “আল্লাহ্ তা‘আলা বান্দার অভ্যন্তর থেকে অধিক নিকটে। আর ধমনী তো প্রাণের চেয়ে বাইরের বস্তু”। কবি কতইনা উত্তম বলেছেন,

جان نہاں وجسم واودرجان نہاں
اے نہاں اندر نہاں اے جان جان

“হে আত্মগোপনকারী প্রাণ! গোপন প্রাণে দৃষ্টি প্রদানকারী সত্তা, হে গোপনের গোপন! হে প্রাণের প্রাণ”।

বান্দার প্রতিটি কথাই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশে দু’জন ফেরেশতা তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তার মুখ থেকে যে শব্দই নির্গত হয় তারা সাথে সাথে তা লিখে নেন। ডান পাশের ফেরেশতা লিখেন ভালো কথা আর বাম পাশে ফেরেশতা লিখেন মন্দ কথা।

(১৮) مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ○

(১৯) وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ○

(২০) وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ط ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ ○

(২১) وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيدٌ ○

১৮. সে যে কথাই উচ্চারণ করে তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত প্রহরী রয়েছে।১৬

১৯. মৃত্যুর যাতনা নিশ্চয় আসবে।১৭ এটি তাই যা থেকে তুমি অব্যাহতি চাইতে।১৮

২০. আর সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, এটি ভয় প্রদর্শনের দিন।১৯

২১. প্রত্যেক ব্যক্তি আগমন করবে। তার সাথে থাকবে একজন চালক ও কর্মের একজন সাক্ষী।২০

---

১৬. অর্থাৎ লেখার জন্য প্রস্তুত।

বিশেষ জ্ঞতব্য ঃ ফেরেশতাদ্বয় কোথায় অবস্থান করেন এবং কথা ছাড়া অন্য কিছু তারা লিখেন কিনা তার বিস্তারিত বিবরণ হাদীছ শরীফ ও অন্যান্য সূত্রে প্রমাণিত।

১৭. অর্থাৎ এবার যাও, একদিকে প্রাসাদ তৈরী হয়েছে অন্য দিকে মৃত্যুর সময় উপস্থিত। মুমূর্ষু ব্যক্তি প্রাণ হরণ এবং রূহ কবয করার কঠোরতায় ছটফট করছে। আল্লাহ্‌র রাসূল (সা) যা যা জানিয়েছিলেন এখন তার সবই সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। মৃত ব্যক্তির পুণ্যবান কিংবা পাপী হওয়ার পর্দা উন্মোচিত হচ্ছে। এরূপ হওয়াটা সুনিশ্চিত ও অকাট্য ছিল। কারণ মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তা'আলার অনেক কৌশল এর সাথে সম্পর্কিত ছিল।

মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে রেহাই নেই

১৮. অর্থাৎ মানুষ মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। এই অস্বস্তিকর সময় থেকে বহু পালিয়ে বেড়িয়েছে, পাশ কাটিয়ে চলেছে। কিন্তু এই সময় তো সরে যাওয়ার নয়। শেষ পর্যন্ত মাথার উপর এসে পড়েছে। এই সময় প্রতিরোধ করার কোন উপায় ও কৌশল আর অবশিষ্ট নেই।

১৯. ছোটখাট কিয়ামত তো মৃত্যুর সময়ই হয়েছে। এরপর বড় কিয়ামত উপস্থিত। শিঙ্গায় ফুঁ দেয়া হলো আর ওই ভয়ংকর দিন এসে পড়লো। নবী-রাসূলগণ অনবরত যে দিন সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, ভয় দেখিয়েছিলেন।

কিরামান কাতেবীনের প্রতিবেদন

২০. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে এভাবে উপস্থিত করা হবে যে, একজন ফেরেশতা ধাক্কা দিতে দিতে মানুষকে সেদিকে নিয়ে যাবে এবং আরেকজন ফেরেশতা তার

(٢٢) لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ○

(٢٣) وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ○

(٢٤) اَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ○

(٢٥) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ○

(٢٦) الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَاَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ○

২২. তুমি এদিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে তোমার যবনিকা সরিয়ে দিয়েছি। অতএব তোমার দৃষ্টি আজ সুতীক্ষ্ণ।[২১]
২৩. তার সাথী ফেরেশতা বলবে, আমার নিকট যে আমলনামা ছিল তা এই তো প্রস্তুত।[২২]
২৪. তোমরা উভয়ে নিক্ষেপ করো প্রত্যেক অকৃতজ্ঞ বিরুদ্ধবাদীকে জাহান্নামে;
২৫. বাধাদানকারী কল্যাণকর কাজে, সীমালংঘনকারী এবং সন্দেহ পোষণকারীকে;[২৩]
২৬. যে স্থির করেছে আল্লাহ্‌র সাথে অন্য উপাস্য, তোমরা তাকে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে।[২৪]

আমলনামা নিয়ে আসবে। তাতে তার জীবনের সকল অবস্থা লিখিত থাকবে। সম্ভবত এরা সেই দুই ফেরেশতা যারা কিরামান কাতেবীন নামে পরিচিত এবং যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ। কিংবা অন্য দু'জনও হতে পারে।

২১. অর্থাৎ তখন তাকে বলা হবে, দুনিয়ার ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে তুমি আজকের এই দিবস সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। তোমার চোখের সামনে ছিল কামনা ও বাসনার ঘন অন্ধকার। নবী (সা) তোমাকে যা বুঝাতেন তুমি তার কিছুই দেখতে না। আজ তোমার দৃষ্টি সতেজ করে দিয়েছি। এখন দেখে নাও, যা বলা হয়েছিল তা সত্য না মিথ্যা।

২২. অর্থাৎ ফেরেশতা তার আমলনামা উপস্থিত করবে। কতক তাফসীরকার সাথী বলতে শয়তানকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ শয়তান বলবে, এই অপরাধী উপস্থিত হয়েছে। আমি তাকে পথভ্রষ্ট করেছি ঠিকই এবং দোযখের জন্য তৈরী করে এনেছি। তাৎপর্য এই যে, আমি তাকে পথভ্রষ্ট করেছি কিন্তু তাকে জোরপূর্বক মন্দ কর্মে লিপ্ত করার ক্ষমতা আমার ছিলো না। সে নিজের ইচ্ছায় ভ্রান্ত পথে গিয়েছে।

২৩. রব্বুল আলামীন মহান প্রভুর দরবার থেকে ফেরেশতাদ্বয়কে এই নির্দেশ দেয়া হবে, এ চরিত্রের লোকগুলোকে জাহান্নামে ঠেলে দাও।

২৪. অর্থাৎ এ চরিত্রের লোকেরা জাহান্নামে কঠিনতর শাস্তির যোগ্য হবে।

(٢٧) قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَآ اَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍۢ بَعِيْدٍ ۝
(٢٨) قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۝
(٢٩) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَآ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝
(٣٠) يَوْمَ نَقُوْلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدٍ ۝
(٣١) وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدٍ ۝

২৭. তার সাথী শয়তান বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি তাকে পথভ্রষ্ট করিনি, বরং সে নিজেই ছিল চরম ভ্রান্তিতে।[২৫]
২৮. আল্লাহ্ বলবেন, আমার সম্মুখে ঝগড়া করো না, আমি পূর্বেই তোমাদেরকে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করেছিলাম।[২৬]
২৯. আমার কাছে কথা রদবদল হয় না, আর আমি বান্দাদের প্রতি জুলুম করি না।[২৭]
৩০. যেদিন আমি জাহান্নামকে বলবো, তুমি পূর্ণ হয়েছ কি? সে বলবে, আরও আছে কি?[২৮]
৩১. মুত্তাকীদের জন্য বেহেশত নিকটে আনা হবে, দূরে নয়।[২৯]

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার দায় থেকে শয়তান নিজেকে নির্দোষ দাবী করবে

২৫. অর্থাৎ তার উপর আমার কোন জবরদস্তি ছিলো না। আমি একটু কুমন্ত্রণা দিয়েছি বেশ এই হতভাগা পথভ্রষ্ট হয়ে মুক্তি ও সফলতার পথ থেকে দূরে সটকে পড়েছে। শয়তান এই বলে নিজের অপরাধ হালকা করতে চাইবে।

২৬. অর্থাৎ বকবক করো না। আমি দুনিয়াতে সবাইকে ভালোমন্দ জানিয়ে দিয়েছিলাম। এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অপরাধ অনুসারে সাজা পাবে। যে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং পথভ্রষ্ট করেছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কর্মের প্রতিফল ভোগ করবে।

২৭. অর্থাৎ আমার এখানে জুলুম ও অবিচারের কোন অবকাশ নেই। "আমার কথা রদবদল হয় না" অর্থাৎ কাফিরদের জন্য ক্ষমা নেই। আচ্ছা, তাহলে জঘন্যতম কাফির শয়তানের ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ কোথায়?

যত অধিক সংখ্যক জাহান্নামী হোক না কেন দোযখের ক্ষুধা মিটবে না

২৮. অর্থাৎ দোযখের বিশাল এলাকা এই পরিমাণ মানুষ দ্বারা ভর্তি হবে না। প্রচণ্ড ক্ষোভে তা আরও অধিক কাফির চাইবে।

২৯. অর্থাৎ জান্নাত তাদের চেয়ে দূরে থাকবে না। খুব নিকট থেকে জান্নাতের সজীবতা ও রূপসৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করবে।

(٣٢) هٰذَا مَا تُوْعَدُوْنَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَفِيْظٍ ۚ

(٣٣) مَنْ خَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۙ

(٣٤) ادْخُلُوْهَا بِسَلٰمٍ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُوْدِ ۝

(٣٥) لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۝

(٣٦) وَكَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ اَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوْا فِي
الْبِلَادِ ؕ هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍ ۝

৩২. তোমাদের প্রত্যেক অনুরাগী ও স্মরণকারীকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছিল।
৩৩. যে না দেখে দয়াময় প্রভুকে ভয় করেছে এবং উপস্থিত হয়েছে বিনীত অন্তরে।
৩৪. নিরাপদে প্রবেশ করো এর মধ্যে।[৩০] এই অনন্তকাল বসবাসের জন্য প্রবেশ করার দিন।[৩১]
৩৫. তাতে রয়েছে তাদের জন্য যা তারা চাইবে এবং আমার নিকট রয়েছে আরও অধিক।[৩২]
৩৬. তাদের পূর্বে আমি বহু সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি যারা ছিল এদের চেয়ে শক্তিশালী। তারা শহরে শহরে বিচরণ করতো, তাদের পালানোর কোন স্থান ছিল কি?[৩৩]

---

৩০. অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্কে স্মরণ করেছে, পাপাচার থেকে পবিত্র থেকে তাঁর অভিমুখী হয়েছে, তাঁকে না দেখে তাঁর শক্তি ও মাহাত্ম্যকে ভয় করেছে এবং একটি নিষ্কলুষ পরিচ্ছন্ন অন্তর নিয়ে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে এরূপ জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। এখন সময় এসেছে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ করার। ফেরেশতাগণ তাদেরকে সালাম দিবে এবং তাদের নিকট আল্লাহ্ তা'আলার সালাম পৌঁছাবে।

৩১. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "সেদিন যে যা পাবে তা চিরদিনের জন্য পাবে। ইতিপূর্বে কোন কিছু এক অবস্থায় স্থির ছিলো না।

জান্নাতীদের জন্য রয়েছে সীমাহীন নিআমত

৩২. অর্থাৎ যা চাবে তা পাবে। তদুপরি এমন সব নিআমত পাবে যে সম্পর্কে তাদের ধারণাই ছিলো না। যেমন আল্লাহ্র দীদার লাভের কল্পনাতীত স্বাদ। وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ (আমার নিকট আরও অধিক আছে) দ্বারা এও বুঝানো হতে পারে যে, আমার নিকট বহু আছে। জান্নাতীগণ যত চাবে তার সবই দেয়া হবে। এত দেয়ার পরও আল্লাহ্র দরবারে কিছুমাত্র কমতি হবে না এবং দান করতে কোন বাধাও আসবে না। সুতরাং এত অসীম ও অগণিত দান অসম্ভব মনে করো না।

(٣٧) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ○

(٣٨) وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ ○

৩৭. এতে উপদেশ রয়েছে তার জন্য যার মধ্যে অন্তর আছে অথবা যে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে।[৩৪]

৩৮. আমি আসমানসমূহ-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি[৩৫] এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।[৩৬]

ধ্বংসপ্রাপ্ত কাফিররা এ যুগের কাফিরদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল

৩৩. প্রথমে কাফিরদের পরকালীন শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। তারপর তাদের বিপরীতে জান্নাতের অধিবাসীদের আরাম-আয়েশ ও সুখের কথা আলোচিত হয়েছে। এখন আবার কাফিরদেরকে শাস্তি প্রদানের কথা আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ আখিরাত আসার আগেই আমি বহু অসৎ ও সত্যদ্রোহী কাফির সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি। তারা শক্তি ও সামর্থ্যে বর্তমান যুগের কাফিরদের চেয়ে অধিক প্রবল ছিল। তারা বড় বড় শহরে বন্দরে ঘুরে ফিরে বিলাসবহুল জীবন যাপন করেছে। এরপর আল্লাহ্‌র শাস্তি যখন এলো তখন তারা পৃথিবী পৃষ্ঠে কোথাও আশ্রয়স্থল পায়নি। অথবা অর্থ এই, শাস্তির সময় নিজেদের আবাসিক এলাকায় আশ্রয়স্থল খুঁজেছিল কিন্তু কোন ঠিকানা পায়নি।

বোধশক্তি সম্পন্ন হৃদয় যার আছে সে উপদেশ গ্রহণ করো

৩৪. এই সকল শিক্ষামূলক ঘটনা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করো উপদেশ গ্রহণ করে উপকৃত হয় তারা যাদের বক্ষে বোধশক্তি সম্পন্ন অন্তর আছে। দুই-একটি কথা তারা নিজেরাই বুঝে নেয় অথবা অন্তত কোন উপদেশ দানকারীর কথা মনোযোগ সহকারে শুনে। কারণ কোন মানুষ নিজে সচেতন না হলেও অন্যের সচেতন কথা দ্বারা সজাগ হয়ে যাওয়া এটিও একটি স্তর বটে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজেও বুঝে না, অন্যের বুঝানোর সময়ও মনোযোগ সহকারে শুনে না তার মর্যাদা ইট-পাথরের চেয়ে বেশী নয়।

৩৫. এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে আলোচনা হয়েছে।

৩৬. প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় যখন ক্লান্ত হননি, পুনর্বার সৃষ্টি করার সময় ক্লান্তি হবেন কেন? তদুপরি ধ্বংস করা তো সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক সহজ।

(٣٩) فَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَ
قَبْلَ الْغُرُوْبِ ۚ
(٤٠) وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○
(٤١) وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۙ

৩৯ অতএব তারা যা কিছু বলে তাতে তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা ঘোষণা করো।৩৭

৪০. রাতের কিছু অংশে৩৮ তার পবিত্রতা ঘোষণা করো এবং সিজদার পরও।৩৯

৪১. শুনে রাখো! যেদিন এক ঘোষক নিকটবর্তী স্থান থেকে ঘোষণা দিবে;৪০

যার তাকদীরে হিদায়াত নেই তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই

৩৭. অর্থাৎ এসব সাধারণ ও মামুলি কথা যদি তারা না বুঝে তাহলে আপনার ব্যথিত হওয়ার কোন কারণ নেই বরং তাদের অর্থহীন বিতণ্ডায় ধৈর্যধারণ করুন এবং আপন প্রতিপালকের স্মরণে মনোযোগ দিন। তিনি তো আসমান-যমীন সবকিছুর স্রষ্টা এবং সকল কিছু সৃষ্টি ও ধ্বংস করতে তিনি সক্ষম।

পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয

৩৮. এটি আল্লাহ্‌র যিকির করার বিশেষ সময়। এ সময় দু'আ ও ইবাদত বিশেষভাবে কবূল হয়। কতক বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, প্রথম অবস্থায় প্রিয়নবী (সা) এর উপর তিন ওয়াক্ত নামায ফরয ছিল। ফজর, আসর ও তাহাজ্জুদ। বস্তুত এখনও এই তিনটি সময়ের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। নামায, যিকির অথবা দু'আ-মুনাজাতের মাধ্যমে এ সময়গুলোকে সজীব রাখা দরকার। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْغُدْوَتِه وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ

"সকালে-সন্ধ্যায় ও রাতের কিছু অংশকে তোমরা বিশেষ গুরুত্বের সাথে কাজে লাগাও"।

কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতে উল্লেখিত قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ (সূর্যোদয়ের পূর্বে) দ্বারা ফজরের নামায قَبْلَ الْغُرُوْبِ (সূর্যাস্তের পূর্বে) দ্বারা জুহর ও আসরের নামায এবং مِنَ الَّيْلِ (রাতের কিছু অংশে) দ্বারা মাগরিব ও ইশার নামায বুঝানো হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ নামাযের পর কিছু তাসবীহ-তাহলীল আদায় করা দরকার। অথবা এর দ্বারা নফল নামায বুঝানো হয়েছে যা ফরয নামাযের পর আদায় করা হয়।

শিঙ্গার ফুৎকারের বিকট শব্দ

৪০. কথিত আছে যে, শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে বায়তুল মুকাদ্দাসে পাথরের উপর থেকে। তাই 'নিকটবর্তী স্থান' বলা হয়েছে। অথবা অর্থ এই যে, এই শব্দ সকলের

(٤٢) يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ○

(٤٣) اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ اِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ○

(٤٤) يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ؕ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ○

(٤٥) نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَ مَاۤ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ○

৪২. যেদিন মানুষ নিশ্চিত সেই ভয়াবহ চীৎকার শুনতে পাবে। সেটিই হলো পুনরুত্থান দিবস।৪১

৪৩. আমিই জীবন দান করি এবং মৃত্যু ঘটাই, আমার নিকটই সবার প্রত্যাবর্তন।৪২

৪৪. যেদিন ভূভাগ বিদীর্ণ হয়ে মানুষ ছুটাছুটি করে বের হয়ে আসবে। এটি হলো সমাবেশ ঘটানো, তা আমার জন্য অতি সহজ।৪৩

৪৫. তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর শক্তি প্রয়োগকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কুরআন দ্বারা উপদেশ দাও।৪৪

নিকট কাছাকাছি স্থান থেকে দেয়া মনে হবে এবং সবাই একসঙ্গে শুনবে। অবশ্য শিঙ্গায় ফুৎকারের শব্দ ছাড়া আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে অন্যান্য ঘোষণাও হতে থাকবে। কেউ কেউ আলোচ্য আয়াত দ্বারা ওই সব ঘোষণা বুঝিয়েছেন। কিন্তু বাহ্যত বুঝা যায় যে, এর দ্বারা শিঙ্গায় ফুৎকারের শব্দ বুঝানো হয়েছে।

৪১. অর্থাৎ দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে সবাই ভূমি থেকে বেরিয়ে আসবে।

আল্লাহ্ সবকিছুর মালিক, সকলকে ফিরে যেতে হবে তাঁর নিকট

৪২. অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু, হায়াত-মওত সব কিছু আল্লাহ্র হাতে এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে। তা থেকে কেউ রেহাই পাবে না।

৪৩. অর্থাৎ ভূমি ফেটে যাবে এবং মৃতগণ সেখান থেকে বেরিয়ে হাশর ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। পূর্ববর্তী-পরবর্তী সবাইকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশাল প্রান্তরে সমবেত করবেন। এরূপ করা তাঁর জন্য মোটেই কষ্টকর নয়।

কাউকে জোরপূর্বক ঈমানদার বানানো রাসূলের কাজ নয়

৪৪. অর্থাৎ যারা হাশর-নশর অস্বীকার করে এবং অযৌক্তিক কথাবার্তা বলে তাদেরকে বলতে দাও এবং তাদের ব্যাপারটি আমার হাতে সোপর্দ করো। তারা যা বলে আমি তার সবই জানি। জোরপূর্বক সবাইকে এটা মানতে বাধ্য করা আপনার দায়িত্ব নয়। তবে কুরআন শুনিয়ে দিন। বিশেষত আল্লাহ্র ভীতি প্রদর্শনে যারা ভীত হয় তাদেরকে নসীহত করতে থাকুন। এই সত্যদ্রোহীদেরকে নিয়ে বেশী চিন্তা না করা ভালো।

সূরা যারিয়াত

৬০ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالذّٰرِيٰتِ ذَرۡوًا ۙ

(٢) فَالۡحٰمِلٰتِ وِقۡرًا ۙ

(٣) فَالۡجٰرِيٰتِ يُسۡرًا ۙ

(٤) فَالۡمُقَسِّمٰتِ اَمۡرًا ۙ

১. শপথ ঝঞ্ঝা বায়ুর।
২. তারপর বোঝা বহনকারী মেঘের।
৩. এরপর স্বাভাবিক গতিতে চলমান নৌযানের
৪. এরপর কর্ম বণ্টনকারী ফেরেশতাগণের।[১]

বৃষ্টি পরিক্রমা

১. প্রথমে প্রবল বাতাস ও ঝড় উত্থিত হয়, তাতে ধুলাবালি ইত্যাদি উড়ে এবং মেঘের সৃষ্টি হয়। তারপর তাতে পানি জমে। মেঘমালা এই পানির বোঝা বয়ে বেড়ায়। এরপর বৃষ্টি বর্ষণের পূর্বে মৃদুমন্দ বাতাস প্রবাহিত হয়। এরপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ মুতাবিক যে স্থানে যতটুকু পানি দেওয়ার কথা সেই হারে পানি বণ্টন করে। আল্লাহ্ তা'আলা এসব বাতাসের শপথ করছেন। কতক তাফসীরকার ذاريات (উড়ন্ত) দ্বারা বায়ু,

(٥) اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ

(٦) وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۗ

(٧) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ

(٨) اِنَّكُمْ لَفِىْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ

(٩) يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۗ

৫. তোমাদেরকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য।
৬. ন্যায়বিচার অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী।[২]
৭. জাল বিছানো আকাশের শপথ।[৩]
৮. তোমরা একটি বিরোধপূর্ণ কথায় লিপ্ত রয়েছ।
৯. যাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে সে-ই এ বিষয় পরিত্যাগ করে।[৪]

حاملات (বহনকারী) দ্বারা মেঘমালা جاريات (চলাচলকারী) দ্বারা নক্ষত্ররাজি এবং مقسمت (বণ্টনকারী) দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বুঝিয়েছেন। যেন শপথের বস্তুগুলোর বর্ণনায় নিম্ন থেকে উপড়ের পর্যায়ক্রমিকতা অবলম্বন করা হয়েছে।

হযরত আলী (রা) ও অন্যান্যদের থেকে বর্ণিত زَارِيَات হলো বায়ু, حَامِلَات হলো, মেঘমালা, جَارِيَات হলো নৌযানসমূহ এবং مُقَسِّمَات হলো ফেরেশতাগণ, যারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে রিযিক ইত্যাদি বণ্টন করে।

২. অর্থাৎ এই বায়ু এবং বৃষ্টি বণ্টন সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আখিরাতের প্রতিশ্রুতি সত্য এবং ন্যায়বিচার অনুষ্ঠান অবশ্যম্ভাবী। অর্থাৎ এই দুনিয়াতে বায়ুও যখন উদ্দেশ্যহীন চলাচল করে না তখন এই বিশাল কর্মশালা কি উদ্দেশ্যহীন চলছে। নিশ্চয় এর একটি মহান উদ্দেশ্য ও পরিণতি আছে। সেটিই আখিরাত।

৩. অর্থাৎ স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন, মনোরম, সুদৃঢ় ও আলোকোজ্জ্বল আকাশের শপথ যার বুকে নক্ষত্রের জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছে এবং যার বুকে নক্ষত্ররাজি ও ফেরেশতাদের গতিপথ স্থাপন করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ কিয়ামত ও আখিরাতের ব্যাপারে শুধু শুধু ঝগড়া-বিবাদ করছে। প্রতিপালকের দরবারের সাথে যার কিছু সম্পর্ক আছে সে এগুলোর সত্যতা অবশ্যই স্বীকার করবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দরবার থেকে বিতাড়িত এবং কল্যাণ ও সৌভাগ্যের পথসমূহ থেকে বিচ্যুত সে সব সময় এগুলো মেনে নেয়া থেকে বিরত থাকবে। অথচ শুধু আকাশের নিয়ম-রীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করলেই এই বিশ্বাস জন্মে যে, এই বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করা নিছক বোকামী।

(١٠) قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ

(١١) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۙ

(١٢) يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ؕ

(١٣) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝

(١٤) ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ؕ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝

(١٥) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ

(١٦) اٰخِذِيْنَ مَا اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ؕ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ؕ

১০. অনুমানকারীরা ধ্বংস হোক।[৫]
১১. যারা উদাসীনতায় বিভোর।[৬]
১২. ন্যায়বিচারের দিন কবে তারা জিজ্ঞেস করে।[৭]
১৩. যেদিন তারা ব্যাপক হারে আগুনে পতিত হবে।
১৪. তোমরা নিজ নিজ অপকর্মের ফল ভোগ করো, তোমরা এটিকেই তরান্বিত করতে চেয়েছিলে।[৮]
১৫. মুত্তাকীগণ জান্নাতে ও প্রস্রবণে থাকবে।
১৬. তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যা দিবেন তারা তা গ্রহণ করবে।[৯] ইতিপূর্বে তারা সৎকর্মশীল ছিল।[১০]

---

৫. অর্থাৎ যারা দীন সম্পর্কিত বিষয়াদিতে অনুমান নির্ভর কথা বলে। অকাট্য ও সুনিশ্চিত বিষয়গুলোকে নিজেদের অনুমান ভিত্তিক যুক্তি দ্বারা রদ করে দিতে চায়।

৬. অর্থাৎ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস তাদেরকে আখিরাত থেকে এবং আল্লাহ্ থেকে গাফিল করে রেখেছে।

৭. অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞেস করে, ওহে! ন্যায়বিচারের দিবসটি কবে আসবে? আহ! এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

৮. আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদেরকে উত্তর দেয়া হলো যে, একটু ধৈর্য ধরো, সেদিন আসছে, যখন তোমাদেরকে আগুনের মধ্যে ওলট-পালট করে জ্বালানো-পোড়ানো হবে। তখন তোমাদেরকে বলা হবে, যে দিনটি তোমরা তরান্বিত করতে চেয়েছিলে এখন সেদিনের স্বাদ ভোগ করো।

৯. অর্থাৎ তাদের প্রতিপালক তাদেরকে যেসব নিআমত দান করেছেন তারা আনন্দ সহকারে তা গ্রহণ করে।

(١٧) كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ○
(١٨) وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○
(١٩) وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○
(٢٠) وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ○ (٢١) وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ○
(٢٢) وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ○

১৭. রাতের সামান্য সময়ই তারা নিদ্রা যেতো।

১৮. রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।[১১]

১৯. তাদের সম্পদে অংশ ছিল যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিতদের।[১২]

২০. বিশ্বাসীদের জন্য বহু নির্দশন রয়েছে এই পৃথিবীতে;

২১. এবং তোমাদের নিজেদের মাঝেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?[১৩]

২২. আকাশে রয়েছে তোমাদের জীবিকা এবং প্রতিশ্রুত বিষয়াদি।[১৪]

---

১০. অর্থাৎ তারা দুনিয়া থেকে পুণ্য কর্মের বোঝা বয়ে নিয়ে এসেছিল, আজ তার সুফল পাচ্ছে। পরবর্তী আয়াতগুলোতে পুণ্য কর্মের কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

জান্নাতী লোকদের কর্ম ও বিশ্বাস

১১. অর্থাৎ রাতের অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটায়, সাহরীর সময় অর্থাৎ রাতের শেষ লগ্নে নিজের দোষত্রুটির জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। হে মা'বূদ! বান্দারূপে যা করার ছিল তা করতে পারিনি, যে সকল ত্রুটি হয়েছে আপন দয়ায় ক্ষমা করে দিন। প্রচুর ইবাদত তাদেরকে অহংকারী করে না, বরং ইবাদতে যত উন্নতি হয় আল্লাহ্‌র ভয় তত বেড়ে যায়।

১২. "বঞ্চিত" অর্থ যারা অভাবী বটে কিন্তু ভিক্ষা করে বেড়ায় না। মর্ম এই, যাকাত দেয়ার পরও তারা স্বেচ্ছায় তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও অভাবীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্ধারিত করে রেখেছে। তাদের স্বেচ্ছায় নির্ধারিত অংশকে আবশ্যক অংশ বলা হয়েছে।

১৩. অর্থাৎ এই রাত্রি জাগরণ, ক্ষমা প্রার্থনা এবং গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা এই বিশ্বাসের সাথে হতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা আছেন এবং তাঁর নিকট কারো ভালো কাজ বিনষ্ট হয় না। সৃষ্টিগত ও দেহগত নিদর্শনাদিতে চিন্তা করলে এই বিশ্বাস অতি সহজেই জন্মলাভ করে। মানুষ যদি নিজের মধ্যকার অথবা পৃথিবী পৃষ্ঠে ছড়িয়ে থাকা অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করে তবে শীঘ্রই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছবে যে, প্রত্যেক ভালো ও মন্দ কর্মের প্রতিফল কোন না কোনরূপে তারা পাবেই, ত্বরিৎ হোক কিংবা বিলম্বে।

(٢٣) فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَاۤ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝

(٢٤) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ ضَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝

(٢٥) اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلٰمًا ؕ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ۝

২৩. অতএব আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের শপথ! তোমাদের কথাবার্তার ন্যায় এটি অবশ্যই সত্য।[১৫]

২৪. ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত তোমার নিকট এসেছে কি?[১৬]

২৫. তারা যখন তার নিকট প্রবেশ করলো, তখন তারা বললো সালাম। সেও বললো, সালাম, এরা তো অপরিচিত লোক।[১৭]

জীবিকার ফায়সালা আকাশে হয়

১৪. অর্থাৎ ভিক্ষুক ও দরিদ্রদেরকে দান করার সময় এই ভয় যেন না থাকে যে, দান করে দিলে আমরা কোত্থেকে খাবো? কিংবা তাদের দান করার পর দানের খোঁটা দেয়া যাবে না। কারণ তোমাদের সকলের রিযিক, পুরস্কার ও সওয়াবের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা তো আসমানের মালিক আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে। প্রত্যেকের রিযিক তার নিকট আসবেই। কেউ বাধা দিতে চাইলে বাধা দিতে পারবে না। দানকারিগণ সওয়াবও পাবে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "যা আসার তার নির্দেশ আকাশ থেকেই কার্যকর হয়।

কুরআনের ঘোষণাসমূহ অকাট্য সত্য

১৫. অর্থাৎ তোমাদের বক্তব্য উচ্চারণে যেমন সন্দেহ নেই তেমন এই বক্তব্যেও কোন সন্দেহ নেই। রিযিক আসবেই এটা সুনিশ্চিত। কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবেই। আখিরাতের আগমন ঘটবেই। আল্লাহ্ তা'আলার ওয়াদা পূরণ হবেই। وَفِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ "তোমাদের সম্পদে যাঞ্চাকারী ও অভাবীদের অংশ রয়েছে" আয়াতের সাথে প্রসঙ্গক্রমে পরবর্তী আয়াতগুলোতে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর মেহমানদারির ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। এটি হযরত লূত (আ)-এর ঘটনার ভূমিকাস্বরূপ। উভয় ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাবে, দুনিয়ার জীবনে সৎকর্মশীলদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কিরূপ আচরণ করেন এবং সত্যদ্রোহীদের সাথে কেমন ব্যবহার করেন।

১৬. অর্থাৎ তারা মূলত ফেরেশতা ছিল। তাদেরকে মানুষ মনে করে হযরত ইবরাহীম (আ) তাদের সম্মান করেছেন। আর আল্লাহ্‌র নিকট ফেরেশতাগণ তো সম্মানিতই বটে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ "তারা সম্মানিত বান্দা" (সূরা আম্বিয়া ঃ ২৬)।

১৭. অর্থাৎ সালামের উত্তরে সালাম দিয়েছেন, এরপর মনে মনে কিংবা নিজেদের মধ্যে বলেছেন যে, এদেরকে অপরিচিত মনে হচ্ছে।

(٢٦) فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۙ
(٢٧) فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۚ
(٢٨) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا۟ لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ
(٢٩) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ
(٣٠) قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ ۖ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ

২৬. সে গৃহে প্রবেশ করলো এবং ঘৃতে ভুনা এক গো-বৎস নিয়ে এলো।
২৭. সে তা রাখলো তাদের সম্মুখে বললো, তোমরা খাও না কেন?[১৮]
২৮. এরপর তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হলো। তারা বললো, ভয় পেয়ো না। তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিলো।[১৯]
২৯. এরপর তার স্ত্রী চীৎকার করতে করতে তার সামনে এলো এবং কপাল চাপড়িয়ে বললো আমি তো বৃদ্ধা, বন্ধ্যা।[২০]
৩০. তারা বললো, তোমার প্রতিপালক এরূপই বলেছেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞাত।[২১]

---

১৮. অর্থাৎ অত্যন্ত যত্নের সাথে মেহমানদারি শুরু করলেন। এরপর অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে বললেন, শ্রদ্ধাভাজনেরা! খাদ্য গ্রহণ করেন না কেন? ওরা তো ছিল ফেরেশতা খাদ্য গ্রহণ করবে কেন? শেষ পর্যন্ত হযরত ইবরাহীম (আ) বুঝতে পারলেন, ওরা মনুষ্য জাতি নয়।

১৯. এই ঘটনা সূরা হূদ ও সূরা হিজরে আলোচিত হয়েছে, সেখানে দেখে নিন।

২০. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী হযরত সারা এক কোণে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলেন। সন্তান লাভের সুসংবাদ শুনে চীৎকার দিয়ে অন্যদিকে ফিরে গেলেন এবং বিস্ময়ে কপালে হাত চাপড়িয়ে বলতে লাগলেন, হায়! এ কি কথা, একজন বৃদ্ধা বন্ধ্যা মহিলা। যৌবনে যার সন্তান হয়নি, এখন বৃদ্ধাবস্থায় তার সন্তান হবে!

২১. অর্থাৎ আমরা তো নিজেদের পক্ষ থেকে বলছি না, বরং আপনার প্রভু এরূপ বলেছেন। কাকে কখন কি দিতে হবে তা তিনিই জানেন। (তাহলে নবুওয়াতী পরিবার হয়েও আপনি সুসংবাদ শুনে অবাক হচ্ছেন কেন?)

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতের সামগ্রিক ভাব থেকে বুঝা যায় যে, এটা ছিল হযরত ইসহাক (আ) জন্মগ্রহণ সম্পর্কিত সুসংবাদ। মাতা-পিতা উভয়কে তাঁর জন্মের সুসংবাদ জানানো হয়েছিল।

(٣١) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ○

(٣٢) قَالُوْٓا اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۙ○

(٣٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِيْنٍ ۙ○

(٣٤) مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِيْنَ ○

(٣٥) فَاَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ○

(٣٦) فَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ ۚ○

৩১. সে বললো, হে প্রেরিতগণ! তোমাদের উদ্দেশ্য কি?[২২]

৩২. তারা বললো, আমাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে একটি পাপাচারী সম্প্রদায়ের প্রতি।

৩৩. আমরা যেন তাদের উপর মাটির পাথর নিক্ষেপ করি;[২৩]

৩৪. যা সীমালংঘনকারীদের জন্য তোমরা প্রতিপালকের নিকট চিহ্নিত আছে।[২৪]

৩৫. অতএব সেখানে ঈমানদার যারা ছিল তাদেরকে আমি বের করে এনেছি।

৩৬. একটি পরিবার ব্যতীত কোন আত্মসমর্পণকারী আমি সেখানে পাইনি।[২৫]

---

২২. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি বিশেষ উদ্দেশ্যে তোমাদের আগমন? তিনি অনুমান করেছিলেন, অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ বিষয়ে তাদের আগমন ঘটেছে।

২৩. অর্থাৎ হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়কে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে তাদেরকে প্রেরণ করা হয়েছে, যেন পাথর কংকর নিক্ষেপে তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হয়। مِنْ طِيْنٍ (মাটির) বুঝা যায় যে, এগুলো বৃষ্টির শিলাখণ্ড ছিলো না, যাকে ব্যাপক অর্থে পাথর বলা হয়।

লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো ছিল বিশেষভাবে চিহ্নিত

২৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এই পাথরগুলোতে প্রতীক লাগানো ছিল যে, এই আযাবের পাথর শুধু সেই সকল লোকের উপর নিক্ষেপ করা হবে যারা সুস্থ বিবেক, দীন-ধর্ম ও স্বাভাবিকতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে।

২৫. অর্থাৎ সেই আবাসিক এলাকায় একমাত্র হযরত লূত (আ)-এর পরিবারই মুসলমান ছিল। এই পরিবারকে আমি আযাব থেকে রক্ষা করেছি এবং নিরাপদে বের করে এনেছি। অবশিষ্ট সকলকে ধ্বংস করে দিয়েছি।

(٣٧) وَتَرَكْنَا فِيْهَا اٰيَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ؕ

(٣٨) وَفِيْ مُوْسٰى اِذْ اَرْسَلْنٰهُ اِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ○

(٣٩) فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ○

(٤٠) فَاَخَذْنٰهُ وَجُنُوْدَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِى الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيْمٌ ؕ

(٤١) وَفِيْ عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيْحَ الْعَقِيْمَ ۚ

(٤٢) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتْ عَلَيْهِ اِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيْمِ ؕ

৩৭. মর্মন্তুদ শাস্তিকে যারা ভয় পায় তাদের জন্য আমি সেখানে নিদর্শন রেখে দিয়েছি;[২৬]

৩৮. এবং নিদর্শন রয়েছে মূসার বৃত্তান্তে, যখন স্পষ্ট প্রমাণ সহকারে আমি তাকে ফিরআওনের নিকট প্রেরণ করেছিলাম।[২৭]

৩৯. অতএব সে শক্তিমত্তায় মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বললো, এ হয়ত জাদুকর নতুবা উন্মাদ।[২৮]

৪০. এরপর আমি পাকড়াও করলাম তাকে এবং তার সেনাবাহিনীকে, এরপর তাদেরকে নিক্ষেপ করলাম সমুদ্রে, সে ছিল অভিযুক্ত।[২৯]

৪১. আরও নিদর্শন রয়েছে 'আদ সম্প্রদায়ের বৃত্তান্তে। যখন আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম অশুভ বায়ু।

৪২. তা যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা ব্যতীত ছাড়েনি।[৩০]

---

২৬. ধ্বংসের চিহ্ন সেখানে এখনও বিদ্যমান রয়েছে এবং তাদের অস্বাভাবিক ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনায় ভয় পোষণকারীদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

২৭. অর্থাৎ মুজিযাসমূহ ও প্রমাণাদি।

২৮. অর্থাৎ শক্তি ও ক্ষমতার অহমিকায় বুঁদ হয়ে সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নিজের সম্প্রদায় ও রাজকীয় সদস্যদেরকে সাথে নিয়ে সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো। সে হযরত মূসা (আ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিল, তুমি হয় বিচক্ষণ জাদুকর নয় পাগল, দুটির যে কোন একটি থেকে মুক্ত নও।

২৯. অর্থাৎ আমি সীমালংঘন করিনি। দোষ তারই। কারণ সে কুফরী করেছে। বুঝানোর পরও তা থেকে নিবৃত্ত হয়নি। শেষ পর্যন্ত যা বপন করেছে তাই ঘরে তুলেছে।

৩০. অর্থাৎ আযাবের ঝড় এলো, যা ছিল বরকত ও কল্যাণ থেকে সম্পূর্ণ শূন্য। এই ঝড় সকল অপরাধীর মূলোৎপাটন করেছে। তা যার উপর দিয়েই প্রবাহিত হয়েছে তা চূর্ণ- বিচূর্ণ করে ছেড়েছে।

(٤٣) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ○

(٤٤) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ○

(٤٥) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ ○

(٤٦) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ○

(٤٧) وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ○

(٤٨) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ ○

৪৩. এবং নিদর্শন রয়েছে ছামূদ সম্প্রদায়ের বৃত্তান্তে, যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগ করে নাও।[৩১]
৪৪. এরপরও তারা আপন প্রতিপালকের নির্দেশ লংঘন করলো। ফলে তাদের প্রতি বজ্রাঘাত হলো এবং তারা তা প্রত্যক্ষ করছিল।
৪৫. তারপর তারা উঠে দাঁড়াতেও পারেনি এবং কোন প্রতিশোধও নিতে পারেনি।[৩২]
৪৬. এবং আমি ধ্বংস করেছি ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়কে, তারা ছিল অবাধ্য সম্প্রদায়।[৩৩]
৪৭. আমি স্বীয় ক্ষমতায় আকাশ তৈরী করেছি, সবই আমার ক্ষমতাভুক্ত।[৩৪]
৪৮. আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি, আমি সুদক্ষ বিস্তৃতকারী।[৩৫]

---

৩১. অর্থাৎ হযরত সালিহ্ (আ) বলেছিলেন, ঠিক আছে! আরো কিছুদিন দুনিয়ার স্বাদ ভোগ করে নাও এবং এখানকার উপকরণাদি ব্যবহার করে নাও। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র আযাবে পতিত হবে।

৩২. অর্থাৎ তাদের নষ্টামী দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র আযাব এসে গেলো। একটি বজ্রাঘাত হলো, আর দেখতে দেখতে সব নীরব-নিথর হয়ে গেলো। শক্তি, উচ্ছৃলতা, অহংকারপূর্ণ দাবী সব ধুলায় মিশে গেলো। পড়ে যাওয়ার পর একবার উঠে দাঁড়ানোর সুযোগও কারো হয়নি। কি আর প্রতিশোধ নিবে আর কি নিজের সাহায্যের জন্য অন্যকে ডাকবে?

৩৩. অর্থাৎ তাদের পূর্বে হযরত নূহ (আ)-এর সম্প্রদায় নিজেদের সত্যদ্রোহিতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। তারাও নাফরমানীতে সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

৩৪. অর্থাৎ আকাশের ন্যায় বিশাল সৃষ্টি তো তিনি সৃজন করেছেন। তার চেয়েও বড় কিছু সৃজন করা তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন?

৩৫. অর্থাৎ আসমান-যমীন সব কিছু আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। তাহলে তাঁর নির্দেশ লংঘন করে যে অপরাধ করে সে পালিয়ে আশ্রয় নিবে কোথায়? তদুপরি

(৪৯) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○

(৫০) فَفِرُّوٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ

(৫১) وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۚ

(৫২) كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۚ

৪৯. প্রত্যেক কিছু আমি জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা উপলব্ধি করো।[৩৬]

৫০. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে অগ্রসর হও। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী।

৫১. আর তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কোন উপাস্য স্থির করো না। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি স্পষ্ট সতর্ককারী।[৩৭]

৫২. এভাবে তাদের পূর্বে লোকজনের নিকট যতো রাসূল এসেছে তাদেরকে তারা বলেছে, জাদুকর অথবা উন্মাদ।[৩৮]

বিশ্বস্রষ্টার অনন্য ও বিস্ময়কর সৃষ্টিশৈলী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মানুষ তাঁর প্রতিই ঝুঁকে পড়বে।

৩৬. অর্থ পুরুষ ও নারী। যেমন ইব্‌ন যায়দ (র) বলেছেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ একথা স্বীকার করছেন যে, সকল প্রকারের সৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ উভয় প্রকারের অস্তিত্ব রয়েছে। অথবা "জোড়া জোড়া" অর্থ বিপরীত ও প্রতিপক্ষ। যেমন রাত-দিন, যমীন-আসমান, আলো-অন্ধকার, সাদা-কালো, সুস্থতা-অসুস্থতা এবং ঈমানও কুফরী ইত্যাদি।

৩৭. অর্থাৎ আসমান-যমীনসহ সমগ্র সৃষ্টিজগত যখন এক আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং তাঁরই পরিচালনাধীন তখন বান্দাদের কর্তব্য হলো, সকল দিক থেকে ফিরে এসে এক আল্লাহ্‌র অভিমুখী হওয়া। তাঁর প্রতি ফিরে না এলে তাঁর অভিমুখী না হলে কিংবা তিনি ব্যতীত অন্য কারো দিকে ফিরে গেলে জঘন্য ক্ষতির আশংকা রয়েছে। উল্লেখিত উভয় অবস্থার মারাত্মক পরিণতি থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করে দিচ্ছি, স্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিচ্ছি।

সত্যপন্থীদেরকে জাদুকর ও উন্মাদ বলা কাফিরদের প্রাচীন অভ্যাস

৩৮. অর্থাৎ স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও খোলামেলাভাবে সতর্ক করা সত্ত্বেও যদি তারা তা না শুনে তাতে আপনার দুশ্চিন্তা ও মন ভার করার কোন কারণ নেই। তাদের পূর্বে যে সকল কাফির সম্প্রদায়ের নিকট রাসূলগণ এসেছেন তারা একইভাবে তাদেরকে জাদুকর কিংবা পাগল বলেছে। তাঁদের উপদেশাবলীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

(٥٣) اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝

(٥٤) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۝ (٥٥) وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

(٥٦) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

(٥٧) مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۝

৫৩. তারা কি মৃত্যুকালে একে অপরকে এই ওসিয়াত করে গেছে? বরং তারা মন্দ সম্প্রদায়।[৩৯]

৫৪. অতএব তুমি তাদের পক্ষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, এখন তোমার প্রতি কোন অভিযোগ নেই।

৫৫. আর তুমি বুঝাতে থাকো, কারণ বুঝানো ঈমানদারদের উপকারে আসে।[৪০]

৫৬. আমি সৃষ্টি করেছি জিন্ন ও মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।

৫৭. আমি তাদের নিকট জীবিকা চাই না, আমি এও চাই না যে, তারা আমাকে আহার করাক।[৪১]

---

৩৯. অর্থাৎ সকল যুগের কাফিররা একটি কথায় একমত ছিল। যেন একে অন্যকে এ বিষয়ে ওসিয়াত করে তারপর মরেছে। যেন প্রত্যেকেই মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছে, যে কোন রাসূলই আসুক তাকে জাদুকর কিংবা পাগল বলে ছেড়ে দিবে। মূলত কোন ওসিয়াত করা হয়নি, বরং সত্যদ্রোহিতার উপাদানে সবাই সমভাবে অংশীদার। এই অংশীদারিত্ব পূর্ববর্তীদের মুখ থেকে প্রকাশ পেতে পেতে পরবর্তিগণের মুখে এসে পৌঁছেছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন

৪০. অর্থাৎ দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব আপনি পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। এখন আপনার অত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই। সত্য না মানার যা দোষ তা সত্যদ্রোহীদের উপরই বর্তাবে। তবে বুঝানো আপনার দায়িত্ব। তাই দাওয়াত ও তাবলীগের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখুন। যার ভাগ্যে ঈমান আছে আপনার উপদেশে সে উপকৃত হবে, ঈমান আনবে এবং যারা ইতিপূর্বে ঈমান এনেছে তারা আরও বর্ধিত হারে উপকৃত হবে। আর অস্বীকারকারীদের জন্য আল্লাহ্‌র প্রমাণ পূর্ণ হবে।

সত্য গ্রহণের সুপ্ত প্রতিভা সকলের মধ্যে রয়েছে

৪১. অর্থাৎ তাদেরকে সৃষ্টি করার মুখ্য উদ্দেশ্য হলো, শরীআত সম্মত পন্থায় আমার আনুগত্য করা। তাই সৃষ্টিগতভাবে তাদের মধ্যে এমন প্রতিভা সুপ্ত রাখা হয়েছে যে, তারা চাইলে স্বেচ্ছায় ইবাদতের পথে চলতে পারে। সাধারণভাবে তাঁর কুদরতী ও সৃষ্টিগত ইচ্ছার দৃষ্টিকোণ থেকে তো সব কিছু তাঁর সৃজনমূলক নির্দেশের সম্মুখে অক্ষম ও

(৫৮) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ○

(৫৯) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ○

(৬০) فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ○

৫৮. নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রচুর জীবিকা দানকারী মহাশক্তিশালী ও সুদৃঢ়।[৪২]

৫৯ সুতরাং এই পাপীদের পাত্রও পূর্ণ হয়েছে যেমন যা তাদের অতীত সহচরদের পাত্র পূর্ণ হয়েছিল। অতএব তারা যেন আমার নিকট জলদি কামনা না করে।[৪৩]

৬০. কাফিরদের জন্য দুর্ভোগ সেই দিনের যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে দেয়া হয়েছে।[৪৪]

শক্তিহীন। তবে এমন একটি সময় আসবে যখন সকল বান্দা স্বেচ্ছায় বিশ্ব সৃষ্টির শরীআত সম্মত উদ্দেশ্য পূরণ করবে। সুতরাং সর্বাবস্থায় আপনি বুঝাতে থাকুন। বুঝানোর মাধ্যমেই এই শরীয়ত সম্মত উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দার কাছে রিযিক চান না

৪২. অর্থাৎ তারা আমার বন্দেগী করলে তাতে আমার কোন লাভ নেই, লাভ তাদেরই। আমি এমন মালিক নই যে, আমার দাসদেরকে বলবো, আমার জন্য অর্থ-সম্পদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসো। আমার সত্তা ওসব থেকে পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও ঊর্ধ্বে। তাদের নিকট আমি কি উপার্জন দাবী করবো? আমি বরং তাদের জীবিকা সরবরাহ করি। আচ্ছা, আমার ন্যায় পরাক্রমশালী ও শক্তিমান সত্তার কি কারো কোন খিদমত গ্রহণের প্রয়োজন হয়? বন্দেগী ও আনুগত্যের নির্দেশ শুধু এ জন্য দিয়েছি, তোমরা কথায় ও কাজে আমার রাজত্ব, সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি প্রদান করে আমার দয়ার পাত্র ও অনুগ্রহভাজন হবে।

من نہ کردم خلق تا سودے کنم
بلکہ تابر بندگان جودے کنم

"জগৎ সৃষ্টি করিনি আমি মুনাফা অর্জনের তরে। বান্দা সৃষ্টি করেছি আমি অনুগ্রহ দান করিবার তরে"।

৪৩. অর্থাৎ এই জালিমরা যদি বন্দেগীর দিকে না আসে তবে বুঝে নাও যে, অন্যান্য জালিমদের ন্যায় তাদের পাত্রও ভর্তি হয়ে গিয়েছে। ব্যস! এখন শুধু ডুবে যাওয়ার অপেক্ষায়। অযথা জলদি শাস্তি চেয়ে লাভ কি? অন্যান্য কাফিররা যেমন খোদায়ী গযব ভোগ করেছে তারাও ভোগ করবে।

৪৪. অর্থাৎ কিয়ামত দিবস। অথবা এর পূর্বেই কোন দিন যদি শাস্তি এসে যায়। যেমন বদর দিবসে কাফিররা আল্লাহ্ তা'আলার সুকঠিন শাস্তি ভোগ করেছে।

সূরা আত-তূর

৪৯ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالطُّوۡرِ ۙ

(٢) وَكِتٰبٍ مَّسۡطُوۡرٍ ۙ

(٣) فِىۡ رَقٍّ مَّنۡشُوۡرٍ ۙ

(٤) وَّالۡبَيۡتِ الۡمَعۡمُوۡرِ ۙ

১. তূর-এর শপথ[১]

২. এবং শপথ কিতাবের যা লিখিত

৩. প্রশস্ত পত্রে।[২]

৪. এবং শপথ আবাদ গৃহের।[৩]

---

১. অর্থাৎ তূর পাহাড়ের শপথ, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা (আ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন।

২. উক্ত কিতাব দ্বারা সম্ভবত লাওহে মাহফূযকে বুঝানো হয়েছে অথবা মানুষের আমলনামা অথবা কুরআন করীম অথবা পূর্বোল্লেখিত তূর পাহাড়ের প্রসঙ্গে তাওরাত অথবা সকল আসমানী কিতাব বুঝানো হয়েছে।

৩. সম্ভবত কা'বাগৃহ বুঝানো হয়েছে অথবা কা'বা শরীফের সরাসরি উর্ধ্বে সপ্তম আকাশের উপর ফেরেশতাদের যে কা'বাগৃহ রয়েছে, সেটিকে বায়তুল মা'মূর বলা হয়। হাদীস শরীফে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৫) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ
(৬) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ
(৭) اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ
(৮) مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ
(৯) يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ
(১০) وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۗ

৫. আর শপথ উঁচু ছাদের।[৪]
৬. এবং শপথ উত্তাল সমুদ্রের।[৫]
৭. তোমার প্রতিপালকের আযাব অবশ্যই আপতিত হবে।
৮. কেউ তা প্রতিরোধ করতে পারবে না।[৬]
৯. যেদিন আকাশ হবে কম্পমান[৭]
১০. এবং পর্বতমালা হবে চলমান।[৮]

---

৪. অর্থাৎ আকাশের শপথ যা পৃথিবীর উপর ছাদের ন্যায় অবস্থিত। অথবা উঁচু ছাদ দ্বারা আরশে আজীম বুঝানো হয়েছে যা সকল আকাশের উর্ধ্বে অবস্থিত। হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আরশে আজীম হলো জান্নাতের ছাদ।

৫. পৃথিবীর উত্তাল সমুদ্রসমূহ বুঝানো হয়েছে অথবা সেই বিশাল সমুদ্র যা আরশে আজীমের নীচে এবং আকাশের উপর অবস্থিত। হাদীস দ্বারা এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা যেসব বস্তুর শপথ করলেন তার সবই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা মহাশক্তিশালী ও সুমহান মর্যাদার অধিকারী। তাহলে যারা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের উপর শাস্তি আপতিত হবে না কেন? আর এমন শক্তি কার আছে যে, আল্লাহ্র আযাবকে বাধা দিতে ও ফিরিয়ে দিতে পারে?

৭. অর্থাৎ আকাশ হেলেদুলে থরথর করে কেঁপে উঠে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে।

৮. অর্থাৎ পর্বতরাজি স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হবে এবং পেঁজা তূলার ন্যায় উড়তে থাকবে।

(١١) فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ

(١٢) الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۘ

(١٣) يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ۗ

(١٤) هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ

(١٥) اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۚ

(١٦) اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ۗ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ

১১. সেদিন দুর্ভোগ হবে প্রত্যাখ্যানকারীদের।

১২. যারা ক্রীড়াচ্ছলে মনগড়া কথা বানায়।[৯]

১৩. যেদিন তাদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।

১৪. এই সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে![১০]

১৫. আচ্ছা এটি কি জাদু, না তোমরা চোখে দেখছো না?[১১]

১৬. এতে প্রবেশ করো, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো কিংবা না করো উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তার প্রতিফলই লাভ করবে।[১২]

---

৯. অর্থাৎ যারা এ দুনিয়াতে ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি-তামাশায় মত্ত হয়ে রয়েছে, নানা প্রকার মিথ্যা কথা রচনা করছে এবং আখিরাত অস্বীকার করছে সেদিন এগুলো তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দেখা দিবে।

১০. অর্থাৎ ফেরেশতাগণ চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে তাদেরকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে দোযখের দিকে নিয়ে যাবে। সেখানে পৌঁছার পর বলবে, যে আগুনকে তোমরা মিথ্যা বলে অস্বীকার করতে এখন দেখো সেই আগুন উপস্থিত।

১১. অর্থাৎ দুনিয়াতে থাকাকালে তোমরা নবী-রাসূলগণকে জাদুকর এবং তাদের বাণীকে জাদু বলে আখ্যায়িত করতে। এখন বলো দেখি, নবী-রাসূলগণ এই যে দোযখের সংবাদ দিয়েছিলেন তা কি সত্যিই জাদু ও ইন্দ্রজাল ছিল, নাকি দুনিয়াতে তোমরা যেমন দেখতে না এখনও তেমন দেখছো না।

দোযখে ধৈর্যধারণ করা আর না করা সমান

১২. অর্থাৎ দোযখে পড়ে যখন কান্নাকাটি ও আহাজারী করবে তখন কেউ সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসবে না। আর ধরে নাও যদি সেখানে ধৈর্য ধরে চুপ করে থাকো (অবশ্য তা হওয়ার নয়) তবুও কেউ তোমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাবে না। অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ

(১৭) اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۙ

(১৮) فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۝

(১৯) كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔۢا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ

(২০) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۝

(২১) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ
اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۝

১৭. মুত্তাকীগণ থাকবে জান্নাতে ও নিআমতের মধ্যে।

১৮. তারা উপভোগ করবে যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দিবেন। তাদের প্রতিপালক তাদেরকে রক্ষা করেছেন দোযখের আযাব থেকে।[১৩]

১৯. তোমরা যা করেছো তার প্রতিদান স্বরূপ তৃপ্তি সহকারে খাও ও পান করো।

২০. সারিবদ্ধ সাজানো খাটে উপবেশন করবে।[১৪]

১৪ আয়তলোচনা হূরদের সাথে আমি তাদের বিবাহের ব্যবস্থা করবো।

২১. যারা ঈমান আনয়ন করে আর তাদের সন্তানগণ ঈমান সহকারে তাদের অনুসরণ করে, তাদের সন্তানদেরকে আমি তাদের নিকট পৌঁছিয়ে দিবো। আমি তাদের কর্মের সামান্যতমও হ্রাস করবো না।[১৫] প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী।[১৬]

করা আর না করা দুটোই সমান। ওই জেলখানা থেকে বের হওয়ার কোন উপায় নেই। দুনিয়াতে যে অপকর্ম করেছো তারই শাস্তি এই চিরস্থায়ী দোযখের আযাব, দোযখের বন্দীশালা।

১৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে ভয় করতো সে ওখানে পরিপূর্ণ নিরাপদ জীবন ভোগ করবে, দুশ্চিন্তামুক্ত থাকবে। আরাম-আয়েশের বিলাস বৈভবের সকল প্রকার আয়োজন উপাদান তার জন্য হাযির থাকবে। এই অনুগ্রহও কম কিসে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোযখ থেকে রক্ষা করবেন।

১৪. অর্থাৎ জান্নাতবাসীদের আসর এমন হবে যে, রাজা-বাদশার ন্যায় তারা নিজ নিজ আসনে সামনাসামনি বসবে। তাদের আসন বণ্টন ও সারি হবে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

১৫. অর্থাৎ কামালিয়াত প্রাপ্ত লোকজনের ছেলেমেয়ে ও তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারিগণ যদি ঈমানের উপর অবিচল থাকে এবং ওদের পথে জীবন যাপন করে।

(২২) وَاَمۡدَدۡنٰهُمۡ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحۡمٍ مِّمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ۝

(২৩) يَتَنَازَعُوۡنَ فِيۡهَا كَاۡسًا لَّا لَغۡوٌ فِيۡهَا وَلَا تَاۡثِيۡمٌ ۝

২২. আমি তাদেরকে দিবো ফলমূল এবং গোশত যা তারা পসন্দ করে।[১৭]
২৩. সেখানে তারা পরস্পর আদান-প্রদান, করবে পানপাত্র, যাতে না আছে অসার কথা, আর না আছে পাপ।[১৮]

বুযুর্গগণ যে খিদমত আনজাম দিয়েছিলেন তারা তা আরো পূর্ণতায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা আপন দয়ায় তাদেরকে জান্নাতে বুযুর্গদের সাথে সম্পৃক্ত করে দিবেন। তাদের কর্ম ও অবস্থান গুণে ও আকারে কম হলেও বুযুর্গগণের সম্মানার্থে এই অনুসারিগণকে ওই পূর্বসূরীদের পাশে থাকতে দেয়া হবে। এও হতে পারে যে, তাদের কতককে পূর্বসূরীদের যথাস্থানে উন্নীত করা হবে, যেমন হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে এ ধারণা পোষণ করা যাবে না যে, ওই বুযুর্গদের সওয়াবের কিছু অংশ কর্তন করে ছেলেমেয়েদেরকে দেয়া হবে। এটি একককভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি অনগ্রসরদেরকে সওয়াব বর্ধিত করে কামালিয়াত প্রাপ্তদের স্তরে উন্নীত করে দিবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অধম আলোচ্য আয়াতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে বুখারী শরীফের একটি হাদীছে তার সমর্থন পাওয়া যায় । হাদীছটির মর্ম এই, আনসারগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কিছু কিছু অনুসারী থাকে। আমরা তো আপনার অনুসরণ করছি। অতএব আল্লাহ্র দরবারে দু'আ করুন তিনি আমাদের অনুসারীদেরকে যেন আমাদের দলভুক্ত করে দেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হে আল্লাহ্ তাদের অনুসারীদেরকে তাদের দলভুক্ত করে দিন।

১৬. উপরে আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহের বর্ণনা ছিল। এখন তাঁর ন্যায়-বিচারের বর্ণনা দিচ্ছেন। অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতার দাবী হলো, যে ব্যক্তি ভালো-মন্দ যতটুকু কাজ করেছে অনুরূপ প্রতিফল লাভ করবে। কারো দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয়া কিংবা কারো মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া এগুলো আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ।

১৭. অর্থাৎ যেরূপ গোশত খেতে মন চাইবে এবং যে প্রকারের ফল খাওয়ার বাসনা জাগবে অবিলম্বে অবিরাম সেগুলো তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

১৮. অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন জান্নাতী সুরা যখন পরিবেশন করা হবে তখন জান্নাতীগণ খুশীতে একে অন্যকে শরাবের পেয়ালা আদান-প্রদান করবে। তবে সেই সুরাতে থাকবে শুধু আমোদ ও ফুর্তি। নেশা, হৈ-হল্লা এবং বিবেকবুদ্ধি লোপ পাওয়ার অনাচারগুলো তাতে থাকবে না এবং তা পান করলে পাপের কোন আশংকা থাকবে না।

(٢٤) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۝

(٢٥) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝

(٢٦) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۝

(٢٧) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ۝

(٢٨) إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۖ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ۝

(٢٩) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ۝

২৪. তাদের নিকট আনাগোনা করবে কিশোরগণ, সুরক্ষিত মুক্তাসদৃশ।[১৯]
২৫. তারা পরস্পর মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞেস করবে।
২৬. তারা বলবে, ইতিপূর্বে আমরা নিজ নিজ পরিবার-পরিজনের মধ্যে শংকিত অবস্থায় ছিলাম।
২৭. এরপর আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদের অগ্নির আযাব থেকে রক্ষা করেছেন।
২৮. আমরা পূর্ব থেকেই তাঁকে ডাকতাম, তিনি তো সদাচারী দয়াময়।[২০]
২৯ তুমি বুঝিয়ে দাও যে, তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি জাদুকরও নও, উন্মাদও নও।[২১]

---

১৯. অর্থাৎ মুক্তা যেমন তার আবরণের মধ্যে সম্পূর্ণ নির্মল ও স্বচ্ছ থাকে, ধূলা বালি কিছুই তাতে পৌঁছে না, জান্নাতী কিশোরদের নির্মলতা ও পবিত্রতা অনুরূপ।

২০. অর্থাৎ জান্নাতের অধিবাসিগণ তখন পরস্পর মুখামুখি হয়ে বসে আলাপ আলোচনায় মেতে উঠবে। পর্যাপ্ত সুখ ও আনন্দের আতিশয্যে তারা বলতে থাকবে, "ভাই! দুনিয়াতে আমরা বরাবরই ভয়ে ভয়ে জীবন কাটিয়েছি। এই খটকা সর্বদা মনে জেগে থাকতো হায়! মৃত্যুর পর না জানি কি অবস্থা হবে? এখন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দেখো, তিনি আমাদের কেমন নিরাপদ ও শান্তির জীবন দান করেছেন যে, দোযখের আগুন তো নয়ই, তাপও আমাদের নিকট আসছে না। আমরা ভয়ে ও আশায় আমাদের প্রতিপালককে ডাকতাম। আজ দেখতে পাচ্ছি, করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের প্রার্থনা শুনেছেন এবং আমাদের সাথে কত ভালো আচরণ করেছেন।

২১. কাফিররা প্রিয়নবী (সা)-কে কখনো পাগল বলতো, কখনো জাদুকর অর্থাৎ তারা বলতো যে, জিন্ন ও শয়তানদের থেকে কিছু সত্য-মিথ্যা সংগ্রহ করে তিনি প্রচার করছেন (নাউযুবিল্লাহ্)। তারা এটুকু উপলব্ধি করতে পারে না যে, আজ পর্যন্ত কোন

(৩০) اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ○

(৩১) قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّيْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ○

(৩২) اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ○

(৩৩) اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ○

৩০. অথবা তারা কি বলে, সে একজন কবি, আমরা তার জন্য কালের বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করছি?[২২]

৩১. তুমি বলো, তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় থাকলাম।[২৩]

৩২. অথবা তাদের বিবেক কি তাদেরকে এই শিক্ষা দেয়, না তারা পাপাচারী সম্প্রদায়?[২৪]

৩৩. অথবা তারা কি বলে, এই কুরআন সে নিজে রচনা করে এনেছে? বরং তারা অবিশ্বাসী।

জাদুকর কিংবা পাগল এমন উন্নত উপদেশ, প্রজ্ঞাপূর্ণ মৌলিক নির্দেশনা, এরূপ স্বচ্ছ পরিপাটি ও সুন্দরভাবে বর্ণনা করেনি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আপনি তাদেরকে ভালো-মন্দ বুঝিয়ে দিন এবং পয়গাম্বর সুলভ উপদেশ দিয়ে যান। তাদের অর্থহীন সমালোচনা ও কটুক্তিতে দুঃখিত হবেন না। আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে আপনি যখন জাদুকরও নন, পাগলও নন, বরং আল্লাহ্‌র পবিত্র রাসূল, তখন নিরবিচ্ছিন্নভাবে উপদেশ দিয়ে যাওয়া আপনার রাসূল সুলভ দায়িত্ব ও কতর্ব্য।

২২. অর্থাৎ নবী করীম (সা) যিনি আল্লাহ্‌র বাণী শুনাচ্ছেন এবং উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন তারা কি এই যুক্তিতে তা প্রত্যাখ্যান করছে যে, ইনি তো একজন কবি মাত্র? আর তারা এই অপেক্ষায় রয়েছে যে, প্রাচীন যুগের বহু কবি যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মরে পঁচে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে ইনিও মরে ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন, স্থায়ী কোন সাফল্য তাঁর মধ্যে নেই, শুধু দু চারদিনের হৈ হুল্লোড় ও সুর মূর্ছনা?

২৩. অর্থাৎ আচ্ছা! ঠিক আছে, তোমরা আমার পরিণতির অপেক্ষা করতে থাকো, আমিও তোমাদেরকে দেখছি। অবিলম্বে স্পষ্ট হয়ে যাবে কে সফলকাম ও কৃতকার্য হয় আর কে ব্যর্থ হয়।

২৪. অর্থাৎ নবী করীম (সা)-কে পাগল আখ্যা দিয়ে যেন তারা নিজেদেরকে বুদ্ধিমান সাব্যস্ত করেছে। জ্ঞান-বুদ্ধি কি তাদেরকে এই শিক্ষা দিলো যে, একজন পরম সত্যবাদী, বিশ্বস্ত বুদ্ধিমান, দূরদর্শী এবং সত্য নবীকে কবি, জাদুকর কিংবা পাগল আখ্যা

(৩৪) فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ۝
(৩৫) أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ۝
(৩৬) أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۚ بَل لَّا يُوقِنُونَ ۝

৩৪. তারা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকে তবে এরূপ কোন বাণী নিয়ে আসুক।[২৫]
৩৫. অথবা তারা কি স্বয়ং সৃষ্টি হয়েছে না কি তারাই সৃষ্টিকর্তা?
৩৬. অথবা তারা কি আকাশরাজি ও পৃথিবী সৃজন করেছে। বরং তারা বিশ্বাস করে না।[২৬]

দিয়ে দূরে ঠেলে দিবে? নবীর কথা আর কবির কথার মধ্যে পার্থক্য যদি বুঝতে না পারে তবে তারা কেমনতর বুদ্ধিমান? মূলত অন্তরে তারা সব কিছু উপলব্ধি করতে পারে কিন্তু নিছক মন্দ অভ্যাস ও গোঁয়ার্তুমির কারণে মিথ্যা কথাগুলো রচনা করো।

২৫. অর্থাৎ তারা কি একথা মনে করেছে যে, নবী করীম (সা) যা কিছু শুনাচ্ছেন তা আল্লাহ্‌র বাণী নয়, বরং তিনি নিজে রচনা করেছেন এবং মিথ্যা আরোপ করো সেগুলোকে আল্লাহ্‌র বাণী বলে প্রচার করছেন? মানতে না চাইলে হাজার বাহানা অবলম্বন করে। কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ে বিশ্বাস না করে এবং তা মানতে না চায় তাহলে এরূপ উদ্ভট সম্ভাবনা উদ্ভাবন করে। নতুবা যে ব্যক্তি এটা মানতে চায় তার বুঝার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সমগ্র দুনিয়াকে একত্র করলেও এই কুরআনের অনুরূপ একটি কিতাব তারা আনতে পারবে না। এবং আল্লাহ্‌র তৈরী এই আকাশের ন্যায় আকাশ এবং আল্লাহ্‌র তৈরী পৃথিবীর ন্যায় পৃথিবী তৈরী করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী কুরআনের ন্যায় কোন কুরআন রচনা করাও অসম্ভব।

তারা কি স্বয়ং সৃষ্টি হয়েছে তাই, স্রষ্টাকে মানছে না?

২৬. অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথা মানছে না কেন? তাদের উপর কি কোন প্রভু নেই যাঁর নির্দেশ মেনে চলা তাদের জন্য অপরিহার্য? তারা কি কোন সৃষ্টিকর্তার সৃজন ব্যতীত স্বয়ং সৃষ্ট হয়েছে, না কি তারা নিজেদেরকে প্রভু মনে করে? কিংবা তারা কি মনে করে যে, আকাশ ও পৃথিবী তাদেরই সৃষ্টি, আর তাই তারা এখানে যা ইচ্ছা তা করবে, তাদেরকে বাধা দেয়ার অধিকার কারো নেই? মূলত এসব ধারণা ও কল্পনা সম্পূর্ণ অসার ও অনর্থ। হৃদয়ে তারাও জানে যে, অবশ্যই এক আল্লাহ্ বিদ্যমান আছেন, যিনি তাদেরকে এবং এই বিশাল সৃষ্টিজগতকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। কিন্তু এই অবগতি সত্ত্বেও শরীআত সম্মত যে ঈমান আনয়নের দায়িত্ব ছিল তারা তা থেকে বঞ্চিত থাকলো।

(٣٧) اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ۝

(٣٨) اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝

(٣٩) اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَ لَكُمُ الْبَنُوْنَ ۝

(٤٠) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۝

(٤١) اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝

৩৭. অথবা তাদের নিকট কি তোমার প্রতিপালকের ভাণ্ডার রয়েছে অথবা তারা কি এগুলোর নিয়ন্তা?[২৭]
৩৮. অথবা তাদের নিকট কি কোন সোপান আছে যাতে আরোহণ করে তা শ্রবণ করে? তাহলে তাদের শ্রবণকারী স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসুক।[২৮]
৩৯ তবে কি কন্যা সন্তান তাঁর জন্য আর তোমাদের জন্য পুত্র সন্তানগুলো?[২৯]
৪০. অথবা তুমি কি তাদের নিকট কোন বিনিময় দাবী করছো যে, তারা সেটিকে একটি দুর্বহ বোঝা মনে করে?[৩০]
৪১. অথবা তাদের নিকট কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা তা লিখে রাখে?[৩১]

২৭. অর্থাৎ তারা কি এই ধারণা পোষণ করে যে, আসমান-যমীন তো আল্লাহ্ তা'আলা বানিয়েছেন কিন্তু তিনি তাঁর কোষাগারের মালিক করেছেন তাদেরকে? কিংবা ক্ষমতাবলে তারা আল্লাহ্র ভাণ্ডারের কর্তৃত্ব অর্জন করেছে? তাহলে এতো বিরাট প্রভাব-প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা থাকা অবস্থায় তারা কারো অনুগত ও অনুসারী হবে কেন?

২৮. অর্থাৎ তারা কি এই দাবী করে যে, সোপান লাগিয়ে তারা আকাশে উঠে যেতে এবং উর্ধ্ব জগতের ফেরেশতাদের আলাপ আলোচনা শুনে আসতে পারে? যেহেতু তারা সরাসরি ওই দরবার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে সেহেতু কোন মানুষের অনুসরণের তাদের আর প্রয়োজন কি? ঠিক আছে, যারা এরূপ দাবী করে তারা যেন আল্লাহ্র নাম নিয়ে নিজেদের দলীল-প্রমাণ পেশ করে।

২৯. অর্থাৎ তারা কি আল্লাহ্কে তাদের চেয়ে হীন মনে করে (নাউযুবিল্লাহ্), তাদের সন্তান-সন্ততি বণ্টন রীতি থেকে তো তাই প্রতীয়মান হয়। আর তাই আল্লাহ্র দেয়া বিধি-বিধানের সম্মুখে মাথা নত করাতে তারা নিজেদের মানহানি ও অপমান মনে করে।

৩০. অর্থাৎ আপনি দাওয়াত ও তাবলীগের বিনিময়ে তাদের নিকট কোন বড় অংকের বিনিময় দাবী করছেন নাকি, যার চাপে তারা লুটিয়ে পড়ছে, আর তাই তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করছে না, কথা মানছে না?

৩১. অর্থাৎ এমন কোন ঘটনা ঘটছে নাকি যে, নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলা যেমন ওহী প্রেরণ করেন, তেমনি তাদের নিকটও তিনি ওহী প্রেরণ করছেন

(٤٢) اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ؕ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ؕ

(٤٣) اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝

(٤٤) وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ۝

(٤٥) فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِيْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۙ

৪২. অথবা তারা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? পরিণামে কাফিররাই হবে ষড়যন্ত্রের শিকার।[৩২]

৪৩. নাকি আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের কোন নির্দেশদাতা আছে? শরীক নির্ধারণ থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।[৩৩]

৪৪. তারা যদি আকাশ থেকে কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে তবে বলবে, এতো পুঞ্জীভূত মেঘ।[৩৪]

৪৫. সুতরাং তুমি তাদেরকে ছেড়ে দাও সেদিন পর্যন্ত যেদিন তাদের উপর বজ্রপাত হবে।

এবং নিজের গোপন রহস্য তাদেরকে অবগত করাচ্ছেন? এরপর নবী-রাসূলদের ওহী যেমন লিখে রাখা হয় তারাও তা লিখে রাখছে? তাই আপনার অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন তাদের নেই?

৩২. অর্থাৎ উপরোক্ত ব্যাপারসমূহের কোনটিই যখন নয় তখন তারা কি শুধু এই পরিকল্পনা নিয়ে আছে যে, প্রিয়নবী (সা)-এর সাথে তারা ষড়যন্ত্র করে যাবে এবং জালিয়াতি, প্রতারণা ও গোপন চক্রান্তের মাধ্যমে সত্যকে পরাজিত ও নিশ্চিহ্ন করে দিবে? তারা যদি এরূপ কিছু চিন্তা করে থাকে তবে মনে রাখা উচিৎ, সকল চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র বুমেরাং হয়ে তাদের উপরই ফিরে আসবে। তারা নিশ্চিহ্ন হবে নাকি সত্য পরাজিত হবে, অবিলম্বে তারা তা জানতে পারবে।

৩৩. তারা কি আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য ও নির্দেশদাতা স্থির করে রেখেছে বিপদের সময়ে যে তাদেরকে সাহায্য করবে এবং যেগুলোর পূজা তাদেরকে আল্লাহ্ থেকে বিমুখ করেছে? তাদের স্মরণ রাখা উচিত, এগুলো শুধু তাদের অলীক কল্পনা ও কুমন্ত্রণা। সকল প্রকারের সমকক্ষ, প্রতিপক্ষ, নজীর ও সমতুল্য থেকে আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র।

৩৪. অর্থাৎ মূলত উল্লেখিত ব্যাপারগুলোর কোনটাই নয়, শুধু একটি বিষয়ের উপস্থিতি আছে সেটি হল জেদ ও গোঁয়ার্তুমি। এর প্রেক্ষিতেই তারা সকল সত্য কথা কে মিথ্যা বলতে এবং অস্বীকার করতে সদা প্রস্তুত। তাদের অবস্থা তো এই, তাদের দাবী

(٤٦) يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝

(٤٧) وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٤٨) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ۝

৪৬. সেদিন তাদের কোন ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না।[৩৫]

৪৭. এসব পাপীর জন্য এটি ব্যতীত অন্য একটি আযাব রয়েছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশ তা জানে না।[৩৬]

৪৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষা করো। তুমি তো আমার চোখের সামনেই আছো[৩৭] এবং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস মহিমা ঘোষণা করো যখন তুমি শয্যা ত্যাগ করো।[৩৮]

মুতাবিক যদি মনে করুন আসমান থেকে তার একটি খণ্ড ফেলে দেয়া হয় তখন চোখে দেখা ঘটনাতেও তারা একটা না একটা বিরূপ ব্যাখ্যা খুঁজবেই। তারা শেষ পর্যন্ত বলতে থাকবে, এটি আকাশ থেকে নাযিল হয়নি, বরং মেঘের একটি পুঞ্জীভূত অংশ জমাট বেঁধে পৃথিবীতে পতিত হয়েছে। যেমন মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল তুষারখণ্ড পতিত হয়। তাহলে এসব গোঁয়ার ও পক্ষপাতদুষ্ট ব্যক্তিদের সত্য গ্রহণের আর কী-ইবা আশা থাকতে পারে?

৩৫. অর্থাৎ এরূপ গোঁয়ার ও সত্যত্যাগীর পেছনে সময় ব্যয় করার আপনার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। তাদেরকে যেতে দিন। আরও কিছু দিন হেসে-খেলে নিক এবং মিথ্যা কথা রচনা করুক। শেষে এমন একটি দিন আসবে যখন আল্লাহ্‌র গযবের বজ্রপাতে তাদের হুঁশজ্ঞান লুপ্ত হবে। বাঁচার কোন পথ থাকবে না। কারও পক্ষ থেকে সাহায্য লাভেরও কোন অবকাশ থাকবে না। এর দ্বারা সম্ভবত আখিরাতের দিবসকেই বুঝানো হয়েছে।

৩৬. তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই খবর নেই যে, আখিরাতের মহাবিপদের দিনের শাস্তি ছাড়াও তাদের জন্য আরো একটি শাস্তি অপেক্ষা করছে। অবশ্যই তাদেরকে তা ভোগ করতে হবে। এর দ্বারা সম্ভবত বদর দিবসের কথা বুঝানো হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে আপন প্রতিপালকের প্রাকৃতিক ও শরীআতী নির্দেশের অপেক্ষা করুন যা অচিরেই আপনার ও তাদের মধ্যে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দিবে। বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে আপনার কোন ক্ষতিই আশংকা না। কারণ আপনি আমার চোখের সামনে এবং আমার নিরাপত্তাধীন রয়েছেন।

(٤٩) وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

৪৯. এবং তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করো রাত্রিকালে ও তারকারাজির অস্তগমনের পর।[৩৯]

---

৩৮. অর্থাৎ আপনি সবর ও ধৈর্য, স্থিরতা ও শান্তির সাথে সর্বদা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ করতে থাকুন, বিশেষত যখন ঘুম থেকে উঠবেন অথবা নামাযে দাঁড়াবেন অথবা যখন মজলিস ত্যাগ করে উঠবেন। এ সময়গুলোতে তাসবীহ-তাহলীল পাঠের প্রচুর তাকিদ রয়েছে।

৩৯. রাতের অংশ দ্বারা সম্ভবত তাহাজ্জুদ নামাযের সময়ের কথা বুঝানো হয়েছে। আর তারকারাজির অস্তগমনের সময় হলো ফজরের সময়। কারণ ভোরের আলো উজ্জ্বল হওয়ার সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে তারকাগুলো অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে।

সূরা আন-নাজ্‌ম

৬২ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۙ

(٢) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ

১. শপথ তারকার যখন তা অস্তমিত হয়।[১]

২. তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্তও নয় এবং বিপথগামীও নয়।[২]

---

১. অর্থাৎ যখন তা অদৃশ্য হয়ে যায়।

নবীদের অনুসরণে মানুষ সুপথ প্রাপ্ত হয়

২. সঙ্গী অর্থ প্রিয়নবী (সা)। অর্থাৎ তিনি ভুলক্রমে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হননি এবং জেনেশুনে বিপথে যাননি। আকাশের নক্ষত্ররাজি যেমন উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট গতিতে নির্ধারিত পথে চলতে থাকে, কখনও এদিক ওদিক হয় না, নবুওয়াতের সূর্যও তেমনি অবিরাম গতিতে চলছে আল্লাহ্‌র নির্ধারিত পথে। এক কদম এদিক সেদিক করার অবকাশ নেই। অন্যথায় তাদেরকে প্রেরণের যে উদ্দেশ্য তা অর্জিত হতো না। নবী-রাসূলগণ নুবওয়াতী আকাশের নক্ষত্র। তাঁদের প্রভা ও চলমানতা দ্বারা পৃথিবী সৎপথ পায়। অন্যান্য নক্ষত্র অস্তগমনের পর যেমন আলোক কেন্দ্র সূর্য উদিত হয়, তেমনি সকল নবী-রাসূলের অন্তর্ধানের পর আরবের আকাশে মুহাম্মাদী সূর্য (সা) উদিত হয়েছে। বিশ্বজগতে দৃশ্যমান নক্ষত্রগুলোকে আল্লাহ্ তা‘আলা এত মজবুত ও সুদৃঢ় করেছেন যে, কোন প্রকারের কম্পন, স্থানচ্যুতি ও ত্রুটির কোন অবকাশ নেই। তাহলে স্পষ্টত এও অনুধাবন করা যায় যে, অদৃশ্য নক্ষত্রগুলো ও রূহানী আলোকপিণ্ডগুলোকে কেমন অটল ও সুদৃঢ় করার কথা। এগুলোর সাথেই তো সমগ্র বিশ্বের হিদায়াত ও সৌভাগ্য জড়িত।

(٣) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝
(٤) اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝
(٥) عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۝
(٦) ذُوْ مِرَّةٍ ؕ فَاسْتَوٰى ۝
(٧) وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ۝

৩. সে নিজের মনগড়া কিছু বলে না।
৪. এটি তো প্রেরিত নির্দেশ।[৩]
৫. প্রবল শক্তিশালী বাহক তাকে তা শিক্ষা দিয়েছে।
৬. যে শক্তিমান;[৪] এরপর সে ঋজুভাবে বলো।
৭. এবং সে ছিল উর্ধ্বদিগন্তে।[৫]

মহানবী (সা) মনগড়া কোন কথা বলেননি

৩. অর্থাৎ তিনি যত কাজ করেছেন, এমন একটি অক্ষরও তাঁর বরকতময় মুখ থেকে বের হয়নি যা তাঁর প্রবৃত্তি প্রসূত। বরং দীন-ধর্ম সম্পর্কিত যত কথাই তিনি বলেন তার সবই আল্লাহ্ প্রেরিত ওহী এবং তাঁর নির্দেশ মুতাবিক হয়। তন্মধ্যে পঠিত ওহীকে (ওহী মাতলূ) কুরআন এবং অপঠিত ওহীকে (ওহী গায়র মাতলূ) হাদীস্ বলা হয়।

৪. অর্থাৎ ওহী প্রেরণকারী তো মূলত আল্লাহ্ তা'আলা। কিন্তু যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলা এই ওহী আপনার নিকট পৌঁছান এবং যিনি আপনাকে প্রকাশ্য ওহী শিক্ষা দেন তিনি ভীষণ শক্তিশালী, পরম শক্তিমান, সুদর্শন ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল আমীন (আ)। বস্তুত হযরত জিবরাঈল (আ)-এর বর্ণনা প্রসংগে সূরা তাকবীরে এসেছে ঃ

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِىْ قُوَّةٍ ....

"এটি সম্মানিত রাসূলের কথা যিনি শক্তিমান"।

৫. "উর্ধ্ব দিগন্ত দ্বারা অধিকাংশ ভাষ্যকার পূর্ব দিগন্ত বুঝিয়েছেন, যেদিক থেকে সুবহি সাদিক দৃশ্যমান হয়। মহানবী (সা) তার প্রতি ওহীর সূচনাতে একবার হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর মূল আকৃতিতে একটি কুরসীতে বসা দেখেছিলেন। তখন মনে হচ্ছিল আকাশের এক দিগন্ত থেকে অপর দিগন্ত পর্যন্ত ব্যাপৃত ছিলেন তিনি। এই অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর দৃশ্য তাঁর জন্য এই ছিল প্রথম। তা দেখে তিনি ভয় পেয়েছিলেন। তখন সূরা মুদ্দাছছির নাযিল হয়।

(৮) ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ○

(৯) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ○

(১০) فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ○

(১১) مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ○

(১২) اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ○

৮. তারপর সে নিকটবর্তী হলো অতি নিকটবর্তী।
৯. ফলে তাদের মধ্যে দুই ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা তারও কম।
১০. এরপর আল্লাহ্ নির্দেশ প্রেরণ করলেন তাঁর বান্দার প্রতি যা প্রেরণ করার ছিল।[৬]
১১. রাসূলের অন্তর যা দেখেছে সে সম্পর্কে মিথ্যা বলেনি।[৭]
১২. সে যা দেখেছে তা নিয়ে কি তোমরা তার সাথে ঝগড়া করছো?[৮]

মহানবী (সা) জিব্‌রাঈল (আ)-এর মূল অবয়ব দেখেছেন

৬. অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) তার প্রকৃত অবস্থান ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত থাকা সত্ত্বেও এত নিকটে এসে গিয়েছিলেন যে, উভয়ের মাঝে দুই হাত কিংবা দুই ধনুকের অতিরিক্ত দূরত্ব ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর খাস বান্দার [মুহাম্মাদ (সা)] নিকট ওহী প্রেরণ করলেন যা দ্বারা সম্ভবত সূরা মুদ্দাছছিরের এই আয়াতগুলো বুঝানো হয়েছে ঃ يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَاَنْذِرْ অথবা অন্য কোন বিধানও হতে পারে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى আয়াতে اَوْ (অথবা) শব্দটি বিশেষজ্ঞগণের সন্দেহার্থক নয়। বরং ওই ধরনের বাক্যবিন্যাস হয় পূর্ণ তাকিদ ও অত্যুক্তির সাথে অতিরিক্তকে নেতিবাচক করার জন্য। অর্থাৎ ধনুকের কথা উল্লেখ করে এটি বুঝানো উদ্দেশ্য নয় যে, দুই ধনুকের দূরত্ব কিংবা তারও কম দূরত্ব ছিল, বরং উদ্দেশ্য এই যে, দূরত্ব এর চেয়ে বেশী ছিলো না। এ বিষয়ে তাফসীরকারদের অন্যান্য অভিমতও রয়েছে।

৭. অর্থাৎ মহানবী (সা) হযরত জিব্‌রাঈল (আ)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তখন তাঁর অন্তরে এ কথা সৃষ্টি হয়েছে যে, এখন চক্ষু যা দেখছে তা সম্পূর্ণ সঠিকভাবে দেখছে। এতে কোন প্রকারের ভুলত্রুটি নেই যে, কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না, এরূপ বক্তব্যে তাঁর অন্তর সত্যবাদীই ছিল। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নবী-রাসূলদের অন্তরে ফেরেশতাদের পরিচিত সৃষ্টি করে দেন। নতুবা রাসূলের মনে যদি নিশ্চয়তা ও স্থিরতা না থাকে তবে অন্যরা কি করে সান্ত্বনা লাভ করবে?

(১৩) وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۙ
(১৪) عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○
(১৫) عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ۙ

১৩. নিশ্চয় সে তাকে আরেকবার দেখেছিল অবতরণ করাকালে।
১৪. সিদরাতুল মুনতাহার নিকট।
১৫. তার পাশে আছে সুখে বসবাসের বেহেশেত।[৯]

---

৮. অর্থাৎ ওহী প্রেরণকারী আল্লাহ্, আনয়নকারী ফেরেশেতা যার আকৃতি ও চরিত্র পরম পবিত্র, অনুধাবন ও স্মৃতিশক্তি ইত্যাদি ষোল কলায় পরিপূর্ণ। তদুপরি এত নিকটবর্তী হয়ে ওহী পৌঁছিয়ে দেন যে, নবী করীম (সা) তাকে স্বচক্ষে দেখেন। নবী (সা)-এর স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল অন্তর তাকে সত্যরূপে বরণ করে। তাহলে এইরূপ দেখাশোনা বিষয়ে অযথা তর্ক-বিতর্ক এবং বিবাদ করার অধিকার কি তোমাদের আছে?

اِذَا لَمْ تَرَ الْهِلَالَ فَسَلِّمْ ـ لِنَاسٍ رَاَوْهُ بِالْاَبْصَارِ

"তুমি যদি নব চন্দ্র দেখিতে না পাও
যারা দেখেছে চাঁদ তাদের কথা মেনে নাও"।

সিদরাতুল মুনতাহা (সীমান্তের কুলবৃক্ষ)

৯. হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, মহানবী (সা) হযরত জিবরাঈল (সা)-কে দ্বিতীয়বার দেখেছিলেন মি'রাজের রাতে সপ্ত আকাশের উপর সিদরাতুল মুনতাহায় (কুল গাছের নিকটে)। এটি উর্ধ্ব জগত ও নিম্ন জগতের সীমান্ত। উর্ধ্ব জগতবাসিগণ এর নীচে যায় না আর নিম্ন জগতের অধিবাসিগণ এর উপরে উঠে না। এর নিকটে তিনি বেহেশত দেখেছেন"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ জান্নাতের আঙ্গুর ও অন্যান্য ফলমূলকে যেমন দুনিয়ার ফলমূলের সাথে তুলনা করা যায় না, শুধু নামের ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে, তেমন সিদরাতুল মুনতাহা তথা শেষ সীমায় কুল গাছটিকে দুনিয়ার কুলগাছের সাথে তুলনা করা যায় না। সেই কুল কেমন তা আল্লাহ্ তা'আলাই জানেন। এই বৃক্ষটি এদিক এবং ওইদিকের শেষ সীমানায় অবস্থিত। যেসব আমল দুনিয়া থেকে উপরের দিকে উঠে সেগুলোর সীমানা ওই কুলগাছ এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যে বিধি বিধান অবতরণ করে সেগুলোর সীমানাও এই কুলবৃক্ষ। হাদীস শরীফ থেকে জানা যায় যে, ওই বৃক্ষের কাণ্ড ৬ষ্ঠ আকাশে এবং ডালপালাও বিস্তৃতি সপ্তম আকাশে (আল্লাহ্ই জানেন)।

(١٦) اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ

১৬. যখন বৃক্ষটি যা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার আচ্ছাদিত ছিল।[১০]

১০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার জ্যোতি ও তাজাল্লী ওই বৃক্ষের উপর বিস্তারিত ছিল এবং ফেরেশতাদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, বৃক্ষের প্রতি পাতায় এক একজন ফেরেশতা দেখা যাচ্ছিল। কতক বর্ণনায় এসেছে যে, "যা আচ্ছাদন করেছিল" অর্থ সোনালী পতঙ্গগুলো ওই বৃক্ষকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল। ওগুলো মন কেড়ে নেয়ার মতই সুন্দর ও মনোরম ছিল। তখন ওই বৃক্ষের রূপ ও সৌন্দর্য এত নয়নাভিরাম ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করার সাধ্য মানুষের নেই। সম্ভবত ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখের অভিমত অনুসারে মি'রাজের রাতে মহানবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলার দীদার লাভের যে সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তার বর্ণনা এই দ্ব্যর্থবোধক আয়াতে তা সূক্ষ্মভাবে সন্নিবিষ্ট রয়েছে। কারণ পূর্ববর্তী আয়াতগুলো সম্পর্কে হযরত আইশা (রা)-এর স্পষ্ট হাদীস রয়েছে যে, এখানে দর্শন মানে আল্লাহ্‌র দর্শন নয়, বরং জিবরাঈল (আ)-এর দর্শনই উদ্দেশ্য। আল্লামা ইব্‌ন কাছীর (র) এই আয়াত প্রসঙ্গে হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর অন্যতম শিষ্য হযরত মুজাহিদ (র) সূত্রে উল্লেখ করেছেন ঃ

كَانَ اَغْصَانُ السِّدْرَةِ لُؤْلُؤًا وَّيَاقُوْتًا وَزَبَرْجَدًا فَرَاٰهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاٰى رَبَّهٗ بِقَلْبِهٖ -

"কুলবৃক্ষের শাখাগুলো ছিল মুক্তা, ইয়াকূত ও মহামূল্যবান পাথর জাবারজাদের তৈরী। হযরত মুহাম্মাদ (সা) তা দেখলেন এবং তিনি তার অন্তর দ্বারা তাঁর প্রতিপালককে দেখলেন"।

এই দর্শন যেহেতু শুধু অন্তরের দর্শন নয় বরং অন্তর ও চক্ষু উভয়ের মিলিত দর্শন, যেমন مَا زَاغَ الْبَصَرُ (দৃষ্টিবিভ্রম হয়নি) দ্বারা তা জানা যায়। সম্ভবত এইজন্য তাবরানী শরীফে উদ্ধৃত হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর কোন কোন বর্ণনায় তিনি বলেছেন ঃ

رَاٰهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِقَلْبِهٖ وَمَرَّةً بِبَصَرِهٖ

"তিনি তাঁকে দু'বার দেখেছেন, একবার অন্তর দ্বারা একবার চক্ষু দ্বারা"।

এখানে দু'বার দেখার অর্থ হলো, একই সময়ে দুইভাবে দেখেছেন। যেমন اِنْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ مَرَّتَيْنِ। হাদীসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম বলেছেন। বাহ্যিক চোখেও দেখেছেন অন্তরের চোখেও দেখেছেন। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (দৃষ্টিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না) আয়াতে যে প্রকারের দর্শনকে নেতিবাচক করা

(১৭) مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ○

১৭. তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি সীমাও লংঘন করেনি।১১

হয়েছে, আলোচ্য দৃষ্টি সেই দৃষ্টি নয়। কারণ উক্ত আয়াত দ্বারা সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিভুক্ত হওয়ার নেতিবাচকতা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দৃষ্টিসমূহ আল্লাহ্ তা'আলাকে আয়ত্ত করতে পারে না।

উপরন্তু হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, মহানবী (সা) আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখেছেন এরূপ দাবী করা لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ আয়াতের বিপরীত, তখন তিনি বলেছিলেন وَيْحَكَ ذَاكَ اِذَا تَجَلّٰى بِنُوْرِهِ الَّذِىْ هُوَ نُوْرُهُ "তোমার জন্য দুঃখ হয়, এটি তো তখনকার দর্শন যখন আল্লাহ্ তা'আলা আপন জ্যোতি দ্বারা প্রকাশিত হন" (তিরমিযী)।

এর দ্বারা জানা গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার নূর ও নূরের আভা পৃথক পৃথক বিষয়। কতক নূর মানুষের চক্ষুর পক্ষে অসহ্য আর কতক সেরূপ নয়। প্রতিপালকের দর্শন বলতে উভয় প্রকারের দর্শন বুঝায়। তাই এটি বলা সংগত যে, আখিরাতে ঈমানদারদের দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ্র দর্শনযোগ্য স্তরে বৃদ্ধি করে দেয়ার পর তারা যে প্রকারে আল্লাহ্কে দেখবে সে প্রকারের দেখা দুনিয়াতে কারো ভাগ্যে জুটবে না। হাঁ মি'রাজের রাতে এক বিশেষ স্তরের দর্শন লাভ করার সৌভাগ্য মহানবী (সা)-এর হয়েছিল, যেমন হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন। এই বিশেষত্বে আজ পর্যন্ত কোন মানুষ মহানবী (সা)-এর সমকক্ষ হতে পারেনি।

বস্তুত নূর ও নূরের আভার তারতম্যের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, হযরত আইশা (রা) ও হযরত ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্যের মধ্যে কোন বৈপরীত্ব নেই। সম্ভবত ইনি এক দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন লাভের বিষয়টি অস্বীকার করেন আর উনি অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শন স্বীকার করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবূ যার (রা)-এর বর্ণিত হাদীস رَأَيْتُ نُوْرًا (আমি নূর দেখেছি) এবং نُوْرٌ اَنّٰى اَرَاهُ (একটি নূর আমি তা কিভাবে দেখবো-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিরসন সম্ভব। মি'রাজের রাতে মহানবী (সা) যা দেখেছেন তা নিশ্চিতভাবে দেখেছেন।

১১. অর্থাৎ চক্ষু যা কিছু দেখেছে পূর্ণ ক্ষমতা ও দৃঢ়তার সাথে দেখেছে, দৃষ্টি বাঁকা হয়ে ডানে-বামেও যায়নি কিংবা লক্ষ্যবস্তু অতিক্রম করে সম্মুখে অগ্রসরও হয়নি, বরং যা দেখানো উদ্দেশ্য ছিল তাতেই দৃষ্টি সীমিত ছিল। রাজা-বাদশার দরবারে যা দেখানো হয় তা না দেখা এবং যা দেখানো উদ্দেশ্য নয় তা দেখা দুটোই দূষণীয়। আল্লাহ্র দর্শন লাভ করার সময় মহানবী (সা) উভয় প্রকারের ত্রুটি হতে পবিত্র ছিলেন।

(١٨) لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ○

(١٩) اَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ○

(٢٠) وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْاُخْرٰى ○

১৮. নিশ্চয় সে তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।১২

১৯. তোমরা দেখতো লাত ও উয্‌যাকে।

২০. এরপর তৃতীয় আরেকটি মানাত।১৩

---

১২. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ আয়াতের টীকায় যা যা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো ব্যতীত আরও কত কি দৃশ্য আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে দেখিয়েছেন তা আল্লাহ্ই জানেন।

اکنوں کرا دماغ کہ پرسد زبا غباں

بلبل چہ گفت وگل چہ شنید وصبا چہ کرد

"বনমালীকে জিজ্ঞেস করে সে সাধ্য আছে কার

কি বলিল বুলবুল কি শুনিল কলিফুল কি করিল বাতাস বাহার"।

১৩. অর্থাৎ এই সীমাহীন মর্যাদার অধিকারী মহান আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় এসব হীন ও তুচ্ছ বস্তুর নাম নেয়াও তো লজ্জার কথা।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ লাত, মানাত ও উয্‌যা তাদের দেবদেবীর নাম। এদের মধ্যে লাত ছিল তাইফবাসীদের নিকট অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। আওস, খাযরাজ ও খুযাআ গোত্রের দেবতা ছিল মানাত, আর কুরায়শ ও বানূ কিনানা গোত্রের মতে "উয্‌যা" ছিল উল্লিখিত দু'টির চেয়ে অধিক মর্যাদাবান। তাদের মধ্যে মক্কার নিকটবর্তী নাখলায় অবস্থিত "উয্‌যা" প্রতিমা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ, এরপর তাইফে অবস্থিত "লাত" এবং তারপর তৃতীয় স্থানে মানাত। এটি মক্কা থেকে বহু দূরে এবং মদীনা শরীফের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। আল্লামা ইয়াকূত হামাবী (র) মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে দেবদেবীদের এই স্তরবিন্যাস উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন, কুরায়শগণ কাবা শরীফে তাওয়াফ করার সময় এসব শ্লোক পাঠ করতো ঃ

وَاللّٰتِ وَالْعُزّٰى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةِ الْاُخْرٰى

هٰؤُلَاءِ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجٰى

"লাত, উয্‌যা এবং তৃতীয় অপর একটি মানাত, এগুলো অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। এগুলোর সুপারিশ পাওয়ায় আশা পোষণ করি"।

তাফসীর গ্রন্থগুলোতে এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য মুহাদ্দিস সমাজের মতে ঘটনাটি বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত নয়। বাস্তবিকপক্ষে এটির কোন ভিত্তি থাকলেও তা সম্ভবত এই যে, মহানবী (সা) মুসলমান ও কাফিরদের কোন এক

২১ اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثٰى ○

২২ تِلْكَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ○

২৩ اِنْ هِيَ اِلَّآ اَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ اَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ
سُلْطٰنٍ ط اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْاَنْفُسُ ج وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ
الْهُدٰى ○

২১. তোমরা কি পুত্র সন্তানগুলো পেয়েছ আর আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে কন্যা সন্তানগুলো?

২২. এটি তো খুবই অসংগত বণ্টন।[১৪]

২৩. এসব তো কতগুলো নাম মাত্র যা তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা রেখে নিয়েছ। আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোর পক্ষে কোন প্রমাণ নাযিল করেননি।[১৫] তারা শুধু অনুমান ও প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে। অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথনির্দেশ এসেছে।[১৬]

সমাবেশে এই সূরা পাঠ করেছিলেন। কাফিরদের অভ্যাস ছিল, তারা মানুষকে কুরআন শুনতে দিতো না, বরং কুরআন তিলাওয়াতের সময় হৈচৈ ও গণ্ডগোল করতো। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَاتَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْافِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ

"কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করো না এবং সেটি আবৃত্তিকালে শোরগোল সৃষ্টি কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পারো" (সূরা হা-মীম-সাজদা ঃ ২৬)।

আলোচ্য সূরা পাঠান্তে এই আয়াত পাঠ করার সময় কোন এক কাফির শয়তান তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এবং তাঁর স্বরে স্বর মিলিয়ে এই বাক্যটি উচ্চারণ করে দিয়েছিল যা সর্বদা তাদের মুখে মুখে থাকতো ঃ تِلْكَ الْغَرَانِيْقُ الْعُلٰى (এইগুলো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ও সম্মানিত)। এরপর মুখে মুখে উচ্চারিত হতে হতে কি হতে কি হয়ে গেল। নতুবা একথা তো সুস্পষ্ট যে, শয়তানের এমন শক্তি কখন ছিল যে, নবী করীম (সা)-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাবে? এর পরক্ষণেই যার অসারতা ও বাতুলতা ঘোষণা করা হচ্ছে এখানে তার গুণগান করার কিইবা যুক্তি আছে।

১৪. গ্রন্থকার ইয়াকূত আল-হামাবী (র) তাঁর মু'জামুল বুলদান গ্রন্থে লিখেছেন, কাফিররা এই প্রতিমাগুলোকে আল্লাহ্‌র কন্যারূপে আখ্যায়িত করতো। এর উত্তরে বলা যায় যে, প্রথমত, আল্লাহ্ তা'আলা নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন ঃ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ

(٢٤) اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ۝

(٢٥) فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَ الْاُوْلٰى ۝

(٢٦) وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ۝

২৪. মানুষ যা চায় তাই কি পায়?

২৫. বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌র হাতে।[১৭]

২৬. আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ্ যার জন্য ইচ্ছা এবং যাকে পসন্দ করেন, অনুমতি না দেন।[১৮]

(তিনি কাউকে জন্ম দেননি, কারো ঔরসে জন্মগ্রহণও করেননি)। যদি তাঁর জন্য সন্তান ধরে নেয়া হয় (যা কখনো হওয়ার নয়) তাহলে এ কেমন অন্যায় বণ্টন যে, তোমরা নিজেদের জন্য পুত্র সন্তান রেখেছো আর আল্লাহ্‌র জন্য নির্ধারিত করেছো কন্যা সন্তান (নাউযুবিল্লাহ্)।

শির্‌কবাদীদের দেবতা ও দেবতার নাম তাদেরই মনগড়া

১৫. অর্থাৎ কতক গাছগাছালি ও পাথর খণ্ডকে তোমরা বিভিন্ন নামে আখ্যায়িত করেছ। এগুলোর পক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার কোন নির্দেশ নেই বরং দলীল রয়েছে এগুলোর বিপক্ষে। সুতরাং তোমরা সেগুলোকে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত কন্যা বলো আর পুত্র বলো কিংবা অন্য কোন নামে ডাকো এগুলো শুধু কথার কথা, এর পেছনে কোন প্রমাণই নেই।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হিদায়াতের আলো এসেছে এবং তিনি তাদেরকে সৎপথ দেখিয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই মূর্খের দল তাদের খেয়াল-খুশী ও প্রবৃত্তির অন্ধকারে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। অনুমান প্রসূত যা মনে এসেছে এবং অন্তরে উদিত হয়েছে তার অনুসরণে লেগেই রয়েছে, তত্ত্ব অনুসন্ধান ও সত্য গ্রহণের ধারে কাছেও নেই।

মূর্তিগুলো সুপারিশ করবে এমন ধারণা নিছক কল্পনা

১৭. অর্থাৎ তারা মনে করে যে, এই দেবদেবী তাদের জন্য সুপারিশ করবে। এটি নিছক কল্পনা ও আকাঙ্ক্ষা। মানুষ যা-ই কামনা করে তা-ই কি পেয়ে যায়? স্মরণ রাখা দরকার যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ আল্লাহ্‌র হাতে। হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, মূর্তি পূজায় কী ছাই পাওয়া যায়? আল্লাহ্ যা দেন শুধু তাই পাওয়া যায়"।

আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত ফেরেশতাগণও সুপারিশ করতে পারে না

১৮. অর্থাৎ এই প্রতিমাগুলোর কীইবা অস্তিত্ব? আকাশের অধিবাসী যারা আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা, তাদের সুপারিশও কোন কাজে আসে না, তবে আল্লাহ্ তা'আলা

(٢٧) اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ۝

(٢٨) وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۝

(٢٩) فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝

(٣٠) ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝

২৭. যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তারা ফেরেশতাদেরকে নারীবাচক নাম দিয়ে থাকে।

২৮. অথচ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই, তারা শুধু অনুমানের অনুসরণ করে। অথচ সত্যের মুকাবিলায় অনুমান কোন কাজে আসে না।[১৯]

২৯. সুতরাং যে ব্যক্তি আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে তার থেকে তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও।

৩০. তাদের জ্ঞানের সীমা এ পর্যন্তই।[২০] নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই ভালো জানেন তাঁর পথ থেকে কে বিচ্যুত হয় এবং তিনি ভালো জানেন কে সৎপথ প্রাপ্ত।[২১]

যার পক্ষে সুপারিশের নির্দেশ দেন এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট হন তার পক্ষে সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে। এটি সর্বজনবিদিত যে, আল্লাহ্ তা'আলা কখনো প্রতিমাকে সুপারিশের নির্দেশ দিবেন না এবং কাফিরদের প্রতি তিনি সন্তুষ্টও হবেন না।

১৯. অর্থাৎ আখিরাতের বিশ্বাস যার অন্তরে নেই সে শাস্তি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে এই ধরনের অশিষ্ট আচরণ করে। যেমন ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে আখ্যায়িত করে আল্লাহ্‌র কন্যা বলেছে। এটি তাদের নিছক মূর্খতা। ফেরেশতাদের নারী কিংবা পুরুষ হওয়ার কি আছে? আল্লাহ্‌র সন্তান থাকে কী করে? সত্য ও সঠিক পথে থাকতে হলে এসব অনুমান নির্ভর ও ভিত্তিহীন খেয়াল খুশীতে কি কাজ হয়? আচ্ছা, সন্দেহপূর্ণ ও অনুমান নির্ভর কিছু কি সুস্পষ্ট সুদৃঢ় বিষয়ের সমকক্ষ হতে পারে?

২০. অর্থাৎ যার উঠাবসা ও চিন্তা-ভাবনা শুধু দুনিয়ার জীবনকে ঘিরেই আবর্তিত হয় আল্লাহ্ ও আখিরাতের চিন্তা কখনো যার মধ্যে আসে না তার অবান্তর কথায় আপনি কান দিবেন না। সে আল্লাহ্ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। আপনি তার নষ্টামী ও বক্র আচরণ থেকে মুখ ফিরিরে নিন। তাকে বুঝিয়ে দেয়া আপনার দায়িত্ব ছিল। আপনি বুঝিয়ে দিয়েছেন। এরূপ মন্দ স্বভাবের লোকের সত্য গ্রহণের আশা করা এবং তাদের

(٣١) وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَآءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۚ

(٣٢) اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۚ

৩১. আকাশে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহ্‌র, যাতে তিনি দুষ্কৃতিকারীদেরকে তাদের কর্মের ফল দান করেন এবং সৎকর্মশীলদেরকে প্রদান করেন ভালো প্রতিদান।[২২]

৩২. যারা পরিহার করে গুরুতরপাপ ও অশ্লীলতাসমূহ, অবশ্য ছোটখাট অপরাধ উপেক্ষণীয়।[২৩] তোমার প্রতিপালকের ক্ষমা সুদূর বিস্তৃত।[২৪] তিনি তোমাদের সম্পর্কে খুবই অবগত যখন তোমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে এবং যখন তোমরা ভ্রূণ ছিলে তোমাদের মাতৃগর্ভে। সুতরাং তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না, তিনিই ভালো জানেন কে মুত্তাকী।[২৫]

কল্যাণ চিন্তায় নিজেকে কষ্ট দেয়া নিষ্ফল। তাদের অনুধাবন ও বোধশক্তি তো শুধু দুনিয়ার লাভ-লোকসান পর্যন্ত সীমাবদ্ধ এর পরের দিকে বিস্তৃত নয়। মৃত্যুর পরে প্রকৃত মালিকের দরবারে হাযির হয়ে কড়ায়-গণ্ডায় যে হিসাব দিতে হবে তা তারা কেমন করে বুঝবে? তাদের সকল চেষ্টা-তদবীর, শিক্ষাদীক্ষা জন্তু জানোয়ারের ন্যায় উদর পূর্তি ও পাশবিক কামনা চরিতার্থ করার জন্য নিয়োজিত।

২১. অর্থাৎ যারা গোমরাহীতে লিপ্ত রয়েছে এবং যারা হিদায়াত লাভ করেছে তাদের সকলের সম্মুখে এবং তাদের সুপ্ত যোগ্যতাও ও প্রতিভা সম্পর্কে অনাদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'আলা অবগত আছেন। তদনুসারেই তাদের পার্থিব জীবনের ঘটনাবলী সংঘটিত হবে। হাজার চেষ্টা করলেও আল্লাহ্ তা'আলার অবগতির বিপরীত কিছু ঘটবে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানানুসারে সকলের সাথে যথোপযুক্ত আচরণ করবেন। সুতরাং আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের ব্যাপার আল্লাহ্‌র প্রতি সোপর্দ করে দিন।

২২. অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষের অবস্থা তাঁর জানা এবং আসমান-যমীনের সকল কিছুর উপর তাঁর ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তারিত। তাহলে পাপ ও পুণ্যের প্রতিফল প্রদানে তাঁর বাধা কোথায়? বরং গভীরভাবে দেখলে প্রতীয়মান হবে যে, আসমান-যমীনের এই সুবিশাল কর্মশালা সৃজনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে, এই জীবনের পরিণতিতে অন্য একটি

(٣٣) اَفَرَءَيۡتَ الَّذِىۡ تَوَلّٰىۙ

৩৩. যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তাকে কি তুমি দেখেছ?[২৬]

চিরস্থায়ী জীবন প্রতিষ্ঠা করা হবে, যেখানে পাপীরা তাদের পাপের ফল ভোগ করবে, আর সৎকর্মশীলদের সৎকর্মের প্রতিদানে তাদের সাথে সদাচারণ করা হবে।

২৩. সূরা "নিসা"-এর ৩১ নং আয়াতের টীকায় সগীরা ও কবীরা গুনাহ তথা ক্ষুদ্র ও গুরুতর পাপের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অত্র আয়াতে উল্লেখিত লামাম (لَمَم)-এর ব্যাখ্যায় কয়েকটি অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, মনের মধ্যে পাপ সংঘটনের যে সকল ইচ্ছা ও মনোভাব উদিত হয়, কিন্তু তা কার্যে পরিণত হয় না তাই লামাম (لَمَم)। কেউ কেউ "লামাম" দ্বারা সগীরা গুনাহ তথা ক্ষুদ্র পাপ বুঝিয়েছেন। আর কেউ বলেছেন, যে পাপ ঘটনাক্রমে সংঘটিত হলেও তা অভ্যাসে পরিণত হয় না। অথবা যে পাপ থেকে তাওবা করা হয় সেগুলো লামাম (لَمَمْ)-এর অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মতে "লামাম"-এর উত্তম ব্যাখ্যা তাই সূরা নিসার টীকায় বিজ্ঞ অনুবাদক (র) যা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এখানে অনুবাদে অন্য অর্থ গ্রহণেরও অবকাশ রেখেছেন।

২৪. তাই অনেক ছোট খাট পাপ তিনি ক্ষমা করে দেন এবং তওবা কবূল করেন, পাপীদেরকে নিরাশ হতে দেন না। ছোট-বড় সকল পাপে যদি তিনি শাস্তি দিতেন তাহলে বান্দার আর বাঁচার পথ ছিলো না।

২৫. অর্থাৎ তাকওয়া ও পরহিযগারীর কিছুটা তাওফীক যদি আল্লাহ্ তা'আলা প্রদান করেন তবে অহংকার প্রদর্শন করো না। নিজেকে বুযুর্গরূপে জাহির করো না। সকলের পবিত্রতা ও বুযুর্গী সম্বন্ধে তিনি অবগত আছেন, এখন থেকে নয়, বরং তোমরা দুনিয়ার জগতে কদম ফেলার পূর্ব থেকে তিনি তোমাদেরকে জানেন। মানুষের উচিত তাঁর উৎসের কথা ভুলে না যাওয়া। তার প্রথম উৎস তো মাটি। এরপর মাতৃজঠরের গাঢ় অন্ধকারে থেকে অপবিত্র রক্ত খেয়ে প্রতিপালিত হয়েছে। অতঃপর কত প্রকারের শারীরিক ও আত্মিক দুর্বলতায় ভুগেছে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা যদি কোন উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন তখন সেটিকে তত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে জাহির করার অধিকার নেই। যে ব্যক্তি প্রকৃতই মুত্তাকী সে এরূপ দাবী করতে লজ্জাবোধ করে। বরং সে মনে করে যে, উল্লেখিত দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। কিছু না কিছু ত্রুটি হয়েই যায়। অবশ্য আল্লাহ্ যাকে রক্ষা করেন সে ব্যতিক্রম।

২৬. অর্থাৎ নিজের মূল উৎস ভুলে গিয়ে প্রকৃত মালিক ও সৃষ্টিকর্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

(٣٤) وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ۝

(٣٥) اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ۝

(٣٦) اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ۝

(٣٧) وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰٓى ۝

(٣٨) اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۝

৩৪. সে এনেছে স্বল্প এবং পাষাণ হয়ে গিয়েছে।[২৭]
৩৫. তার নিকট কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখছে।[২৮]
৩৬. অথবা তাকে কি জানানো হয়নি যা আছে মূসার কিতাবে,
৩৭. এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে তার দায়িত্ব পালন করেছিল?[২৯]
৩৮. তা এই যে, কোন বাহক অপরের বোঝা বহন করবে না।[৩০]

আয়াতের শানে নুযুল

২৭. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ অল্পস্বল্প ঈমান আনতে শুরু করেছিল, এরপর তার অন্তর কঠিন হয়ে গেলো"। তাফসীরকার মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন, এই আয়াত ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরাকে লক্ষ্য করে নাযিল হয়েছে। মহানবী (সা)-এর ওয়াজ-নসীহত শুনে ইসলামের প্রতি তার কিছুটা আগ্রহ জন্মেছিল। কুফরীর শাস্তির ভয়ে সে ইসলাম গ্রহণের খুবই কাছাকাছি পর্যায়ে এসে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে জনৈক কাফির তাকে বললো, আপনি ও পথে যাবেন না। আপনার সকল পাপ ও অপরাধের বোঝা আমি আমার কাঁধে নিচ্ছি। আপনার সকল শাস্তি আমি ভোগ করবো। তবে একটি শর্ত এই যে, এই নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ আমাকে দিতে হবে। ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা এই শর্ত মেনে নিল, এরপর নির্ধারিত পরিমাণ কিছু অংশ পরিশোধ করে অবশিষ্ট অংশ দিতে অস্বীকার করলো। এই প্রেক্ষিতে وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى আয়াতের অর্থ হবে, "সে কিছু অংশ সম্পদ পরিশোধ করেছে, তারপর হাত গুটিয়ে নিয়েছে।"

২৮. অর্থাৎ সে কি অদৃশ্যের লেখাগুলো দেখে এসেছে যে, ভবিষ্যতে তাকে কুফরীরা সাজা ভোগ করতে হবে না? নিজের পরিবর্তে অন্যকে দিয়ে নিজে মুক্তি পাবে।

২৯. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) আল্লাহ্‌র সাথে কৃত সকল কথা, স্বীকারোক্তি ও প্রতিশ্রুতি পূর্ণভাবে পালন করেছেন, আল্লাহ্‌র পাওনা যথাযথভাবে আদায় করেছেন এবং তাঁর বিধি-বিধান বাস্তবায়নে অণু পরিমাণও ত্রুটি করেননি।

(٣٩) وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ۙ

(٤٠) وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ۪

(٤١) ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ۙ

(٤٢) وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ۙ

(٤٣) وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ۙ

(٤٤) وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ۙ

(٤٥) وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۙ

৩৯. এবং মানুষ তাই পায় যা সে অর্জন করে।[৩১]
৪০. এবং তার উপার্জন অবশ্যই তাকে দেখানো হবে।
৪১. তারপর তাকে তার পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করা হবে।[৩২]
৪২. আরো এই যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট সকলের প্রত্যাবর্তন।[৩৩]
৪৩. এবং তিনি হাসান, তিনিই কাঁদান
৪৪. এবং তিনি মারেন, তিনিই বাঁচান
৪৫. আর তিনিই সৃজন করেছেন যুগল পুরুষ ও নারী,[৩৪]

একে অন্যের পাপের দায় বহন করবে না

৩০. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম ও হযরত মূসা (আ)-এর নিকট প্রেরিত আসমানী কিতাবে এই বিষয়টি উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্‌র দরবারে কোন অপরাধী অপরের অপরাধের দায় বহন করতে পারবে না। নিজ নিজ কর্মের জন্য প্রত্যেককে জবাবদিহি করতে হবে।

মানুষের কর্তব্য চেষ্টা করা

৩১. অর্থাৎ মানুষ চেষ্টা-পরিশ্রম করে যা অর্জন করে সেটাই তার প্রাপ্য। অন্যের পুণ্য ছিনিয়ে নিয়ে নিজের নামে চালিয়ে দেয়া যাবে না। অবশ্য কেউ যদি স্বেচ্ছায় নিজের কতক প্রাপ্য অন্যকে দান করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তা মঞ্জুর করেন তবে সেটি আলাদা কথা। হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্র থেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানা যায়।

মানুষ তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল লাভ করবে

৩২. অর্থাৎ প্রত্যেকের শ্রম ও কর্ম তার সম্মুখে রাখা হবে এবং তার পরিপূর্ণ ফল প্রদান করা হবে।

৩৩. অর্থাৎ সকল জ্ঞান, চিন্তা ও অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটে তাঁর মধ্যে এবং শেষ পর্যন্ত সকলকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। সেখানে তারা পুণ্য ও পাপের প্রতিফল পাবে।

(٤٦) مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنٰى ۝

(٤٧) وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ۝

(٤٨) وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ۝

(٤٩) وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ۝

৪৬. এক শুক্রবিন্দু থেকে যখন তা স্খলিত হয়।
৪৭. পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই।[৩৫]
৪৮. তিনিই ধনৈশ্বর্য দিয়েছেন এবং সম্পদশালী করেছেন।[৩৬]
৪৯. তিনিই শি'রা নক্ষত্রে মালিক[৩৭]

তিনিই হাসান, তিনিই কাঁদান, তিনিই কর্মবিধায়ক

৩৪. অর্থাৎ এই পৃথিবীতে সকল পরস্পর বিরোধী ও বিপরীত অবস্থা তিনিই সৃষ্টি করেছেন। ভালো ও মন্দের স্রষ্টা তিনিই। আনন্দ ও বিষাদের পরিচয় প্রকাশ করা হাসানো ও কাঁদানো, মারা ও জীবিত করা এবং কাউকে পুরুষ ও কাউকে নারীরূপে সৃষ্টি করা, সব তাঁর কাজ।

৩৫. অর্থাৎ যিনি এক ফোঁটা বীর্য থেকে নর ও নারী সৃষ্টি করলেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তাঁর জন্য কঠিন হবে কেন ?

ধনবান কিংবা দরিদ্র হওয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল

৩৬. অর্থাৎ স্থাবর অস্থাবর সকল প্রকারের ধনসম্পদ তাঁরই দেয়া। কোন কোন তাফসীরকার اَقْنٰى-এর ব্যাখ্যায় اَفْقَرَ। বলেছেন অর্থাৎ তিনি সম্পদশালী করেন এবং দরিদ্রে পরিণত করেন। এই অর্থের মধ্যে পূর্ববর্তী প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্য দেখা যায়। কারণ ইতিপূর্বে পরস্পর বিপরীতমুখী দু'টি বিষয় উল্লেখিত হয়ে এসেছে। আর যদি اَقْنٰى-এর প্রথম অর্থই গ্রহণ করা হয় তবে আর বিপরীত বিষয়রূপে পরবর্তীতে উল্লেখিত اَهْلَكَ। (তিনি ধ্বংস করেছেন) শব্দটিকে নেয়া হবে। অর্থাৎ ধন-দৌলত ও সম্পদ-ঐশ্বর্য প্রদান করে তিনি তা বৃদ্ধি করেন এবং তিনিই বড়ো বড়ো সম্পদশালী ও শক্তিমান সম্প্রদায়গুলোকে বিনাশ করেন।

৩৭. শি'রা (شِعْرٰى) একটি বিশালকায় নক্ষত্র। আরবের কতক সম্প্রদায় এই নক্ষত্রের পূজা করতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, বিশ্বের গতি-প্রকৃতি ও পরিবর্তনে এই নক্ষত্রের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। এখানে জানিয়ে দেয়া হলো যে, শি'রা নক্ষত্রের মালিকও আল্লাহ্‌। দুনিয়ার সকল প্রকারের স্থিতি-অস্থিতি তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। বেচারা শি'রা নক্ষত্র একটি নগণ্য দাসরূপে সেই মহাপ্রভুর নির্দেশ পালন করে। এই নক্ষত্রের নিজস্ব কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই।

(৫০) وَاَنَّهٗۤ اَهۡلَكَ عَادَا ۨالۡاُوۡلٰى ۙ

(৫১) وَثَمُوۡدَا۟ فَمَاۤ اَبۡقٰى ۙ

(৫২) وَقَوۡمَ نُوۡحٍ مِّنۡ قَبۡلُ ؕ اِنَّهُمۡ كَانُوۡا هُمۡ اَظۡلَمَ وَاَطۡغٰى ؕ

(৫৩) وَالۡمُؤۡتَفِكَةَ اَهۡوٰى ۙ

(৫৪) فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ۚ

(৫৫) فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى

(৫৬) هٰذَا نَذِيۡرٌ مِّنَ النُّذُرِ الۡاُوۡلٰى

৫০. তিনিই ধ্বংস করেছেন প্রথম 'আদ সম্প্রদায়কে;[৩৮]

৫১. এবং ছামূদ সম্প্রদায়কে, এরপর কাউকে রেহাই দেননি

৫২. এবং ইতিপূর্বে ধ্বংস করেছেন নূহের সম্প্রদায়কে। তারা ছিল অধিক জালিম ও অবাধ্য।[৩৯]

৫৩. তিনিই জনপদকে শূন্যে উত্তোলন করে উল্টিয়ে নিক্ষেপ করেছেন।

৫৪. এরপর তাতে এসে পড়েছে যা আসার।[৪০]

৫৫. অতএব তুমি তোমার প্রতিপালকের কোন নিআমত অস্বীকার করবে?[৪১]

৫৬. পূর্ববর্তী সতর্ককারীদের মধ্যে এও একজন সতর্ককারী।[৪২]

---

৩৮. অর্থাৎ হযরত হূদ (আ)-এর সম্প্রদায়।

৩৯. অর্থাৎ তারা শত শত বছর পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নবী হযরত নূহ (আ)-কে অকথ্য নির্যাতন করেছে, যা পাঠ করলে হৃদয় চুরমার হয়ে যায় এবং পরবর্তী লোকদের জন্য তারা মন্দ পথ রচনা করেছে।

৪০. অর্থাৎ পাথর বৃষ্টি (এর দ্বারা হযরত লূত (আ)-এর সম্প্রদায়ের কথা বুঝানো হয়েছে)।

৪১. অর্থাৎ এরূপ জঘন্য দুষ্কৃতিকারী ও জালিমদেরকে ধ্বংস করে দেয়াও আল্লাহ তা'আলার বিরাট নিআমত ও অনুগ্রহ। এমন বিরাট নিআমত প্রত্যক্ষ করার পরও কি মানুষ তার প্রতিপালককে অস্বীকার করতে থাকবে?

৪২. অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর পূর্বে অন্যান্য নবীগণ (আ) যেমন নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নিকট তাদের মন্দ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ককারীরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি ও তেমন একজন সতর্ককারীরূপে তাশরীফ এনেছেন।

(٥٧) اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ۚ

(٥٨) لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ۚ

(٥٩) اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ۙ

(٦٠) وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ۙ

(٦١) وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ۝

(٦٢) فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ۩

৫৭. যা আসার তা নিকটবর্তী হয়ে গেছে।

৫৮. আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ একে প্রকাশ করে দেখাতে সক্ষম নয়।[৪৩]

৫৯. এ কথায় তোমরা কি বিস্ময় বোধ করছো?

৬০. এবং তোমরা হাসাহাসি করছো, কাঁদছো না?

৬১. এবং তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছো?[৪৪]

৬২. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে সিজদা করো এবং তার ইবাদত করো।[৪৫]

কিয়ামতের, সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ আল্লাহ্ই জানেন

৪৩. অর্থাৎ কিয়ামত সন্নিকট। প্রায় এসে গেলো। অবশ্য এর সঠিক মুহূর্ত আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ স্পষ্ট করে বলতে পারে না। নির্দিষ্ট মুহূর্ত এসে পড়লে কোন শক্তিই তা রোধ করতে পারবে না। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা চাইলে তা বন্ধ রাখতে পারবেন কিন্তু তিনি তা চাইবেন না।

৪৪. অর্থাৎ কিয়ামত অনুষ্ঠানের কথা এবং তা অত্যাসন্ন বলে অবগত হওয়ার পর তোমাদের উচিত ছিল আল্লাহ্‌র ভয়ে কান্নাকাটি করা, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজেদের মুক্তির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। কিন্তু তোমরা উল্টো বিষয় প্রকাশ করছো হাসাহাসি করছো এবং উদাসীন চিত্তে খেলাধুলা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত রয়েছ।

৪৫. অর্থাৎ শেষ পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে উপদেশবাণী শুনে হাস্য কৌতুক করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং কর্তব্য হলো, ইবাদত-বন্দেগীর পথে এসে অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে পরম পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র দরবারে সিজদায় লুটিয়ে পড়া।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার জঘন্যতম ধৃষ্ঠতা

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হাদীস শরীফে এসেছে যে, সূরা আন-নাজম পাঠ করার পর মহানবী (সা) সিজদা করেছিলেন। উপস্থিত সকল মুসলমান এবং মুশরিকরাও সিজদার করেছিল। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র) লিখেন, "তখন আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এক অলৌকিক ভাব সবার উপর কার্যকর হলো। যেন এক অদৃশ্য ও মহাশক্তির প্রভাবে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল। শুধু এক হতভাগ্য ব্যক্তি যার অন্তরে গোমরাহীর সুকঠিন সীলমোহর ছিল সে সিজদা করেনি। কিন্তু সেও ভূমি থেকে কিছু মাটি তুলে তার কপালে লাগিয়েছিল এবং বলেছিল, আমাদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট"।

সূরা কামার

৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ○

১. কিয়ামত অত্যাসন্ন এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।[১]

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনন্য মু'জিযা

১. হিজরতের পূর্ববর্তী সময়। রাসূলুল্লাহ্ (সা) অবস্থান করেছিলেন তাইফে। একটি সমাবেশে মিলিত হয়েছিল কাফিররা। তারা কতক নিদর্শন দাবী করলো নবী (সা)-এর নিকট। তিনি বললেন, আকাশের দিকে তাকাও সবাই। হঠাৎ চাঁদ ফেটে দু-খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেলো। এক খণ্ড চলে গেলো পূর্বদিকে আর অপর খণ্ড গেলো পশ্চিম দিকে। দু-খণ্ডের মধ্যখানে অন্তরায় স্বরূপ অবস্থান নিল পর্বতমালা। সবাই ভালোভাবে এই মু'জিযা দেখে নেয়ার পর চাঁদের উভয় খণ্ড যথারীতি মিলিত হলো। কাফিররা বলতে লাগলো, মুহাম্মাদ (সা) হয়ত চাঁদের উপর জাদু চালিয়েছে নতুবা আমাদের উপর জাদু চালিয়েছে। এই মু'জিযাকে "শাক্কুল কামার" বা চন্দ্র বিদীর্ণ মু'জিযা বলা হয়। এটি কিয়ামতের একটি নিদর্শনও বটে। কিয়ামতের দিন সবকিছু এভাবে ফেটে ভেঙ্গে পড়বে। ইমাম তাহাবী ও ইব্‌ন কাছীর (র) দাবী করেছেন যে, চন্দ্র বিদীর্ণ সম্পর্কিত হাদীসটি মুতাওয়াতির (বহু লোকের বর্ণিত) পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিসঙ্গত দলীল দ্বারা এরূপ ঘটনা অসম্ভব প্রমাণ করা যায়নি। স্বভাবত এরূপ হওয়া সম্ভব নয় এমন কথা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত এমন একটি ঘটনা বাতিল করা যায় না। বরং মু'জিযা তো সেসকল ক্ষেত্রেই হয় যেগুলো স্বভাবত অসম্ভব মনে হয়। সাধারণভাবে সংঘটিত ঘটনাকে কে মু'জিযা বলতে যাবে? (এ প্রসঙ্গে "আল্ মাহমূদ" পত্রিকায় প্রকাশিত আমার মু'জিযা বিষয়ক স্বতন্ত্র লেখাটি দেখে নেয়া যেতে পারে)। যদি কেউ এ

(২) وَاِنۡ یَّرَوۡا اٰیَۃً یُّعۡرِضُوۡا وَ یَقُوۡلُوۡا سِحۡرٌ مُّسۡتَمِرٌّ ○

(৩) وَکَذَّبُوۡا وَ اتَّبَعُوۡۤا اَهۡوَآءَهُمۡ وَ کُلُّ اَمۡرٍ مُّسۡتَقِرٌّ ○

(৪) وَلَقَدۡ جَآءَهُمۡ مِّنَ الۡاَنۡۢبَآءِ مَا فِیۡهِ مُزۡدَجَرٌ ○

২. কোন নিদর্শন দেখলে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটি চিরাগত যাদু।[২]
৩. তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশিমত চলেছে। সকল কাজ নির্ধারিত হয়ে রয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের সাথে।[৩]
৪. তাদের নিকট পৌঁছেছে সেই সকল সংবাদ যাতে সতর্কবাণী রয়েছে।[৪]

প্রশ্ন তোলে যে, এমন ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তাহলে ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে এর উল্লেখ নেই কেন? এর উত্তরে বলা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে রাত্রিবেলা। চন্দ্রের উদয়স্থলের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে তখন তো কোন কোন দেশে দিনই বিদ্যমান ছিল। আর কতক স্থানে ছিল অর্ধরাত, যখন সাধারণত মানুষ নিদ্রামগ্ন থাকে। আর কোন কোন স্থানে মানুষ সজাগ ও উন্মুক্ত আকাশের নীচে বসা থাকলেও সাধারণত এটি জরুরী নয় যে, সবাই সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবে। আর পরিষ্কার আকাশে চাঁদের যে আলো পৃথিবীতে পড়ে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হলেও আলোর মধ্যে তার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। তদুপরি এটি তো ছিল স্বল্পস্থায়ী একটি ঘটনা। আমরা তো দেখি বহুবার চন্দ্রগ্রহণ এবং তা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের সে সম্পর্কে কোন খেয়াল থাকে না। আর সে যুগে তো এ যুগের ন্যায় এত উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাও ছিলো না।

মোটকথা, ইতিহাস গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ নেই এই অজুহাতে এটি অস্বীকার করা যায় না। উপরন্তু "তারিখে ফেরেশতা" ও এই জাতীয় অনেক ইতিহাস গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। কথিত আছে যে, হিন্দুস্তানের মহারাজা "মালিবার" এই ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন।

২. অর্থাৎ ইতিপূর্বে নবুওয়াত দাবীকারিগণ এ ধরনের জাদু বহু দেখিয়েছেন। এরপর তারা যেমন অতীত হয়ে গিয়েছেন, শেষ পর্যন্ত এরাও বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ তাদের জন্য নির্ধারণ করা আযাবও যথাসময়ে আপতিত হবে। আর তাদের গুমরাহী ও ধ্বংস সম্পর্কে আল্লাহ্র জ্ঞানে যা রয়েছে কোন অবস্থাতেই তা অপসারিত হবে না।

কুরআন মজীদ উপদেশ ও চূড়ান্ত সতর্কবাণী

৪. অর্থাৎ কুরআন মজীদের মাধ্যমে সকল প্রকারের বর্ণনা এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায়সমূহের ঘটনাবলী তাদেরকে জানানো হয়েছে। গভীরভাবে চিন্তা করলে তারা বুঝতে পারবে যে, এগুলোতে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে।

(٥) حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۙ

(٦) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُرٍ ۙ

(٧) خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ۙ

(٨) مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ۖ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝

৫. যেগুলো পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন বর্ণনা, তবুও সতর্ককারিগণ তাদের কোন কাজে আসেনি।

৬. সুতরাং তুমি তাদের নিকট থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।[৫] যেদিন এক আহবানকারী অপ্রিয় বিষয়ের প্রতি আহবান করবে।[৬]

৭. অবনত দৃষ্টিতে তারা বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবর থেকে বেরিয়ে পড়বে।[৭]

৮. দৌড়ে অগ্রসর হবে সেই আহবানকারীর দিকে।[৮] কাফিররা বলবে, এটি সুকঠিন দিন।[৯]

---

৫. অর্থাৎ কুরআন মজীদ পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা ও বুদ্ধি ভিত্তিক বর্ণনায় সমৃদ্ধ একটি আসমানী কিতাব। কেউ যদি একটু ভালো নিয়্যতে এটি নিয়ে চিন্তা করে অন্তরে তার প্রভাব অনুভব করতে পারে। কিন্তু আফসোস! হিদায়াতের এত প্রচুর উপাদান মজুদ থাকা সত্ত্বেও কোন উপদেশ তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করে না। যতই বুঝাবেন পাথরের উপর তার কোন চিহ্ন পড়বে না। তাই পাষাণ হৃদয়ের হতভাগ্য লোকগুলোর প্রতি আপনার অত মনোযোগ দেয়ার প্রয়োজন নেই। দাওয়াতের দায়িত্ব আপনি সুচারুভাবে পালন করেছেন। এখন আর তাদের পেছনে সময় ব্যয় অনাবশ্যক। তাদেরকে তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানের দিকে যেতে দিন।

৬. অর্থাৎ হাশর ময়দানের দিকে হিসাব প্রদানের জন্য।

৭. অর্থাৎ তখন ভয়ভীতির প্রেক্ষিতে লজ্জায় ও অপমানে চক্ষু অবনত করে থাকেব।

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সকলে দৌঁড়াতে থাকবে হাশর ময়দানের দিকে

৮. অর্থাৎ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলে কবর থেকে বেরিয়ে পঙ্গপালের ন্যায় বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এবং মহান প্রভুর দরবারে হাযিরা দেয়ার জন্য ত্রস্তপদে দৌড়াতে থাকবে।

৯. অর্থাৎ সেদিনের ভয়াবহতা, কঠোরতা এবং নিজেদের অপরাধের কথা স্মরণ করে বলবে, হায়! এই দিনটি কতই না কষ্টের-দুঃখের। দেখবেন, আজ কি ঘটে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, কিয়ামত ও আখিরাতের আযাব নির্দিষ্ট সময়ে আসবে। কিন্তু সত্যত্যাগী বহু লোকের জন্য তার পূর্বে দুনিয়াতেও একটি কঠিন দিন এসেছে। পরবর্তীতে তাদের আলোচনা আসছে।

(৯) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّازْدُجِرَ ۝
(১০) فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝
(১১) فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝
(১২) وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝

৯. তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় মিথ্যা আরোপ করেছে। তারা মিথ্যাবাদীরূপে আখ্যায়িত করেছে আমার বান্দাকে এবং বলেছে, সে উন্মাদ এবং তারা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল।[১০]
১০. সে তার প্রভুকে ডেকেছিল, আমি অক্ষম হয়ে গেছি, আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।[১১]
১১. অতএব আমি প্রবল পানি বর্ষণসহ আকাশের দ্বারগুলো খুলে দিলাম।
১২. এবং ভূমি থেকে উৎসারিত করে দিলাম প্রস্রবনসমূহ। এরপর একটি নির্ধারিত কাজে সকল পানি একত্র হয়ে গেলো।[১২]

---

১০. তারা বলছিল, হে নূহ! তুমি যদি তোমার বক্তব্য প্রচার থেকে বিরত না হও তবে তোমাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হবে। যেন হুমকির মাধ্যমেই তাঁকে কাঁদিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ وَازْدُجِرَ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ লোক উন্মাদ এবং জিনের আছরগ্রস্ত। নষ্ট জিন তার বুদ্ধি হরণ করে নিয়েছে (নাউযুবিল্লাহ্)।

১১. অর্থাৎ শত শত বছর দাওয়াত দেওয়ার পরও যখন কেউ তাঁর আহবানে সাড়া দিলো না তখন তিনি বদদু'আ করলেন এবং বললেন, হে প্রভু! তাদেরকে সৎপথে আনতে আমি অক্ষম হয়ে পড়েছি। হিদায়াত ও বুঝানোর কোন কৌশলই এখানে কাজ করছে না। এখন আপনি আপনার দীন ও আপনার নবীর পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। পৃথিবীতে কোন কাফিরকে জীবিত রাখবেন না।

হযরত নূহ (আ)-এর যুগের প্লাবন

১২. অর্থাৎ পানি এত প্রবল বেগে বর্ষিত হয়েছে যেন আকাশের মুখই খুলে গিয়েছিল। আর নিচের দিক থেকে এত বেশি পানি উথলিয়ে উঠেছিল যেন সমগ্র পৃথিবী পৃষ্ঠ ঝর্ণাধারায় পরিণত হয়েছিল। এরপর উপরের ও নিচের পানি সংযুক্ত হয়ে সেই কাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ্‌র নিকট নির্ধারিত ছিল। অর্থাৎ নূহ সম্প্রদায়ের ধ্বংস ও সলিল সমাধি।

(١٣) وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۙ

(١٤) تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا ۚ جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ○

(١٥) وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَآ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

(١٦) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

(١٧) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

(١٨) كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ○

১৩. আমি তাকে তুলে নিলাম একটি কাষ্ঠ ও পেরেকবিশিষ্ট নৌযানে।

১৪. সেটি চলছিল আমার তত্ত্বাবধানে,[১৩] যাঁকে অস্বীকার করা হয়েছিল তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধরূপে।[১৪]

১৫. আমি তা রেখে দিয়েছি নিদর্শনস্বরূপ, এরপর চিন্তাশীল কেউ আছে কি ?[১৫]

১৬. কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।[১৬]

১৭. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বুঝার জন্য, চিন্তাশীল কেউ আছে কি?[১৭]

১৮. 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছে। কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণী।

---

১৩. অর্থাৎ সেই ভয়ংকর ঝড়ের মধ্যে আমার নিরাপত্তা ও তত্ত্বাবধানে নূহ (আ)-এর নৌকা ধীরস্থিরভাবে ও নিরাপদে চলমান ছিল।

১৪. অর্থাৎ তারা হযরত নূহ (আ)-কে অবমূল্যায়ন করেছে এবং আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে। পরিণামে এই শাস্তি ভোগ করেছে।

১৫. অর্থাৎ চিন্তাশীল লোকদের জন্য এই ঘটনায় শিক্ষা গ্রহণের বহু নিদর্শন রয়েছে। অথবা মর্ম এই, আজও পৃথিবীতে সেই নৌকার অস্তিত্ব সেই ঘটনার ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয় এবং সেটি আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের এক বিরাট নিদর্শন হয়ে আছে। কেউ কেউ বলেন, হযত নূহ (আ)-এর সেই নৌকা তাঁর পরে বহু বছর পর্যন্ত অস্তিত্ববান ছিল। জূদী পর্বতের উপর তা দেখা যেতো। এই উম্মতের অনেক লোকও তা দেখেছে।

১৬. অর্থাৎ দেখেছ তো আমার শাস্তি কেমন ভয়ানক এবং আমার সতর্কবাণী কতো সত্য।

কুরআনী শিক্ষা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অত্যন্ত সহজ

১৭. অর্থাৎ কুরআন মজীদ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা খুবই সহজ। কারণ উৎসাহব্যঞ্জক, ভীতিপ্রদ, সুসংবাদমূলক ও সতর্ককারী যে সকল বিষয় তাতে বিধৃত

(১৯) إِنَّآ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِى يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ۝
(২০) تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ۝
(২১) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِى وَنُذُرِ ۝

১৯. আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম অবিরাম ঝঞ্ঝাবায়ু এক অশুভ দিনে।[১৮]
২০. তা মানুষের মূলোৎপাটন করলো মূলোৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ডের ন্যায়।[১৯]
২১. এরপর বুঝে নাও কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

হয়েছে তার সবই স্পষ্ট, সরল ও প্রভাব সৃষ্টিকারী। কেউ যদি তা হৃদয়ঙ্গম করতে চায় সহজে তা পারবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতের অর্থ এই নয় যে, কুরআন কেবল একটি সাদাসিধা কিতাব, তার মধ্যে জটিল, সূক্ষ্ম ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নেই। সর্বজ্ঞানী সর্বজ্ঞাত আল্লাহ্‌র বাণীর মধ্যে এরূপ কি করে ধারণা করা যায় ? এটা ধরে নিতে হবে নাকি যে, আল্লাহ্ যখন তাঁর বান্দাদের সাথে কথোপকথন করেন তখন (নাউযুবিল্লাহ্) তিনি তাঁর সীমাহীন জ্ঞান থেকে খালি হয়ে যান ? এটি সুনিশ্চিত যে, তাঁর কালাম ও বাণীতে সেইসব গভীর রহস্য ও সূক্ষ্ম বিষয় নিহিত থাকে যা অন্যের কথায় খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল। এজন্য হাদীস শরীফে এসেছে ঃ لَاتَنْقَضِى عَجَائِبُهُ (কুরআনের অভিনব তত্ত্বও রহস্যগুলো কখনো শেষ হওয়ার নয়)। উম্মতের আলেম বিজ্ঞজনেরা এই কিতাবের রহস্য, সূক্ষ্ম বিষয়গুলো উদঘাটন করতে বসলে তাদের সারা জীবন কেটে যাবে কিন্তু কুরআনী রহস্য শেষ হবে না।

'আদ সম্প্রদায়ের ধ্বংসযজ্ঞ

১৮. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ সবকিছু শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ দুর্ভাগ্য প্রত্যাহৃত হয়নি। আর এই দুর্ভোগের দিনটি তাদের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। এমন নয় যে, চিরকালের জন্য দুর্ভোগের দিনটি অশুভরূপে গণ্য, যেমন অজ্ঞ-মূর্খদের মধ্যে প্রসিদ্ধ"। তাহলে শুভ ও বরকতময় দিন কোন্‌টি হবে? কুরআন মজীদে তো স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, ঐ আযাব অনবরত সাত রাত আট দিন বিদ্যমান ছিল। তাহলে বলুন দেখি, সপ্তাহের কোন দিনটি দুর্ভাগ্য ও অশুভ হওয়ার গ্লানি থেকে মুক্ত আছে!

১৯. 'আদ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রচণ্ড শক্তিমান ও খুব দীর্ঘদেহী ছিল। কিন্তু ঝড়ের প্রচণ্ড গতি তাদের উৎক্ষিপ্ত করে তাদের ভূমির উপর এমনভাবে আছড়াচ্ছিল যেন মূলোৎপাটিত খেজুর গাছ।

(٢٢) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝
(٢٣) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ ۝
(٢٤) فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ ۙ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ۝
(٢٥) ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ ۝
(٢٦) سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْاَشِرُ ۝

২২. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি বুঝার জন্য। চিন্তাশীল কেউ আছে কি ?
২৩. ছামূদ সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছে সতর্ককারীদেরকে।[২০]
২৪. তারা বললো, আমাদের মধ্য থেকে একজন লোকের কথামত কি আমরা চলবো ? তাহলে তো আমরা বিভ্রান্তি ও পাগলামিতে পতিত হবো।[২১]
২৫. আমাদের মধ্য থেকে শুধু তার উপর কি উদ্দেশবাণী অবতীর্ণ করা হলো ? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।[২২]
২৬. কালকেই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।[২৩]

---

২০. অর্থাৎ তারা হযরত সালিহ (আ)-কে মিথ্যাবাদী বলেছে, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এক নবীকে প্রত্যাখ্যান করা প্রকারান্তরে সকল নবীকে প্রত্যাখ্যান করা। কারণ ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলোতে তাঁরা একে অন্যের সত্যায়ন ও সমর্থন করেন।

২১. অর্থাৎ সে তো আকাশের কোন ফেরেশতা নয়, আমাদের মতই একজন মানুষ। তাও একা। তার সাথে না আছে কোন শক্তি না আছে দলবল। সে চায় আমাদেরকে পরাজিত করে তার অনুগত বানিয়ে নিবে। কিন্তু তা কখনো হওয়ার নয়। আমরা যদি তাঁর ফাঁদে পা দেই তবে আমরা মারাত্মক ভুল ও মূর্খতা বরং পাগলামীতে পতিত হবো। সে তো আমাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে, আমার আনুগত্য না করলে জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। কিন্তু বাস্তবতা এই যে, আমরা যদি তার আনুগত্য করি তাহলে আমরাই যেন নিজেদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করবো।

২২. অর্থাৎ নবুওয়াত প্রদানের জন্য কি শুধু সে-ই ছিল ? সবই মিথ্যা। অর্থহীন গৌরব দেখচ্ছে, আল্লাহ্ আমাকে রাসূল বানিয়েছেন এবং সমগ্র সম্প্রদায়কে আমার অনুগত হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

২৩. অর্থাৎ অতিসত্বর জানা যাবে যে, উভয় পক্ষের মধ্যে মিথ্যাবাদী ও অহংকারী কারা।

(٢٧) اِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝
(٢٨) وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَآءَ قِسْمَةٌۢ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝
(٢٩) فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ۝
(٣٠) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ۝
(٣١) اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ۝
(٣٢) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

২৭. আমি তাদের পরীক্ষাস্বরূপ উষ্ট্রী প্রেরণ করছি। সুতরাং তাদের সাথে অপেক্ষা করো এবং ধৈর্যধারণ করো।[২৪]

২৮. এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি বণ্টন নির্ধারিত হয়েছে এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে।[২৫]

২৯. এরপর তারা তাদের সঙ্গীকে আহবান করলো সে সেটিকে ধরে হত্যা করলো।[২৬]

৩০. এরপর কেমন ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী।

৩১. আমি প্রেরণ করেছিলাম তাদের উপর একটি বিকট চীৎকার। ফলে তারা হয়ে গেলো পদপিষ্ঠ ঝোপঝাড়ের বেড়ার ন্যায়।[২৭]

৩২. আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি অনুধাবন করার জন্য। চিন্তাশীল কেউ আছে কি ?

হযরত সালিহ (আ)-এর মু'জিযা

২৪. অর্থাৎ তাদের দাবী মুতাবিক আমি পাথর থেকে উষ্ট্রী বের করে পাঠাচ্ছি। এই উপায়ে যাচাই করা যাবে কে আল্লাহ্ ও রাসূলের কথা মানে আর কে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে।

২৫. অর্থাৎ আক্ষেপ করুন এবং দেখুন কি ফলাফল পাওয়া যায়।

২৬. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "ওই উষ্ট্রী পানি পান করার জন্য যে ঘাটে যেতো সেটি দেখে অন্য সকল প্রাণী পালিয়ে যেতো তাই আল্লাহ্ তা'আলা পালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একদিন যাবে এই উষ্ট্রী, অপর দিন অন্য সব প্রাণী"।

২৭. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "উক্ত জনপদে ছিল জনৈকা চরিত্রহীনা রমণী। তার ছিল বহু সংখ্যক গৃহপালিত পশু। সে তার এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিকে এই উষ্ট্রীর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। সে এসে উক্ত উষ্ট্রীর পায়ের রগ কেটে দিয়েছিল।

(٣٣) كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطٍ بِالنُّذُرِ ○
(٣٤) اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اِلَّآ اٰلَ لُوْطٍ ؕ نَجَّيْنٰهُمْ بِسَحَرٍ ○
(٣٥) نِّعْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا ؕ كَذٰلِكَ نَجْزِيْ مَنْ شَكَرَ ○
(٣٦) وَلَقَدْ اَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ○
(٣٧) وَلَقَدْ رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ فَطَمَسْنَآ اَعْيُنَهُمْ فَذُوْقُوْا عَذَابِيْ وَنُذُرِ ○

৩৩. লূতের সম্প্রদায় প্রত্যাখ্যান করেছে সতর্ককারীদেরকে।[২৮]
৩৪. আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছি প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঝড়। কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে উদ্ধার করেছিলাম ভোররাতে,
৩৫. আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাদেরকে আমি এভাবেই পুরস্কৃত করি।[২৯]
৩৬. আমার প্রচণ্ড শাস্তি সম্পর্কে সে তাদেরকে সতর্ক করেছিল।[৩০] তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করছিল।[৩১]
৩৭. তারা লূতের নিকট তার মেহমান হস্তান্তরের দাবী জানিয়েছিল। অতএব আমি তাদের চক্ষু বিলোপ করে দিলাম। এখন ভোগ করো আমার শাস্তি ও আমার সতর্কবাণীর পরিণতি।[৩২]

ছামূদ গোত্রের ধ্বংস

২৮. ফেরেশতা একটি বিকট চীৎকার ছেড়ে দেয়। তাতে তাদের সকলের কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে যায়। সবাই বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে রইল। যেমন ক্ষেতের চারিপাশে দাঁড় করানো কাঁটার বেড়া কিছু দিন পর ভেঙ্গেচুরে পড়ে থাকে।

২৯. অর্থাৎ তারা হযরত লূত (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করেছিল। একজন নবীকে প্রত্যাখ্যান করা প্রকারান্তরে সকল নবীকে প্রত্যাখ্যান করা। কারণ দীনের মৌলিক বিষয়ে তাঁদের সকলের দাওয়াত ও দাবী এক ও অভিন্ন।

৩০. অর্থাৎ তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনসহ শেষ রাতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। শাস্তির সামান্য আঁচও তাঁদের গায়ে লাগতে দেইনি। এটি আমার রীতি। সত্য গ্রহণকারী ও কৃতজ্ঞ বান্দাদেরকে আমি এভাবেই প্রতিদান প্রদান করি।

৩১. অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যে অসংগত ও সন্দেহ ও বিবাদ সৃষ্টি করে তা প্রত্যাখ্যান করতে লাগলো।

৩২. অর্থাৎ সুদর্শন বালকের রূপ ধরে যে সকল ফেরেশতা আগমন করেছিল এরা তাদেরকে মানুষ মনে করে চরিত্রহীন দুষ্কর্মে লিপ্ত হতে চেয়েছিল। এরপর আমি তাদরেকে অন্ধ করে দিয়েছি। ফলে হোঁচট খেয়ে ধাক্কা খেয়ে এদিক সেদিক উঠে পড়ে চলছিল, কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বলা হলো, লও, আগে এই শাস্তির স্বাদ ভোগ করো।

(٣٨) وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝

(٣٩) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝

(٤٠) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

(٤١) وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝

(٤٢) كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَاَخَذْنٰهُمْ اَخْذَ عَزِيْزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

(٤٣) اَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ اُولٰٓئِكُمْ اَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ۝

(٤٤) اَمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ جَمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ۝

৩৮. প্রত্যূষে তাদের উপর আপতিত হয়েছিল নির্ধারিত শাস্তি।
৩৯. অতএব, ভোগ করো আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী পরিণতি।[৩৩]
৪০ আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি অনুধাবনের জন্য। চিন্তাশীল কেউ আছে কি ?
৪১. ফিরআওনের সম্প্রদায়ের নিকট এসেছিল সতর্ককারিগণ।[৩৪]
৪২. তারা আমার সকল নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছিল। অতএব আমি তাদেরকে পরাভূতকারী পরাক্রমশালীর ন্যায় পাকড়াও করেছিলাম।[৩৫]
৪৩. এখন তোমাদের মাঝে যে সকল কাফির রয়েছে তারা কি সেইসব কাফিরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নাকি তোমাদের জন্য মুক্তির সনদ লিখে দেয়া হয়েছে কিতাবসমূহে?
৪৪. অথবা তারা কি বলে, আমরা প্রতিশোধ গ্রহণকারী দল?[৩৬]

---

৩৩. অর্থাৎ তাদরেকে অন্ধ করে দেয়ার পর তাদের বসতবাটি উল্টিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং উপর থেকে প্রস্তর বর্ষণ করা হয়েছিল। পূর্বতন লঘু দণ্ডের পর এটি গুরুদণ্ড।

৩৪. অর্থাৎ তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল হযরত মূসা (আ) ও হারূন (আ)-কে এবং তাদের জন্য সতর্ককারী নিদর্শনাদিকে।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পাকড়াও ছিল মহাশক্তিধরের পাকড়াও। তাঁর পাকড়াও থেকে পালিয়ে বাঁচার শক্তির কারো নেই। দেখে নাও, ফিরআওন ও তার সকল অনুসারীকে কিভাবে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে মারলেন; একজনও বাঁচতে পারেনি।

৩৬. অতীত সম্প্রদায়গুলোর ঘটনাবলী শুনিয়ে বর্তমান যুগের লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা কাফির তারা কি পূর্বকালের কাফিরদের চেয়ে

(٤٥) سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ ○

(٤٦) بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ ○

(٤٧) اِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ○

(٤٨) يَوْمَ يُسْحَبُوْنَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ ؕ ذُوْقُوْا مَسَّ سَقَرَ ○

৪৫. এই দল অবিলম্বে পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাবে।[৩৭]
৪৬. বরং তাদের প্রতিশ্রুত সময় হলো কিয়ামত। সেই সময়টা বড়ো বিপদসংকুল ও তিক্ততর।[৩৮]
৪৭. নিশ্চয় গুনাহগাররা বিভ্রান্ত ও বিকারগ্রস্ত।
৪৮. যেদিন তাদেরকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে নেয়া হবে। আগুনের মধ্যে আগুনের যন্ত্রণা ভোগ করো।[৩৯]

কিছুটা উত্তম যে, কুফরী ও শিরকীর শাস্তিস্বরূপ তাদেরকে ধ্বংস করা হবে না? নাকি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এমন কোন লিখিত নির্দেশনামা তাদের নিকট এসেছে যে, তোমরা যত ইচ্ছা অপকর্ম করে যাও, তোমাদেরকে কোন শাস্তি দেয়া হবে না ? অথবা তোমরা কি একথা ধরে নিয়েছ যে, তোমাদের দল অত্যন্ত ভারী। সময়মত তোমরা একে অন্যকে সাহায্য করতে থাকবে এবং যে কেউ তোমাদের বিপরীতে অবস্থান করবে তোমরা তার বদলা নিবো। কাউকেই তোমাদের মুকাবিলায় সফল হতে দিবে না।

কাফিরদের পরাজয় অতি নিকটে

৩৭. অর্থাৎ তাদের দলের অবস্থান অবিলম্বে তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে যাবে, যখন মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়ে সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলার এই ভবিষ্যদ্বাণী বদর ও আহযাবের যুদ্ধে বাস্তবায়িত হয়েছিল। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মুখে سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّوْنَ الدُّبُرَ আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল।

কাফিরদের চরম পরাজয় কিয়ামত দিবসে

৩৮. অর্থাৎ এখন কি আর পরাজিত হয়েছে, তাদের আসল পরাজয় তো তখন যখন কিয়ামত মাথার উপর এসে যাবে। সেটি অত্যন্ত দুঃখের সময়।

৩৯. অর্থাৎ তখন তো উদাসীনতার নেশায় মাতলামি করছে। মস্তিষ্ক থেকে এই উন্মাদনা বের হবে তখন যখন উপুড়মুখী করে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে, লও! এখন তার স্বাদ ভোগ করো।

(৪৯) إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ۝

(৫০) وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍۭ بِٱلْبَصَرِ ۝

(৫১) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝

(৫২) وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِى ٱلزُّبُرِ ۝

(৫৩) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ۝

(৫৪) إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَنَهَرٍ ۝

৪৯. আমি প্রত্যেক বস্তু সৃষ্টি করেছি পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণে।৪০

৫০. আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের ন্যায়।৪১

৫১. আমি তো ধ্বংস করেছি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে, এরপর চিন্তাশীল কেউ আছে কি।৪২

৫২. তারা যা কিছু করেছে সবই দপ্তরে লিপিবদ্ধ রয়েছে।৪৩

৫৩. ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব কিছুই লিখিত রয়েছে।৪৪

৫৪. মুত্তাকীগণ উদ্যান ও প্রস্রবণে থাকবে।

সবকিছু লাওহে মাহফূজে লিপিবদ্ধ রয়েছে

৪০. অর্থাৎ ভবিষ্যতে যা কিছু অনুষ্ঠিত হবে তার সবই আল্লাহ্‌র জ্ঞানে নির্ধারিত রয়েছে। দুনিয়ার মেয়াদ এবং কিয়ামত অনুষ্ঠানের সময়ও তাঁর জ্ঞানাধীন। তাতে আগপর হবে না।

৪১. অর্থাৎ আমি যা ইচ্ছা চোখের পলকে তা করে ফেলতে পরি। কোন কিছুর সৃষ্টি কিংবা পরিবর্তনে আমার কোন বিলম্ব হয় না কিংবা কষ্টও হয় না।

৪২. অর্থাৎ তোমাদের স্বভাবের বহু কাফিরকে তোমাদের পূর্বে আমি বিনাশ করেছি। তোমাদের মধ্যে এমন চিন্তাশীল কেউ কি নেই যে, তাদের অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে।

৪৩. অর্থাৎ কর্ম সংগঠনের পর তাদের প্রত্যেক পাপ ও পুণ্য তাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সকল কাজগপত্র যথাসময়ে সামনে পেশ করা হবে।

৪৪. অর্থাৎ এর পূর্বে ক্ষুদ্র বৃহৎ সব কিছুর বিস্তারিত বিবরণ লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সকল দপ্তর যথানিয়মে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও এদিক-সেদিক হতে পারবে না।

(৫৫) فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

৫৫. উপবেশন করবে যোগ্য আসনে সর্বাধিপতি মালিকের সান্নিধ্যে।[৪৫]

মুত্তাকীদের পুরস্কার

৪৫. অপরাধীদের পরিণাম বর্ণনার পর এখন মুত্তাকীদের শুভ পরিণতি সম্পর্কে বলে দিলেন যে, তারা তাদরে সত্যবাদিতা ও সত্য অনুসরণের বদৌলতে আল্লাহ্ ও রাসূলের সত্য প্রতিশ্রুতি মুতাবিক একটি পসন্দসই ও সন্তোষজনক স্থানে অবস্থান করবে। সেখানে তারা মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হবে।

"হে আল্লাহ্! আপনি মহামহিম সর্বশক্তিমান। আপনি যা চান তাই হয়। দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি আমাকে সৌভাগ্যবান করে দিন। আপনি আমার পক্ষে থাকুন, বিপক্ষে নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে আমাকে কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন"।

সূরা আর-রাহমান

৭৮ আয়াত, ৩ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اَلرَّحْمٰنُ ۙ

(٢) عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ؕ

(٣) خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ

১. পরম দয়াময়

২. শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন[১]

৩. সৃষ্টি করেছেন মানুষ

কুরআন মজীদ মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তা‘আলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিআমত

১. আল্লাহ্ তা‘আলার অবদান ও অনুগ্রহগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। তাঁর রহমত ও দয়াসমূহের মধ্যে এটি সর্বোচ্চ। মানুষের সামর্থ্য ও তার প্রতিভার দিকে লক্ষ্য করুন আর কুরআনী জ্ঞানের সেই কুল-কিনারাহীন অথৈ সমুদ্রের কথা চিন্তা করে দেখুন, এই দুর্বল সামর্থ্যের সৃষ্টিকে আকাশ ও পৃথিবী অপেক্ষা ভারী বিষয়ের বাহক বানানো নিঃসন্দেহে একমাত্র মহান দয়ালু আল্লাহ্ তা‘আলার দরাজ দয়ার ফল। নতুবা কোথায় এই মানুষ আর কোথায় আল্লাহ্ তা‘আলার পবিত্র কালামে মজীদ!

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সূরা আন-নাজম-এ উল্লেখ করা হয়েছে عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى (প্রচণ্ড শক্তিমান সত্তা তাকে এটি শিক্ষা দিয়েছেন)। এখানে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হলো, কুরআন শেখানোর মূল শিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তা‘আলা। যদিও তা বাস্তবায়িত হয় ফেরেশতার মাধ্যমে।

(٤) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

(٥) اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ○

(٦) وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ○

(٧) وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ○

(٨) اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ○

৪. এরপর তাকে শিখিয়েছেন কথা বলা।[২]
৫. চন্দ্র-সূর্যের জন্য রয়েছে একটি হিসাব।[৩]
৬. এবং তৃণলতা ও বৃক্ষাদি সিজদায় রত রয়েছে।[৪]
৭. তিনি আকাশকে উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন এবং স্থাপন করেছেন নিক্তি;
৮. যাতে তোমরা সীমালংঘন না করো তুলাদণ্ডে।

---

২. সৃষ্টিকে অস্তিত্ব প্রদান করা আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নিআমত, বরং এটি সকল নিআমতের উৎস। এটি দুই প্রকার ঃ দেহ সৃষ্টি এবং গুণ সৃষ্টি। আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের দেহও সৃষ্টি করেছেন এবং বক্তব্য পেশের গুণও তার মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ তার মনের ভাবটুকু অত্যন্ত স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে প্রকাশ করার শক্তি দিয়েছেন এবং অন্যের কথা অনুধাবন করার সামর্থ্য দিয়েছেন। এই গুণে গুণবান হওয়ার কারণে সে কুরআন শিখে ও শিখায়। কল্যাণ-অকল্যাণ, হিদায়াত-গুমরাহী, ঈমান ও কুফরী এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কথাগুলো অত্যন্ত সাবলীল ভাষায় বুঝে ও অন্যকে বুঝায়।

সৃষ্টি জগত চলছে নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী

৩. অর্থাৎ এতদুভয়ের উদয় ও অস্ত, হ্রাস ও বৃদ্ধি কিংবা একই অবস্থায় বিদ্যমান থাকা, তদুপরি এগুলোর মাধ্যমে কাল ও ঋতুর পরিবর্তন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন পশু, প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর এগুলোর নানা প্রকারের প্রভাব সৃষ্টি এই সবই একটি সুনির্দিষ্ট হিসাব ও বিধান এবং সুদৃঢ় ব্যবস্থাপনার অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এর বাইরে কদম রাখার কোন অবকাশ তাদের নেই। সৃষ্টিকর্তা ও মহান মালিকের দেয়া রীতিনীতির বরখেলাপ করার সাধ্য নেই। তাঁর বান্দাদের যে সকল খিদমত তিনি এ দু'টির দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন তা পালনে কোন ত্রুটি ও অলসতা করে না। এগুলো সর্বদা আমাদের খিদমতে নিয়োজিত রয়েছে।

৪. অর্থাৎ উর্ধ্ব জগতের সৃষ্টিসমূহের ন্যায় নিম্নজগতের সৃষ্টিগুলোও নিজ নিজ মালিক মহান আল্লাহ্র অনুগত ও অধীন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোপঝাড়, ভূমিতে নেতিয়ে পড়া

(١٠) وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝

(٩) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝

৯. তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম করো, ওজনে কম দিও না।৫

১০. তিনি পৃথিবী স্থাপন করেছেন সৃষ্টিজীবের জন্য।৬

লতাগুল্ম এবং সুউচ্চ বৃক্ষরাজি সবই তাঁর সৃষ্টিগত নির্দেশের সম্মুখে সিজদাবনত। বান্দাগণ সেগুলোকে কাজে ব্যবহার করতে গেলে তার প্রতিবাদ করতে পারে না।

৫. পূর্ব থেকে দু'টি করে বস্তুর কথা উল্লেখিত হয়ে আসছে। এখানেও আকাশের উচ্চতা বর্ণনার সাথে সাথে একটু পরে পৃথিবীর নিম্নতার কথা উল্লেখ করা হলো। মাঝখানে দাঁড়িপাল্লার কথা উল্লেখ করা হলো সম্ভবত এজন্য যে, কোন কিছু ওজন করার সময় সাধারণত দাঁড়িপাল্লাকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যখানে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। এটি হলো তখন যখন দাঁড়িপাল্লা দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সর্বপরিচিত দাঁড়িপাল্লা বুঝানো হয়। কারণ এটির সাথে বহু প্রকারের লেনদেনের সততা, অনেক দাবী ও স্বত্ব রক্ষা জড়িত থাকে। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, দাঁড়িপাল্লা স্থাপনের উদ্দেশ্য একমাত্র তখনই সফল হবে যখন নেওয়ার সময়ও বেশী না নেওয়া হয় এবং দেওয়ার সময়ও কম না দেওয়া হয়। নিক্তির উভয় পাল্লা যেন কম-বেশী না হয় এবং মাপার সময় যেন দণ্ডতে কোন হেরফের করা না হয়, বরং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে পূর্ণভাবে সমান সমান মেপে দেয়া হয়।

দাঁড়িপাল্লা, মর্ম ও তাৎপর্য

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ পূর্ববর্তী অধিকাংশ তাফসীরকার "দাঁড়িপাল্লা স্থাপন করা" দ্বারা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সব কিছুকে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তির উপর উন্নত স্তরে সাম্য ও সামঞ্জস্যতার সাথে প্রতিষ্ঠা করেছেন। ন্যায় ও সততা যদি সংরক্ষণ করা না যায় তাহলে জগতের সকল ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তাই সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকা বান্দার জন্যেও অবশ্য কর্তব্য। ন্যায়পরায়ণতার পাল্লা যেন উঠানামা না করে, কাউকে বেশি দেওয়া কিংবা কারো পাওনায় কম পরিশোধ করার ঘটনা যেন না ঘটে। হাদীস শরীফে এসেছে, ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতেই আকাশ ও পৃথিবী বিদ্যমান রয়েছে।

৬. যাতে তারা এর উপর শান্তির সাথে চলাফেরা করতে পারে এবং কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারে।

(١١) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝

(١٢) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝

(١٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

(١٤) خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝

১১. তাতে রয়েছে ফলমূল এবং আচ্ছাদনবিশিষ্ট খেজুর।
১২. এবং তাতে রয়েছে খোসাবিশিষ্ট শস্য এবং ঘ্রাণময় ফুল।[৭]
১৩. অতএব তোমরা উভয়ে আপন প্রতিপালকের কোন্ নিআমত অস্বীকার করবে?[৮]
১৪. তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে

---

৭. অর্থাৎ ফলমূল উৎপন্ন হয় ভূমি থেকে। শস্যও তাই। শস্যের দুটো অংশ। একটি অংশ বিচি, এটি মানুষের খাদ্য। অপর অংশ ভূষি, এটি জন্তু-জানোয়ারের খাদ্য। ভূমি থেকে এমন কিছু বস্তুও উৎপন্ন হয় যা খাওয়া যায় না বটে কিন্তু এগুলোর খুশবু ইত্যাদি দ্বারা উপকার লাভ করা যায়।

৮. অর্থাৎ হে জিন্ন ও ইনসান জাতি! উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে তোমাদের প্রতিপালকের যে সুমহান নিআমতরাজি ও কুদরতের নিদর্শনাদির কথা বর্ণিত হয়েছে তোমরা তার কোন্ কোন্টি মিথ্যা বলার ও অস্বীকার করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবে? এই নিআমতসমূহ ও নিদর্শনগুলো কি এমন যে, এর কোন একটিকে অস্বীকার করা যায়? একটি বিশুদ্ধ সনদবিশিষ্ট হাদীসের ভিত্তিতে উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, কোন ব্যক্তি فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ আয়াত পাঠ করার পর বলবে, لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (না, হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার কোন নিআমতই আমরা অস্বীকার করি না, সকল প্রশংসা আপনারই)।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ইতিপূর্বে স্পষ্টভাবে জিন্নের কথা উল্লেখ করা না হলেও أَنَامُ (সৃষ্টি জগত) শব্দের মধ্যে তারা অন্তর্ভুক্ত। وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (আমি জিন্ন ও ইনসানকে সৃষ্টি করেছি আমারই ইবাদতের জন্য) আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উভয় জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ইবাদত করার জন্য। এ আয়াতের পরবর্তী আয়াতে মানুষ ও জিন্ন জাতির সৃজন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আর কয়েক আয়াত পর سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلٰنِ (অবিলম্বে আমি তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিবো) এবং يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ (হে জিন্ন ও মানব জাতি) আয়াতদ্বয়ে সরাসরি জিন্ন ও মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। এ সকল প্রমাণ ও প্রসঙ্গ দ্বারা বুঝা যায়

(১৫) وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝

(১৬) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(১৭) رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝

১৫. এবং জিন্ন সৃষ্টি করেছেন অগ্নিশিখা থেকে।[৯]
১৬. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[১০]
১৭. তিনি দুই উদায়াচল ও দুই অস্তাচলের মালিক।[১১]

যে, فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ আয়াতে জিন্ন ও ইনসান উভয় জাতিকেই সম্বোধন করা হয়েছে।

৯. অর্থাৎ সকল মানুষের আদিপিতা আদম (আ)-কে মাটি দ্বারা এবং জিন্নদের আদিপিতাকে আগুনের শিখা দ্বারা তৈরী করেছেন।

آلاء শব্দের অর্থ এবং আয়াতটির পুনরুক্তির তাৎপর্য

১০. সাধারণত آلاء শব্দের অর্থ করা হয়েছে নিআমত। কিন্তু কতক পূর্ববর্তী তাফসীরকারের উদ্ধৃতি দিয়ে ইব্‌ন জারীর (র) বলেছেন, آلاء অর্থ কুদরত। সুতরাং যেখানে যে অর্থ গ্রহণ করা প্রাসঙ্গিক সেখানে সে অর্থ গ্রহণ করা যাবে। এখানে এবং এর পূর্ববর্তী আয়াতে উভয় অর্থই গ্রহণ করা যায়। কারণ মানুষ ও জিন্নকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্বে আনয়নে ধন্য করা এবং জড় ও নির্বোধ অবস্থা থেকে তুলে এনে বুদ্ধিমান ও বিবেকবান করে দেয়া আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নিআমত এবং তাঁর অসীম কুদরতের নিদর্শনও বটে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ আয়াত এ সূরাতে একত্রিশবার উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রতিবার এক একটি বড়ো নিআমত কিংবা আল্লাহ্‌র মহা কুদরতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ ধরনের পুনরুক্তি আরব ও অনারব ভাষাসমূহে প্রচুর পাওয়া যায়। অনেক দিন পূর্বে আল-কাসিম (القاسم) নামক একটি পুস্তকে আমি "কুরআন মজীদে পুনরুক্তি কেন" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছাপিয়েছিলাম। সেখানে আরব কবিদের কতক কবিতার উধৃতি এবং পুনরুক্তির দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে তত বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই।

দুই অস্তাচল ও দুই উদয়স্থল

১১. গ্রীষ্ম ও শীত মওসুমে যে সকল কক্ষপথে সূর্য উদিত হয় সেগুলো মোটামুটি দুই উদয় স্থল এবং যেখানে যেখানে অস্ত যায় সেগুলো দুই অস্তাচল। এই দুই উদয়স্থল ও অস্তাচলের পরিবর্তন দ্বারা ঋতু ও মওসুমের পরিবর্তন ঘটে এবং বিভিন্ন প্রকারের উত্থান-পতন সাধিত হয়। পৃথিবীবাসীর বহু অগ্রগতি ও কল্যাণ এই পরিবর্তনের সাথে

(١٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

(١٩) مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ○

(٢٠) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ○

(٢١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

(٢٢) يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ○

(٢٣) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ○

(٢٤) وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ○

১৮. সুতরাং তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
১৯. তিনি প্রবাহিত করেছেন পাশাপাশি চলমান দু'টি সমুদ্র।
২০. কিন্তু তাদের মাঝে রয়েছে এক অন্তরাল, একে অন্যের সীমালংঘন করে না।[১২]
২১. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
২২. এই দু'টি থেকে উৎপন্ন হয় মুক্তা ও প্রবাল।
২৩. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
২৪. সমুদ্রে বিচরণশীল সুউচ্চ পর্বত প্রমাণ নৌযানগুলো তাঁরই।[১৩]

জড়িত। তাই এই পরিবর্তন আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নিআমত এবং তাঁর মহাশক্তির স্পষ্ট নিদর্শন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতে পূর্বে ও পরে বহু দূর পর্যন্ত দুটো বিষয়ের উল্লেখ হয়ে আসছে, তাই এখানে দুই উদয়স্থল ও দুই অস্তাচলের উল্লেখ বিশেষ মাধুর্য বহন করে।

আল্লাহ্‌র নির্ধারিত রীতি লংঘন করার শক্তি পানির নেই

১২. অর্থাৎ এই সুযোগ নেই যে, মিঠাপানি ও খর পানির একটি অন্যটির উপর চড়াও হয়ে সেটির গুণ ও প্রকৃতি বিনষ্ট করে দিবে কিংবা দুটো মিলিত হয়ে পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিবে। এই আয়াতের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কিছু আলোচনা সূরা ফুরকানের শেষের দিকে অতিবাহিত হয়েছে তা দেখে নিতে পারেন।

১৩. অর্থাৎ নৌকা ও জাহাজসমূহ তো বাহ্যত তোমাদেরই তৈরী, কিন্তু তোমাদেরকে তো সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ্ তা'আলা। তারপর তিনি তোমাদেরকে সেই শক্তি ও সরঞ্জাম দিয়েছেন যা দ্বারা তোমরা নৌকা-জাহাজ তৈরী করছো। তাই তোমরা এবং তোমাদের তৈরী সবকিছুরই মালিক ও সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্ তা'আলা। আর এসব তার নিআমত ও কুদরতের নিদর্শনরূপে পরিগণিত।

(٢٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٢٦) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝

(٢٧) وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ۝

(٢٨) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٢٩) يَسْـَٔلُهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِىْ شَاْنٍ ۝

২৫. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
২৬. পৃথিবীর বুকে যা আছে তার সবই ধ্বংসশীল
২৭. এবং অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময় ও মহানুভব।[১৪]
২৮. অতএব আপন প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
২৯. পৃথিবীর সকলে এবং আকাশের সকলে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে। সর্বদাই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে রত আছেন।[১৫]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতটি পূর্ববর্তী আয়াত اَللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (সেগুলো থেকে মুক্তা ও পদ্মরাগ উৎপন্ন হয়)-এর বিপরীতার্থবোধক। অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে পাওয়া যায় ওই নিআমতরাজি আর উপরের দিকে বিদ্যমান এই নিআমত।

জগতের সবকিছু আল্লাহ্‌র মুখাপেক্ষী

১৪. অর্থাৎ আসমান ও যমীনের সকল সৃষ্টি মুখের ভাষায় কিংবা অবস্থানগত ভাষায় আপন আপন প্রয়োজনের কথা আল্লাহ্‌কে জানায় এবং তাঁর নিকট তার সমাধান প্রার্থনা করে। এক মুহূর্তের জন্যও কেউ আল্লাহ্‌র প্রতি মুখাপেক্ষীহীন নয়। আর তিনি তাঁর হিকমত ও প্রজ্ঞা মুতাবিক সকলের প্রয়োজন পূরণ করেন। প্রতিটি সময় তাঁর নতুন নতুন কাজ এবং প্রতিদিন তাঁর পৃথক পৃথক শান (অবস্থা)। কারো মৃত্যু দেওয়া, কাউকে জীবিত করা, কাউকে রোগগ্রস্ত করা, আবার কাউকে সুস্থতা দেওয়া, কাউকে বৃদ্ধি করা, কাউকে হ্রাস করা এবং কাউকে দেওয়া ও কারো থেকে কেড়ে নেওয়া এই সবই আল্লাহ্ তা'আলার শানের অন্তর্ভুক্ত। অন্যগুলোকে এভাবে ভেবে দেখুন।

১৫. অর্থাৎ দুনিয়ার এই কর্মব্যস্ততা অবিলম্বে শেষ হবে। এরপর আমি দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ করবো। তখন তোমাদের দুই গুরুত্বপূর্ণ সৃষ্টি (জিন্ন ও ইনসান) হিসাব-নিকাশ হবে, অপরাধীদের শাস্তি দেয়া হবে এবং প্রতিশ্রুতি পালনকারীদেরকে দেওয়া হবে পুরস্কার।

(٣٠) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣١) سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ○

(٣٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣٣) يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ○

(٣٤) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣٥) يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ○

৩০. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?

৩১. ওহে দুই ওজনদার কাফেলা! আমি অতি সত্বর তোমাদের থেকে অবসর হবো।

৩২. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?

৩৩. হে জিন্ন ও ইনসানের দল! আসমানসমূহ যমীনের সীমা অতিক্রম করেও যদি তোমরা ভেগে যেতে সক্ষম হও তবে অতিক্রম করো ভেগে যাও। কিন্তু সনদ ব্যতীত তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না।[১৬]

৩৪. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?[১৭]

৩৫. নিক্ষিপ্ত হবে তোমাদের উভয় জাতির উপর ধুম্রহীন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ও ধুম্রপূর্ণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তারপর তোমরা প্রতিশোধ নিতে পারবে না।[১৮]

---

১৬. অর্থাৎ কেউ যদি আল্লাহ্‌র রাজত্ব থেকে পালিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় সেরূপ শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতীত বের হবে কেমন করে। এরপর আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান কেউ আছে কি? আবার বেরিয়ে কোথা-ই বা যাবে? অন্য রাজত্ব কোথায় আছে যে, সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিবে? উপরন্তু দুনিয়ার মামুলী সরকারগুলোও তো পাসপোর্ট ও ভিসা ব্যতীত কাউকে নিজের দেশ ত্যাগ করতে দেয় না। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা কেন সনদ ব্যতীত কাউকে বের হতে দিবেন?

১৭. অর্থাৎ এরূপ খোলামেলাভাবে ও পুংখানুপুংখরূপে বুঝিয়ে দেয়া এবং চড়াই-উৎরাই সবকিছু জানিয়ে দেয়া কত বড়ো নিআমত! তোমরা কি এই নিআমতের কদর করবে না? তোমরা কি আল্লাহ্‌র মহান কুদরত অস্বীকার করবে?

১৮. অর্থাৎ অপরাধীদের উপর যখন আগুনের ধুম্রহীন স্বচ্ছ শিখা এবং ধুম্রপূর্ণ স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করা হবে তখন কেউই তা প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং কেউ এই শাস্তির প্রতিশোধও নিতে পারবে না।

(٣٦) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣٧) فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاۤءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ

(٣٨) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٣٩) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖۤ اِنْسٌ وَّلَا جَاۤنٌّ ۚ

(٤٠) فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

৩৬. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[১৯]

৩৭. আকাশ যখন ফেটে যাবে তখন সেটি রক্ত রঞ্জিত চর্মের ন্যায় হয়ে যাবে।[২০]

৩৮. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৩৯. সেদিন কোন মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না এবং কোন জিন্নকেও নয়।[২১]

৪০. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

---

১৯. অপরাধীদেরকে শাস্তি প্রদান ওয়াদা পালনকারীদের জন্য নিআমতবিশেষ। এবং তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা যাতে মানুষ পথ থেকে বিরত থাকে আল্লাহ্র বিশেষ পুরস্কার। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক আয়াতে তাঁর নিআমত ও অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এগুলোর কোন কোনটি এখনও নিআমতরূপে বিদ্যমান আর কোন কোনটি সম্পর্কে সংবাদ দেওয়াটাই নিআমত, যাতে মানুষ সে সকল শাস্তির পথ থেকে বিরত থাকে"।

২০. অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে আসমান ফেটে যাবে, বিদীর্ণ হবে এবং রক্তিম গোলাপের ন্যায় হয়ে যাবে।

প্রত্যেক মানুষ ও জিন্নকে নিজ নিজ কৃতকর্মের জবাবদিহি করতে হবে

২১. অর্থাৎ কারো গুনাহ্ সম্পর্কে জানার জন্য সেই মানুষ ও জিন্নকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন হবে না। কারণ পূর্ব থেকেই সবকিছু আল্লাহ্র জানা আছে। তবে অভিযোগ উত্থাপন ও ধমকের স্বরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, فَوَرَبِّكَ لَنَسْـَٔلَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ "আপনার প্রতিপালকের শপথ! তাদের সকলকে আমি জিজ্ঞাসাবাদ করবো" (সূরা হিজর ঃ ৯২)।

অথবা আয়াতের মর্ম এই কবর থেকে উঠার সাথে সাথে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। তবে পরবর্তীতে জিজ্ঞাসাবাদ আলোচ্য আয়াতের মর্ম বিরোধী নয়।

(٤١) يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۚ

(٤٢) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○

(٤٣) هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ۘ

(٤٤) يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۚ

(٤٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

(٤٦) وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۚ

৪১. অপরাধীদেরকে চেনা যাবে তাদের চেহারা দ্বারা।[২২] তারপর তাদরেকে ধরা হবে তাদের কপালের চুলে ও পায়ে।[২৩]
৪২. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৪৩ এটি সেই দোযখ অপরাধীরা যা অস্বীকার করতো।[২৪]
৪৪. তারা ঘুরতে থাকবে সেটির মধ্যে ও ফুটন্ত পানির মধ্যে।[২৫]
৪৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৪৬. যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে তার জন্য দু'টি উদ্যান।[২৬]

নাফরমানদের চেনার জন্য বিশেষ পরিচিতি চিহ্ন থাকবে

২২. অর্থাৎ মুখমণ্ডলের কালিমা ও চক্ষুর নীলিমা দ্বারা অপরাধীদেরকে অতি স্বাভাবিকভাবে চেনা যাবে। যেমন চেনা যাবে মু'মিনদেরকে উযুর চিহ্ন ও নূর দ্বারা।

জাহান্নামীদেরকে যেভাবে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে

২৩. অর্থাৎ কারো চুল ধরে এবং কারো কারো পায়ের গোছা ধরে জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়া হবে। অথবা মর্ম এই, প্রত্যেক অপরাধীর হাড়গোড় ও মেরুদণ্ড ভেঙ্গে কপাল আর পা একত্র করা হবে, তারপর শিকল ইত্যাদি লাগিয়ে টেনে টেনে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

২৪. অর্থাৎ তখন বলা হবে, এই হলো সেই দোযখ দুনিয়ায় থাকতে তোমরা যা অস্বীকার করতে।

২৫. অর্থাৎ কখনো আগুনের শাস্তি আবার কখনো ফুটন্ত গরম পানির শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে এই দুই শাস্তি ও অন্যান্য শাস্তি থেকে হিফাযত করুন।

(৪৭) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(৪৮) ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۝

(৪৯) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(৫০) فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ۝

(৫১) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(৫২) فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ۝

(৫৩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(৫৪) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ۝

৪৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৪৮. উভয় উদ্যানই ঘন শাখা পল্লববিশিষ্ট।[২৭]
৪৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৫০. উভয় উদ্যানে রয়েছে প্রবহমান দুটো প্রস্রবণ।[২৮]
৫১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৫২. দুটোতেই রয়েছে প্রত্যেক প্রকারের ফল দুই প্রকার।
৫৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৫৪. তারা হেলান দিয়ে বসবে রেশমের আস্তরবিশিষ্ট বিছানায়।[২৯] আর সে সকল উদ্যানের ফলগুলো থাকবে ঝুলন্ত নীচু।[৩০]

মুত্তাকীদের পুরস্কার

২৬. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে যাকে সতর্ক করা হচ্ছে এবং ভয় দেখানো হচ্ছে যে, একদিন নিজের প্রতিপালকের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে এবং পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে এবং এই ভয়ে সে আল্লাহ্র অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত থাকে এবং পরিপূর্ণ আল্লাহ্ভীতি ও তাকওয়ার সাথে সঠিক পথে চলে তার জন্য সেখানে থাকবে দুটো আলীশান উদ্যান। পরবর্তীতে এগুলোর অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে।

২৭. অর্থাৎ নানা রং ও নানা প্রকারের ফলমূল থাকবে। বৃক্ষরাজির শাখা প্রশাখাগুলো ফলে ফলে পরিপূর্ণ ও ছায়াময় হবে।

২৮. অর্থাৎ এগুলোর প্রবাহ কখনো থামে না কিংবা শুকিয়ে যায় না।

২৯. বিছানার আস্তরগুলো যখন মোটা রেশমী কাপড়ের হবে তখন ভেতরের অবস্থাটা কেমন হবে ভেবে দেখুন।

(٥٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٥٦) فِيْهِنَّ قٰصِرٰتُ الطَّرْفِ ۙ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝

(٥٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٥٨) كَاَنَّهُنَّ الْيَاقُوْتُ وَالْمَرْجَانُ ۝

(٥٩) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۝

(٦٠) هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝

৫৫. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৫৬. সেগুলোতে রয়েছে আনতনয়না রমণীগণ, ইতিপূর্বে কোন মানুষ কিংবা জিন্ন তাদেরকে স্পর্শ করেনি।[৩১]
৫৭. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৫৮. সেগুলো যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ।[৩২]
৫৯. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৬০. সৎকাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে?[৩৩]

---

৩০. যা হস্তগত করতে কোন প্রকারের কষ্ট হবে না, বসে-শুয়ে সর্বাবস্থায় বিনা কষ্টে সেগুলো উপভোগ করতে পারবে।

৩১. অর্থাৎ তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতায় কারো ছোঁয়া লাগেনি। আর তারা আপন আপন স্বামী ব্যতীত অন্য কারো প্রতি চোখ তুলে তাকায়নি ।

৩২. অর্থাৎ এমন সুন্দর সুবর্ণ ও মহামূল্যবান। জান্নাতীগণ আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবে।

জান্নাতীগণ আল্লাহ্‌র দীদার লাভ করবে

৩৩. অর্থাৎ ভালো ইবাদতের প্রতিফল ভালো সওয়াব ব্যতীত আর কী হতে পারে? এই জান্নাতী মানুষগণ দুনিয়াতে থাকাকালে আল্লাহ্‌র প্রচুর ইবাদত করেছিল। তারা যেন আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখতো। এখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে চূড়ান্ত প্রতিদান প্রদান করছেন। فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

"কেউ জানে না তার জন্যে কত নয়ন প্রীতিকর বস্তু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে" (সূরা সাজদাহ্‌ ঃ ১৭)।

সম্ভবত এ আয়াতে আল্লাহ্‌র দীদার লাভের সৌভাগ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

(٦١) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
(٦٢) وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۝
(٦٣) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
(٦٤) مُدْهَآمَّتٰنِ ۝
(٦٥) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
(٦٦) فِیْهِمَا عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۝
(٦٧) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
(٦٨) فِیْهِمَا فَاکِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۝
(٦٩) فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
(٧٠) فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ حِسَانٌ ۝

৬১. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৬২. এ দুটো ব্যতীত আরো দুটো উদ্যান রয়েছে।[৩৪]
৬৩. অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?
৬৪. গাঢ় সুবজ যেন কালো।
৬৫. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
৬৬. ওই দুটো উদ্যান রয়েছে উচ্ছলিত দুই প্রস্রবণ।
৬৭. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
৬৮. সেগুলোতে রয়েছে ফলমূল, খেজুর ও আনার।[৩৫]
৬৯. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
৭০. সে সব উদ্যানে রয়েছে সুদর্শনা চরিত্রবতী নারীগণ।[৩৬]

---

৩৪. সম্ভবত প্রথম দুটো উদ্যান মুকাররাবীন বা চূড়ান্ত নৈকট্য অর্জনকারীদের জন্য এবং এ দুটো ডান পক্ষীয় ঈমানদারদের জন্য। সবুজ রং গাঢ় ও গভীর হলে কালো মত দেখা যায়।

৩৫. কিন্তু দুনিয়ার জগতের খেজুর আর আনারের সাথে সেই আনার ও খেজুরের কোন তুলনা হয় না। তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আল্লাহ্-ই জানেন।

৩৬. অর্থাৎ সতী চরিত্রবর্তী ও ভাল স্বভাববিশিষ্ট।

(٧١) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ
(٧٢) حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ۚ
(٧٣) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ
(٧٤) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۚ
(٧٥) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ
(٧٦) مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّ عَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ۚ
(٧٧) فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○
(٧٨) تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَ الْاِكْرَامِ ۚ

৭১. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
৭২. তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হূরগণ।[৩৭]
৭৩. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
৭৪. ইতিপূর্বে কোন মানুষ কিংবা জিন্ন তাদের স্পর্শ করেনি।
৭৫. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
৭৬. তারা হেলান দিয়ে উপবেশন করবে সবুজ আসন ও মনোরম বহুমূল্য বিছানার উপর।
৭৭. অতএব তোমাদের প্রতিপালকের কোন্ অনুগ্রহ তোমরা উভয়ে অস্বীকার করবে?
৭৮. তোমার প্রতিপালকের নাম বহু বরকতময়, তিনি মহিমাময় ও মহানুভব।[৩৮]

পর্দানশীন থাকাতেই মহিলাদের সার্থকতা

৩৭. এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের সৌন্দর্য ও কৃতিত্ব ঘরের মধ্যে পর্দানশীন থাকার মধ্যেই নিহিত।

অসীম বরকতময় আল্লাহ্‌র সুন্দর নাম

৩৮. অর্থাৎ আমি আমার কৃতজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বান্দাদেরকে এমন নিআমত দান করেছি। তবে ভেবে দেখো, এ সকল নিআমতের মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্য আসে তাঁর পবিত্র নামের বরকতে। তাঁর নাম নেওয়ার ফলে এসব নিআমত অর্জিত হয়। তারপর একটু উপলব্ধি করো যে, যার নামের মধ্যেই এত বরকত সেই মহান সত্তা কেমন! (আমাদেরকে প্রথম সারির জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা জানাচ্ছি)।

সূরা ওয়াকিয়া

৯৬ আয়াত, ৩ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝

(٢) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۝

(٣) خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۝

১. যখন সংঘটিত হবে যা সংঘটিত হওয়ার।

২. এটি সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে কোন মিথ্যাচার নেই।[১]

৩. এটি কাউকে করবে নীচ আর কাউকে করবে উচ্চ।[২]

কিয়ামত দিবসে এতদ্‌সংক্রান্ত সকল সন্দেহের অবসান ঘটবে

১. অর্থাৎ কিয়ামতের পর্দা যখন উন্মোচিত হবে তখন স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এটি কোন মিথ্যা কথা ছিলো না। কেউ তো তা সরিয়ে দিতে পারবে না, ফিরিয়েও দিতে পারবে না। "মৃতদেরকে আল্লাহ্ পুনরুত্থান করবেন না" এরূপ মিথ্যাবাদী সেদিন ব্যর্থ হবে। কেউ যদি মিথ্যা আশ্বাস ও সান্ত্বনা বাণী দ্বারা সেদিনের কষ্ট লাঘব করতে চায় তবে সফল হবে না।

কিয়ামত দিবসে একদলের সফলতা এক দলের ব্যর্থতা

২. অর্থাৎ এক দলকে উন্নতিদান করবে আর এক দলকে দিবে অবনতি। বড়ো বড়ো দাম্ভিক ও অহংকারী যাদেরকে দুনিয়াতে সম্মানিত ও উচ্চ শ্রেণীর মনে করা হতো তাদেরকে টেনে টেনে দোযখের দিকে অতল গহবরে ঠেলে দেয়া হবে। অন্যদিকে বহু বিনয়ী লোক যাদেরকে দুনিয়াতে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা হতো, ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে জান্নাতে উচ্চ মাকাম লাভে ধন্য হবে।

(٤) اِذَا رُجَّتِ الْاَرْضُ رَجًّا ۙ

(٥) وَّ بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۙ

(٦) فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْۢبَثًّا ۙ

(٧) وَّ كُنْتُمْ اَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ؕ

(٨) فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ۬ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ؕ

(٩) وَ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ۙ۬ مَاۤ اَصْحٰبُ الْمَشْـَٔمَةِ ؕ

৪. যখন পৃথিবী প্রকম্পিত হবে প্রচণ্ডভাবে।
৫. পর্বতরাজি ভেঙ্গে বিচুর্ণ হবে।
৬. এরপর তা পরিণত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়।[৩]
৭. তোমরা বিভক্ত হবে তিন দলে।[৪]
৮. ডান দিকের দল, কতো ভাগ্যবান ডান দিকের দল![৫]
৯. আর বাম দিকের দল, কতো নিকৃষ্ট বাম দিকের দল।[৬]

---

৩. অর্থাৎ ভূমিতে প্রচণ্ড কম্পন সৃষ্টি হবে এবং পর্বতরাজি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধূলিকণার ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকবে।

৪. অর্থাৎ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সকল মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হবে। দোযখের অধিবাসী, জান্নাতের সাধারণ অধিবাসী এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ নৈকট্য অর্জনকারী, তারা জান্নাতে অত্যন্ত উন্নত স্তর লাভে সফল হবে। এখন তাদের মোটামুটি বর্ণনা দেয়া হবে, এরপর বিস্তারিত বিবরণ আসবে।

ডান দিকের দল

৫. অর্থাৎ যে দল আরশে আযীমের ডানদিকে থাকবে। ইতিপূর্বে রূহ জগতে অঙ্গীকার গ্রহণের সময় তাদেরকে হযরত আদম (আ)-এর ডান পাঁজর থেকে বের করা হয়েছিল। তাদের আমলনামাও দেয়া হবে তাদের ডান হাতে। আর ফেরেশতাগণও তাদেরকে ডান দিক থেকে গ্রহণ করবে। তাদের সেদিনকার সৌন্দর্য, ভাগ্য ও বরকতের কথা বলে শেষ করা যাবে না। মি'রাজের রাতে প্রিয়নবী (সা) এদেরকেই দেখেছিলেন হযরত আদম (আ)-এর ডান দিকে। তাদের দিকে তাকিয়ে হযরত আদম (আ) হাসছিলেন আর বাম দিকের লোকদের দিকে তাকিয়ে তিনি কাঁদছিলেন।

(١٠) وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ۙ

(١١) اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ۚ

(١٢) فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ○

(١٣) ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ۙ

(١٤) وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ؕ

১০. আর অগ্রবর্তী দল তো অগ্রবর্তীই
১১. তারাই নৈকট্যপ্রাপ্ত।
১২. নিআমতে পূর্ণ উদ্যানসমূহে।[৭]
১৩. তাদের একদল পূর্ববর্তীদের থেকে।
১৪. এবং অল্প সংখ্যক পরবর্তীদের থেকে।[৮]

বাম দিকের দল

৬. এদের হযরত আদম (আ)-এর বাম দিক থেকে বের করা হয়েছিল। তাদেরকে দাঁড় করানো হবে আরশে আ'যীমের বাম পার্শ্বে। আর ফেরেশতাগণও তাদের বাম দিক থেকে টেনে নিয়ে যাবে। তাদের অকল্যাণ ও দুর্ভাগ্যের শেষ নেই।

অগ্রগামী দল

৭. অর্থাৎ যে সকল লোক ইল্‌ম ও আমলে, জ্ঞানে ও কর্মে কামালিয়াত অর্জনে এবং তাকওয়ার স্তরসমূহ অতিক্রমে ডান পার্শ্বস্থিত লোকদের চেয়ে অগ্রগামী ছিল তারা আল্লাহ্‌র রহমত ও নৈকট্যের স্তরসমূহেও সবার চেয়ে অগ্রগামী। তাঁরা হলেন নবীগণ, রাসূলগণ, সিদ্দীকীন ও শহীদগণ, তাঁরা মহান প্রতিপালকের সম্মুখে অবস্থান করবে (ইব্‌ন কাছীর)।

৮. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "প্রথম উম্মত অর্থ পূর্ববর্তী উম্মত আর পরবর্তী উম্মত অর্থ এই উম্মত উম্মতে মুহাম্মাদী (সা)। অথবা প্রথম উম্মত পরবর্তী উম্মত উভয়টি দ্বারা এই উম্মতকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই উম্মতের প্রথম দিকের লোকজনের মধ্যে বহু সংখ্যক উচ্চ মাকাম ও মর্যাদা অর্জন করেছেন। পরবর্তীদের মধ্যে এরূপ লোকের সংখ্যা কম"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অধিকাংশ তাফসীরকার আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত মন্তব্য দুটো উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইব্‌ন কাছীর (র) দ্বিতীয় মন্তব্যটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে তাবরানীর হাদীস গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হযরত আবূ বকর (রা)

(١٥) عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ۙ

(١٦) مُّتَّكِـِٕيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ○

(١٧) يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۙ

(١٨) بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ۙ

(١٩) لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ۙ

১৫. উপবেশন করবে স্বর্ণ নির্মিত আসনে।[৯]
১৬. হেলান দিয়ে থাকবে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে।[১০]
১৭. তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা,[১১]
১৮. পানপাত্র, কুঁজা এবং প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে।
১৯. এই সুরা পানে তাদের মাথাব্যাথাও হবে না উন্মাদনাও হবে না।[১২]

সূত্রে একটি হাদীস আনা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ আয়াত সম্পর্কে বলেছেন هُمَا جَمِيْعًا مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ (উল্লেখিত দুটো দলই এই উম্মতের)। হযরত ইব্ন কাছীর (র) আয়াতের তৃতীয় একটি অর্থ পেশ করেছেন। আমার নিকট সেটিই ভালো লেগেছে। অর্থাৎ প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে প্রথম স্তরের লোকজনের সংশ্লিষ্ট নবীর সাহচর্য লাভের কিংবা নবীর যুগের কাছাকাছি যুগ পাওয়ার কারণে যে অধিক সংখ্যায় উচ্চ স্তরের নৈকট্য অর্জনকারী হয়েছে, পরবর্তী স্তরের লোকদের মধ্যে তা পাওয়া যায়নি। যেমন নবী (সা) বলেছেন ঃ

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِىْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ

"সর্বোৎকৃষ্ট আমার যুগের লোক, এরপর তার পরবর্তী যুগের যারা, এরপর তার পরবর্তী যুগের যারা"।

হাঁ, আবূ বকরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি যদি বিশুদ্ধ হয় তবে সেই অর্থ গ্রহণই অনিবার্য।

৯. এগুলো স্বর্ণের তার দ্বারা নির্মিত।

১০. অর্থাৎ তাদের আসন ব্যবস্থা এমন হবে যে, একজনের পৃষ্ঠ অপরজনের সম্মুখে পড়বে না।

১১. অর্থাৎ তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরগণ। তারা চিরকিশোর।

১২. অর্থাৎ স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন শরাব। কুদরতী ব্যবস্থাপনায় শরাবের নদী প্রবহমান। তা পান করলে মাথা ধরবে না এবং হৈ হল্লা ও বকাবকিও করবে না। কারণ তাতে নেশা হবে না। নিরেট আনন্দ আর স্বাদে ভরপুর।

(٢٠) وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ۙ

(٢١) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۙ

(٢٢) وَحُوْرٌ عِيْنٌ ۙ

(٢٣) كَاَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ۚ

(٢٤) جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ○

(٢٥) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ۙ

(٢٦) اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ○

২০. এবং তাদের পসন্দমত ফলমূল।
২১. এবং তাদের রুচিসম্মত পাখীর গোশত।[১৩]
২২. আর আয়তলোচনা সুশ্রী রমণীগণ।
২৩. আবরণে রক্ষিত মুক্তাসদৃশ।[১৪]
২৪. তাদের কর্মের প্রতিফল স্বরূপ।
২৫. সেথায় তারা শুনবে না কোন অসার কিংবা পাপ বাক্য।
২৬. শুনবে শুধু সালাম আর সালাম সম্বোধন।[১৫]

---

১৩. অর্থাৎ যখন যে ফল খেতে চাইবে, যে গোশত খাওয়ার স্বাদ জাগবে তখন তার কোন পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়া তা তার নিকট পৌঁছে যাবে।

১৪. অর্থাৎ স্বচ্ছ ও নির্মল মুক্তার ন্যায়, সামান্য ধুলাবালি, ময়লা-আবর্জনার স্পর্শও যাতে লাগেনি।

জান্নাতের সম্ভাষণ, সালাম (শান্তি)

১৫. অর্থাৎ অর্থহীন ও অশালীন কথাবার্তার সেখানে স্থান নেই। আর কেউ মিথ্যাও বলবে না। কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে না। চারদিক থেকে শুধু সালাম আর সালাম সম্বোধন শুনা যাবে। অর্থাৎ জান্নাতীগণ একে অন্যকে সালাম দিবে এবং ফেরেশতাগণ জান্নাতীদেরকে সালাম দিতে থাকবে। আর আসবে মহামহিম আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সালাম। এটি অভাবনীয় ইয্যত ও সম্মানের ব্যাপার। চতুর্দিক থেকে অধিক হারে সালাম উচ্চারিত হওয়া দ্বারা এই ইঙ্গিত প্রদান করা হবে যে, এখন এখানে পৌঁছে তোমরা সকল প্রকারের বিপদাপদ ও বালামুসিবত থেকে মুক্ত হয়ে নিরাপদ, সুস্থ ও শান্তির সাথে বসবাস করবে। এখন কোন কষ্ট আসবে না, মৃত্যু আসবে না এবং কোন প্রকারের ধ্বংস আসবে না।

(٢٧) وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ۙ۬ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ؕ

(٢٨) فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ۙ

(٢٩) وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ۙ

(٣٠) وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ۙ

(٣١) وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ۙ

(٣٢) وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ۙ

(٣٣) لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ۙ

(٣٤) وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ؕ

২৭. আর ডান দিকের দল। কত ভাগ্যবান ডান দিকের দল!
২৮. তারা থাকবে কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষে।[১৬]
২৯. এবং কাঁদি কাঁদি কলার মধ্যে।
৩০. এবং সম্প্রসারিত ছায়ার মধ্যে।[১৭]
৩১. এবং প্রবহমান পানির মধ্যে।
৩২. প্রচুর ফলমূলের মধ্যে।
৩৩. যা কর্তিতও নয় নিষিদ্ধ হওয়ারও নয়।[১৮]
৩৪. এবং সমুচ্চ শয্যাসমূহে।[১৯]

---

১৬. রং-বেরংয়ের ফলে তা থাকবে পরিপূর্ণ।

১৭. অর্থাৎ না থাকবে রোদ, না অনুভব করবে ঠাণ্ডা কিংবা গরম এবং না থাকবে অন্ধকার। বরং সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে যে মাঝামাঝি ও শান্তিময় পরিবেশ বিদ্যমান থাকে ধরে নিতে পারেন এরূপ ছায়া বিরাজ করবে। আর এই ছায়া এত দীর্ঘ ও বিস্তৃত হবে যে, দ্রুতগামী ঘোড়া শত বছর অবিরাম দৌঁড়াতে থাকলেও তা অতিক্রম করতে পারবে না।

১৮. অর্থাৎ বহু প্রকারের ফলমূল। কোনটি ইতিপূর্বে কেউ কাটেনি এবং দুনিয়ার মওসুমী ফলের ন্যায় কয়েক দিন পর শেষও হয়ে যাবে না এবং এগুলো তুলতে গেলে কোন বাধা-বিপত্তিও আসবে না।

১৯. অর্থাৎ খুব মোটা ও উঁচু দেখতেও, মর্যাদার দিক থেকেও।

(٣٥) اِنَّاۤ اَنۡشَاۡنٰهُنَّ اِنۡشَآءً ۙ

(٣٦) فَجَعَلۡنٰهُنَّ اَبۡكَارًا ۙ

(٣٧) عُرُبًا اَتۡرَابًا ۙ

(٣٨) لِّاَصۡحٰبِ الۡيَمِيۡنِ ۚ

(٣٩) ثُلَّةٌ مِّنَ الۡاَوَّلِيۡنَ ۙ

(٤٠) وَثُلَّةٌ مِّنَ الۡاٰخِرِيۡنَ ؕ

(٤١) وَاَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ۙ۬ مَاۤ اَصۡحٰبُ الشِّمَالِ ؕ

(٤٢) فِىۡ سَمُوۡمٍ وَّحَمِيۡمٍ ۙ

(٤٣) وَّظِلٍّ مِّنۡ يَّحۡمُوۡمٍ ۙ

৩৫ তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে।
৩৬. তাদেরকে করেছি কুমারী।
৩৭. সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।
৩৮. ডান দিকের লোকদের জন্য।২০
৩৯. তাদের একদল হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে
৪০. এবং একদল পরবর্তীদের মধ্য থেকে।২১
৪১. আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল।
৪২. তারা থাকবে প্রচণ্ড উষ্ণ বায়ুতে ও উত্তপ্ত পানিতে
৪৩. এবং ধুম্রের ছায়ায়।

---

২০. অর্থাৎ জান্নাতী হূরগণ এবং দুনিয়ার মহিলাগণ যাদেরকে জান্নাতেও পাওয়া যাবে। সেখানে এই মহিলাদের জন্ম ও বর্ধন আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতে এমন পর্যায়ে থাকবে যে, তারা সর্বদা সুন্দরী ও যুবতী হয়ে থাকবে। তাদের কথাবার্তা ও চালচলন এমন হবে যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসা জন্মাবে। সবাই সমবয়স্কা হবে। তাদের স্বামীদের সাথেও বয়সের সামঞ্জস্য থাকবে।

২১. অর্থাৎ ডান দিকের লোকজন পূর্ববর্তী জনগণের মধ্যেও অধিক হারে ছিল এবং পরবর্তী জনগণের মধ্যেও অধিক হারে থাকবে।

(٤٤) لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيمٍ ۝

(٤٥) إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ۝

(٤٦) وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ۝

(٤٧) وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۝

(٤٨) أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ۝

(٤٩) قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۝

(٥٠) لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۝

৪৪. যা না শীতল, না আরামদায়ক।[২২]
৪৫. তারা ইতিপূর্বে মত্ত ছিল ভোগবিলাসে।
৪৬. এবং তারা অবিরাম লিপ্ত ছিল ঘোরতরপাপে।[২৩]
৪৭. তারা বলতো, আমরা মরে মাটি ও হাড্ডিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুনরুত্থিত হবো ?
৪৮. আমাদের পূর্বপুরুষগণও কি?[২৪]
৪৯. বলে দাও, পূর্ববর্তী ও পরবর্তিগণ
৫০. সকলে একত্র হবে একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে ।[২৫]

---

২২. অর্থাৎ দোযখের আগুন থেকে কালো ধোঁয়া উঠবে, তার ছায়ায় তাদেরকে রাখা হবে। ফলে তারা না পাবে দৈহিক শান্তি না পাবে মনের শান্তি। এই ছায়া শীতলও নয় মর্যাদারও নয়, অপমান ও লাঞ্ছনা সহকারে ওই ছায়ার নীচে বাষ্পীভূত হতে থাকবে। এটি তাদের পার্থিব সুখী জীবনের প্রতিফল যার অহংকারে তারা আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত ছিল।

২৩. সেই ঘোরতর পাপ হলো কুফরী, শির্ক এবং নবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করা। অথবা মিথ্যা শপথ করে এই কথা বলা যে, মৃত্যুর পর কোন জীবন নেই। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّٰهُ مَنْ يَّمُوْتُ

"তারা দৃঢ়ভাবে আল্লাহ্র শপথ করে, যারা মারা যায় আল্লাহ্ তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন না" (সূরা নাহ্ল ঃ ৩৮)।

২৪. যারা আমাদেরও পূর্বে মারা গিয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের কথা কার বুঝে আসে?

২৫. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, যার সুনির্দিষ্ট সময় ও তারিখ আল্লাহ্র জানা আছে।

(৫১) ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّآلُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ۙ

(৫২) لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ۙ

(৫৩) فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۚ

(৫৪) فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ۚ

(৫৫) فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ؕ

(৫৬) هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ؕ

(৫৭) نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝

(৫৮) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ؕ

৫১. এরপর হে পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীরা!
৫২. তোমরা অবশ্যই আহার করবে যাক্কূম বৃক্ষ থেকে।
৫৩. সেটি দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে।[২৬]
৫৪. তারপর তোমরা পান করবে উত্তপ্ত পানি।
৫৫. পান করবে তৃষ্ণার্ত উটের ন্যায়।[২৭]
৫৬. বিচারের দিন এই হবে তাদের আপ্যায়ন।[২৮]
৫৭ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তবে কেন তোমরা সত্য বলে বিশ্বাস করো না।[২৯]
৫৮. তোমরা কি ভেবে দেখেছো, তোমাদের বীর্যপাত সম্পর্কে?

---

২৬. অর্থাৎ ক্ষুধার জ্বালায় যখন ছটফট করবে তখন খাদ্যরূপে এই বৃক্ষই পাবে। এরপর সেটি খেয়েই পেট ভর্তি করবে।

২৭. অর্থাৎ প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত উট যেমন এক নিঃশ্বাসে পানি গিলতে থাকে সেই অবস্থা হবে দোযখীদের। কিন্তু এই উত্তপ্ত পানি যখন পান করার জন্য মুখের নিকট নিয়ে যাবে তখন প্রচণ্ড তাপে সমগ্র মুখমণ্ডল ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। আর পেটের ভেতরে পৌঁছার সাথে সাথে নাড়িভূঁড়ি সব ছিন্নভিন্ন হয়ে বেরিয়ে পড়বে। (আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় কামনা করি)।

২৮. অর্থাৎ তাদের জন্য এরূপ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা ন্যায়বিচারের দাবী।

২৯. অর্থাৎ একথাটা কেন মানছোনা যে, তিনি প্রথমেও সৃষ্টি করেছেন পুনর্বারও সৃষ্টি করবেন।

(٥٩) ءَاَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○
(٦٠) نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۙ○
(٦١) عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ○
(٦٢) وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ○
(٦٣) اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۗ○
(٦٤) ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ○

৫৯. তা কি তোমরা সৃষ্টি করো না আমি তার সৃষ্টিকর্তা।[৩০]
৬০ আমি তোমাদের জন্য মৃত্যু নির্ধারিত করেছি। [৩১] আমি অক্ষম নই।
৬১. তোমাদের স্থলে তোমাদের সদৃশ লোক নিয়ে আসতে এবং তোমাদেরকে এমন আকৃতি দান করতে যা তোমরা জানো না।[৩২]
৬২. তোমরা তো অবগত হয়েছ প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে, তবুও অনুধাবন করো না কেন।[৩৩]
৬৩. তোমরা কি ভেবে দেখেছ তোমরা যা বপন করো সেই সম্পর্কে?
৬৪. তোমরা কি তা উৎপন্ন করো না আমি তা ফলাই?[৩৪]

আল্লাহ্ তা'আলাই একমাত্র স্রষ্টা

৩০. অর্থাৎ জরায়ুতে বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করে কে? সেখানে তোমাদের কারো হস্তক্ষেপ তো চলে না। তাহলে আমি ছাড়া আর কে আছে যে পানির ফোঁটার উপর মানুষের সুদর্শন আকৃতি অংকন করে এবং তাতে প্রাণ সঞ্চার করে?

৩১. অর্থাৎ প্রাণ দেয়া ও প্রাণ হরণ করা সব আমারই হাতে। অস্তিত্বে আনয়ন করা ও অস্তিত্বহীন করা সবই যখন আমার হাতে তখন মরণের পর পুনরুত্থান করা কঠিন হবে কেন?

৩২. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ তোমাদেরকে অন্য জগতে নিয়ে যাবো এবং তোমাদের এ স্থানে অন্য সৃষ্টিকে স্থান করে দিবো"।

৩৩. অর্থাৎ পূর্বতন সৃষ্টির কথা স্মরণ করে পুনঃ সৃষ্টির কথা উপলব্ধি করো।

৩৪. অর্থাৎ বাহ্যত জমিতে বীজ তোমরাই ছিটাও। কিন্তু জমির অভ্যন্তরে তা লালন করা, এরপর অংকুরিত করে শস্য শ্যামল ক্ষেতে পরিণত করা কার কাজ? এ ব্যাপারে তো তোমরা কোন দাবী করতে পারো না যে, এগুলোও তোমাদের অবদান।

(৬৫) لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ○
(৬৬) اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ○
(৬৭) بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ○
(৬৮) اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ○
(৬৯) ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ○
(৭০) لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ○

৬৫. আমি চাইলে সেগুলোকে দলিত খড়কুটায় পরিণত করতে পারি। তখন তোমরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে।
৬৬. আমরা তো ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।
৬৭. আমরা বরং হৃত সর্বস্ব হয়ে পড়েছি।[৩৫]
৬৮. আচ্ছা! তোমরা যে পানি পান করো সেই সম্পর্কে ভেবে দেখো তো।
৬৯. তোমরাই কি তা মেঘ থেকে নামিয়ে আনো না আমি তা বর্ষণ করি?[৩৬]
৭০. আমি ইচ্ছা করলে তা লবণাক্ত করে দিতে পারি, তবুও তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না কেন?[৩৭]

---

৩৫. অর্থাৎ ফসল উৎপন্ন করার পর তা রক্ষা করা ও অক্ষুণ্ন রাখাও আমার কাজ। আমি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় যে কোন বিপদ নাযিল করতে পারি। ফলে এক মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তখন তোমরা মাথায় হাত দিয়ে কান্নাকাটি শুরু করবে এবং বসে বলতে থাকবে যে, মিয়া, আমাদের তো ভীষণ ক্ষতি হয়ে গেল! বরং সত্য বলতে গেলে একেবারে শূন্যহাত হয়ে গিয়েছি।

৩৬. অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষিত হয় আমার নির্দেশে। এরপর ভূমির জলাধারগুলোতে পানি সঞ্চিত করে রাখি আমিই। তোমাদের কি ক্ষমতা আছে যে, পানি উৎপন্ন করবে কিংবা তোষামোদ বা জবরদস্তি করে মেঘ থেকে পানি ছিনিয়ে আনবে।

মহান আল্লাহ্ চাইলে মিঠা পানিকে লবণাক্ত করে দিতে পারেন

৩৭. অর্থাৎ আমি চাইলে মিঠা পানিকে খর ও তিক্ত পানিতে রূপান্তরিত করে দিতে পারি। ফলে তা পানও করতে পারবে না ক্ষেতে খামারে ব্যবহারও করতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও অনুগ্রহ স্বীকার করো না কেন যে, আমি মিঠা পানির কত জলাধার

(٧١) اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ۝

(٧٢) ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ۝

(٧٣) نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝

(٧٤) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

৭১. তোমরা যে আগুন জ্বালাও তা লক্ষ্য করো তো।
৭২. তোমরাই কি তার বৃক্ষ সৃষ্টি করো না আমি সৃষ্টি করি ?[৩৮]
৭৩. আমি এই বৃক্ষকে করেছি নিদর্শন।[৩৯] ও মরুচারীদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী।[৪০]
৭৪. সুতরাং তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করো।[৪১]

তোমাদের হাতে দিয়ে রেখেছি। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম (সা) পানি পান করার পর বলতেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَقَانَاهُ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا۔

“সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আপন দয়ায় আমাদেরকে সুপেয় মিঠা পানি পান করিয়েছেন। আমাদের পাপের কারণে তাকে বিস্বাদ ও লবণাক্ত করেননি” (ইব্‌ন কাছীর)।

৩৮. আরব এলাকায় এমন কতগুলো সবুজ সজীব বৃক্ষ আছে যেগুলোতে ঘষা দিলে আগুন বিচ্ছুরিত হয়। যেমন আমাদের দেশের বাঁশ। ইতিপূর্বে সূরা ইয়াসীন-এ এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। অর্থাৎ এ বৃক্ষের মধ্যে আগুন সঞ্চিত রেখেছে কে, তোমরা না আমি?

৩৯. অর্থাৎ এই আগুন দেখে দোযখের আগুনের কথা স্মরণ করা উচিত। কারণ এই আগুন সেই আগুনের একটি অংশ ও ক্ষুদ্র নমুনা। চিন্তাশীল লোকদের জন্য এটিও স্মরণে রাখা দরকার যে, যে আল্লাহ্‌ সবুজ ও কাঁচা বৃক্ষ থেকে আগুন বের করতে পারেন তিনি নিশ্চয় মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম হবেন।

৪০. মরুবাসী ও মুসাফিরদের জন্য আগুনের খুব প্রয়োজন, বিশেষত শীত মওসুমে। তা ছাড়া সাধারণত সকলেই আগুন ব্যবহার করে থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কতক হাদীসের আলোকে উলামায়ে কিরাম বলেছেন, এ সকল আয়াতের মধ্যে প্রতিটি প্রশ্নবোধক আয়াত তিলাওয়াত করার পর اَنْتَ يَا رَبِّ (আপনিই করেছেন হে আমাদের প্রতিপালক) বলা মুস্তাহাব।

৪১. যিনি এসব বিভিন্ন বস্তু ও কল্যাণকর দ্রব্য সৃষ্টি করলেন এবং যাঁর একান্ত অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদেরকে তা দ্বারা উপকৃত করলেন তাঁর শোকর আদায় করা কর্তব্য। আর সত্যত্যাগীদের বানানো অসত্য ও মন্দ বক্তব্য থেকে তাঁর মুবারক নামের পবিত্রতা

(৭৫) فَلَآ اُقۡسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوۡمِ ۙ

(৭৬) وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوۡ تَعۡلَمُوۡنَ عَظِيۡمٌ ۙ

(৭৭) اِنَّهٗ لَقُرۡاٰنٌ كَرِيۡمٌ ۙ

(৭৮) فِىۡ كِتٰبٍ مَّكۡنُوۡنٍ ۙ

(৭৯) لَّا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الۡمُطَهَّرُوۡنَ ؕ

(৮০) تَنۡزِيۡلٌ مِّنۡ رَّبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ‏

৭৫. অতএব আমি নক্ষত্ররাজির অস্তগমনের শপথ করছি।[৪২]
৭৬. আর অবশ্যই এটি একটি বিরাট শপথ, যদি তোমরা অনুধাবন করতে।
৭৭. নিশ্চয় এটি সম্মানিত কুরআন।
৭৮. লিপিবদ্ধ রয়েছে এক অদৃশ্য কিতাবে।
৭৯ এটি তারাই স্পর্শ করে যাদেরকে পূতঃপবিত্র বানানো হয়েছে।[৪৩]
৮০. এটি অবতীর্ণ বিশ্বপ্রতিপালকের পক্ষ থেকে।[৪৪]

ঘোষণা করা একান্ত আবশ্যক। আশ্চর্য লাগে যে, এতসব সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শন দেখার পরও মানুষ তাঁর কুদরত ও একত্ববাদের যথার্থতা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে না।

৪২. অন্য একটি অর্থ এই, নবী-রাসূলদের অন্তরে আয়াতসমূহ নাযিলের শপথ করছি। অথবা আসমান থেকে পৃথিবীতে ধীরে ধীরে ও অল্প অল্প করে কুরআনের আয়াত নাযিলের শপথ করছি।

অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা যাবে না

৪৩. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ ফেরেশতাগণ এই কিতাবে হাত লাগায়। সেই কিতাব হলো এই লিখিত কুরআন মজীদ ফেরেশতাদের হাতে অথবা লাওহে মাহফূযে"। কতক তাফসীরকার لَا يَمَسُّهٗ (তা স্পর্শ করবে না)-এর সর্বনাম দ্বারা কুরআন বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ পবিত্র লোক ব্যতীত অন্য কেউ এই কুরআন স্পর্শ করে না। যারা স্বচ্ছ অন্তর ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই এই কুরআনের জ্ঞান ও রহস্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। অথবা আয়াতের অর্থ এই, পবিত্র লোক ব্যতীত অন্য কেউ এই কুরআন স্পর্শ করবে না অর্থাৎ উযু ব্যতীত হাত লাগানো জাইয নেই। হাদীস দ্বারা এই মাসআলা প্রমাণিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে لَا يَمَسُّهٗ -এর 'লা' নিষিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত হবে।

(٨١) اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۙ

(٨٢) وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ○

(٨٣) فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ

৮১. তবুও কি তোমরা এই বাণীর প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করবে ?

৮২. আর মিথ্যারোপ করাকেই তোমরা নিজেদের কর্মরূপে গ্রহণ করেছ ?[৪৫]

৮৩. এরপর যখন কারও প্রাণ কণ্ঠাগত হয়।

সৃষ্টিজগত আল্লাহ্‌র একক ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ

৪৪. অর্থাৎ এটি জাদু ও টোটকা নয়, গণকের ভোজবাজি কিংবা ভিত্তিহীন গালগল্প নয় এবং কবিদের ছন্দোবদ্ধ গীতিকাব্যও নয়, বরং অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত কিতাব যা বিশ্ববাসীর হিদায়াত ও শিক্ষার জন্য বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, যেই আল্লাহ্ চন্দ্র, সূর্য এবং সকল নক্ষত্রের এ সুদৃঢ় আশ্চর্যজনক ও তুলনাহীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই নক্ষত্ররাজি একটি অলংঘনীয় বিধানের অধীন প্রতিনিয়ত চলছে, সেগুলোই আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য একত্ব ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রমাণ বহন করছে। যেমন ইবরাহীম (আ) তাঁর কওমের বিরুদ্ধে এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন। এদের অবস্থাই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, মহান ও শ্রেষ্ঠ সত্তার হাতে আমাদের নিয়ন্ত্রণ রশি। তিনি এককভাবে পৃথিবী, মেঘমালা, পানি, আগুন, বায়ু, মাটি এবং সমগ্র জগতের প্রতিটি অণুপরমাণুর মালিক ও সৃষ্টিকর্তা। পূর্ববর্তী রুকূতে যে সকল আসমানী নিদর্শনাদি বর্ণিত হয়েছে সেগুলো দেখার পরও এ সকল বিষয়ের সত্যতায় কারও মনে কি কোন সন্দেহ থাকতে পারে?

একজন বিবেচক ব্যক্তি এতো স্পষ্ট বিশাল আসমানী নিদর্শনসমূহ দেখে কি এসব বিষয়ের সত্যতা সম্পর্কে তার কোন সন্দেহ থাকতে পারে যা প্রথম রুকূতে আলোচিত হয়েছে? একজন আকলমন্দ ব্যক্তি কি এই মহাবিশ্বের মহান ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করে কি এতটুকু অনুধাবন করতে পারে না যে, অন্য একটি অদৃশ্য সৌর ব্যবস্থাপনাও যা কুরআন করীমও তার আয়াতসমূহ অথবা সকল আসমানী কিতাবের সমষ্টি, সেই বিশ্ব প্রভুর প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা যিনি তাঁর কুদরত ও পরিপূর্ণ রহমত দ্বারা এই প্রকাশ্য শৃংখলা স্থাপন করেছেন। তিনি সেই মহান প্রভু যিনি রূহানী নক্ষত্রসমূহের অস্তগমনের পর কুরআনের সূর্যকে আলোকময় করেছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতকে অন্ধকারে রাখেন নি। কুরআনী সেই সূর্য এখনও আলোকিত হয়ে আছে। কার ক্ষমতা আছে যে, তা পরিবর্তন কিংবা বিলুপ্ত করে দিবে? তার আলোকরশ্মি পরিপূর্ণভাবে প্রতিবিম্বিত হয় সেই সকল অন্তরে, যেগুলোকে মেজে ঘষে পরিচ্ছন্ন ও নির্মল করা হয়।

৪৫. অর্থাৎ হায়! এটি কি এমন কোন সম্পদ যা দ্বারা উপকৃত হতে তোমরা অলসতা করতে পারো ? আর তোমরা কি এই কুরআনকে এবং কুরআনের নির্দেশিত

(৮৪) وَ اَنۡتُمۡ حِیۡنَئِذٍ تَنۡظُرُوۡنَ ۙ

(৮৫) وَ نَحۡنُ اَقۡرَبُ اِلَیۡهِ مِنۡكُمۡ وَ لٰكِنۡ لَّا تُبۡصِرُوۡنَ ○

(৮৬) فَلَوۡ لَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ غَیۡرَ مَدِیۡنِیۡنَ ۙ

(৮৭) تَرۡجِعُوۡنَهَاۤ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰدِقِیۡنَ ○

(৮৮) فَاَمَّاۤ اِنۡ كَانَ مِنَ الۡمُقَرَّبِیۡنَ ۙ

(৮৯) فَرَوۡحٌ وَّ رَیۡحَانٌ ۬ۙ وَّ جَنَّتُ نَعِیۡمٍ ○

৮৪. এবং তোমরা তখন তাকিয়ে থাকো।

৮৫. আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার অধিক নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।

৮৬. আবার কেন নয়, তোমরা যদি কারো ইখতিয়ারাধীন না হও।

৮৭. তবে তোমরা সেই রূহ ফিরিয়ে লওনা কেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও ?[৪৬]

৮৮. যদি সেই মৃত ব্যক্তি নৈকট্য লাভকারীদের দলভুক্ত হয়,

৮৯. তবে তার জন্য থাকবে শান্তি, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান।

তত্ত্বসমূহকে প্রত্যাখ্যান করাকেই নিজেদের কর্ম ও দায়িত্বরূপে গ্রহণ করেছ। যেমন বৃষ্টি দেখলেই তোমরা বলে দাও, অমুক নক্ষত্র অমুক কক্ষপথে এসে গেছে তাই বৃষ্টি হলো। যেন আল্লাহ্‌র কোন ভূমিকাই নেই। তদ্রূপ রহমতের এই বৃষ্টি যা কুরআনরূপে নাযিল হয়েছে তার অমর্যাদা করা এবং একথা বলে দেয়া যে, এটি আল্লাহ্‌র নাযিল করা নয়, জঘন্য দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনার পরিচায়ক। কোন একটি নিআমতের শুকরিয়া কি এই যে, তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করবে?

সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণাধীন

৪৬. অর্থাৎ তোমরা এত বেপরোয়া ও নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্‌র বাণীগুলো অস্বীকার করছো যেন মনে হয়, তোমরা কারো নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের অধীন নও কিংবা কখনো তোমাদেরকে মরতে হবে না, আল্লাহ্‌র নিকট যেতে হবে না। আচ্ছা, যখন তোমাদের কোন প্রিয়তম ও ভালোবাসার মানুষের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, নিঃশ্বাস আটকে যায় কণ্ঠদেশে, মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে আর তোমরা তার নিকট বসে বসে নিরুপায় হয়ে তার অসহায়ত্ব ও দুঃখজনক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে থাকো অপর দিকে আল্লাহ নিজে অথবা তাঁর ফেরেশতাগণ তোমাদের চেয়েও তার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকেন যা তোমরা দেখতে পাও না। আচ্ছা তোমরা যদি অন্য কারো নিয়ন্ত্রণাধীন না হয়ে থাকো তবে এই প্রিয় মানুষটির প্রাণটা তার কাছে ফিরিয়ে আনো না কেন? মনে না

(٩٠) وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۙ

(٩١) فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ؕ

(٩٢) وَ اَمَّاۤ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۙ

(٩٣) فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۙ

(٩٤) وَّ تَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ۝

৯০. আর সে যদি হয় ডান দিকের দলভুক্ত
৯১. তবে তাকে বলা হবে, হে ডান দলের লোক! তোমার প্রতি শান্তি।[৪৭]
৯২. আর সে যদি হয় পথভ্রষ্ট মিথ্যারোপকারীদের দলভুক্ত
৯৩. তবে তার আপ্যায়ন তপ্ত পানি
৯৪. এবং জাহান্নামে নিক্ষেপ।[৪৮]

চাইলেও সেটিকে পৃথক হতে দাও কেন? তাকে দুনিয়ার দিকে ফিরিয়ে এনে ভালোবাসার মানুষটিকে আসন্ন শাস্তি থেকে রক্ষা করো না কেন? নিজেদের দাবীতে যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে এরূপ করে দেখাও।

ভেবে দেখুন নিজেকে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত করছেন

৪৭. অর্থাৎ তোমরা এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ধরে রাখতে পারবে না। যথাস্থানে তাকে অবশ্যই চলে যেতে হবে। সেই মৃত ব্যক্তি যদি মুকাররাবীন তথা আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারীদের দলভূক্ত হয় তবে অতি উন্নত পর্যায়ের রূহানী ও দৈহিক সুখের স্থানে পৌঁছে যাবে। আর সে যদি ডান দলের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলেও কোন অসুবিধা নেই। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন "অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে অসন্দিগ্ধ থাকো। অথবা অর্থ এই, ডান দলের লোকদের পক্ষ থেকে তার নিকট সালাম আসবে। অথবা অর্থ এই, বলা হবে, "ভবিষ্যতে তোমার জন্য শুধু শান্তি আর শান্তি শুধু নিরাপত্তা। আর তুমি ডান দলের লোকদের অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন হাদীসে আছে যে, এরূপ মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যুর পূর্বেই এই সুসংবাদ প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে পাপী ও অপরাধীদেরকে তাদের মৃত্যুর পূর্বে শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে অবগত করানো হয়।

৪৮. অর্থাৎ এই হবে তার শেষ পরিণতি। আর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে।

(৯৫) إِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۚ

(৯৬) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۚ

৯৫. নিঃসন্দেহে এটি ধ্রুব সত্য।[৪৯]

৯৬. অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো।[৫০]

---

৪৯. অর্থাৎ তোমাদের অস্বীকৃতি ও প্রত্যাখ্যান কোন ফল দেবে না। ঈমানদার ও পাপীদের সম্পর্কে যা যা বলা হয়েছে তা পরিপূর্ণ সত্য ও সুনিশ্চিত। এরূপ হবেই হবে। সুতরাং খামাখা সন্দেহ সৃষ্টি করে নিজেকে প্রতারিত করো না, বরং আসন্ন ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করো।

যে তাসবীহ উচ্চারণ সহজ, সওয়াব অনেক

৫০. অর্থাৎ তাসবীহ ও তাহ্মীদ (আল্লাহ্র প্রশংসা ও মহিমা) ঘোষণায় নিয়োজিত থাকো। আখিরাতের জন্য এটিই বড়ো প্রস্তুতি। এই পুণ্যকর্মে নিয়োজিত থাকলে সত্যত্যাগীদের কটূক্তি ও কষ্টদায়ক বক্তব্য থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং তাদের বাতিল ধ্যানধারণাও খণ্ডন করা হয়। সূরার সমাপ্তিলগ্নে সেই হাদীসটির উল্লেখ করতে মন চাইছে, ইমাম বুখারী (র) তার কিতাবের শেষে যেটি উল্লেখ করেছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَتَانِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ -

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ দুটো বাক্য উচ্চারণে অতি সহজ, দাঁড়িপাল্লায় ওজনে অতি ভারী এবং দয়াময় আল্লাহ্র নিকট অতি প্রিয়। তা হলো ঃ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

সূরা আল-হাদীদ

২৯ আয়াত, ৪ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَ يُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٣) هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○

১. আকাশরাজিতে এবং পৃথিবীতে যা আছে[১] সবই আল্লাহ্র মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।

২. আকাশরাজি ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু ঘটান। তিনি সবকিছু করতে পারেন।[২]

৩. তিনি সর্ব আদি, সর্ব অন্ত,[৩] প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, তিনি সবকিছু জানেন।[৪]

---

১. অর্থাৎ অবস্থা দ্বারা কিংবা অভিব্যক্তি দ্বারা অথবা উভয়ের দ্বারা।

২. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীর সর্বত্র তাঁর নির্দেশ ও ইখতিয়ার কার্যকর রয়েছে। সৃষ্টি ও ধ্বংসের রশি তাঁর হাতে। কোন শক্তি প্রাকৃতিক কর্তৃত্বে বাধা দিতে পারে না।

৩. যখন কিছুই ছিলো না তখনও তিনি ছিলেন। যখন কেউই থাকবে না তখনও তিনি থাকবেন।

জগতের প্রতিটি বস্তুই আল্লাহ্র অস্তিত্ব প্রমাণ করে

৪. প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব ও প্রকাশ তাঁর অস্তিত্বের ফল। তাহলে তিনি যদি প্রকাশ্য না হন কে প্রকাশ্য হবে? আরশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, ঊর্ধ্ব থেকে নিম্ন পর্যন্ত অণু থেকে

(٤) هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ط يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ط وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

৪. তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকাশরাজি ও পৃথিবী ছয় দিনে, তারপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন আরশে।[৫] তিনি জানেন যা জমিনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং যা তা থেকে নির্গত হয়,[৬] যা আকাশ থেকে নাযিল হয় এবং যা আকাশে উঠে।[৭] তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা দেখেন।[৮]

সূর্য পর্যন্ত সব কিছুর অস্তিত্ব তো তাঁর অস্তিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ। কিন্তু সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যে, তাঁর সত্তা, তত্ত্ব ও গুণের রহস্য পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। কোনক্রমে তাঁর কোন একটি গুণ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা, যেমন কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তেমন তাঁর গুণের প্রকৃত রূপ বর্ণনা করাও সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, তাঁর চেয়ে গোপন ও লুক্কায়িত অন্য কিছু নেই। বস্তুত তিনি বাইরে ও ভেতরে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, উন্মুক্ত ও রহস্যাবৃত সকল বিষয় তিনি জানেন। অন্যদিকে জাহির অর্থ বিজয়ী। অর্থাৎ তাঁর চেয়ে অধিক শক্তি কারো নেই, আর বাতিন অর্থ তাঁর অগোচরে এমন কোন স্থান নেই তাঁর দৃষ্টি থেকে পালিয়ে যেখানে আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

اَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ -

"আপনি বিজয়ী, আপনার ঊর্ধ্বে কিছু নেই এবং আপনি গোপন, আপনার অজ্ঞাত কিছু নেই"।

৫. সূরা আরাফের ৫৪ নং আয়াত সংশ্লিষ্ট টীকায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬. যেমন বৃষ্টির পানি এবং শস্যবীজ ভূমির ভেতরে প্রবেশ করে। ফসল, বৃক্ষ ইত্যাদি ভূমি থেকে বেরিয়ে আসে। সূরা 'সাবা' ২নং আয়াতের টীকায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. আকাশ থেকে নাযিল হয় ফেরেশতা, আল্লাহ্‌র হুকুম, তাকদীর ও ফায়সালা, বৃষ্টি ইত্যাদি। আর আকশে উঠে বান্দাদের আমল ও আল্লাহ্‌র ফেরেশতাগণ।

আল্লাহ্ সকলের নিকটে আছেন

৮. অর্থাৎ কোন সময়েই তোমাদের থেকে দূরে থাকেন না, বরং তোমরা যেখানেই থাকো, যে অবস্থায়ই থাকো তিনি তা ভালো করেই জানেন এবং প্রকাশ্য ও গোপন সকল কর্মই দেখেন।

(٥) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝

(٦) يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ؕ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

(٧) اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝

৫. আকাশরাজি ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, সকল কর্ম আল্লাহ্‌র নিকটই পৌঁছে।[৯]

৬. তিনি রাতকে প্রবিষ্ট করান দিনের মধ্যে এবং দিনকে প্রবিষ্ট করান রাতের মধ্যে।[১০] অন্তরের গোপন কথাও তিনি জানেন।[১১]

৭. তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি এবং তোমাদেরকে তার প্রতিনিধি নির্ধারণ করে তোমাদের হাতে যা দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করো।[১২] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করে এবং ব্যয় করে তাদের জন্য রয়েছে বিরাট প্রতিদান।[১৩]

---

৯. অর্থাৎ তাঁর রাজ্য থেকে বেরিয়ে কোথাও যাওয়ার অবকাশ নেই। আসমান ও যমীনের সর্বত্র তাঁর একচ্ছত্র রাজত্ব। শেষ পর্যন্ত সকল কর্মের বিচার তাঁর দ্বারাই হবে।

১০. অর্থাৎ কখনও দিনকে হ্রাস করে রাত বড়ো করেন, আবার কখনও বিপরীতক্রমে রাতকে হ্রাস করে দিনকে বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহ্ সকলের মনের খবর জানেন

১১. অর্থাৎ মানুষের অন্তরে যে নিয়্যত ও ইচ্ছা জন্ম নেয় কিংবা কোন ভয়ভীতি বা কুমন্ত্রণা উদিত হয় তার কোনটিই আল্লাহ্‌র অবগতির বাইরে নয়।

সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ্

১২. অর্থাৎ তোমাদের হাতে যে ধনসম্পদ আছে সেগুলোর মূল মালিক আল্লাহ্। তোমরা শুধু আমানতদার ও রক্ষক। সুতরাং সেই মালিক তোমাদেরকে যেখানে যা খরচ করতে বলেন, নায়েব ও গোমস্তার ন্যায় তোমরা সেখানে খরচ করবে। আর এটাও স্মরণ রেখো যে, তোমাদের হাতে আসার পূর্বে ধনসম্পদ অন্যের হাতে ছিল। তোমরা তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছ। তাই এটা সুস্পষ্ট যে, পর্যায়ক্রমে অন্য কাউকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া হবে। অতএব এটি যখন পরিষ্কার জানা গেলো যে, এই ধন-সম্পদ পূর্ববর্তীদের নিকট স্থায়ী হয়নি এবং তোমাদের হাতেও স্থায়ী হবে না তখন এই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বস্তুর প্রতি এতো ভালোবাসা ও মহব্বত জন্মানো উচিত নয় যে, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয় করতেও কার্পণ্য করবে।

(٨) وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَ
قَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝

(٩) هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖٓ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ
اِلَى النُّوْرِ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

৮. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনছো না অথচ রাসূল তোমাদেরকে ডাকছে আপন প্রতিপালকের উপর ঈমান আনতে এবং তোমাদের থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার আদায় করেছেন, যদি তোমরা তা মান্যকারী হও।[১৪]

৯. তিনি নাযিল করেন তাঁর বান্দার প্রতি স্পষ্ট আয়াতসমূহ যাতে তোমাদেরকে বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়ালু ও পরম করুণাময়।[১৫]

---

১৩. তাই এটি অবশ্য কর্তব্য যে, যেসব লোকের মধ্যে এই গুণ ও চরিত্র বিদ্যমান নেই তারা নিজেদের মধ্যে অর্জন করে নিবে। আর যাদের মধ্যে তা বিদ্যমান আছে তারা তার উপর অটল থাকবে এবং ঈমানের দাবী অনুযায়ী আমল করতে থাকবে।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনয়নে অথবা ইয়াকীন ও মাআরিফাতের পথে চলতে বাধা কিসের? আর এ ক্ষেত্রে অলসতা ও ঢিলেমি কেন? আল্লাহ্‌র রাসূল তো তোমাদেরকে কোন অপরিচিত ও অযৌক্তিক বিষয়ের প্রতি নয় বরং তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি আহবান জানাচ্ছেন যার বিশ্বাস তোমাদের মূল প্রকৃতিতে নিহিত রাখা হয়েছে এবং তোমরা দুনিয়াতে আসার আগেই তাঁর প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি করেছে। অতএব সেই স্বীকারোক্তির কিছু না কিছু প্রভাব এখনও সকল বনী আদমের অন্তরে পরিলক্ষিত হয়। উপরন্তু বিভিন্ন প্রকারের দলীল-প্রমাণ ও রাসূল প্রেরণ দ্বারা সেই প্রাক্তন অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, নবায়ন করিয়েছেন। পূর্ববর্তী রাসূলগণ তাদের উম্মতদের থেকে এই অঙ্গীকারও নিয়েছেন যে, শেষ নবী (সা)-এর অনুসরণ করতে হবে। আর তোমাদের মধ্যে তো বহু লোক এমন রয়েছে যারা খোদ নবী করীম (সা)-এর হাতে হাত রেখে শ্রবণ, আনুগত্য, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা ইত্যাদি ঈমানী দায়িত্ব পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে। অতএব এতসব ভূমিকা ও পূর্ব প্রস্তুতি থাকার পর যে মানতে চায় তার না মানার এবং যে মেনে নিয়েছে তার সেটি থেকে সরে যাওয়ার অবকাশ কোথায়?

বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ

১৫. অর্থাৎ তিনি কুরআন নাযিল করেছেন এবং সত্যের প্রমাণ প্রেরণ করেছেন, যাতে তিনি সেটি দ্বারা তোমাদেরকে কুফরী ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে ঈমান

(١٠) وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَ
الْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ
أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ
الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

১০. তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করছো না, অথচ আসমানসমূহ ও যমীনের উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই।[১৬] মক্কা বিজয়ের পূর্বে তোমাদের যারা ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে তারা সমান নয়।[১৭] যারা পরে ব্যয় করেছে এবং লড়াই করেছে তাদের চেয়ে ওদের মর্যাদা অত্যধিক। তবে প্রত্যেককেই আল্লাহ্ কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন।[১৮] তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত।[১৯]

ও জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসেন। এটি আল্লাহ্‌র বিরাট মেহেরবানী। আল্লাহ্ যদি তোমাদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করতেন তবে সেই অন্ধকারে ছেড়ে দিয়ে তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিতেন। অথবা ঈমান আনয়নের পরও অতীত গুনাহ্ ক্ষমা করতেন না।

১৬. অর্থাৎ পার্থিব মালিক মরে যায় আর আল্লাহ্‌র ও রাজত্ব অক্ষুণ্ন থাকে। এই সম্পদ তো চিরদিন আল্লাহরই। তাহলে আল্লাহ্‌র সম্পদ থেকে আল্লাহ্‌র হুকুম মত ব্যয় করাটা বোঝা মনে হয় কেন? ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি সহকারে না দিলে অনিচ্ছাকৃত পথে তাঁর সম্পদ তাঁর নিকট চলে যাবে। বন্দেগীর দাবী হলো, সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর পথে ব্যয় করা এবং তাঁর পথে ব্যয় করার সময় দারিদ্র ও অভাবের আশংকা না করা। কারণ আকাশ ও পৃথিবীর কোষাগারের মালিক আল্লাহ্। যে তাঁর পথে যে ব্যয় করবে সে কি উপোস থাকবে? আরশ অধিপতির পক্ষ থেকে অভাবের আশংকা করো না।

১৭. কেউ কেউ বিজয় অর্থ নিয়েছেন হুদায়বিয়ার সন্ধি। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা অবশ্য তার সমর্থন পাওয়া যায়।

১৮. অর্থাৎ সাধারণত আল্লাহ্‌র পথে যখনই ব্যয় করা হয় এবং জিহাদ করা হয় তা তো উত্তম বটেই। দুনিয়াতে হোক কিংবা আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা তার উত্তম প্রতিদান দিবেনই। কিন্তু যে সকল সামর্থ্যবান ব্যক্তি মক্কা বিজয় কিংবা হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করেছেন তাঁরা বহু উচ্চ মর্যাদা অর্জন করে নিয়েছেন। পরবর্তী সময়ের মুসলমানগণ সেই মর্যাদায় পৌঁছতে পারবে না। কারণ তখন এমন এক মহাসংকটময় সময় ছিল যে, সত্য গ্রহণকারী এবং সত্যের পথে যুদ্ধকারীর সংখ্যা ছিল খুবই কম।

(১১) مَنْ ذَا الَّذِىْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۚ

(১২) يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَ
بِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ

১১. এমন কে আছে যে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দিবে ? তাহলে আল্লাহ্ তাকে তার দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিবেন এবং সে সম্মানজনক পুরস্কার পাবে।[২০]

১২. যেদিন তুমি দেখবে ঈমানদার পুরুষ ও নারীদেরকে তাদের জ্যোতি ছুটোছুটি করবে তাদের সম্মুখে ও ডানে।[২১] আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, চিরদিন তোমরা থাকবে সেখানে। এটাই মহা সাফল্য।[২২]

অন্যদিকে কাফির ও বাতিলপন্থীদের দ্বারা পৃথিবী ভর্তি ছিল। তখন ইসলামের জন্য জান-মাল কুরবানী দেওয়ার ভীষণ প্রয়োজন ছিল। আর মুজাহিদদের জন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ পাওয়ার আশা ছিল ক্ষীণ। এমন প্রতিকূল সময়ে ঈমান আনয়ন করা এবং আল্লাহ্র পথে জান-মাল কুরবানী করে দেয়া অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ও পর্বত প্রমাণ অবিচল মানুষের কাজ বটে। "আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁদের অনুসরণ ও তাঁদের প্রতি মহব্বত পোষণ নসীব করুন।"

১৯. অর্থাৎ কার আমল কোন পর্যায়ের এবং তার মধ্যে নিষ্ঠার পরিমাণ কিরূপ তা সবই আল্লাহ্ জানেন। এরপর সেই অনুপাতে তিনি তাদের জন্য ব্যবস্থা নিবেন।

২০. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "ঋণ দেয়া অর্থ এখন জিহাদের জন্য ব্যয় করো। এরপর তোমরাই প্রচুর সম্পদ পাবে (আর আখিরাতে বিরাট মর্যাদা তো পাবেই)। দ্বিগুণ দেওয়ার এই অর্থ। নতুবা গোলাম আর মালিকের মধ্যে সুদ ও প্রবৃদ্ধির লেনদেন থাকে না। গোলাম মালিককে যা দেয় তাও মালিকের, যা দেয়নি তাও মালিকের"।

২১. হাশর ময়দান থেকে যখন পুলসিরাতে উঠবে তখন চারদিক ঘন অন্ধকার থাকবে। ঈমান ও সৎকর্মের জ্যোতি থাকবে সাথে। সম্ভবত ঈমানের জ্যোতি, যার স্থান কলব বা অন্তর, তা থাকবে সম্মুখে আর সৎকর্মের জ্যোতি থাকবে ডানে। কারণ নেক কাজগুলো ডানদিকে একত্র হয়। যার ঈমান ও আমল যত উন্নত তার জ্যোতিও হবে তত উন্নত ও ব্যাপক। আর প্রচণ্ড প্রত্যাশা এই যে, প্রিয়নবী (সা)-এর বরকতে এই উম্মতের জ্যোতি অন্যান্য উম্মতের জ্যোতির তুলনায় অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট হবে। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বাম দিকেও জ্যোতি থাকবে। এর অর্থ সম্ভবত এই যে, আলোর প্রভাব চারদিকে প্রসারিত হবে।

(١٣) يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ
مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ۗ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ
لَّهٗ بَابٌ ۗ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ۝
(١٤) يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَ
تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ
بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ۝

১৩. সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা ঈমানদারদেরকে বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো, আমরা তোমাদের জ্যোতি থেকে কিছু জ্যোতি নিয়ে নেই। তখন কেউ বলবে, তোমাদের পিছনের দিকে ফিরে যাও, এরপর আলো খোঁজ করো, তারপর স্থাপন করে দেয়া হবে তাদের মাঝে একটি দরজাবিশিষ্ট প্রাচীর। তার ভেতরের দিকে থাকবে রহমত এবং বাইরের দিকে থাকবে আযাব।[২৩]

১৪. তারা মু'মিনদেরকে ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?[২৪] তারা বলবে, হাঁ। কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, প্রতীক্ষা করেছ, সন্দেহ পোষণ করেছ এবং অলীক আশার পেছনে বিভ্রান্ত হয়েছ। অবশেষে আল্লাহ্‌র আদেশ এলো, আর মহাপ্রতারক তোমাদেরকে আল্লাহ্ সম্পর্কে প্রতারিত করেছে।[২৫]

---

২২. কারণ জান্নাত হলো আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির স্থান। যারা সেখানে যেতে পারবে তাদের সকল উদ্দেশ্যই পূরণ করা হবে।

২৩. অর্থাৎ মু'মিন ও মুনাফিকদের মাঝে প্রাচীর স্থাপন করা হবে। তাতে থাকবে দরজা। সেই দরজার মধ্য দিয়ে ঈমানদারগণ জান্নাতে পৌছে মুনাফিকদের থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। দরজার ভেতরের দিকে জান্নাতের সাজ-সরঞ্জাম থাকবে আর এদিকে দরজার বাইরে থাকবে আল্লাহ্‌র আযাবের দৃশ্য।

পুলসিরাতের বর্ণনা, মুনাফিকদের আবদার

২৪. ঘটনা এই যে যারা স্পষ্টই কাফির তারা পুলসিরাতে উঠবে না, বরং প্রথমেই তাদেরকে দোযখের দরজা দিয়ে দোযখে ঠেলে দেয়া হবে। তবে যারা কোন নবীর উম্মত, পাক্কা ঈমানদার হোক অথবা কাঁচা, তাদেরকে পুলসিরাত পার হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে। পুলসিরাতে উঠার পূর্বে একটি ঘন অন্ধকার সবাইকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে।

(١٥) فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ
النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

১৫. সুতরাং আজ তোমাদের থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং কাফিরদের থেকেও নয়। তোমাদের সকলের আবাস দোযখ। সেটাই তোমাদের সঙ্গী। কতইনা নিকৃষ্ট এই প্রত্যাবর্তন স্থল।[২৬]

তখন ঈমানদারদের সাথে জ্যোতি থাকবে। মুনাফিকরা ঈমানদারদের জ্যোতি অবলম্বন করে তাদের পিছনে পিছনে যেতে চাইবে। কিন্তু ঈমানদারগণ দ্রুত এগিয়ে যাবে। এজন্য তাদের আলো মুনাফিকদের থেকে দূরে সরে যাবে। তখন তারা চীৎকার করে ডাকবে, মিয়া ভাই! একটু থামুন, আমাদের অন্ধকারের মধ্যে পেছনে ফেলে যাবেন না। একটু অপেক্ষা করুন যাতে আমরা আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারি এবং আপনাদের জ্যোতি দ্বারা উপকৃত হতে পারি। আর যাই হোক, দুনিয়াতে তো আমরা আপনাদের সাথে ছিলাম। আর প্রকাশ্যে আমরা মুসলমানদের মধ্যেই গণ্য হতাম। এখন আমাদের এই ঘন অন্ধকারে ফেলে রেখে যাচ্ছেন কোথায়? বন্ধুত্বের আচরণ কি এই? তখন উত্তর আসবে, পিছনে ফিরে গিয়ে জ্যোতি খোঁজো, যদি পাও তবে সেখান থেকেই নিয়ে আস। এটি শুনে তারা পিছনের দিকে সরে যাবে আর তখনই উভয় দলের মাঝে প্রাচীরের অন্তরায় সৃষ্টি হবে। ঈমানদারদের কথার মর্ম এই, জ্যোতি অর্জন করতে হয় দুনিয়াতে। সেই স্থান তো তোমরা পিছনে ফেলে এসেছ। অথবা "পিছনে যাও" দ্বারা তারা এই বুঝিয়েছেন, তোমরা সেই স্থানে যাও পুলসিরাতে উঠার আগে যেখানে জ্যোতি বিতরণ করা হয়েছে।

মুনাফিকদেরকে মুসলমানদের উত্তর

২৫. অর্থাৎ এটা ঠিক যে, দুনিয়াতে বাহ্যিকভাবে তোমরা আমাদের সাথে ছিলে, মুখে ইসলাম গ্রহণের দাবীও করতে বটে। কিন্তু তোমাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা তো এরূপ ছিল যে, লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে তোমরা মুনাফিকী অবলম্বন করেছ এবং নিজেদেরকে নিজেরাই প্রতারিত করে ধ্বংস করে দিয়েছ। এরপর আর তওবা করোনি। বরং সব সময় এই প্রতীক্ষায় ছিলে, কখন মুসলমানদের উপর আপদ-বিপদ আসে। তোমরা দীনের ব্যাপারে সংশয়-সন্দেহে নিমজ্জিত ছিলে। এভাবে প্রতারিত হয়েছিলে যে, এই মুনাফিকী আচরণের কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না কখনো। বরং তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অল্প দিনের মধ্যে ইসলাম আর মুসলমানদের সব প্রচার-প্রসার নীরব নিথর হয়ে যাবে, মুছে যাবে তাদের নাম-নিশানা। আর শেষ পর্যন্ত আমরাই বিজয়ী

(١٦) اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

১৬. যারা মু'মিন তাদের জন্য কি আল্লাহ্‌র যিকিরে এবং যে সত্য দীন এসেছে[২৭] তার প্রেক্ষিতে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি ? আর তারা যেন সেই সকল লোকের মত না হয় যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। এরপর তাদের উপর দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। অবশেষে তাদের অন্তর হয়ে গেছে কঠিন এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ নাফরমান।[২৮]

হবো। আর আখিরাতের ব্যাপার? সেখানেও কোন না কোনভাবে আমরা পার পেয়ে যাবো। তোমরা এসব চিন্তায় মগ্ন ছিলে। আর ইতিমধ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ এসে গেলো। মৃত্যু তোমাদের উপর আঘাত হানলো। আর এই জঘন্য প্রতারক শয়তান তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে এমনভাবে বিপর্যস্ত করে দিলো যে, মুক্তির কোন উপায় আর বাকী থাকলো না।

২৬. অর্থাৎ ধরে নাও, আজ যদি তোমরা (মুনাফিকরা) এবং কট্টর কাফিররা কিছু মুক্তিপণ দিয়ে শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর তবে তা মঞ্জুর হওয়ার কোন উপায় নেই। ব্যস, তোমাদেরকে ঐ ঘরেই থাকতে হবে। এই দোযখের আগুনই তোমাদের বাসস্থান। এটিই তোমাদের সাথী। অন্য কারো সঙ্গ পাওয়ার আশা পোষণ করো না।

২৭. অর্থাৎ মু'মিনদের অন্তরের কুরআন এবং আল্লাহ্‌র স্মরণে এবং সত্য দীনের সম্মুখে নত হওয়ার এবং বিগলিত হয়ে প্রার্থনা করার সময় এসেছে।

২৮. অর্থাৎ ঈমান হলো অন্তর বিনম্র হওয়া, নসীহত ও আল্লাহ্‌র যিকিরের প্রভাব দ্রুত গ্রহণ করা। পূর্বে আহলে কিতাবগণ তাদের নবীদের সাহচর্যে এগুলো অর্জন করতো। দীর্ঘদিন পর তাদের মধ্যে উদাসীনতা এসে যায়, অন্তর কঠিন হয়ে পড়ে এবং পূর্বের অবস্থা বহাল থাকেনি। এরপর তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক জঘন্য বিদ্রোহী ও নাফরমানী শুরু করে দিল। এখন মুসলমানদের পালা। তাদের জন্য সময় এসেছে নিজেদের রাসূল (সা)-এর সাহচর্য থেকে অন্তরের নম্রতা পরিপূর্ণ, আনুগত্য, আল্লাহ্‌র যিকিরের বিনীত হওয়া ইত্যাদি গুণে যেন তারা গুণান্বিত হয় এবং সেই সুউচ্চ স্তরে উন্নীত হয় যে স্তরে কোন উম্মত উন্নীত হতে পারেনি।

(١٧) اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۗ قَدْ بَيَّنَّا
لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝
(١٨) اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ۝
(١٩) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ
عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ
اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝

১৭. তোমরা জেনে রাখো, আল্লাহ্ ভূমিকে জীবিত করেন সেটির মৃত্যুর পর। আমি স্পষ্টভাবে শুনিয়ে দিয়েছি তোমাদেরকে আয়াতসমূহ যাতে তোমরা অনুধাবন করো।[২৯]

১৮. নিশ্চয় যে সকল পুরুষ ও নারী সাদকা করে এবং আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেয় তারা পায় দ্বিগুণ এবং তাদের জন্য রয়েছে সম্মানিত পুরস্কার।[৩০]

১৯. যারা ঈমান আনয়ন করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি তারাই সত্যিকার ঈমানদার এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট মানুষের অবস্থা বর্ণনাকারী। তাদের জন্য রয়েছে তাদের পুরস্কার ও জ্যোতি।[৩১] যারা কুফরী করে এবং আমার বাণীসমূহ প্রত্যাখ্যান করে তারা জাহান্নামের অধিবাসী।[৩২]

---

২৯. অর্থাৎ আরবের লোকেরা ছিল অজ্ঞ ও বিভ্রান্ত, যেমন মৃত ভূমি। এখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঈমান ও ইলমের রূহ দিয়ে জীবিত করেছেন এবং সকল প্রকারের পূর্ণতা সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যত বড় নিষ্প্রাণ মানুষই হোক না কেন নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই। যদি সত্যিকারভাবে তওবা করে তবে আল্লাহ্ তা'আলা তার দেহে ধর্মীয় জীবনের প্রাণ সঞ্চার করে দিবেন।

৩০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের নিয়্যতে উদার চিত্তে আল্লাহ্র পথে ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো পক্ষ থেকে বিনিময় কিংবা কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রত্যাশা না রাখে সে যেন আল্লাহ্কে ধার দেয়। সুতরাং তার এই বিশ্বাস রাখা চাই যে, তার দান বিফল হবে না, বরং বহু গুণে বৃদ্ধি করে তাকে ফেরত দেয়া হবে।

(٢٠) اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّ لَهْوٌ وَّ زِيْنَةٌ وَّ تَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝

২০. জেনে রাখো, দুনিয়ার জীবন শুধু ক্রীড়া-কৌতুক, সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন ও জনের প্রাচুর্য অর্জন ব্যতীত কিছু নয়, যেমন এক খণ্ড মেঘের অবস্থা, যার সবুজ ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, এরপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তাকে পীতবর্ণ দেখতে পাও, এরপর তা খড়কুটা হয়ে যায়। আর পরকালে আছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহ্‌র ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ বৈ কিছু নয়।[৩৩]

---

৩১. মরহুম বিশেষজ্ঞ অনুবাদক স্পষ্টত اَلشُّهَدَآءُ শব্দটিকে اَلصِّدِّيْقُوْنَ-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ যে সকল লোক আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তাঁর সকল রাসূলের প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনবে (এবং এই ঈমানের প্রভাব তার কার্যকলাপ ও জীবনাচারে প্রতিফলিত হবে) তাহলে সত্য ও দৃঢ় ঈমানদার তারাই। আল্লাহ্‌র দরবারে তারা সাক্ষী হয়ে অন্যান্য মানুষের অবস্থা বর্ণনা করবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا .

"এইভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী উম্মত প্রতিষ্ঠিত করেছি যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষ্যস্বরূপ হয়" (সূরা বাকারা ঃ ১৪৩)।

এ সকল প্রকৃত ঈমানদার আখিরাতে তাদের ঈমান ও আমলের স্তর অনুপাতে সওয়াব ও জ্যোতি লাভ করবে। আয়াতের আরও কয়েকটি ব্যাখ্যাও আছে, দীর্ঘায়িত হওয়ার আশংকায় এখানে তা উল্লেখ করা হলো না।

৩২. অর্থাৎ দোযখ মূলত তাদের জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

দুনিয়া ও আখিরাতের স্বরূপ

৩৩. মানুষ প্রথম জীবনে খেলাধুলা চায়, তারপর কৌতুক-তামাশা, তারপর সাজসজ্জা ফ্যাশন, তারপর সম্মান ও যশ, খ্যাতি, এরপর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে ধন-সম্পদ ও ছেলেমেয়ে নিয়ে চিন্তা, ঘরবাড়ী বানানোর চিন্তা। যাতে পরবর্তীতে

(২১) سَابِقُوٓا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ○

২১. তোমরা দ্রুত অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমার প্রতি এবং জান্নাতের প্রতি,[৩৪] যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর মত।[৩৫] এটি তৈরী করে রাখা হয়েছে সেই সকল লোকের জন্য যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে। এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ্ মহান কৃপার অধিকারী।[৩৬]

সন্তানরা শান্তিতে বসবাস করতে পারে। কিন্তু এইসব সাজসরঞ্জাম ও বিষয়-আশয় অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। যেমন ক্ষেত ও ফসলের চাকচিক্য স্বল্প দিনের। এরপর তা পীতবর্ণ হয় এবং মানুষ ও জীবজন্তুর পদতলে পিষ্ট হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই সজীবতা ও সৌন্দর্যের নাম-নিশানাও অবশিষ্ট থাকে না। দুনিয়ার জীবন এবং তার সাজ-সরঞ্জামেরও এই পরিণতি মনে রেখো। মূলত এসব প্রতারণার কাঠি ও ধোঁকাবাজির রূপালী পর্দা। মানুষ তার অস্থায়ী চাকচিক্যে প্রতারিত হয়ে নিজেদের পরিণাম বিনষ্ট করে। অথচ মৃত্যুর পর এগুলোর কিছুই কাজে আসবে না। সেখানে কাজে আসবে অন্যগুলো। অর্থাৎ ঈমান ও নেক আমল। যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে ঈমান ও সৎকর্ম অর্জন করে যাবে মনে রেখো, তার বাধা দূরীভূত, সে সফলকাম। আখিরাতে তার জন্য রয়েছে মালিকের সন্তুষ্টি। আর যে ব্যক্তি ঈমানী সম্পদ থেকে রিক্তহস্ত হয়ে এবং কুফরী ও নাফরমানীর বোঝা মাথায় নিয়ে সেখানে উপস্থিত হবে তার জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর যারা ঈমান থাকা সত্ত্বেও আমলে ত্রুটি করেছে তারা আগে হোক কিংবা পরে হোক ধাক্কা খেয়ে ক্ষমা পাবে। দুনিয়ার মূল প্রকৃতি ছিল সেটি, আর আখিরাতের প্রকৃত রূপ এটি।

৩৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে সেই সকল সাজ-সরঞ্জাম জোগাড় করে নাও যেগুলো দ্বারা ত্রুটিগুলো ক্ষমা পাবে এবং বেহেশত লাভ করতে পারবে। এতে অলসতা ও বিলম্ব করা সমীচীন নয়।

৩৫. অর্থাৎ আসমান ও যমীনকে যদি পাশাপাশি স্থাপন করা হয় তবে তা হবে জান্নাতের প্রস্থ। তাহলে এর দৈর্ঘ্য কতো বিস্তৃত হবে! সেটি আল্লাহ্ই জানেন।

৩৬. অর্থাৎ এতে সন্দেহ নেই যে, ঈমান ও আমল জান্নাত পাওয়ার উপকরণ। কিন্তু মূলত জান্নাত পাওয়া যাবে আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ না হলে শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়াই কঠিন হবে। আবার জান্নাত লাভের কি আশা?

(٢٢) مَآ اَصَابَ مِنۡ مُّصِيۡبَةٍ فِى الۡاَرۡضِ وَلَا فِىۡۤ اَنۡفُسِكُمۡ اِلَّا
فِىۡ كِتٰبٍ مِّنۡ قَبۡلِ اَنۡ نَّبۡرَاَهَا ؕ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيۡرٌ ۚۖ
(٢٣) لِّـكَيۡلَا تَاۡسَوۡا عَلٰى مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُوۡا بِمَاۤ اٰتٰٮكُمۡ ؕ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرِ ۙ

২২. দেশে এবং তোমাদের নিজেদের উপর যত বিপদ আপতিত হয় তার সবই কিতাবে লিখিত রয়েছে, আমি তা দুনিয়াতে সংঘটিত করার পূর্বে।[৩৭] আল্লাহ্‌র পক্ষে তা খুবই সহজ।[৩৮]

২৩. যাতে তোমরা যা হারাও তার জন্য দুঃখিত না হও এবং যা পাও তার উপর দম্ভ না করো।[৩৯] কোন অহংকারী দাম্ভিককে আল্লাহ্ পসন্দ করেন না;

---

৩৭. দেশে দেশে যেসব বিপদ ও দুর্যোগ নেমে আসে যেমন দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প ইত্যাদি এবং তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিপদ আপতিত হয়, যেমন রোগ-বালাই ইত্যাদি তার সবই আল্লাহ্ তা'আলার অনাদি জ্ঞানে স্থির কৃত হয়ে আছে এবং লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেই মুতাবিক দুনিয়াতে তার প্রকাশ ঘটে এক তিলও এদিক সেদিক আগ-পর হবে না।

৩৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা নিজস্বভাবেই সকল জ্ঞানের অধিকারী তাঁর পরিশ্রম করে তা অর্জন করার প্রয়োজন হয়নি। সুতরাং তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞান মুতাবিক সংঘটিত হওয়ার পূর্বে সকল ঘটনা ও দুর্ঘটনা কিতাবে অর্থাৎ লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ করে দেয়া তাঁর জন্য কঠিন আর কি?

আল্লাহ্‌র লিখন অনুযায়ী সব ঘটবে

৩৯. অর্থাৎ এই সত্য তোমাদেরকে এজন্য জানিয়ে দিলেন যে, তোমরা যেন খুব ভালোভাবে একথা উপলব্ধি করতে পারো যে, যে কল্যাণ তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে তা অবশ্যই তোমাদের নিকট আসবে। আর যা তোমাদের তাকদীরে নেই তা কখনো তোমাদের হাতে আসবে না। আল্লাহ্‌র অনাদি জ্ঞানে যেরূপ নির্ধারিত হয়ে রয়েছে সেরূপ হবেই হবে। সুতরাং যে কল্যাণকর ও উপকারী বিষয়টি হাতে এলো না তার জন্য দুঃখিত ও ব্যথিত হয়ো না। আর তাকদীর মুতাবিক যা হাতে এলো তা পেয়ে দম্ভ, অহংকার ও লাফালাফি করো না। বরং বিপদ ও ব্যর্থতার সময় ধৈর্য ও স্থিরতা অবলম্বন করো, আর সুখ ও সফলতার সময় আল্লাহ্‌র শুকরিয়া ও প্রশংসা করো।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ اِعۡلَمُوۡۤا اَنَّمَا الۡحَيٰوةُ الدُّنۡيَا لَعِبٌ وَّلَهۡوٌ। আয়াতে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, দুনিয়ার সাজসরঞ্জাম ও আনন্দ-উৎসবে জড়িয়ে মানুষের আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে যাওয়া উচিত নয়। আর এ আয়াতে সতর্ক করে দেয়া হলো যে, এখানকার দুঃখ-কষ্টে পড়ে যেন কেউ ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে।

(٢٤) الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ؕ وَ مَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

(٢٥) لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَ اَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَ رُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

২৪. যারা নিজেরা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্য করে।[৪০] যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নেয় তার জানা উচিত আল্লাহ্ স্বনির্ভর প্রশংসিত।[৪১]

২৫. আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ এবং তাদের সাথে কিতাব ও দাঁড়িপাল্লা নাযিল করেছি যাতে লোকজন ন্যায়পরায়ণতার সাথে সরলপথে থাকে।[৪২] আর আমি নাযিল করেছি লৌহ।[৪৩] তাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার[৪৪] এবং যাতে আল্লাহ্ জানতে পারেন, না দেখে কে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করে।[৪৫] নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান। পরাক্রমশালী।[৪৬]

---

৪০. অধিকাংশ সম্পদশালী অহংকারীর অবস্থা এই যে, দম্ভ ও গৌরব দেখাতে গিয়ে লম্বা লম্বা বক্তব্য ঝাড়ে, কিন্তু টাকা-পয়সা ব্যয় করার প্রশ্নে পকেট থেকে কিছুই বের হয় না। কোন সৎকাজে ব্যয় করার সৌভাগ্য তো তার হয় না, উপরন্তু নিজের আবরণও কার্যকলাপ দ্বারা অন্যকেও এই কার্পণ্যের দীক্ষা দেয়। যথাসময়ে একমাত্র তারাই প্রচুর ব্যয় করতে পারে যারা আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুল রাখে এবং যারা দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী অর্থের প্রতি যাদের মোহ নেই। বরং তারা বিশ্বাস করে যে, সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা ও দারিদ্র্য সব সেই মহান মালিকের পক্ষ থেকে আসে।

৪১. অর্থাৎ তোমার ব্যয় করায় আর না করায় তাঁর কোন লাভ কিংবা ক্ষতি নেই। তিনি তো কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি বেপরোয়া। সকল প্রকারের কামালিয়াত, গুণাবলী ও মহত্ত্ব তাঁর মধ্যে নিহিত। তোমাদের কোন কাজ দ্বারা তাঁর কোন সৌন্দর্যে কোন প্রকারের বর্ধন ঘটে না যা লাভ কিংবা ক্ষতি তা তোমাদেরই। ব্যয় করলে নিজেরা উপকৃত হবে, ব্যয় না করলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তোমরাই।

পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্য

৪২. কিতাব ও দাঁড়িপাল্লা। দাঁড়িপাল্লা বলা হয়েছে সম্ভবত সেই মানদণ্ডকে যা দ্বারা প্রাপ্য পরিশোধ ও লেনদেনে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্র কিতাব এজন্যও

(٢٦) وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝

২৬. আমি প্রেরণ করেছি নূহ ও ইবরাহীমকে এবং তাদের বংশধরদের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাব ধার্য করে দিয়েছি।[৪৭] অতঃপর তাদের কতক রয়েছে সরল পথে এবং অধিকাংশ নাফরমান।[৪৮]

নাযিল হয়েছে মানুষ যেন আকীদা ও বিশ্বাসে, কর্ম ও চরিত্রে সরল ও ন্যায় পথে চলতে পারে, অলসতা কিংবা সীমা লংঘনের পথে না যায়। আর দাঁড়িপাল্লা সৃষ্টি করেছেন এজন্য যে, ক্রয়-বিক্রয় ও অন্যান্য লেনেদেনে যেন ন্যায়পরায়ণতার পাল্লার উঠানামা না হয়, বেশি কম না হয়। এও হতে পারে যে, আয়াতে দাঁড়িপাল্লা দ্বারা শরীআত বুঝানো হয়েছে। এটি তো অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সকল সুন্দর-অসুন্দরকে মেপে ওজন করে সঠিক নির্দেশনা দেয়।

৪৩. অর্থাৎ আপন কুদরতে তা সৃষ্টি করেছেন এবং মাটিতে তার খনি স্থাপন করে রেখেছেন।

লোহার উপকারিতা

৪৪. অর্থাৎ লোহা দ্বারা যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করা হয় এবং দৈনন্দিন জীবনে মানুষের অনেক কাজে লাগে, উপকারে আসে।

৪৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আসমানী কিতাবের দাওয়াত পেয়েও সৎপথে আসবে না এবং ন্যায়ের মানদণ্ড সোজা রাখবে না তার কান টেনে দেয়া হবে। জালিম ও সত্যদ্রোহী গোঁয়ার যারা তাদের উপর আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধিবিধানের গুরুত্ব ও শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর তখন তরবারির খাপে হাত রাখতে হবে এবং খাঁটি ধর্মীয় জিহাদে এই লোহাকে কাজে লাগাতে হবে। তখন সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে কোন কোন কৃতজ্ঞ বান্দা আল্লাহ্‌কে না দেখে তাঁর মহব্বতে এবং আখিরাতের অদৃশ্য পুরস্কার ও সওয়াবের কথা বিশ্বাস করে তাঁর দীন ও তাঁর রাসূলের সাহায্যে এগিয়ে আসে।

৪৬. অর্থাৎ জিহাদের শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদানের উদ্দেশ্য এই নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের সাহায্য-সহায়তার মুখাপেক্ষী। হায়! সেই মহাশক্তিমান ও পরাক্রমশালী সত্তা। এই দুর্বল সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হবেন কেন? হাঁ, তবে তোমাদের অঙ্গীকার পালনের পরীক্ষাই উদ্দেশ্য। যাতে পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা উন্নীত করা যায়।

৪৭. অর্থাৎ নবুওয়াত ও কিতাব প্রদানের জন্য তাঁদের দুইজনের বংশধরকে মনোনীত করেছেন। যাতে তাঁদের তিরোধানের পর এই সৌভাগ্য ও সম্পদ তাঁদের বংশধরগণ ব্যতীত অন্য কারো নিকট না যায়।

(٢٧) ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ
اٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَ
رَهْبَانِيَّةَۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا
حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ○

২৭. এরপর আমি তাদের পশ্চাতে প্রেরণ করেছি আমার রাসূলগণকে[৪৯] এবং প্রেরণ করেছি মারয়ান তনয় ঈসাকে এবং আমি তাকে ইনজীল প্রদান করেছি।[৫০] যারা তার অনুসরণ করেছে, আমি তাদের অন্তরে সৃষ্টি করেছি নম্রতা দয়া[৫১] ও বৈরাগ্য, এটি তারাই আবিষ্কার করেছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য, আমি তাদেরকে সেই বিধান দেইনি। এরপর তারা যথাযথভাবে তা পালন করতে পারেনি।[৫২] এরপর তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল আমি তাদের পুরস্কার প্রদান করেছিলাম। তাদের অধিকাংশ ছিল নাফরমান।[৫৩]

---

৪৮. অর্থাৎ যাদের প্রতি তাঁরা প্রেরিত হয়েছিলেন অথবা এরূপ বলুন, তাঁদের উভয়ের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎপথে অবিচল ছিল আর কতক নাফরমানীর পথে গিয়েছে।

৪৯. অর্থাৎ পরবর্তী রাসূলগণ তাদের পদাংক অনুসরণ করেছেন। মৌলিকভাবে সকল নবী-রাসূলের শিক্ষা তো একই।

৫০. অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত বনী ইসরাঈলের মধ্যে শেষ নবী হযরত ঈসা (আ)-কে ইন্‌জীল কিতাব সহকারে প্রেরণ করলেন।

৫১. অর্থাৎ যারা সত্যিকার অর্থে হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী ছিল এবং যারা তাঁর পথে চলতো আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে কোমলতা দান করেছিলেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিজগতের প্রতি তারা মায়া-মমতা ও ভালোবাসা পোষণ করতো এবং তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা সন্যাসব্রতের নির্দেশ দেননি

৫২. অর্থাৎ পরবর্তীতে হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারিগণ বিধর্মী রাজার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এবং দুনিয়ার লোভ-লালসার আশংকায় একটি বিদআত (নতুন পন্থা) অবলম্বন করলো। তারা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করলো। আল্লাহ্ তা'আলা কিন্তু এর নির্দেশ দেননি। তবে এর পেছনে তাদের নিয়্যত ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। এরপর তারা যথাযথভাবে এটি পালন করতে পারেনি। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "এই দারিদ্র ও দুনিয়াত্যাগী হওয়ার রীতি খৃস্টানরাই প্রবর্তন করেছে। তারা বনে-জঙ্গলে আসন পেতে

(٢٨) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ

২৮. হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনো, তাহলে তিনি তোমাদের দ্বিগুণ রহমত দান করবেন এবং তোমাদেরকে দিবেন জ্যোতি যার আলোতে তোমরা পথ চলতে পারবে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।[৫৪]

বসে থাকতো। ঘর-সংসার করতো না। আয় রোজগার ছেড়ে দিতো এবং শুধু আল্লাহ্র ইবাদতে নিয়োজিত থাকতো। লোকজনের সাথে দেখা সাক্ষাত করতো না। এইভাবে দুনিয়া ত্যাগী হতে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দেননি। তারা যখন নিজেদেরকে দুনিয়াত্যাগী নামে আখ্যায়িত করেছে তখন এই নামের পর্দার অন্তরালে পার্থিব উন্নতি কামনা করা জঘন্য দোষের কথা"। ইসলামী শরীআত প্রকৃতি ও স্বভাব সম্মত স্বাভাবিক জীবন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের অনুমতি দেয় না। তবে কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, এই উম্মতের সন্ন্যাসব্রত হচ্ছে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা। কারণ একজন মুজাহিদ তার পার্থিব সকল দেনা-পাওনা থেকে পৃথক হয়ে আল্লাহ্র পথে বের হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ বিদআত হলো দীনের অন্তর্ভুক্ত মনে করে এবং সওয়াব পাওয়ার আশায় এমন কোন কাজ করা, কিতাব, সুন্নাহ্ এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈগণের যুগে যার কোন উৎস পাওয়া যায় না।

৫৩. অর্থাৎ তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক নাফরমান। এজন্য শেষ নবী (সা)-এর সত্যতা সম্পর্কে অন্তরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও ঈমান আনয়ন করে না।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অনুসরণ করা আল্লাহ্র নিআমত লাভের চাবিকাঠি

৫৪. অর্থাৎ এই রাসূলের অনুসরণ করতে থাকো তাহলে অতীত পাপাচারের ক্ষমা, প্রত্যেক সৎকর্মের দ্বিগুণ সওয়াব এবং জ্যোতি নিয়ে চলাফেরা করা ইত্যাদি নিআমতগুলো লাভ করতে পারবে। জ্যোতি নিয়ে চলাফেরা করা অর্থ ঈমান ও তাকওয়া দ্বারা তোমাদের সর্বাঙ্গ জ্যোতির্ময় হয়ে যাবে এবং এই জ্যোতিই আখিরাতে তোমাদের সম্মুখে এবং ডানদিকে থাকবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আমার মনে হয়, আহলে কিতাবের সেই সকল লোকদেরই সম্বোধন করা হয়েছে যারা প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল। এই প্রেক্ষিতে (তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনো) অর্থ ঈমানের উপর অবিচল থাকো। আহলে কিতাবদের কারো কারো দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়ার কিছুটা আলোচনা সূরা "কাসাস"-এ উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে দেখে নিন।

(২৯) لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ
أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

২৯ যাতে কিতাবধারীরা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌র সামান্য অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন ক্ষমতা নেই, সকল দয়া ও অনুগ্রহ আল্লাহ্‌র হাতে, যাকে ইচ্ছা তিনি প্রদান করেন, আল্লাহ্ মহাঅনুগ্রহশীল।৫৫

---

৫৫. অর্থাৎ আহলে কিতাবের লোকেরা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের অবস্থা শুনে আক্ষেপ করত, হায়! আমরা তাঁদের থেকে অনেক পরে এসেছি, অনেক দূরে পড়ে গিয়েছি। নবীদের সাহচর্য লাভের যে মর্যাদা তা অর্জন করা তো আমাদের জন্য এখন অসম্ভব। এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এই রাসূলকে (সা) প্রেরণ করলেন। তাঁর সাহচর্যে তো পূর্ববর্তীদের দ্বিগুণ কামালিয়াত ও মর্যাদা পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বন্ধ হয়ে যায়নি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত শাহ্ সাহেব (র) আয়াতটির ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ পূর্ববর্তী তাফসীরকার বলেন, এখানে لِئَلَّا يَعْلَمَ অর্থ لِكَيْ يَعْلَمَ অর্থাৎ যাতে আহলে কিতাব (যারা ঈমান আনেনি) জেনে নেয় যে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে তাদের কোন হাত নেই। অনুগ্রহ ও মর্যাদা শুধু তাঁরই হাতে। যাকে ইচ্ছা তিনি অনুগ্রহ করবেন, মর্যাদা দিবেন। বস্তুত কিতাবীদের মধ্যে যারা শেষ নবী (সা)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই অনুগ্রহ নির্ধারিত করে দিয়েছেন যে, তারা দ্বিগুণ সওয়াব পাবে, অতীত পাপাচারের ক্ষমা লাভ করবে এবং জ্যোতি তাদের ভাগ্যে জুটবে। আর যারা ঈমান আনবে না তারা এসব নিআমত ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সূরা মুজাদালা

২২ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِيْ تُجَادِلُكَ فِيْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ
وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ○

১. আল্লাহ্ সেই মহিলার কথা শুনেছেন যে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল তার স্বামী সম্পর্কে এবং অভিযোগ পেশ করছিল আল্লাহ্‌র দরবারে।[১] আল্লাহ্ শুনছিলেন তোমাদের সওয়াল জওয়াব। নিশ্চয় আল্লাহ্ শুনেন দেখেন।[২]

স্বামী যদি তার স্ত্রীকে তার মায়ের সাথে তুলনা করে

১. প্রাক-ইসলামী যুগে স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলতো, তুমি আমার মা তবে সারা জীবনের জন্য ওই স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যেতো। পুনর্মিলনের কোন উপায় ছিলো না প্রিয়নবী (সা)-এর যুগে জনৈক মুসলমান (হযরত আওস ইব্‌ন সামিত (রা) তাঁর স্ত্রীকে (খাওলা বিনতে ছালাবা) এরূপ বলে বসেছিলেন। মহিলাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে পুরো ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন, এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'আলা তো এ পর্যন্ত কোন বিশেষ নির্দেশ নাযিল করেননি। আমার মনে হয়, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গেছ। এখন তোমরা দু'জন মিলিত হবে কেমন করে? মহিলাটি নিজের সমস্যার কথা বারবার তুলে ধরে বললো, আমার সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। ছেলেমেয়ে কষ্ট পাবে। কখনো রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সম্মুখে যুক্তি পেশ করে বলছিল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এ বক্তব্য দ্বারা তো সে তালাক প্রদানের ইচ্ছা করেনি। সে

(২) اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ؕ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ؕ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ؕ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ○

২. তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীকে মা ডেকে বসে তারা তাদের মা হয়ে যায় না। তাদের মা তো তারা যারা তাদেরকে প্রসব করেছে। তারা একটি অসমীচীন ও অসত্য কথা বলে।[৩] আল্লাহ্ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।[৪]

কখনো আল্লাহ্‌র দরবারে মিনতি করছিল, হে আল্লাহ্! আমি আমার একাকীত্ব ও দুঃখের কথা আপনার সমীপে পেশ করছি। এ শিশুগুলোকে যদি আমার নিকট রাখি তবে না খেয়ে মারা যাবে। আর যদি আমার স্বামীর কাছে রাখি তবে এমনিতে অযত্নে মারা যাবে। হে আল্লাহ্! আপনার নবীর মাধ্যমে আমার সমস্যা সমাধান করে দিন। এর প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হলো এবং যিহার সম্পর্কিত বিধান অবতীর্ণ হলো।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হানাফী মাযহাবে যিহার হলো স্বামী তার স্ত্রীকে তার মুহাররামাত অর্থাৎ বিবাহ নিষিদ্ধ মহিলাদের (যেমন মা, বোন) এমন কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা যে অঙ্গের দিকে তাকানো তার জন্য নিষিদ্ধ, যেমন এরূপ বলা, اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ (তুমি আমার নিকট আমার মায়ের পিঠের ন্যায়)। যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত মাসআলা ফিক্‌হের কিতাবসমূহে দেখুন।

২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তো সবই শুনেন এবং দেখেন। আপনার মাঝে এবং ওই মহিলার মাঝে যে কথাবার্তা হয়েছে তা তিনি শুনবেন না কেন? ওই বিপদগ্রস্ত মহিলার ফরিয়াদ অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছেছে এবং চিরদিনের জন্য এই সমস্যার সমাধানের পথ জানিয়ে দিলেন। পরবর্তী আয়াতে এর বিবরণ আসছে।

৩. অর্থাৎ কারো স্ত্রী তার প্রকৃত মা হবে কি করে (সে তো তাকে প্রসব করেনি) তাহলে শুধু একটি বাক্য দ্বারা সে প্রকৃত মায়ের ন্যায় চিরদিনের জন্য হারাম হবে কেমন করে? হাঁ, মানুষ যখন তার বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার প্রেক্ষিতে একটি মিথ্যা ও অযৌক্তিক উক্তি করে ফেলে তখন তার দণ্ড এই যে, নির্ধারিত কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে এরপর স্ত্রীর সান্নিধ্যে যাবে, নতুবা নয়। বস্তুত স্ত্রী তারই থেকে যাবে; তালাক সংঘটিত হবে না।

৪. অর্থাৎ জাহিলী যুগে যারা এরূপ করেছে তা ক্ষমাযোগ্য। এখন হিদায়াত আসার পর তোমরা সেরূপ করো না। আর ভুলে যদি করেও ফেল তবে আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করবে এবং স্ত্রীর সান্নিধ্যে যাওয়ার আগে কাফ্‌ফারা আদায় করবে।

(٣) وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ
مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝
(٤) فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ
يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۚ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۚ وَتِلْكَ حُدُوْدُ
اللّٰهِ ۚ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝

৩. যারা তাদের স্ত্রীকে মা বলে, এরপর সেই উক্তি প্রত্যাহার করে, তাদের কাফ্ফারা হলো একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি দাসকে মুক্তি দিবে।[৫] এটি তোমাদের জন্য উপদেশ।[৬] তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।[৭]

৪. যে ব্যক্তি পাবে না তাকে দুই মাস অনবরত রোযা রাখতে হবে পরস্পর স্পর্শ করার পূর্বে।[৮] আর যে ব্যক্তি এতেও অসমর্থ তার খাদ্য খাওয়াতে হবে ষাটজন দরিদ্রকে।[৯] এ নির্দেশ এজন্য যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হও।[১০] এটি আল্লাহ্র সীমারেখা। কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[১১]

---

৫. অর্থাৎ এ বাক্য (اَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ اُمِّىْ) বলেছিল, সহবাস স্থগিত রাখার জন্য। এরপর যদি সহবাস করতে চায় তাহলে প্রথমে একটি দাস মুক্ত করতে হবে, এরপর একে অন্যকে স্পর্শ করবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হানাফী মাযহাবে কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে সহবাস এবং সহবাস-পূর্ব যৌন আচরণ সবই নিষিদ্ধ। একটি হাদীসে আছে ঃ اَمَرَهٗ اَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ "সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটিকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন সে যেন কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্ত্রীর নিকট না যায়"।

৬. অর্থাৎ কাফ্ফারার বিধান তোমাদের সতর্কতা ও উপদেশের জন্য যাতে পুনরায় এরূপ ভুল না করো। আর অন্যরাও তা থেকে বিরত থাকে।

৭. অর্থাৎ তোমাদের অবস্থার সাথে সংগতি রেখে বিধান নাযিল করেন এবং তোমরা কতটুকু আমল করছো তার খবর রাখেন।

৮. অর্থাৎ মাঝে বিরতি দেয়া যাবে না।

৯. অর্থাৎ দাসমুক্তির সামর্থ্য না থাকলে রোযা রাখবে। রোযা রাখতে সক্ষম না হলে তখন খাদ্য খাওয়াতে পারবে। বিস্তারিত বিবরণ ফিক্হ গ্রন্থসমূহে দেখে নিন।

১০. অর্থাৎ জাহিলী যুগের আচার-আচরণ পরিত্যাগ করে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধিবিধান মুতাবিক চলো, পূর্ণ মু'মিনের চরিত্র তাই।

(٥) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

(٦) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝

(٧) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

৫. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদেরকে অপদস্থ করা হবে যেমন অপদস্থ করা হয়েছে তাদের পূর্ববর্তীদেরকে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি; কাফিরদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।

৬. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সকলকে পুনরুত্থান করবেন, এরপর তাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত করাবেন,[১২] আল্লাহ্ সবকিছু গণনা করে রেখেছেন অথচ তারা তা ভুলে গেছে। সবকিছু আল্লাহ্র সম্মুখে উপস্থিত।[১৩]

৭. তুমি কি দেখোনি যে, আকাশরাজিতে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে তা সবই আল্লাহ্র জানা। তিন ব্যক্তির এমন কোন পরামর্শ হয় না যাতে তিনি চতুর্থ না থাকেন এবং পাঁচজনেরও হয় না যাতে তিনি ষষ্ঠ না থাকেন। তারা এর কম হোক কিংবা বেশী তারা যেখানেই থাকুক তিনি তাদের সাথে আছেন।[১৪] তারা যা করে কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।

আল্লাহ্র দেয়া সীমারেখা মেনে চলা সকলের কর্তব্য

১১. অর্থাৎ আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করা মু'মিনদের কাজ নয়। আর যারা কাফির, আল্লাহ্র সীমারেখার ধার ধারে না, নিজেদের খেয়ালখুশী মত সীমা নির্ধারণ করে তাদের কথা ছেড়ে দিন। তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত আছে। এ চরিত্রের লোকগুলো অতীত যুগেও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং এখনও তাই হচ্ছে। আল্লাহ্র সুস্পষ্ট আয়াতগুলো শোনার পর তা প্রত্যাখ্যানে অবিচল থাকা এবং তাঁর বিধানের সম্মান না করা মূলত নিজেকে শাস্তিতে নিক্ষেপ করার নামান্তর।

১২. অর্থাৎ যত কাজকর্ম করেছে তার সবগুলোর ফলাফল সম্মুখে এসে যাবে, কোন কর্মই বাদ যাবে না।

(٨) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا نُهُوْا عَنْهُ وَيَتَنٰجَوْنَ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ ز وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّٰهُ لا وَيَقُوْلُوْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ ط حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ ج يَصْلَوْنَهَا ج فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

৮. তুমি কি দেখোনি তাদেরকে যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তা সত্ত্বেও তারা তাই করে যা নিষেধ করা হয়েছিল এবং পাপাচার, সীমালংঘন ও রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে কানাঘুষা করে ?[১৫] তারা যখন তোমার নিকট আসে তখন তারা তোমাকে এমন ভাষায় অভিবাদন জানায় যদ্দারা আল্লাহ্ তোমাকে অভিবাদন করেননি। তারা মনে মনে বলে আমরা যা বলছি তার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি। তারা সেখানে প্রবেশ করবে। সেটি কতো মন্দ আবাস![১৬]

---

১৩. অর্থাৎ তাদের সুদীর্ঘ জীবনের অনেক কাজই তাদের মনে নেই কিংবা সেদিকে মনোযোগ দেয়নি। কিন্তু একে একে তার সবই আল্লাহ্র নিকট সংরক্ষিত রয়েছে। পুরো দপ্তর সেদিন সম্মুখে রাখা হবে।

কোন কিছুই আল্লাহ্র অগোচরে নয়

১৪. অর্থাৎ শুধু তাদের আমলগুলো সংরক্ষণ করছেন তা নয়, বরং আসমান ও যমীনের ছোট-বড়ো সবকিছুই তাঁর জ্ঞানভুক্ত। কোন মজলিস, কোন কানাঘুষা এবং কোন গোপনের চেয়ে গোপন পরামর্শ অনুষ্ঠিত হয় না যেখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের মাধ্যমে উপস্থিত না থাকেন। যেখানে তিনজন মানুষ গোপনে কোন পরামর্শ করছে তারা যেন একথা না বুঝে যে, চতুর্থ কেউ এসব শুনছেন না। পাঁচজনের কমিটি যেন মনে না করে যে, ষষ্ঠ কেউ শুনছেন না। ভালোভাবে বুঝে নাও যে, তিনজন হোক আর পাঁচজন হোক কিংবা তার চেয়ে কম হোক কিংবা বেশী হোক যেখানে হোক যে অবস্থায় হোক, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সর্বব্যাপী জ্ঞানের মাধ্যমে সেখানে তাদের সাথে রয়েছেন, কখনো তিনি পৃথক হন না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন পরামর্শের সময় যদি দু'জন মাত্র লোক থাকে তবে পরবর্তীতে মতভেদ দেখা দিলে কোন এক পক্ষকে প্রাধান্য দেয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্য সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহে বেজোড় সংখ্যক সদস্য রাখা হয়। একের পর বেজোড় সংখ্যা তিন, এরপর পাঁচ, সম্ভবত এই দৃষ্টিকোণ থেকে এ দুটো সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ (এর কম হোক কিংবা বেশী) বলে ব্যাপকতা ঘোষণা করেছেন। অবশ্য হযরত উমর (রা) খিলাফতের ব্যাপারে

পরামর্শ করার জন্য ছয়জন বুযুর্গ সাহাবীকে (রা) মনোনীত করেছিলেন (অথচ ছয় সংখ্যা বেজোড় নয়) তা এজন্য হতে পারে যে, তখন এই ছয়জনই খিলাফত লাভের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে কাউকে বাদ দেয়ার মত ছিল না। তদুপরি খলীফা নির্বাচিত হচ্ছেন তাঁদের ছয়জনের মধ্যে একজন। তাহলে দেখা যায় যাঁর নাম প্রস্তাব করা হবে তিনি ব্যতীত রায় ঘোষণাকারী তো পাঁচজনই অবশিষ্ট থাকছেন। এরপরও সতর্কতামূলকভাবে হযরত ইব্ন উমর (রা)-এর নাম প্রস্তাব করেছিলেন যাতে তাঁদের রায় উভয়দিকে সমান হলে ইব্ন উমর (রা) নিজ মতামত ব্যক্ত করে একদিকে প্রাধান্য সৃষ্টি করতে পারেন।

মুনাফিকদের অপকর্ম

১৫. রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মজলিসে বসে মুনাফিকরা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করতো। মজলিসের অন্যান্য লোকদের দিকে ইঙ্গিত করে হাসিঠাট্টা করতো এবং দোষত্রুটি বর্ণনা করতো একে অন্যের কানে এমনভাবে ফিসফিস করতো এবং চোখে ইঙ্গিত করতো যাতে খাঁটি মুসলমানদের কষ্ট হতো। প্রিয়নবী (সা)-এর নির্দেশ শুনে তারা বলতো, এই কঠিন কাজ আমাদের দ্বারা কি করে হবে?" ইতিপূর্বে "সূরা নিসা"-তে এ ধরনের কানাঘুষা বন্ধ রাখার নির্দেশ এসেছিল। কিন্তু অনিষ্ট সাধনকারী লাজলজ্জাহীন এ লোকগুলো নিজেদের অপকর্ম ও সীমালংঘন করা থেকে নিবৃত্ত হয়নি। এই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

ইয়াহূদীদের অপতৎপরতা

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তো অন্যান্য নবীদের সাথে আপনাকে এই দু'আ দিয়েছেন, سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ (সকল রাসূলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক) سَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى (তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ। (হে নবী! আপনার প্রতি সালাম, আপনার উপর বর্ষিত হোক আল্লাহ্র রহমত ও বরকত)। কিন্তু কতক ইয়াহূদী যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে আসতো তখন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ।-এর স্থলে মুখে জড়তা রেখে اَلسَّامُ عَلَيْكَ। বলতো যার অর্থ আপনার মৃত্যু হোক। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে শান্তি ও নিরাপত্তার যে দু'আ দিয়েছিলেন তারা তার বিপরীত বদদু'আ দিতো। এরপর নিজেরা বলাবলি করতো, ইনি যদি সত্যসত্যই রাসূল হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের এই বক্তব্যের পর তাৎক্ষণিক আমাদের উপর আযাব আসে না কেন? এর উত্তরে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ (জাহান্নামই তাদের উপযুক্ত শাস্তি)। অর্থাৎ ত্বরা করো না, এমন উপযুক্ত শাস্তি আসবে যার পর আর অন্য শাস্তির প্রয়োজন হবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হাদীস শরীফে এসেছে যে, ইয়াহূদীরা اَلسَّلَامُ-এর স্থলে اَلسَّامُ। বলতো। হয়ত মুনাফিকদের কেউ কেউও এরূপ বলতো। কারণ মুনাফিকদের

(٩) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَ تَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَ التَّقْوٰى ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

(١٠) اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْئًا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ○

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন গোপন পরামর্শ করবে তখন পাপাচার, সীমালংঘন এবং রাসূলের অবাধ্যতার বিষয়ে পরামর্শ করবে না, বরং পরামর্শ করবে সৎকর্ম ও তাকওয়া সম্পর্কে।[১৭] তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাকো যাঁর নিকট তোমাদেরকে একত্র করা হবে।[১৮]

১০. কানাঘুষা তো শয়তানের কাজ, ঈমানদারদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলার জন্য, আল্লাহ্‌র নির্দেশ ব্যতীত এতে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। ঈমানদারদের উচিত আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখা।[১৯]

বেশীর ভাগ মূলত ইয়াহূদীই ছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিয়ম ছিল যে, কোন ইয়াহূদী এসে এভাবে অভিবাদন জানালে উত্তরে তিনি وَعَلَيْكَ (তোমার উপরও তা) বলতেন। একদা হযরত আইশা (রা) اَلسَّامُ عَلَيْكَ -এর উত্তরে عَلَيْكَ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ(তোমার উপর মৃত্যু ও লা'নত) বলায় অনুপম আদর্শ ও উদার চরিত্রের প্রিয়নবী (সা) সে উত্তর পসন্দ করেননি।

মুসলমানদের যে চরিত্র অর্জন করতে হবে

১৭. অর্থাৎ খাঁটি মুসলমানদেরকে মুনাফিকী চরিত্র থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। মু'মিনদের গোপন কথা ও পরামর্শ জুলুম, সীমালংঘন এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের নাফরমানীর জন্য হবে না। বরং তাদের পরামর্শ হবে সৎকর্ম, তাকওয়া ও যুক্তিসম্মত বিষয়াবলী প্রচারের জন্য। যেমন সূরা নিসাতে উল্লেখিত হয়েছে ঃ

لاَ خَيْرَ فِى كَثِيْرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ .

"তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শ ভাল নয় কিন্তু সে শলাপরামর্শে কোন কল্যাণ নাই। তবে কল্যাণ আছে সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে" (সূরা নিসা ঃ ১১৪)।

১৮. অর্থাৎ সবাইকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হয়ে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব প্রদান করতে হবে। কারো প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা তাঁর অগোচর নয়। সুতরাং তাঁর ভয় মনে রেখে সৎকর্ম ও পরহেযগারীর কথাবার্তা বলো।

(١١) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝

১১. হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয়, মজলিসে স্থান প্রশস্ত করে দাও[২০] তখন তোমরা স্থান প্রশস্ত করে দিবে। আল্লাহ্ও তোমাদের জন্য প্রশস্ত করে দিবেন।[২১] আর যখন বলা হয়, উঠে যাও, তখন তোমরা উঠে যাবে।[২২] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত আল্লাহ্ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন।[২৩] তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত।[২৪]

---

১৯. অর্থাৎ মুনাফিকদের এই কানাঘুষার উদ্দেশ্য হলো, যাতে মুসলমানগণ চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, দুঃখ পায় এবং ভীত হয়ে পড়ে, না জানি এরা আমাদের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র করছে। মূলত শয়তান এই মুনাফিকদের দ্বারা এসব করাচ্ছে। কিন্তু মুসলমানদের সর্বদা একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, শয়তান তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না, ওর হাতে কিইবা ক্ষমতা আছে? কল্যাণ, অকল্যাণ সব আল্লাহ্র হাতে। আল্লাহ্র হুকুম না হলে তারা যতো পরামর্শ করুক, ষড়যন্ত্র চালাক তোমাদের পশমও বাঁকা করতে পারবে না। তাই তোমাদের দুঃখিত ও চিন্তিত না হয়ে আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন মজলিসে তিনজনের একজনকে বাদ দিয়ে বাকী দু'জনের কানাঘুষা করার ব্যাপারে হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কারণ এতে তৃতীয় ব্যক্তি মনে দুঃখ পেতে পারে। এক দৃষ্টিকোণ থেকে এই মাসআলাটিও আলোচ্য আয়াতের মধ্যে নিহিত বলা হয়। হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, "কোন মজলিসে দু'জন কানাঘুষা করতে থাকলে তৃতীয় ব্যক্তি তা দেখলে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে, হায়! আমার থেকে কোন ত্রুটি প্রকাশ পেলো নাকি যা তারা গোপনে আলোচনা করছে"।

২০. অর্থাৎ এমনভাবে বসো যাতে স্থান সংকুলান হয়, অন্যরাও বসার সুযোগ পায়।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তোমাদের সংকট বিদূরিত করবেন এবং তাঁর রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিবেন।

মজলিসের আদব

২২. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "এটি মজলিসের আদব। কেউ এসে বসার স্থান না পেলে সবাই একটু একটু সরে বসবে যাতে আগত ব্যক্তি মজলিসে বসার সুযোগ পায়। অথবা নিজের স্থান থেকে উঠে দাঁড়াবে এরপর এদিক সেদিক নড়ে চড়ে বসার

(١٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ؕ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَ اَطْهَرُ ؕ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১২. হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রাসূলের সাথে গোপন পরামর্শ করতে চাও তখন কথা বলার পূর্বে কিছু সাদাকা প্রদান করবে, এটি তোমাদের জন্য উত্তম ও অধিক পবিত্র। যদি তোমরা তাতে সক্ষম না হও তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু।[২৫]

ব্যবস্থা করে দিবে। অথবা যদি কর্তৃপক্ষ বিশেষ কাউকে উঠে যেতে বলে তবে উঠে গিয়ে অন্যকে স্থান করে দিবে। এতটুকু কষ্ট স্বীকারে যেন অলসতা না করে। সদাচারীর প্রতি আল্লাহ্ দয়ালু। আর মন্দ চরিত্রের লোকের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হুজুর পুর নূর (সা)-এর মজলিসে সবাই তাঁর কাছাকাছি বসতে চাইত। ফলে কখনো কখনো বসার স্থান সংকুলান হতো না। এমনকি কোন কোন সময় প্রবীণ সাহাবীগণ (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে স্থান পেতেন না। তাই এই বিধান প্রদান করা হলো। যাতে প্রত্যেকে পর্যায়ক্রমে কিছুটা উপকৃত হতে পারে এবং নিয়ম-শৃংখলা অক্ষুণ্ন থাকে। এখনও এ ধরনের শৃংখলামূলক বিষয়ে মজলিসের সভাপতির নির্দেশ মানতে হবে। ইসলাম অব্যবস্থা এ বিশৃংখলা শিক্ষা দেয় না, বরং চূড়ান্ত পর্যায়ের শৃংখলা ও ভদ্রতা শিক্ষা দেয়। সাধারণ মজলিসে যখন এই বিধান তখন জিহাদের ময়দানে এবং যুদ্ধের সারিতে আরও কত বেশী সুশৃংখল হওয়া দরকার।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ্ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন

২৩. অর্থাৎ খাঁটি ঈমান ও বিশুদ্ধ জ্ঞান মানুষকে আদব ও ভদ্রতা শিক্ষা দেয় এবং বিজয়ী করে। ঈমানদার ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কামালিয়াত ও উন্নতি লাভে যত উপরে উঠে ততই তারা বিনয়ী ও নিজেদেরকে ছোট মনে করেন। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা তাদের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে দেন। مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ "যে আল্লাহ্র ওয়াস্তে বিনয়ী হয় আল্লাহ্ তাকে উচ্চে তোলেন"।

শুধু এতটুকুতে ঝগড়া সৃষ্টি করা যে, আমাকে এখান থেকে উঠিয়ে দিল কেন ওখানে বসিয়ে দিল কেন, কিংবা মজলিস থেকে চলে যেতে বললো কেন, এসব হলো বদদীন, মূর্খ গোঁয়ার ও অহংকারী লোকদের কাজ। আফসোস! এ যুগে বহু বুযুর্গ এবং তথাকথিত আলিম ব্যক্তিও এই কাল্পনিক আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগে মনে করে অন্তহীন ঝগড়া-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক ও ফেরকাবন্দি শুরু করে দেন।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ

২৪. অর্থাৎ প্রত্যেককে তার কর্ম ও যোগ্যতা অনুযায়ী মর্যাদা দান করেন। তিনিই জানেন প্রকৃত ঈমানদার ও জ্ঞানী ব্যক্তি কে এবং কারা।

(١٣) ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১৩. চুপে চুপে কথা বলার পূর্বে সাদাকা প্রদানের নির্দেশ শুনে তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে? এরপর তোমরা যখন তা করতে পারলে না এবং আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন এখন নামায কায়েম রেখো, যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মেনে চল, তোমাদের কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন।[২৬]

বাক্যালাপের পূর্বে সাদাকার নির্দেশ, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য

২৫. মুনাফিকরা অসার ও অর্থহীন বিষয় নিয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে কানে কানে কথা বলতো। উদ্দেশ্য এই মানুষের মধ্যে যেন নিজেদের গৌরব বৃদ্ধি পায় এবং বড়ো বড়ো কথা বলতে পারে। আবার কতক মুসলমান গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে ফিস্ ফিস্ করতো। ফলে অন্যান্য দর্শনার্থী রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে আলাপের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার সুযোগ পেতো না। কখনো কখনো তিনি নিজে একটু বিশ্রাম ও নির্জনতা অবলম্বন করতে চাইলে তারও অবকাশ পেতেন না। কিন্তু মানবতা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণে তিনি তাদেরকে নিষেধও করতে পারতেন না। তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ এল, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে গোপন আলাপ করতে চাইবে তাকে প্রথমে কিছু দান খয়রাত করে আসতে হবে।

এতে একাধিক কল্যাণ রয়েছে, দরিদ্র সেবা, সাদকা দানকারীর মানসিক পরিশুদ্ধি, খাঁটি ঈমানদার ও মুনাফিকদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ, গোপন আলাপকারীদের সংখ্যা হ্রাস ইত্যাদি। হাঁ, যার সাদাকা করার মত সংগতি নেই, তার জন্যে এই শর্ত শিথিল। এই বিধান নাযিল হওয়ার পর মুনাফিকরা উপলব্ধি করলো যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাথে অধিক গোপন আলাপ আল্লাহ্র পসন্দ নয় বলে এই শর্ত লাগিয়েছেন। অবশ্য পরবর্তী আয়াত দ্বারা এই বিধান রহিত হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ সাদাকার নির্দেশ প্রদানের পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তা তো অর্জিত হয়েছে। এখন আমি সেই সাময়িক নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিলাম। সুতরাং এখন সে সকল বিধিবিধান পালনে পরিপূর্ণ মনোযোগ দাও যেগুলো কস্মিনকালেও রহিত হওয়ার নয়। যেমন নামায, যাকাত ইত্যাদি। এগুলো দ্বারাই আত্মার পূর্ণ পরিশুদ্ধি হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا (যখন তোমরা তা করতে পারনি) দ্বারা বুঝা যায় যে, এই বিধান সঠিক ও সাধারণভাবে পালনের সুযোগ পাওয়া যায়নি। একটি

(١٤) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ؕ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ ۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝

(١٥) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

(١٦) اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝

১৪. তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যারা বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে যাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট ?[২৭] তারা মুসলমানদের দলভুক্ত নয়, ওদের দলভুক্তও নয়।[২৮] তারা জেনেশুনে মিথ্যা শপথ করে।[২৯]

১৫. আল্লাহ্ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কঠিন শাস্তি।[৩০] নিশ্চয় তারা যা করে তা অত্যন্ত মন্দ।[৩১]

১৬. নিজেদের শপথকে তারা ঢালরূপে ব্যবহার করে, অতঃপর আল্লাহ্র পথ থেকে নিবৃত্ত রাখে, তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

বর্ণনায় আছে, হযরত আলী (রা) বলেন, সমগ্র উম্মতের মধ্যে কেবল আমিই এই বিধান পালন করেছি।

২৭. এই লোকেরা মুনাফিকরা এবং আল্লাহ্র অসন্তোষ প্রাপ্ত সম্প্রদায় হলো ইয়াহূদীরা।

২৮. অর্থাৎ এই মুনাফিকের দল পুরোপুরিভাবে তোমাদের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ তারা অন্তরে কুফরী পোষণ করে। আবার তারা পুরোপুরি ইয়াহূদী সম্প্রদায়ভুক্তও নয়। কারণ তারা মুখে নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে। مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ وَلَا اِلٰى هٰٓؤُلَآءِ "এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত এদের দিকেও নয়, ওদের দিকেও নয়"।

মুনাফিকদের মিথ্যা শপথ

২৯. অর্থাৎ অজ্ঞাতসারে কিংবা উদাসীনভাবে নয়, বরং জেনেশুনে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। তারা মুসলমানদেরকে বলে যে, তারা মুসলমানদের দলভুক্ত, তোমাদের মত সাচ্চা ঈমানদার, অথচ ঈমানের সাথে তাদের দূরতম সম্পর্কও নেই।

৩০. এটিকেই অন্যত্র বলা হয়েছে اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ। (মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে)।

৩১. অর্থাৎ যদিও এখন তারা উপলব্ধি করতে পারছে না কিন্তু মূলত এই মুনাফিকী কর্মের মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর বীজ বপন করছে।

(١٧) لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ أُولٰٓئِكَ
أَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيهَا خٰلِدُوْنَ ○

(١٨) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ
عَلٰى شَيْءٍ ؕ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ○

১৭. আল্লাহ্র শাস্তির মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও ছেলেমেয়ে তাদের কোন কাজে আসবে না, তারা দোযখের অধিবাসী। তারা সেখানেই পড়ে থাকবে।[৩২]
১৮. যেদিন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একত্র করবেন, এরপর তারা শপথ করবে তাঁর সম্মুখে, যেমন করে তোমাদের সাথে। তারা মনে করে যে, তারা কিছু ভালো পথে আছে।[৩৩] শুনে নাও! তারাই আসল মিথ্যাবাদী।[৩৪]

---

৩২. অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করে তারা নিজেদের জান-মাল মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং নিজেদেরকে মুসলমানরূপে প্রকাশ করে, বন্ধুত্বের আবরণে অন্যদেরকে আল্লাহ্র পথে আসা থেকে বিরত রাখে। সুতরাং তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তারা এভাবে কোন মর্যাদা লাভ করতে পারবে না, বরং কঠোর লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে পতিত হয়ে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করবে। আর শাস্তির সময় যখন উপস্থিত হবে তখন কেউই তাদেরকে আল্লাহ্র হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না। যে ধন-সম্পদ ও ছেলেমেয়েকে রক্ষার জন্য তারা মিথ্যা শপথ করতো সেই ছেলেমেয়ে ও ধন-সম্পদও তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।

৩৩. অর্থাৎ এখানে মিথ্যা শপথ করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। দুনিয়াতে যেমন তোমাদের সম্মুখে মিথ্যা বলে বেঁচে যায় এবং মনে করে, আমরা বড়ই চতুর এবং খুব পাকা চাল চেলে যাচ্ছি। তেমন আল্লাহ্র সম্মুখেও মিথ্যা শপথ করার জন্য তৈরী হয়ে যাবে। বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমরা তো এমন ছিলাম না, বরং অন্য রকম ছিলাম। সম্ভবত তারা ধারণা করে যে, এতটুকু বলে দিলে খালাস পেয়ে যাবে।

নিশ্চয় প্রকৃত ও দ্বিগুণ মিথ্যাবাদী তারা যারা আল্লাহ্র সম্মুখে মিথ্যা বলতে লজ্জা করে না।

৩৪. শয়তান যাকে বশীভূত করে ফেলে তার মনমগজ এরূপ বিকৃত হয়ে যায় যে, কিছুই মনে থাকে না। সে বলে, হায়! আল্লাহ্ বলতে কিছু আছে কি? তাহলে আল্লাহ্র মান-মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তার কতটুকুইবা উপলব্ধি থাকবে। সম্ভবত হাশর ময়দানেও আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মিথ্যা বলার শক্তি দিয়ে সর্বসমক্ষে তাদের লজ্জাহীনতা ও মূর্খতার ঘোষণা দিয়ে দিবেন যে, এই বিকৃত মস্তিষ্ক পাগলের এতটুকুও বোধ নেই যে, আল্লাহ্র সম্মুখে আমার মিথ্যা কতটুকু ফল দিবে?

(١٩) اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْسٰىهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ
حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ○

(٢٠) اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۤ اُولٰٓئِكَ فِى الْاَذَلِّيْنَ ○

(٢١) كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِيْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ○

(٢٢) لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ
وَلَوْ كَانُوْۤا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ؕ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ
الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ؕ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ؕ اَلَاۤ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

১৯. শয়তান তাদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেছে, এরপর তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির ভুলিয়ে দিয়েছে।[৩৫] তারা শয়তানের দল। মনে রেখো, যারা শয়তানের দল তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[৩৬]

২০. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা অবশ্যই লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত।

২১. আল্লাহ সিদ্ধান্ত করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হবো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ শক্তিমান পরাক্রমশালী।[৩৭]

২২. যারা আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাদেরকে তুমি আল্লাহ্‌র বিরোধিতাকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না, হোকনা তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই কিংবা জ্ঞাতি গোত্র। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ঈমান লিখে দিয়েছেন[৩৮] এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য অনুপ্রেরণা দ্বারা।[৩৯] তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা চিরদিন থাকবে সেখানে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহ্‌র প্রতি সন্তুষ্ট।[৪০] তারা আল্লাহ্‌র দল। শুনে নাও, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম।

---

৩৫. শয়তানের সৈনিক যারা তাদের পরিণাম অবশ্যই মন্দ। দুনিয়াতে তাদের ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সফলতার মুখ দেখে না এবং আখিরাতেও সুকঠিন শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার তাদের কোন পথ নেই।

সত্যানুসারীদের বিজয় অবশ্যম্ভাবী

৩৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে, সত্য ও সততার বিরুদ্ধে লড়াই করে সে চরমভাবে ব্যর্থ ও অপমানিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা স্থির করে

রেখেছেন যে, শেষ পর্যন্ত সত্যই বিজয়ী হবে এবং তাঁর নবী রাসূলগণই (সা) সাহায্যপ্রাপ্ত ও সফল হবেন। এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

৩৭. অর্থাৎ তাদের অন্তরে ঈমানকে সুদৃঢ় করে দিয়েছেন এবং পাথরে খোদিত রেখার ন্যায় অবিলীয়মান করে দিয়েছেন।

৩৮. অর্থাৎ অদৃশ্য জ্যোতি প্রদান করেছেন, যার ফলে অন্তরে এক প্রকারের গোপনীয় জীবন সৃষ্টি হয়। অথবা মর্ম এই, পবিত্র আত্মা হযরত জিব্‌রাঈল (আ) মারফত তাদেরকে সাহায্য করেন।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে এরা অন্য সবার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে, তাই আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। এরপর আল্লাহ্ যার প্রতি রাযী হয়েছেন তার আর কিসের অভাব?

আল্লাহ্‌র শত্রু যারা তাদের সাথে মু'মিনদের বন্ধুত্ব হয় না

৪০. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে সে বন্ধুত্ব রাখে না, বিরুদ্ধাচরণকারী পিতা কিংবা পুত্র হলেও। সেই সত্যিকার ঈমানদার, পাক্কা মু'মিন। তারা উল্লেখিত মর্যাদা লাভ করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর চরিত্র এই ছিল যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের স্বার্থে তারা অন্য কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তিকে কোন পরোয়া করতেন না। এই কারণেই হযরত আবূ উবায়দা (রা) তাঁর পিতাকে হত্যা করেছিলেন। উহুদ যুদ্ধে হযরত আবূ বকর (রা) তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে (তিনি তখনও ঈমান আনেননি, পরে ঈমান এনেছেন) লড়াই করার জন্য বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত হয়েছিলেন।

মুস'আব ইব্‌ন উমায়র (রা) তাঁর ভাই উবায়দ ইব্‌ন উমায়রকে, হযরত উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রা) তাঁর মামা আস ইব্‌ন হিশামকে, আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রা), হাম্‌যা (রা) ও উবায়দা ইব্‌ন হারিছ (রা) প্রমুখ তাদের আত্মীয় উতবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবাকে হত্যা করেছিলেন। মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবাই-এর পুত্র আবদুল্লাহ্ (রা) যিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খিদমতে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি নির্দেশ দেন তবে আমি আমার পিতার মাথা কেটে আপনার দরবারে হাযির করি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিষেধ করেছিলেন। আর তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের প্রতি রাযী হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহ্‌র প্রতি রাযী হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের প্রতি মহব্বত রাখার ও তাঁদের অনুসরণ করার তওফীক দিন এবং সেই অবস্থায় আমাদের মৃত্যু দিন।

সূরা হাশর

২৪ আয়াত, ৩ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝
(٢) هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ؕ
مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ
لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۗ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي
الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝

১. যা কিছু আছে আকাশে এবং পৃথিবীতে সকলেই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[১]

২. তিনিই বের করে দিয়েছেন আহলে কিতাবের কাফিরদেরকে তাদের গৃহ থেকে[২] প্রথম সৈন্য সমাবেশের দিকে।[৩] তোমরা ধারণাও করতে পারোনি যে, তারা বের হবে। আর তারা মনে করেছিল যে, তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্‌র হাত থেকে রক্ষা করবে। এরপর আল্লাহ্‌র শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে এলো যা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তিনি তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করে দিলেন।[৪] তারা নিজেদের ঘর বিনষ্ট করে দিতে লাগলো নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে।[৫] অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো।[৬]

---

১. অতএব তাঁর অপ্রতিহত কর্তৃত্ব ও প্রজ্ঞার নিদর্শনসমূহের মধ্যকার একটি ঘটনা সামনে বর্ণিত হচ্ছে।

বানূ নাযীরের যুদ্ধ, ইয়াহূদীদের আত্মসমর্পণ

২. মদীনা শরীফের পূর্ব দিকে কয়েক মাইল দূরত্বে বানূ নাযীর নামে একটি ইয়াহূদী গোত্র বসবাস করতো। তারা ছিল পুঁজিপতি ও সংঘবদ্ধ। তাদের সুদৃঢ় দুর্গ নিয়ে তারা গৌরব করত। প্রিয়নবী (সা) মদীনায় হিজরত করার পর প্রথমেই তারা তাঁর সাথে সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করে নিয়েছিল, আমরা আপনার বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবো না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা মক্কার কাফিরদের সাথে চিঠিপত্র ও দূত বিনিময়ের মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করতে লাগলো। এমনকি তাদের জনৈক নেতা কা'ব ইব্‌ন আশরাফ একবার ৪০ জন অশ্বারোহীর প্রতিনিধি দল নিয়ে মক্কা শরীফ গমন করে এবং মক্কার কুরায়শদেরকে কা'বা শরীফের সম্মুখে সমবেত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করে। অবশ্য এর কয়েক দিন পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশে মুহাম্মাদ ইব্‌ন মাস্‌লামা (রা) উক্ত ইয়াহূদী নেতা কা'ব ইব্‌ন আশরাফকে হত্যা করেন।

এরপরও বানূ নাযীর গোত্রের পক্ষ থেকে চুক্তি ভঙ্গের কর্ম সংঘটিত হচ্ছিল। একবার তারা কয়েকজন সাহাবীসহ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে দাওয়াত করে তাদের এলাকায় নিয়ে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। একদা প্রিয়নবী (সা) যেখানে বসা ছিলেন সেখানেই উপর থেকে ভারী পাথরের টুকরা তাঁর মাথার উপর ফেলেছিল। মাথায় লাগলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা সকল ক্ষেত্রে তাঁকে রক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত নবী (সা) সকল মুসলমানকে একত্র করলেন। উদ্দেশ্য ছিল, বানূ নাযীর গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। মুসলমানগণ দ্রুত পূর্ণ প্রস্তুতির সাথে তাদের বসতবাটী ও দুর্গ অবরোধ করে ফেলার পর তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সঠিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। ভয়ে তারা সন্ধির প্রস্তাব দেয়। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা মদীনা ছেড়ে চলে যাবে। তাদের রক্তপাত করা হবে না। মালপত্র যা বহন করে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাবে। জমিজমা, বাগবাগিচা ইত্যাদি মুসলমানদের দখলে এসে যাবে।

আল্লাহ্ এই ধনসম্পদ সাধারণ গনীমত অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ মালের ন্যায় বণ্টন করাননি, বরং এটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দায়িত্বে দিয়েছেন। তিনি অধিকাংশ জমি মুহাজিরদের মধ্যে বণ্টন করেন। এর ফলে আনসারগণ মুহাজিরদেরকে দেখা শুনার যে বোঝা পালন করে এসেছেন তা একটু হাল্কা হলো। মুহাজির ও আনসার উভয় দলই উপকৃত হলো। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর পারিবারিক ব্যয় বহন ও রাষ্ট্রীয় মেহমানদের বার্ষিক খরচও এখান থেকে নিতেন। যা অবশিষ্ট থাকতো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করা হতো। উপরোক্ত সূরায় এই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

৩. অর্থাৎ প্রথম ধমকেই ভয় পেয়ে গিয়েছে। প্রথম চোটেই ঘরবাড়ী ও দুর্গ ছেড়ে চলে যেতে রাযী হয়েছে, একটু দৃঢ়তাও দেখাতে পারেনি।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ প্রথম সমাবেশ দ্বারা কতক তাফসীরকার বুঝিয়েছেন যে, এই সম্প্রদায়ের জন্য এভাবে দেশত্যাগের ঘটনা এই প্রথম। ইতিপূর্বে তাদের ক্ষেত্রে এরূপ

কোন ঘটনা ঘটেনি। অথবা أَوَّلُ الْحَشْرِ (প্রথম সমাবেশ) দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সকল ইয়াহূদীর ক্ষেত্রে প্রথম সমাবেশ হলো মদীনা ত্যাগ করে খায়বার ও অন্যান্য স্থানে চলে যাওয়া। আর দ্বিতীয় সমাবেশ হলো হযরত উমর (রা) খিলাফতকালে তারা যে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল তা। অর্থাৎ অন্যান্য ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের সাথে এদেরকেও খায়বার থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়েছিল। সিরিয়াতে শেষ হাশর অর্থাৎ কিয়ামতের সমাবেশও অনুষ্ঠিত হবে বটে। এজন্যে সিরিয়াকে أَرْضُ الْحَشْرِ। (হাশর অঞ্চল) বলা হয়।

আল্লাহ্‌র সাহায্য এমন পথে আসে যা অকল্পনীয়

৪. অর্থাৎ তাদের সাজসরঞ্জাম, অস্ত্রশস্ত্র, সুরক্ষিত দুর্গ ও যুদ্ধংদেহী চালচলন দেখে তোমরা চিন্তা করতে পারোনি যে, এত সহজে এবং এত শীঘ্র তারা অস্ত্র সমর্পণ করবে। আর তারাও চিন্তা করতে পারেনি যে, এই অস্ত্রশস্ত্রহীন মানুষগুলো এভাবে তাদের জীবন সংকটাপন্ন করে তুলবে। তারা দিবাস্বপ্ন দেখছিল যে, মুসলমানগণ (যাদের মাথার উপর আল্লাহ্‌র হাত) আমাদের দুর্গ পর্যন্ত আসার সাহস পাবে না। এভাবে তারা আল্লাহ্‌র হাত থেকে বেঁচে যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা দেখে নিলো যে, কোন শক্তিই আল্লাহ্‌র নির্দেশে বাধা দিতে পারে না। তাদের উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ এমন দিক থেকে এলো যা তারা কল্পনাও করেনি। অর্থাৎ তিনি তাদের অন্তরে অভ্যন্তর থেকেই ভয় উৎসারিত করে দিলেন এবং নিরস্ত্র মুসলমানদের ভীতি তাদের অন্তরে বসিয়ে দিলেন। কা'ব ইব্‌ন আশরাফের আকস্মিক হত্যাকাণ্ডে প্রথম থেকেই তারা ভয় পেয়েছিল। মনে যতটুক শক্তি-সাহস অবশিষ্ট ছিল এখন মুসলমানদের হঠাৎ আক্রমণে তাও হারিয়ে ফেললো।

ইয়াহূদীদের পরাজয়ের প্রামাণ্য চিত্র

৫. অর্থাৎ লোভ, ক্ষোভ ও ক্রোধের বশে ঘর-দরজার কাঠ, তক্তা, কপাট সব কিছু খুলে আলাদা করে লণ্ডভণ্ড করে ফেলেছিল যাতে তারা যত পরিমাণ সাথে নেয়া যায় তার সবই নিতে পারে, মুসলমানদের জন্য যেন না থেকে। এ কাজে মুসলমানগণও হাত লাগিয়েছিল। একদিকে তারা নিজেরা ভাংচুর করছিল অন্যদিকে মুসলমানরা। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, মুসলমানগণ যে ভাংচুর করেছিল তাও ওই হতভাগ্য ইয়াহূদীদের অপকর্ম ও চুক্তি ভঙ্গেরই ফল।

৬. দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের জন্য এই ঘটনায় বিরাট শিক্ষা রয়েছে। কুফরী, জুলুম, অন্যায়, অপকর্ম ও চুক্তিভঙ্গের পরিণাম কি হতে পারে আল্লাহ্ তা'আলা তা দেখিয়ে দিলেন। এও প্রমাণ করে দিলেন যে, শুধু বাহ্যিক উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করে আল্লাহ্‌র কুদরত ও মহাশক্তি সম্পর্কে গাফিল হয়ে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

(৩) وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝
(৪) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَآقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝
(৫) مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

৩. আল্লাহ্ তাদের জন্য নির্বাসন অনিবার্য না করে দিলে তাদেরকে দুনিয়াতে অন্য শাস্তি দিতেন। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি।[৭]
৪. তা এজন্য যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে কেউ আল্লাহ্র বিরোধিতা করবে আল্লাহ্র শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।[৮]
৫. যে সকল খেজুর বৃক্ষ তোমরা কর্তন করেছ অথবা কাণ্ডের উপর দণ্ডায়মান রেখে দিয়েছ তা তো আল্লাহ্রই নির্দেশে[৯] এবং নাফরমানদেরকে লাঞ্ছিত করার জন্য।[১০]

৭. অর্থাৎ তাদের ভাগ্যে দেশত্যাগের শাস্তি সাব্যস্ত করা হয়েছিল। যদি তা না হতো তবে দুনিয়াতে অন্য কোন শাস্তি প্রদান করা হতো। হয়ত তাদের স্বগোত্রীয় বানূ কুরায়যার ন্যায় মৃত্যুদণ্ড ভোগ করতে হতো। মোটকথা শাস্তি থেকে রক্ষা পেতো না। এটি আল্লাহ্র হিকমত ও প্রজ্ঞা যে, মৃত্যুদণ্ডের স্থলে দেশত্যাগে মেরে দিয়েছেন। কিন্তু এই সুবিধা শুধু দুনিয়ার শাস্তির ক্ষেত্রে। এই কাফিরদের জন্য নির্ধারিত আখিরাতের চিরস্থায়ী শাস্তি কোনক্রমেই রদ হবে না।

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "এই সম্প্রদায় যখন সিরিয়া থেকে পালিয়ে এখানে এসেছিল তখন তাদের বয়োবৃদ্ধ লোকগণ বলেছিল, একদিন না একদিন বিধ্বস্ত হয়ে তোমাদেরকে এখান থেকে পুনরায় সিরিয়ায় ফিরে যেতে হবে। বস্তুত এ যাত্রায় তারা এখান থেকে উৎখাত হয়ে কতক সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল এবং কতক খায়বার গিয়ে বসবাস করেছিল। এরপর হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের সময় যারা খায়বারে ছিল তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সিরিয়া গমন করেছিল"।

৮. অর্থাৎ এধরনের বিরোধিতাকারীদের এরূপ শাস্তি ভোগ করতে হয়।

বৃথা কর্তন দূষণীয় হলেও অনুমোদিত ক্ষেত্রে তা প্রশংসাযোগ্য

৯. বানূ নাযীর গোত্রের ইয়াহূদীরা যখন দুর্গের ভেতর আশ্রয় গ্রহণ করে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের বৃক্ষরাজি কেটে ফেলতে এবং বাগবাগিচা ধ্বংস করে দিতে

(٦) وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ
وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

৬. আল্লাহ্ তাদের থেকে ছিনিয়ে যে সম্পদ তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন তোমাদের তার জন্য ঘোড়াও দৌড়াওনি, উটও নয়, বরং আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে কর্তৃত্ব প্রদান করেন যার উপর ইচ্ছা। আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন।[১১]

অনুমতি দিলেন। যাতে এগুলোর ব্যথায় তারা বেরিয়ে এসে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়। আবার উন্মুক্ত যুদ্ধের সময় যেন গাছ গাছালির কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এই কারণে কিছু গাছগাছালি কাটা হয়েছিল, আর কিছু যথাস্থানে অক্ষত রাখা হয়েছিল, যাতে বিজয়ের পর সেগুলো মুসলমানদের উপকারে আসে। কাফিররা এখন সমালোচনা শুরু করে দিলো, তোমরা নিজেরা ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে নিষেধ করো, বৃক্ষগুলো কেটে ফেলা এবং জালিয়ে দেয়া কি ধ্বংস ও অশান্তি নয়? এ প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ এসব তো আল্লাহ্ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশের প্রেক্ষিতে হচ্ছে। আল্লাহ্র নির্দেশ বাস্তবায়ন করাকে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি বলা যায় না। কারণ এতে গভীর ও সূক্ষ্ম প্রজ্ঞা ও উপকারিতা রয়েছে। এই নির্দেশের কতক উপকারিতা তো উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ যাতে মুসলমানদেরকে করেন সম্মানিত এবং কাফিরদেরকে করেন লাঞ্ছিত। যে সকল বৃক্ষ অক্ষুণ্ন রেখে দেয়া হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মুসলমানদের জন্য রয়েছে উপকারিতা ও সাফল্য, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে ক্ষোভ ও অপমান। হায়! মুসলমানগণ এগুলো ভোগ করবে এবং ফললাভ করবে। আর যেগুলো কাটা হয়েছে অথবা জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে সেগুলোতে মুসলমানদের অন্য এক সফলতার প্রমাণ রয়েছে অর্থাৎ তাদের বিজয়ের নিদর্শন রয়েছে, আর কাফিরদের জন্য রয়েছে ক্ষোভ ও লাঞ্ছনা। কারণ তারা দেখে দেখে বলবে, হায়! আমাদের সম্পত্তিতে মুসলমানগণ কি জঘন্যভাবে হস্তক্ষেপ করছে। সুতরাং কাটা ও অক্ষুণ্ন রাখা দুটোই বৈধ, দুটোতেই হিকমত ও কৌশল রয়েছে।

গনীমত ও ফাই-এর সংজ্ঞা বিধান

১১. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) ও ফাই (বিনা যুদ্ধে অর্জিত শত্রুসম্পত্তি)-এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে যে শত্রুসম্পত্তি অর্জিত হয় তা। গনীমত-এর পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহ্র জন্য। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দশম পারার শুরুতে করা হয়েছে)। অবশিষ্ট চার ভাগ সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করা হবে। আর শত্রুপক্ষের যে সম্পদ যুদ্ধ ছাড়া অর্জিত হয় তার সবটাই মুসলমানদের

জন্য সম্পদরূপে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে (তাদের কল্যাণের জন্য ব্যয় হবে) এবং জরুরী প্রয়োজন মেটানো হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সামান্য যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর কাফির পক্ষ ভীত হয়ে যদি সন্ধির প্রস্তাব দেয় এবং মুসলমানগণ যদি তা মেনে নেয় তবে এমতাবস্থায় পাওয়া সম্পদ 'ফাই'-এর অন্তুর্ভক্ত হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে 'ফাই'-এর সম্পদগুলো তাঁর একক তত্ত্বাবধানে থাকতো। হয়ত তিনি খোদ মালিক হিসেবে আপন ইচ্ছা মুতাবিক সেগুলো লেনদেন করতেন, যেমন আলোচ্য আয়াতের عَلٰى رَسُوْلِهٖ শব্দ দ্বারা প্রমাণিত হয়। অথবা মালিকানা হিসেবে নয়, বরং শাসক হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের পক্ষে এগুলো লেনদেন করতেন।

যাহোক এ প্রকারের সম্পদ সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে নির্দেশনা দিচ্ছেন যে, এই সম্পদ অমুক অমুক খাতে ব্যয় করা হবে। এটি ওয়াজিব কিংবা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর থেকে এই সম্পদ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের। তবে তিনি এর মালিক হবেন না, বরং শাসকরূপে রাষ্ট্রের পক্ষে তত্ত্বাবধান করবেন। তিনি তার বিবেচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে মুসলমানদের সার্বজনীন কল্যাণে তা ব্যয় করবেন। তবে গনীমত বা যুদ্ধ বিজয়ী সম্পদের বিধান এর বিপরীত। সেখানে তা এক-পঞ্চমাংশ রাষ্ট্রের পক্ষে নেয়ার পর অবশিষ্ট চার অংশ সৈনিকদের মাঝে বণ্টিত হবে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ, সৈনিকগণ স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে সেটি আলাদা কথা। তবে শায়খ আবূ বকর আর-রাযী হানাফী (র) আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, এই বিধান যুদ্ধ বিজয়ী অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপ্রধানের ইখতিয়ার আছে। তিনি ইচ্ছা করলে তা সৈনিকদের মাঝে বণ্টন করবেন নতুবা সকল মুসলমানের জন্য জনহিতকর কর্মে ব্যয় করার জন্য রেখে দিবেন। যেমন ইরাকের জমির ক্ষেত্রে হযরত উমার (রা) সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছিলেন। এই মতামতের প্রেক্ষিতে শায়খ আবূ বকর রাযী (র) বলেছেন, وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ আয়াতের বিধানটি অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর সূরা হাশরের বিধানটি স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অনুরূপ আলোচ্য সূরার وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ আয়াতের বিধান 'ফাই'-এর ক্ষেত্রে এবং مَا اَفَاءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى। আয়াতের বিধানটি গনীমতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর আভিধানিক অর্থে গনীমতকে 'ফাই' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সঠিক জ্ঞান আল্লাহ্‌র কাছে।

(٧) مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۚ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۘ

৭. আল্লাহ্ জনপদবাসীদের থেকে যে সম্পদ এনে তাঁর রাসূলকে দিয়েছেন তা আল্লাহ্‌র রাসূলের,[১২] আত্মীয়-স্বজনের,[১৩] ইয়াতীমের, মিসকীন ও মুসাফিরের। যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না থাকে।[১৪] রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিবৃত্ত থাকতে বলেন তা বর্জন করো।[১৫] আল্লাহ্‌কে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ্‌র শাস্তি কঠোর।[১৬]

---

১২. প্রথম আয়াতে শুধু বানূ নাযীর গোত্র থেকে পাওয়া সম্পদ সম্পর্কে নির্দেশনা ছিল। এ আয়াতে ফাইরূপে প্রাপ্ত সকল সম্পদের সাধারণ নীতিমালা সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছেন। অর্থাৎ 'ফাই' পরিচালনার কর্তৃত্ব এককভাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর। তাঁর পর থেকে এর দায়িত্ব বর্তায় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রপ্রধানের উপর। আয়তে "আল্লাহ্‌র জন্য" কথাটির উল্লেখ সম্মানসূচক। আল্লাহ্ তা'আলা সকল সম্পদের মালিক। অবশ্য কা'বা শরীফ সম্পর্কিত ব্যয় এবং মসজিদ খাতের ব্যয়, যেগুলো প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র নামে পরিচিত, এই খাতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

১৩. অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর আত্মীয়স্বজনের জন্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সময়ে এই সম্পদ থেকে তাদেরকেও অংশ দিতেন। 'ফাই' থেকে অংশ পাওয়ার জন্য তাঁদের দরিদ্র হওয়া শর্ত ছিলো না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রা) যিনি সম্পদশালী ছিলেন তিনিও এখান থেকে অংশ পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পর এখন হানাফী মাযহাবের মত হলো প্রিয়নবী (সা)-এর আত্মীয়স্বজন যারা অভাবী, রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব হবে অন্যান্য অভাবগ্রস্ত থেকে তাদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা।

ইসলামী অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য

১৪. অর্থাৎ ব্যয়ের এ খাতগুলো বর্ণনা করে দিলেন এজন্য যে, ইয়াতীম, দরিদ্র, অসহায় ও সাধারণ মুসলমানদের যেন খোঁজ-খবর নেয়া হয় এবং ইসলামের প্রয়োজনীয় কর্মসমূহ সমাধান করা যায়। এই সম্পদ যেন ঘুরেফিরে ধনীদের মধ্যে আবদ্ধ না থাকে, ফকীর মিসকীন যেন অর্ধাহারে অনাহারে না মরে।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ মুতাবিক বণ্টন করে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যাকে যতটুকু দিচ্ছেন খুশীমনে তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের বিরত রাখছেন তা থেকে বিরত থাকো। এভাবে তাঁর সকল বিধিবিধান, আদেশ-নিষেধ নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন করে যাও।

(৮) لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ
فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۚ
(৯) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ
وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ
كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۟ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۚ

৮. এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যাদেরকে তাদের গৃহ থেকেও ধন-সম্পদ থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তারা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে এবং সাহায্য করে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে, তারাই সত্যবাদী।[১৭]

৯. যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করছিল[১৮] এবং ঈমান এনেছিল, যারা হিজরত করে তাদের নিকট এসেছে তাদেরকে ভালবাসে।[১৯] মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে তাতে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না, নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও ওদেরকে নিজেদের উপর অগ্রাধিকার দেয়।[২০] অন্তরের লোভ থেকে যাকে নিরাপদ রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম।[২১]

---

১৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্য হওয়া মূলত আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়া। সদা সতর্ক থাকতে হবে। যেন কোন অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অবাধ্য হওয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা কোন কঠিন শাস্তি নির্ধারিত করে না দেন।

১৭. অর্থাৎ এ সকল সম্পদ দ্বারা তো সাধারণত সকল মুসলমানের প্রয়োজন ও অভাব পূরণ করা হবে, কিন্তু বিশেষভাবে সেই সকল জানকুরবান ও আত্মোৎসর্গকারী মুসলমানদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাঁরা শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মহব্বত ও আনুগত্যের খাতিরে নিজেদের ঘরবাড়ী সহায়-সম্পদ সব কিছু ত্যাগ করে একেবারে রিক্তহস্তে দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে ও বিনা বাধায় আল্লাহ্ ও রাসূলের কাজে সাহায্য করতে পারেন।

আনসারগণ দীনের সাহায্যকারীরা

১৮. এই ঘর অর্থ মদীনা তায়্যেবা। আর এ সকল লোক হলেন মদীনার আনসারগণ। মুহাজিরদের আগমনের পূর্ব থেকেই তারা মদীনায় বসবাস করছিলেন এবং ঈমান ও মাআরিফাতের পথে অত্যন্ত মজবুতভাবে স্থির ছিলেন।

আনসারদের কুরবানী

১৯. অর্থাৎ অত্যন্ত ভালোবাসা ও হৃদ্যতা নিয়ে তারা মুহাজিরদের খিদমত করতেন, এমনকি নিজেদের ধনসম্পদে তাদেরকে সমান অংশীদার করে দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

(١٠) وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا
إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

১০. এবং তাদের জন্য যারা তাদের পরে এসেছে[22] এ কথা বলতে বলতে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করে দিন আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সকল ভাইকে যারা আমাদের পূর্বে ঈমানে প্রবেশ করেছে, ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে প্রভু! আপনিই দয়ালু পরম করুণাময়।[23]

আনাসারদরে স্বচ্ছতা ও স্বার্থত্যাগ

২০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা মুহাজিরদেরকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন অথবা "ফাই" সম্পদ থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে যা কিছু দান করেন তাতে আনাসারদের মন সংকীর্ণ হয় না এবং তাঁদের উদার মনে হিংসাও জন্মে না, বরং তাঁরা খুশী হন। সকল ভালো বস্তুতে তাঁরা মুহাজিরদেরকে নিজেদের প্রাণের চেয়েও অগ্রাধিকার দেন। মুহাজিরদের একটু সুখের জন্য নিজেদেরকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হলেও তা সহ্য করতে তাঁরা পিছপা হন না। কখনও কোন সম্প্রদায় অন্য কোন সম্প্রদায়কে এই তুলনাহীন প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দিয়েছে কি?

২১. অর্থাৎ সফল ও সার্থক তাঁরা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও সাহায্য যাদেরকে অন্তরের লোভ-লালসা ও কৃপণতা থেকে রক্ষা করেছে। লোভী ও কৃপণ লোক কখন নিজের ভাইকে প্রাধান্য দিতে পারে এবং কখনই বা অন্যের উন্নতি দেখে খুশী হতে পারে?

২২. অর্থাৎ যারা এই মুহাজির ও আনসারদের পরবর্তী যুগে দুনিয়াতে এসেছে অর্থাৎ যারা মুহাজির ও আনসারদের পর ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে, অথবা যারা হিজরতে আগ্রহী প্রথম মুহাজিরদের পর হিজরত করে মদীনায় এসেছে।

পূর্ববর্তীদের জন্য দু'আ করা খাটি মুসলমানের বৈশিষ্ট্য

২৩. অর্থাৎ পূর্ববর্তীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং কোন মুসলমান ভাইয়ের পক্ষ থেকে যেন কোন মুসলমানের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ না থাকে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "এ আয়াত সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য। তারা যেন পূর্ববর্তীদের অবদান স্বীকার করে ও তাদের পথে চলে এবং তাদের প্রতি যেন কোন প্রকারের শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ না করে"। এই সূত্রে হযরত ইমাম মালিক (র) বলেছেন, যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামের (রা) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তাদের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে "ফাই" সম্পদে তাদের কোন অংশ নেই।

(١١) اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ
الْكِتٰبِ لَئِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًا ۙ وَّاِنْ
قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝
(١٢) لَئِنْ اُخْرِجُوْا لَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ ۚ وَلَئِنْ قُوْتِلُوْا لَا يَنْصُرُوْنَهُمْ ۚ وَلَئِنْ
نَّصَرُوْهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُوْنَ ۝

১১. তুমি কি দেখোনি তাদেরকে যারা কপট ? এদের কিতাবধারী কাফির ভাইদেরকে এরা বলে, যদি কেউ তোমাদেরকে বহিষ্কার করে তবে তোমাদের সাথে আমরাও বেরিয়ে যাবো।[২৪] তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারো কথা মানবো না। তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এরা মিথ্যাবাদী।[২৫]

১২. ওদেরকে বহিষ্কার করা হলে এরা তাদের সাথে বেরিয়ে যাবে না, ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হলে এরা ওদেরকে সাহায্য করবে না।[২৬] আর যদি সাহায্য করেও তবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যাবে, তারপর কোথাও সাহায্য পাবে না।[২৭]

বানূ নাযীরের প্রতি মুনাফিকদের মিথ্যা আশ্বাস

২৪. আবদুল্লাহ্ ইব্ন উবায় ও অন্যান্য মুনাফিকরা, বানূ নাযীর গোত্রের ইয়াহূদীদের নিকট গোপনে সংবাদ প্রেরণ করেছিল, তোমরা ভয় করো না, নিজেদেরকে নিঃসঙ্গ মনে করো না, মুসলমানগণ তোমাদেরকে বের করে দিলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাবো। আর যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে আমরা তোমাদেরকে সাহায্য করবো। এটি আমাদর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। তোমাদের ব্যাপারে এর বিপরীত কারো কোন কথা আমরা মানবো না। কোন কিছুর পরওয়া করবে না।

২৫. অর্থাৎ তাদের এই কথা মনের কথা নয়। শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে উস্কিয়ে দেয়ার জন্য এসব মুখরোচক বক্তব্য রচনা করছে। তারা মুখে যা বলছে তা কখনও কার্যকর করবে না।

২৬. অবশেষে যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। বানূ নাযীর গোত্র অবরুদ্ধ হল তাদের দুর্গে। এমন নাজুক পরিস্থিতিতে কোন মুনাফিকই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি। শেষ পর্যন্ত তারা যখন মদীনা থেকেই বহিস্কৃত হলো তখনও মুনাফিকরা নিশ্চিন্তে মহাসুখে নিজেদের বাড়ীঘরে বসে থেকেছিল।

২৭. অর্থাৎ যদি ধরেও নেয়া হয় যে, (অবশ্য তা হওয়ার নয়) মুনাফিকরা ইয়াহূদীদের সাহায্যে বের হবে তবে ফলাফল এই হবে যে, এরা মুসলমানদের

(١٣) لَاَنْتُمْ اَشَدُّ رَهْبَةً فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِّنَ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ ○

(١٤) لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ ؕ بَاْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيْدٌ ؕ تَحْسَبُهُمْ جَمِيْعًا وَّقُلُوْبُهُمْ شَتّٰى ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ○

১৩. অবশ্য তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় অপেক্ষা তোমাদের ভয় অধিক। তা এজন্য যে, তারা নির্বোধ সম্প্রদায়।[২৮]

১৪. তারা সবাই একত্র হয়েও তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারবে না সুরক্ষিত দুর্গ কিংবা প্রাচীরের আড়াল ব্যতীত।[২৯] তাদের পরস্পরের মধ্যকার যুদ্ধ হয় প্রচণ্ড।[৩০] তুমি মনে করছো যে, তারা ঐক্যবদ্ধ, অথচ তাদের অন্তর শতধা বিচ্ছিন্ন, এজন্য যে, তারা এক কাণ্ডজ্ঞানহীন সম্প্রদায়।[৩১]

মুকাবিলায় পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে যাবে। তখন নিজেরাই সাহায্য পাবে না, ওদের সাহায্য করবে কি!

২৮. অর্থাৎ যদি আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য অনুধাবন করতে পারতো এবং মনে যদি তাঁর ভয় থাকতো তাহলে কুফরী ও মুনাফিকীর পথে যাচ্ছে কেন? তবে একথা ঠিক যে, মুসলমানদের বীরত্ব ও সাহসিকতা তারা অবশ্যই ভয় পায়। তাই তাদের মুকাবিলা করার শক্তি তারা রাখে না এবং যুদ্ধের ময়দানে স্থির থাকতে পারে না।

ঈমানী চেতনার শাণিত অস্ত্রের মুকাবিলায় সকল মারণাস্ত্র ব্যর্থ হতে বাধ্য

২৯. অর্থাৎ মুসলমানদের ভয়ে তারা যেহেতু সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে সেহেতু খোলা ময়দানে যুদ্ধ করতে পারে না, তবে ঘনবসতিতে দুর্গ অভ্যন্তরে থেকে কিংবা প্রাচীর ও বৃক্ষরাজির আড়ালে লুকিয়ে থেকে চোরাগোপ্তা হামলার ধৃষ্টতা দেখায়। আমাদের একজন বুযুর্গ ব্যক্তি বলতেন, মুসলমানদের তরবারি ঠেকাতে অক্ষম হয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলো নানা প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্র ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করেছে। এতদসত্ত্বেও এখনও যদি কোন সময় কোন অবস্থায় হাতাহাতি যুদ্ধের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে সারা বিশ্ব لَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ جَمِيْعًا اِلَّا فِىْ قُرًى مُّحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَّرَآءِ جُدُرٍ আয়াতের চাক্ষুস দৃশ্য অবলোকন করবে। আর এই চুনোপুঁটি সম্প্রদায় ছাদে উঠে পাথর নিক্ষেপ ও পিচকারি দিয়ে এসিড ছিটানো যাদের বাহাদুরির বড়ো চিহ্ন তাদের কথা কি বলবো।

(১৫) كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
(১৬) كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ
مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

১৫. তাদের অব্যবহিত পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনার ন্যায় তারা তাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।৩২

১৬. যেমন শয়তানের অবস্থা, যখন সে মানুষকে বলে, কুফরী করো, এরপর সে যখন কুফরী করে তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ্‌কে ভয় করি।

---

৩০. অর্থাৎ নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে খুব পারদর্শিতা দেখাতে পারে। যেমন ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে তা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গেলে তাদের সকল বীরত্ব ও অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

বাতিলপন্থীরা প্রকাশ্যে ঐক্যবদ্ধ হলেও পরস্পর বিচ্ছিন্ন

৩১. অর্থাৎ মুসলমানদের মুকাবিলায় তাদের প্রকাশ্য ঐক্য দেখে তোমরা প্রতারিত হয়ো না। তাদের অন্তরগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিপরীত মুখী। প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের অনুসারী। মনোভাবের দিক থেকে একে অপরের বিপরীত। তা হলে প্রকৃত ঐক্য তাদের মধ্যে কি করে সম্ভব! যদি বিবেক থাকে তবে বুঝে নিবে যে, এই লোক দেখানো ঐক্য দ্বারা কোন কাজ হবে না। ঐক্য তাকেই বলা হয় যা ইবাদতকারী মু'মিনদের মধ্যে পাওয়া যায়। তারা সকল প্রকারের স্বার্থ ও প্রবৃত্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এক আল্লাহ্‌র রশিকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করে রেখেছে। তাদের সকলের জীবন মরণ এক আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যেই উৎসর্গীকৃত।

৩২. অর্থাৎ অল্প কিছু দিন পূর্বে ইয়াহূদী গোত্র বানূ কায়নূকা তাদের বিশ্বাসঘাতকতার স্বাদ ভোগ করেছে। তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় এক সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে মুসলমানরা তাদেরকে পরাজিত করে উচ্ছেদ করেছে। আর এর কিছুদিন পূর্বে এর চেয়েও কঠিন শাস্তি ভোগ করেছিল মক্কাবাসীরা বদর যুদ্ধে। বানূ নাযীরেরও সেই একই দশা। দুনিয়াতে মুসলমানদের হাতে তারা শাস্তি ভোগ করেছে। আর আখিরাতের শাস্তি তো যা থাকার তা আছেই।

(١٧) فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا ، وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ۝
(١٨) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ،
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ، اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝
(١٩) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ ، اُولٰٓئِكَ هُمُ
الْفٰسِقُوْنَ ۝

১৭. এরপর তাদের উভয়ের পরিণাম এই যে, উভয়ে জাহান্নামে থাকবে চিরদিন, পাপীদের এই শাস্তি।[৩৩]

১৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্কে ভয় করতে থাকো এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে তা চিন্তা করা।[৩৪] তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো। তোমরা যা করো আল্লাহ্ সে সম্পর্কে অবগত।[৩৫]

১৯ তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহ্কে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহ্ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছেন। তারাই নাফরমান।[৩৬]

শয়তানের শয়তানী বক্তব্য

৩৩. অর্থাৎ শয়তান প্রথমে মানুষকে কুফরী ও নাফরমানীর প্রতি প্ররোচিত করে। মানুষ যখন বিভ্রান্তির বেড়াজালে পেঁচিয়ে যায় তখন সে বলে, আমি তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে গেলাম এবং তোমাদের কর্ম থেকে সম্পর্কচ্যুতি ঘোষণা করলাম। আমি তো আল্লাহ্র ভয়ে সন্ত্রস্ত। (শয়তানের এই কথাবার্তা ও লোক দেখানো প্রতারণার) ফল এই হয় যে, সে নিজেও জাহান্নামের ইন্ধন হয়েছে, একেও জাহান্নামী বানিয়েছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, "আখিরাতে শয়তান একথা বলবে। বদর যুদ্ধের দিনও সে কাফিরদের দলে মিশে এক কাফিরের আকৃতি নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। যখন সে ফেরেশতা উপস্থিত দেখলো তখন পালিয়ে গিয়েছিল। সূরা আনফালে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই উদাহরণ মুনাফিকদের জন্যও"। তারা বানূ নাযীর গোত্রের লোকজনের মধ্যে বন্ধুত্ব ও নিরাপত্তার বিশ্বাস সৃষ্টি করে তাদেরকে উপরে উঠাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত তারা যখন বিপদে পড়ে গেলো তখন তারা পৃথক হয়ে বসে রইল। এভাবে পৃথক হয়ে কি সে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রেহাই পাবে বলে মনে করেছে? মোটেই নয়। দু'জনেরই ঠিকানা জাহান্নাম।

৩৪. অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় করে ইবাদত ও ভালো কাজ সঞ্চয় করো এবং একথা চিন্তা করে দেখো যে, পরকালের জন্য কি সরঞ্জাম প্রেরণ করেছ যা মৃত্যুর পর সেখানে তোমাদের উপকারে আসবে?

(٢٠) لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَآئِزُوْنَ ○

(٢١) لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ○

২০. জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান হতে পারে না। জান্নাতের অধিবাসীরাই সফলকাম।৩৭

২১. আমি যদি এই কুরআন কোন পর্বতের উপর নাযিল করতাম তবে তুমি দেখতে যে, আল্লাহ্র ভয়ে সেটি বিনীত ও বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে।৩৮ এই দৃষ্টান্তগুলো আমি মানুষকে শুনাই, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।৩৯

---

৩৫. অর্থাৎ তোমাদের কোন কাজ আল্লাহ্র অগোচরে নেই। সুতরাং তাঁকে ভয় করে তাকওয়ার পথ অবলম্বন করো এবং নাফরমানী ও গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকো।

৩৬. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র দাবীসমূহ ভুলে যায়, আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল ও বেপরোয়া হয়ে জীবন যাপন করে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিজেদের কথা ভুলিয়ে দেন। তাই আসন্ন জীবনে নিজেদেরকে বিপদ থেকে রক্ষা করার কোন চিন্তা চেতনা তাদের থাকে না এবং নাফরমানীতে নিমজ্জিত হয়ে চিরস্থায়ী শাস্তিতে পতিত হয়।

৩৭. অর্থাৎ নিজেকে বেহেশত লাভের উপযুক্ত করে তোলা সকলের কর্তব্য। আর কুরআন মজীদের বর্ণিত হিদায়াতের সম্মুখে মাথা নত করে দেয়াই তার একমাত্র পথ।

৩৮. অর্থাৎ মানুষের অন্তরে কুরআনের প্রভাব কার্যকর না হওয়া চরম দুঃখজনক। অথচ এই কুরআনের প্রভাব এত শক্তিশালী ও সুদৃঢ় যে, পাহাড়ের ন্যায় কঠোর সৃষ্টির উপর যদি তা নাযিল করা হতো এবং পাহাড়েরর মধ্যে অনুধাবনের প্রতিভা থাকতো তবে কুরআন মজীদের নাযিলকারী মহান আল্লাহ্র ভয়ে পাহাড় পিষ্ট ও ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। আমার মরহুম পিতা এ দীর্ঘ কবিতায় নিম্নোক্ত তিনটি চরণও অন্তর্ভুক্ত করেছেনঃ

"বিদআতী মাহফিল তুমি শুনে শুনে বধির হয়েছে কর্ণ তোমার, অরুচি ধরেছে তোমার মনে। এসো আমি দেই শুনিয়ে পাক কুরআনের মহান সুর যে সুর শুনে হয় বিচূর্ণ পাষাণ পাহাড় কোহে তূর। দুঃখ হাজার তোমার তরে, যদি না হয় হৃদয়ে আছর যা শুনে হয় خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا পর্বতের ঐ পাষাণ পাথর"।

কাফিরের অন্তর পাষাণতুল্য

৩৯. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ কাফিরদের অন্তর ভীষণ কঠিন। এমন বাণী শুনেও তারা ঈমান আনে না। পাহাড় যদি এটি বুঝাতে পারতো তবে ভেঙ্গে চুরে ধূলিসাৎ হয়ে যেতো"।

(٢٢) هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ○

(٢٣) هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ○

(٢٤) هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ؕ یُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ○

২২. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করা চলবে না। অদৃশ্য সবই তিনি জানেন, তিনি পরম দয়াময়, দয়ালু।

২৩. তিনিই আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত অন্য কারো বন্দেগী করা চলবে না। তিনিই রাজাধিরাজ পবিত্র,[৪০] সকল প্রকারের ত্রুটি থেকে নিরাপত্তা প্রদানকারী,[৪১] আশ্রয় প্রদানকারী, পরাক্রমশালী, পরাভূতকারী, সুমহান। তারা যা শরীক করে তা থেকে তিনি পবিত্র।[৪২]

২৪. তিনিই আল্লাহ্, সৃষ্টিকর্তা, উদ্ভাবক,[৪৩] রূপদাতা,[৪৪] উত্তম নামসমূহ তাঁরই।[৪৫] আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছু তাঁর পবিত্রতা ঘোষণা করে।[৪৬] তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।[৪৭]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এই ছিল বাণী তথা কুরআন মজীদের প্রভাব সম্পর্কিত আলোচনা। পরবর্তী আয়াতে বাণী প্রদানকারী অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হচ্ছে।

৪০. অর্থাৎ সকল প্রকারের ত্রুটি ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত। সকল দোষ ও বিপদ থেকে নিরাপদ। কোন প্রকারের কদর্যতা তাঁর আরশে আযীম পর্যন্ত পৌঁছেওনি, পৌঁছবেও না।

৪১. মু'মিন শব্দের অর্থ করা হয়েছে 'নিরাপত্তাদানকারী'। আর কোন কোন তাফসীরকারের মতে এর অর্থ 'সত্যায়নকারী'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূল সম্পর্কিত বিষয়াদি আপন বাণী ও কর্ম দ্বারা সত্যায়ন করেন অথবা তিনি ঈমানদারদের ঈমানের উপর সত্যায়নের সীলমোহর প্রদানকারী।

৪২. অর্থাৎ তাঁর সত্তা ও গুণাবলী এবং কর্মে কোন শরীক নেই।

৪৩. خالق এবং بارئ উভয় শব্দের অর্থগত পার্থক্য সম্পর্কে আমরা সূরা বনী ইসরাঈলের وَيَسْـــئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْـــرِ رَبِّىْ আয়াতের পাদটীকায় কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছি।

৪৪. অর্থাৎ যেমন বীর্যের উপর মানুষের আকৃতি অংকন করে দিয়েছেন।

৪৫. অর্থাৎ সে সকল নাম, যেগুলো উচ্চ স্তরের সৌন্দর্য ও কামালিয়াত প্রকাশ করে।

৪৬. অর্থাৎ মুখের ভাষায় হোক কিংবা অবস্থানগত ভাষায় হোক। অবশ্য আমরা তা অনুধাবন করতে পারি না।

৪৭. সকল কামালিয়াত, পূর্ণতা ও গুণাবলীর মূল হলো عزيز ও حكيم এ দুটো গুণ। কারণ عزيز শব্দটি 'সকল শক্তির মালিক' অর্থ প্রকাশ করে এবং حكيم শব্দটি 'সকল জ্ঞানের মালিক' অর্থ প্রকাশ করে। যত প্রকারের কামালিয়াত ও গুণাবলী আছে তার প্রতিটিই কোন না কোনভাবে শক্তি ও জ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট। সূরা হাশরে এই তিন আয়াতের ব্যাপক ফযীলত সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত এই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করা সকল ঈমানদারের কর্তব্য।

সূরা মুম্‌তাহিনা

১৩ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ
إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا۟ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ
وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَٰدًا فِى سَبِيلِى وَٱبْتِغَآءَ
مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا۠ أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمْ وَمَآ أَعْلَنتُمْ وَ
مَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ○

১. হে ঈমানদারগণ![১] আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো বন্ধুত্বের খাতিরে তাদের প্রতি বার্তা প্রেরণ করছো।[২] অথচ তোমাদের নিকট যে সত্য দীন এসেছে তা তারা অস্বীকার করেছে।[৩] তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র উপর তোমরা ঈমান এনেছ এ কারণে তারা রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কার করে।[৪] তোমরা যদি আমার পথে জিহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বেরিয়ে থাকো।[৫] তবে কেন তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্ব বার্তা প্রেরণ করছো? তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তার সবই আমি জানি।[৬] তোমাদের যে কেউ এরূপ করে সে সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়।[৭]

সূরাটি নাযিলের প্রেক্ষাপট

১. মহানবী (সা) মক্কাবাসীদের সাথে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন যা হুদায়বিয়ার সন্ধি নামে পরিচিত। সূরা "ফাত্‌হ-এ এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দুইবছর যাবৎ এ সন্ধি

যথারীতি অটুট ছিল। এরপর কাফিরদের পক্ষ থেকে সন্ধি ভঙ্গের সূচনা হয়। তখন নবী করীম (সা) নীরবে ও গোপনে সৈন্য সমাবেশ করে মক্কা জয়ের পরিকল্পনা করে। এ সংবাদ যেন প্রকাশ না পায় সে ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করলেন। যাতে মক্কার কুরায়শগণ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুদ্ধ প্রস্তুতির সংবাদ শুনে নিজেরাও প্রস্তুতি গ্রহণ করতে না পারে। অন্যথায় হারাম শরীফে যুদ্ধ অনুষ্ঠান অনিবার্য হয়ে পড়বে। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী, নাম হাতিব ইব্ন আবী বালতাআ (রা)। তিনি মক্কাবাসীদের নিকট চিঠি লিখে পাঠান যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর সেনাবাহিনী অন্ধকার রাত্রিতে নির্দয় বন্যা প্রবাহের ন্যায় তোমাদের উপর আক্রমণ চালাবে। তাঁর চিঠি প্রেরণের কথা নবী করীম (সা) ওহীর মাধ্যমে অবগত হন। তিনি হযরত আলী (রা) ও অন্য কতক সাহাবী (রা)-কে নির্দেশ দেন, জনৈকা মহিলা মক্কা অভিমুখে যাচ্ছে। অমুক স্থানে গিয়ে তোমরা তার নাগাল পাবে। তার নিকট একটি চিঠি আছে, তা খুঁজে বের করে নিবে। তাঁরা দ্রুত বেগে যাত্রা করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নির্দেশিত স্থানে তাঁরা মহিলাটির নাগাল পেলেন। অনেক টালবাহানা ও চেষ্টা-তদবিরের পর সে চিঠিটি তাঁদের নিকট হস্তান্তর করে। পত্র পাঠে জানা গেলো যে, সাহাবী হাতিব ইব্ন আবী বালতাআ (রা)-এর পক্ষ থেকে মক্কাবাসীর নিকট লিখিত এই পত্র। মুসলমানদের মক্কা অভিযান সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করানো ছিল এর উদ্দেশ্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত হাতিব ইব্ন আবী বালতাআ (রা)-কে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কুফরী গ্রহণ করিনি, আমি ইসলামও ত্যাগ করিনি। সত্য কথা এই, আমার পরিবার-পরিজন রয়েছে মক্কায়। তাদেরকে দেখাশুনা করার কেউ নেই সেখানে। আমি চেয়েছিলাম যে, আমি যদি তাদের একটু উপকার করি তবে বিনিময়ে তারা আমার পরিবার-পরিজনের একটু খোঁজ-খবর নিবে এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। (আমি মনে করেছি এতে আমার কিছুটা উপকার হবে, পক্ষান্তরে ইসলামের কোন ক্ষতি হবে না)। সাহায্য ও বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে দিয়েছেন তা তো অবশ্যই পূর্ণ হবে। কারো বাধাদানে তা বাধাগ্রস্ত হবে না। (বস্তুত পত্রে এ কথাও উল্লেখ ছিল যে, আল্লাহ্‌র কসম! রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি একাকীও তোমাদের উপর আক্রমণ করতে যান আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তিনি তাঁকে বিজয়ের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা অবশ্যই পূর্ণ করবেন)।

পত্র প্রেরণ হযরত হাতিব (রা)-এর বিরাট দোষ ছিল বটে কিন্তু দয়ার সাগর নবী করীম (সা) বললেন, لَا تَقُوْلُوْا لَهٗ اِلَّا خَيْرًا (তোমরা সকলে তাঁর সম্পর্কে ভালো মন্তব্যই করবে)। তিনি এও বললেন, হাতিব (রা) বদর বিজয়ী সাহাবী। তোমাদের কি স্মরণ আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল সাহাবীকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আলোচ্য সূরার অধিকাংশই এ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে।

(٢) اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ وَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْٓءِ وَ وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۞

২. তোমরা তাদের করতলগত হলে তারা তোমাদের শত্রুরূপে আত্মপ্রকাশ করবে এবং তাদের ক্ষতিকর হাত ও জিহ্বা তোমাদের প্রতি প্রসারিত করবে এবং তারা কামনা করে তোমরা যেন কাফির হয়ে যাও।[৮]

কাফিরদের সাথে ঈমানদারদের বন্ধুত্ব চলে না

২. অর্থাৎ মক্কার কাফিররা আল্লাহ্‌র শত্রু এবং তোমাদেরও শত্রু। তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বার্তা প্রেরণ করা ঈমানদারদের জন্য সমীচীন নয়।

৩. এজন্য আল্লাহ্‌র শত্রুতে পরিণত হয়েছে।

৪. অর্থাৎ তোমাদেরকে এবং নবী করীম (সা)-কে কেমন অকথ্য নির্যাতন ও অত্যাচার চালিয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। দোষ শুধু এটুকু যে, যিনি সকলের প্রভু, সেই এক আল্লাহ্‌কে তোমরা মেনে চলো কেন? এর চেয়ে জঘন্য শত্রুতা ও জুলুম কি হতে পারে? এটি তো আশ্চর্যজনক ব্যাপার যে, এমন লোকদের প্রতি তোমরা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করছো।

৫. অর্থাৎ তোমাদের ঘরবাড়ি ও দেশত্যাগ যদি আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদ করার জন্য হয় এবং নির্ভেজালভাবে আমারই রেজামন্দীর জন্য যদি তোমরা সবাইকে শত্রু বানিয়ে থাকো তাহলে ফের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করো কেন? ইতিপূর্বে যাদেরকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করেছ এখন কি তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করতে চাও? (নাউযুবিল্লাহ)

আল্লাহ্‌র অগোচরে কিছুই হয় না

৬. কেউ যদি দুনিয়ার সবার অলক্ষ্যে ও একান্ত গোপনে কোন কাজ করতে চায় তাহলে সে কি তা আল্লাহ্‌র থেকেও গোপন রাখতে পারবে? দেখুন, হাতিব (রা) কত চেষ্টা করেছেন চিঠির ব্যাপারটা যেন কেউ না জানে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে তা জানিয়ে দিলেন এবং পরিকল্পনা কার্যকর হওয়ার পূর্বেই ফাঁস হয়ে গেল।

৭. অর্থাৎ মুসলমান হওয়ার পরও যদি কেউ এমন কাজ করে এবং একথা মনে করে যে, এসব গোপন রাখতে আমি সক্ষম হবো তাহলে সে চরম ভ্রান্তি ও কঠিন ভুল করে থাকবে।

কাফিররা কখনও মুসলমানদের হিতাকাঙ্ক্ষী নয়

৮. অর্থাৎ ওইসব কাফির থেকে কোন উপকার পাওয়ার আশা কখনো করবে না। তোমরা যতই মানবতা ও বন্ধুত্ব দেখাও তারা কখনও মুসলমানদের কল্যাণকামী হতে

(٣) لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ○

(٤) قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۫ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ○

৩. তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান কিয়ামতের দিন তোমাদের কোন কাজে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা দেখেন।[৯]

৪. তোমাদের জন্য সুন্দর আদর্শ রয়েছে ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে, যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং আল্লাহ্ ব্যতীত তোমরা যেগুলোর উপাসনা করো সেগুলোর সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।[১০] আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করি।[১১] তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বৈরিতার পথ খুলে গেল চিরদিনের জন্য। যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান না আনো।[১২] তবে আপন পিতার উদ্দেশ্যে ইবরাহীমের উক্তি, "আমি অবশ্যই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবো" এবং তোমার উপকারের জন্য আল্লাহ্র কাছে আমার আর কিছু করার নেই,[১৩] এ আদর্শের ব্যতিক্রম। হে আমার প্রতিপালক! আমরা তোমার প্রতি ভরসা রেখেছি তোমার প্রতিই মুখ করেছি এবং তোমার নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।[১৪]

পারে না। তোমাদের চূড়ান্ত উদারতা প্রদর্শন সত্ত্বেও কোন সময়ে কোনক্রমে যদি তারা তোমাদের উপর বিজয় ও কর্তৃত্ব অর্জন করতে পারে তবে শত্রুতা ও ক্ষতিসাধনের কোন উপায় বাদ রাখবে না। হাতে মুখে সর্ব প্রকারে জ্বালাতন করবে এবং তারা যেমন সত্য অস্বীকার করেছে তোমরাও যেন তেমন সত্য প্রত্যাখ্যান করো এমন দুষ্কৃতিকারী ও নষ্ট মনের লোকদের নিকট কি বন্ধুত্বের বার্তা প্রেরণ করা সমীচীন?

আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধান বান্দার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য

৯. হাতিব (রা) তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছেলেমেয়ের কল্যাণ কামনায় চিঠিটি প্রেরণ করেছিলেন। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, আত্মীয়তার বন্ধন কিয়ামত দিবসে কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ্ তা'আলা সকলের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আমলও দেখেন। সেই মুতাবিক ফায়সালা করবেন। কোন পুত্রকন্যা কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আল্লাহ্‌র ফায়সালা রদ করতে পারবে না। তাহলে একজন মুসলমান তার পরিবার-পরিজনের স্বার্থে আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করবে এটা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ? স্মরণ রাখবেন সবার আগে ও সবার উপরে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। তিনি রাযী হলে তাঁর অনুগ্রহে সব কাজ ঠিক হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে তিনি নারাজ হলে কেউ কোন কাজে আসবে না।

১০. অর্থাৎ যখনই কেউ মুসলমান হয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে নিজ নিজ সময়ে তারা সকলেই কথায় ও কাজে উল্লেখিত সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে অস্বীকার করে থাকো এবং তার বিধানের পরোয়া করো না। আমরাও তোমাদের মত ঐ পথ অস্বীকার করি এবং অণু পরিমাণও তোমাদের পরোয়া করি না।

১২. অর্থাৎ এই শত্রুতা ও বৈরিতা একমাত্র তখন শেষ হতে পারে যখন তোমরা শির্ক ছেড়ে একক মালিকের দাস হয়ে যাবে, যেমন আমরা একক মালিকের দাস।

১৩. অর্থাৎ আমি শুধু দু'আ করতে পারবো, কোন উপকার-অপকারের মালিক নই। আল্লাহ্ যা করতে চান আমি তাতে বাধা দিতে পারি না। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আ) হিজরত করেছেন, এরপর আর তাঁর সম্প্রদায়ের দিকে মুখ তুলে তাকাননি। তোমরাও তাই করো। তবে একটি কথা, পিতার পরিণাম জানা না থাকায় তিনি তাঁর পিতার জন্য দু'আ করেছিলেন কিন্তু তোমরা তো তোমাদের পূর্বপুরুষের অবস্থা জানো। সুতরাং কাফিরদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো না"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ পিতার জন্য হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দু'আ সম্পর্কিত বৃত্তান্ত সূরা 'বারাআত'-এ আলোচিত হয়েছে। وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرَاهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلاَّ عَنْ مَّوْعِدَةٍ وَّعَدَهَا اِيَّاهُ ১১৪ নং আয়াতের পাদটীকায় দেখে নিন।

১৪. অর্থাৎ সবকিছু ত্যাগ করে আপনার উপরই ভরসা করেছি। নিজ সম্প্রদায় থেকে সম্পর্কচ্যুতির ঘোষণা দিয়ে আপনার নিকটই ফিরে এসেছি। খুব ভালোভাবেই জানি এবং বিশ্বাস করি যে, সবাইকে আপনার নিকটই ফিরে আসতে হবে।

(٥) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٦) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ○

৫. হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না।[১৫] হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে ক্ষমা করো।[১৬] নিশ্চয় তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[১৭]

৬. তোমরা যারা আল্লাহ্ ও পরকাল প্রত্যাশা করো তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। আর যে ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জানা উচিত যে, আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী ও প্রশংসার্হ।[১৮]

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে শত্রুদের হাসির খোরাক বানাবেন না

১৫. অর্থাৎ আমাদেরকে কাফিরদের জন্য পরীক্ষার ক্ষেত্র ও বলির কাষ্ঠ বানাবেন না এবং এমন অবস্থায় রাখবেন না যা দেখে কাফিররা খুশী হয়, হর্ষধ্বনি করে এবং আমাদের বিপরীতে তাদের সত্যতার প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে।

১৬. অর্থাৎ আমাদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করুন, অলসতা মাফ করুন।

১৭. আপনার মহাশক্তি ও প্রজ্ঞার নিকট আমাদের এটুকু প্রত্যাশা যে, আপনার কৃতজ্ঞ বান্দাগণ যেন শত্রুর মুকাবিলায় পরাজিত না হয়।

১৮. অর্থাৎ তোমরা মুসলমানদের জন্য অন্য ভাষায় যারা আল্লাহ্র সাক্ষাত লাভের এবং আখিরাত অনুষ্ঠানের আশা রাখে তাদের জন্য হযরত ইবরাহীম (আ) ও তাঁর সাথীদের পথ অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। দুনিয়া তোমাদেরকে যতই গোঁড়া ও কৃপণ বলুক তোমরা সে পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ তাওহীদবাদী হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর কর্মপদ্ধতি দ্বারা যেটি প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। সে পথে চললে ভবিষ্যতের চিরস্থায়ী শান্তি অর্জন করা যাবে। যদি তার বিপরীত চলো এবং আল্লাহ্র দুশমনদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখো তবে নিজেরই ক্ষতি করবে। কারো বন্ধুত্ব ও শত্রুতায় আল্লাহ্র কী আসে যায়? তিনি তো নিজেই সকল কামালিয়াত ও সৌন্দর্যের অধিকারী, কারো শত্রুতায় তাঁর মোটেই ক্ষতি হয় না।

(٧) عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ؕ وَ اللّٰهُ قَدِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

(٨) لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝

৭. আশা করা যায়, তোমাদের মাঝে এবং যারা তোমাদের শত্রু তাদের মাঝে আল্লাহ্ বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন। আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন এবং আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু।[১৯]

৮. যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করেনি তাদের সাথে সদাচরণ করতে এবং ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে বারণ করেন না। ইনসাফকারীদের আল্লাহ্ পসন্দ করেন।[২০]

আজকের ঘোর শত্রু কাল অন্তরঙ্গ বন্ধু হতে পারে

১৯. অর্থাৎ আজ যারা হিংস্রতম শত্রু তাদেরকে মুসলমান বানিয়ে দেওয়া এরপর তোমাদের মাঝে ও তাদের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া আল্লাহ্র শক্তির সম্মুখে মোটেই অসম্ভব নয়। বস্তুত মক্কা বিজয়ের সময় তাই হয়েছে।

মক্কায় প্রায় সকল অধিবাসীই মুসলমান হয়ে গেছে। এক সময় যারা একে অন্যের প্রতি ছিল খড়গহস্ত, এরপর তারা একে অন্যের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে গেলো। এ আয়াতে মুসলমানদেরকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, মক্কাবাসীদের সাথে সম্পর্ক চ্যুতির এই জিহাদ মাত্র কয়েক দিনের জন্য। এরপর আর সম্পর্কচ্যুতির নীতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হবে না। সুতরাং বর্তমানে সম্পর্কচ্যুতির নির্দেশ পালনে তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবিচল থাকো এবং কারো পক্ষ থেকে কোন অসাবধানতা প্রকাশ পেলে তা ক্ষমা পাওয়ার ব্যবস্থা করে নাও। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

২০. মক্কা নগরীতে তখন কিছু লোক ছিল যারা মুসলমান হয়নি কিন্তু মুসলমানদের প্রতি তাদের শত্রুতাও ছিলো না। ধর্মের বিষয়ে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেনি কিংবা মুসলমানদেরকে বহিষ্কার করে জালিমদেরকে সহযোগিতাও করেনি। এ চরিত্রের কাফির লোকদের সাথে সদাচরণ ও সুসম্পর্ক রাখতে ইসলাম নিষেধ করে না। তারা যখন তোমাদের সাথে নম্রতা ও উদারতার পরিচয় দেয় তখন ন্যায়পরায়ণতা তো এই যে, তোমরাও তাদের প্রতি ভালো ব্যবহার করবে এবং দুনিয়াকে দেখিয়ে দিবে যে, ইসলামী আদর্শের সীমানা কতো ব্যাপক ও বিস্তৃত। ইসলামের শিক্ষা এই নয় যে, কাফিরদের একটি সম্প্রদায় যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তবে সকল কাফিরকে লাঠিপেটা করে ঘরছাড়া করতে হবে। এরূপ করা তো ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার পরিপন্থী।

(৯) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ○

(১০) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۖ
اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ۖ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ۖ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ ۖ يَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○

৯. হাঁ, যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কারে সাহায্য করেছে তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তারাই পাপী।[২১]

১০. হে মু'মিনগণ! ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে তোমাদের নিকট এলে তোমরা তাদেরকে পরীক্ষা করবে। তাদের ঈমান সম্পর্কে আল্লাহ্ ভালো জানেন।[২২] তোমরা যদি মনে করো যে, তারা প্রকৃতই ঈমানদার তবে তাদেরকে কাফিরদের নিকট ফেরত পাঠাবে না। এই মহিলাগণ ওই কাফিরদের জন্য হালাল নয় এবং ওই কাফিররা এই মহিলাদের জন্য হালাল নয়। তারা যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে ফেরত দাও। তোমরা প্রাপ্য মোহরানা আদায় করে এই সকল মহিলাকে বিবাহ করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না।[২৩] তোমরা কাফির মহিলাদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না। তোমরা যা ব্যয় করেছো তা চেয়ে নাও এবং তারা যা ব্যয় করেছে তা চেয়ে নিক। এটি আল্লাহ্‌র ফায়সালা, তিনি তোমাদের মাঝে ফায়সালা করেন, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।[২৪]

নারী ও পুরুষ, শিশু ও বৃদ্ধ এবং বিদ্রোহী ও মীমাংসাপন্থী প্রত্যেকের অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য। এ ব্যাপারে কিছুটা ব্যাখ্যা সূরা মায়িদা ও সূরা আলে ইমরানের পাদটীকায় করা হয়েছে।

২১. অর্থাৎ এরূপ জালিমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখা নিঃসন্দেহে গুরুতর পাপ ও অন্যায়।

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ এ পর্যন্ত কাফিরদের দুটো দলের (বিদ্রোহী ও মীমাংসাপন্থী) সাথে আচার-আচরণ ও সম্পর্ক স্থাপন সম্পর্কিত নির্দেশনা ছিল। এরপর যে সকল মহিলা দারুল হারব বা শত্রুরাষ্ট্র হতে দারুল ইসলাম অর্থাৎ মুসলিম রাষ্ট্রে আগমন করে এবং যারা শত্রুরাষ্ট্রে অবস্থান করে তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করতে হবে তার নির্দেশনা দিচ্ছেন। ঘটনা এই, হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় মক্কাবাসিগণ এই অঙ্গীকার করে, আমাদের কোন লোক যদি তোমাদের নিকট চলে যায় তাকে আমাদের নিকট ফেরত পাঠাতে হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা মেনে নেন। এরপর কয়েকজন পুরুষ মক্কা ছেড়ে চলে এলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদেরকে ফেরত পাঠান।

এরপর এলো কয়েকজন মুসলমান মহিলা। তাদেরকেও তিনি ফেরত পাঠাতেন কিন্তু কাফির পুরুষের ঘরে মুসলমান স্ত্রী ফিরে গেলে তো দাম্পত্য জীবনে হারাম ও নিষিদ্ধ কর্ম সংঘটিত হবে। এই সমস্যার প্রেক্ষিতে পরবর্তী আয়াতগুলো নাযিল হয়। যতোদূর জানা যায়, এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রেক্ষিতে কাফিররা কোন বাড়াবাড়ি করেনি। নতুবা সন্ধিতো কার্যকর থাকতো না।

২২. অর্থাৎ মনের অবস্থা তো আল্লাহ্ই ভালো জানেন। তবে তাদের বাহ্যিক অবস্থাটা তোমরা যাচাই করে নাও। তারা কি প্রকৃতই মুসলমান এবং একমাত্র ইসলামের খাতিরেই দেশত্যাগ করেছে, না কোন ব্যক্তিস্বার্থ কিংবা পার্থিব উদ্দেশ্যে দেশ ছেড়ে এসেছে? কোন কোন হাদীসে এসেছে যে, হযরত উমর (রা) তাদেরকে পরীক্ষা করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পক্ষে তাদের থেকে বায়আত নিতেন। যেমন يَـٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَٰتُ يُبَايِعْنَكَ। আয়াতে তা বলা হয়েছে।

হিজরতকারিণী মহিলার বিবাহবিধি

২৩. এই নির্দেশ এলো যে, স্বামী-স্ত্রী দু'জনের একজন যদি মুসলমান এবং অপরজন মুশরিক হয় এবং দু'জন দুই দেশের অধিবাসী হয় তবে উভয়ের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক বাতিল হয়ে যায়। এরপর কাফির পুরুষের স্ত্রী যদি মুসলমান হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে চলে আসে তাহলে যে মুসলমান ঐ মহিলাকে বিবাহ করবে তার দায়িত্ব হবে পূর্বতন কাফির স্বামী যে পরিমাণ মোহরানা এই মহিলার জন্য ব্যয় করেছে তা ঐ পুরুষকে ফিরিয়ে দেয়া। আর তখন মহিলাটিকে বিবাহ করার প্রেক্ষিতে ধার্যকৃত মোহরানাও তার আদায় করতে হবে। এই শর্ত পালন করে কোন মুসলমান সংশ্লিষ্ট মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে।

মুসলমান পুরুষের কাফির স্ত্রী সম্পর্কিত বিধান

২৪. পূর্বোক্ত বিধানের বিপরীতে এই বিধান দেয়া হলো যে, যে মুসলমান পুরুষের স্ত্রী কাফির থেকে গেলো, সে ঐ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবে। এরপর যে কাফির পুরুষ এই মহিলাকে বিবাহ করবে সে মুসলমানের ব্যয় করা মোহরানা তাকে ফিরিয়ে দিবে।

(١١) وَاِنْ فَاتَكُمْ شَیْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ
ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِیْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ○
(١٢) يٰۤاَيُّهَا النَّبِیُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ
بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ
بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِیْ مَعْرُوْفٍ
فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

১১. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যদি কেউ হাতছাড়া হয়ে কাফিরদের নিকট রয়ে যায়, এরপর তোমরা আবার কিছু সুযোগ পাও, তবে যাদের স্ত্রী হাতছাড়া হয়ে গেছে তাদেরকে তারা যা ব্যয় করেছে তার সম-পরিমাণ অর্থ প্রদান করো। তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় করো, যার প্রতি তোমরা ঈমান এনেছো।[২৫]

১২. হে নবী! যখন মুসলিম মহিলাগণ তোমর নিকট আসে এ বিষয়ে বায়আত করার জন্য যে, তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থির করবে না, চুরি করবে না, যিনা করবে না, নিজেদের সন্তান হত্যা করবে না,[২৬] সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে প্রচার করবে না[২৭] এবং সৎকর্মে তোমাকে অমান্য করবে না তবে তুমি তাদের বায়আত গ্রহণ করবে[২৮] এবং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ ক্ষমাশীল, দয়াময়।[২৯]

এভাবে উভয় পক্ষ একে অন্যের থেকে পাওনা আদায় করে নিবে। এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর মুসলমানগণ বিধি মুতাবিক দিতে এবং নিতে প্রস্তুত হলো কিন্তু কাফিররা পাওনা দিতে রাযী হলো না। ফলে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়।

২৫. অর্থাৎ যে মুসলমানের কাফির স্ত্রী মক্কা চলে গেলো অথচ সংশ্লিষ্ট কাফির স্বামী বিধি মুতাবিক ব্যয়কৃত মোহরানা ফেরত দিলো না তাহলে যে কাফির স্বামীর মুসলমান স্ত্রী হিজরত করে আসে সে কাফিরকে যে মোহরানা ফেরত দেওয়ার কথা তা ফেরত দিবে না বরং তা দিয়ে ইতিপূর্বে ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমান স্বামীর পাওনা পরিশোধ করবে। তবে ঐ মুসলমানের পাওনা পরিশোধের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা ফেরত দিবে।

কতক উলামায়ে কিরাম লিখেছেন, কোন মুসলমান স্বামী যদি তার নব বিবাহিতা মুহাজির স্ত্রীর কাফির স্বামীর পাওনা পরিশোধে অসমর্থ হয় তবে বায়তুল মাল থেকে তা পরিশোধ করা হবে। আল্লাহু আকবর! কেমন ন্যায় ও ইনসাফের শিক্ষা। অবশ্য একথা ঠিক যে, এই বিধান যথাযথভাবে পালন করবে একমাত্র তারাই, যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় আছে এবং তাঁর প্রতি যথাযথ ঈমান আছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অনুবাদক (র) فَعَاقَبْتُمْ শব্দের দুটো অর্থ করেছেন, "এরপর যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও" এবং "এরপর তোমাদের পালা এলে"। আমরা শেষোক্ত অনুবাদের আলোকে টীকায় ব্যাখ্যা করেছি। প্রথম অনুবাদের আলোকে কতক তাফসীরকার বলেছেন, এর অর্থ হলো গনীমতের মাল অর্জন করা। অর্থাৎ যার কাফির স্ত্রী চলে গেলো এবং তার ব্যয়কৃত মোহরানা ফেরত পাওয়া থেকে সে বঞ্চিত হলো গনীমতের সম্পদ থেকে তার পাওনা ফিরিয়ে দেয়া হবে।

২৬. যেমন জাহিলী যুগে কুসংস্কার ছিল যে, জনসমক্ষে লজ্জা ও অপমানের দোহাই দিয়ে কন্যা সন্তানদেরকে তারা জীবিত কবর দিতো এবং কখনো কখনো অভাব-অনটনের তাড়নায় পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করতো।

২৭. "স্বেচ্ছায় মিথা অপবাদ দেয়া" অর্থ কারো উপর মিথ্যা দাবী করা কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া অথবা কোন বিষয়ে নিজের থেকে ঘটনা বানিয়ে মিথ্যা শপথ করা। এক অর্থ এও হতে পারে, নিজের স্বামী থেকে নয়, বরং অন্য লোকের সাথে সহবাসের ফলে জন্মগ্রহণকৃত শিশুকে তার স্বামীর ঔরসজাত বলে প্রকাশ করা। অথবা অন্য কোন মহিলার প্রসবকৃত সন্তানকে জালিয়াতি ও প্রতারণাপূর্বক নিজের সন্তানরূপে প্রকাশ করা। হাদীস শরীফে এসেছে, যে ব্যক্তি একজনের সন্তানকে অন্যজনের বলে চালিয়ে দেয়, জান্নাত তার জন্য হারাম ও নিষিদ্ধ।

বায়আত গ্রহণের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন মহিলাকে স্পর্শ করেননি

২৮. ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, মুসলমান মহিলাদেরকে যাচাই করার জন্য। এক্ষণে বলা হচ্ছে, আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বিধিবিধান মেনে নেয়ার স্বীকৃতিই তাদের জন্য পরীক্ষা। যারা এটি গ্রহণ করবে তাদেরকে তোমরা ঈমানদাররূপে গণ্য করবে। এটি "আয়াতে বায়আত" বা "অঙ্গীকার বিষয়ক" আয়াত নামে পরিচিত। প্রিয়নবী (সা)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করতে আসা মহিলাগণ এগুলোর স্বীকারোক্তি দিতো। বায়আত গ্রহণের সময় কোন সময়ই কোন মহিলার হাত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাত স্পর্শ করেনি।

২৯. অর্থাৎ এ সকল বিষয়ে যে সব ভুলক্রটি ইতিপূর্বে হয়ে গিয়েছে কিংবা বিধি-বিধান পালনে ভবিষ্যতে ছোটখাটো কোন ক্রটি হয়ে গেলে সেগুলোর জন্য আপনি আল্লাহ্র দরবারে তাদের জন্য ক্ষমার নিবেদন পেশ করুন। আপনার বরকতে তিনি তাদের দোষক্রটি ক্ষমা করবেন।

(١٣) يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَوَلَّوْا۟ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا۟ مِنَ ٱلْـَٔاخِرَةِ كَمَا يَئِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ ۝

১৩. হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করো না যাদের প্রতি আল্লাহ্ অসন্তুষ্ট।[৩০] তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে, যেমন হতাশ হয়ে পড়েছে কাফিররা কবরস্থিত লোকদের বিষয়ে।[৩১]

---

৩০. সূরার শুরুতে যে বিষয়টির উল্লেখ ছিল শেষ দিকে আবার সেটি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ যার প্রতি নারাজ তার সাথে বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক রাখা কোন ঈমানদার লোকের উচিত নয়। যার প্রতি আল্লাহ্ নারাজ, আল্লাহ্র বন্ধুদেরও উচিত তার প্রতি নারাজ থাকা।

হতাশা কাফিরদের স্থায়ী চরিত্র

৩১. অর্থাৎ কবর থেকে কেউ পুনরুত্থিত হবে এবং পরস্পর দেখা-সাক্ষাত হবে এ আশা সাধারণ কাফিররা পোষণ করে না। আলোচ্য কাফিররাও সেরূপ নিরাশ।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কতক তাফসীরকারের মতে, مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْقُبُورِ বাক্যাংশটি كُفَّارُ -এর ব্যাখ্যাস্বরূপ। অর্থাৎ কবরে অবস্থানকারী কাফিররা সেখানকার অবস্থা দেখে আল্লাহ্র সন্তুষ্ট ও অনুগ্রহ লাভ থেকে যেমন নিরাশ হয়ে পড়েছে; দুনিয়ায় অবস্থানকারী কাফিররাও তেমনি আখিরাতের কল্যাণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছে।

সূরা আস্-সাফ্ফ

১৪ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

(٢) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

(٣) كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○

(٤) اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ○

১. আকাশরাজি ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

২. হে ঈমানদারগণ! যা তোমরা করো না তা মুখে বলো কেন?

৩. যা তোমরা করো না তা বলা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই অপসন্দনীয়।

৪. আল্লাহ্ এমন লোকদেরকে চান যারা তাঁর পথে লড়াই করে সারিবদ্ধ হয়ে ,তারা যেন সীসা ঢালা প্রাচীর।[১]

আয়াতের শানে নুযুল, কথা ও কাজের সামঞ্জস্যতা

১. লম্বা লম্বা কথা বলা এবং নিজেদের কৃতিত্ব দাবী করার ব্যাপারে বান্দাদের সতর্ক থাকা দরকার। নতুবা পরে দুঃখে জড়িয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। মুখে একটি কথা বলে দেওয়া সহজ কিন্তু তার বাস্তবায়ন সহজ নয়। আল্লাহ্ তা'আলা সেই ব্যক্তির প্রতি ভীষণ

(৫) وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ؕ فَلَمَّا زَاغُوْٓا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৫. যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বললো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছো? অথচ তোমরা জানো যে, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল।[২] অতঃপর তারা যখন মুখ ফিরিয়ে নিলো তখন আল্লাহ্‌ তাদের অন্তরগুলোকে ফিরিয়ে দিলেন। আল্লাহ্‌ নাফরমান লোকদেরকে সৎপথ দেখান না।[৩]

অসন্তুষ্ট যে বলে অনেক কিছু কিন্তু বাস্তবায়ন করে না কোন কিছুই। বর্ণিত আছে যে, একদা কোন এক স্থানে মুসলমানদের সমাবেশে তারা বলাবলি করেছিল, কোন্ কাজটি আল্লাহ্‌ তা'আলার খুব পসন্দের তা যদি আমরা জানতাম তবে তাই বাস্তবায়ন করতাম। এ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ দেখো, হুঁশ-জ্ঞান ঠিক রেখে কথা বলো। ঠিক আছে, আমি জানিয়ে দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সকল লোককে অধিক পসন্দ করেন যারা আল্লাহ্‌র পথে শত্রুর মুকাবিলায় লৌহ প্রাচীরের ন্যায় অটল থাকে। তারা যুদ্ধের ময়দানে এমনভাবে সারিবদ্ধ হয় যেন সবাই মিলে একটি সুদৃঢ় প্রাচীর। সীসা ঢালা প্রাচীর যার মধ্যে কোন প্রকারের ছিদ্র সৃষ্টি করা যায় না। এই মানদণ্ডে এখন নিজেদেরকে তুলনা করে দেখো। অবশ্য তোমাদের মধ্যে বহু লোক এমন আছে যারা এই পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হবে। কিন্তু কোন কোন স্থানে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে যেখানে কতকের কর্ম তার মুখের দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করবে। হায়! উহুদের যুদ্ধের সেই সীসা ঢালা প্রাচীর অক্ষুণ্ন থাকলো কই? যুদ্ধের নির্দেশ যখন এলো তখন কেউ কেউ তো বলেই বসলো, رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَآ اَخَّرْتَنَا "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দিলেন কেন? কেন আমাদেরকে আর একটু অবকাশ দিলেন না" (সূরা নিসা ঃ ৭৭)।

যাহোক, মুখে বেশী কিছু দাবী করো না বরং আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী দাও, এতে সুউচ্চ সফলতা আসবে। মূসা (আ)-এর সম্প্রদায়কে দেখছো না? মুখে তারা খুব গৌরব ও অহংকার করে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে শূন্য। যখনই কোন কাজের সময় এসেছে তখনই হোঁচট খেয়েছে, পদস্খলিত হয়েছে এবং অনেক অশালীন মন্তব্য করেছে। এর ফল যা হলো পরে তা উল্লেখ করা হচ্ছে।

২. অর্থাৎ সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ এবং প্রকাশ্য মু'জিযাসমূহ দেখে তোমরা অন্তরে বিশ্বাস করছো যে, আমি আল্লাহ্‌র সত্য রাসূল। তবুও অশালীন ও দুঃখজনক আচরণ করে তোমরা আমাকে কষ্ট দিচ্ছো কেন? একজন সাধারণ হিতাকাঙ্ক্ষী লোকের প্রতিও এরূপ আচরণ করা সঙ্গত নয়। অথচ তোমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে তা করছো। তোমরা কখনো প্রাণহীন গো-বাছুর পূজা করেছ এবং সেটিকে মূসার এবং তোমাদের

(٦) وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْۢ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ ؕ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ○

৬. যখন মারয়াম তনয় ঈসা বললো, হে বনী ইসরাঈল! আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র রাসূল। আমার পূর্ববর্তী তাওরাতের আমি সত্যায়নকারী[৪] এবং আমি সুসংবাদদাতা এক রাসূলের যিনি আসবেন আমার পরে, তাঁর নাম আহ্‌মাদ।[৫] এরপর স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে সে যখন তাদের নিকট এলো তখন তারা বললো, এটি স্পষ্ট যাদু।[৬]

প্রভুরূপে আখ্যায়িত করেছ, আবার আমালিকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ আসায় তোমরা বলেছ, আমরা জিহাদে যাবো না। হে মূসা! তুমি ও তোমার প্রভু গিয়ে জিহাদ চালাও, আমরা এখানে বসে থাকলাম। তোমাদের এ সকল শিষ্টাচার বর্জিত আচরণ ও কথাবার্তায় আমি কি মনে দুঃখ পাই না? বস্তুত তাদের কদর্য আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে হযরত মূসা (আ) বলেছিলেন ঃ

رَبِّ اِنِّى لاَ اَمْلِكُ اِلاَّ نَفْسِى وَاَخِيْ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমার ও আমার ভ্রাতা ব্যতীত অন্য কারো উপর আমার আধিপত্য নেই। সুতরাং আপনি আমাদের ও সত্যত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে ফায়সালা করে দিন" (সূরা মায়িদা ঃ ২৫)।

সীমাহীন পাপাচার মানুষের অন্তর বিকৃত করে দেয়

৩. সাধারণত মন্দ কাজ করতে করতে মানুষের অন্তর কালো ও কঠিন হয়ে যায়। অবশেষে ভালো কিছু অনুধাবনের যোগ্যতাই তার থাকে না। তাদের হয়েছিলও তাই। সকল কাজে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল এবং অনবরত বাঁকা পথে চলেছিল। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরগুলো বাঁকা করে দিলেন যে, সত্য ও সরল কথা গ্রহণ করার কোন যোগ্যতাই আর অবিশষ্ট রইলো না। গোঁয়ার ও নাফরমান লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এরূপ আচরণই করেন।

৪. অর্থাৎ মূল তাওরাত আল্লাহ্‌র প্রেরিত কিতাব, আমি তা সত্যায়ন করি। তার বিধি-বিধানের যথার্থতায় বিশ্বাস করি। আমি যা শিক্ষা দিচ্ছি মূলত সে সকল মূলনীতির আলোকে শিক্ষা দিচ্ছি, যেগুলো তাওরাতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ইব্‌ন কাছীর (র) ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ-এর মর্ম এই নিয়েছেন, আমার অস্তিত্ব তাওরাতের বাণীসমূহের

সত্যায়নকারী। কারণ আমি সে সকল বর্ণনার বাস্তব রূপ ধারণ করে এসেছি তাওরাতে যেগুলো বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য আসমানী কিতাবে মহানবী (সা)-এর আলোচনা

৫. অর্থাৎ পূর্ববর্তীগুলোর সত্যায়ন করছি এবং ভবিষ্যতে আসন্ন বিষয়গুলোর সুসংবাদ দিচ্ছি। সাধারণত পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলই শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে নিজ নিজ উম্মতকে অবহিত করেছেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ) যেরূপ স্পষ্ট, খোলাখুলি ও গুরুত্বের সাথে তাঁর সুসংবাদ দিয়েছেন অন্য কেউ সেরূপ করেননি। সম্ভবত কাছাকাছি সময়ে তাঁর আবির্ভাব হবে বলে এরূপ ঘোষণা দেওয়া হযরত ঈসা (আ)-এর ভাগে পড়ে। কারণ তাঁর পরে হযরত মুহাম্মাদ (সা) ব্যতীত অন্য কোন নবী আগমনের কথা নেই। এটা ঠিক যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের অপরাধমূলক উদাসীনতা এবং শত্রুতামূলক হস্তক্ষেপ দুনিয়ার বুকে তাওরাত ও ইনজীলের কোন মূল কপি অবশিষ্ট রাখেনি যার সাহায্যে আমরা জানতে পারতাম যে, সাবেক নবীগণ, বিশেষত হযরত ঈসা (আ) কোন্ শিরোনামে কোন্ শব্দে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন।

তবে বিকৃত বাইবেলে মহানবী (সা)-এর উল্লেখ নেই এই অজুহাতে কুরআন মজীদের সুস্পষ্ট ঘোষণা অস্বীকার করার অবকাশ কারো নেই। এত সবের পরও এটি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর মু'জিযা যে, সত্য বিকৃতকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা এতটুকু শক্তি দেননি যে, মহানবী (সা) সম্পর্কিত সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে মুছে দিবে, তাঁর কোন নামনিশানা থাকবে না। বর্তমান বাইবেলে ২০টি স্থানে রাসূলুল্লাহ্ (সা) সম্পর্কিত বিবরণ প্রায় সুস্পষ্টভাবে মজুদ রয়েছে। নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারক বিবেকবান মানুষের জন্য এর মধ্যে কোন ভুল ব্যাখ্যা ও এটি অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। 'ইউহান্না"-এর ইনজীলে তো "ফারকালীত" সম্পর্কে সুসংবাদ এত পরিষ্কার যে, এটি দ্বারা নবী আহমাদ (সা) ব্যতীত অন্য কাউকে বুঝানো হয়নি। কতক ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতকে বাধ্য হয়ে আধাস্বীকৃতি কিংবা পূর্ণ স্বীকৃতি দিতে হয়েছে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত ঈসা (আ)-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা) ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে হতে পারে না। ইসলামী পণ্ডিতবর্গ অবশ্য আলহামদু লিল্লাহ্ "শেষ ও শেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) সম্পর্কিত সুসংবাদ" বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। "তাফসীরে হাক্কানী"-এর শ্রদ্ধাভাজন রচয়িতা সূরা সাফ্ফ-এর তাফসীরে ফারকালীত" বিশিষ্ট সুসংবাদ এবং বাইবেল বিকৃতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উপযুক্ত পুরস্কার দান করুন।

৬. অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ) স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে আবির্ভূত হলেন অথবা যে সুসংবাদ দিয়েছিলেন সেই আহমাদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুসতাফা (সা) যখন স্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে আগমন করলেন তখন লোকজন সেগুলোকে যাদুরূপে আখ্যায়িত করতে লাগলো।

(٧) وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰٓى اِلَى الْاِسْلَامِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

(٨) يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝

৭. তার চেয়ে অধিক জালিম আর কে আছে যাকে ইসলামের প্রতি আহবান করা হয় কিন্তু সে আল্লাহ্‌র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে।[৭] অন্যায়াচারী লোকদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ দেখান না।[৮]

৮. তারা তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়, আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতি পূর্ণ করেনই, যদিও কাফিরগণ তা অপসন্দ করে।[৯]

---

৭. অর্থাৎ তাদেরকে যখন ইসলাম গ্রহণের কথা বলা হতো তখন তারা সত্য গোপন করে এবং মিথ্যা রচনা করে প্রিয়নবী (সা)-এর প্রতি ঈমান আনতে অস্বীকার করতো। একদিকে তাদের ইলাহকে মানুষ আখ্যা দেয়া এবং মানুষকে ইলাহ আখ্যা দেয়ার মিথ্যা কর্ম তো আছেই, অন্যদিকে আসমানী কিতাবগুলোকে বিকৃত করে যা কিছু বাস্তবে ছিল সেগুলো অস্বীকার করেছে এবং যা কিছু ছিলো না তা সংযোজন করেছে। এর চেয়ে মারাত্মক ও জঘন্য জালিম আর কে হতে পারে?

৮. অর্থাৎ এরূপ বেইনসাফ ও অন্যায়াচারীদের হিদায়াত নসীব হবে কিভাবে ? لَا يَهْدِىْ (হিদায়াত করেন না)-এর এক অর্থ এও হতে পারে যে, এই জালিমরা যতই পরিবর্তন ও বিকৃতি সাধন করুক, আল্লাহ্ তাদেরকে সফলতার মুখ দেখাবেন না। প্রিয়নবী (সা) সম্পর্কিত যে সকল সংবাদ ও বর্ণনা তারা গোপন কিংবা মুছে দিতে চেষ্টা করেছে সেগুলো লুক্কায়িতও থাকবে না, নিশ্চিহ্নও হবে না। বস্তুত তাদের হাজার রকমের কাটছাট করা সত্ত্বেও শেষনবী (সা) সম্পর্কিত সুসংবাদের এক বিরাট ভাণ্ডার এখনও মজুদ রয়েছে।

মহান আল্লাহ্ তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করবেনই

৯. অর্থাৎ কাফিররা যতই অপসন্দ করুক, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করবেনই। আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালিত যে কোন প্রচেষ্টা হলো মুখের ফুৎকারে বিশালাকার সূর্যকে নিভিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা মাত্র। প্রিয়নবী (সা)-এর বিরোধী পক্ষ এবং তাদের পরিচালিত অপচেষ্টার অবস্থাও তাই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ আয়াতে بِاَفْوَاهِهِمْ (তাদের মুখ দ্বারা) বাক্যাংশে এই ইশারাও হতে পারে যে, মহানবী (সা) সম্পর্কিত সুসংবাদ অস্বীকার করা কিংবা তা গোপন করার

(٩) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَ دِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ
كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝
(١٠) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝
(١١) تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ
اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝
(١٢) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝

৯. তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্যদীনসহ সেটিকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা অপসন্দ করে।[১০]

১০. হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের নির্দেশনা দিবো যা তোমাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে।?

১১. তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র প্রতি এবং তার রাসূলের প্রতি, আর তোমাদের জানমাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করো এটিই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা অনুধাবন করো।

১২. তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন উদ্যানসমূহে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত[১১] এবং চিরস্থায়ী জান্নাতের পরিচ্ছন্ন গৃহসমূহে।[১২] এটি বিরাট সাফল্য।

জন্যে তারা যেসব মিথ্যা কথা বানায় তাতে তাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না। বাইবেলে উল্লেখিত "ফারকালীত" অর্থ রাসূলুল্লাহ্ (সা) নন বলে তারা যতই চীৎকার, কেন আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এটি মানতে বাধ্য করবেন যে, "ফারকালীত" হচ্ছেন শেষনবী হযরত মুহাম্মদ (সা), অন্য কেউ নয়।

বান্দার কর্তব্য চেষ্টা করা, সফলতা আল্লাহ্‌র হাতে

১০. এ বিষয়ে সূরা বারাআতের পাদটীকায় আলোচনা হয়েছে, সেখানে দেখে নিন।

১১. অর্থাৎ এই দীনকে সকল দীনের উপর বিজয়ী করা তো আল্লাহ্‌র কাজ। তবে তোমাদের কর্তব্য হলো সুদৃঢ়ভাবে ঈমানের উপর স্থির থেকে জানমাল দিয়ে তাঁর পথে

(১৩) وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

(১৪) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ
مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ، قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ
فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ ، فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ○

১৩. এবং অন্য একটি বিষয় যা তোমরা কামনা করো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয় এবং মু'মিনদেরকে সুসংবাদ প্রদান কর।[১৩]

১৪. হে ঈমানদারগণ![১৪] তোমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী হয়ে যাও,[১৫] যেমন মারয়াম তনয় ঈসা তার সাথীদেরকে বলেছিল, আল্লাহ্র পথে আমার সাহায্যকারী কে আছে? সাথিগণ বললো, আমরা আল্লাহ্র সাহায্যকারী।[১৬] এরপর বনী ইসরাঈলের এক গোষ্ঠী ঈমান আনলো এবং অন্য দল কাফির হয়ে গেলো। অতএব আমি সাহায্য করলাম ঈমানদারদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে, ফলে তারা হলো বিজয়ী।[১৭]

জিহাদ করা। এটি এমন এক ব্যবসা যেখানে ক্ষতি নেই। পৃথিবীর মানুষ তো হাজার রকমের ব্যবসা-বাণিজ্য করে। নিজের সকল পুঁজি তাতে নিয়োজিত করে। উদ্দেশ্য কিছু মুনাফা অর্জন করবে এবং তার মূল পুঁজি হ্রাস বা ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। উপরন্তু নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনকে অভাব-অনটন থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু ঈমানদার ব্যক্তিগণ যদি তাদের জানমালের পুঁজি এই উৎকৃষ্টতম ব্যবসায়ে খাটায় তবে শুধু এই সীমিত মেয়াদের দারিদ্র্যমুক্তি নয়, বরং আখিরাতের মর্মন্তুদ শাস্তি ও ধ্বংসযোগ্য ক্ষতি থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। মুসলমানদের উপলব্ধি করা দরকার যে, এই ব্যবসা হলো শ্রেষ্ঠ ব্যবসা। পরিপূর্ণ ক্ষমা ও চিরস্থায়ী জান্নাত হলো এর মুনাফা। এর চেয়ে বড়ো সফলতা আর কি হতে পারে!

১২. অর্থাৎ এই পরিচ্ছন্ন স্থানসমূহের অবস্থান সেই সকল উদ্যানে যেখানে ঈমানদারগণ বসবাস করবে। এটি তো আখিরাতের সফলতা। পরবর্তীতে পার্থিব সাফল্যের কথা বর্ণিত হচ্ছে।

আল্লাহ্র পথে জিহাদকারীদের প্রতিশ্রুত সাফল্য

১৩. অর্থাৎ আসল ও বৃহৎ সাফল্য তো তাই যা আখিরাতে পাওয়া যাবে, যার মুকাবিলায় সাত রাজার ধনও কিছুই নয়। তবে দুনিয়াতেও আমি তোমাদেরকে তোমাদের পসন্দনীয় একটি বস্তু দান করবো। তা হলো نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

"আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এক বিশেষ সাহায্য এবং অত্যাসন্ন বিজয় ও সাফল্য", যার একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবী দেখেছে যে, প্রথম যুগের মুসলমানদের ক্ষেত্রে এই অঙ্গীকার কত স্পষ্টভাবে পূর্ণ হয়েছে। এখনও যদি মুসলমানগণ সত্যিকার অর্থে ঈমান ও আল্লাহ্‌র পথে জিহাদে অবিচল থাকে তবে এই বিজয় ও সাফল্য তাদেরও পদচুম্বনের জন্য সদা প্রস্তুত।

১৪. কারণ এই সুসংবাদ শুনানোও একটি স্বতন্ত্র নেআমত।

১৫. অর্থাৎ তাঁর দীন ও তাঁর রাসূলের সাহায্যকারী হয়ে যাও। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে মুসলমানগণ এই নির্দেশ এমন কৃতিত্বের সাথে পালন করেছে যে, তাদের মধ্যে এক দলের নামই হয়ে গেলো "আনসার" (সাহায্যকারী বাহিনী)।

১৬. হাওয়ারী (হযরত ঈসার সাহায্যকারিগণ) সংখ্যায় ছিলেন নিতান্ত স্বল্প। বংশ বুনিয়াদের ক্ষেত্রেও তাঁরা সমাজে খুব একটা মর্যাদা পেতেন না। তাঁরা হযরত ঈসা (আ)-কে মেনে নেন এবং দেশে বিদেশে তাঁর দাওয়াত প্রচার করার জন্য বিরাট কুরবানী স্বীকার করেন।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, "হযরত ঈসা (আ)-এর পরে তাঁর সাথিগণ খুব মেহনত করেছে, ফলে তাদের দীনের বিস্তৃতি ঘটেছে। আমাদের প্রিয়নবী (সা)-এর সাহাবীগণ আলহামদু লিল্লাহ্ তাদের চেয়েও বহু বেশী পরিশ্রম করেছেন দীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে।

ঈমানদারের বিজয়

১৭. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। একদল ঈমানে অবিচল থাকলো এবং অপর দল ঈমান আনতে অস্বীকার করলো। এরপর হযরত ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্ব জগতে আরোহণের পর তারা পরস্পর মারামারি ও হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এই বাক বিতণ্ডা ও গৃহযুদ্ধে আল্লাহ্ তা'আলা সত্যপন্থী ঈমানদারগণকে সাহায্য করলেন এবং তাদেরকে বিজয় দান করলেন। হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী নাসারাগণ ইয়াহূদীদের উপর বিজয় অর্জন করলো। নাসারাদের অধিকাংশ যখন নানা ধরনের বিভ্রান্তি ও গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত তখনও বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে যারা সত্য আকীদার উপর অবিচল থাকলো আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর বরকতে অন্যান্যদের উপর বিজয়ী করলেন। তিনি তাদেরকে বিজয় দিলেন দলীল-প্রমাণের দিক থেকেও এবং শক্তি-সামর্থ্য ও শৌর্য-বীর্যের দিক থেকেও।

সূরা জুমু‘আ

১১ আয়াত, ২ রুকূ‘, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ○

(٢) هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

১. আকাশ মণ্ডলীতে যা আছে এবং পৃথিবীতে যা আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে। তিনি রাজ্যাধিপতি, পবিত্র, পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।

২. তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য থেকে। সে তাদেরকে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনায়, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়, ইতিপূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত ছিল।[১]

নিরক্ষর আরব জাতির মধ্যে প্রেরিত বিশ্বনবী (সা)

১. اُمِّيّٖنَ (নিরক্ষর) দ্বারা আরবদেরকে বুঝানো হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুই তাদের জানা ছিলো না। ইতিপূর্বে কোন আসমানী কিতাবও তাদের নিকট আসেনি। সাধারণ লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। তাদের অজ্ঞতা ও হিংস্রতা প্রবাদে

(৩) وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

৩. এবং তিনি এই রাসূলকে প্রেরণ করেছেন অন্য একদল লোকের জন্যও যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি।[২] তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[৩]

পরিণত হয়েছিল। তারা আল্লাহ্‌কে একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। মূর্তিপূজা, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পাপাচারকে তারা ইবরাহীমী ধর্মরূপে প্রচার করছিল। প্রায় পুরো জাতিই গুমরাহীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা হঠাৎ তাদের মধ্য থেকে একজন রাসূলের আবির্ভাব ঘটালেন, যাঁর অনন্য উপাধি ছিল "উম্মী নবী"।

কিন্তু উম্মী (নিরক্ষর) হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে পাঠ করে শুনিয়েছেন। আশ্চর্যজনক জ্ঞান-বিজ্ঞান, মাআরিফাত ও দূরদর্শিতার বিষয়াদি শিক্ষা দিয়ে তাদেরকে এমন বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, ভদ্র ও পরিপাটি করে তুলেছেন যে, দুনিয়ার নামীদামী বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকগণ তাদের সম্মুখে শিষ্যত্বের হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য হয়।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ বিষয়ের আয়াত সূরা বাকারা ও আলে ইমরানে রয়েছে। সেখানকার পাদটীকা দেখে নিন।

২. অর্থাৎ এই রাসূল আগমনকারী অন্যান্য লোকদের জন্যও প্রেরিত হয়েছেন। সৃষ্টির আদি অন্ত এবং ইসলামী শরীআত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার প্রেক্ষিতে যাদেরকে নিরক্ষর বলা যায়। যেমন পারসিক, রোমান, চৈনিক ও ভারতীয় জাতিসমূহ যারা পরবর্তী সময়ে এই নিরক্ষরদের দীন এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বে শামিল হয়ে নিরক্ষরদের দলভুক্ত হয়ে গেল। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "এই ধর্মের ধারক-বাহকরূপে আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে আরবদেরকে মনোনীত করেছেন। এরপর অনারবদের মধ্যে সেরূপ যোগ্য ও কামেল লোক সৃষ্টি হয়েছে"। হাদীস শরীফে এসেছে ঃ وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ আয়াত সম্পর্কে প্রিয়নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করায় তিনি হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলেন, জ্ঞান অথবা দীন যদি "ছুরায়্যা নক্ষত্র" পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে তবুও তার পারসিক সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখান থেকে তা আহরণ করে নিয়ে আসবে। শায়খ জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) ও মেনে নিয়েছেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবতা হলেন ইমাম আযম হযরত ইমাম আবূ হানীফা নু'মান (র)।

৩. যাঁর অমিত শক্তি ও প্রজ্ঞা এই মহান রাসূলের মাধ্যমে আরব-অনারব সকলের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত শিক্ষাদীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির সুব্যবস্থা করে দিয়েছে।

(٤) ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

(٥) مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ

اَسْفَارًا ؕ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى

الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ○

৪. এটা আল্লাহ্‌রই অনুগ্রহ যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ মহান।[৪]

৫. যাদেরকে তাওরাত দেয়া হয়েছিল, তারপর তারা তা অনুসরণ করেনি তাদের দৃষ্টান্ত সেই গাধা যা পিঠে পুস্তকের বোঝা বহন করে।[৫] তাদের দৃষ্টান্ত খুবই মন্দ[৬] যারা আল্লাহ্‌র বাণীসমূহ অস্বীকার করে।[৭] অন্যায়াচারী লোকদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ দেখান না।[৮]

---

৪. অর্থাৎ রাসূলকে এই মর্যাদা দান করেছেন। আর এই উম্মতকে এমন মর্যাদাবান রাসূল দান করেছেন। মুসলমানদের উচিত, এই নেআমত ও পুরস্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করা, প্রিয়নবী (সা)-এর শিক্ষাদীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির কর্মকাণ্ড দ্বারা উপকৃত হতে ত্রুটি না করা। মুসলমানদের আত্মসচেতনতার জন্য পরবর্তী আয়াতে ইয়াহূদীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যারা নিজেদের কিতাব ও নবী থেকে উপকার অর্জনে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে।

কিতাব অনুযায়ী আমল না করা গাধার পিঠে কিতাবের বোঝা তুল্য

৫. অর্থাৎ ইয়াহূদীদের উপর তাওরাতের বোঝা রাখা হয়েছিল। তাদেরকে তার দায়িত্বশীল বানানো হয়েছিল। কিন্তু তারা তাওরাতের শিক্ষা ও হিদায়াতের কোন গুরুত্বই দেয়নি, বাহ্যিকভাবেও তাওরাতকে সংরক্ষণ করেনি, অন্তরেও তাকে স্থান দেয়নি, সেটি আমল করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও পুরস্কার লাভে ধন্য হবে সে পথেও যায়নি। এতে সন্দেহ নেই যে, তাদেরকে যে তাওরাতের দায়িত্বশীল করা হয়েছিল বাস্তবে সেটি ছিল প্রজ্ঞা ও হিদায়াতের এক ইলাহী ভাণ্ডার। কিন্তু তারা তা থেকে উপকার অর্জন না করায় তারা এই দৃষ্টান্তের উপযোগী হলো ঃ

না হয়েছে সূক্ষ্মদর্শী না হয়েছে বুদ্ধিমান
চতুষ্পদ জন্তু যেমন পুস্তক বহে দিনমান।

একটি গাধার পিঠে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ৫০টি পুস্তক চাপিয়ে দাও। এর ভার সহ্য করা ব্যতীত সেটির কোন লাভ আছে কি? সেটা তো শুধু তাজা ঘাসের খোঁজে ব্যস্ত। এর পিঠে মণি-মাণিক্য চাপিয়ে দেয়া হলো কি ইট-পাথরের টুকরা তুলে দেয়া হলো তাতে

(٦) قُلْ يَآيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْآ اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٧) وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ ○

৬. তুমি বলো, হে ইয়াহূদীগণ! তোমরা যদি দাবী করো যে, সকল মানুষ ব্যতীত শুধু তোমরাই আল্লাহ্‌র বন্ধু তবে নিজেদের মৃত্যু কামনা করো তো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

৭. তারা ইতিপূর্বে যা করেছে তার প্রেক্ষিতে তারা কখনও মৃত্যু কামনা করবে না। জালিমদের সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত আছেন।[৯]

তার কি যায় আসে? সে যদি শুধু এ নিয়ে গৌরব করতে যায় যে, দেখো! আমার পিঠে কত উত্তম ও উৎকৃষ্ট পুস্তকরাজি তুলে দেয়া হয়েছে, তাই আমি মহৎ জ্ঞানী ও সম্মানী, তাহলে তা আরও জঘন্য মূর্খতার পরিচায়ক হবে।

৬. অর্থাৎ আলোচ্য সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত নিকৃষ্ট।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তাওরাত ও অন্যান্য কিতাবে শেষনবী (সা)-এর আবির্ভাবের যে সকল সুসংবাদ উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর রিসালাতের সপক্ষে যেসব দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেগুলো অস্বীকার করা মানেই আল্লাহ্‌র আয়াত অস্বীকার করা।

৮. অর্থাৎ এরূপ সত্যদ্রোহী, হঠকারী ও অন্যায়াচারী লোকদেরকে সৎপথ প্রাপ্তির তাওফীক দেন না।

ইয়াহূদীরা আল্লাহ্‌র বন্ধুত্বের দাবী করে কিন্তু তাঁর সাক্ষাত কামনায় রাযী নয়

৯. অর্থাৎ এমন মূর্খতা, অজ্ঞতা ও বোকামী সত্ত্বেও তারা দাবী করে যে, অন্য কেউ নয় শুধু তারাই আল্লাহ্‌র বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন। আর এককভাবে তারাই জান্নাত পাওয়ার অধিকারী। দুনিয়া থেকে যাত্রা করবে আর জান্নাতে গিয়ে পৌঁছবে। কিন্তু তাদের অন্তরে যদি সত্যসত্যই এই বিশ্বাস থাকতো এবং তাদের দাবীতে তারা যদি সত্যবাদী হতো তাহলে এই দুনিয়ার আবর্জনাময় জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রকৃত বন্ধুর দর্শন স্পৃহায় এবং জান্নাতুল ফিরদাওসের আকাঙ্ক্ষায় তারা অবশ্যই মৃত্যু কামনা করতো। যার সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমার আল্লাহ্‌র নিকট আমার মর্যাদা আছে এবং কোন বিপদাশংকা নেই, সে নিশ্চয়ই মৃত্যুর আগমনে খুশী হবে। সে মৃত্যুকে মিলন সেতুরূপে গ্রহণ করবে যা এক বন্ধুকে অপর বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিবে। তাদের মুখে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসব পংক্তি উচ্চারিত হবে ঃ

غَدًا نَلْقَى الْاَحِبَّةَ * مُحَمَّدًا وَحِزْبَهٗ

"আগামী কাল হবে দেখা সাথে আমার প্রিয়জনের
আমার নবী মুহাম্মাদ (সা) ও সাথে তাঁর সাহাবীগণের"।

يَا حَبَّذَا الْجَنَّةُ وَاقْتِرَابُهَا * طَيِّبَةٌ وَّبَارِدٌ شَرَابُهَا

"কত উত্তম জান্নাত এবং মধুর তার কাছে যাওয়া-
পরিচ্ছনন্ন শীতল পানীয় আরও আছে ঠাণ্ডা হাওয়া"।

حَبِيْبُ جَاءَ عَلٰى نَاقَةٍ

"বিরহী এক প্রেমিক বন্ধু প্রেমের ক্ষুধা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে"।

يَا بُنَىَّ لاَيُبَالِى اَبُوْكَ سَقَطَ عَلَى الْمَوْتِ - اَوْ سَقَطَ عَلَيْهِ الْمَوْتَ

"হে প্রিয় বৎস! তোমার পিতা মৃত্যুর উপর পতিত হলো নাকি তোমার পিতার উপর মৃত্যু পতিত হলো তাতে কোন পরোয়া নেই"।

এসব তো আল্লাহ্ তা'আলার সে সকল ওলী-আওলিয়ার বাণী যারা দুনিয়ার বিপদাপদে ভীত হয়ে নয়, বরং নির্ভেজাল আল্লাহ্র দীদার লাভের জন্য এবং জান্নাতের আকাঙ্ক্ষায় মৃত্যুর কামনা করে তাঁদের কথা ও কর্ম স্বতই সাক্ষ্য দেয় যে, দুনিয়ার সকল মজার চেয়ে মৃত্যুই তাদের নিকট অধিক মজা। প্রিয়নবী (সা) বলেছেন ঃ

لَوَدِدْتُ اَنِّىْ اُقْتَلَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ اُحْىٰ ثُمَّ اُقْتَلَ

"আমার পসন্দনীয় যে, আমি আল্লাহ্র পথে শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই"।

পক্ষান্তরে ওই মিথ্যা দাবীদারদের কর্ম ও গতি-প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখুন তারা মৃত্যুকে যত বেশী ভয় পায় অন্য কেউ অত ভয় পায় না। মৃত্যুর নাম শুনলেই তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালাতে থাকে। মৃত্যু থেকে পলায়ন এজন্য নয় যে, দীর্ঘদিন জীবিত থেকে অধিক পরিমাণে নেকী ও পুণ্য অর্জন করে যাবে, বরং তা এজন্য যে, দুনিয়ার লোভ-লালসা ও ভোগবিলাসে তাদের কখনও পেট ভরে না, তৃপ্তি আসে না। আরও একটু খেয়ে নিতে ভোগ করে নিতে তারা সদা তৎপর। আর তারা বুঝতে পারে, যা কাজ কর্ম করেছে এখান থেকে স্থানান্তরের সাথে সাথেই তার শাস্তি শুরু হয়ে যাবে।

অর্থাৎ তাদের চালচলন ও আচার-আচরণ দ্বারা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এক মুহূর্তের জন্যও তারা মৃত্যু কামনা করতে পারে না। তবে এতটুকু করা যেতো যে, কুরআনের এই দাবী প্রত্যাখ্যান করার জন্য এ যুগের ইয়াহূদীরা অন্তরে যাই থাকুক না কেন অন্তত মিথ্যাচার হলেও মুখে মৃত্যু কামনা করতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এটুকু ক্ষমতাও দেননি। বর্ণিত আছে যে, তাদের মধ্যে কেউ যদি মৃত্যু কামনা করতো তখনই সাথে সাথে দম বন্ধ হয়ে সে মারা যেতো।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এ বিষয়ের আয়াত সূরা বাকারাতে উল্লেখিত আছে। সেখানকার পাদটীকা দেখে নিন। পূর্ববর্তী কোন কোন তাফসীরকারের মতে, "মৃত্যু কামনা" অর্থ

(৮) قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

(৯) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝

৮. তুমি বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও তা অবশ্যই তোমাদের সাথে সাক্ষাত করবে, তারপর তোমরা ফিরে যাবে যিনি দৃশ্য ও অদৃশ্য সবকিছু সম্পর্কে অবগত তাঁর নিকট। তিনি তোমাদেরকে অবগত করাবেন তোমাদের কর্ম সম্পর্কে।[১০]

৯. হে ঈমানদারগণ! জুমু'আর দিন নামাযের আযান দেয়ার পর তোমরা আল্লাহ্র যিকিরের প্রতি দৌঁড়াও এবং বেচা-কেনা ছেড়ে দাও।[১১] এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা অনুধাবন করো।[১২]

মুবাহালায় অংশগ্রহণ করা। অর্থাৎ সত্যদ্রোহী ইয়াহূদীদেরকে বলা হয়েছিল যে, তারা যদি সত্যিই আল্লাহ্র বন্ধু হওয়ার বিশ্বাস রাখে এবং মুসলমানদেরকে বাতিল মনে করে তবে তারা যেন কামনা করে যে, উভয় দলের মধ্যে যেটি মিথ্যাবাদী সেটির মৃত্যু হোক। কিন্তু তারা কখনও তা চাইবে না। কারণ তাদের মিথ্যা ও অন্যায় সম্পর্কে তারা ওয়াকিফহাল। ইব্ন কাছীর (র) ও ইব্ন কায়্যিম (র) এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন।

মৃত্যুর গ্রাস থেকে বাঁচার উপায় নেই

১০. অর্থাৎ মৃত্যুকে ভয় করে পালিয়ে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিবে? হাজার বার চেষ্টা কর কিংবা সুরক্ষিত দুর্গসমূহে দরজা বন্ধ করে বসে থাকো মৃত্যু তোমাকে সেখানেও ছাড়বে না। মৃত্যুর পরও তো সেই আল্লাহ্র আদালতে উপস্থিত হতে হবে।

যোগসূত্র ঃ ইয়াহূদীদের মারাত্মক দোষ এই ছিল যে, পিঠে কিতাবের বোঝা কিন্তু তা থেকে উপকার অর্জন করত না। দীন-ধর্মের বহু কথা তারা জানতো বুঝতো কিন্তু জাগতিক স্বার্থে তা বর্জন করতো। দুনিয়ার মোহে অন্ধ হয়ে আল্লাহ্র স্মরণ এবং আখিরাতের চিন্তা ভুলে যেতো। এ সকল দোষ ও অপরাধ সংঘটনে আমাদেরকে বারণ করা হয়েছে। জুমুআর উল্লেখও এই দৃষ্টিকোণ থেকে।

অর্থাৎ তখন দুনিয়ার কাজে নিয়োজিত হয়ো না, বরং পরিপূর্ণ মনোযোগ ও নীরবতার সাথে খুতবা শোন, নামায আদায় করো। হাদীস শরীফে আছে ঃ খুতবা দেয়ার সময় যে ব্যক্তি কথা বলে সে গাধার ন্যায় যার পিঠে কিতাবের বোঝা রয়েছে। অর্থাৎ তাদের উদাহরণ ইয়াহূদীদের ন্যায়।

১১. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "সকল আযানের এ হুকুম নয়। কারণ অন্যান্য নামাযের ক্ষেত্রে এর পরেও জামাআত অনুষ্ঠিত হওয়ার অবকাশ থাকে। জুমু'আ অনুষ্ঠিত

(১০) فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○

(১১) وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْٓا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ط قُلْ
مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ○

১০. নামায শেষ হলে পর তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ অন্বেষণ করো এবং আল্লাহ্‌র যিকির করো প্রচুর, তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।[১৩]

১১. তারা যখন কোন ব্যবসায় কিংবা ক্রীড়া-কৌতুক দেখে তখন তোমাকে দণ্ডায়মান রেখে বিক্ষিপ্ত হয়ে সেদিকে চলে যায়। তুমি বলো, আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসায়-বাণিজ্য থেকে উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।[১৪]

হয় একটি নির্দিষ্ট স্থানে একবার। এরপর এটি হারালে আর কোথায় জামাআত পাবে? আল্লাহ্‌র স্মরণ করার অর্থ খুতবা দেওয়া। এর ব্যাপকতার মধ্যে নামাযও অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ এতোটা সময় হাতে নিয়ে মসজিদে যাবে যাতে খুতবা শোনা যায়। তখন বেচা-কেনা করা হারাম। "দৌড়ে যাওয়া" অর্থ পরিপূর্ণ গুরুগাম্ভীর্য সহকারে প্রস্তুতি নিয়ে তথায় যাওয়া। আযান শুনে পালিয়ে যাওয়ার কথা উদ্দেশ্য নয়।

জুমু'আর দ্বিতীয় আযান রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগ থেকেই চালু ছিল, বর্তমান কালের প্রথম আযান হযরত উছমান (রা)-র আমলে চালু হয়

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কুরআন মজীদে نُوْدِيَ (আহবান করা হয়) দ্বারা সেই আযান বুঝানো হয়েছে আয়াত নাযিল হওয়ার সময় যেটি বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ যেটি ইমামের সম্মুখে দেয়া হয়। কারণ এর পূর্ববর্তী আযান হযরত উছমান (রা)-এর যুগে সাহাবায়ে কিরামের ঐকমত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়েছে। বেচাকেনা হারাম হওয়ার মাসআলায় এই আযানের বিধানও পুরাতন আযানের ন্যায়।

যেহেতু কারণ এক হলে বিধানও এক হয়। তবে পুরাতন আযানের ক্ষেত্রে এই হুকুম স্পষ্টভাবে অকাট্য আর নতুন আযানে এটি গবেষণা সাপেক্ষ ও অনিশ্চিত। এই আলোচনা দ্বারা সকল বুদ্ধিভিত্তিক মতদ্বৈততা রহিত হয়ে গেলো। উপরন্তু এটিও জানা দরকার যে, এখানে। يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত নয়, বরং ব্যতিক্রম সাপেক্ষ সাধারণ আহবান। কারণ কতক মুসলমানের উপর (মুসাফির, রুগ্ন) জুমু'আ ফরয নয়।

১২. আখিরাতের কল্যাণের মুকাবিলায় পার্থিব লাভ-লোকসানের কোন মূল্য নেই। তাতো স্পষ্ট।

১৩. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "ইয়াহূদীদের জন্য সপ্তাহে একদিন ছিল ইবাদতের উদ্দেশে নির্ধারিত। উক্ত দিবসে সারাদিন ব্যবসা-বাণিজ্য তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। তাই আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন, তোমরা নামাযের পর জীবিকা অন্বেষণ করো এবং জীবিকা অন্বেষণের সময়ও আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফিল হয়ো না"।

আয়াতের শানে নুযূল

১৪. একদা মহানবী (সা) জুমু'আর খুতবা দিচ্ছিলেন। তখন ব্যবসায়ী কাফেলা পণ্যদ্রব্য নিয়ে সফর থেকে ফিরে আসে। তাদের উপস্থিতি জানানোর জন্য ঢংকা বাজছিল। পূর্ব থেকেই শহরে খাদ্যশস্যের অভাব ছিল। বাণিজ্যিক কাফেলার আগমন টের পেয়ে তা থামিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের জন্য সবাই দৌড়ে গেল (হয়ত তাদের ধারণা ছিল যে, খুতবার বিধান ও অন্যান্য ওয়াজ -নসীহতের ন্যায়, যেখানে প্রয়োজনে চলে যাওয়ার অবকাশ আছে। পরে এসে নামায আদায় করে যাবে। অথবা নামায প্রথমে আদায় করা হয়েছে। যেমন কেউ কেউ বলেন, তখন জুমু'আর নামায আগে আদায় করা হতো, এরপর খুতবা দেয়া হত। যাই হোক,খুতবার বিস্তারিত বিধান তখন তাদের জানা ছিলো না)। অধিকাংশ লোক মসজিদ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। মাত্র বারজন লোক (তাঁদের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন) অবশিষ্ট ছিল। এই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য ও দুনিয়ার খেলাধুলা কী? সেই চিরস্থায়ী সম্পদ অর্জন করো যা আল্লাহ্র নিকট রয়েছে এবং মহানবী (সা)-এর সাহচর্য, যিকির ও ইবাদতের মজলিসে যা পাওয়া যায়। তবে দুর্ভিক্ষের কারণে জীবিকার যে সমস্যা, যার প্রেক্ষিতে তোমরা উঠে গিয়েছ সে ব্যাপারে স্মরণ রেখো যে, জীবিকা আল্লাহ্র হাতে এবং তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা।/সেই মহামালিকের যারা দাস তাদের জীবিকার ধান্ধায় চিন্তিত হওয়া চলে না/ এই সতর্কবাণী ও চেতনা সৃষ্টির পর সাহাবা-ই কিরামের অবস্থান তাই হলো যা সূরা নূর-এ উল্লেখিত হয়েছে ঃ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

"তারা এমন লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে আল্লাহ্র যিকির থেকে গাফিল করতে পারে না"।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ لَهْوٌ বলা হয় এমন সব কাজকে যা মানুষকে আল্লাহ্র যিকির থেকে উদাসীন করে দেয়। যেমন খেলাধুলা, ক্রীড়া-কৌতুক। সম্ভবত আয়াতে ঢংকার শব্দকে لَهْوٌ -রূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সূরা আল-মুনাফিকূন

১১ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ
لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ
(٢) اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا
كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝

১. তোমার নিকট যখন মুনাফিকরা আসে তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দেই যে, আপনি নিশ্চয় আল্লাহ্‌র রাসূল।[১] আল্লাহ্ জানেন, তুমি তাঁর রাসূল। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দেন, এই মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।[২]
২. তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালস্বরূপ ব্যবহার করে,[৩] এরপর আল্লাহ্‌র পথ থেকে নিবৃত্ত করে, তারা অত্যন্ত মন্দ কর্ম করে।[৪]

মিথ্যাচার মুনাফিকদের প্রধান চরিত্র

১. অর্থাৎ আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, আপনি আল্লাহ্‌র রাসূল।

২. অর্থাৎ তাদের অন্তরে এ বিশ্বাস পোষণ করার যে দাবী তারা করছে তাতে তারা মিথ্যাবাদী। মূলত তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাসূল হওয়ার বিষয়টি বিশ্বাস করে না, পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে শুধু মুখে তা বলছে। অন্তরে তারা ধারণা রাখে যে, আমরা মিথ্যা বলছি। শুধু এক্ষেত্রে কেন মিথ্যা বলা তো তাদের পরিচিতি ও বৈশিষ্ট্যে

(٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৩. তা এজন্য যে, তারা ঈমান আনার পর কুফরী করেছে। ফলে মোহর লেগে গেছে তাদের অন্তরসমূহের উপর, এখন তারা কিছুই বুঝে না।[৫]

পরিণত হয়েছে। কথায় কথায় তারা মিথ্যা ও অসত্য বলে কাজ-হাসিল করে। বস্তুত আলোচ্য সূরাতে একটা ঘটনার বর্ণনা আছে যেখানে তারা স্পষ্ট মিথ্যা বলেছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে তা মিথ্যা বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

৩. অর্থাৎ মিথ্যা শপথ করে বলে, "আমরা মুসলমান" আর এভাবে ইসলামী মুজাহিদদের হস্তক্ষেপ থেকে নিজেদের জানমাল রক্ষা করার জন্য শপথগুলোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। যখনই অপরাধমূলক কোন বিষয় তাদের থেকে প্রকাশ পায় এবং তৎপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসাবাদের আশংকা দেখা দেয় তখনই মিথ্যা শপথ করে মুক্তি পেয়ে যায়।

৪. অর্থাৎ ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের কটূক্তি, বক্রোক্তি, দোষারোপ ও ছিদ্রান্বেষণ করে অন্যদেরকে ইসলামে প্রবেশে বাধা দেয়। অন্য লোকেরা এদেরকে বাহ্যিকভাবে মুসলমান দেখার কারণে তাদের বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্যে প্রতারিত হয়। ফলে তাদের মিথ্যা শপথের বিপর্যয় শুধু তাদের মধ্যে সীমিত থাকে না বরং অন্যের প্রতিও সম্প্রসারিত হয়। এর চেয়ে মন্দ কাজ আর কী হতে পারে? (তবে কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রকাশ্যে ইসলামের বিধিবিধান ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি স্বীকার করে, প্রকৃতপক্ষে তা মিথ্যা ও প্রতারণা হলেও, ততক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম তাকে হত্যার অনুমতি দেয় না)।

অন্তর নষ্ট হয়ে গেলে এরপর কল্যাণ লাভের কোন আশা নেই

৫. অর্থাৎ মুখে ঈমান এনেছে অথচ অন্তরে তা অস্বীকার করে। ঈমানের দাবীদার হয়ে কাফিরের কাজ করে। এই বেঈমানী ও প্রতারণার ফল হলো, তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে। সেখানে ঈমান ও হিদায়াত প্রবেশের এখন আর কোনই অবকাশ নেই। এটি তো স্পষ্ট কথা যে, এ পর্যায়ে পৌঁছার পর তাদের আর বুঝার কী আশা করা যেতে পারে? পাপাচার ও বেঈমানীর প্রেক্ষিতে মানুষের মন যদি পুরোপুরিই বিকৃত হয়ে যায়, এরপর পাপ-পুণ্য অনুধাবন করার যোগ্যতা আর তার মধ্যে থাকে কি করে?

(٤) وَاِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۖ وَاِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ۖ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ۖ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۖ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ۖ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ز اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ○

৪. তুমি যখন তাদেরকে দেখবে তাদের চেহারা তোমার কাছে প্রীতিকর মনে হবে। আর তারা যখন কথা বলে তুমি সাগ্রহে তাদের কথা শোন, যদিও[৬] তারা প্রাচীরে ঠেকানো কাঠ সদৃশ[৭] সকল শোরগোলকে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মনে করে।[৮] তারাই শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও।[৯] আল্লাহ্ তাদেরকে ধ্বংস করুন, তারা কোথায় এসে ফিরে যাচ্ছে?[১০]

---

৬. অর্থাৎ অন্তর বিকৃত হয়ে গেছে, কিন্তু দেহখানার দিকে তাকিয়ে দেখো, খুব নাদুস-নুদুস চকচকে, মেদবহুল। কথা বলতে খুব চটপটে, বিজ্ঞ, শ্রুতিমধুর ও স্বচ্ছ ভাষায় বলে। অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেও শুনতে ভালো লাগে। বক্তব্যের বাহ্যিক কাঠামো দেখে তা গ্রহণ করতে মন চায়। এক কবি বেশ যুৎসই কথা বলেছেন ঃ

از بروں چوں گور کافر پر خلل
"বাহিরে সুন্দর যেমন কাফিরের কবর"
واندروں قہر خدائے عز وجل
"ভিতরে রয়েছে তার খোদার কহর"
از بروں طعنه زنی بر بایزید
"ইয়াযীদের দুর্নাম করে লোক দেখানোর তরে"
واز درونت ننگ میدارو یزید
"সংকোচে মরে কিন্তু মনের ভেতরে"

ঈমানহীন অন্তর শুকনো কাঠের ন্যায়

৭. শুষ্ক ও অকেজো কাঠ যা প্রাচীরের সাথে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়, এটি যেমন প্রাণহীন নির্বোধ, দেখতে যতই মযবুত মনে হোক কিন্তু কোন অবলম্বন ছাড়া একমুহূর্তও দাঁড়াতে পারে না। অবশ্য প্রয়োজন হলে জ্বালানির কাজে লাগে। এসব লোকের অবস্থাও তাই। তাদের নাদুস-নুদুস দেহ সব বাহ্যিক খোলস মাত্র। ভেতরে শূন্য ও প্রাণহীন। শুধু জাহান্নামের জ্বালানী হওয়ার যোগ্য।

চোরের মন পুলিশ পুলিশ

৮. অর্থাৎ কাপুরুষ, সাহসহীন, ভীতু কোথাও একটু শোরগোল ও হল্লা-চীৎকার শুনলে মনে করে যে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়লো বুঝি। মহাপাপসমূহ ও

(٥) وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ
رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ○

(٦) سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ
لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ○

৫. যখন তাদেরকে বলা হয়, আসো আল্লাহ্‌র রাসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন তখন তারা মাথা ঘুরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা অহংকার প্রদর্শন করে ফিরে যায়।[১১]

৬. তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর না করো উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ্ কখনও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। নাফরমান লোকদেরকে আল্লাহ্ সৎপথ দেখান না।[১২]

বেঈমানীর কারণে সদা সর্বদা তাদের অন্তরে খটকা লেগে থাকে। কোথায় আবার প্রতারণা ও ফাঁকিবাজির পর্দা ছিঁড়ে গেলো বুঝি! কিংবা আমাদের কর্মকাণ্ডের ফলে কোন দুর্ঘটনা ঘটে গেল নাকি?

৯. অর্থাৎ তারা মারাত্মক ও বিপজ্জনক শত্রু। তাদের ছলচাতুরী সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

১০. অর্থাৎ ঈমান প্রকাশ করার পর এই বেঈমানী এবং সত্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর এই অন্ধকার-প্রীতি কেমন আশ্চর্যজনক ও অদ্ভূত।

মুনাফিকরা তওবার পথে আসে না

১১. কোন সময় মুনাফিকদের কোন নষ্টামি ও প্রতারণার পর্দা উন্মোচিত হলে এবং তাদের মিথ্যা ও বিশ্বাস ভঙ্গের জাল ছিন্ন হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়লে লোকজন তাদেরকে বলে, সময় এখনও শেষ হয়নি, আসো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। প্রিয়নবী (সা)-এর বরকতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দোষক্রটি ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু দম্ভ ও অহংকারের বশে তারা সেদিকে অগ্রসর হয় না। বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে ঘাড় বাঁকা করে মাথা ঘুরিয়ে চলে যায়। কতক হতভাগ্য তো স্পষ্ট বলে দেয়, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ক্ষমা প্রার্থনায় আমাদের দরকার নেই।

১২. অর্থাৎ হতে পারে আপনার চূড়ান্ত দয়া ও মমতার প্রেক্ষিতে আপনি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে প্রস্তুত হবেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কোন প্রকারেই তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আর এরূপ নাফরমানরা তাঁর পক্ষ থেকে হিদায়াতও লাভ করবে না। এ বিষয়ের একটি আয়াত সূরা বারাআতে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানকার পাদটীকা দেখে নিন।

(٧) هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ۗ وَلِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

৭. তারাই বলে, আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে পাশে যারা থাকে তোমরা তাদের জন্যে ব্যয় করো না যতক্ষণ না তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।[১৩] অকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ধন ভাণ্ডার আল্লাহ্‌রই, কিন্তু মুনাফিকরা তা অনুধাবন করে না।[১৪]

মুনাফিকদের অশান্তি সৃষ্টি

১৩. কোন এক পথযাত্রায় দু'জন লোকের মধ্যে ঝগড়া বেঁধেছিল। একজন ছিলেন মুহাজির, অপরজন আনসার। উভয়ের সাহায্যের জন্য নিজ নিজ দলের লোকদেরকে ডাকলেন। ফলে ছোটখাট দাঙ্গাই বেঁধে যাচ্ছিল আর মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় তা অবগত হয়ে বলতে লাগলো, "আমরা যদি তাদেরকে (মুহাজিরদেরকে) এই শহরে স্থান না দিতাম, আজ তারা কি আমাদের সাথে ঝগড়া করতে পারতো? তোমরাই তো তাদের দেখাশুনা ও সেবাযত্ন করছো। তাতে তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পাশে এসে দলবদ্ধ হচ্ছে। তাদের সেবাযত্ন ছেড়ে দাও, অভাব-অনটনে পড়ে তারা এখান থেকে চলে যাবে, সকল একতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।" কুখ্যাত মুনাফিক এও বলেছিল যে, এই সফর থেকে মদীনায় ফিরে গিয়ে শহরে যারা শক্তিশালী তারা অবশ্যই দুর্বলদেরকে শহর থেকে বের করে দিবে। (অর্থাৎ আমরা যারা সম্ভ্রান্ত ও সম্মানী লোক আমরা নিম্নতর মর্যাদাহীন মুসলমানদেরকে বের করে দিবো)।

সাহাবী হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) এসব শুনে মহানবী (সা)-কে তা অবহিত করলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায় ও অন্যানদেরকে ডেকে এর সত্যাসত্য যাচাই করলেন। তারা শপথ করে বলল, যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা) শত্রুতামূলক আমাদের বিরুদ্ধে এসব মিথ্যা কথা বলেছে। এতে লোকজন হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেলো। বেচারা যায়দ (রা) কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে লজ্জাবোধ করছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়। হযরত যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)-কে ডেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন' খোদ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে সত্যায়ন করেছেন।

সকল সম্পদের মালিক আল্লাহ্

১৪. অর্থাৎ ওই মূর্খরা এতটুকু বুঝে না যে, সমগ্র আসমান-যমীনের কোষাগারের মালিক আল্লাহ্। আচ্ছা, যারা একমাত্র তাঁরই সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তাঁর রাসূলের খিদমতে থাকে তিনি কি তাদেরকে উপোস মারবেন। অন্যান্য লোক যদি তাদের সাহায্য বন্ধ করে দেয় তবে তিনিও কি তাদের জীবন-জীবিকার সব পথ বন্ধ করে দিবেন? বরং সত্য কথা এই যে, যারা এই আল্লাহ্ ওয়ালা লোকদের জন্য ব্যয় করছে তাও আল্লাহ্ তা'আলাই তাদের হাতে ব্যয় করাচ্ছেন। আল্লাহ্ তাওফীক না দিলে কেউ এক পয়সাও ভালোকাজে ব্যয় করতে পারে না।

(৮) يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ○

(৯) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ○

৮. তারা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার পর শক্তিশালিগণ দুর্বলদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিবে। শক্তি তো আল্লাহ্‌র, তাঁর রাসূলের এবং ঈমানদারদের, কিন্তু মুনাফিকরা অনুধাবন করে না।[১৫]

৯. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকির থেকে উদাসীন না করে। যারা এরূপ করে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত।[১৬]

---

১৫. অর্থাৎ শক্তিমান ও মর্যাদাবান কারা মুনাফিকরা তা জানে না। জেনে রেখো প্রকৃত ইয্‌যতের মালিক আল্লাহ্ তা'আলা। এরপর তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখার কারণে পর্যায়ক্রমে মহানবী (সা) এবং ঈমানদারগণ ইয্‌যতের অধিকারী।

বর্ণিত আছে যে, মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উবায়-এর উল্লেখিত বক্তব্যের (ইয্‌যতওয়ালাগণ মর্যাদাহীনদেরকে বের করে দিবে) সংবাদ যখন তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে (তিনি খাঁটি মুসলমান ছিলেন) তখন নাঙ্গা তরবারি নিয়ে তিনি তাঁর পিতার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) মর্যাদাবান এবং আপনি মর্যাদাহীন একথা স্বীকার না করলে আজ আপনাকে জীবিত ছাড়বো না, মদীনায়ও ঢুকতে দিবো না। শেষ পর্যন্ত তিনি স্বীকারোক্তি আদায় করে ছেড়েছেন। মুনাফিকদের প্রতি সতর্কবাণী ও তাদের দোষত্রুটি আলোচনার পর পরবর্তী আয়াতগুলোতে ঈমানদারদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে। অর্থাৎ দুনিয়ার মারপ্যাঁচে জড়িয়ে তোমরা যেন আল্লাহ্‌র ইবাদত, আনুগত্য ও আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন হয়ে না যাও, যেমন উদাসীন হয়েছে উপরোল্লিখিত মুনাফিকরা।

কোন্ প্রকারের সন্তান কল্যাণকর ?

১৬. অর্থাৎ চিরস্থায়ী বস্তু ছেড়ে অস্থায়ী বস্তুতে মগ্ন হয়ে পড়া এবং উৎকৃষ্টটি বর্জন করে নিকৃষ্টটিতে জড়িয়ে পড়া মানুষের জন্য জঘন্য ক্ষতি ও লোকসানের কথা। সম্পদ ও সন্তানের ক্ষেত্রে সেগুলো উত্তম যেগুলো আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদত থেকে অমনোযোগী করে না। আর যদি সেগুলোর পেছনে পড়ে কেউ আল্লাহ্‌র যিকির থেকে গাফিল হয়ে যায় তবে সে আখিরাত ও খুইয়েছে এবং দুনিয়াতে মানসিক সুখশান্তি থেকেও বঞ্চিত হয়েছে।

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ-

"এবং যে আমার যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে তার জীবন-জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবো" (সূরা ত্বহা ঃ ১২৪)।

(১০) وَاَنْفِقُوْا مِنْ مَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍۙ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝
(১১) وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا ؕ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

১০. আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তোমাদের আমার নিকট আসার পূর্বেই তা থেকে ব্যয় করো। অন্যথায় তখন তো বলবে, প্রভু হে! আমাকে আর একটু অবকাশ দিলে না কেন, যাতে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

১১. নির্ধারিত সময় এসে গেলে আল্লাহ্ কাউকেই অবকাশ দিবেন না।[১৭] তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্ ওয়াকিফহাল।[১৮]

পাপীরা মৃত্যুর সময় যা কামনা করবে

১৭. এটি সম্ভবত মুনাফিকদের উক্তি لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ (রাসূলুল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না)-এর উত্তরস্বরূপ। অর্থাৎ ব্যয় করাতে তোমাদেরই লাভ। দান-খয়রাত যা করার তাড়াতড়ি করে যাও। তা না হলে মৃত্যুর সময় আক্ষেপ করবে। হায়! আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলাম না কেন? তখন (মৃত্যুর সময়) কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দরবারে নিবেদন পেশ করে বলবে, প্রভু হে! মাত্র কয়েক দিনের জন্য আমার মৃত্যু স্থগিত রাখুন। আমি খুব দান-সদকা করে এবং পুণ্যবান হয়ে হাযির হবো। কিন্তু তখন আর মুলতবীর অবকাশ কোথায়? যার জন্য যতটুকু হায়াত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং যে মেয়াদ নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা পূর্ণ হয়ে গেলে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা হবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি কিয়ামত দিবসে প্রযোজ্য বলে মনে করেন। অর্থাৎ কৃপণ ব্যক্তি হাশর ময়দানে এই আকাঙ্ক্ষা করবে, হায়! আমাকে যদি অল্প সময়ের জন্য দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হয় তবে খুব দান-সাদকা করে পুণ্যবান হয়ে আসতাম।

১৮. অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া হয় যে, (অবশ্য তা কখনো হবার নয়) তোমাদের মৃত্যু আপাতত স্থগিত করে দেয়া হবে কিংবা হাশর ময়দান থেকে তোমাদেরকে দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হবে তবে তোমরা কি আমল করবে তাও আল্লাহ্‌র জানা আছে।

সকলের অভ্যন্তরীণ যোগ্যতা ও প্রতিভা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। সকলের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কর্ম সম্পর্কে পরিজ্ঞাত। তদনুযায়ী তিনি প্রত্যেকের সাথে আচরণ করবেন।

সূরা আত-তাগাবুন

১৮ আয়াত, ২ রুকূ', মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫
وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ○

(٢) هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ○

১. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে সব আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ঘোষণা করে, রাজত্ব তাঁরই[১] এবং প্রশংসাও তাঁরই, তিনি সবকিছু করতে পারেন।

২. তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাদের মধ্যে কতক কাফির ও কতক ঈমানদার।[২] তোমরা যা করছো আল্লাহ্ তা দেখছেন।

আল্লাহ্ তা'আলা-ই সকল রাজত্বের মালিক

১. দুনিয়াতে যাদের রাজত্ব দৃশ্যমান হচ্ছে সব আল্লাহ্ তা'আলার দেয়া রাজত্ব এবং যে প্রশংসাই করা হয় তা মূলত তাঁরই প্রশংসা।

২. তিনি সকল মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রতি ঈমান আন এবং সেই প্রকৃত নেআমতদাতার আনুগত্য করা সকলের কর্তব্য ছিল। কিন্তু কতক হলো কাফির আর কতক হলো ঈমানদার। অবশ্য আল্লাহ্ তা'আলা উভয় পথে যাওয়ার ক্ষমতা বান্দার মধ্যে নিহিত রেখেছেন। কিন্তু প্রথমত তিনি প্রত্যেককে বিশুদ্ধ প্রকৃতি ও প্রতিভা সহকারে সৃষ্টি করেছেন। এরপর কেউ কেউ এই বিশুদ্ধ প্রকৃতির উপর স্থির থেকেছে এবং কেউ কেউ আশেপাশের পরিস্থিতিতে প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে। উভয় প্রকারের লোক সম্বন্ধে আল্লাহ্‌র পূর্ব অবগতি ছিল যে, কারা ভক্ত প্রকৃতির উপর বিদ্যমান থাকবে এবং

(٣) خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ
وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ○

(٤) يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۭ وَ
اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(٥) اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ز فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

৩. তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন পরিকল্পনা মুতাবিক, তিনি তোমাদের আকৃতি দান করেছেন, অনন্তর সুন্দর করেছেন তোমাদের আকৃতি, তাঁর নিকটই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

৪. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা আছে তিনি সব জানেন এবং তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তাও তিনি জানেন। আল্লাহ্ অন্তরের খবর জানেন।

৫. তোমাদের পূর্ববর্তী কাফিরদের বৃত্তান্ত কি তোমাদের নিকট আসেনি? তারা তাদের কর্মের সাজা ভোগ করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।[৫]

কারা ভিন্ন পথ অবলম্বন করবে। এই ভিত্তিতে তারা পুরস্কার কিংবা শাস্তির উপযুক্ত হবে। তাঁর পূর্ব অবগতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'আলা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির তাকদীরে লিখে দিয়েছেন যে, এরূপ হবে। আল্লাহ্র সর্বব্যাপী জ্ঞান এটা বাধ্য করে না যে, বান্দার ইচ্ছাশক্তি ও ইখতিয়ার থাকবে না। আসলে মাসআলাটি খুব জটিল। এ বিষয়ে আমি একটি পৃথক পুস্তক লেখার ইচ্ছা রাখি। আল্লাহ্ তাওফিকদাতা সাহায্যকারী।

স্রষ্টার সুন্দরতম সৃষ্টি মানুষ

৩. সকল প্রাণী অপেক্ষা মানুষের আকৃতি অধিক উৎকৃষ্ট। দেখতেও যেমন সুন্দর, শক্তি সামর্থ্য ও ক্ষমতার ক্ষেত্রেও তেমন সমগ্র পৃথিবীতে আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবীদার, বরং সকল কিছুর সম্মিলিত রূপ ও নির্যাস স্বরূপ। এজন্য সুফীসাধকগণ মানুষকে আলমে সগীর বা ক্ষুদ্রতর পৃথিবী নামে আখ্যায়িত করেন।

৪. অর্থাৎ তোমাদের পূর্বে 'আদ ও ছামূদসহ বহু জাতিকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আখিরাতের শাস্তি তো রয়েছেই। এতদ্দারা সম্বোধন করা হয়েছে মক্কাবাসীদেরকে।

৫. অর্থাৎ আমাদের ন্যায় একজন মানুষকে পথপ্রদর্শক করে পাঠানো হয়েছে? পাঠাতে হলে আকাশ থেকে কোন ফেরেশতা পাঠানো উচিত ছিল। তাদের মনে মানবত্ব ও রিসালাতের মধ্যে যে বিপরীত সম্পর্ক সেজন্য তারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে এবং রাসূলদের কথা মানতে অস্বীকার করেছে।

(٦) ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ
يَّهْدُوْنَنَا ز فَكَفَرُوْا وَ تَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ○
(٧) زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ط قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ
لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ط وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ○
(٨) فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ○

৬. তা এজন্য যে, তাদের রাসূলগণ তাদের নিকট নিয়ে আসতো নিদর্শনাদি, এরপর তারা বলতো, একজন মানুষ কি আমাদেরকে পথ বুঝিয়ে দিবে? অনন্তর তারা কুফরী করেছে এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আল্লাহ্ পরোয়া করেননি। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী প্রশংসার্হ।[৬]

৭. কাফিররা দাবী করে যে, কেউই তাদেরকে পুনরুত্থিত করবে না।[৭] তুমি বলো, কেন নয়? আমার প্রতিপালকের শপথ! নিশ্চয় তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, এরপর তোমরা যা করেছো তা তোমাদেরকে জানানো হবে। এটি আল্লাহ্র জন্য সহজ।[৮]

৮. সুতরাং তোমরা ঈমান আনো, আল্লাহ্র প্রতি, তাঁর রাসূলের প্রতি এবং আমি যে আলো নাযিল করেছি তার প্রতি।[৯] তোমাদের সকল কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ্ অবগত।[১০]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এই আয়াতের প্রেক্ষিতে "রাসূলকে মানুষ বলা কুফরী" এমন মতবাদ প্রমাণ করা চূড়ান্ত বোকামী ও পথভ্রষ্টতা। পক্ষান্তরে যদি কেউ এরূপ বলে দেয় যে, যারা রাসূলগণকে মানুষ বলতে অস্বীকার করে তাদের কুফরীর সপক্ষে আয়াতে প্রমাণ রয়েছে তবে প্রথম পক্ষের চেয়ে দ্বিতীয় পক্ষের দাবী অধিক শক্তিশালী হবে।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ্র কোন পরোয়া নেই। একদিকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রহমত তুলে নিয়েছেন।

৭. অর্থাৎ তারা রিসালাত যেমন অস্বীকার করে তেমন মৃত্যু পরবর্তী পুনরুত্থানও অস্বীকার করে।

৮. অর্থাৎ পুনরুত্থান করা এবং সকলের হিসাব-কিতাব গ্রহণ করা আল্লাহর জন্য কঠিন হবে কেন? দৃঢ় বিশ্বাস রাখো যে, তা অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে। কারো অস্বীকার করার কারণে সেই আসন্ন সময়টির নড়চড় হবে না। তাই অস্বীকৃতির পথ ছেড়ে সেই সময়কার মুক্তির উপায় চিন্তা করাই উচিত।

৯. অর্থাৎ কুরআনুল করীমের প্রতি।

(৯) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ
وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝
(১০) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

(১১) مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ
قَلْبَهٗ ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۝

৯. যেদিন তিনি তোমাদেরকে একত্র করবেন সমাবেশ দিবস সেদিন হার-জিতের দিন।[১১] যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তিনি তার সকল পাপ মোচন করে দিবেন[১২] এবং তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, স্থায়ী হবে তারা সেখানে, এটি বিরাট সাফল্য।[১৩]

১০. যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে তারা জাহান্নামের অধিবাসী, স্থায়ী হবে সেখানে, সেটি অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল।

১১. আল্লাহ্‌র হুকুম ব্যতীত কোন দুঃখ আসে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে তিনি তার অন্তরকে সৎপথ দেখান।[১৪] আল্লাহ্ সব কিছু জানেন।[১৫]

---

১০. অর্থাৎ ঈমানের সাথে আমলও থাকা চাই।

১১. অর্থাৎ সেদিন জাহান্নামীরা হেরে যাবে এবং জান্নাতীগণ বিজয়ী হবে। হেরে যাওয়া অর্থ এই যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত শক্তিগুলোকে অনুপযুক্তস্থানে ব্যয় করে পুঁজি হারিয়ে বসেছে। আর বিজয়ী হওয়া অর্থ একের বদলে হাজারে হাজার লাভ অর্জন করবে। পরবর্তী আয়াতে তার বিবরণ আসছে।

১২. অর্থাৎ যে দোষত্রুটি সংঘটিত হয়েছে ঈমান ও সৎকর্মের বরকতে সেগুলো ক্ষমা করে দেয়া হবে।

সফল ব্যক্তি কে?

১৩. যে ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পেরেছে তার সকল উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং দীদার লাভের স্থানও সেখানেই।

(١٢) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاِنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝

(١٣) اَللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

(١٤) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ ۚ وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

১২. তোমরা আল্লাহ্র এবং রাসূলের হুকুম মানো। তারপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে জেনে রাখো স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছিয়ে দেয়াই আমার রাসূলের দায়িত্ব।[১৬]

১৩. আল্লাহ্, তিনি ব্যতীত কারো বন্দেগী চলবে না। ঈমানদারদের আল্লাহ্র উপরই ভরসা রাখা উচিত।[১৭]

১৪. হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কতক স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের জন্য শত্রু।[১৮] সুতরাং তোমরা তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থাকো। অবশ্য যদি মার্জনা করো, উপেক্ষা করো এবং ক্ষমা করো তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াময়।[১৯]

সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ঈমানদারের বৈশিষ্ট্য

১৪. দুনিয়াতে কোন দুঃখ ও মুসিবত আল্লাহ্র ইচ্ছা ব্যতীত আসে না। ঈমানদারের মধ্যে যখন এ বিশ্বাস আছে তখন দুঃখিত ও মন খারাপ করার কিছু নেই। বরং সর্বাবস্থায় প্রকৃত মালিকের ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা দরকার এবং এরূপ বলা সমীচীন ঃ

نه شود نصيب دشمن كه شود بلاك تيغت
سرد وستاں سلامت كه توخنجر آزمائى

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানদারদের অন্তরকে ধৈর্য ও সহনশীলতার পথ দেখান। এরপর মাআরিফাত ও সুদৃঢ় বিশ্বাসের আশ্চর্যজনক পথসমূহ খুলে যায়। অভ্যন্তরীণ উন্নতি ও আধ্যাত্মিক অবস্থাদির দরজা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

১৫. অর্থাৎ যে কষ্ট ও মুসিবত তিনি প্রেরণ করেছেন তা সজ্ঞানে ও বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছেন। তিনিই জানেন, তোমাদের মধ্যে কে কে প্রকৃত ধৈর্য, স্থিরতা, আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে চলার এবং কার অন্তর কিরূপ অবস্থা ও পরিস্থিতি উদ্ভাবনের যোগ্য।

১৬. অর্থাৎ কোমল ও কঠোর এবং সুখ ও দুঃখ সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশ মেনে চলো। অন্যথায় তোমাদের নিজেদেরই ক্ষতি। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমাদেরকে ভালোমন্দ সব বুঝিয়ে দিয়ে নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। তোমাদের আনুগত্য ও অবাধ্যতায় আল্লাহ্র কোন লাভ-লোকসান নেই।

(١٥) اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗۤ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ۝

১৫. নিশ্চয় তোমাদের সম্পদ ও সন্তান তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। আল্লাহ্‌র নিকট রয়েছে বিরাট প্রতিদান।[২০]

---

১৭. অর্থাৎ মা'বুদ ও সাহায্যদাতা কেবল তাঁরই সত্তা। অন্য কারো ইবাদত করা যাবে না এবং অন্য কারো উপর নির্ভর করা যাবে না।

পরিবার-পরিজনের কতক শত্রু এবং কতক বন্ধু

১৮. অনেক সময় মানুষ তার বৌ-বাচ্চার ভালোবাসায় আল্লাহ্ এবং তাঁর বিধানাবলী ভুলে যায়। এই প্রেক্ষিতে যে অনেক মন্দ কর্ম সংঘটন করতে থাকে এবং ভালো কর্ম থেকে বঞ্চিত থাকে। বৌ-বাচ্চার আবদার অনুরোধ রক্ষা ও সন্তুষ্টি বিধানের চেষ্টা তাকে নিঃশ্বাস নিতে দেয় না। এই চক্রে আবদ্ধ হয়ে সে আখিরাতের কথা ভুলে যায়। এতো স্পষ্ট যে, যেসব পরিবার-পরিজন এত মারাত্মক ক্ষতি ও অনিষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদেরকে কখনো প্রকৃত বন্ধু বলা যেতে পারে না, বরং তারা জঘন্যতম শত্রু। এদের শত্রুতা অনেক সময় অনুভব করা যায় না। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করে দিলেন যে, এ সকল শত্রু থেকে সাবধান থেকো এবং এমন পথ অবলম্বন থেকে নিজেকে রক্ষা করো যার ফল একমাত্র এই যে, তাদের পার্থিব জীবন সজ্জিত করতে গিয়ে নিজের দীন ধ্বংস করবে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, দুনিয়াতে সকল স্ত্রী ও সকল সন্তান একই চরিত্রের। বরং আল্লাহ্‌র অনেক বাঁদী আছে যারা নিজ নিজ স্বামীর দীন ধর্মের হিফাযত করে এবং সৎকাজে তাদের হাত শক্তিশালী করে। বহু সৌভাগ্যবান ছেলেমেয়ে আছে যারা পিতা-মাতার জন্য স্থায়ী সৎকর্মরূপে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯. অর্থাৎ তারা যদি তোমাদের সাথে শত্রুতা করে এবং এর কারণে তোমাদের কোন ক্ষতি হয়ে যায় তবে তার ফল এরূপ হওয়া উচিৎ নয় যে, তোমরা তাদের থেকে প্রতিশোধ নিবে এবং তাদের উপর অন্যায়ভাবে অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করে দিবে। এরূপ করলে কিন্তু পৃথিবীর নিয়ম-শৃংখলা ধ্বংস হয়ে যাবে। বিবেক ও শরীআতের প্রেক্ষাপটে যতদূর সম্ভব তাদের বোকামী ও দোষত্রুটি মাফ করে দিবে এবং ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। এই সুন্দর আচরণের প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়া করবেন এবং তোমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করে দিবেন।

২০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সম্পদ ও সন্তান দান করে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। আল্লাহ্ তা'আলা যাচাই করেন যে, এই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল বস্তুতে জড়িয়ে পড়ে কারা স্থায়ী ও চিরন্তন নেআমতের কথা ভুলে যায় এবং কারা এই সাজ সরঞ্জামগুলোকে আখিরাতের সঞ্চয়রূপে ব্যবহার করে এবং সেখানকার সুমহান পুরস্কার ও প্রতিদানকে এখানকার সীমিত অংশের উপর প্রাধান্য দেয়।

(১৬) فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ؕ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○

(১৭) اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ○

(১৮) عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

১৬. সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে যথাসাধ্য ভয় করো এবং শোন, মেনে চলো[২১] ও ব্যয় করো নিজেদের কল্যাণের জন্য।[২২] মনের কার্পণ্য থেকে যারা রক্ষা পেয়েছে তারাই সফলকাম।[২৩]

১৭. তোমরা যদি আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দান করো, তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বিগুণ করে দিবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন।[২৪] আল্লাহ্ গুণগ্রাহী, সহনশীল।[২৫]

১৮. তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২৬]

---

২১. অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয় অন্তরে পোষণ করে যথাসাধ্য এই পরীক্ষায় অবিচল থাকো, তাঁর নির্দেশ শোন এবং তা পালন করে যাও।

২২. অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে ব্যয় করলে তোমাদের কল্যাণ হবে।

লালসা বর্জন সফলতা লাভের মাধ্যম

২৩. আল্লাহ্ তা'আলা যাকে প্রবৃত্তির লোভ থেকে রক্ষা করেন এবং লালসা ও কার্পণ্য থেকে বাঁচিয়ে রাখেন সেই সাফল্য ও সার্থকতা লাভ করে।

২৪. অর্থাৎ সৎ উদ্দেশ্য ও নিষ্ঠা সহকারে পবিত্র মাল আল্লাহ্র পথে ব্যয় করো। তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার চেয়ে বহু গুণ বেশী তোমাদেরকে দান করবেন এবং তোমাদের দোষত্রুটি ক্ষমা করবেন। এ বিষয়টি ইতিপূর্বে একাধিক স্থানে উল্লেখিত হয়েছে। সেখানে আমরা পূর্ণ আলোচনা করেছি।

২৫. গুণগ্রাহী হওয়ার ফল এই যে, অল্প কর্মে বিরাট সওয়াব দেন। আর সহনশীলতার ফল এই যে, দোষ দেখেই সাথে সাথে শাস্তি পাঠিয়ে দেন না। এরপর বহু অপরাধীকে পূর্ণ ক্ষমাই মঞ্জুর করেন এবং বহু অপরাধীকে লঘু শাস্তি প্রদান করেন।

২৬. অর্থাৎ বান্দার প্রকাশ্য কর্ম ও আভ্যন্তরীণ নিয়্যত সম্পর্কে তিনি অবগত। তাঁর অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি ও প্রজ্ঞা মুতাবিক তাঁর প্রতিফল দিবেন।

সূরা তালাক

১২ আয়াত, ২ রুকূ‘, মাদানী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا
الْعِدَّةَ ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ
اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ
يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝

১. হে নবী! তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে চাও তখন তাদেরকে তালাক দিবে ইদ্দাতের প্রতি লক্ষ্য রেখে[১] এবং ইদ্দাত হিসাব রাখবে।[২] ভয় করো তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌কে। তাদেরকে বের করে দিও না তাদের গৃহ থেকে[৩] এবং তারাও যেন বের না হয় যদি না তারা সুস্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়।[৪] এগুলো আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা লংঘন করে সে নিজেরই ক্ষতি করে।[৫] সে জানে না[৬] হয়ত আল্লাহ্ এই তালাকের পর নতুন কোন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে দিবেন।[৭]

দাম্পত্য জীবনে সমঝোতার সকল পথ রুদ্ধ হলে তালাকের প্রশ্ন

১. মহানবী (সা)-কে সম্বোধনের মাধ্যমে সমগ্র উম্মতকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি (কোন প্রয়োজনে ও একান্তে বাধ্য হলে) তার স্ত্রীকে তালাক

দেয়ার ইচ্ছা করে তখন তার কর্তব্য হলো, ইদ্দাতের হিসাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দেয়া। সূরা বাকারাতে এসেছে যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত হলো তিন ঋতুস্রাব (হানাফী মাযহাব অনুসারে)। সুতরাং ঋতুস্রাব আরম্ভ হওয়ার পূর্বে তোহর (পবিত্র) অবস্থায় তালাক দিবে যাতে পূর্ণ ঋতুস্রাব গণনার মধ্যে আসে। যদি ধরে নেয়া হয় যে, ঋতুস্রাব চলাকালে তালাক দিলো তাহলে দু'পরিস্থিতির যে কোন একটা হবে। যে ঋতুস্রাবে তালাক দিল তা হয়ত গণনা করবে নয়তো করবে না। যদি ওই ঋতুস্রাব গণনা করে তাহলে তালাকের পূর্বে ওই ঋতুস্রাবের যে সময়টি কেটে গেলো তিন ঋতুস্রাব থেকে ওইটুকু কম হয়ে যাবে, যেখানে পূর্ণ তিন ঋতুস্রাব ইদ্দাত সেখানে পূর্ণ তিন হাইয থেকে কিছু কম হয়ে পড়বে। আর যদি সংশ্লিষ্ট ঋতুস্রাবটি ইদ্দাতের মধ্যে গণ্য না করা হয়, বরং পরবর্তী পূর্ণ তিন ঋতুস্রাব ইদ্দাত পালন করা হয় তাহলে সংশ্লিষ্ট ঋতুস্রাবটি অনর্থক অতিরিক্ত হয়ে যাবে। এজন্য শরীআত সম্মত নিয়ম হলো তোহর বা স্ত্রীর পবিত্রতার সময়ে তালাক দেয়া এবং হাদীস শরীফে এই শর্ত উল্লেখ আছে যে, এমন তোহরে তালাক দিবে যেটিতে যৌন মিলন হয়নি।

ইদ্দাতের হিসাব রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

২. অর্থাৎ নারী-পুরুষ দুইজনেরই দায়িত্ব হলো ইদ্দাতের হিসাব স্মরণে রাখা। যাতে অসতর্কতা জনিত কারণে কোন ভুলত্রুটি না হয়ে যায়। উপরন্তু এমন নিয়মে তালাক দিবে যাতে ইদ্দাত পালনে বেশী কিংবা কম না হয় যা পূর্ববর্তী টীকায় আলোচিত হয়েছে।

তালাক খাম-খেয়ালিপনার বিষয় নয়

৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয় মনে রেখে শরীআতের বিধি-বিধান পালন করা কর্তব্য। ঋতুস্রাবকালে তালাক না দেয়া, একই সাথে তিন তালাক না দেয়া এবং তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে (ইদ্দাতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত) তার বাসগৃহ থেকে বের করে না দেয়া শরীআতের বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

৪. অর্থাৎ স্ত্রীগণ নিজেদের ইচ্ছায়ও যেন বাসগৃহ থেকে বেরিয়ে না যায়। কারণ বাসগৃহে অবস্থান করা শুধু মানুষের অধিকার নয় যে, তার সম্মতিতে তা প্রত্যাহৃত হবে, বরং এটি শরীআতেরও নির্দেশ। তবে কেউ যদি স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়, যেমন পাপকর্ম করে কিংবা চুরি করে কিংবা সে যদি ঝগড়াঝাটি করে কিংবা অশান্তি সৃষ্টি করে, তবে বের করে দেয়া জাইয আছে। যদি বিনা প্রয়োজনে ওই মহিলা গৃহ থেকে বের হয় তবে তাও স্পষ্ট অশ্লীলতার অন্তর্ভুক্ত হবে।

৫. অর্থাৎ গুনাহগার ও অপরাধী হয়ে আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগের উপযুক্ত হবে।

৬. لَا تَدْرِىْ শব্দের অর্থ করা হয়েছে, তৃতীয় পুরুষের শব্দ হিসেবে (সে জানে না) যাতে এটা বুঝা যায় যে, আয়াতে তালাক প্রদানকারীকে সম্বোধন করা হয়েছে, নবী করীম (সা)-কে নয়।

(٢) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَّأَشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ
ذٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ
يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ

২. এরপর তারা যখন তাদের ইদ্দাতকাল পূর্তির পর্যায়ে পৌঁছে তখন তাদেরকে রেখে দাও যথোচিত নিয়মে অথবা তাদেরকে ত্যাগ করো নিয়মতান্ত্রিকভাবে[৮] এবং তোমাদের মধ্য থেকে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাও[৯] এবং তোমরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যে যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করো।[১০] যারা আল্লাহ্‌তে এবং আখিরাতে ঈমান আনো এ উপদেশ থেকে তারা বুঝে নিবে।[১১] যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ্ তার মুক্তির পথ করে দিবেন।[১২]

---

৭. অর্থাৎ এমনও হতে পারে যে, উভয়ের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যাবে এবং তালাকের ঘটনায় অনুতপ্ত হবে।

রিজঈ তালাকের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থা নিতে হবে

৮. অর্থাৎ রিজঈ তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বে নিয়ম মাফিক স্ত্রীকে ফিরিয়ে এনে নিজের বিবাহভুক্ত থাকতে দিবে অথবা ইদ্দাত শেষ হওয়ার পর যুক্তিসংগত পন্থায় নিয়ম মাফিক তাকে পৃথক করে দিবে। মর্ম এই, স্ত্রীকে রাখতে হলেও তখনই সময়, আর পরিত্যাগ করতে হলেও তখনই সময়। তবে সর্বাবস্থায় মানবিক ও ভদ্র আচরণ করতে হবে। এরূপ করো না যে, রাখার ইচ্ছা নেই তবুও ফিরিয়ে এনে শুধু শুধু তার ইদ্দাত দীর্ঘ করবে অথবা রাখার পর তাকে অত্যাচার নির্যাতন ও তিরস্কার করবে।

৯. অর্থাৎ তালাক দেয়ার পর ইদ্দাত শেষ হওয়ার পূর্বে যদি ওই স্ত্রীকে বিবাহাধীন রাখতে চায় তবে "ফিরিয়ে আনার" বিষয়ে দুইজন লোককে সাক্ষী বানাবে। যাতে সমাজে অপবাদের সম্মুখীন হতে না হয়।

১০. এটি সাক্ষীদের প্রতি নির্দেশ। সাক্ষ্য প্রদানকালে তারা যেন আঁকাবাঁকা কথা না বলে। সত্য ও সঠিক কথা বলতে হবে।

জাহিলী যুগের নারীর অবস্থা

১১. জাহিলী যুগে নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হতো। তাদেরকে পশু ও নিকৃষ্ট কারাবন্দীর ন্যায় মনে করা হতো। কেউ কেউ নিজের স্ত্রীকে শত শতবার তালাক দিতো। এরপরও সেই বেচারীর বিপদ শেষ হতো না। কুরআন

وَّيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ ؕ وَمَنۡ يَّتَوَكَّلۡ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسۡبُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمۡرِهٖ ؕ قَدۡ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىۡءٍ قَدۡرًا ○ (৩)

৩. এবং তিনি এমন স্থান থেকে তার রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন যা সে ভাবতেও পারে না।[১৩] যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কার্যে পূর্ণতা সাধন করেন। আল্লাহ্ সব কিছুর জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।[১৪]

কারীমের একাধিক স্থানে এই জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয়েছে। এবং বিবাহ ও তালাকের ব্যাপারে দায়দায়িত্ব ও সীমারেখা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। সর্বোপরি এই সূরায় একটি যথোচিত প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশ ঘোষিত হয় ঃ

فَاَمۡسِكُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ اَوۡ فَارِقُوۡهُنَّ بِمَعۡرُوۡفٍ

"তাদেরকে রাখতে চাইলে নিয়ম মাফিক রাখবে আর ত্যাগ করতে চাইলেও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ত্যাগ করবে"।

কিন্তু এই সোনালী উপদেশ দ্বারা উপকৃত হবে শুধু তারা আল্লাহ্র প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি যাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। কারণ এই বিশ্বাসই মানুষের মনে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করে। আর সেই ভয়ের প্রেক্ষিতে মানুষের মনে এই উপলব্ধি জন্মে যে, ভাগ্য ও ঘটনাক্রমে এই দুর্বল মহিলা যেমন আমার অধীনে এসে পড়েছে তেমন আমরা সবাই এক সর্বশক্তিমান প্রবল পরাক্রমশালী সত্তার অধীন। বেশ, একটিমাত্র উপলব্ধি মানুষকে সকল পরিস্থিতিতে জুলুম ও সীমালংঘন থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ্র আনুগত্যের প্রতি উৎসাহিত করে। এজন্য এই সূরাতে তাকওয়ার উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয় মনে পোষণ করে সর্বাবস্থায় তার বিধান পালন করে যাও, তাতে যত কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হওনা কেন। আল্লাহ্ তা'আলা বিপদ থেকে উদ্ধারের উপায় করে দিবেন এবং সমস্যা থেকে নিষ্কৃতির ব্যবস্থা করে দিবেন।

তাকওয়া সাফল্যের চাবিকাঠি

১৩. উভয় জগতের কোষাগারের চাবিকাঠি এবং সকল সাফল্যের মাধ্যম হলো আল্লাহ্র ভয়। এটি দ্বারা সকল বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, অকল্পনীয়ভাবে রিযিক ও জীবিকা পাওয়া যায়, গুনাহ মাফ হয়, জান্নাত লাভ করা যায়, সওয়াব বৃদ্ধি পায় এবং অদ্ভুত এক মানসিক শান্তি ও স্বস্তি অর্জিত হয়, যারপর কোন কষ্ট আর কষ্ট থাকে না এবং সকল দুঃখ ভেতরে ভেতরেই কর্পূরের ন্যায় হাওয়ায় মিশে যায়। একটি হাদীসে প্রিয়নবী (সা) বলেছেন ঃ 'পৃথিবীর সকল লোক যদি এই আয়াতটি দৃঢ়ভাবে আমল করে তবে তাদের জন্য তা যথেষ্ট হবে'।

(٤) وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ
اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَ اُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝
(٥) ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ
سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝

৪. তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব থেকে নিরাশ হয়ে গিয়েছে যদি তোমাদের সংশয় থাকে তাদের ইদ্দাত হলো তিন মাস, আর যাদের ঋতুস্রাব আরম্ভ হয়নি তাদেরও এই বিধান।[১৫] আর যাদের গর্ভে বাচ্চা আছে তাদের ইদ্দাত হলো গর্ভস্থিত বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত।[১৬] যে আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার কর্ম সহজ করে দেন।
৫. এটি আল্লাহ্‌র নির্দেশ, তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে তিনি তার পাপ মোচন করেন এবং তার সওয়াব বাড়িয়ে দেন।[১৭]

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা থাকা অত্যাবশ্যক

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রেখো, শুধু উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করো না। আল্লাহ্‌র কুদরত এই উপায় উপকরণের অনুগত নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যা করতে চান তা পূর্ণ হয়ই। সকল উপায়-উপকরণ তাঁর নির্দেশের অনুগত। তবে তাঁর নিকট সকল কিছুর এক একটি পরিমাণ-পরিসীমা রয়েছে, সেই মুতাবিক এগুলো প্রকাশিত হয়। এ কারণে কোন কিছু অর্জিত হতে বিলম্ব ঘটলে তাওয়াক্কুলকারী বান্দার ভয় পাওয়া উচিত নয়।

তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত

১৫. অর্থাৎ কুরআন করীম ঘোষণা করছে যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার ইদ্দাত তিন ঋতুস্রাব (সূরা বাকারা দ্রষ্টব্য)। যদি কারো সন্দেহ উদ্রেক হয় যে, যে স্ত্রীর ঋতুস্রাব আরম্ভই হয়নি কিংবা বার্ধক্যের কারণে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে তার ইদ্দাত কি হবে, তার উত্তরে বলে দেয়া হয়েছে। তাদের ইদ্দাত তিন মাস।

অন্তঃসত্ত্বা মহিলার ইদ্দাত

১৬. জমহুর তথা প্রায় সকল ইমামের মতে গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত হল গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। তা যদি এক মিনিট পরেই হয়ে যায় কিংবা যত দীর্ঘ সময় পরে হোক। এ ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্তার ইদ্দাত এবং বিধবার ইদ্দাত এক প্রকার। হাদীস শরীফে এর স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে।

(٦) اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ ؕ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗۤ اُخْرٰى ۝

৬. তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমরা যেখানে বসবাস করো তাদেরকেও সেখানে বসবাস করতে দাও।[১৮] তাদেরকে সংকটাপন্ন করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কষ্ট দিও না।[১৯] তারা যদি গর্ভবতী হয় তবে তাদের জন্য ব্যয় করো বাচ্চা প্রসব না করা পর্যন্ত।[২০] তারা যদি তোমাদের জন্য দুধ পান করায় তবে তাদেরকে বিনিময় প্রদান করো। নিজেদের মধ্যে সুপরামর্শ করো।[২১] আর তোমরা যদি জিদ ধরো তবে অন্য নারী দুধ পান করাবে।[২২]

---

১৭. প্রায় প্রত্যেক বাক্যেই তাকওয়া অর্জন ও আল্লাহ্ ভীতির বিষয়টি বিভিন্ন আঙ্গিকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যাতে তিলাওয়াতকারী বারবার অনুভব করে যে, স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব অত্যধিক।

ইদ্দাত পালনকালে স্ত্রীর প্রাপ্য

১৮. তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তার ইদ্দাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বসবাসের স্থানের ব্যবস্থা করে দেয়া তালাকাদাতা স্বামীর কর্তব্য। শরীআতের পরিভাষায় এটি সুকনা (سُكْنٰى)। সুকনার ব্যবস্থা করা যখন ওয়াজিব, ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করাও তার উপর ওয়াজিব। কারণ তার খাতিরে মহিলাটি এতদিন পর্যন্ত এখানে আবদ্ধ থাকবে। কুরআন করীমের বাণী ঃ

مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ

"তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী যেরূপ গৃহে বাস করো তাদেরকেও বসবাসের জন্য সেরূপ গৃহ দাও। তাদেরকে কষ্ট দিয়ে সংকটাপন্ন করো না"-এর মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, তাকেও নিজের সামর্থ্য ও মর্যাদা অনুযায়ী নিজের ঘরে থাকতে দাও। এটি স্পষ্ট কথা যে, সামর্থ্য অনুযায়ী রাখার মধ্যে তার খাদ্য, পানীয় ও পোশাকের ব্যবস্থা নিহিত রয়েছে। এ কারণে হযরত ইব্‌ন মাসঊদ (রা)-এর কুরআনে সংকলনে এতটুকু কথা অতিরিক্ত আছে ঃ

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُّجْدِكُمْ "তোমরা যে পর্যায়ে থাকো তাদেরকে সে পর্যায়ে থাকতে দাও এবং তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের জন্য ব্যয় করো"।

হানাফী মাযহাবে এই বসবাসের ব্যবস্থা এবং ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা সকল প্রকারের তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্যে প্রযোজ্য। শুধু রিজঈ তালাকপ্রাপ্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ পূর্ব থেকে এ প্রসংগে যা আলোচিত হয়ে এসেছে, যেমন ঋতুস্রাব থেকে নিরাশ বৃদ্ধা, ঋতুস্রাব না আসা বালিকা এবং গর্ভবতী মহিলার ইদ্দাত, এসব ক্ষেত্রে কোন বিশেষ প্রকারের তালাকপ্রাপ্তাকে নির্দিষ্ট করা হয়নি। তাহলে এখানে এসে এই বিধানটিকে একটি বিশেষ শ্রেণীর তালাকপ্রাপ্তা অর্থাৎ রিজঈ তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য সীমিত রাখা হবে কেন?

তবে ফাতিমা বিন্‌ত কায়েস (রা)-এর হাদীসটি আলোচনা সাপেক্ষ। তাতে তিনি বলেছেন, আমার স্বামী আমাকে তিন তালাক প্রদান করেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) আমার জন্য বাসগৃহ ও ভরণ-পোষণের নির্দেশ দেননি। হযরত উমার ফারূক (রা) আইশা সিদ্দীকা (রা) এবং অন্যান্য সাহাবী ও তাবিঈগণ (রা) এই হাদীস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বরং ফারূকে আযম (রা) এই পর্যন্ত বলেছেন, একজন মহিলার বর্ণনার প্রেক্ষিতে আমরা আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সুন্নাত ত্যাগ করতে পারি না। ওই মহিলা ভুলে গেল, নাকি তার স্মরণে আছে তাও তো আমরা বলতে পারি না। হযরত ফারূকে আযম (রা)-এর বক্তব্য থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, আল্লাহ্‌র কিতাব দ্বারা তিনি বুঝেছিলেন যে, তিন তালাকপ্রাপ্তা মহিলার জন্য বাসগৃহ ও ভরণ-পোষণ ওয়াজিব এবং এর সমর্থনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোন হাদীসও তাঁর নিকট ছিল। বস্তুত ইমাম তাহাবী (র) প্রমুখ এমন কিছু রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করেছেন যাতে হযরত উমার (রা) স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন, এই মাসআলা আমি নবী করীম (সা)-এর নিকট শুনেছি। সুনান দারু কুতনী গ্রন্থে হযরত জাবির (রা)-এর একটি হাদীসে আছে যাতে এ বিষয়টি স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। যদিও এর বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে এবং হাদীস মারফূ' ও মাওকুফ হওয়া সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ রয়েছে।

অন্যদিকে এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স তার শ্বশুর-পক্ষীয় লোকজনের সাথে দুর্ব্যবহার করতেন। তাই রাসূলুল্লাহ্ (সা) তার জন্য বাসগৃহের রায় দেননি। কতক বর্ণনা দ্বারা অবশ্য তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই তিনি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন শ্বশুর-পক্ষীয়দের ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর বাসগৃহ যখন নেই তখন ভরণ-পোষণের প্রশ্নও বিলুপ্ত হয়ে গেলো। যেমন অবাধ্য মহিলার ক্ষেত্রে (যে স্বামীর অবাধ্য হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়) ভরণ-পোষণের অধিকার বিলোপ হয়ে যায় যতক্ষণ না ঘরে ফিরে আসে। (আবূ বকর রাযী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন)। তদুপরি জামে তিরমিযী ও অন্যান্য কিতাবের কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে যে, ভরণ-পোষণের জন্য ফাতিমা বিন্‌ত কায়সকে শস্য দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সে তার অতিরিক্ত দাবী করেছিল যা মঞ্জুর হয়নি। এ প্রেক্ষাপটে রিওয়ায়াতের অর্থ হবে পুরুষের পক্ষ থেকে যা দেয়া হচ্ছিল তার অতিরিক্ত দাবী রাসূলুল্লাহ্ (সা) মঞ্জুর করেননি (আল্লাহ্ই ভালো জানেন)।

তবে একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, নাসাঈ, তাবরানী ও মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স-এর একটি বর্ণনা আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্পষ্ট বলে

(٧) لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۟

৭. সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুসারে ব্যয় করবে এবং যার জীবিকা সীমিত আল্লাহ্ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে সে ব্যয় করবে। আল্লাহ্ যাকে যতটুকু সামর্থ্য দিয়েছেন তাকে তার অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। আল্লাহ্ কষ্টের পর সুখ দিবেন।২৩

দিয়েছেন, বাসগৃহ এবং ভরণ-পোষণ সেই মহিলার জন্য প্রযোজ্য যাকে ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব। তবে এই রিওয়ায়াতগুলোর সনদ খুব একটা শক্তিশালী নয়।

ইমাম যায়লাঈ (র) "তাজরীজে হিদায়া" গ্রন্থে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, সেখানে দেখে নিতে পারেন।

১৯.অর্থাৎ জুলুম-অত্যাচার করো না, যাতে অতিষ্ঠ হয়ে সে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

২০. গর্ভকাল কখনো কখনো খুব দীর্ঘ হয়ে যায়। তাই বিশেষভাবে বলে দিলেন যে, ঐ সময় যত দীর্ঘই হোক গর্ভ খালাস না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ চালিয়ে যেতে হবে। এমন নয় যে, তিন মাস দিয়ে তারপর বন্ধ করে দিবে।

সন্তানকে দুধ পান করানোর ব্যাপারে মায়ের অধিকার

২১. অর্থাৎ সন্তান প্রসব করার পর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি তোমাদের খাতিরে এই সন্তানকে দুধ পান করায় তবে অন্য কোন মহিলাকে যা বিনিময় প্রদান করতে একেও সে পরিমাণ বিনিময় প্রদান করবে এবং যুক্তি সংগত পন্থায় পরস্পর পরামর্শ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা নির্ধারণ করে নিবে, অযথা জিদ ধরবে না। একে অন্যের সাথে ভালো আচরণ করবে। মহিলাও তার সন্তানকে দুধ দানে অস্বীকৃতি জানাবে না এবং পুরুষটিও সন্তানের দুধ পানের জন্য অন্যকে দায়িত্ব দিবে না।

২২. অর্থাৎ পারস্পরিক জিদ ও গোয়ার্তুমির কারণে মহিলা যদি তার সন্তানকে দুধ পান করাতে রাযী না হয় তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। দুধ পান করানোর জন্য অন্য মহিলার ব্যবস্থা করা যাবে। এই মহিলার অত অহংকার করা উচিত নয়। আর পুরুষ যদি জিদ ও গোঁয়ার্তুমি বশত বাচ্চাটিকে তার মায়ের দুধ পান করাতে না চায় তাহলে অন্য কোন মহিলার তো ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাকে কিছু বিনিময় দিতে হবে। সুতরাং তা বাচ্চার মাকে দিতে অসুবিধা কোথায়?

সন্তান লালন-পালনের ব্যয়ভার পিতাই বহন করবে

২৩. অর্থাৎ সন্তানের লালন-পালনের ব্যয়ভার পিতাকেই বহন করতে হবে। সচ্ছল পিতা তার সচ্ছলতা অনুপাতে ব্যয় করবে, আর দরিদ্র পিতা তার অবস্থা অনুপাতে ব্যয় করবে। কাউকে যদি আল্লাহ্ তা'আলা বেশী সচ্ছলতা না দেন শুধু দিন এনে দিন খেয়ে

(৮) وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا
شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○

(৯) فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ○

(১০) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ ۚۖ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۛ قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ○

৮. বহু জনপদ লংঘন করেছে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ, এরপর আমি তাদের নিকট থেকে কঠিন হিসাব গ্রহণ করেছি এবং তাদের উপর আপতিত করেছি অদেখা শাস্তি।[২৪]

৯. ফলে তারা তাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের কর্মের পরিণাম হয়েছিল ক্ষতিকর।[২৫]

১০. আল্লাহ্ তৈরী রেখেছেন তাদের জন্য কঠোর শাস্তি।[২৬] সুতরাং আল্লাহ্‌কে ভয় করো হে বিবেক সম্পন্ন মানুষগণ।[২৭] যাদের ঈমান রয়েছে, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি উপদেশ নাযিল করেছেন।[২৮]

বাঁচার মত জীবিকা দেন সে তা থেকেই অবস্থা মুতাবিক ব্যয় করবে। আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না। অভাবের সময় নিজের সামর্থ্য ও সংগতি অনুযায়ী আল্লাহ্‌র নির্দেশে ব্যয় করলে আল্লাহ্ তা'আলা সেই অভাব ও দরিদ্রতাকে সুখ ও সচ্ছলতায় পরিণত করে দিবেন।

২৪. অর্থাৎ শরীআতের বিধিবিধান পালনে (বিশেষত মহিলাদের সম্পর্কিত বিষয়ে) অধিক যত্নবান হও। যদি নাফরমানী করো তবে মনে রেখো, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করার অপরাধে বহু জনপদবাসীকে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। দম্ভ দেখিয়ে তারা যখন সীমা লংঘন করলো তখন আমি তার প্রতিশোধ নিলাম, কঠিনভাবে নিলাম কোন কাজই ক্ষমা করিনি। এরপর তাদেরকে এমন অদ্ভুত শাস্তি দিয়েছি যা তারা কখনো চোখে দেখেনি।

২৫. অর্থাৎ জীবনভর যা ব্যবসা করেছিলে এখন শেষ পর্যন্ত তাতে লোকসান হয়ে সকল পুঁজি মার খেয়ে গেলো।

২৬. পূর্বে পার্থিব শাস্তির কথা ছিল, এটি পরকালীন শাস্তির বর্ণনা।

২৭. অর্থাৎ এই শিক্ষণীয় ঘটনা শুনে বুদ্ধিমান ও ঈমানদার মানুষদের মনে এই ভয় রাখা উচিত যে, কখনো কোন অবস্থায় যেন আমাদের থেকে এমন আচরণ প্রকাশ না পায় যার ফলে আল্লাহ্‌র শাস্তিতে পতিত হতে হয়।

(١١) رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ
بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ
خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا ؕ قَدْ اَحْسَنَ اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝

(١٢) اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ؕ
يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ
وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۝

১১. একজন রাসূল তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র স্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে[২৯] ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যাওয়ার জন্য।[৩০] যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, তিনি তাকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত। তারা চিরদিন থাকবে সেখানে। আল্লাহ্ তাদেরকে উত্তম রিযিক দিয়েছেন।[৩১]

১২. আল্লাহ্, তিনি সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তর আকাশ এবং পৃথিবীও সে পরিমাণে।[৩২] তাঁর নির্দেশ নাযিল হয় এগুলোর মধ্যে[৩৩] যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে পারেন এবং সবকিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানভুক্ত।[৩৪]

---

২৮. অর্থাৎ কুরআন মজীদ। আর যিকির (ذكر) দ্বারা যদি যাকের (ذاكر) বুঝানো হয় তবে এর অর্থ হযরত মুহাম্মাদ (সা)।

২৯. অর্থাৎ সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ যেগুলোর মধ্যে খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্‌র বিধানাবলী বিধৃত রয়েছে।

৩০. অর্থাৎ কুফরী ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে তাদেরকে যেন ঈমান, জ্ঞান ও আমলের আলোতে নিয়ে আসেন।

৩১. জান্নাতের চেয়ে উৎকৃষ্ট রিযিক আর কোথায় পাওয়া যাবে?

ভূ-মণ্ডল সাত স্তরবিশিষ্ট

৩২. অর্থাৎ ভূ-মণ্ডলও সৃষ্টি করেছেন সাত স্তরে। তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে। তবে ভূমির সে স্তরগুলো দেখা নাও যেতে পারে আবার দেখা যেতেও পারে। তবে মানুষ হয়ত সেগুলোকে নক্ষত্র বলে ধারণা করে। যেমন মঙ্গলগ্রহ

প্রভৃত সম্পর্কে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানিগণ বলেন যে, তাদের ধারণায় সেখানে পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও বসতি রয়েছে। অবশ্য অন্যান্য স্তরগুলো এই স্তরের নিম্নে রয়েছে বলে হাদীসে যা উল্লেখ আছে সে সম্পর্কে বলা যায় যে, হাদীসে সম্ভবত বিশেষ বিশেষ সময়ের অবস্থানে সম্পর্কে ইঙ্গিত রয়েছে। আর কোন কোন সময় ওগুলো পৃথিবীর উপরে উঠে যায়।

হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনায় যা এসেছে اٰدَمُهُمْ كَاٰدَمِكُمْ (তাদের আদম তোমাদের আদমের ন্যায়) এখানে তা ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। হযরত মাওলানা মোহাম্মাদ কাসিম (র)-এর কতক পুস্তিকায় এ সম্পর্কিত কতক বিষয়ে সুন্দর আলোকপাত করা হয়েছে।

৩৩. অর্থাৎ বিশ্বের পরিচালনা ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত (تكوينيه) ও বিধিগত নির্দেশ আকাশরাজি ও ভূখণ্ডসমূহের মধ্যে অবতীর্ণ হয়।

জগত সৃষ্টির তাৎপর্য

৩৪. অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা এবং এগুলোতে পরিচালনাগত নিয়ম-শৃংখলা বজায় রাখার পেছনে উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ্ তা'আলার জ্ঞানমূলক গুণ ও ক্ষমতামূলক গুণের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। আল্লাহর অন্যান্য গুণাবলী কোন না কোন প্রকারে এ দুটো গুণের সাথে সম্পর্কিত হয়। সূফী সম্প্রদায়ের মধ্যে আলোচিত হাদীসে কুদসী كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ "আমি ছিলাম লুকায়িত ভাণ্ডার, এরপর নিজেকে পরিচিত করতে চাইলাম"।

মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদাসটি সহীহ্ না হলেও এর ভাব ও বিষয় সম্ভবত আলোচ্য আয়াতের মর্ম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

সূরা আত-তাহ্‌রীম

১২ আয়াত, ২ রুকূ‘, মাদানী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبۡتَغِيۡ مَرۡضَاتَ اَزۡوَاجِكَ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوۡرٌ رَّحِيۡمٌ ۝

১. হে নবী![১] আল্লাহ্ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তা তুমি হারাম করো কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি বিধান করছো।[২] আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াময়।[৩]

সূরাটি নাযিলের পটভূমি

১., সূরা আহযাবের টীকায় অতিক্রান্ত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা‘আলা যখন মুসলমানদেরকে বিজয়সমূহ দান করলেন এবং লোকজন সুখী ও সচ্ছল হয়ে গেলো তখন মু’মিন জননিগণ অর্থাৎ নবী-পত্নীগণ মনে করলেন, আমরা একটু সুখভোগ করবো না‘ কেন? এই সূত্রে তাঁরা একত্র হয়ে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দরবারে কিছু অতিরিক্ত ভরণ-পোষণের আবেদন জানালেন।

সহীহ্ মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে, وَهُنَّ حَوْلِي يَطْلُبْنَنِي النَّفَقَةَ। “তারা আমার পাশে উপস্থিত আমার নিকট ভরণ-পোষণ দাবি করছ”।

সহীহ্ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, وَحَوْلَهُ نِسْوَةٌ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ “তার পাশে মহিলাগণ উপস্থিত ছিল, তারা কথা বলছিল অতিরিক্ত কিছুর আবেদন করছিল”।

এই প্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর (রা) হযরত আইশা (রা)-কে এবং হযরত উমার (রা) হযরত হাফসাকে (রা) ধমক দিলেন। রাসূল-পত্নীগণ (রা) শেষ পর্যন্ত ওয়াদা করেছিলেন. “আপনার নিকট যা নেই ভবিষ্যতে কখনো আমরা তা দাবী করবো না”।

তারপর ঘটনা পরম্পরায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) নিজ স্ত্রীদের সাথে "ঈলা" (স্ত্রীদের সাথে দাম্পত্য সুলভ মেলামেশা না করার শপথ) করেন। অবশেষে সূরা আহযাবের ইখতিয়ার বিষয়ক আয়াত (রাসূল পত্নীদেরকে সুযোগ দেয়া হয়েছিল পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য চাইলে রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার আর আল্লাহ্ ও রাসূলের সন্তুষ্টি চাইলে দাম্পত্য সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখার) নাযিল হয়ে এ বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা করে দিল। ইতোমধ্যে আরও কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) কিছুটা দুঃখ পেয়েছিলেন। মূলত প্রিয়নবী (সা)-এর সাথে তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রীদের প্রীতি ও ভালবাসার যে সুগভীর সম্পর্ক ছিল তা থেকেই কুদরতীভাবে তাদের পরস্পরের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রত্যেক স্ত্রীর আগ্রহ ও প্রচেষ্টা ছিল যেন নিজে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বোচ্চ আকর্ষণ ও ভালোবাসার পাত্র হয়ে উভয় জগতের ফয়েয ও বরকত অর্জনে ধন্য হবেন। একজন পুরুষের জন্য এটি ধৈর্য, বিচক্ষণতা ও সদাচরণের এক নাজুক পরিস্থিতি। কিন্তু এই নাজুক পরিস্থিতিতেও প্রিয়নবী (সা)-এর দৃঢ়তা ও স্থিরতা এমন মজবুত ছিল যা কেবল নবীশ্রেষ্ঠ থেকেই আশা করা যায়।

নবী করীম (সা)-এর নিয়ম ছিল, তিনি প্রতিদিন আসর নামাযের পর অল্প সময়ের জন্য সকল সহধর্মিণীর নিকট যেতেন। একদিন যয়নব (রা) তাঁর নিকট অল্প মধু পেশ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তা পান করেছিলেন। এরপর কয়েক দিন পর্যন্ত এই নিয়ম চলছিল। হযরত আইশা (রা) ও হাফসা (রা) দু'জনে পরিকল্পনা করলেন যাতে রাসূলুল্লাহ্ সেখানে মধু পান করা ছেড়ে দেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত যয়নব (রা)-এর সেখানে মধু পান করা ছেড়ে দিলেন। তিনি হযরত হাফসা (রা)-কে এসে বললেন, "আমি যয়নবের ওখানে মধু পান করেছিলাম, এখন কসম করে বলছি ! আর তা পান করবো না। তিনি মনে করেছিলেন যে, হযরত যয়নব (রা) যদি এ সিদ্ধান্ত শুনেন তবে মনে কষ্ট পাবেন। তাই হযরত হাফসা (রা)-কে নিষেধ করে দিলেন যাতে কারো নিকট এটি প্রকাশ না করেন।

এই ধরনের একটি ঘটনা হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে উপলক্ষ্য করেও ঘটেছিল। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শরীআত সম্মত দাসীপত্নী ছিলেন। তাঁর ঘরে হযরত ইবরাহীম (রা) জন্মগ্রহণ করেন। সে ঘটনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) শপথ করেছিলেন যে, তিনি মারিয়া (রা)-এর নিকট আর যাবেন না। এ কথাও তিনি হযরত হাফসা (রা)-এর সম্মুখে বলেছিলেন এবং তাকে তাকিদ দিয়ে বলেছিলেন, যেন কারো নিকট তিনি তা প্রকাশ না করেন। কিন্তু হযরত হাফসা (রা) এ ব্যাপারগুলো গোপনে হযরত আইশা (রা)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং অন্য কারো নিকট প্রকাশ না করতে বলে দিয়েছিলেন। এ ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলা প্রিয়নবী (সা)-কে অবগত করেন। তিনি হাফসাকে (রা) ডেকে বললেন, আমি তোমাকে একটা কথা প্রকাশ করতে নিষেধ

(٢) قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ○

২. আল্লাহ্ তোমাদের জন্য শপথ থেকে বেরিয়ে আসার ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তোমাদের মালিক, তিনি সর্বজ্ঞাত, প্রজ্ঞাময়।[৪]

করেছিলাম তা সত্ত্বেও তুমি আইশা (রা)-কে বলে দিলে সম্ভবত হযরত আইশা (রা)-এর প্রতি সন্দিহান হয়ে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বললেন, আপনাকে কে বললো? তিনি উত্তর দিলেন, نَبَّأَنِىَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ (সর্বজ্ঞাত, সর্বজ্ঞানী প্রভু আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন)। এ সকল ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে।

২. হালালকে নিজের জন্য হারাম ঘোষণার অর্থ এই যে, সেটিকে হালাল বলে বিশ্বাস রেখে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে সেটি ব্যবহার করবেন না। কোন বিশেষ কল্যাণের প্রেক্ষিতে যদি এরূপ করা হয় তবে তা জাইয। অবশ্য প্রিয়নবী (সা)-এর অনন্য ও শ্রেষ্ঠতম মর্যাদার সাথে এটি সংশীল ছিলো না যে, কোন স্ত্রীর সন্তুষ্টি সাধনের জন্য এমন কোন পথ অবলম্বন করবেন যাতে পরবর্তীতে উম্মতের অসুবিধা হয়। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, স্ত্রীদের সাথে প্রেমপ্রীতি ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখা জরুরী, কিন্তু এতটুকু অগ্রসর হওয়া জরুরী নয় যাদ্বারা একটি হালাল জিনিসকে নিজের জন্য হারাম করার মত দুঃখ সইতে হবে।

নবী করীম (সা) আজন্ম নিষ্পাপ

৩. আল্লাহ্ তা'আলা সকল পাপ মোচন করেন। কিন্তু প্রিয়নবী (সা)-এর তো কোন দোষই হয়নি। শুধু তাঁর মর্যাদা অনুপাতে সর্বোত্তম কর্ম থেকে একটু কম উত্তম কাজ করেছেন।

৪. অর্থাৎ সেই মহান মালিক তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে তোমাদের জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত বিধান ও হিদায়াত প্রেরণ করেছেন। তার মধ্যে একটি এই যে, কোন ব্যক্তি যদি অসংগত বিষয়ে শপথ করে ফেলে তবে কাফ্ফারা দিয়ে সেই শপথ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে (সূরা মায়িদাতে কাফ্ফারার বিবরণ রয়েছে)। হযরত শাহ্ সাহেব (র) বলেন, "কেউ যদি তার হালাল মাল সম্পর্কে বলে, এটি আমার জন্য হারাম, তবে তা শপথ হয়ে যাবে। কাফ্ফারা আদায় করে সেটি কাজে ব্যবহার করতে হবে, সেটি খাদ্য হোক কিংবা বস্ত্র হোক কিংবা ক্রীতদাসী"।

(٣) وَ اِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَ اَظْهَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَ اَعْرَضَ عَنْۢ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ؕ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝

৩. নবী যখন গোপনে বললো তার কোন স্ত্রীকে একটি কথা, তারপর সে যখন তা জানিয়ে দিল এবং আল্লাহ্ তাঁর নবীকে সেটি অবগত করালেন, তখন নবী তার কিছু ব্যক্ত করলো এবং কিছু অব্যক্ত রাখলো। তারপর যখন স্ত্রীকে তা জানালো তখন স্ত্রী বললো, কে আপনাকে এটা অবগত করালো? সে বললো, আমাকে অবগত করিয়েছেন সর্বজ্ঞাত সর্ববিদিত প্রভু।[৫]

---

৫. আলোচ্য সূরার প্রথম টীকায় আমরা মধু ও মারিয়া কিবতিয়ার ঘটনা উল্লেখ করেছি। এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করে দিলেন যে, বান্দা কোন কথা গোপন রাখার হাজার চেষ্টা করলেও আল্লাহ্ তা'আলা যদি তা প্রকাশ করে দিতে চান তবে তা কখনও গোপন থাকবে না। তদুপরী নবী করীম (সা)-এর অনুপম জীবন পদ্ধতি এবং উদার চরিত্র সম্পর্কে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অস্বাভাবিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তিনি কত নমনীয় ও সহনশীল আচরণ করেছেন। অনুরূপভাবে ক্ষমা ও দয়ার প্রেক্ষিতে কতক বিষয়কে দৃষ্টির অন্তরালে সরিয়ে দিয়েছেন। যেমন কাউকে অভিযুক্ত করার সময়ও সরাসরি দোষারোপ করেন না। "মাওদিহুল কুরআন" গ্রন্থে আছে, কেউ কেউ বলেন, হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা)-কে নিষিদ্ধ করার বিষয়টি তিনি শুধু হযরত হাফসা (রা)-কে জানিয়েছিলেন এবং অন্য কাউকে জানাতে নিষেধ করেছিলেন। এ বিষয়ের সাথে আরও কিছু বিষয় হযরত হাফসাকে (রা) বলেছিলেন। কিন্তু হযরত হাফসা (রা) সব বিষয়ই হযরত আইশা (রা)-কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ উভয় বিষয়ে উভয়ের স্বার্থ ছিল।

এরপর ওহীর মাধ্যমে ঘটনা অবগত হয়ে প্রিয়নবী (সা) হযরত হাফসা (রা)-কে শুধু মারিয়া কিবতিয়া (রা) সম্পর্কিত বিষয় প্রকাশের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন, অন্য বিষয়টি আলোচনায় আনেননি। অন্য বিষয়টি কি ছিল? হয়ত এটি হতে পারে, যে, হযরত আইশা (রা)-এর পিতার পর তোমার পিতা খলীফা হবেন। অদৃশ্য বিষয় আল্লাহ্ই জানেন। আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সা) যেটি প্রকাশ করেননি তা আমরা কি করে জানবো? আর এটি প্রকাশ না করার উদ্দেশ্য হলো অযথা যেন একটি বিষয়ে আলোচনা-সমালোচনা না হয়। তাহলে অন্যরা তা খারাপ মনে করতে পারে। বস্তুত এই দ্বিতীয় বিষয়টি খেলাফত সম্পর্কিত বিষয় বলে দুর্বল সনদের কোন কোন হাদীস দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কতক শীয়া আলিমও এই সনদগুলো মেনে নিয়েছেন।

(٤) اِنْ تَتُوْبَآ اِلَى اللّٰهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝

(٥) عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

৪. তোমরা উভয়ে যদি তওবা করো তবে ভালো। কারণ তোমাদের উভয়ের অন্তর তো একদিকে ঝুঁকে পড়েছিল।[৬] আর যদি নবীর বিরুদ্ধে তোমরা উভয়ে একে অপরের সাহায্য করো তবে আল্লাহ্ তাঁর বন্ধু, জিবরাঈল সৎকর্মশীল ঈমানদারগণ এবং ফেরেশতাগণ তার পেছনে সাহায্যকারী রয়েছে।[৭]

৫. নবী যদি তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করে তবে তার প্রতিপালক তাকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চেয়ে উৎকৃষ্ট স্ত্রী দান করবেন, যারা হবে আজ্ঞাবহ, ঈমানদার, নামায আদায়কারিণী, তওবাকারিণী, ইবাদতকারিণী, সিয়াম পালনকারিণী, অকুমারী ও কুমারী।[৮]

---

৬. এতদ্বারা হযরত আইশা (রা) ও হাফসা (রা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে, তোমরা যদি তওবা করতে চাও তবে তওবার সুযোগ নিশ্চয় আছে। কারণ তোমাদের অন্তর মধ্যপন্থা ও যথাযথ অবস্থান থেকে একদিকে ঝুঁকে পড়েছে। সুতরাং ভবিষ্যতে এরূপ একতরফা অবস্থান থেকে অন্তরকে মুক্ত রাখতে হবে।

বৈবাহিক জীবন, সুচিন্তিত পদক্ষেপ অনিবার্য

৭. দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক কতক বিষয় কোন কোন সময় শুরুতে খুবই সাধারণ ও ক্ষুদ্র মনে হয়, কিন্তু রশি একটু শিথিল করলে শেষ পর্যন্ত তা বিপজ্জনক ও ধ্বংসাত্মক রূপ ধারণ করে। বিশেষত স্ত্রী উচ্চ বংশীয়া হলে স্বভাবত তার বাপ-ভাই এবং বংশ নিয়ে তার অহংবোধ সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করে দিচ্ছেন, দেখো তোমরা দু'জনে এরূপ আচরণ যদি ভবিষ্যতেও প্রকাশ করো, তবে স্মরণ রেখো তাতে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কোনই ক্ষতি হবে না। কারণ খোদ আল্লাহ্, ফেরেশতা এবং পুণ্যবান ঈমানদারগণ পর্যায়ক্রমে যাঁর বন্ধু ও সাহায্যকারী তাঁর সম্মুখে কোন মানুষের কোন দুরভিসন্ধি সফল হয় না, হতে পারে না। তবে তোমাদের নিজেদের ক্ষতিসমূহ আশংকা রয়েছে।

(٦) يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ○

৬. হে ঈমানদারগণ! তোমরা রক্ষা করো নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর।[৯] সেখানে নিয়োজিত কঠোর স্বভাব শক্তিমান ফেরেশতাগণ,[১০] তাদের প্রতি আল্লাহ্র যা নির্দেশ তারা তা অমান্য করে না এবং তাদেরকে যা নির্দেশ দেয়া হয় তারা তা কার্যকর করে।[১১]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কতক পূর্ববর্তী তাফসীরকার "পুণ্যবান ঈমানদার" দ্বারা আবূ বকর (রা) ও হযরত উমার (রা)-কে বুঝেছেন, সম্ভবত হযরত আইশা (রা) ও হাফসার (রা) প্রসঙ্গ থাকায় এরূপ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

৮. অর্থাৎ এ ধারণা মনে স্থান দিও না যে, পুরুষের জন্য তো স্ত্রী লাগবেই, আর আমাদের চেয়ে ভালো মহিলা আছেই বা কোথায়? আর তাই বাধ্য হয়ে আমাদের সকল আচরণ তাঁকে সহ্য করতেই হবে। কিন্তু স্মরণ রেখো, আল্লাহ্ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাঁর নবীর জন্য তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রীর ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তাঁর কাছে কিসের অভাব আছে?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ অকুমারী স্ত্রীর উল্লেখ সম্ভবত এজন্য এসেছে যে, কোন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ অকুমারীদেরকে কুমারীদের উপর প্রাধান্য দেয়।

নিজেকে এবং নিজের অধীনস্থ সকলকে দীনদার বানানোর চেষ্টা করবে

৯. নিজের সাথে নিজের পরিবারবর্গকে দীনের পথে আনয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। বুঝিয়ে-শুনিয়ে, ভয়ভীতি দেখিয়ে, আদর-সোহাগ করে এবং প্রয়োজনে মারধর করে হলেও যেভাবে সম্ভব তাদেরকে দীনদার বানানোর চেষ্টা করতে হবে। এরপরও যদি তারা সত্য পথে না আসে তবে তা তাদের দুর্ভাগ্য। তখন একে কোন দোষ দেয়া যাবে না। وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ-এর তাফসীর الٓمٓ। পারার প্রথম দিকে আলোচিত হয়েছে।

১০. অর্থাৎ দয়াপরবশ হয়ে অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিবে না কিংবা তাদের হাত থেকে কেউ ছুটে পালিয়ে যেতে পারবে না।

১১. অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র নির্দেশের বিরোধিতাও করে না, তা পালনে অলসতা কিংবা বিলম্বও করেন না এবং নির্দেশ পালনে তারা অক্ষমও নন।

(৭) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۖ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۟

(৮) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْۤا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۖ عَسٰى
رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ
نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَاۤ اَتْمِمْ لَنَا
نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۟

৭. হে কাফিররা! আজ বাহানা পেশ করো না। তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল পাবে।[১২]

৮. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্‌র দরবারে তওবা করো— সাচ্চা অন্তরের তওবা।[১৩] আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেদিন আল্লাহ্‌ অপমানিত করবেন না নবীকে এবং তার সাথী ঈমানদারদেরকে।[১৪] তাদের জ্যোতি ধাবিত হবে তাদের সম্মুখে ও ডানে।[১৫] তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতি পূর্ণ করে দিন এবং আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। নিশ্চয় আপনি সবকিছু করতে পারেন।[১৬]

---

১২. অর্থাৎ কিয়ামত দিবসে জাহান্নামের শাস্তি যখন সম্মুখে আসবে তখন কাফিরদেরকে বলা হবে, বাহানা ও ওজর-আপত্তি পেশ করো না। আজ কোন আপত্তি চলবে না। বরং দুনিয়াতে যা কিছু করতে আজ তার পুরোপুরি সাজা ভোগ করার দিন। আমার পক্ষ থেকে কোন জুলুম হবে না। শাস্তিস্বরূপ যা দেখছো এগুলো তোমাদেরই কর্ম।

তওবা নাসূহা

১৩. স্বচ্ছ অন্তরের তওবা অর্থ পুনরায় পাপ করার ইচ্ছা অন্তরে না থাকা। তওবা করার পরও যদি অন্তরে পাপ করার ইচ্ছা জাগে তবে বুঝতে হবে যে, তওবায় কোন না কোন ত্রুটি ছিল এবং পাপের শিকড় মন থেকে উৎখাত হয়নি (আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর দয়া ও মেহেরবানীতে আমাদেরকে পূর্ণ তওবা নসীব করুন, তিনি সর্ব বিষয়ে সক্ষম)।

(٩) يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۖ وَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

(١٠) ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّ امْرَاَتَ لُوْطٍ ۖ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّ قِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ○

৯. হে নবী! যুদ্ধ করো কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে এবং কঠোরতা অবলম্বন করো[১৭] তাদের উপর। তাদের স্থান জাহান্নাম, নিকৃষ্ট স্থানে তারা গিয়ে পৌঁছবে।[১৮]
১০. আল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন একটি দৃষ্টান্ত কাফিরদের জন্য নূহের স্ত্রীর এবং লূতের স্ত্রীর। তারা আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের মধ্য থেকে দু'জনের গৃহে ছিল। তারপর তারা উভয়ে উক্ত দু'জনের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তারপর নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করতে পারলো না। তাদের প্রতি নির্দেশ হলো জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরা দু'জন জাহান্নামে চলে যাও।

---

১৪. অর্থাৎ মহানবী (সা)-এর ব্যাপার তো বহু উর্ধ্বে, তাঁর সাথীদেরকে ও আল্লাহ্ তা'আলা অপমানিত করবেন না, খুব ইয্যত ও সম্মান সহকারে মর্যাদার উচ্চ পদে আসীন করবেন।

১৫. সূরা "হাদীদ"-এ এ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ আমাদের এই জ্যোতি শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রাখুন, নিভাতে দিবেন না। যেমন সূরা হাদীদে মুনাফিকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের জ্যোতি নিভে যাবে এবং তারা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকবে। তাফসীরকারগণ প্রায় এটাই লিখেছেন। কিন্তু হযরত শাহ্ সাহেব (র) رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا (হে প্রভু! আমাদের জ্যোতি পূর্ণ করে দিন)-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ঈমানের জ্যোতি থাকে অন্তরে। অন্তরে থেকে যদি তা বৃদ্ধি পায় তবে ক্রমান্বয়ে সমগ্র দেহে তা সঞ্চারিত হয়।

প্রিয়নবী (সা) দয়ার সাগর

১৭. প্রিয়নবী (সা)-এর দয়া প্রদর্শন ও কোমলতা এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলা অন্যদেরকে বলেন, "তোমরা ধৈর্যশীল হও" আর প্রিয়নবী (সা)-কে বলেন, "আপনি কঠোর হোন"।

১৮ পূর্বে ঈমানদারদের বাসস্থান সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন এখন কাফির ও মুনাফিকদের বাসস্থান সম্পর্কে ঘোষণা দিলেন।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ (١١) رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۙ

১১. এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ফিরআওন পত্নীর।[১৯] যখন সে বলেছিল, আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আপনার নিকট জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করে দিন[২০] এবং ফিরআওন ও তার কর্ম থেকে আমাকে মুক্তি দিন এবং জালিম লোকদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করুন।[২১]

ঈমান না থাকলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের কোন উপকার করতে পারবে না

১৯. অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) হযরত লূত (আ) কত উচ্চ স্তরের নেক্কার বান্দা। কিন্তু তাঁদের ঘরে তাঁদের স্ত্রীগণ ছিল মুনাফিক। প্রকাশ্যে তাঁদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতো কিন্তু অন্তরের দিক থেকে কাফিরদের সতীর্থ। তারপর পরিণাম কি হলো? সাধারণ দোযখীদের ন্যায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকেও দোযখে ঢুকিয়ে দিলেন। নবীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক তাদেরকে আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদের বিপরীতে ফিরআওনের স্ত্রী হযরত আসিয়া বিন্ত মুযাহিম ছিলেন পাক্কা ঈমানদার ও ওলীয়ে কামেল। অথচ তাঁর স্বামী ছিল আল্লাহ্ তা'আলার চরম বিদ্রোহী। এই পুণ্যবতী স্ত্রী কিন্তু তাঁর স্বামীকে আল্লাহ্র শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেনি। পক্ষান্তরে স্বামীর অপরাধ ও বিদ্রোহের কোন ছোঁয়া লাগেনি স্ত্রীর গায়ে।

হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ নিজের ঈমান ঠিক রাখো। নতুবা স্বামী তার স্ত্রীকে বাঁচাতে পারবে না, স্ত্রীও তার স্বামীকে বাঁচাতে পারবে না। এই নীতি সকলকে শুনিয়ে দেয়া হলো। এটি শুধু পত্নীদেরকে নবী করীম (সা)-এর বলা হলো তা নয় (আল্লাহ্ মাফ করুন)। তাদের সম্পর্কে তো সূরা নূরে বলা হয়েছে— اَلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبٰتِ "সতীসাধ্বী নারীগণ সৎ ও পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং সৎ ও পবিত্র পুরুষগণ সতীসাধ্বী নারীদের জন্য"। আর যদি অনুরূপ ধারণা কারো মধ্যে জন্ম নেয় (অবশ্য তা কখনও হওয়ার নয়) তবে ফিরআওন পত্নীর উদাহরণ কার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবে? লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

২০. অর্থাৎ আপনার নৈকট্য দান করুন এবং বেহেশতে আমার জন্য ঘর তৈরী করে দিন।

(١٢) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۟

১২. আরও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন ইমরান তনয়া মারয়ামের, যে তার সতীত্ব বজায় রেখেছিল।[২২] তারপর আমি আমার পক্ষ থেকে একটি রূহ তার মধ্যে ফুঁকে দিয়েছিলাম।[২৩] সে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল তার প্রতিপালকের বাণীগুলোকে ও তাঁর কিতাবগুলোকে[২৪] এবং সে ছিল ইবাদতকারীদের অন্তর্ভুক্ত।[২৫]

হযরত আসিয়া (আ)

২১. অর্থাৎ ফিরআওনের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করুন এবং তার জুলুম থেকে মুক্তি দিন। হযরত আসিয়া (আ)-ই তো হযরত মূসা (আ)-কে লালন-পালন করেছিলেন এবং তিনি তাঁর সাহায্যকারী ছিলেন। ফিরআওন যখন এই তথ্য জানলো তখন তাকে হাতে-পায়ে পেরেক মেরে বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিতে লাগলো। এই অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁকে জান্নাতে তাঁর বাসস্থান দেখানো হতো। ফলে তাঁর সকল কষ্ট সহজ হয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত শাস্তি হিসাবে ফিরআওন তাকে মৃত্যুদণ্ড দিলো। শহীদ হওয়ার গৌরব অর্জন করে তিনি প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে গেলেন। বিশুদ্ধ সনদে হাদীসে এসেছে যে, প্রিয়নবী (সা) হযরত আসিয়া (আ)-এর কামিল ও পরিপূর্ণ বান্দী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং হযরত মারয়াম (আ)-এর আলোচনার সাথে তার আলোচনা এসেছে। তাঁর পবিত্র রূহের উপর হাজার হাজার রহমত নাযিল হোক।

২২. অর্থাৎ হালাল ও হারাম সব থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

২৩. অর্থাৎ ফেরেশতার মাধ্যমে একটি রূহ্ ফুঁকে দিলেন যার ফলে তিনি গর্ভবতী হলেন এবং হযরত ঈসা (আ) জন্ম নিলেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ রূহ ফুঁকে দেয়ার কাজটি আল্লাহ্ তাঁর নিজের কাজ বলে ঘোষণা করেছেন এজন্য যে, তিনি প্রকৃত কর্মবিধায়ক এবং যথার্থ সৃজনকারী। অবশ্য অন্যান্য মহিলার গর্ভে যে সন্তান জন্মে সেগুলো অন্য কে আর সৃষ্টি করে? কতক বিশ্লেষক তাফসীরকার এখানে فرج বলতে জামার ফাঁক বুঝিয়েছেন। এই ভিত্তিতে اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا আয়াতাংশের অর্থ হবে— "কারো হাত তাঁর বক্ষ পর্যন্ত পৌঁছতে দেননি"। এতে তাঁর চূড়ান্ত পবিত্রতা ও সতীত্বের কথা ঘোষণা করা হলো। যেমন সতীত্ব সম্পর্কে আমাদের পরিভাষায় বলা হয় ঃ "অমুক মহিলা খুব পবিত্র আঁচল সম্পন্ন"। আরবে বলা হয় ঃ نَقِيُّ الْجَيْبِ طَاهِرُ الذَّيْلِ "পরিষ্কার বক্ষসম্পন্ন নারী পবিত্র আঁচলসম্পন্ন

হয়"। এর দ্বারা ব্যক্তির পরিচ্ছন্ন চরিত্রের কথা বুঝায়, বস্ত্রের বা পোশাকের পরিচ্ছন্ন হওয়া নয়। এই সূত্রে فَنَفَخْنَا فِيْهِ -এর ه সর্বনামটি فَرْجٌ -এর শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী فَرْج -এর দিকেই ইঙ্গিত করে।

২৪. আল্লাহ্‌র বাণী বলতে এখানে সেগুলো বুঝানো হয়েছে যেগুলো ফেরেশতার মাধ্যমে সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ وَاِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰكِ وَطَهَّرَكِ .... আর কিতাবসমূহ দ্বারা বুঝানো হয়েছে সকল আসমানী কিতাব, কোন বিশেষ একটিকে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

২৫. অর্থাৎ কামেল বান্দাদের ন্যায় আল্লাহ্‌র বন্দেগী ও আনুগত্যে তিনি অবিচল ছিলেন। অথবা বলা যায়, তিনি আনুগত্যে অবিচল বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

সূরা মুল্‌ক

৩০ আয়াত, ২ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ ز وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرُ ۨ ۙ

(২) الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۙ

১. মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যাঁর করায়ত্ত; তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।[১]
২. যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য— কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম?[২] তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।[৩]

---

১. অর্থাৎ সমস্ত রাজত্বই তাঁর এবং তথায় কেবল তাঁরই একচ্ছত্র আধিপত্য ক্রিয়াশীল।

জীবন-মৃত্যুর রহস্য

২. অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর ধারাবাহিকতা তিনিই প্রবর্তন করেছেন। পূর্বে আমরা কিছুই ছিলাম না (এটাকে মৃত্যুই মনে কর), এরপর তিনি সৃষ্টি করেছেন, তারপর মরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আবার মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করবেন। মহান আল্লাহ্‌ বলেন ঃ

وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ -

"তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তোমাদেরকে তাঁর সমীপেই ফিরিয়ে আনা হবে" (২ ঃ ২৮)। জন্ম-মৃত্যুর এই গোটা প্রক্রিয়াই এজন্য যে, তিনি তোমাদের কার্যকলাপ যাচাই করবেন– তোমাদের মধ্যে কে খারাপ কাজ করে, কে

(٣) الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِىْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

৩. যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ।[৪] দয়াময় আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে তুমি খুঁত দেখতে পাবে না;[৫] আবার তাকিয়া দেখ, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি?[৬]

উত্তম কাজ করে এবং আরো অধিক উত্তম কাজ করে। প্রথম জীবনে এটা পরীক্ষা, আর পরবর্তী জীবনে সেই পরীক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিফল দেখানো হবে। মনে করো, প্রথম জীবনের অস্তিত্বই যা না হতো, তবে কি কিভাবে আমল করতো? আবার মৃত্যুই যদি না আসতো, তাহলে মানুষ সূচনা আর সমাপ্তি সম্পর্কে অলস ও নিরুদ্বেগ হয়ে কাজ করা, ত্যাগ করতো এবং পুনরায় জীবিত করা না হলে ভালো-মন্দের প্রতিদান কোথায় পাওয়া যেতো!

৩. অর্থাৎ তিনি পরাক্রমশালী, যাঁর পাকড়াও থেকে কেউ এড়াতে পারে না। আবার তিনি অতি ক্ষমাশীল।

৪. হাদীসে এসেছে যে, এক আসমানের উপরে দ্বিতীয় আসমান, আর দ্বিতীয় আসমানের উপরে তৃতীয় আসমান– এভাবে উপরে-নীচে সপ্ত আসমান রয়েছে। আর এক আসমান থেকে অপর আসমানের দূরত্ব পাঁচশত বছরের। উপরে যে নীলাভ বস্তু আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তা-ই আসমান কি-না, কুরআন-হাদীসে স্পষ্ট করে তা বলা হয়নি। হতে পারে, সপ্ত আসমান এরও উপরে এবং ঐ নীলাভ বস্তুটি নীচের দিক থেকে আসমানের ছাদের কাজ করছে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না

৫. অর্থাৎ প্রকৃতি তার ব্যবস্থাপনা ও কারিগরীতে কোন রকম পার্থক্য করেনি, রাখেনি কোন ব্যবধান। মানুষ থেকে শুরু করে জন্তু-জানোয়ার, উদ্ভিদ, উপাদান, ঊর্ধ্বলোকের গ্রহ-নক্ষত্র, সপ্ত আসমান ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলী পর্যন্ত সব কিছুতেই প্রকৃতি একই ধরনের কারিগরী আর কর্ম-কুশলতার ছাপ রেখেছে। এমন নয় যে, কোনটিকে সৃষ্টি করেছে বেশ প্রজ্ঞ ও বিচক্ষণতার সঙ্গে, আবার কোনটিকে সৃষ্টি করেছেন ঘটনাক্রমে, যা একেবারেই খাপছাড়া, অসামঞ্জস্যশীল, (নাউযুবিল্লাহ)। কোথাও কারো এমন ধারণা জন্মালে বুঝতে হবে, তার বুদ্ধি এবং দৃষ্টির মধ্যে ত্রুটি আছে।

৬. অর্থাৎ উপর থেকে নীচ পর্যন্ত গোটা সৃষ্টিলোক একটা বিধান ও মজবুত ব্যবস্থায় আবদ্ধ। এক কড়ি কাঠের সঙ্গে অপর কড়ি কাঠ সংযুক্ত, কোথাও ফাঁক-ফাটল নেই। এর সৃষ্টিকর্মে পাওয়া যায় না ত্রুটি। প্রতিটি বস্তুই ঠিক তেমন, যেমন তার হওয়া উচিত। এ আয়াতগুলো যদি কেবল আসমানের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে, তাহলে এগুলোর অর্থ হবে, হে দর্শক! উপরে আকাশপানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখ, কোথাও

(٤) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ○

(٥) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ○

(٦) وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ○

(٧) اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِيَ تَفُوْرُ ۙ

৪. এরপর তুমি বারবার দৃষ্টি ফিরাও, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।[৭]

৫. আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি[৮] প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ[৯] এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি।[১০]

৬. যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি;[১১] উহা কত মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল!

৭. যখন তারা তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হবে তখন তারা জাহান্নামের শব্দ শুনবে, আর তা হবে উদ্বেলিত।

উঁচু-নিচু বা ফাঁক দেখতে পাবে না, পাবে না কোথাও সামান্য ফাটল আর জোড়া, বরং দেখতে পাবে প্রতিটি জিনিস সমতল, স্বচ্ছ, পরস্পর সংযুক্ত ও সুশৃংখল। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজ পর্যন্ত কোথাও কোন ফাটল সৃষ্টি হয়নি, দেখা দেয়নি কোথাও কোন অসামঞ্জস্য, কোন ব্যতিক্রম।

বারবার দৃষ্টি ফিরাও, তা ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসবে

৭. অর্থাৎ এক-আধবার দেখায় হয়ত দৃষ্টিভ্রম ঘটতে পারে। এ কারণে সর্বাত্মক চেষ্টা করে বারবার দেখ, কোথাও কোন ফাটল দেখা যাবে না! খুব চিন্তা-ভাবনা ও পুনরায় দৃষ্টি দিয়ে দেখ, প্রকৃতির ব্যবস্থাপনায় কোথাও অঙ্গুলি নির্দেশ করার স্থান নেই। মনে রাখবে, তোমার দৃষ্টি ক্লান্ত-শ্রান্ত এবং ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে বাধ্য। কিন্তু আল্লাহ্র কারিগরীতে, আল্লাহ্র সৃষ্টিতে কোথাও কোন ত্রুটি নির্দেশ করতে সক্ষম হবে না।

৮. অর্থাৎ আকাশ পানে তাকিয়ে দেখো, রাতের বেলা নক্ষত্রপুঞ্জের আলোর চাকচিক্য কেমন রওশন, কত উজ্জ্বল! এসব হচ্ছে কুদরতী আলোকবর্তিকা, যার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে দুনিয়ার বহুবিধ কল্যাণ।

৯. 'সূরা হিজ্‌র' ইত্যাদিতে কয়েক স্থানে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

১০. অর্থাৎ দুনিয়ায় নিক্ষেপ করা হয় উল্কাপিণ্ড, আর আখিরাতে এদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে জাহান্নামের আগুন।

১১. অর্থাৎ শয়তানের সঙ্গে কাফিরের ঠিকানাও হবে সেই জাহান্নাম।

(৮) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ○

(৯) قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ○

(১০) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ○

৮. রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে[১২], যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসে নি?'[১৩]

৯. তারা বলবে, 'অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ্ কিছুই অবতীর্ণ করেন নাই। তোমরা তো মহাবিভ্রান্তিতে রয়েছ।'[১৪]

১০. এবং তারা আরো বলবে, 'যদি আমরা শুনতাম অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম তা হলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না।'[১৫]

---

১২. অর্থাৎ তখন জাহান্নামের হাঁকডাক হবে কর্কশ ও ভয়ংকর। আর সীমাহীন জোশ ও স্ফুলিঙ্গের কারণে মনে হবে, যেন গোশ্‌শায় ফেটে পড়েছে। (আল্লাহ্ নিজ দয়া ও মেহেরবানীতে আমাদেরকে তা থেকে পানাহ দিন)।

তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি?

১৩. এরূপ জিজ্ঞেস কর হবে আরো অধিক লাঞ্ছিত ও লজ্জিত করার জন্য। অর্থাৎ তোমরা এখানে এসে যে বিপদে ফেঁসে গেছো এ সম্পর্কে, কেউ কি তোমাদের সতর্ক করেনি? কেউ কি তোমাদের ভয় দেখায়নি যে, এই পথে চলো না, অন্যথায় সোজা-সুজি জাহান্নামে গিয়ে পতিত হবে, যেখানে এরূপ এরূপ শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে ?

১৪. অর্থাৎ লজ্জায় ও অনুতাপে অপমানিত হয়ে জবাব দিবে, হাঁ ভীতি প্রদর্শনকারীরা এসেছিলেন ঠিকই, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি, মানিনি, বরং অব্যাহতভাবে তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে বলেছি যে, তোমরা ভুল বলছো, না আল্লাহ্ তোমাদের প্রেরণ করেন, আর না তিনি ওহী প্রেরণ করেছেন বরং তোমরা জ্ঞান-বুদ্ধির পথ ভুলে মারাত্মক বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছো।

১৫. অর্থাৎ আমরা কি জানতাম সে, এই ভীতি প্রদর্শনকারীরাই সত্যবাদী প্রমাণিত হবেন! আমরা যদি তখন কোন উপদেশদাতার কথা শুনতাম বা জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবন করতাম, তাহলে আজ কি আর জাহান্নামীদের দলভুক্ত হতাম এবং তোমাদেরকে তিরস্কার করার সুযোগ কিভাবে পেতাম?

(١١) فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ○

(١٢) اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ○

(١٣) وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ؕ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

(١٤) اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ؕ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ○

১১. তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের জন্য।[১৬]

১২. যারা দৃষ্টির অগোচরে তাদের প্রতিপালককে ভয় করে[১৭] তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

১৩. তোমরা তোমাদের কথা গোপনেই বল অথবা প্রকাশ্যে বল তিনি তো অন্তর্যামী।[১৮]

১৪. যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।[১৯]

জাহান্নামীদের জন্য অভিশাপ

১৬. অর্থাৎ তারা নিজেরাই স্বীকারোক্তি করেছে, নিঃসন্দেহে আমরাই অপরাধী বিনা দোষে এমনিতেই আমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হচ্ছে না। কিন্তু অসময়ের এই স্বীকারোক্তিতে কোন ফায়দা হবে না। বলা হবে فَسُحْقًا لِاَصْحَابِ السَّعِيْرِ "ধ্বংস জাহান্নামীদের জন্য" (৬৭ ঃ ১১)। দয়া ও অনুগ্রহের ছায়াতলে এদের কোন স্থান নেই।

১৭. অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌কে দেখেনি, কিন্তু তাঁর প্রতি এবং তাঁর গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ আস্থা রাখে, তাঁর মাহাত্ম্য ও মর্যাদার কথা চিন্তা করে তাদের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে এবং তাঁর আযাবের কথা স্মরণ করে থরথর করে কাঁপতে থাকে। অথবা 'বিল-গাইব' (দৃষ্টির অগোচরে)-এর তাৎপর্য এই যে, জনসমাবেশ থেকে পৃথক হয়ে একান্তে নির্জনে আপন প্রভুকে স্মরণ করে কাঁপতে থাকে, ছটফট করতে থাকে।

১৮. অর্থাৎ তোমরা তাঁকে না দেখলেও তিনি তোমাদের ঠিকই দেখেন এবং তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য প্রতিটি কথা, তা একান্তে হোক, বা লোকসমাবেশে হোক, সব কিছুই তিনি জানেন। বরং তোমাদের অন্তরে যেসব ভাবের উদয় হয়, তা-ও তিনি খবর রাখেন। মোটকথা, তিনি তোমাদের থেকে গাইব (অদৃশ্য) বটে; কিন্তু তোমরা তাঁর থেকে গাইব নও।

১৯. অর্থাৎ তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের কথা ও কাজ সব কিছুর একচ্ছত্র স্রষ্টা একচ্ছত্র স্রষ্টা আর·যে জিনিস সৃষ্টি করবেন। তার পরিপূর্ণ জ্ঞানও তাঁর থাকা অপরিহার্য, অন্যথায় সৃষ্টি করাই সম্ভব নয়। তাহলে যিনি সৃজন করেছেন, তিনি জানবেন না এটা কি করে হতে পারে?

(١٥) هُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِىْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ
رِّزْقِهٖ ؕ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ○

(١٦) ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِىَ تَمُوْرُ ۙ○

(١٧) اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِى السَّمَآءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ؕ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ
نَذِيْرِ ○

১৫. তিনিই তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর। পুনরুত্থান তো তাঁরই নিকট।[২০]

১৬. তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের সহ ভূমিকে ধসিয়া দিবেন, অনন্তর তা আকস্মিকভাবে থর থর করে কাঁপতে থাকবে?[২১]

১৭. অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝঞ্ঝা প্রেরণ করবেন না?[২২] তখন তোমরা জানতে পারবে কি রূপ ছিল আমার সতর্কবাণী![২৩]

---

২০. অর্থাৎ ভূমিকে তোমাদের সম্মুখে কেমন হীন-তুচ্ছ এবং নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছেন, তোমরা মাটিকে যা খুশী এবং যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পার। ইচ্ছা করলে ভূমির ওপর এবং ভূমিতে স্থাপিত পর্বতের ওপর গমনাগমন করতে পার, পার জীবিকা উপার্জন করতে। কিন্তু এটুকু স্মরণ রাখো, যিনি জীবিকা দান করেন, তাঁর সমীপেই একদিন তোমাদের ফিরে যেতে হবে।

তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে ধ্বংস করতে পারেন

২১. প্রথমে তিনি সুযোগ-সুবিধার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এখন ক্রোধ ও প্রতিশোধের শানের কথা স্মরণ করিয়ে ভীতি প্রদর্শন করাচ্ছেন। অর্থাৎ নিঃসন্দেহে ভূমিকে তোমাদের অনুগত করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, তার ওপর কর্তৃত্ব কিন্তু সেই আসমানওয়ালারই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে মাটি চাপা দিয়ে ধ্বংস করতে পারেন। তখন ভূমিকম্পে মাটি থরথর করে কেঁপে উঠবে। আর তোমরা চাপা পড়বে মাটির নীচে। সুতরাং সে একচ্ছত্র মালিক সম্পর্কে নির্ভীক-নিঃশংক হয়ে অন্যায় শুরু করে দেয়া এবং তাঁর অবকাশ দেয়ায় গর্বিত-প্রতারিত হওয়া মানুষের জন্য উচিত নয়, বৈধ নয়।

২২. অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করবে, জীবন-জীবিকা আহরণ করবে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্‌কে ভুলবে না। অন্যথায় তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের উপর ভয়ংকর

(১৮) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ○

(১৯) اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰٓفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ۘؕ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا
الرَّحْمٰنُ ؕ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ○

১৮. এদের পূর্ববর্তিগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কিরূপ হয়েছিল আমার শাস্তি।[২৪]

১৯. তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকুলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সঙ্কুচিত করে? দয়াময় আল্লাহ্‌ই তাদেরতে স্থির রাখেন। তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।[২৫]

ঝড়-ঝঞ্ঝা চাপাতে পারেন বা প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করতে পারেন। তখন তোমরা কি করবে? তোমাদের সকল চেষ্টা-সাধনাই তো তখন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

২৩. অর্থাৎ যে আযাব সম্পর্কে ভয় দেখানো হচ্ছিল, তা কতই না ধ্বংসাত্মক ও ভয়ংকর।

২৪. অর্থাৎ 'আদ, ছামূদ প্রভৃতি জাতির সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে, তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। লক্ষ্য করো, আমি তাদের আচরণের প্রতিবাদ করেছিলাম এবং সেই প্রতিবাদ শাস্তির রূপ ধারণ করে প্রকাশ পেয়েছে।

আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করো

২৫. পূর্বে আসমান-যমীনের উল্লেখ করা হয়েছিল। আর এখানে বলা হচ্ছে এর মাঝখানের বস্তুনিচয়ের কথা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রতি লক্ষ্য করো আসমান-যমীনের মাঝে শূন্যে পক্ষীকুল কখনো পাখা মেলে, আবার কখনো পাখা গুটিয়ে কিভাবে উড়ে বেড়ায়, কেন্দ্রাভিমুখী ও স্থূল দেহধারী হওয়া সত্ত্বেও নিচে পড়ে যায় না। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি এ ক্ষুদ্র পাখিকেও টেনে আনতে পারে না নিজের দিকে। বলো দেখি, দয়াময় আল্লাহ্ ছাড়া কার হাত পক্ষীকুলকে শূন্যলোকে ধরে রেখেছে? সন্দেহ নেই যে, দয়াময় আপন রহমত আর হিকমতে তাদের গঠনই এমন করেছেন এবং তাতে এমন শক্তি নিহিত রেখেছেন, যাতে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কোন রকম কষ্ট-ক্লেশ ছাড়াই শূন্যলোকে অবস্থান করতে পারে।

সব কিছুর যোগ্যতা-ক্ষমতা সম্পর্কে তিনিই জানেন। তিনি গোটা সৃষ্টিকুলকেই নিজের সম্মুখে রাখেন। পক্ষীকুলের দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা এখানে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ আসমান থেকে আযাব প্রেরণ করতে সক্ষম এবং কাফিররা কুফরী আর অন্যায়ের কারণে আযাবের উপযুক্ত। কিন্তু যেভাবে দয়াময়ের রহমত পক্ষীকুলকে হাওয়ায় তথা শূন্যলোকে ধারণ করে রেখেছে, তেমনি তাঁর রহমতে আযাবও বন্ধ রয়েছে।

(٢٠) اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ یَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ؕ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ ۚ

(٢١) اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ یَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ ۚ بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّ نُفُوْرٍ

(٢٢) اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ

২০. দয়াময় আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদের সাহায্য করবে? কাফিররা তো বিভ্রান্তিতে রয়েছে।[২৬]

২১. এমন কে আছে, যে তোমাদের জীবনোপকরণ দান করবে, তিনি যদি তাঁর জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন?[২৭] বস্তুত তারা অবাধ্যতা ও সত্য বিমুখতায় অবিচল রয়েছে।[২৮]

২২. যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সেই কি ঠিক পথে চলে, না কি সে ব্যক্তি যে ঋজু হয়ে সরল পথে চলে?[২৯]

আল্লাহ্ ছাড়া সাহায্য করার কেউ নেই

২৬. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা মারাত্মক ধোঁকায় নিমজ্জিত রয়েছে– তারা যদি মনে করে থাকে যে, বাতিল মা'বূদ এবং কল্পিত দেব-দেবীর কাহিনী তাদেরকে আল্লাহ্‌র আযাব ও অনাগত বিপদ থেকে রক্ষা করবে। ভালোভাবে বুঝে নাও যে, দয়াময় রহমান থেকে বিচ্ছিন্ন কেউ কোনরূপ সাহায্যের জন্য কেউ এগিয়ে আসবে না।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ্ যদি জীবনোপকরণ বন্ধ করে দেন, তাহলে তোমাদের জন্য জীবিকার দ্বার খুলে দেয়ার ক্ষমতা কার আছে?

২৮. অর্থাৎ এসব লোকও আন্তরিকভাবে বুঝে যে, আল্লাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন শক্তি ক্ষতি রোধ করতে বা উপকার সাধন করতে সক্ষম নয়। কিন্তু কেবল দুরাচার ও বিদ্রোহের দরুন তাওহীদ ও ইসলামের দিকে আসতে গিয়েও পথহারা হয়ে যায়।

২৯. অর্থাৎ যারা মানুষের ন্যায় সরল পথে সোজা হয়ে চলে, কেবল তারাই বাহ্যিক সাফল্যের পথ পাড়ি দিয়ে সত্যিকার লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবে। যে ব্যক্তি অসমতল পথে উল্টামুখে চলে, তার উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছার আশা কিভাবে করা যায়? এটা হলো একজন একত্ববাদী ও একজন পৌত্তলিকের দৃষ্টান্ত। হাশর ময়দানেও উভয়ের আচরণে এমন পার্থক্যই থাকবে।

(٢٣) قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ، قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

(٢٤) قُلْ هُوَ الَّذِيْ ذَرَاَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَاِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○

(٢٥) وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○

(٢٦) قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَاِنَّمَآ اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ○

২৩. বল, 'তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।'[৩০]

২৪. বল, 'তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে।'[৩১]

২৫. তারা বলে, 'তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বল, এ প্রতিশ্রুতি কখন বাস্তবায়িত হবে?'[৩২]

২৬. বল, 'ইহার জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট আছে, আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।'[৩৩]

তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর

৩০. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা শোনার জন্য কান, দেখান জন্য চোখ এবং উপলব্ধি করার জন্য অন্তর দান করেছেন। তিনি এগুলো দিয়েছেন এজন্য যে, মানুষ আল্লাহ্‌র অধিকার স্বীকার করে নিয়ে এসব শক্তিকে সঠিক খাতে নিয়োজিত করবে এবং তাঁর আনুগত্যে ব্যয় করবে। কিন্তু এমন কৃতজ্ঞ বান্দা খুবই কম। কাফিরদের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, তারা এসব নিআমতের কী হক আদায় করেছে? তাঁর দেয়া শক্তি ব্যয় করেছে তাঁরই বিরুদ্ধে।

৩১. অর্থাৎ তাঁর দ্বারাই সূচনা হয়েছে এবং তাঁর নিকট গিয়েই হবে সমাপ্তি। যেখান থেকে আগমন সেখানেই প্রত্যাবর্তন উচিত ছিল। তাঁর সম্পর্কে একটুও অচেতন না হওয়া। মালিকের সম্মুখে যাতে খালি হাতে যেতে না হয়, সে চিন্তা করা উচিত ছিল। কিন্তু এমন বান্দা নিতান্তই নগণ্য।

৩২.অর্থাৎ কবে একত্র করা হবে? কবে কিয়ামত হবে? যদি পারো দ্রুত তা ডেকে আনো।

৩৩. অর্থাৎ দিনক্ষণ আমি নির্দিষ্ট করে দিতে পারি না। সে জ্ঞান কেবল আল্লাহ্‌র রয়েছে। অবশ্য যা নিশ্চিত ঘটবে, সে বিষয়ে সাবধান করা এবং ভয়ংকর ভবিষ্যত সম্পর্কে সর্তক করাই ছিল আমার কর্তব্য। সেই কর্তব্য আমি পালন করেছি।

(٢٧) فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓـَٔتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقِيْلَ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَدَّعُوْنَ ۝

(٢٨) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكَنِيَ اللّٰهُ وَمَنْ مَّعِيَ اَوْ رَحِمَنَا ۙ فَمَنْ يُّجِيْرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝

(٢٩) قُلْ هُوَ الرَّحْمٰنُ اٰمَنَّا بِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۚ فَسَتَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝

২৭. যখন উহা আসন্ন দেখবে তখন কাফিরদের মুখমণ্ডল ম্লান হয়ে পড়বে এবং তাদেরকে বলা হবে, 'এটাই তো তোমরা চাচ্ছিলে।'[৩৪]

২৮. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি—যদি আল্লাহ্ আমাকে ও আমার সঙ্গীদেরকে ধ্বংস করেন অথবা আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন তাতে কাফিরদের কি? তাদেরকে কে রক্ষা করবে মর্মন্তুদ শাস্তি হতে?[৩৫]

২৯. বল, 'তিনিই দয়াময়, আমরা তাঁতে বিশ্বাস করি ও তাঁরই উপর নির্ভর করি[৩৬], শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে, কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।'[৩৭]

---

৩৪. অর্থাৎ এখনতো তাড়াহুড়ার করছো, কিন্তু যখন সেই প্রতিশ্রুত দিনক্ষণ ঘনিয়ে আসবে, তখন ভয়ংকর বিদ্রোহীর মুখ বিভৎস হয়ে যাবে এবং চেহারায় বিরাজ করবে উদাসীনতা।

কাফিরদের কামনা; নবীজীর ধ্বংস

৩৫. কাফিররা কামনা করতো যে, নবী (সা) যদি অচিরেই মৃত্যুবরণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেন (নাউযুবিল্লাহ্)। এখানে তার জবাবে বলা হচ্ছে, ধরে নাও, তোমাদের ধারণা মতে আমি এবং আমার সমস্ত সঙ্গী-সাথী দুনিয়া থেকে বিনাশ হয়ে গেলো, বা আমাদের বিশ্বাস অনুযায়ী আমাকে এবং আমার সঙ্গীদেরকে আল্লাহ্ সফল করলেন, এ দুইয়ের মধ্যে যে কোন একটি ঘটলে তাতে তোমাদের কী লাভ? দুনিয়ায় আমাদের পরিণতি যাই হোক, আখিরাতে অবশ্যই আমাদের কল্যাণ হবে। আমরা তাঁর পথেই চেষ্টা-সাধনা করছি। কিন্তু তোমরা নিজেদের চিন্তা কর। এই কুফরী ও অবাধ্যাচারের পরিণতিতে যে ভয়ংকর আযাব আসবে, যা আসা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, তা থেকে তোমাদের কে রক্ষা করবে? আমাদের আশংকার কথা বাদ দাও, তোমাদের নিজেদের কথা চিন্তা করো। কারণ, কাফির কোনভাবেই আল্লাহ্র আযাব থেকে রক্ষা পাবে না।

(٣٠) قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ ۝

৩০. বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূ-গর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দিবে প্রবহমান পানি।'[৩৮]

---

৩৬. অর্থাৎ তাঁর প্রতি যখন আমাদের ঈমান রয়েছে, তখন ঈমানের বদৌলতে আমাদের মুক্তি নিশ্চিত। সত্যিকার অর্থে আমরা যখন তাঁর উপরই ভরসা করি, তখন উদ্দেশ্যে সাফল্য নিশ্চিত। وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করে, তার জন্য আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। আল্লাহ্‌ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই" (৬৫ ঃ ৩)।

তোমাদের মধ্যে এই দুইটির কোনটাই নেই। নাই ঈমানও না তাওয়াক্কুল। এরপর তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো কেমনে?

৩৭. অর্থাৎ আমরা, যেমন তোমাদের ধারণা অথবা তোমরা, যেমন আমাদের বিশ্বাস।

জীবন-মৃত্যুর সমস্ত কার্যকারণ এক আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে

৩৮. অর্থাৎ জীবন-মৃত্যুর সমস্ত কার্যকারণ এক আল্লাহ্‌র নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। কেবল পানির কথাই চিন্তা করো। সব কিছুরই প্রাণ স্পন্দন এই পানি। মনে করো, ঝর্ণা বা পানির কূপসমূহ শুকিয়ে ভূ-গর্ভে চলে গেলো, যেমনটি হয়ে থাকে গ্রীষ্মকালে, তবে মোতির মতো স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন পানি এতো বিপুল পরিমাণে সরবরাহ করার ক্ষমতা কার রয়েছে, যা তোমাদের জীবন ধারণ এবং টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট হতে পারে? সুতরাং তাওয়াক্কুলকারী মু'মিন ব্যক্তিকে সেই সর্বসময় স্রষ্টা ও একচ্ছত্র মালিকের উপরই নির্ভর করতে হবে। এখান থেকে একথাও বুঝে নাও যে, হিদায়াতের সমস্ত ঝর্ণা যখন শুষ্ক হয়ে যায়, তখন "মুহাম্মদ (সা) হিদায়াত ও মাআরিফাতের চিরন্তন ঝর্ণাধারাকে অব্যাহত গতিতে সজীব রাখাও সেই একচ্ছত্র দয়াময় কখনো শুষ্ক হবার নয়, রহমানের কাজ যিনি আপন অনুগ্রহে সকল প্রাণীর যাহিরী-বাতিনী জীবনের সমস্ত উপকরণ সৃষ্টি করেছেন। এই ঝর্ণাধারা যদিও কখনও শুষ্ক হবে না, তবুও মনে করো, যদি তা শুকিয়ে যায়, যেমন হতভাগারা কামনা করছে, তবে এমন কে আছে, যে গোটা সৃষ্টিকুলের জন্য এমন পাক-পবিত্র স্বচ্ছ পানি সরবরাহ করবে?

সূরা কালাম

৫২ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۙ

(٢) مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۚ

১. নূন-শপথ কলমের এবং তারা যাহা লিপিবদ্ধ করে তার,
২. তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ নহ।[১]

কাফিরদের উক্তির প্রতিবাদ ঃ নবীজীর প্রতি সান্ত্বনা

১. মক্কার মুশরিকরা মহানবী (সা)-কে উন্মাদ বলতো (নাউযুবিল্লাহ)। কেউ বলতো, শয়তানে আছর করেছে, তাই সে গোটা জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এমন সব কথা বলেছে যা কেউ মেনে নিতে পারে না। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের এসব বাজে উক্তির প্রতিবাদ করে মহানবী (সা)-কে সান্ত্বনা দান করেছেন। অর্থাৎ যাঁর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার এমন দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে, যা প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করতে পারে, যেমন উন্নত পর্যায়ের ভাষাশৈলী এবং বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্য পক্ষের বা বিপক্ষের মানুষের অন্তরে এতো শক্তিশালী প্রভাব এবং এত উন্নত ও পূতঃপবিত্র চরিত্র, এমন লোককে উন্মাদ বলা কি তাদের নিজেদেরই উন্মাদ হওয়ার প্রমাণ নয়? দুনিয়ায় কত লোক উন্মাদ হয়েছে, কত মহান সংস্কারক অতীত হয়েছেন, সূচনায় জাতি যাদেরকে উন্মাদ বলে আখ্যায়িত করেছিল। কিন্তু কলম ঐতিহাসিক তথ্যের যেসব ভাণ্ডার কাগজের বুকে সংরক্ষিত করেছে, তা নীরবে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, প্রকৃত উন্মাদ এবং যাদেরকে উন্মাদ আখ্যায়িত করা হচ্ছে, তাদের উভয়ের মধ্যে আসমান-যমীনের মতো কত পার্থক্য। আজ আপনাকে (নাউযুবিল্লাহ) উন্মাদ অভিধায় স্মরণ করা বিলকুল সেই রকম, যেমন দুনিয়ার সকল মহাসম্মানিত ও দৃঢ়প্রত্যয়ী সংস্কারকগণকে স্মরণ করেছিল

(٣) وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝

(٤) وَ اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝

৩. তোমার জন্য অবশ্যই রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার[২],

৪. তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।[৩]

সকল যুগের দুষ্ট ও নির্বোধ লোকেরা। কিন্তু ইতিহাস সেসব সংস্কাকের উন্নত কীর্তির উপর স্থায়িত্বের মোহর অংকিত করেছে, এবং যারা উন্মাদ বলেছিল, তাদের নাম-নিশানাও ইতিহাস অবশিষ্ট রাখেনি। অচিরেই কলমও এর সাহায্যে লিপিবদ্ধ ইতিহাস আপনার কল্যাণময় অলোচনা, আপনার নযীরবিহীন কীর্তি ও জ্ঞান প্রজ্ঞাকে চির-ভাস্বর করে রাখবে এবং আপনাকে উন্মাদ আখ্যাদানকারীদের অস্তিত্ব ভুল শব্দের ন্যায় পৃথিবীর পাতা থেকে চিরতরে বিলীন হয়ে যাবে। এমন এক সময় আসবে, যখন সমগ্র বিশ্ব আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অবদান এবং আপনার পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ মানুষ হওয়ার বিষয়টিকে একটি সামগ্রিক বিশ্বাস হিসাবে মেনে নিবে। পবিত্র মহান আল্লাহ্ যাঁর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বকে অনাদিকালে তাঁর নূরের কলমে লাওহে মাহফূযের ফলকে অংকিত করেছেন, কেবল উন্মাদ ও ফিতনাবাজের কশাঘাত তাঁ একটা বিন্দু পর্যন্ত বিলীন করার ক্ষমতা কার আছে? যে এরকম খেয়াল করে, সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের উন্মাদ অথবা অজ্ঞ।

২. অর্থাৎ আপনি বিষণ্ন হবেন না। আপনাকে উন্মাদ বলায় আপনার সওয়াব বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার অস্তিত্ব দ্বারা আদম সন্তানগণের হিদায়াত রূপ অপরিসীম কল্যাণ লাভ করবে। আর তার অপরিসীম সওয়াব অবশ্যই আপনি পাবেন। উন্মাদ পাগলের এমন শানদার ও স্থায়ী ভবিষ্যত কেউ কি কখনো দেখেছে? অথবা কেউ কি উন্মাদের পরিকল্পনা এভাবে সফল হওয়ার কথা কেউ শুনেছে? তাহলে আল্লাহ্র নিকট যাঁর এতো মর্তবা, গুটিকতক নির্বোধের তাঁকে উন্মাদ বলায় কি আসে যায়।

রাসূল (সা)-এর উন্নত চরিত্র

৩. অর্থাৎ যেসব উন্নত চরিত্র আর যোগ্যতা-প্রতিভা দিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন, পাগলদের মধ্যে কি সেসব বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার কথা কল্পনাও করা যায়? একজন পাগলের কথা ও কাজের মধ্যে আদৌ কোন শৃংখলা থাকে না, থাকে না কোন ধারাবাহিকতা। তার কথা ও কাজে থাকে না কোন মিল, কাজের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায় না কথার। পক্ষান্তরে আপনার যবান হচ্ছে কুরআন এবং আপনার আমল-আখলাক হচ্ছে কুরআন মজীদের নীরব ব্যাখ্যা। যেসব নেকী, যেসব গুণ আর যেসব কল্যাণের প্রতি কুরআন আহ্বান জানায়, তা স্বভাবতই আপনার মধ্যে বিদ্যমান। আর কুরআন মজীদ যেসব মন্দকর্ম ও নীচতা থেকে বারণ করে, আপনি স্বভাবতই তা থেকে অনেক দূরে, সেসবে আপনি থাকেন অসন্তুষ্ট। জন্মগতভাবেই আপনার গঠন ও

(৫) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝

(৬) بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝

(৭) اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝

৫. শীঘ্রই তুমি দেখবে এবং তারাও দেখবে—

৬. তোমাদের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত।[8]

৭. তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাদেরকে যারা সৎপথ প্রাপ্ত।[৫]

পরিবৃদ্ধি এমনভাবে ঘটেছে যে, আপনার কোন আচরণ বা কোন কিছুই পরিমিত ও ভারসাম্যের সীমা থেকে এক ইঞ্চিও এদিক-সেদিক সরে যেতে পারেনি। আপনার পরিশীলিত স্বভাব অনুমতি দিতো না অজ্ঞ-মূর্খ ও নীচ লোকদের গাল-মন্দে কর্ণপাত করতে। যাঁর চরিত্র মাধুর্য এতো মহান, যাঁর দৃষ্টির এতো উন্নত, তিনি কি কোন উন্মাদের পাগল বলার প্রতি কি মনোযোগ দিবেন! যারা তাঁকে পাগল বলতো, তাদের কল্যাণ সাধনের ও সমবেদনায় তিনি নিজকে বিলিয়ে দিতেন, যার বদৌলতে তিনি فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ (সম্ভবত তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হবে, ১৮ ঃ ৬)। খেতাব লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। বস্তুত, চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে গভীর দিক এই যে, মানুষ দুনিয়ার এসব তুচ্ছ ব্যক্তিদের সাথে আচার-ব্যবহারে পবিত্রময় মহান আল্লাহ্‌র বিশাল স্বত্বা সম্পর্কে অমনোযোগী অবিবেচক হবে না। এ বিষয়টা যতক্ষণ অন্তরে বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ সকল বিষয় সুবিচার ও আখলাকের পাল্লায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হবে। কী চমৎকারই না বলেছেন শায়খ জুনায়দ বাগদাদী। "মহান আল্লাহ্ তাঁর চরিত্রকে মহান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ, আল্লাহ্ ছাড়া তাঁর আর কোন ভিন্ন চিন্তা ছিল না। তিনি নিজের চরিত্র মাধুর্য সহকারে সৃষ্টিকুলের সঙ্গে মেলামেশা করেছেন আর অন্তর দিয়ে ছিলেন তাদের থেকে দূরে। তাই তাঁর যাহির ছিল সৃষ্টির সঙ্গে আর বাতিন ছিল স্রষ্টার সঙ্গে।"

কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁর উপদেশবাণীতে বলে গেছেন, "তুমি সৃষ্টিকুলের সঙ্গে সদাচার করবে আর স্রষ্টার সঙ্গে বজায় রাখবে সততা।"

৪. অর্থাৎ অন্তর দিয়ে তো পূর্ব থেকেই উপলব্ধি করতো, কিন্তু অচিরেই উভয় পক্ষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে যে, তাদের মধ্যে কে বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী ছিল, আর কার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, ফলে পাগলের মত প্রলাপ বকছিল।

পরিপূর্ণ জ্ঞান তো রয়েছে কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই

৫. অর্থাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞান তো রয়েছে কেবল আল্লাহ্ তা'আলারই। কারা সোজা রাস্তায় আসবে আর কারা পথ ভ্রষ্ট হবে, তা তো কেবল তিনিই জানেন। কিন্তু পরিণতি যখন প্রকাশ পাবে, তখন সকলেই প্রত্যক্ষ করবে, কে সাফল্যের দরজায় উপনীত হয়েছে এবং কে শয়তানের রাহাজানীর কারণে হয়েছে ব্যর্থ ও অনুতপ্ত।

(٨) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ○

(٩) وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ○

(١٠) وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ○

(١١) هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ○

৮. সুতরাং তুমি মিথ্যাচারীদের অনুসরণ করো না।
৯. তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।[৬]
১০. এবং অনুসরণ করো না তার– যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত।[৭]
১১. পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়।

সৎপথে যারা আসবে আর যারা আসবে না

৬. অর্থাৎ সৎপথে যারা আসবে আর যারা আসবে না, তা সবই আল্লাহ্র সর্বাত্মক জ্ঞানে সিদ্ধান্তকৃত। সুতরাং দাওয়াত দানের ব্যাপারে কোন রকম রাখ-ঢাক করার কোনই প্রয়োজন নাই। যার পথে আসার, সে আসবেই। আর অনাদিকালের সিদ্ধান্তে যে বঞ্চিত, কোন বিনয় আর ভদ্রতা-উদারতা দ্বারাও সে পথে আসবে না। মক্কার কাফিররা মহানবী (সা)-কে বলতো, মূর্তিপূজা সম্পর্কে আপনি কঠোর ভূমিকা পরিত্যাগ করুন এবং আমাদের দেব-দেবীদের নিন্দাবাদ করবেন না আমরাও আপনার আল্লাহ্র সম্মান করবো এবং আপনার রীতিনীতি আর চলার পথে প্রতিবন্ধকতা হবে না, প্রতিরোধ গড়ে তুলবো না। যে মহান সংস্কারককে সৃষ্টিই করা হয়েছে মহান চরিত্র দিয়ে, সেই মহান সংস্কারকের অন্তরে এমন ধারণা জাগা সম্ভব যে, সামান্য কোমলতা আর ঢিল দিলেই যেহেতু কাজ হয়ে যায়, তবে কয়েকটা দিন কোমল পন্থা অবলম্বন করায় দোষ কি? অবশ্য নবীর মনে এ ধারণার উদয় হয়ে থাকবে সম্পূর্ণ সদুদ্দেশ্যে– পুরো নেক নিয়্যতে। এতে মহান আল্লাহ্ সতর্ক করে দেন যে, আপনি সেসব অবিশ্বাসী-মিথ্যাবাদীদের কথা শুনবেন না। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাকে শিথিল করা। ঈমান আনা আর সত্যকে মেনে নেয়া আদৌ তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নয়। আপনাকে প্রেরণ করার মূল লক্ষ্য এতে অর্জিত হতে পারে না। আপনি সকল দিক থেকে দৃষ্টি সংযত করে নিজের দায়িত্ব পালন করে যান। কাউকে মান্য করাতে এবং পথে নিয়ে আসতে আপনি দায়বদ্ধ নন।

'মুদাহিনাত' ও 'মুদারাত' শব্দদ্বয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। প্রথমোক্তটি নিন্দনীয় আর শেষোক্তটি প্রশংসনীয়। উভয়ের মধ্যকার এ পার্থক্য ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

৭. অর্থাৎ যার অন্তরে আল্লাহ্র নামের মাহাত্ম্য নেই, যে মিথ্যা শপথ করাকে মনে করে সাধারণ ব্যাপার এবং যেহেতু মানুষ তার কথায় আস্থা রাখে না, তাই আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্য বারবার শপথ করে মর্যাদাহীন অপদস্থ হয়।

(١٢) مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۙ

(١٣) عُتُلٍّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ ۙ

(١٤) اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۙ

(١٥) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(١٦) سَنَسِمُهٗ عَلَى الْخُرْطُوْمِ ۝

১২. যে কল্যাণের কাজে বাধা দান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ।[৮]

১৩. রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।

১৪. এ জন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী।[৯]

১৫. তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র।'[১০]

১৬. আমি তার শুঁড় দাগিয়ে দিব।[১১]

---

৮. অর্থাৎ এসব স্বভাবের সঙ্গে পার্থিব বদনাম-দুর্নামও রয়েছে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন ঃ 'এসব হচ্ছে কাফিরের বৈশিষ্ট্য। মানুষ যেন নিজের অন্তরাত্মার প্রতি লক্ষ্য করে এবং এসব স্বভাব ত্যাগ করে।'

কোন কোন আগেকার বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে, 'যানীম' শব্দের অর্থ ব্যভিচার যারয সন্তান। যে কাফির সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে, সে এমনই ছিল।

ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার স্বভাব-চরিত্র

৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে কাউকে যদি সৌভাগ্যবান দেখা যায়। যেমন তার প্রচুর ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি আছে, কেবল এই কারণেই সে এমন যোগ্যতা লাভ করতে পারে না যে, তার কথা মেনে নিতে হবে। আসল বস্তু হচ্ছে মানুষের স্বভাব-চরিত্র। যার মধ্যে ভদ্রতা ও সচ্চরিত্রতা নেই, এমন লোকের প্রতারণামূলক কথাবার্তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা আল্লাহ্ওয়ালাদের কাজ নয়।

১০. অর্থাৎ এই কথা বলে আল্লাহ্র বাণীকে মিথ্যা মনে করে।

১১. কথিত আছে যে, কুরায়শ দলপতি ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার মধ্যে এসব নিকৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটেছিল। আর নাকে দাগ দেয়ার অর্থ তার অপমান-অপদস্থ হওয়া। হয়তবা দুনিয়ায় দৈহিকভাবে তার নাকে দাগ ছিল অথবা আখিরাতে তার নাকে দাগ দেয়া হবে।

(١٧) اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَاۤ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۙ

(١٨) وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝

(١٩) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝

(٢٠) فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۙ

(٢١) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۙ

১৭. আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম[১২] উদ্যান অধিপতিগণকে, যখন তারা শপথ করেছিল যে, তারা প্রত্যূষে আহরণ করবে বাগানের ফল।

১৮. এবং তারা 'ইনশা আল্লাহ্' বলে নাই।[১৩]

১৯. এরপর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে এক বিপর্যয় হানা দিল সে উদ্যানে, যখন তারা ছিল নিদ্রিত।

২০. ফলে তা দগ্ধ হয়ে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল।[১৪]

২১. প্রত্যূষে তারা একে অপরকে ডেকে বলল,

---

১২. অর্থাৎ অধিক সন্তান ও সম্পদ জনপ্রিয় হওয়ার কোন আলামত নয়। আল্লাহ্র দরবারে এর কোন মূল্য নেই। সুতরাং মক্কার কাফিরদের জন্য এতে গর্বিত হওয়ার কিছু নেই। এসব হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের পরীক্ষা বস্তু। অনুরূপ পরীক্ষা ইতিপূর্বেও করা হয়েছে।

উদ্যান অধিপতিদের কাহিনী

১৩. পিতা মারা যাওয়ার সময় কয়েক পুত্রসন্তানের জন্য রেখে যায় একটি ফলের বাগান। বাগান ছাড়াও ছিল চাষাবাদযোগ্য জমি। উৎপন্ন ফলে ও ফসলের বদলৌতে গোটা পরিবার ছিল সুখী। পিতার জীবদ্দশায় একটা নিয়ম ছিল ঃ ফল ও ফসল কাটার দিন অভাবী লোকজন জড়ো হলে। পিতা সকলকে কিছু কিছু দান করতেন। এতে ফল-ফসলে বরকত হতো। পিতার মৃত্যুর পর সন্তানরা ভাবলো, অভাবী লোকজন এতসব নিয়ে যায়; তা নিজেরা ভোগ করলেই তো ভালো হয়। আমরা কি তাদেরকে বঞ্চিত করার কোন কৌশল অবলম্বন করতে পারি না? সব উৎপন্ন ফল ও ফসল ঘরে তুলে আনবো। নিজেদের মধ্যে পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়, অতি-প্রত্যূষে ফল ও ফসল আহরণ করে ঘরে এনে তুলবে। দরিদ্ররা খামার ও বাগানে গিয়ে কিছুই দেখতে পাবে না। এই কৌশল সম্পর্কে তাদের এতোই আস্থা ছিল যে, 'ইনশা আল্লাহ্' (আল্লাহ্ চাইলে) কথাটি পর্যন্ত বলেনি।

১৪. অর্থাৎ রাতে ঘূর্ণিঝড় শুরু হয়, আগুন লেগে যায় বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গোটা ক্ষেত ও বাগান বিরান হয়ে যায়।

(٢٢) اَنِ اغۡدُوۡا عَلٰى حَرۡثِكُمۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ صٰرِمِيۡنَ ○
(٢٣) فَانۡطَلَقُوۡا وَهُمۡ يَتَخَافَتُوۡنَ ○
(٢٤) اَنۡ لَّا يَدۡخُلَنَّهَا الۡيَوۡمَ عَلَيۡكُمۡ مِّسۡكِيۡنٌ ○
(٢٥) وَّغَدَوۡا عَلٰى حَرۡدٍ قٰدِرِيۡنَ ○
(٢٦) فَلَمَّا رَاَوۡهَا قَالُوۡۤا اِنَّا لَضَآلُّوۡنَ ○
(٢٧) بَلۡ نَحۡنُ مَحۡرُوۡمُوۡنَ ○
(٢٨) قَالَ اَوۡسَطُهُمۡ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكُمۡ لَوۡلَا تُسَبِّحُوۡنَ ○

২২. 'তোমরা যদি ফল আহরণ চাও তবে সকাল সকাল বাগানে চল।'
২৩. এরপর তারা চলল নিম্নস্বরে কথা বলতে বলতে।
২৪. 'অদ্য যেন তোমাদের নিকটে কোন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করতে না পারে।'
২৫. এরপর তারা নিবৃত্ত করতে সক্ষম– এই বিশ্বাস নিয়ে প্রভাতকালে বাগানে যাত্রা করল।[১৫]
২৬. এরপর তারা যখন বাগানের অবস্থা প্রত্যক্ষ করল, তারা বলল, 'আমরা তো দিশা হারিয়ে ফেলেছি।'
২৭. 'বরং, আমরা তো বঞ্চিত।'[১৬]
২৮. তাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলল, 'আমি কি তোমাদেরকে বলি নি? এখনও তোমরা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছ না কেন?'[১৭]

১৫. অর্থাৎ এই বিশ্বাসে যে, এখন গিয়ে সমস্ত ফসল নিজেদের অধিকারে আনবে।

১৬. বাগানের গাছপালা ও ক্ষেত্রের ফসল এমনভাবে বিরান হয়ে যায় যে, সেখানে পৌছে তা চিনতেই কষ্ট হয়। তারা ভাবলো, আমরা বুঝি পথ ভুলে অন্য কোথাও এসে পৌছেছি! কিন্তু ভালোভাবে তারা দেখে বুঝতে পারে, না, জায়গা তো ঠিকই আছে। আমাদের ভুল হয়নি, কিন্তু আমাদের পোড়া কপাল। আল্লাহ্‌র দরবার থেকেই আমরা বঞ্চিত হয়েছি।

বাগানওয়ালাদের মেঝ ভাইয়ের ভূমিকা

১৭. তাদের মধ্যে মেজ ভাই ছিল বেশ হুঁশিয়ার, সচেতন। পরামর্শ করার সময় সে বলেছিল, দেখ! আল্লাহ্‌কে ভুলে যাবে না। এসব কিছুকে মনে করবে আল্লাহ্‌র দান এবং দীন-দরিদ্রদের সেবায়ও ত্রুটি করবে না। কেউ তার কথায় কর্ণপাত না করায় সে নীরবে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এখন ধ্বংসযজ্ঞ দেখে সে আগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(٢٩) قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝

(٣٠) فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝

(٣١) قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝

(٣٢) عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝

(٣٣) كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ؕ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝

(٣٤) اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝

২৯. তখন তারা বলল, 'আমরা আমাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছি। আমরা তো সীমালংঘনকারী ছিলাম।'

৩০. এরপর তারা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল।[১৮]

৩১. তারা বলল, 'হায়! দুর্ভোগ আমাদের! আমরা তো ছিলাম সীমালংঘনকারী।

৩২. 'আমরা আশা রাখি—আমাদের প্রতিপালক এর পরিবর্তে আমাদেরকে দিবেন উৎকৃষ্টতর উদ্যান; আমরা আমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হলাম।'[১৯]

৩৩. শাস্তি এরূপই হয়ে থাকে এবং আখিরাতের শাস্তি কঠিনতর। যদি তারা জানত![২০]

৩৪. মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই রয়েছে ভোগ-বিলাসপূর্ণ জান্নাত তাদের প্রতিপালকের নিকট।[২১]

---

১৮. এখন নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে তারা আল্লাহ্‌র দিকে রুজু হয় এবং যেমন স্বাভাবিক বিপদকালে সাধারণত একে অপরকে যেভাবে দোষারোপ করে, তদ্রূপ এই বিপদে ও ধ্বংসের জন্য তারা পরস্পরকে দোষারোপ করতে থাকে।

১৯. অবশেষে সকলে মিলে বলে, এসবের জন্য আমরাই দায়ী, অপরাধী আমরাই। কিন্তু এখনো আমরা মহান প্রতিপালক সম্পর্কে নিরাশ নই। তিনি নিজ রহমতে পূর্বের বাগানের চেয়েও উন্নত বাগান আমাদেরকে দান করতে পারেন। আল্লাহ্‌র পক্ষে এটা মোটেই অসম্ভব নয়।

২০. অর্থাৎ এটা ছিল পার্থিব শাস্তির একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত, যা কেউ ঠেকাতে পারেনি। তাহলে আখিরাতের সেই মহা বিপদ কে ঠেকাবে? বুদ্ধি থাকলে তাদের তো একথাটা বুঝা উচিত।

২১. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার বাগ-বাগিচা নিয়েই তুষ্ট হচ্ছো? আখিরাতের উদ্যান তো এর চেয়ে অনেক উত্তম। তাতে রয়েছে সব রকম নিআমত। কিন্তু সেই বাগান তো কেবল মুত্তাকীদের জন্য নির্দিষ্ট।

(٣٥) اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝

(٣٦) مَا لَكُمْ ۥ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝

(٣٧) اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝

(٣٨) اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝

(٣٩) اَمْ لَكُمْ اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝

(٤٠) سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۝

৩৫. আমি কি আত্মসমর্পণকারিগণকে অপরাধীদের সদৃশ গণ্য করব?
৩৬. তোমাদের কী হয়েছে? তোমরা এ কেমন সিদ্ধান্ত দিচ্ছ?[২২]
৩৭. তোমাদের নিকট কী কোন কিতাব আছে যাতে তোমরা অধ্যয়ন কর—
৩৮. যে, তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে যা তোমরা পসন্দ কর?
৩৯. আমি কি তোমাদের সঙ্গে কিয়ামত পর্যন্ত বলবৎ এমন কোন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আছি যে, তোমরা নিজেদের জন্য যা স্থির করবে তা পাবে?
৪০. তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাদের মধ্যে এই দাবীর যিম্মাদার কে?[২৩]

মক্কার কাফিরদের কল্পনা

২২. মক্কার কাফিররা অহংকারবশত মনে মনে কল্পনা করে রেখেছে যে, কিয়ামতের দিন মুসলমানদের উপর অনুগ্রহ ও করুণা বর্ণিত হলে তার চেয়ে বেশি ও উত্তম করুণা হবে আমাদের উপর। আল্লাহ্ দুনিয়াতে যেমন আমাদেরকে আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্যের মধ্যে রেখেছেন, আখিরাতেও এসব প্রাচুর্যের মধ্যে রাখা হবে আমাদেরকে। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটা কেমন করে হতে পারে? এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, একজন অনুগত ভৃত্য, যে মুনীবের আদেশ শিরোধার্য করার জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, আর একজন অপরাধী বিদ্রোহী উভয়ের পরিণতি এক হবে এবং অপরাধী আর বিদ্রোহী অনুগত ভৃত্যের চেয়েও ভালো এটা এমন একটা কথা যা সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি ও সুস্থ স্বভাব-প্রকৃতি মেনে নিতে পারে না।

২৩. অর্থাৎ মুসলিম ও দুষ্কৃতিকারী উভয়কে এক বরাবর করা হবে বাহ্যতই এমন কথা জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বভাব বিরুদ্ধ। এর সপক্ষে কুরআন-হাদীসের কোন প্রমাণ তোমাদের কাছে আছে কি? কোন নির্ভরযোগ্য কিতাবে কি এমন কথা তোমরা পাঠ করেছো যে,

(٤١) اَمۡ لَهُمۡ شُرَكَآءُ ۚ فَلۡيَاۡتُوۡا بِشُرَكَآئِهِمۡ اِنۡ كَانُوۡا صٰدِقِيۡنَ ○

(٤٢) يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَنۡ سَاقٍ وَّيُدۡعَوۡنَ اِلَى السُّجُوۡدِ فَلَا يَسۡتَطِيۡعُوۡنَ ○

৪১. তাদের কি কোন দেব-দেবী আছে? থাকলে তারা তাদের দেব-দেবীগুলোকে উপস্থিত করুক— যদি তারা সত্যবাদী হয়।[২৪]

৪২. স্মরণ কর, সেই চরম সংকটের দিনের কথা, সেই দিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সিজদা করবার জন্য কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবে না।[২৫]

নিজেদের জন্য যা পসন্দ করবে, তা-ই মিলে যাবে এবং তোমাদের মনগড়া কামনা-বাসনাই পূর্ণ করা হবে? অথবা আল্লাহ্ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কোন শপথ করেছেন যে, তোমরা মনে মনে যা নির্দিষ্ট করে নিবে তা-ই দেয়া হবে? অথবা তোমরা আজ যেমন আরাম-আয়েশে আছো, কিয়ামত পর্যন্ত এই অবস্থায়ই তোমাদেরকে রাখা হবে ? তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এইরূপ দাবি করবে এবং তা প্রমাণ করার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করেছে, তাকে সামনে উপস্থিত করো। সে কোথা থেকে কি বলে, তা আমরাও দেখ নিব।

আল্লাহ্র সিফাতের তাৎপর্য

২৪. অর্থাৎ যদি যুক্তি ভিত্তিক ও কুরআন-সুন্নাহ্ ভিত্তিক কোন প্রমাণই না থাকে, কেবল মিথ্যা দেবতার ভিত্তিতে এ দাবি করা হয় যে, তারা আমাদের জন্য এটা করবে এবং এই মর্যাদায় উন্নীত করবে। কারণ, তারা স্বয়ং প্রভুত্বের অংশীদার, তবে এহেন দাবিতে তাদের সত্যবাদী হওয়া তখন প্রমাণিত হবে, যখন তারা সেসব অংশীদারকে আল্লাহ্র মুকাবিলায় ডেকে আনবে এবং তাদের দ্বারা নিজেদের মর্যী মতো কোন কার্য করিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, সেই উপাস্যরা উপাসনাকারীদের চেয়েও অধিক দুর্বল ও অক্ষম, অসহায়। তারা তোমাদের কি সাহায্য করবে, তারা তো নিজেদের সাহায্যই করতেই অক্ষম।

২৫. বুখারী-মুসলিমের মারফূ হাদীসে বলা হয়েছে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ পায়ের জঙ্ঘা প্রকাশ করবেন। এটা 'আল্লাহ্ তা'আলার একটা বিশেষ সিফাত বা তাৎপর্য। কোন বিশেষ কারণে এ সিফাতকে 'জঙ্ঘা' বলা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে 'হাত' ও 'মুখমণ্ডল' শব্দ এসেছে। এসব অর্থবহ শব্দকে বলা হয় 'মুতাশাবিহাত'। আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, জীবন, শ্রবণ, দর্শন ইত্যাদি গুণাবলীর উপর ঈমান রাখতে হবে। উক্ত হাদীসে উল্লেখ আছে যে, জঙ্ঘার তাজাল্লী দেখে মু'মিন নারী-পুরুষ সকলে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু (পৃথিবীতে) প্রদর্শনেচ্ছায় সিজদা করতো, সে কটি-দেশ নাড়াতে পারবে না, তক্তার মতো কঠিন হয়ে যাবে। রিয়াকার ও মুনাফিকরা সিজদা করতে সক্ষম না হলে, কাফিররাও যে সক্ষম হবে না, তা ভালোভাবেই বুঝা যায়। হাশরের ময়দানে এসব কিছু করা হবে এজন্য যাতে কে মু'মিন

(৪৩) خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ وَ قَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ○

(৪৪) فَذَرْنِیْ وَ مَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ؕ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ○

(৪৫) وَاُمْلِیْ لَهُمْ ؕ اِنَّ كَيْدِیْ مَتِيْنٌ ○

(৪৬) اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ○

৪৩. তাদের দৃষ্টি অবনত[২৬], হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখন তো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সিজদা করতে।[২৭]
৪৪. যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে; আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব তারা জানতে পারবে না।[২৮]
৪৫. আর আমি ওদেরকে সময় দিয়ে থাকি আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ।[২৯]
৪৬. তুমি কি তাদের নিকট পারিশ্রমিক চাচ্ছ যে, তারা একে একটি দুর্বহ দণ্ড মনে করবে।

ও কাফির এবং নিষ্ঠাবান ও কপটতা ভালোভাবে প্রকাশ পায়, যাতে সকলের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা যায়।

'মুতাশাবিহাত' সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) এ আয়াতের তাফসীরে মুতাশবিহাত সম্পর্কে অতি উচ্চ স্তরের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। সেখানে দেখা যেতে পারে।

২৬. অর্থাৎ অনুতাপ ও লজ্জার কারণে উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারবে না।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, তখন তাদেরকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং সেখানে তারা স্বেচ্ছায় সিজদা করতে পারতো, সেখানে কখনো নিষ্ঠার সঙ্গে সিজদা করেনি। তার প্রতিক্রিয়া এই হলো যে, সিজদা করার যোগ্যতাই লোপ পেয়েছে। এখন ইচ্ছা করলেও সিজদা করতে পারবে না।

তাদের যে শাস্তি হবে, তা নিশ্চিত

২৮. অর্থাৎ তাদের যে শাস্তি হবে, তা নিশ্চিত কিন্তু কয়েকটা দিন শাস্তি মওকুফ থাকায় আপনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবেন না। তাদের ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমিই তাদের থেকে প্রতিশোধ নিব এবং ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে এমনভাবে তাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবো যে, তারা টেরই পাবে না। তারা নিজেদের অবস্থায় নিমগ্ন থাকবে এবং ভেতর থেকেই তাদের আরাম-আয়েসের শেকড় উপড়ে যাবে।

(٤٧) اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۝
(٤٨) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ
مَكْظُوْمٌ ۝

৪৭. ওদের কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, ওরা তা লিখে রাখে।[৩০]
৪৮. অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি মৎস্য সহচরের ন্যায় অধৈর্য হও হয়ো না[৩১], সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল।[৩২]

---

২৯. অর্থাৎ আমার সূক্ষ্ম ও গোপন পরিকল্পনা এমনই পাকা-পোক্ত, যার মুকাবিলা করা তো দূরের কথা, তারা বুঝতেই পারবে না।

আপনি কি তাদের কাছে কোন বিনিময় দাবি করেন

৩০. অর্থাৎ আফসোস ও তাজ্জবের বিষয় যে, এসব লোক এভাবে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনার কথা মানছে না। শেষ পর্যন্ত তা মেনে না নেয়ার কি কারণ থাকতে পারে? আপনি কি তাদের কাছে কোন বিনিময় (বেতন, কমিশন ইত্যাদি) দাবিকরণ। যার ভারে তারা নুব্জ হয়ে যাচ্ছে ? অথবা সরাসরি তাদের কাছে অদৃশ্যের খবর এবং আল্লাহ্‌র নিকট থেকে ওহী আসে যার হিফাযত করার জন্য তারা কুরআনের মতোই লিখে রাখে? এ কারণে তারা আপনার আনুগত্য করার প্রয়োজন মনে করে না। শেষ পর্যন্ত কোন একটা কারণ তো থাকা উচিৎ। তাদের উপর যখন কোন বোঝাও চাপানো হয়নি এবং তারা তা থেকে অমুখাপেক্ষীও হতে পারে না, তাহলে মেনে না নেয়ার কারণ প্রতিহিংসা ও হঠকারিতা ছাড়া আর কি হতে পারে?

মাছ ওয়ালাদের মতো হয়ো না

৩১. অর্থাৎ মাছের পেটে যাওয়া পয়গাম্বরে (হযরত ইউনুস আলায়হিস সালাম)-এর ন্যায় অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে মনের সংকীর্ণতা ও শংকা প্রকাশ করবেন না। ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে সংক্ষিপ্তাকারে তাঁর ঘটনা আলোচিত হয়েছে।

৩২. অর্থাৎ ইউনুস (আ) তাঁর কওমের প্রতি ছিলেন ভীষণ ক্ষুব্ধ। তিনি অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হয়ে অচিরেই শাস্তি নাযিলের আবেদন বরং ভবিষ্যদ্বাণী করে বসেন। কতক তাফসীরকার 'মাকযূম' শব্দের অর্থ করেছেন, তিনি পেরেশান ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিলেন এবং এই দুঃখ ছিল কয়েকটি দুঃখের সমষ্টির কওমের ঈমান না আনার দুঃখ, শাস্তি বিলম্বিত হওয়ার দুঃখ, বিনা অনুমতিতে শহর ত্যাগ করে চলে যাওয়ার দুঃখ এবং মাছের পেটে আটক হয়ে যাওয়া দুঃখ। এসময় তিনি আল্লাহ্‌কে ডাকলেন এবং দু'আ করলেন–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ -

(৪৯) لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ○

(৫০) فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ○

(৫১) وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ○

৪৯. তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছিলে সে লাঞ্ছিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত উন্মুক্ত প্রান্তরে।[৩৩]

৫০. পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত করলেন।[৩৪]

৫১. কাফিররা যখন কুরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলে দিবে এবং বলে, 'এতো এক পাগল।'[৩৫]

"তুমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নেই, তুমি পবিত্র। মহান, আমিই অন্যায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত" (২১ ঃ ৮৭)।

তাঁর প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া হলো এবং তিনি মাছের পেট থেকে নাজাত পেলেন।

৩৩. অর্থাৎ তওবা কবূল হওয়ার পর আল্লাহ্‌র অবারিত দয়া ও অনুগ্রহ না হলে তিনি সেই বিজন প্রান্তরেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় অভিযুক্ত হয়ে পড়ে থাকতেন যেথায় তাঁকে মাছের পেট থেকে বের করে ফেলে দেয়া হয়েছিল এবং সেই সময়ও আল্লাহ্‌র দয়ায় তাঁর যে কামালাত ও কারামাত (নবী সুলভ পূর্ণ মর্যাদা ও মাহাত্ম্য) অটুট ছিল তাও অবশিষ্ট থাকতো না।

৩৪. অর্থাৎ এরপর আমি তাঁর মর্তবা ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি করেছি এবং তাঁকে অন্তর্ভুক্ত করেছি উন্নত স্তরের সৎকর্মপরায়ণ ও মার্জিত মানুষদের মধ্যে। হাদীস শরীফে মহানবী (সা) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এমন কথা না বলে যে, আমি ইউনুস ইব্‌ন মাত্তা'র চেয়ে উত্তম।"

কুরআন শ্রবণ করে তারা ক্ষোভে ও ক্রোধে ফুলে উঠে

৩৫. অর্থাৎ কুরআন শ্রবণ করে তারা ক্ষোভে ও ক্রোধে ফুলে উঠে এবং এমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকায়, যেন তোমাকে স্থানচ্যুত করে ছাড়বে। এরা মুখেও টিপ্পনি কাটে যে, লোকটা তো পাগলই হয়ে গেছে। তার কোন কথাই তো কর্ণপাত করার মতো নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে, এভাবে আপনাকে বিচলিত ভীত-সন্ত্রস্ত করে ধৈর্য ও স্থিরতার পর্যায় থেকে হটিয়ে দেয়া। কিন্তু আপনি বরাবর আপনার মত ও পথে স্থির থাকুন এবং

(৫২) وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝

৫২. কুরআন তো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।[৩৬]

মনক্ষুণ্ণ হয়ে কোন ব্যাপারেই ভীত হবেন না, তাড়াহুড়া করবেন না এবং ঢিলেমিও করবেন না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কেউ কেউ لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ-এর এই অর্থ করেছেন যে, করেছেন মক্কার কাফিররা তাদের মধ্যকার প্রসিদ্ধ বদনজর বিশেষজ্ঞদেরকে মহানবী (সা)-এর উপর বদনজর লাগানোর জন্য নিয়োজিত করেছিল। তিনি যখন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করছিলেন, তখন তাদের এক লোক এসে বেশ সাহস করে বদনজর লাগাবার চেষ্টা করে। মহানবী (সা) "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পাঠ করলে লোকটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। অবশ্য বদনজর লাগা বা না লাগার বিষয় নিয়ে আলোচনা করার স্থান এটা নয়। অধুনা 'ম্যাসমারিজম' যথারীতি একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। তাই এ ব্যাপারে বেশি কিছু বলা অপ্রয়োজনীয় মনে হয়।

৩৬. অর্থাৎ কুরআন মজীদে পাগলামি বা মাতলামির পূর্ণ কোন কথাটি আছে, যাকে তোমরা পাগলামি বলছ? কুরআন মজীদের মাধ্যমে তো সমগ্র মানব জাতির সংস্কার-সংশোধন হবে এবং একদিন পাল্টে যাবে গোটা বিশ্বের চেহারা। যেসব লোক এই কালামে মজীদের পাগল নয়, তারাই মূলত পাগল সাব্যস্ত হবে।

সূরা আল্‌-হাক্‌কা

৫২ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اَلۡحَآقَّةُ ۙ

(٢) مَا الۡحَآقَّةُ ۚ

(٣) وَمَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا الۡحَآقَّةُ ؕ

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা,
২. কী সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা?[১]
৩. আর তুমি কি জান সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী?[২]

কিয়ামতের বিভীষিকা

১. অর্থাৎ কিয়ামতের সেই মুহূর্ত, যার আগমন অনাদিকাল থেকে আল্লাহ্‌র জ্ঞানে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হয়ে রয়েছে, সত্য যখন সন্দেহহীন সংশয়হীনভাবে মিথ্যা থেকে পরিপূর্ণ উদ্ভাসিত হয়ে যাবে, যখন সমস্ত রহস্য পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হবে এবং কিয়ামতের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত সকলে পরাভূত ও অভিশপ্ত হবে। তুমি কি জানো, সে মুহূর্তটি কেমন এবং কোন্ ধরনের অবস্থা ও প্রকৃতি রয়েছে তার মধ্যে ?

২. অর্থাৎ যতো বড়ো চিন্তাশীল প্রতিভাবান ব্যক্তিই হোক সেই দিনের ভয়াল ও ভয়ংকর দৃশ্য কিছুতেই পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না। অবশ্য অনুধাবন শক্তির কাছাকাছি একটা ধারণা দেয়ার জন্য উদাহরণ হিসাবে সামনের দিকে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে, যা এই দুনিয়ায় সেই মহাপ্রলয়ের নিদর্শন পেশের ব্যাপারে সম্পূর্ণ তুচ্ছ ও অসম্পূর্ণ নমুনা হিসাবে কাজ করবে। যেন সেই বড়ো 'হাক্‌কা' (ঘটনা)-এর বিবরণের জন্য এসব ক্ষুদে 'হাক্‌কা' (ঘটনা) ভূমিকা হিসাবে কাজ করবে।

(٤) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ وَعَادٌۢ بِالْقَارِعَةِ ○

(٥) فَاَمَّا ثَمُوْدُ فَاُهْلِكُوْا بِالطَّاغِيَةِ ○

(٦) وَاَمَّا عَادٌ فَاُهْلِكُوْا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۙ○

(٧) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ ۙ حُسُوْمًا ۙ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا
صَرْعٰى ۙ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۚ○

৪. 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল যা মহাপ্রলয়।[৩]
৫. আর ছামূদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রলংকর বিপর্যয় দ্বারা।[৪]
৬. আর 'আদ সম্প্রদায়, তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছিল এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু দ্বারা।[৫]
৭. যা তিনি তাদের উপর প্রবাহিত করেছিলেন সপ্তরাত্রি ও অষ্টদিবস বিরামহীনভাবে তখন তুমি উক্ত সম্প্রদায়কে দেখতে— তারা সেথায় লুটিয়া পড়ে আছে সারশূন্য বিক্ষিপ্ত খর্জুর কাণ্ডের ন্যায়।[৬]

'আদ ও ছামূদ জাতি সেই মুহূর্তটিকে অস্বীকার করেছিল

৩. অর্থাৎ 'আদ ও ছামূদ জাতি সেই মুহূর্তটিকে অস্বীকার করেছিল। গোটা আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, পাহাড়-পর্বত এবং মানবকুল সবকিছুকেই তছনছ করে ছাড়বে সেই মুহূর্তটি। কঠিন থেকে কঠিনতর বস্তুকেও খানখান তা করে ছাড়বে। এরপর দেখে নাও, কী পরিণতি হয়েছে সেই দু'টি জাতির– 'আদ ও ছামূদের।

৪. অর্থাৎ এক ভয়ংকর ভূমিকম্পে, যা নেহায়েত এক কঠোর বজ্রনিনাদসহ সংঘটিত হয়েছিল তা সব কিছুকে উলোট-পালট ও লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল।

৫. অর্থাৎ সেই বায়ু প্রতিটি তীব্র ও গতিতে ছিল যাকে কাবু করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। এমন কি তা বায়ু নিয়ন্ত্রণকারী ফেরেশতাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল।

৬. অর্থাৎ যে জাতি কোমরে শক্ত করে গামছা বেঁধে দম্ভভরে হুংকার ছেড়ে অবতীর্ণ হয়েছিল ঃ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً "কে আছে আমাদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী" (৪১ ঃ ১৫)। সেই জাতি আমাদের বায়ুরই মুকাবিলা করতে পারেনি। এমন লড়াকু সিংহ পুরুষরা বায়ুর আঘাতে এমনই লুটিয়ে পড়েছিল, যেন জীর্ণশীর্ণ ও নিষ্প্রাণ খেজুর গাছের কাণ্ড যার মাথা কর্তিত।

(৮) فَهَلْ تَرٰى لَهُمْ مِّنْۢ بَاقِيَةٍ ۝

(৯) وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهٗ وَالْمُؤْتَفِكٰتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝

(১০) فَعَصَوْا رَسُوْلَ رَبِّهِمْ فَاَخَذَهُمْ اَخْذَةً رَّابِيَةً ۝

(১১) اِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَآءُ حَمَلْنٰكُمْ فِى الْجَارِيَةِ ۝

৮. এরপর তাদের কাউকেও তুমি বিদ্যমান দেখতে পাও কি?

৯. ফিরআওন, তার পূর্ববর্তীরা এবং উল্টিয়ে দেয়া জনপদ সম্প্রদায় পাপাচারে লিপ্ত ছিল।[৭]

১০. তারা তাদের প্রতিপালকের রাসূলকে অমান্য করলে, ফলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দিলেন— কঠোর শাস্তি।[৮]

১১. যখন জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল তখন আমি তোমাদেরকে আরোহণ করিয়েছিলাম নৌযানে।[৯]

---

৭. অর্থাৎ পৃথিবীর বুক থেকে তাদেরকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে যে, আজ তাদের বংশধর কোথাও অবশিষ্ট নেই।

৮. অর্থাৎ 'আদ ও ছামূদ জাতির পর ফিরআওন অতি বাড়াবাড়িমূলক বলেছিল। তার আগে পাপের বোঝা নিয়ে উপস্থিত হয় আরো কয়েক জাতি (যেমন– নূহ জাতি, শুয়ায়ব জাতি ও লূত জাতি, যাদের জনপদকে উল্টে দেয়া হয়েছিল)। এরা সকলেই নিজ নিজ নবী-রাসূলের অবাধ্যাচরণ করেছিল, প্রস্তুত হয়েছিল আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। তাদের সকলকেই আল্লাহ্ পাকড়াও করলেন শক্তভাবে। আল্লাহ্‌র সম্মুখে টিকতে পারেনি তাদের কেউ।

নূহ (আ)-এর মহাপ্লাবন

৯. অর্থাৎ নূহ (আ)-এর যুগে যখন প্লাবন এলো, তখন বাহ্যিক কারণে তোমাদের মানবজাতির কারও রক্ষার উপায় ছিল না। সমস্ত অবিশ্বাসীদের সকলকে ডুবিয়ে মেরে কেবল নূহ (আ)-ও তাঁর সঙ্গীদের আমার কুদরত, হিকমত, পুরস্কার ও অনুগ্রহ রক্ষা করেছে। আচ্ছা ঃ এমন মহাপ্লাবনে একটি কিশ্‌তী ক্ষুদ্র নৌযানের নিরাপদ থাকার কী আশা করা যেতো! কিন্তু আমি আমার কুদরত ও হিকমতের চমক দেখিয়েছি। যাতে দুনিয়ার মানুষ যতদিন টিকে থাকে, ততদিন তারা এই ঘটনা স্মরণ করে রাখে এবং যে কান কোন যুক্তিসঙ্গত কথা শুনে হৃদয়ঙ্গম করে ও সংরক্ষণ করে সেসব কান কখনও বিস্মৃত হতে পারে না যে, এককালে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ হয়েছিল এবং অনুধাবন করে যে, সংঘাতময় পৃথিবীতে অনুগতদেরকে নাফরমান অপরাধীদের থেকে আলাদা রাখা হয়। এই অবস্থায় কিয়ামতের অবশ্যম্ভাবী ঘটনায়ও ঠিক তাই হবে। সামনে অগ্রসর হয়ে বক্তব্য সেদিকে মোড় নিয়েছে।

(١٢) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَّ تَعِيَهَآ اُذُنٌ وَّاعِيَةٌ ○

(١٣) فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ○

(١٤) وَّ حُمِلَتِ الْاَرْضُ وَ الْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَّاحِدَةً ○

(١٥) فَيَوْمَئِذٍ وَّقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

(١٦) وَانْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَّاهِيَةٌ ○

(١٧) وَّالْمَلَكُ عَلٰٓى اَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ ○

১২. আমি তা করেছিলাম তোমাদেরকে শিক্ষার জন্য এবং এজন্য যে, শ্রুতিধর কর্ণ উহা সংরক্ষণ করে।
১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে একটি মাত্র ফুৎকার।
১৪. পর্বতমালা সমেত পৃথিবী উৎক্ষিপ্ত হবে এবং একই ধাক্কায় তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।
১৫. সেদিন সংঘটিত হবে মহাপ্রলয়
১৬. এবং আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে আর সেই দিন তা বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে।[১০]
১৭. ফেরেশতাগণ আকাশের প্রান্তদেশে থাকবে এবং সেদিন আটজন ফেরেশতা তোমার প্রতিপালকের আরশকে ধারণ করবে[১১] তাদের উর্ধ্বে।[১২]

---

১০. অর্থাৎ শিংগায় ফুঁ দেয়ার সাথে সাথে পৃথিবী ও পর্বতমালা নিজ নিজ বন্ধন ছেড়ে দিবে এবং সবগুলোকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে একদম ধুলায় পরিণত করা হবে। এটাই হলো কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়।

১১. অর্থাৎ যে আসমান আজ এত মযবূত ও সুদৃঢ়, লাখ লাখ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কোথাও বিন্দুমাত্র ফাটল ধরেনি, সেদিন তা ফেটে গিয়ে খানখান হয়ে যাবে। আর যখন তা মধ্যখান থেকে ফেটে যেতে থাকবে তখন ফেরেশতারা তার এক প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নিবে।

আরশ বহনকারী চারজন ফেরেশতা

১২. বর্তমানে চারজন ফেরেশতা মহান আরশ বহন করেন, যার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে আল্লাহ্ই ভালো জানেন। কিয়ামতের দিন এই আরশ বহন করার জন্য চারজন ফেরেশতার সঙ্গে আরো চারজন ফেরেশতা যোগ হবে। তাফসীরে আযীযীতে এ সংখ্যার তাৎপর্য এবং ফেরেশতাদের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠকগণ সেখানে তা দেখে নিতে পারেন।

(১৮) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ۝

(১৯) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۝

(২০) إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۝

(২১) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝

(২২) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝

(২৩) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝

(২৪) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ۝

১৮. সে দিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।[১৩]

১৯. তখন যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেয়া হবে, সে বলবে, 'লও, আমার আমলনামা পড়ে দেখ।[১৪]

২০. 'আমি জানতাম যে, আমাকে আমার হিসেবের সম্মুখীন হতে হবে।'[১৫]

২১. সুতরাং সে যাপন করবে সন্তোষজনক জীবন;

২২. সুমহান জান্নাতে,

২৩. যার ফলরাশি অবনমিত থাকবে নাগালের মধ্যে।[১৬]

২৪. তাদেরকে বলা হবে, 'পানাহার কর ও তৃপ্তির সহিত, তোমরা অতীত জীবনে যা করেছিলে তার বিনিময়ে।'[১৭]

---

১৩. অর্থাৎ সেদিন তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র আদালতে হাযির করা হবে। কারো কোন নেকী- বদী সেদিন গোপন থাকবে না। সবই সর্বসমক্ষে এসে যাবে।

১৪. অর্থাৎ সেদিন যার আমলনামা দেয়া হবে, সে আনন্দিত হয়ে তা সকলকে দেখাবে, এই দেখো আমার আমলনামা, পড়ে দেখো।

১৫. অর্থাৎ দুনিয়ায় আমি খেয়াল রেখেছি যে, একদিন অবশ্যই আমার কার্যকলাপ হিসাব নেয়া হবে। এই খেয়ালে আমি ভয় করতাম এবং আত্মসমালোচনা করতাম। আজ তার যে ফল দেখতে পাচ্ছি, তাতে খুশীতে মন ভরে যায়। আল্লাহ্‌র ফযলে আমার আমলনামা একেবারেই পরিষ্কার।

জান্নাতীদের সুখভোগ

১৬. দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে সর্বাবস্থায় অতি সহজে সেই ফল আহরণ করা যাবে।

১৭. অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য নিজেদের নাফসের চাহিদা দমন করেছিলে, ক্ষুধা-পিপাসা ইত্যাদির কষ্ট সহ্য করেছিলে। আজ আর কোন বাধা-বিপত্তি

(٢٥) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتٰبَهُ بِشِمَالِهِ ۙ فَيَقُولُ يٰلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتٰبِيَهْ ۚ

(٢٦) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ ۚ

(٢٧) يٰلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۚ

(٢٨) مَا أَغْنٰى عَنِّي مَالِيَهْ ۚ

(٢٩) هَلَكَ عَنِّي سُلْطٰنِيَهْ ۚ

(٣٠) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۙ

(٣١) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۙ

(٣٢) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۚ

২৫. কিন্তু যার আমলনামা তার বাম হস্তে দেওয়া হবে, সে বলবে, হায়! আমাকে যদি দেওয়াই না হত আমার আমলনামা,
২৬. এবং আমি যদি না জানতাম আমার হিসাব!
২৭. হায়! আমার মৃত্যুই যদি আমার শেষ হত!
২৮. আমার ধন-সম্পদ আমার কোন কাজেই আসল না।
২৯. আমার ক্ষমতাও অপসৃত হয়েছে।'[১৮]
৩০. ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, 'ধর তাকে তার গলদেশ বেড়ী পরিয়ে দাও।
৩১. এরপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে।
৩২. পুনরায় তাকে শৃংখলিত কর সত্তর হস্ত দীর্ঘ এক শৃংখলে।[১৯]

নেই; সানন্দে খাও, পান কর, মন বিষিয়ে উঠবে না, বদহযমী হবে না, রোগ-ব্যাধি দেখা দেবে না এবং নিঃশেষ হওয়াও আশংকা থাকবে না।

বাম হাতে যার আমলনামা দেয়া হবে

১৮. অর্থাৎ যাকে পেছন দিক থেকে বাম হাতে যাকে আমলনামা দেয়া হবে, সে বুঝতে পারবে যে, তার দুর্ভাগ্যের মুহূর্ত সমাগত হয়েছে। তখন সে নিতান্ত অনুতাপের সুরে কামনা করবে– হায়! আমার হাতে আমলনামা যদি না দেয়া হতো; হিসাব-কিতাব কী বস্তু, তা যদি আমি না জানতাম, হায়! মৃত্যু যদি আমার কিসসা শেষ করে দিতো চিরতরে। মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া যদি আমার ভাগ্যে না জুটতো। অথবা পুনরুত্থিত হলেও এখন মৃত্যু এসে আমাকে নিঃশেষ করে দিতো। দুঃখের বিষয়, সেসব অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ও নেতৃত্ব-কর্তৃত্ব কিছুই কোন কাজে আসেনি। আজ সেসবের মধ্যে কোন কিছুরই পাত্তা নেই। আমার কোন যুক্তি-প্রমাণ চলে না। নেই ক্ষমা প্রার্থনার কোন অবকাশ।

(৩৩) إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝
(৩৪) وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝
(৩৫) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ ۝
(৩৬) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝
(৩৭) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝

৩৩. সে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসী ছিল না।
৩৪. এবং অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহিত করত না।[২০]
৩৫. অতএব এইদিন সেথায় তার কোন সুহৃদ থাকবে না।[২১]
৩৬. এবং কোন খাদ্য থাকবে না ক্ষত নিঃসৃতস্রাব ব্যতীত,
৩৭. যা অপরাধী ব্যতীত কেউ খাবে না।[২২]

---

১৯. ফেরেশতাদেরকে হুকুম দেয়া হবে তাকে পাকড়াও করো, তার গলায় শিকল লাগাও; এরপর জাহান্নামের আগুনে ডুবাও, সত্তরগজ দীর্ঘ জিঞ্জীরে তাকে আবদ্ধ করো, যেন দগ্ধ হওয়ার সময় বিন্দুমাত্র নড়াচড়া করতে না পারে। সেখানে দগ্ধ হওয়ার সময় একটু নড়াচড়া করার সময়ও কিছুটা হাল্কা বোধ করবে।

('গজ' দ্বারা আখিরাতের গজ (পরিমাপ) বুঝানো হয়েছে। যার পরিমাণ কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন।)

২০. অর্থাৎ সে দুনিয়ায় অবস্থান করে আল্লাহ্‌কে চিনতে পারেনি, চিনতে পারেনি মানুষের অধিকার। নিজে ফকীর-অভাবীদের সেবা করা তো দূরের কথা, সেদিকে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করেনি। আল্লাহ্‌র উপর যখন যথাযথ ঈমান আনেনি, তখন মুক্তি কোথায়? ছোট-বড় কোন কল্যাণকর কর্মই যখন করা হয়নি, তখন আযাব হ্রাস করারও কোন পথ নেই।

২১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে যখন বন্ধু বানায়নি, তখন আজ কে তাঁর বন্ধু হতে পারবে- যে সহায়তা করে তাকে আযাব থেকে বাঁচাতে বা বিপদকালে কিছু সান্ত্বনার কথা শোনাতে পারে।

জাহান্নামীদের খাদ্য

২২. খাদ্য দ্বারা মানুষ শক্তি সঞ্চয় করে; কিন্তু জাহান্নামীরা এমন কোন পসন্দসই খাদ্য পাবে না, যা তৃপ্তি লাভ ও শক্তি সঞ্চয়ের কারণ হতে পারে। অবশ্য তাদেরকে পরিবেশন করা হবে জাহান্নামীদের ক্ষত স্থান থেকে নির্গত পুঁজ, গলিত পদার্থ। পাপিষ্ঠরা ছাড়া অন্য কেউ তা পান করতে পারে না। তারও তারা পান করবে ক্ষুধা-পিপাসায়

(৩৮) فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ ۙ
(৩৯) وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ۙ
(৪০) اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۙ

৩৮. আমি কসম করতেছি তার, যা তোমরা দেখতে পাও।
৩৯. এবং যা তোমরা দেখতে পাও না।
৪০. নিশ্চয়ই এই কুরআন এক সম্মানিত রাসূলের বাহিত বার্তা।[২৩]

কাতর হয়ে, ভুল করে এবং ধারণা করে যে, এতে কিছুটা হলেও তো কাজ হবে। পরে প্রকাশ পাবে যে, এটা খাওয়া ক্ষুধার আযাবের চেয়েও বড় আযাব। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতে সব ধরনের আযাব থেকে নাজাত দান করুন।

জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ কোন কাব্য নয়

২৩. অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নামের যেসব বিবরণ দেয়া হয়েছে, তা কোন কাব্য নয়, নয় তা গনৎকারের অলিক উক্তি, বরং তা হচ্ছে কুরআন-আল্লাহ্র কালাম তা আসমান থেকে বয়ে নিয়ে এসেছেন একজন মহান ফেরেশতা এবং নাযিল করেছেন আরো এক মহানতর পয়গাম্বরের উপর। যিনি তা আসমান থেকে বহন করে এনেছেন এবং যিনি পৃথিবীবাসীদের নিকট পৌঁছিয়েছেন, তারা উভয়ে হচ্ছেন মহা সম্মানিত, মহা মর্যাদাবান রাসূল। একজন যে সম্মানিত ও মর্যাদাবান, তাতো তোমরা প্রত্যক্ষ করছো স্বচক্ষেই। আর অপর জনের শ্রেষ্ঠত্ব-মহত্ত্ব প্রমাণিত হয় প্রথম জনের উক্তিতেই।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ বিশ্বে দুই ধরনের বস্তু রয়েছে। এক ধরনের বস্তু মানুষ চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে। অপর ধরনের বস্তু যা মানুষ চাক্ষুষভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে মানুষ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। যেমন, আমরা যতই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাই না কেন, পৃথিবীটা ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি-গোচর হয় না (আমাদের কাছে স্থির মনে হয়)। কিন্তু বিজ্ঞানীদের যুক্তি-প্রমাণের নিকট হার মেনে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের চক্ষু ভুল করছে। আর নিজেদের বা অন্য বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা এসব ভুল সংশোধন করে নেই। সমস্যা হলো, আমাদের মধ্যকার কারো জ্ঞানই ভুল-ত্রুটি থেকে নিরাপদ নয়। তাহলে শেষ পর্যন্ত এই ভুল-ত্রুটির সংশোধন কার দ্বারা হবে? অতএব আল্লাহ্ প্রেরিত ওহীরই সেই শক্তি আছে যা ভুল-ত্রুটি হতে নিরাপদ থেকে সমস্ত বুদ্ধিগত শক্তির সংশোধন ও পূর্ণতা দান করতে পারে, যেভাবে পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেখানে গিয়ে অক্ষম হয়ে পড়ে, সেখানে জ্ঞান-বুদ্ধি কাজে আসে। তদ্রূপ যে ক্ষেত্রে নিছক বুদ্ধি কোন কাজে আসে না বা হোঁচট খায়, সেখানে আল্লাহ্র ওহী আমাদের হস্ত ধারণপূর্বক উচ্চতর রহস্যভেদ করে তার সাথে আমাদের

(٤١) وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ۙ
(٤٢) وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۙ
(٤٣) تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

৪১. ইহা কোন কবির রচনা নহে; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর।[২৪]
৪২. ইহা কোন গণকের কথাও নহে, তোমরা অল্পই অনুধাবন কর।
৪৩. ইহা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ।[২৫]

পরিচয় করিয়ে দেয়। সম্ভবত এখানে এজন্য بِمَا تُبْصِرُوْنَ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ-এর শপথ করা হয়েছে। অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে জান্নাত-জাহান্নাম ইত্যাদির যেসব তত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, অনুভূতির স্তর থেকে উন্নত হওয়ার কারণে সেগুলো যদি তোমাদের বোধগম্য না হয়, তবে বস্তু নিচয়ের মধ্যে দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান, বা অন্য কথায় অননুভূত ও অনুভূত এমনকি অনুভূতির বিপরীত বস্তুকেও নিজেদের বুদ্ধি বা অন্যদের অনুভূতি দ্বারা স্বীকার করে নেই। তাহলে রাসূলে কারীম (সা)-এর কথায় আরও উন্নততর বিষয়ের খবর মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়?

কুরআন মজীদ আল্লাহ্র কালাম, কবির কল্পনা নয়

২৪. অর্থাৎ কুরআন মজীদ যে আল্লাহ্র কালাম, সে বিষয়ে তোমাদের অন্তরে বিশ্বাসের কিছু দীপ্তি দেখা দেয়, কিন্তু এতই সামান্য যে, তা নাজাতের জন্য যথেষ্ট নয়। অবশেষে তাকে তোমরা কবির কল্পনা ইত্যাদি বলে উড়িয়ে দাও। তোমরা কি সত্যি সত্যি ইনসাফের সঙ্গে বলতে পারবে, এটা কোন কবির কথা হতে পারে, হতে পারে কোন কাব্য? কবিতায় ছন্দ আর অন্তমিল ইত্যাদি অপরিহার্য। কিন্তু কুরআনে তার কোন নাম-গন্ধও নেই। কবিদের কাব্য অধিকন্তু মূল্যহীন, ভিত্তিহীন হয়ে থাকে এবং কাব্যের অধিকাংশ বিষয়বস্তু থাকে নিছক কাল্পনিক, একেবারেই অনুমান ভিত্তিক। পক্ষান্তরে কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে বাস্তব প্রতিষ্ঠিত সত্য ও তত্ত্ব এবং দ্ব্যর্থহীন মূলনীতি। এসব প্রমাণ করা হয়েছে দ্ব্যর্থহীন দলীল ও নিশ্চিত যুক্তি দ্বারা।

কুরআন মজীদ কোন গণকের কথা নয়

২৫. অর্থাৎ পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করো, তাহলে জানা যাবে যে, এটা কোন গণকের কথাও নয়। আরবে গণক বলা হতো সেই সব লোককে, যাদের ভূত-প্রেত বা জিনের সঙ্গে সম্পর্ক বা সাদৃশ্য ছিল। তারা তাদেরকে অদৃশ্যলোকের কোন কথার অংশবিশেষ সাদৃশ্য ছন্দোবদ্ধ কবিতার আকারে বলে দিতো কিন্তু জিনদের কথা নকল করার অযোগ্য ছিল না যা অন্য কেউ বলতে পারে না, বরং এক জিন কোন গণককে যে রকম কথা

(٤٤) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ۙ

(٤٥) لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ۙ

(٤٦) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ۖ

(٤٧) فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ○

(٤٨) وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ○

(٤٩) وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ○

৪৪. সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাইতে চেষ্টা করত,
৪৫. আমি অবশ্যই তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং
৪৬. কাটিয়া দিতাম তার জীবন-ধমনী,
৪৭. এরপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নাই, যে তাকে রক্ষা করতে পারে।[২৬]
৪৮. এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ।
৪৯. আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে।

শেখায়, সে রকম কথা অন্য জিন অন্য গণককে শেখাতে পারে। আর এই কালাম অর্থাৎ কুরআনুল করীম এমনই অক্ষমকারী যে, সকল জিন ও ইনসান সম্মিলিতভাবেও এর সমকক্ষ কালাম রচনা করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয়ত, গণকদের কথায় কেবল ছন্দ মিল ও অন্তমিলের জন্য এমন অনেক শব্দ যোগ করা হয়, যা একেবারেই অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয়। আর কুরআন মজীদের মু'জিযাপূর্ণ সুসংবদ্ধ বক্তব্যে একটা অক্ষর বা একটা বিন্দু বিসর্গও অর্থহীন ও অপ্রয়োজনীয় নেই। তাছাড়া গণকদের কথা হয়ে থাকে কিছু অসংবদ্ধ অস্পষ্ট ও মামুলি তথ্যের সমষ্টি। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিগূঢ় তত্ত্ব অবহিত হওয়া, দীন ও শরীআতের মূলনীতি ও আইন-কানুন। পার্থিব জীবন ও পরপারের জীবনের বিধান অবগত হওয়া এবং ফেরেশতা ও আসমান জগতের গোপন রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়া ঐসব বক্তব্য দ্বারা সম্ভব নয়,পক্ষান্তরে কুরআনুল কারীম-এর সম্পূর্ণ বিপরীত, তা এসব বিষয়েই পরিপূর্ণ।

২৬. এ কারণে সারা বিশ্বের সংগঠন ও পরিচালনার উচ্চতর ও সুসংহত নীতিমালা কুরআন মজীদে বর্ণিত হয়েছে।

(৫০) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَٰفِرِينَ ○

৫০. এবং এই কুরআন অবশ্যই কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ হবে;[২৭]

এই কুরআন কাফিরদের জন্য অনুশোচনার কারণ

২৭. হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) লিখেন, অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যদি আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করতো, তবে আল্লাহ্ হতেন তার দুশমন এবং তিনিই তাঁর হস্ত ধারণ করতেন। ঘাড়ে মরণ আঘাত হানার নিয়ম এই যে, জল্লাদ নিজের বাম হাত দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর ডান হাত ধরে রাখে, যাতে আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট না হতে পারে। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, 'তাকওয়ালা' ক্রিয়া পদের সর্বনাম দ্বারা মহানবী (সা)-কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যদি ধরে নেয়া হয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন বক্তব্য আল্লাহ্র বলে চালিয়ে দেন বা তিনি নিজের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র বাণীতে কিছু যোগ করেন, তখনই তার উপর এ আযাব নাযিল করা হবে (নাউযু বিল্লাহ্)। কারণ স্পষ্ট নিদর্শন ও অকাট্য দলীল-প্রমাণ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন যদি এই প্রকার কথার উপর অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা না করা হয়, তাহলে খোদায়ী ওহীর উপর থেকে আস্থা উঠে যাবে এমন সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি হবে যার সংশোধন অসম্ভব হয়ে পড়বে, যা হবে শরীআতের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে যার রাসূল হওয়ার বিষয়টি কুরআনের আয়াত ও যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং বাহ্যিক অনুসঙ্গ ও স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ প্রকাশ্যে তাঁর রাসূল হওয়া অস্বীকার করে, তবে তার কথাও অর্থহীন এবং প্রলাপোক্তি মাত্র হবে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার কথাকে কোন পাত্তাই দেবে না এবং আল্লাহ্র প্রশংসা যে, তাতে আল্লাহ্র দীনে কোন সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে না। হাঁ, মু'জিযা ইত্যাদি দ্বারাও এমন লোকের দাবির সত্যতা প্রতিপন্ন করাও অসম্ভব তাকে মিথ্যা প্রমাণ করা আর অপদস্থ করার জন্য অবশ্যই আল্লাহ্ এমন কিছু বিষয় কার্যকর করবেন যা তার রিসালাত দাবির বিপরীত। তার দৃষ্টান্ত এভাবে বুঝে নাও যে, বাদশাহ একজন ব্যক্তির পদে নিয়োগ করে নিয়োগপত্র ও ফরমানসহ কোথাও প্রেরণ করেছেন। এখন সেই ব্যক্তি যদি দায়িত্ব পালনে প্রতারণার আশ্রয় নেয় অথবা তৎকর্তৃক বাদশাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা প্রমাণিত হয় তাহলে তিনি বিলম্বনা করে তৎক্ষণাৎ বিষয়টি তদারক করেন আরও এই যে, সড়ক নির্মাণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিক তা রাস্তা ঝাড়ু দেয়ার জন্য নিযুক্ত ঝাড়ুদার যদি বলে বেড়ায় যে, সরকার আমাকে এই ফরমান দিয়েছেন, বা সরকার আমার মাধ্যমে অমুক অমুক বিধান জারী করেছেন, তাহলে তার কথায় কে কর্ণপাত করবে? কে তার দাবিকে পাত্তা দিবে? যাই হোক, আলোচ্য আয়াতে মহানবী (সা)-এর নবুওয়াতের সপক্ষে দলীল দেয়া হয়নি, বরং এতে বলা হয়েছে যে, কুরআন মাজীদ একান্তই আল্লাহ্র কালাম, যাতে মহানবী (সা) নিজের পক্ষ থেকে একটা অক্ষর, এমনকি একটা বিন্দু-বিসর্গও যোগ করতে পারেন না। আর আল্লাহ্ যে কথা বলেননি,

(৫১) وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ۝

(৫২) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

৫১. অবশ্যই ইহা নিশ্চিত সত্য।
৫২. অতএব তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[২৮]

তা তাঁর নামে চালিয়ে দেয়াও মহানবী (সা)-এর জন্য শোভনীয় নয়। বাইবেল দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ ঃ ২০ শ্লোকে বলা হয়েছে, "কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহস পূর্বক তাহা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে" (বাইবেলের উর্দূ অনুবাদে 'কতল' (হত্যা) করিতে হইবে বলা হইয়াছে। হত্যার অনুবাদ 'মরিতে হইবে' করা বাইবেল বিকৃতির একটা নমুনা– অনুবাদক)। সারকথা, যিনি নবী হবেন, তাঁর দ্বারা এমন করা সম্ভব নয়। অতএব সূরা বাকারায় 'আল্লাহ্ তা'আলার এই বাণী লক্ষ্য করুন ঃ

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلاَ نَصِيْرٍ -

"তোমার নিকট সেই জ্ঞান পৌছার পরও তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহ্‌র বিপক্ষে তোমার কোন অভিভাবক থাকবে না এবং কোন সাহায্যকারীও থাকেব না (২ ঃ ১২০)।

তুমি মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর

২৮. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তারা এই কালাম শ্রবণ করে উপদেশ গ্রহণ করবে, আর যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় নেই, তারা এই কালামকে অবিশ্বাস করবে। কিন্তু এমন একটা সময় আসবে, যখন এই কালামই এবং তাদের এই অবিশ্বাস কঠোর অনুতাপ আর লজ্জার কারণ হবে। তখন তারা অনুতাপ করে বলবে– আফসোস, কেন আমরা এমন সত্য বাণীকে অস্বীকার করলাম, যার ফলে এই বিপদে পড়েছি।

অর্থাৎ এতো এমন এক কিতাব যার উপর দৃঢ় আস্থার চেয়েও অধিক আস্থা স্থাপন করা যায়। কারণ এর বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত সত্য এবং যে কোন প্রকার সন্দেহ-সংশয়ের উর্ধ্বে। এই কালামের প্রতি ঈমান এনে আপন প্রতিপালকের গুণগান ও প্রশংসায় প্রবৃত্ত হওয়া মানুষের কর্তব্য।

সূরা মা'আরিজ

৪৪ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ۙ

(٢) لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ۙ

(٣) مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۙ

১. এক ব্যক্তি চাইল সংঘটিত হোক শাস্তি যা অবধারিত—
২. কাফিরদের জন্য, ইহা প্রতিরোধ করার কেউ নাই।[১]
৩. ইহা আসবে আল্লাহ্‌র নিকট হতে, যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।[২]

কাফিরদের শাস্তি প্রতিরোধ করার কেউ নেই

১. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ পয়গাম্বর তোমাদের জন্য শাস্তি প্রার্থনা করেছেন, কারো থেকে তা অপসারণ করা হবে না।" অথবা শাস্তি প্রার্থনাকারী কাফির, যারা বলতো, শেষ পর্যন্ত যে শাস্তির ওয়াদা করা হয়েছে, তা কেন তাড়াতাড়ি আসছে না? হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা)-এর কথা যদি সত্য হয়, তবে আসমান থেকে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করো। তারা এসব কথা বলতো অস্বীকৃতি ও বিদ্রূপের ছলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে, শাস্তি প্রার্থনাকারীরা এমন এক বিপদ প্রার্থনা করেছে যা নিশ্চিতভাবে তাদের উপর আপতিত হবে, কারো বাধায় তা প্রতিহত হবে না। কাফিররা চূড়ান্ত নিবুর্দ্ধিতা ও ঔদ্ধত্যের শিকার হয়ে নিজেদের জন্য তা প্রার্থনা করছে।

২. অর্থাৎ ফেরেশতা ও মু'মিনদের আত্মা পর্যায়ক্রমে সকল আসমান অতিক্রম করে আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর সান্নিধ্যে উপনীত হয়। অথবা আল্লাহ্‌র বান্দারা আল্লাহ্‌র নির্দেশ শিরোধার্য করার জন্য মনেপ্রাণে চেষ্টা করে এবং সৎ স্বভাবে বিভূষিত হয়ে নৈকট্য ও

(٤) تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ۚ

(٥) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ○

৪. ফেরেশতা ও[৩] রূহ আল্লাহ্‌র দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে যা পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান।"[৪]

৫. সুতরাং তুমি ধৈর্যধারণ কর পরম ধৈর্য।[৫]

সান্নিধ্যের আত্মিক স্তর থেকে উন্নতি করে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার গৌরব অর্জন করে এবং দূরত্ব নৈকট্যের মানদণ্ডে সেসব স্তর এক নয়, বরং ভিন্ন ভিন্ন। কোন কোন স্তর এমন যে, এক পলকেই তা অতিক্রম করা যায়, যেমন মুখে ইসলামের কালেমা উচ্চারণ করা, আবার কোন কোন স্তর এমন যে, এক ঘণ্টায় তা অতিক্রম করা যায়, যেমন নামায আদায় করা, আবার কোন কোন স্তর অতিক্রম করা যায় গোটা এক দিনে, যেমন রোযা, অথবা এক মাসে, যেমন গোটা রমাযান মাসের রোযা, অথবা তা অতিক্রম হয় গোটা এক মাসে, যেমন হজ্জ আদায় করা। অনুরূপ অন্যান্য আমল। তদ্রূপ কোন দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা এবং রূহের উর্ধ্বগমন। সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার পর তাদের উর্ধ্বগমনের স্তর আর পর্যায়ও ভিন্ন ভিন্ন। তার উপর রয়েছে মহান আল্লাহ্‌র কার্যকারণ ও ব্যবস্থাপনার চড়াই-উৎরাই।

৩. অর্থাৎ ফেরেশতা ও মানুষের রূহ পেশ করার জন্য হাযির হবে।

কিয়ামতের একদিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান

৪. কিয়ামত দিবসটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান দীর্ঘ। অর্থাৎ প্রথম দফা সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া থেকে শুরু করে জান্নাতীদের জান্নাতে এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে স্থান গ্রহণ করা পর্যন্ত সময়টি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। আর সমস্ত ফেরেশতা ও সর্বপ্রকার সমস্ত মখলুকাতের রূহ এই কার্যক্রমে শরীক থাকবে খেদমতগার সেবক হিসাবে। আর এই মহান কার্যক্রম পরিসমাপ্তির মুদ্দত শেষ হলে ফেরেশতারা উপরে উঠে যাবেন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হাদীস শরীফে নবী করীম (সা) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র শপথ! ঈমানদার ব্যক্তির নিকট সেই (দীর্ঘ) দিনটি এতো ক্ষণস্থায়ী মনে হবে, ফরয নামায আদায়ের জন্য যতটা সময়ের প্রয়োজন হয়।"

৫. অর্থাৎ অবিশ্বাস আর উপহাসের ছলে এই কাফিররা অচিরেই শাস্তির প্রার্থনা করলেও আপনি তা করবেন না, বরং আপনি ধৈর্য অবলম্বন করুন। মনে কষ্ট পাবেন না, অভিযোগের শব্দও মুখে আনবেন না। আপনার সবর আর তাদের উপহাস কোনটাই বৃথা যাবে না। উভয়ের ফল অবশ্যই দেখা দেবে।

(٦) اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ۙ

(٧) وَّ نَرٰىهُ قَرِيْبًا ۙ

(٨) يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ۙ

(٩) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ۙ

(١٠) وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ۚۖ

(١١) يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِيْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۭ بِبَنِيْهِ ۙ

৬. তারা ঐ দিনকে মনে করে সুদূর,
৭. কিন্তু আমি দেখতেছি–ইহা আসন্ন।[৬]
৮. সেদিন আকাশ হবে গলিত ধাতুর মত।[৭]
৯. এবং পর্বতসমূহ হবে রঙিন পশমের মত।[৮]
১০. আর বন্ধু-বান্ধবের খবর নিবে না।
১১. তাদেরকে একে অপরকে দৃষ্টিগোচর করা হবে।[৯] অপরাধী সেইদিনের শাস্তির বদলে তার সন্তান-সন্ততিকে দিতে চাইবে,

---

৬. অর্থাৎ তাদের ধারণায় কিয়ামত আসাটা সম্ভাবনার অতীত এবং যুক্তি-বুদ্ধি বহির্ভূত। আর আমরা তো তা এতই নিকটে দেখতে পাচ্ছি যেন তা এসেই পড়লো আর কি!

৭. কেউ কেউ "আল-মুহ্ল"-এর তরজমা করেছেন তেলের গাছ।

পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের মত

৮. পশম রং-বেরং-এর হয়ে থাকে এবং পাহাড়-পর্বতের রংও ভিন্ন ভিন্ন। যেমন 'আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ "আর পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে নানা বর্ণের গিরিপথ– সাদা, লাল ও নিকষ কালো" (৩৫ ঃ ২৭)।

অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন, كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ "এবং পর্বতমালা হবে ধূনিত রঙ্গিন পশমের ন্যায়" (১০১ ঃ ৫)।

৯. হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "সবই দৃষ্টিগোচর হবে অর্থাৎ তাদের বন্ধুত্ব ছিল মূল্যহীন"। একে অপরের অবস্থা দেখতে পাবে, কিন্তু কোনরূপ সাহায্য-সহায়তা করতে পারবে না। প্রত্যেকেই নিজকে নিয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে।'

(١٢) وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ۙ

(١٣) وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِيْ تُـْٔوِيْهِ ۙ

(١٤) وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ۙ

(١٥) كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ۙ

(١٦) نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۚۖ

(١٧) تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۙ

(١٨) وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ۝

১২. তার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে,
১৩. তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত।
১৪. এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়।
১৫. না[১০], কখনই নহে, ইহা তো লেলিহান অগ্নি,
১৬. যা গাত্র হতে চামড়া খসাইয়া দিবে।[১১]
১৭. জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরায়ে নিয়েছিল।
১৮. যে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করেছিল।[১২]

---

১০. অর্থাৎ সম্ভব হলে সমস্ত আত্মীয়-স্বজন এমনকি সারা দুনিয়া জরিমানাস্বরূপ দিয়েও তারা নিজের প্রাণ বাঁচাতে চাইবে, কিন্তু তা সম্ভব হবে না।

১১. অর্থাৎ সেই আগুন অপরাধীকে কি ছাড়বে? তা তো গায়ের চামড়া খুলে ভেতর থেকে কলিজা বের করে নেয়ার মত আগুন!

দুনিয়াতে সম্পদ আহরণকারীর পরিণাম

১২. অর্থাৎ জাহান্নামের দিক থেকে একটা আকর্ষণ, একটা চিৎকার ধ্বনি হবে। দুনিয়ায় যতো লোক সত্যকে পশ্চাতে ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, সৎ কাজ করতো না এবং অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করে রাখায় ছিল মত্ত, তারা সকলেই জাহান্নামের দিকে ধাবিত হবে। কোন কোন হাদীসে আছে, জাহান্নাম প্রথমে নিজের ভাষায় ডাকবে ঃ اِلَىَّ يَاكَافِرُ اِلَىَّ يَامُنَافِقُ اِلَىَّ يَاجَامِعَ الْمَالِ "হে কাফির, হে মুনাফিক, হে অর্থ সঞ্চয়কারী! আমার দিকে ছুটে এসো"।

লোকজন এদিক-সেদিক পালাতে থাকবে। এরপর একটি অতি দীর্ঘ ঘাড় আবির্ভূত হয়ে কাফিরদেরকে এমনভাবে বেছে বেছে তুলে নিবে যেভাবে জীব-জন্তু মাটি থেকে শস্যদানা তুলে খায় (আল্লাহ্ পানাহ্)।

(١٩) اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ۙ

(٢٠) اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۙ

(٢١) وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۙ

(٢٢) اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ۙ

(٢٣) الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۙ

(٢٤) وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ۙ

(٢٥) لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۙ

(٢٦) وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۙ

১৯. মানুষ তো সৃজিত হয়েছে অতিশয় অস্থির চিত্তরূপে।
২০. যখন বিপদ তাকে স্পর্শ করে সে হয় হা-হুতাশকারী।
২১. আর যখন তাকে কল্যাণ স্পর্শ করে সে হয় অতি কৃপণ।[১৩]
২২. তবে সালাত আদায়কারী ব্যতীত।[১৪]
২৩, যারা তাদের সালাতে সদা প্রতিষ্ঠিত।
২৪. আর যাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে।
২৫. প্রার্থী ও বঞ্চিতদের।[১৫]
২৬. এবং যারা কর্মফল দিবসকে সত্য বলে জানে।[১৬]

মানুষের স্বভাব·

১৩. অর্থাৎ কোন রকম দৃঢ়তা ও হিম্মত প্রদর্শন করে না। দুঃখ-দৈন্য, দারিদ্র্য, রোগ-ব্যাধি, কষ্ট-ক্লেশ ও কঠোরতার শিকার হলে অধৈর্য হয়ে ঘাবড়ে যায়, বরং নিরাশ হয়ে যায়। যেন বিপদ থেকে উদ্ধারের এখন কোন উপায় নেই। আর ধন-দৌলত, সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করলে সৎ ও কল্যাণকর কাজে হস্ত প্রসারিত হয় না, মহান মালিকের রাস্তায় ব্যয় করার তাওফিক হয় না। অবশ্য তাঁরা ব্যতিক্রম, যাঁদের সম্পর্কে পরে আলোচনা আসছে।

১৪. অর্থাৎ অনিয়মিত নয় সংবদা নিয়মিতভাবে নামায আদায় করে এবং নামাযের অবস্থায় নিতান্তই শান্তভাবে বরাবর নামাযের প্রতিই নিবিষ্ট থাকে।

১৫. সূরা আল-মু'মিনূন-এ এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে ভালো কাজ করে, যা সেদিন কাজে আসবে।

(٢٧) وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ۚ

(٢٨) اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ۝

(٢٩) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ۙ

(٣٠) اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۚ

(٣١) فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ۚ

(٣٢) وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ۙ

(٣٣) وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ۙ

২৭. আর যারা তাদের প্রতিপালকের শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত।[১৭]
২৮. নিশ্চয় তাদের প্রতিপালকের শাস্তি হতে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না—[১৮]
২৯. এবং যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে,
৩০. তাদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্র ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না।
৩১. তবে কেউ তাদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী।[১৯]
৩২. এবং যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।[২০]
৩৩. আর যারা তাদের সাক্ষ্য দানে অটল।[২১]

---

১৭. অর্থাৎ আযাবের ভয়ে অন্যায় কাজ ত্যাগ করে।

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র আযাব এমন কোন বস্তু নয় যে, বান্দাহ সে সম্পর্কে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে।

১৯. অর্থাৎ স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য কোথাও কাম লালসা চরিতার্থ করার সুযোগ যারা সন্ধান করে, তারা ন্যায়নীতি ও বৈধতার সীমার বাইরে পা বাড়ায়।

আমানত রক্ষা রার প্রতিফল

২০. এতে আল্লাহ্‌র ও বান্দাদের সমস্ত অধিকারের কথা এসে গেছে। কারণ, মানুষের নিকট যে পরিমাণ শক্তি রয়েছে তা সবই আল্লাহ্‌র দেয়া আমানত। সেসব শক্তি ব্যয় করতে হবে তারই প্রদর্শিত পথে। আর অনাদিকালে মানুষ যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এসেছে, তা থেকে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়।

২১. অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে কোন রকম না বাড়িয়ে বা কমিয়ে এবং পক্ষপাতিত্ব না করে সাক্ষ্য দেয়। সত্যকে গোপন করে না।

(٣٤) وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

(٣٥) أُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ۝

(٣٦) فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ۝

(٣٧) عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ۝

(٣٨) اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ۝

(٣٩) كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ۝

৩৪, এবং নিজেদের সালাতে যত্নবান—[২২]
৩৫. তারাই সম্মানিত হবে জান্নাতে।[২৩]
৩৬. কাফিরদের কি হয়েছে যে, তারা তোমার দিকে ছুটে আসতেছে,
৩৭. ডান ও বাম দিক হতে, দলে দলে।
৩৮. তাদের প্রত্যেকে কি এই প্রত্যাশা করে যে, তাকে প্রাচুর্যময় জান্নাতে দাখিল করা হবে ?
৩৯. না, তা হবে না[২৪], আমি তাদেরকে যা হতে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।[২৫]

---

২২. অর্থাৎ নামাযের ওয়াক্তসমূহ, শর্তাবলী ও নিয়ম-কানুনের প্রতি লক্ষ্য রাখে এবং এর কাঠামো ও তাৎপর্যকে বিনষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

জান্নাতীদের আটটি গুণ

২৩. জান্নাতীদের এই আটটি গুণ রয়েছে, যার সূচনা করা হয়েছে নামায দ্বারা এবং নামায দ্বারাই শেষ করা হয়েছে। তা এজন্য যে, যাতে মানুষ বুঝতে পারে যে, আল্লাহ্র নিকট নামায কতো বড়ো গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত। যাদের মধ্যে এসব গুণ বিদ্যমান থাকবে, তারা হবে না ভীরু-কাপুরুষ বরং হবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

২৪. অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াত ও জান্নাতের কথা শুনে কাফিররা চতুর্দিক থেকে দলে দলে তোমার দিকে ছুটে আসে বিদ্রূপ ও উপহাস করে। কিন্তু তারপরও কি তারা লোভ করে যে, তাদের সকলেই জান্নাতের বাগানে প্রবেশ করতে পারবে? তারা বলে থাকে, আল্লাহ্র দিকে আমাদেরকে যদি ফিরেই যেতে হয়, তবে সেখানে আমাদের জন্য রয়েছে কেবল কল্যাণ আর কল্যাণ। না, কখনও নয়। সেই মহান ন্যায়পরায়ণ আর হিকমত ও প্রজ্ঞার অধিকারী আল্লাহ্র দরবারে এমন অবিচার হতে পারে না। ইবন কাছীর (র) এ আয়াতগুলোর অর্থ করেছেন, তোমার নিকটস্থ এসব অবিশ্বাসীর কি হয়েছে যে, তারা দ্রুত হটে আসে ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে– দলে দলে। অর্থাৎ

(٤٠) فَلَآ اُقۡسِمُ بِرَبِّ الۡمَشٰرِقِ وَالۡمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوۡنَ ۙ

(٤١) عَلٰۤی اَنۡ نُّبَدِّلَ خَیۡرًا مِّنۡهُمۡ ۙ وَمَا نَحۡنُ بِمَسۡبُوۡقِیۡنَ ۝

৪০. আমি শপথ করতেছি, উদয়াচল ও অস্তাচলের অধিপতির–নিশ্চয়ই আমি সক্ষম–২৬

৪১. তাদের অপেক্ষা উত্তম মানবগোষ্ঠীকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করতে এবং তাতে আমি অক্ষম নই।২৭

তারা কুরআন শ্রবণ করে কেন এতটা ভয় পায়, কেন তারা এমনভাবে পলায়ন করে? এই দুঃসাহস ঘৃণা সত্ত্বেও কি তারা আশা করে যে, তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি বাধাহীনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে? কখনও নয়। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ - كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ - فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ

"তাদের হলো কী যে, তারা উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত গর্দভ— যারা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর" (৭৪ ঃ ৪৯-৫১)।

নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্ট মানুষ কি করে জান্নাতের যোগ্য হতে পারে?

২৫. অর্থাৎ মৃত্তিকা যেমন তুচ্ছ অথবা বীর্যের যেমন নিকৃষ্ট বস্তু থেকে সৃষ্ট মানুষ কি করে জান্নাতের যোগ্য হতে পারে? কিন্তু হাঁ, ঈমানের বদৌলতে পাক-সাফ ও সম্মানিত হয়ে। সম্ভবত اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُوْنَ "আমরা তাদেরকে যা দিয়ে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে" (৭০ ঃ ৩৯)। কয়েক আয়াত দ্বারা পূর্বে উক্ত اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا "মানুষ তো সৃষ্টি হয়েছে অস্থিরচিত্তরূপে" (৭০ ঃ ১৯)। আয়াতের দিকেই ইঙ্গিত করা হতে পারে।

অর্থাৎ সৃজিত হয়েছে এসব গুণ নিয়ে, কিন্তু اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ -এর ব্যতিক্রমধর্মী গুণাবলীতে নিজেকে বিভূষিত করেনি। তাহলে জান্নাতের যোগ্যতা হবে কি করে? এহেন শাব্দিক বিন্যাসে مِمَّا يَعْلَمُوْنَ -এর বিন্যাস হবে خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ -এর দৃষ্টিকোণ থেকে।

২৬. সূর্য প্রতিদিন এক নতুন বিন্দু থেকে উদিত হয় এবং এক নতুন বিন্দুতে অস্ত যায়। এটাকেই বলা হয়েছে مَشَارِقِ (মাশারিক) ও مَغَارِبِ (মাগারিব) তথা উদয়স্থল ও অস্তস্থল।

২৭. অর্থাৎ তিনি যখন তাদের স্থলে তাদের চেয়ে উন্নত সৃষ্টিকে এনে দাঁড় করাতে পারেন, তখন তাদেরকে কেন পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না? তারা কি আমাদের

(٤٢) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتّٰى يُلٰقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ۙ

(٤٣) يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ۙ

(٤٤) خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ۧ

৪২. অতএব তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত থাকতে দাও, যে দিবস সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।[২৮]

৪৩, সেদিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুতবেগে, মনে হবে ওরা কোন কোন উপাসনালয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে–[২৯]

৪৪. অবনত নেত্রে; হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে। এটাই সেদিন যার বিষয় তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।[৩০]

নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারে? অথবা এ অর্থ তাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা। কারণ, শাস্তির জীবন হোক বা পুরস্কারের জীবন হোক সর্বাবস্থায় পরবর্তী জীবন হবে পূর্বের তুলনায় পূর্ণতর হবে। অথবা এই অর্থ হতে পারে, মক্কার কাফিরদেরকে হাসি-ঠাট্টা করতে দিন, ইসলামের খিদমতের জন্য আমরা তাদের চেয়ে উত্তম জাতির উত্থান ঘটাবো। তাই দেখা যায়, কুরায়শের দায়িত্ব প্রদান করেছেন মদীনার আনসারদেরকে। আর এরপরও মক্কাবাসীরা তাঁর নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে কোথাও যেতে পারেনি। অবশেষে তাদেরকে দুষ্কর্মের স্বাদ উপভোগ করতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ সম্ভবত মাশরিক আর মাগরিব তথা উদয়াচল আর অস্তাচলের শপথ এ জন্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ প্রতিদিন মাশরিক ও মাগরিবের পরিবর্তন ঘটান। অতএব তোমাদের পরিবর্তন ঘটানো তাঁর জন্য এমন কি কঠিন?

২৮. অর্থাৎ স্বল্প দিনের জন্য ঢিল দেয়া হয়েছে, এরপর শাস্তি নিশ্চিত।

২৯. অর্থাৎ কোন বিশেষ চিহ্ন বা আলামতের দিকে যেমন দ্রুত গতিতে ছুটে যায় এবং একে অপরের পূর্বে পৌঁছার চেষ্টা করে। অথবা "নূসব" অর্থ মূর্তি, যা কা'বা শরীফের চতুর্দিকে দাঁড় করানো ছিল। তারা ভক্তি ও আগ্রহ সহকারে সেসব মূর্তির দিকেও ছুটে যায়।

৩০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

সূরা নূহ

২৮ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ○

(٢) قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ○

(٣) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ○

১. নূহকে আমি প্রেরণ করেছিলাম তার সম্প্রদায়ের প্রতি এই নির্দেশসহ ঃ তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক কর তাদের প্রতি মর্মন্তুদ শাস্তি আসবার পূর্বে।[১]

২. সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী—

৩. 'এই বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর ও তাঁকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর।[২]

---

১. অর্থাৎ কুফরী ও দুষ্কর্মের কারণে দুনিয়ায় প্লাবন ও আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তির শিকার হওয়ার পূর্বে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ে কুফ্‌রী-পাপাচার ত্যাগ করো এবং ইবাদত ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন করো।

(٤) يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۭ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاۗءَ لَا يُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○

(٥) قَالَ رَبِّ اِنِّىْ دَعَوْتُ قَوْمِىْ لَيْلًا وَّنَهَارًا ○ۙ

(٦) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَاۗءِىْٓ اِلَّا فِرَارًا ○

৪. 'তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন এবং তিনি তোমাদেরকে অবকাশ দিবেন এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত।[৩] নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত কাল উপস্থিত হলে তা বিলম্বিত হয় না[৪], যদি তোমরা তা জানতে।'[৫]

৫. সে বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিবারাত্রি আহবান করেছি।

৬. কিন্তু আমার আহ্বান তাদের পলায়ন প্রবণতাই বৃদ্ধি করেছে।[৬]

তোমরা ঈমান আনলে আল্লাহ্ পাপ ক্ষমা করবেন

৩. অর্থাৎ তোমরা যদি ঈমান আনো তাহলে ইতিপূর্বে আল্লাহ্র যেসব অধিকার খর্ব করেছো, তা তিনি ক্ষমা করবেন এবং কুফরী ও দুষ্কর্মের কারণে যে শাস্তি নির্ধারিত আছে। ঈমান আনলে তা আসবে না, বরং তিনি অবকাশ দিবেন; যাতে তোমরা স্বাভাবিক বয়স সীমা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। এমন কি প্রাণীকুলেরও জীবন-মৃত্যুর স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসবে। কারণ, ভালো-মন্দ কেউ মৃত্যুর হাত থেকে অবশ্যই রেহাই পাবে না।

৪. অর্থাৎ ঈমান না আনার ক্ষেত্রে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা মাথার উপর এসে গেলে কারও বাধায় তা রদ হবে না, এক মিনিটও অবকাশ দেয়া হবে না। অথবা এ অর্থ এই যে, নির্ধারিত সময়ে মৃত্যু আসা অবশ্যম্ভাবী, তাতে বিলম্ব হতে পারে না। প্রথম অর্থই স্পষ্ট। হযরত শাহ সাহেব (র) এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন ভিন্নতর এক পন্থায়। "অর্থাৎ বন্দেগী করো, যাতে মানব জাতি কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় টিকে থাকতে পারে। কিয়ামত আসতে তো বিলম্ব ঘটবে না। তোমরা সকলেই যদি ইবাদত বন্দেগী ত্যাগ করো, তবে এখনই ধ্বংস হয়ে যাবে"। এভাবে প্লাবন এসেছিল এমনভাবে যে, একজন মানুষও রক্ষা পায়নি। হযরত নূহ (আ)-এর বন্দেগীর কারণে তারা রক্ষা পেয়েছে।

৫. অর্থাৎ তোমাদের যদি বোধ-বুদ্ধি থেকে থাকে তবে এসব কথা বুঝবার ও কার্যে পরিণত করা মতো।

হযরত নূহ (আ)-এর ইতিহাস

৬. অর্থাৎ হযরত নূহ (আ) সাড়ে নয়শত বছর পর্যন্ত তাদেরকে বুঝাতে থাকেন। যখন তাদের হিদায়াত লাভে সামান্য আশাও অবশিষ্ট রইলো না, তখন হতাশ ও

(٧) وَاِنِّيْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْٓا اَصَابِعَهُمْ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۚ

(٨) ثُمَّ اِنِّيْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ۙ

(٩) ثُمَّ اِنِّيْٓ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ۙ

(١٠) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ۙ

৭. আমি যখনই তাদের আহ্বান করি, যাতে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর তারা কানে আঙ্গুলি দেয়,[৭] বস্ত্রাবৃত করে নিজেদেরকে জিদ করতে থাকে[৮] এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে।[৯]

৮. এরপর আমি তাদেকে আহ্বান করি প্রকাশ্যে।[১০]

৯. পরে আমি উচ্চৈস্বরে প্রচার করেছি ও উপদেশ দিয়েছি গোপনে।[১১]

১০. বলেছি, 'তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা প্রার্থনা কর, তিনি তো মহাক্ষমাশীল।[১২]

মানসিক অসন্তুষ্টির কারণে আল্লাহ্‌র দরবারে আরয করলেন, প্রভু আমি নিজের পক্ষ থেকে দাওয়াত ও প্রচারকার্যে মুহূর্তের জন্যও ক্ষান্ত হইনি। দিনের আলোয় ও রজনীর অন্ধকারে অনবরত তাদেরকে ডেকেছি তোমার দিকে। কিন্তু ফল এই হয়েছে যে, আমি তাদেরকে যতোই তোমার দিকে ডেকেছি, এই নিকৃষ্ট হতভাগারা আরও দ্রুত সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে পলায়ন করেছে। আমার পক্ষ থেকে যতোই মমতা ও কোমলতা প্রকাশ পেয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে ততোই ঘৃণা আর অবহেলা-অমনোযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭. কারণ, আমার কথা শোনা তাদের অসহনীয়। তারা চায় যে, এই আওয়াজ তাদের কানে না পৌঁছুক।

হযরত নূহ (আ)-এর সঙ্গে তার সম্প্রদায়ের আচরণ

৮. যাতে তারা আমার এবং আমি তাদের চেহারা দেখতে না পাই। উপরন্তু কখনো যদি কানের মধ্যে প্রবিষ্ট আঙ্গুল ঢিলা হয়ে যায়, তাহলে কাপড় দিয়ে তা বন্ধ করে দেয়। উদ্দেশ্য কোনভাবেই কোন প্রকারের কথা অন্তরে প্রবিষ্ট না হতে পারে।

৯. অর্থাৎ কোন ভাবেই তারা নিজেদের অনুসৃত পথ থেকে বিচ্যুত হতে চায় না এবং তাদের অহমিকা তাদেরকে আমার কথার প্রতি বিন্দুমাত্রও কর্ণপাত করার অনুমতি দেয় না।

১০. অর্থাৎ তাদের একত্র সমাবেশেও কথা বলেছি এবং সভাতেও গিয়েও বুঝিয়েছি।

১১. অর্থাৎ সমাবেশ ছাড়াও পৃথক পৃথকভাবে একান্তে তাদের সঙ্গে কথা বলেছি, কথা বলেছি ইশারা-ইঙ্গিতেও। গলা ফাটিয়েও কথা বলেছি এবং আস্তে আস্তে কথা বলেছি। মোটকথা, উপদেশের কোন বিষয় ও প্রকরণই আমি বাদ দেইনি।

(١١) يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ۝

(١٢) وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّ بَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّيَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ۝

(١٣) مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ۝

(١٤) وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ۝

১১. তিনি তোমাদের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত করবেন।
১২. তিনি তোমাদেরকে সমৃদ্ধ করবেন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে এবং তোমাদের জন্য স্থাপন করবেন উদ্যান ও প্রবাহিত করবেন নদী-নালা।[১৩]
১৩. তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে চাচ্ছ না![১৪]
১৪. অথচ তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পর্যায়ক্রমে।[১৫]

---

১২. অর্থাৎ শত শত বছর ধরে বুঝানোর পর এখনো যদি আমার কথা মেনে নিয়ে নিজেদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তন করো এবং তাঁর কাছ থেকে নিজেদের অপরাধ ক্ষমা করিয়ে নাও, তবে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। তিনি অতীতের সমস্ত অপরাধ এক কলমেই ক্ষমা করে দেবেন।

ঈমান ও ক্ষমা প্রার্থনার বরকতে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন দূরীভূত হবে

১৩. অর্থাৎ ঈমান ও ক্ষমা প্রার্থনার বরকতে দুর্ভিক্ষ ও অভাব-অনটন দূরীভূত হবে (যে অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষে বছরের পর বছর ধরে তারা ছিল জর্জরিত)। আর মুষলধারে বর্ষণকারী বাদল প্রেরণ করবেন 'আল্লাহ্ তা'আলা, যাতে ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠে। খাদ্যশস্য, ফলমূল পাওয়া যাবে প্রচুর পরিমাণে, গবাদি পশু মোটা-তাজা হবে, বৃদ্ধি পাবে দুধ-ঘি। কুফরী ও পাপাচারের কোপানলে যেসব নারী বন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, তারা পুত্র সন্তান প্রসব দান করা শুরু করবে। মোটকথা, আখিরাতের সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার আরাম-আয়েশেরও বিপুল অংশ পাবে।

সালাতুল ইস্‌তিসকার তাৎপর্য

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) উক্ত আয়াতের এই তাৎপর্য উদঘাটন করেছেন যে, 'সালাতুল ইস্‌তিসকার' (বৃষ্টির প্রার্থনার নামায) আসল তাৎপর্য ও আসল প্রাণসত্তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং তাঁর দিকে রুজু হওয়া। আর নামায হচ্ছে এর পূর্ণতার রূপ, যা সহীহ্ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্যের নিকট আশা রাখতে হবে যে, তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে তিনি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করবেন। অথবা এই অর্থ হতে পারে ঃ তোমরা কেন আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস করো না, কেন তাঁকে ভয় করো না তাঁর মাহাত্ম্যকে।

১৫. অর্থাৎ মাতৃগর্ভে তোমাদের পর্যায়ক্রমে বিভিন্নরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। আর মূল উপাদান থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ কতো চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে। কত ধরন-প্রকরণ আর কত পর্যায় অতিক্রম করে মানুষ।

(١٥) اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۙ
(١٦) وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ○
(١٧) وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ۙ
(١٨) ثُمَّ يُعِيْدُكُمْ فِيْهَا وَيُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ○
(١٩) وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۙ
(٢٠) لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۟

১৫. তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই? আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী?[১৬]
১৬. এবং সেথায় চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে ও সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে।[১৭]
১৭. তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা হতে।[১৮]
১৮. এরপর তাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন।[১৯]
১৯. এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত—
২০. 'যাতে তোমরা চলাফেরা করতে পার প্রশস্ত পথে।'[২০]

---

১৬. অর্থাৎ একের পর এক।

সূর্যের আলো ও চাঁদের আলো

১৭. সূর্যের আলো তীব্র এবং গরম হয়, যার আগমনের সাথে সাথে রাতের অন্ধকার বিলীন হয়ে যায়। সম্ভবত এই কারণে সূর্যের উপমা দেয়া হয়েছে জ্বলন্ত বাতির সঙ্গে। আর চাঁদের আলোকে মনে করতে হবে সেই বাতির আলোর বিস্তৃতি যা চন্দ্র গ্রহের মধ্যস্থতার কারণে শীতল ও ধীর হয়ে যায়। আল্লাহ্-ই যথার্থ জানেন।

১৮. অর্থাৎ তিনি আমাদেরকে পৃথিবীর বুকে অতি উত্তমরূপে স্থির থাকার মতো করে সৃষ্টি করেছেন। প্রথমে আমাদের আদি পিতা আদম (আ) মাটি থেকে সৃষ্টি হয়েছেন। তারপর যে বীর্য থেকে আদম সন্তানগণ সৃষ্টি হচ্ছে তাও (বীর্য) জমিতে উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যেরই নির্যাস।

১৯. অর্থাৎ মৃত্যুর পর মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। এরপর কিয়ামতের দিন তাকে সেই মাটি থেকেই নির্গত করা হবে।

২০. অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর বুকে শোও, বসো, চলাফেরা করো, তিনি সব দিকে প্রশস্ত রাস্তা বের করে দিয়েছেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এবং তার সেই সংগতি থাকলে গোটা ভূমণ্ডল ঘুরে বেড়াতে পারে। রাস্তার কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

(٢١) قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِيْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهٗ وَ وَلَدُهٗٓ اِلَّا خَسَارًا ۝

(٢٢) وَ مَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۝

(٢٣) وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝

২১. নূহ বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো আমাকে অমান্য করেছে এবং অনুসরণ করেছে এমন লোকের যারা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তার ক্ষতি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করে নাই।'[২১]

২২. তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল।[২২]

২৩. এবং বলেছিল, 'তোমরা কখনো পরিত্যাগ করিও না[২৩] তোমাদের দেব-দেবীকে; পরিত্যাগ করিও না ওয়াদ, সুওয়া'আ, ইয়াগূছ, ইয়াউক ও নাসর-কে।[২৪]

---

২১. অর্থাৎ তারা নিজেদের নেতা-কর্তা ও বিত্তবানদের কথা মেনে চলেছে, যাদের সম্পদ ও সন্তানে কোন কল্যাণ নিহিত ছিল না; বরং তা হয়েছে তাদের জন্য আপদ। এ সবের কারণেই তারা দীন থেকে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজেদের চরম ধৃষ্টতা-অবাধ্যতার দ্বারা অন্যদেরকেও বঞ্চিত রেখেছে।

২২. অর্থাৎ তারা সকলকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তোমরা তাঁর কথা মানবে না এবং তাঁকে নানা রকম কষ্ট দিতে থাকবে।

তোমরা তোমাদের দেব-দেবীদের পরিত্যাগ করবে না

২৩. অর্থাৎ নিজেদের উপাস্য দেব-দেবীর সাহায্য-সহায়তায় অটল থাকা এবং নূহ (আ)-এর প্রতারণায় না পড়া। কথিত আছে যে, শত শত বছর ধরে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ সন্তানকে এবং সেই সন্তানরা বংশানুক্রমে তাদের সন্তানকে ওসিয়ত করে যেতো যে, কেউ যেন এ বৃদ্ধ নূহ-এর প্রতারণায় না পড়ে এবং নিজের পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ না করে।

২৪. এগুলো হচ্ছে তাদের মূর্তির নাম, এক একটি উদ্দেশ্যের জন্য তারা এক একটা মূর্তি নির্মাণ করে রেখেছিল। আর সে মূর্তিগুলোই এসেছে আরবে। হিন্দুস্তানেও এসেছে। এই ধরনের মূর্তি যা বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, হনুমান ইত্যাদি নামে খ্যাত। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) তাফসীরে আযীযীতে এ সম্পর্কে দীর্ঘ বিস্তারিত

(٢٤) وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا ۚ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ○

(٢٥) مِمَّا خَطِيْٓئٰتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ فَلَمْ يَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ○

২৪. তারা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে; সুতরাং জালিমদের বিভ্রান্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি করিও না।[২৫]

২৫. তাদের অপরাধের জন্য তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে দাখিল করা হয়েছিল অগ্নিতে[২৬]; এরপর তারা কাকেও আল্লাহ্র মুকাবিলায় পায় নাই সাহায্যকারী।[২৭]

আলোচনা করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, অতীতে কোন বুযুর্গ মহা মানবের ওফাতের পর শয়তানের প্ররোচনায় জাতি তাদের স্মৃতিতে মূর্তি তৈরী করে রাখে। এরপর শুরু হয় তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পালা। ধীরে ধীরে সেসব স্মৃতি-মূর্তির পূজা শুরু হয়।

যালিমদের বিভ্রান্তি বৃদ্ধি করা, শাহ আবদুল আযীযের ব্যাখ্যা

২৫. হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) লিখেন, "অর্থাৎ (পথভ্রষ্ট হতে থাকে) কোন পরিকল্পন (সঠিক) হতে পারেনি।" হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লিখেন, "পর্যায়ক্রমে তাদেরকে নিজ পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করো না"। আর সাধারণ তাফসীরকারগণ বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! এ যালিমদের পথভ্রষ্টতা আরো বর্ধিত করো যাতে তাদের দুর্ভাগ্যের পাল্লা পূর্ণ হয়ে তারা শাস্তির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। তাফসীরকারগণ লিখেন যে, হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতির হিদায়াত লাভ সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে উক্ত বদদু'আ করেন। এই হতাশা হাজার বছরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হতে পারে অথবা আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী শ্রবণ করেও হতে পারে ঃ اَنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ "যারা ইতিমধ্যে ঈমান এনেছে, তারা ব্যতীত তোমার জাতির আর কেউ ঈমান আনবে না" (১১ ঃ ৩৬)। যাই হোক, এহেন নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতিতে মনঃক্ষুন্ন ও অসন্তুষ্ট হয়ে এমন দু'আ অবস্থায় মনক্ষুণ্ন আর ক্ষুব্ধ হয়ে এমন দু'আ করা অসম্ভব নয়। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লিখেন, যখন কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সোজা পথে আসার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হলে এবং নবী তাদের ধারণক্ষমতা পূর্ণরূপে যাচাই করে বুঝতে পারেন যে, এদের মধ্যে কল্যাণ প্রবেশের মোটেই অবকাশ নেই, বরং তাদের অস্তিত্ব একটা অকেজো অঙ্গ সম, যা গোটা দেহকে অকেজো ও বিষাক্ত করে ফেলবে, তখন সেই অঙ্গ কেটে ফেলা এবং দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করা ছাড়া ফেলা ছাড়া আর কী চিকিৎসা হতে পারে? লড়াইয়ের হুকুম হলে লড়াইয়ের মাধ্যমে তাদের বিনাশ করতে হবে। অথবা তাদের শক্তি নির্মূল করে তাদের নিকৃষ্ট কার্যাবলীর প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। অন্যথায় সর্বশেষ উপায় এই যে, আল্লাহ্র নিকট দু'আ করতে হবে, তিনি যেন এদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পাক-পবিত্র করেন এবং এদের বিষাক্ত উপাদান থেকে অন্যদের নিরাপদ রাখেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ "তুমি ওদেরকে অব্যাহতি

وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا ۝
(٢٦) اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوْٓا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۝
(٢٧) رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِيْنَ
(٢٨) وَالْمُؤْمِنٰتِ ۭ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا تَبَارًا ۝

২৬. নূহ আরো বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! পৃথিবীতে কাফিরদের মধ্য হতে কোন গৃহবাসীকে অব্যাহতি দিও না।

২৭. 'তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা তোমার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে কেবল দুষ্কৃতিকারী ও কাফির।[২৮]

২৮. 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি ক্ষমা কর আমাকে আমার পিতামাতাকে এবং যারা মু'মিন হয়ে আমার গৃহে প্রবেশ করে তাহাদেরকে আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে।[২৯] আর জালিমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।

দিলে ওরা তোমার বান্দাদের বিভ্রান্ত করবে" (৭১ ঃ ২৭)। যাই হোক, হযরত নূহ (রা)-এর দু'আ এবং সূরা ইউনুসে উল্লিখিত হযরত ঈসা (আ)-এর দু'আ ছিল এ ধরনের"। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।'

২৬. অর্থাৎ প্লাবন এলো এবং বাহ্যত তারা পানিতে ডুবে মরলো, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পৌঁছে গেছে বারযাখের আগুনে।

২৭. অর্থাৎ সেসব মূর্তি (ওয়াদ্দ, সুয়া, ইয়াগূছ) ইত্যাদি এই কঠিন সময়ে কোনই সাহায্য করতে সক্ষম হয়নি। এমনি তারা অসহায় অবস্থায় মরে ভূত হয়ে যায়।

নূহ (আ)-এর ফরিয়াদ

২৮. অর্থাৎ একজন কাফিরকেও জীবিত ছাড়বেন না। ওদের মধ্যে কেউই বেঁচে থাকার যোগ্য নয়। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, ওদের মধ্যে যদি কেউ বেঁচে থাকে তাহলে তার বীর্য থেকেও জন্ম নিবে নির্লজ্জ, সত্যের বিরুদ্ধাচরণকারী ও অকৃতজ্ঞ। যতক্ষণ তাদের মধ্যে কেউ বর্তমান থাকবে, নিজে সোজা পথে আসা তো দূরের কথা, অন্য ঈমানদারকেও করবে পথভ্রষ্ট।

২৯. অর্থাৎ আমার পদমর্যাদা অনুযায়ী আমার দ্বারা যেসব-ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেছে তা ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন আমার পিতা-মাতাকে, আমার ঘরে, আমার নৌযানে অথবা আমার মসজিদে ঈমান নিয়ে যারা আসবে তাদের সকলের অপরাধ ক্ষমা করুন। বরং কিয়ামত পর্যন্ত যেসব নারী-পুরুষ ঈমান আনবে, তাদের সকলকেও ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ্! হযরত নূহ (আ)-এর উক্ত দু'আর বরকতে এই গুনাহ্গার বান্দাকেও দয়া ও অনুগ্রহে ক্ষমা করে ইহলৌকিক-পারলৌকিক কোন রকম আযাব ছাড়াই আপনার সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعْوَاتِ। "নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী ও দু'আ কবুলকারী'।

সূরা জিন

২৮ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) قُلْ أُوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ۙ

(٢) يَّهْدِيْٓ إِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ ۭ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ۙ

১. বল, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে[১] এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি।

২. 'যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের শরীক স্থির করব না।'[২]

---

১. জিনের অস্তিত্ব ও রহস্য সম্পর্কে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) বর্তমান সূরার তাফসীরে বেশ দীর্ঘ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং আরবী ভাষায় এ বিষয়ে 'আকামুল মারজান ফী আহকামিল জান'. (اكام المرجان فى احكام الجان) অতি বিশদ গ্রন্থ। আগ্রহী পাঠকগণ তা পাঠ করে দেখতে পারেন। এখানে এই ধরনের বিস্তৃত আলোচনা করার অবকাশ নেই।

কুরআন তিলাওয়াত শুনে জিনদের ইসলাম গ্রহণ

২. সূরা আহকাফ্-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহানবী (সা) ফজরের নামাযে কুরআন মজীদ পড়ছিলেন। এ সময় কয়েকজন জিন সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে কুরআন

(٣) وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ۙ

(٤) وَّاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًا ۙ

(٥) وَّ اَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا ۙ

৩. এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেন নাই কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।[৩]

৪. 'এবং যে আমাদের মধ্যকার নির্বোধরা আল্লাহ্র সম্বন্ধে অতি অবাস্তব উক্তি করত।[৪]

৫. 'অথচ আমরা মনে করতাম, মানুষ এবং জিন আল্লাহ্ সম্বন্ধে কখনো মিথ্যা আরোপ করবে না।[৫]

তিলাওয়াত শুনে তাতে মুগ্ধ হয়ে সত্য দিলে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর সজাতির নিকট ফিরে গিয়ে তারা সবকিছু খুলে বলে, আমরা এমন এক কালাম শুনেছি, যা (ভাষার লালিত্য ও সৌকার্য উত্তম বাকভঙ্গি আকর্ষণ শক্তি মনোমুগ্ধকর বর্ণনা উপদেশের পদ্ধতি এবং জ্ঞান ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে) বিরল ও বিস্ময়কর। সে কালাম আল্লাহ্র পরিচয় এবং হিদায়াত ও কল্যাণের দিকে পথপ্রদর্শন করে। কল্যাণ অভিসারীর হস্ত ধারণপূর্বক তাকে নিয়ে যায় সদাচার ও তাকওয়ার মন্যিলে। তাই আমরা তা শ্রবণ করা মাত্রই বিলম্ব না করেই তাতে ঈমান এনেছি এবং তথা এমন কালাম যে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো হতে পারে না– এ ব্যাপারে আমাদের আর কোন সন্দেহ-সংশয় অবশিষ্ট নেই। এখন সেই কালামের শিক্ষা ও হিদায়াত অনুযায়ী আমরা অঙ্গীকার করছি যে, ভবিষ্যতে আমরা কোন কিছুকেই আল্লাহ্র শরীক সাব্যস্ত করবো না। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যেমে তাঁর রাসূলকে এই সমগ্র বিষয় অবহিত করিয়েছেন। এরপর বহুবার জিনেরা মহানবী (সা)-এর সাথে সাক্ষাত করে ঈমান আনে এবং কুরআন মজীদ শিক্ষা করে।

৩. অর্থাৎ পুত্র, পরিবার-পরিজন রাখা আল্লাহ্র মহামর্যাদার পরিপন্থী। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'মানুষের মধ্যে যে সব গোমরাহী বিস্তার লাভ করেছিল, তা জিনদের মধ্যেও ছিল, (খৃস্টানদের মতো) তারাও আল্লাহ্র জন্য পুত্র-পরিবার সাব্যস্ত করতো।'

৪. অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা বেয়াকুব, তারা আল্লাহ্ সম্পর্কে এসব কথা নিজেদের পক্ষ থেকে বাড়িয়ে বলে এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বেয়াকুব হচ্ছে ইবলীস। সম্ভবত এখানে 'সাফীহ্' বলে ইবলীসকেই বুঝানো হয়েছে।

৫. অর্থাৎ আমাদের ধারণা ছিল যে, এত বিপুল সংখ্যক জিন ও মানুষ একসাথে, যাদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো জ্ঞানীও রয়েছে– আল্লাহ্ সম্পর্কে মিথ্যা বলতে সাহস করবে না, ঔদ্ধত্য দেখাবে না। এ ধারণা করে আমরাও বিভ্রান্ত হয়েছি। এখন কুরআন

(٦) وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ۝ۙ

(٧) وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ۝ۙ

(٨) وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّ شُهُبًا ۝ۙ

৬. 'আরও এই যে কতিপয় মানুষ কতক জিনের স্মরণ লইত, ফলে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা বাড়াইয়া দিত।[৬]

৭. আর জিনেরা বলেছিল, 'তোমাদের মত মানুষও মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ্ কাকেও পুনরুত্থিত করবেন না।'[৭]

৮. 'এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্‌কাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ।

শ্রবণ করে আমাদের বোধোদয় ঘটেছে এবং পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ থেকে নাজাত পেয়েছি।

জিনদের শরণ নেয়ার আরবদের রীতি

৬. এ অজ্ঞতা আরবদের মধ্যে বেশ বিস্তার লাভ করেছিল। তারা জিনদের কাছে গাইবের বিষয় জিজ্ঞেস করতো। তাদের নামে মানত করতো, নৈবেদ্য নিবেদন করতো। কোন ভয়ংকর উপত্যকা দিয়ে কোন কাফেলা অতিক্রম করলে বা সে উপত্যকায় অবস্থান করলে তারা বলতো– এ এলাকার জিনদের যে সর্দার আমরা তার শরণ নিচ্ছি, যেন সে তার অধীনস্থ জিনদের থেকে আমাদেরকে হিফাযত করে। এসব কথায় জিনেরা আরো বেশি গর্বিত হয়ে উঠে এবং আরো বেশি মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। অন্যদিকে এসব শির্‌কী কর্মকাণ্ড দ্বারা মানুষের পাপাচার ও ঔদ্ধত্যও বেড়ে যেতো। তারা নিজেরাই যখন তাদের উপর জিনদেরকে বসিয়ে নিয়েছে, তখন জিনেরাই বা তাদের বিভ্রান্তি হ্রাস করবে কেন? অবশেষে কুরআন আগমন করে এসব অনিষ্টের মূলোৎপাটন সাধন করে।

মুসলমান জিনরা যেসব কথা বলতো

৭. মুসলমান জিনরা এসব কথা বলছিল তাদের সজাতির সঙ্গে। অর্থাৎ তোমাদের মতো অনেক মানুষেরও এমন ধারণ রয়েছে যে, 'আল্লাহ্ তা'আলা মৃত ব্যক্তিদেরকে কখনো কবর থেকে উত্তোলন করবেন না অথবা ভবিষ্যতে কোন নবী-রাসূল প্রেরণ করবেন না। যে রাসূল পূর্বে এসেছেন তো এসেছেনই। এখন কুরআনের মাধ্যমে জানা গেল যে, আল্লাহ্ একজন মহান রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, যিনি মানুষকে বলেন, তোমরা সকলেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে তোমাদের সবাইকে।

(৯) وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ يَّسْتَمِعِ الْاٰنَ يَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ۙ

(১০) وَّاَنَّا لَا نَدْرِيْۤ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِي الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۙ

(১১) وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَ مِنَّا دُوْنَ ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ۙ

৯. ইতিপূর্বে আমরা আকাশের বিভিন্ন ঘাঁটিতে সংবাদ শুনবার জন্য বসতাম কিন্তু এখন কেউ সংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উল্‌কাপিণ্ডের সম্মুখীন হয়।[৮]

১০. আমরা জানি না জগদ্বাসীর অমংগলই অভিপ্রেত, না তাদের প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান না।[৯]

১১. এবং আমাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং কতক এর ব্যতিক্রম, আমরা ছিলাম বিভিন্ন পথের অনুসারী;[১০]

জিনদের সংবাদ শুনবার চেষ্টা

৮. অর্থাৎ আমরা উড়ে গিয়ে আসমানের নিকটবর্তী হয়ে দেখতে পাই যে, অধুনা অনেক জঙ্গী পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে, যারা কোন শয়তানকে গাইবের খবর শ্রবণ করতে দেয় না। আর যে শয়তান তা করতে চায়, তাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুঁড়ে মারা হয়। ইতোপূর্বে এত কড়াকড়ি আর এত বাধা-বিপত্তি ছিল না। জিন ও শয়তানরা আসমানে ওৎপেতে থেকে এদিক-সেদিকের কিছু খবর শ্রবণ করে আসতো। কিন্তু বর্তমানে এমন কঠিন কড়াকড়ি ব্যবস্থা যে, কেউ শ্রবণ করার ইচ্ছা করলে তৎক্ষণাৎ জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তার পিছু ধাওয়া করে। এ সম্পর্কে ইতোপূর্বে সূরা 'হিজ্‌র' ইত্যাদিতে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

নতুন ব্যবস্থাপনা ও কড়াকড়ি

৯. অর্থাৎ এসব নতুন ব্যবস্থাপনা ও কড়াকড়ি কোন উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। এটা তো আমরা বুঝতে পেরেছি যে, কুরআন মজীদের অবতরণ এবং মহানবী (সা)-এর আগমনই এর কারণ। কিন্তু শেষ পরিণতি কি হবে? পৃথিবীবাসীরা কি কুরআন মজীদকে মেনে নিয়ে সোজা পথে আসবে এবং আল্লাহ্ বিশেষ অনুগ্রহে ধন্য করবেন তাদেরকে? নাকি অভিপ্রায় এই যে, কুরআনের হিদায়াত থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণতিতে মানুষকে ধ্বংস করা হবে? গাইব সম্পর্কে একমাত্র মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ই এ সম্পর্কে বলতে পারেন। আমরা কিছুই বলতে পারি না।

(١٢) وَّاَنَّا ظَنَنَّاۤ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِى الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ۙ
(١٣) وَّاَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤى اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ يُّؤْمِنْ بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ
بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ۙ
(١٤) وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا
رَشَدًا ۝

১২. এখন আমরা বুঝেছি যে, আমরা পৃথিবীতে আল্লাহ্কে পরাভূত করতে পারব না এবং পলায়ন করেও তাঁকে ব্যর্থ করতে পারব না।[১১]

১৩. আমরা যখন পথ-নির্দেশক বাণী শুনলাম, তাতে বিশ্বাস স্থাপন করলাম।[১২] যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করে তার কোন ক্ষতি ও কোন অন্যায়ের আশংকা থাকবে না।[১৩]

১৪. আমাদের কতক আত্মসমর্পণকারী এবং কতক সীমালংঘনকারী; যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবে সত্যপথ বেছে নেয়।

কুরআন নাযিলের পূর্বেও সব জিন এক পথে এক মতে ছিলো না

১০. অর্থাৎ কুরআন নাযিলের পূর্বেও সব জিন এক পথে এক মতে ছিলো না। কিছু ছিল সৎকর্মশীল ভদ্র-সভ্য ও মার্জিত এবং অনেকেই ছিল দুষ্কৃতকারী জঘন্য পাপাচারী-দুরাচারী। আবার এদের মধ্যেও থাকতে পারে অনেক দল-উপদল। কেউ মুশরিক, কেউ ইয়াহূদী, কেউ খৃস্টান ইত্যাদি। আবার কার্যত এসব দল-উপদলের পথ ও পন্থাও ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এখন কুরআন আগমন করে মতপার্থক্য আর বিভিন্নতা ও দলাদলি দূর করতে চায়। কিন্তু সকলে মিলে সত্যকে গ্রহণ করে এক পথে চলার মতো মানুষ কোথায়? সুতরাং অনিবার্যভাবেই মতদ্বৈধতা থাকবেই।

১১. অর্থাৎ কুরআনকে মেনে না নিলে আমরা শাস্তি থেকে রক্ষা পাবো না, পেতে পারি না। রক্ষা পেতে পারি না পৃথিবীতে কোথাও আত্মগোপন করে। পেতে পরি না এদিক-সেদিক পলায়ন করে, না এমনকি মহাশূন্যে উড়েও।

১২. অর্থাৎ আমাদের জন্য এটা গর্বের বিষয় যে, জিনদের মধ্যে আমরাই সর্বপ্রথম কুরআন শ্রবণ করে কালবিলম্ব না করে তা মেনে নিয়েছি, গ্রহণ করেছি। ঈমান আনতে আমরা মুহূর্তকালও বিলম্ব করিনি।

সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে কোন খটকা নেই

১৩. অর্থাৎ সত্যিকার ঈমানদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ্র দরবারে কোন খটকা নেই। ক্ষতিরও কোন আশংকা নেই যে, তার কোন সৎকর্ম বা পরিশ্রম অযথা বৃথা যাবে, তার

(১৫) وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۙ
(১৬) وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاَسْقَيْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ۙ
(১৭) لِّنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ؕ وَمَنْ يُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ۙ

১৫. 'অপরপক্ষে সীমালংঘনকারী তো জাহান্নামেরই ইন্ধন।'[১৪]

১৬. তারা যদি সত্য পথে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাদেরকে আমি প্রচুর বারি বর্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধ করতাম।

১৭. যদ্দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করতাম।[১৫] যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয় তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাইবেন।[১৬]

প্রতি বাড়াবাড়ি করারও কোন আশংকা নেই যে, জোরপূর্বক অপরের অপরাধ তার ঘাড়ে চাপানো হবে। মোটকথা, এসব ক্ষতি, শ্রম ও অবমাননা সব কিছু থেকেই সে নিরাপদে ও হিফাযতে থাকবে।

১৪. অর্থাৎ কুরআন নাযিলের পর আমাদের মধ্যে দুই ধরনের লোক তৈরি হয়েছে। (এক) যারা আল্লাহ্র পয়গাম শ্রবণ করে মেনে নিয়েছে, তার বিধানের সম্মুখে মস্তক অবনত করেছে এবং এরাই হচ্ছে সত্যের সন্ধানে সফল। নিজেদের সত্যানুসন্ধান ও অনুসন্ধিৎসা দ্বারা এরা কল্যাণের পথ লাভ করেছে। (দুই) অন্যায়কারীদের দল, যারা বক্রতা অবলম্বন করে অন্যায় পথ ধরে আপন পালনকর্তার বিধানকে অবিশ্বাস ও অমান্য করে। তাঁর আনুগত্য শিরোধার্য করে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এরা হচ্ছে সেসব লোক, যাদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বলাই শ্রেয়।

এ পর্যন্ত মুসলমান জিনদের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এসব উক্তি করেছিল তারা সজাতির নিকট। সামনে এগিয়ে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে কিছু উপদেশ বাণী বিবৃত করেছেন যেন, ... وان لو استقاموا -এর সংযোগ ঘটেছে انه استمع نفر من الجن -এর সাথে বিজ্ঞ অনুবাদক (শায়খুল হিন্দ) আয়াতের তরজমায় এবং এই 'হুকুম এসেছে', 'যোগ করে বলে দিয়েছেন যে, এখান থেকে শেষ পর্যন্ত সবটুকুই قل اوحى الى -এর অন্তর্ভুক্ত।

জিন ও মানুষ যদি সত্য দীনের সরল পথ অবলম্বন করতো

১৫. অর্থাৎ জিন ও মানুষ যদি সত্য দীনের সরল পথ অবলম্বন করতো, তাহলে ঈমান ও আনুগত্যের বদৌলতে আমরা তাদেরকে যাহিরী-বাতিনী বরকতরাজিতে সমৃদ্ধ করতাম এবং তাতেও পরীক্ষা নেয়া হতো যে, নিআমতে ধন্য হয়ে তারা শুকরিয়া আদায় করে অনুগত্যে আরো উন্নতি করে, না কি নিআমতের না অকৃতজ্ঞতা করে আসল মূল পুঁজিই হারায়ে বসে! কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তখন মক্কাবাসীদের জুলুম ও দুষ্কর্মের শাস্তি স্বরূপ মহানবী (সা)-এর দু'আয় কয়েক বছর যাবত দুর্ভিক্ষ চলছিল। লোকজন অনাবৃষ্টিতে অস্থির হয়ে উঠেছিল। একারণে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, সকলেই যদি

(১৮) وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ۟ۙ

(১৯) وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۟ؕ

(২০) قُلْ اِنَّمَاۤ اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَاۤ اُشْرِكُ بِهٖۤ اَحَدًا ۟

১৮. এবং এই যে মসজিদসমূহ আল্লাহ্‌রই জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কাকেও ডাকিও না।[১৭]

১৯. আর এই যে, যখন আল্লাহ্‌র বান্দা তাকে ডাকবার জন্য দণ্ডায়মান হল,[১৮] তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল।[১৯]

২০. বল, 'আমি আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সংগে কাকেও শরীক করি না।'[২০]

জুলুম-ও পাপচার পরিত্যাগ করে আল্লাহ্‌র পথে চলে আসে– যেই পথ অবলম্বন করেছে মুসলমান জিনেরা– তাহলে দুর্ভিক্ষ দূরীভূত হবে এবং রহমতের বৃষ্টিতে দেশকে করে দেয়া হবে সবুজ-শ্যামল।

১৬. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বিমুখ হয়ে মানুষ শান্তি পেতে পারে না। তারা যে পথ ধরে চলছে, তা তো কেবল অস্থিরতা ও আযাবেই পরিপূর্ণ। আযাব ও অস্থিরতাই কেবল গ্রাস করে চলছে সে পথকে।

১৭. এমনিতেই তো আল্লাহ্‌র গোটা পৃথিবীকে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মসজিদ (নামায পড়ার স্থান) বানানো হয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে যেসব স্থান 'মসজিদ' নামে একান্তই আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্মিত ও নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেসব স্থানের রয়েছে বিশেষ মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য। সেখানে গিয়ে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন সত্তাকে ডাকা মারাত্মক জুলুম এবং শির্‌কের নিকৃষ্টতর ধরন। অর্থ এই যে, তোমরা খালিস এক আল্লাহ্‌র দিকে আসো এবং তাঁর সঙ্গে শরীক করে কখনও কাউকে ডাকবে না। বিশেষ করে মসজিদে, যা নির্মিত হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য কোন কোন তাফসীরকার 'মাসজিদ' শব্দের অর্থ করেছেন দেহের সেই সব অঙ্গ, যা সিজদার সময় মাটিতে স্থাপন করা হয়। তখন তাৎপর্য এই হবে– এসব হচ্ছে আল্লাহ্‌র দেয়া, তাঁরই বানানো অঙ্গ, মালিকও স্রষ্টা ছাড়া অন্য কারো সম্মুখে সেসব অঙ্গ অবনত করা বৈধ নয়।

১৮. অর্থাৎ কামিল বান্দাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

১৯. অর্থাৎ যখন আপনি দাঁড়িয়ে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করেন তখন লোকেরা দলে দলে আপনার দিকে ছুটে আসে। মু'মিন লোকেরা ছুটে আসে আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে কুরআন মজীদ শ্রবণ করার উদ্দেশ্যে, আর কাফিররা আসে শত্রুতা ও বিদ্বেষবশত আপনার সামনে হট্টগোল করার জন্য।

২০. অর্থাৎ কাফিরদেরকে বল দিন যে, বিরোধিতার পথ ধরে কেন তোমরা ভীড় জমাচ্ছ? এমন কি কথা আছে, যাতে তোমরা রুষ্ট হয়েছ? আমি তো কোন নিকৃষ্ট বা

(২১) قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۝

(২২) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ ۙ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۝

(২৩) إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ
نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۝

২১. বল, 'আমি তোমাদেরর ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই।'[২১]

২২. বল, 'আল্লাহ্‌র শাস্তি হতে কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না এবং আল্লাহ্ ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়ও পাবে না।'[২২]

২৩. 'কেবল আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে পৌঁছান এবং তাঁর বাণী প্রচারই আমার দায়িত্ব।[২৩] যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের অগ্নি; সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।'[২৪]

অযৌক্তিক কথা বলি না। আমি তো কেবল আমার প্রভুকেই ডাকছি, কোন কিছুকেই তাঁর অংশীদার মনে করি না। তাহলে এতে লড়াই-ঝগড়া করার এমন কি হেতু আছে? তোমরা সকলে মিলে যদি আমার উপর চড়াও হতে চাও, তবে স্মরণ রাখবে, আমার ভরসা কেবল সে এক আল্লাহ্‌র উপর, যিনি সব রকম শরীকানা ও অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত।

২১. অর্থাৎ তোমাদেরকেও সৎপথে এনে দাঁড় করাবো তা এটা আমার ইখতিয়ারে নেই, তা আমার সাধ্যাতীত। আর তোমরা সৎপথে না এলেও তোমাদের কোন ক্ষতি করার সাধ্যও আমার নেই। ভালো আর লাভ-ক্ষতি, উপকার-অপকার– সব কিছুই সেই এক আল্লাহ্‌র হাতে নিহিত।

২২. অর্থাৎ তোমাদের উপকার ও অপকার করা তো দূরের কথা, আমার নিজের উপকার-অপকার করাও আমার সাধ্য নেই। ধরে নাও, যদি আমি আমার দায়িত্ব পালনে ত্রুটিও করি, তবে আল্লাহ্‌র পাকড়াও থেকে আমাকে রক্ষা করার কেউ নেই এবং এমন কোন স্থানও নেই যেখানে পলায়ন করে আমি আশ্রয় নিতে পারি!

২৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে পয়গাম আনয়ন করা এবং তাঁর বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেয়া– এটাই একমাত্র জিনিস, যা তিনি আমার ইখতিয়ারে সোপর্দ করেছেন এবং এটাই সেই দায়িত্ব, যা পালন করে আমি তাঁর সহায়তা ও আশ্রয়ে লাভ করতে পারি।

২৪. অর্থাৎ তোমাদের উপকার ও অপকার করার মালিক আমি নই। কিন্তু আল্লাহ্‌র এবং আমার অবাধ্যাচরণ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(٢٤) حَتّٰٓى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ○
(٢٥) قُلْ اِنْ اَدْرِيْٓ اَقَرِيْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ يَجْعَلُ لَهٗ رَبِّيْٓ
اَمَدًا ○
(٢٦) عٰلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا ○
(٢٧) اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ
مِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ○

২৪. যখন তারা প্রতিশ্রুত শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা বুঝতে পারবে, কে সাহায্যকারীর দিক দিয়া দুর্বল এবং কে সংখ্যায় স্বল্প।[২৫]

২৫. বল, 'আমি জানি না তোমাদেরকে যে শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা কি আসন্ন,না আমার প্রতিপালক এর জন্য কোন দীর্ঘ মেয়াদ স্থির করবেন?'[২৬]

২৬. 'তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের জ্ঞান কারও নিকট প্রকাশ করেন না,

২৭. তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। সেই ক্ষেত্রে আল্লাহ্ রাসূলের অগ্রে এবং পশ্চাতে প্রহরী নিয়োজিত করেন।[২৭]

---

২৫. অর্থাৎ তোমরা যে দল বেঁধে আমার উপর চড়াও হচ্ছো, এবং মনে করছো যে, মুহাম্মাদ (সা) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন, আর তাঁরাও আবার দুর্বল, তবে প্রতিশ্রুত সময় যখন উপস্থিত হবে, তখন খবর হয়ে যাবে, কার সঙ্গী-সাথীরা দুর্বল এবং সংখ্যায় কয়েকজন মাত্র!

২৬. অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি দিবস শীঘ্র আসবে না বিলম্বে সেই জ্ঞান আমাকে দেয়া হয়নি। কারণ, কিয়ামতের মুহূর্তটি নির্দিষ্ট করে আল্লাহ্ তা'আলা কাউকে বলে দেননি। এই হচ্ছে সেসব অদৃশ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যে সম্পর্কে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউই জানে না।

আল্লাহ্ নিজের গোপন খবর কাউকে দেন না

২৭. অর্থাৎ তিনি নিজের গোপন খবর কাউকে দেন না, অবশ্য রাসূলদের মর্যাদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খবর তিনি রাসূলদেরকে জানিয়ে দেন ওহীর মাধ্যমে। সেই ওহীর সঙ্গেও থাকে ফেরেশেতাদের চৌকি, যাতে শয়তান কোনভাবেই তাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে এবং রাসূলের নিজের নাফ্‌স্‌ও যেন ভুল না বুঝে।

(২৮) لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَ اَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ٥

২৮. 'রাসূলগণ তাদেরকে প্রতিপালকের বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছেন কি না[২৮] জানবার জন্য। রাসূলগণের নিকট যা আছে তা তাঁর জ্ঞানগোচর এবং তিনি সমস্ত কিছুর বিস্তারিত হিসাব রাখেন।'[২৯]

নবী-রাসূলগণ (তাদের জ্ঞান ও প্রদত্ত তথ্যে) পূর্ণ সুরক্ষিত। অপর কেউ নয়। উপরোক্ত কথার তাৎপর্য এখানেই নিহিত। নবীদের জ্ঞানে সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না। অন্যদের জ্ঞানে কয়েক ধরনের আশংকা থাকে। একারণে এজন্য অভিজ্ঞ আওলিয়া-দরবেশগণ বলেন যে, আল্লাহ্র ওলী তাঁর কাশ্ফকে কুরআন-সুন্নাহ্র মানদণ্ডে পরখ করে দেখবে, তা তার বিপরীত না হলে তাকে গনীমত মনে করবেন, অন্যথায় বর্জন করবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এই আয়াতের নযীর সূরা আলে-ইমরানেও রয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِىْ مِنْ رُّسُلِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

"অদৃশ্য সম্পর্কে তোমাদেরকে আল্লাহ্ অবহিত করবার নন; তবে আল্লাহ্ তাঁর রাসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন" (৩ ঃ ১৭৯)।

ইলমে গাইবের বিষয়টি আরও কয়েটি সূরায় আলোচিত হয়েছে। সেখানে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, তা দেখা যেতে পারে।

২৮. অর্থাৎ এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থাপনা এজন্য করা হয় যাতে আল্লাহ্ তা'আলা দেখে নিতে পারেন যে, ফেরেশতারা নবী-রাসূলগণের নিকট এবং নবী-রাসূলগণ মানবজাতির নিকট তাঁর বার্তাসমূহ হ্রাস-বৃদ্ধি না করে যথাযথভাবে পৌঁছিয়ে দেন কিনা।

সমুদয় বস্তুই রয়েছে আল্লাহ্র তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে

২৯. অর্থাৎ সমুদয় বস্তুই রয়েছে তাঁর তত্ত্বাবধানে ও নিয়ন্ত্রণে। ওহীর বিষয় বস্তুতে রদ-বদল বা কাট-ছাঁট করার ক্ষমতা কারও নেই। আর এই যে পাহারা বসানো হয়েছে তাও আল্লাহ্ তা'আলার একচ্ছত্র কর্তৃত্বের মহিমা প্রকাশ এবং ধারাবাহিক কার্যকারণসমূহের হিফাযতের জন্য প্রচুর কৌশল ও প্রজ্ঞার উপর ভিত্তিশীল। অন্যথায় যাঁর জ্ঞান ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিটি বস্তুর উপর পরিব্যাপ্ত তাঁর এসব কিছুর কোনও প্রয়োজনই নেই।

সূরা মুয্যাম্মিল

২০ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) .يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۙ

১. হে বস্ত্রাবৃত![১]

সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপট

১. সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ প্রাথমিক পর্যায়ের সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ্ হাদীসে রয়েছে যে, শুরুতে ওহীর প্রভাবেও ভারে মহানবী (সা)-এর শরীর কাঁপতে থাকলে তিনি পরিবারের লোকজনকে বলেন ঃ زملونى زملونى (আমাকে কাপড় দিয়ে ঢেকে দাও, ঢেকে দাও)। তদনুযায়ী তাঁকে কাপড়ে আবৃত করা হলো। আলোচ্য সূরায় এবং তৎপরবর্তী সূরায় আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে উপরোক্ত শব্দে নামকরণ করে সম্বোধন করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, কুরায়শরা 'দারুন-নাদওয়া' (সম্মেলন গৃহ)-তে সমবেত হয়ে তাঁর সম্পর্কে পরামর্শ করে যে, তাঁর অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কোন উপাধি তাঁর জন্য নির্ধারণ করতে হবে। কেউ বললো; 'গণক', কেউ 'জাদুকর' এবং কেউ 'উন্মাদ' প্রস্তাব করলো; কিন্তু কোনটি সম্পর্কেই মতৈক্য হলো না। শেষে জাদুকর উপাধির প্রতিই ছিল সকলের ঝোঁক। তিনি এ খবর জানতে পেরে দুঃখিত ও মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং নিজেকে কাপড় দিয়ে ঢেকে নেন। যেমন দুশ্চিন্তা ও দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তি প্রায়ই এমন করে থাকে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা মহানবী (সা)-কে সান্ত্বনাদান ও মমতা প্রকাশের জন্য তাঁকে এই নামে সম্বোধন করেন। যেমন তিনি একদা হযরত আলী (রা)-কে "উঠো, আবূ তুরাব" (মাটির পিতা) বলে সম্বোধন করেছিলেন, যখন তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে বাড়ি থেকে চলে গিয়ে মসজিদে মাটির কাঁচা মেঝেতে শুয়ে ছিলেন।

(٢) قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۙ
(٣) نِّصْفَهٗۤ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۙ
(٤) اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ؕ

২. রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত।[২]

৩. অর্ধরাত্রি কিংবা তদপেক্ষা অল্প।

৪. অথবা তদপেক্ষা বেশী।[৩] আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে[৪] স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লিখেন, 'এই সূরা খিরকা (সূফীদের বিশেষ পোশাক) পরিধানের আবশ্যকীয় বিষয়সমূহ ও শর্তাবলী বর্ণিত হয়েছে। এটি যেন সেই ব্যক্তির সূরা, যে দরবেশদের খিরকা পরিধান করে এবং নিজেকে সেই রঙ্গে রঞ্জিত করে। আরবী ভাষায় মুয্‌যাম্মিল বলা হয় সেই ব্যক্তিকে, যে নিজেদের উপর বড় বেশ প্রশস্ত কাপড় আবৃত করে নেয়। মহানবী (সা)-এর এই অভ্যাস ছিল যে, তাহাজ্জুদের নামায এবং কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করার জন্য তিনি রাত্রে যখন উঠতেন, তখন একটা দীর্ঘ কম্বল গায়ে জড়িয়ে নিতেন, যাতে ঠাণ্ডা থেকে দেহ হিফাযতে থাকে এবং উযূ ও নামাযের মধ্যে নড়াচড়ায়ও কোন রকম অসুবিধা না হয়। অনন্তর এইরূপ বেশ ধারণকারী সেই সব লোককেও সতর্ক করা হয়েছে, যারা কাপড়ে আবৃত হয়ে রাত্রে আরামে ঘুমায়। তারা যেন রাত্রের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আল্লাহ্ তা'আলার ইবাদতে অতিবাহিত করে।

রাতে জাগরণ করার নির্দেশ

২. অর্থাৎ ঘটনাক্রমে কোন রাতে ইবাদতে দণ্ডায়মান হওয়া সম্ভব না হলে মাফ করা হবে। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে এর অর্থ হচ্ছে– 'রাত্রে আল্লাহ্‌র ইবাদতে দণ্ডায়মান থাকবে। অবশ্য রাত্রের কিছু অংশ বিশ্রাম গ্রহণ করলে কোন ক্ষতি নেই।' খুব সম্ভব এখানে 'সামান্য অংশ'-এর অর্থ হবে অর্ধেক রাত। কারণ, রাত হচ্ছে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য। অর্ধেক রাত ইবাদতে অতিবাহিত করলে সেই অনুপাতে বাকী অংশকে সামান্য অংশ বলা সমীচীন।

৩. অর্থাৎ অর্ধেক রজনী থেকে কিছু কম, যা হতে পারে এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধেকের চেয়ে বেশী, যা হতে পারে দুই-তৃতীয়াংশ। এর প্রমাণ আল্লাহ্‌র পরবর্তী বাণী।

৪. অর্থাৎ তাহাজ্জুদ নামাযে কুরআন ধীরে-সুস্থে পাঠ করবে, যাতে এক একটি অক্ষর স্পষ্ট বুঝা যায়। এভাবে পাঠ করলে অনুধাবন করতে সুবিধা হয়, মনের ওপর বেশ ক্রিয়া করে এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়।

(٥) اِنَّا سَنُلْقِیْ عَلَیْكَ قَوْلًا ثَقِیْلًا ۝
(٦) اِنَّ نَاشِئَةَ الَّیْلِ هِیَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِیْلًا ۝

৫. আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করতেছি গুরুভার বাণী।[৫]
৬. অবশ্য রাত্রিকালের উত্থান দলনে প্রবলতর এবং বাক্যস্ফুরণে সঠিক।[৬]

গুরুভার বাণী অবতীর্ণ করার তাৎপর্য

৫. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ অনুশীলন সাধনা করো ভারী বোঝাও হালকা হয়ে যাবে।" আর সেই বোঝা এমন যে, তার জন্য রাত্রিজাগরণ সহজ মনে করতে হয়। তাৎপর্য এই যে, এরপর পর্যায়ক্রমে তোমার উপর কুরআন নাযিল করবো, যা মাহাত্ম্য ও মর্যাদার দিক থেকে অতীব মূল্যবান ও ভারী এবং তার ধরন ও বিষয়বস্তুর বিবেচনায় নিতান্তই ভারী ও অমূল্য। হাদীস শরীফে আছে যে, কুরআন নাযিলের সময় মহানবী (সা) বেশ ভারী ও অসহনীয় কঠোরতা বোধ করতেন। শীতের মৌসুমেও তিনি ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। তখন তিনি কোন জন্তুযানের পিঠে উপবিষ্ঠ থাকলে তা তাঁকে বহন করতে অক্ষম হয়ে যেতো। একদা তাঁর উরু হযরত যাইদ ইব্ন ছাবিত (রা)-এর উরুর উপর ছিল। এমতাবস্থায় ওহী নাযিল হলে যাইদ ইব্ন ছাবিত (রা) অনুভব করেন যে, যেন বোঝার ভারে তার উরু ফেঁটে যাচ্ছে। তাছাড়া তখনকার পরিস্থিতিতে কুরআনের দাওয়াত প্রচার এর দাবি পুরোপুরি আদায় করা এবং এপথে সমস্ত বিপদাপদকে প্রশান্তচিত্তে বরদাশ্ত করাও বেশ কঠিন এবং ভারী কাজ ছিল। যেভাবে একদিকে তাঁর জন্য এই কালামে পাক ছিল ভারী, তেমনি অপরদিকে কাফির অবিশ্বাসীদের জন্যও তা ছিল কঠিন। মোটকথা, এই সব কারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে মহানবী (সা)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে পরিমাণ কুরআন নাযিল হয়েছে, রাতে তার তিলাওয়াতে নিমগ্ন থাকুন এবং এই বিশেষ ইবাদতের নূর দ্বারা নিজের দেহ-মনকে আলোকিত করে এ মহান দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্যতাকে নিজের মধ্যে সুদৃঢ় করুন।

৬. অর্থাৎ গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠা কোন সহজ কাজ নয়, বড়ই কঠোর সাধনা এবং নফসকে দমন করার কাজ। এর দ্বারা নফসকে সোজা করা হয় এবং নিদ্রা, বিশ্রাম ইত্যাদি চাহিদাকে করা হয় পদদলিত। উপরন্তু তখন দু'আ ও যিকির একনিষ্ঠ মনে আদায় করা যায়, মুখ ও অন্তর থাকে অনুকূল। অন্তর থেকে যে কথা বের হয় তা স্মৃতিতে উত্তমরূপে তা বদ্ধমূল হয়ে যায়। কারণ, সব রকম চিৎকার-হৈ-হুলোড় ও শোলগোল থেকে মুক্ত পরিবেশ থেকে একাগ্রচিত্ত হওয়া এবং দুনিয়ার নিকটতর আসমানে মহান আল্লাহ্র অবতরণের ফলে অন্তর লাভ করে এক বিস্ময়কর তৃপ্তি-প্রশান্তি, স্থিতি, স্বাদ ও আগ্রহ।

(٧) إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝

(٨) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

(٩) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۝

(١٠) وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۝

৭. দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা।[৭]
৮. সুতরাং তুমি প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর এবং একনিষ্ঠভাবে তাঁতে মগ্ন হও।[৮]
৯. তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের অধিকর্তা[৯], তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ্ নাই; অতএব তাঁকেই গ্রহণ কর কর্মবিধায়করূপে।[১০]
১০. লোকে যা বলে, তুমি তাতে ধৈর্যধারণ কর[১১] এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার করে চল।[১২]

---

৭. অর্থাৎ দিনেরবেলা মানুষকে বুঝানো এবং আরো কতো রকমের ব্যস্ততা থাকে। যদিও তাও আপনার জন্য ক্ষেত্রে পরোক্ষ ইবাদত, তথাপি প্রভুর প্রত্যক্ষ ইবাদত ও আরাধনার জন্য রাতের সময়টিকে নির্দিষ্ট করে রাখা উচিত। ইবাদতে নিমগ্ন থাকায় যদি রাতের কোন প্রয়োজন বাদ পড়ে যায় তবে তাতে কোন পরোয়া নেই, দিনের বেলা তার প্রতিকার হতে পারে।

ইবাদতে একনিষ্ঠতার ব্যাখ্যা

৮. অর্থাৎ "নৈশ্য ইবাদত" ছাড়াও দিনের বেলাও (বাহ্যত সৃষ্টিকূলের সাথে লেনদেন ও সম্পর্কও রাখতে হয়)। কিন্তু অন্তরে প্রভুর সঙ্গেকার সম্পর্ককে সব কিছুর ঊর্ধ্বে স্থান দিন এবং চলা-ফেরা, উঠা-বসায় তাঁর স্মরণেই মশগুল থাকুন। ক্ষণিকের তরেও যেন গায়রুল্লাহ্‌র সথে কোন সম্পর্ক এদিক থেকে মনকে বিচ্যুত করতে না পারে, বরং সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে গোপনে যেন কেবল তাঁর সাথেকার সম্পর্কই অটুট থাকে। অথবা এরকম বলা যেতে পারে যে, সকল সম্পর্ক যেন সেই একজনের সঙ্গেকার সম্পর্কের মধ্যে লীন হয়ে যায়। সূফী সাধকদের ভাষায় একে 'সবার সঙ্গে থেকেও কারো সঙ্গেই নেই' এবং 'জন সমাবেশে নির্জনতা' বলে অভিহিত করা হয়।

৯. পূর্বদিক হচ্ছে দিনের এবং পশ্চিমদিক হচ্ছে রাত্রের নিদর্শন। যেন ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দিবা-রজনী উভয়কেই সে যেন পূর্ব-পশ্চিমের মালিকের স্মরণ ও সন্তুষ্টি বিধানে নিয়োজিত করা কর্তব্য।

১০. অর্থাৎ ইবাদত করতে হবে তাঁরই এবং ভরসাও করতে হবে তাঁর উপর। তিনিই যখন কর্মবিধায়ক তখন অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে পৃথক হতে পরোওয়া কিসের?

১১. অর্থাৎ কাফিররা আপনাকে জাদুকর, গনৎকার, পাগল এবং জাদুগ্রস্ত ইত্যাদি বলে। ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে এসব কথা সহ্য করুন।

(١١) وَذَرۡنِيۡ وَالۡمُكَذِّبِيۡنَ اُولِي النَّعۡمَةِ وَمَهِّلۡهُمۡ قَلِيۡلًا ۝

(١٢) اِنَّ لَدَيۡنَاۤ اَنۡكَالًا وَّجَحِيۡمًا ۝ۙ

(١٣) وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيۡمًا ۝ۗ

(١٤) يَوۡمَ تَرۡجُفُ الۡاَرۡضُ وَالۡجِبَالُ وَكَانَتِ الۡجِبَالُ كَثِيۡبًا مَّهِيۡلًا ۝

১১. ছেড়ে দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীকে, আর কিছুকালের জন্য তাদেরকে অবকাশ দাও।[১৩]

১২. আমার নিকট আছে শৃংখল, প্রজ্বলিত অগ্নি।

১৩. আর আছে এমন খাদ্য, যাহা গলায় আটকাইয়া যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।[১৪]

১৪. সেই দিবসে পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকরাশিতে পরিণত হবে।[১৫]

---

১২. উত্তমরূপে ত্যাগ করার অর্থ এই যে, বাহ্যত তাদের সংসর্গ ত্যাগ করবে এবং গোপনে তাদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ রাখবে যে, তারা কি করে। কি বলে এবং আমাকে কিভাবে স্মরণ করে। দ্বিতীয়ত, অন্য কারো কাছে তাদের অসদাচরণের অভিযোগ করবে না। প্রতিশোধ নিবে না। কথাবার্তা মুকাবিলার সময় নীচ মানসিকতার পরিচয় দিবে না। তৃতীয়ত, বিচ্ছিন্নতা ও সম্পর্কহীনতা সত্ত্বেও তাদের উপদেশ দিতে কসূর করবে না। বরং যেভাবে হোক তাদের হিদায়াত ও পথপ্রদর্শনে সচেষ্ট থাকবে। হযরত শাহ্ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ মাখলূক থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, কিন্তু লড়াই-বিবাদ করে নয়, বরং সদাচারের সঙ্গে"। কিন্তু স্মরণ রাখবে যে, আয়াতটি নবী জীবনের মক্কী পর্বে অবতীর্ণ এবং জিহাদের আয়াত নাযিল হয়েছে মাদানী পর্বে।

১৩. অর্থাৎ সত্য ও ন্যায়কে প্রত্যাখ্যানকারীরা দুনিয়ায় যে আরাম-আয়েশ ভোগ করছে, তাদের বিষয়টি আমার হাতে ছেড়ে দিন, আমি নিজেই তাদের থেকে প্রতিশোধ নেবো, তবে একটু অবকাশ দেয়া হচ্ছে এই যা!

১৪. সাপ-বিচ্ছুর মর্মন্তুদ আযাব, আরো কোন্ কোন্ ধরনের আযাব তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন (আল্লাহ্র পানাহ)!

কিয়ামতের আযাবের বর্ণনা

১৫. অর্থাৎ সেই আযাবের ভূমিকা তখন থেকে শুরু হবে, যখন পর্বতমালার মূল মাটি থেকে আলগা হয়ে যাবে এবং তা কাঁপতে কাঁপতে ভূতলে পতিত হবে এবং গুড়া গুড়া হয়ে এমন হবে। যেমন বালুকারাশির স্তূপ যার উপর পা স্থির রাখা যায় না।

(১৫) اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۙ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۞

(১৬) فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۞

(১৭) فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۞

(১৮) السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ؕ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۞

(১৯) اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۞

১৫. আমি তোমাদের নিকট পাঠায়েছি[১৬] এক রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ, যেমন রাসূল পাঠায়েছিলাম ফিরআওনের নিকট।[১৭]

১৬. কিন্তু ফিরআওন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিলাম।[১৮]

১৭. অতএব যদি তোমরা কুফরী কর তবে কি করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে।[১৯]

১৮. যেদিন আকাশ হবে বিদীর্ণ, তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।[২০]

১৯. ইহা এক উপদেশ, অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক![২১]

---

১৬. অর্থাৎ এই পয়গাম্বর (সা) আল্লাহ্‌র দরবারে সাক্ষ্য দিবেন– কে তাঁর কথা মেনে নিয়েছে আর কে মেনে নেয়নি।

হযরত মূসা (আ)-এর মতো আপনাকেও আমি স্বতন্ত্র দীন ও মহান কিতাবসহ প্রেরণ করেছি

১৭. অর্থাৎ হযরত মূসা (আ)-এর মতো আপনাকেও আমি স্বতন্ত্র দীন ও মহান কিতাবসহ প্রেরণ করেছি। সম্ভবত এখানে তাওরাতে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিবরণের সুসংবাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে– "আমি তাদের জন্য তাদের ভ্রাতা (বনূ ইসমাঈল)-দের মধ্যে তোমার মতো একজন নবী প্রেরণ করবো"।

১৮. মূসা (আ)-কে অবিশ্বাসকারীকে তিনি যখন এমন শক্তভাবে পাকড়াও করেছেন, তখন মুহাম্মদ (সা)-কে অবিশ্বাসকারীকে কেন পাকড়াও করবেন না, যিনি সমস্ত নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মহাসম্মানিত?

১৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় যদিও রক্ষা পেয়ে গেলে, কিন্তু সেদিন কিভাবে রক্ষা পাবে, যেদিনের ভয়াবহতা ও দৈর্ঘ্য শিশুকে বৃদ্ধ করে ছাড়বে? বাস্তবে শিশু বৃদ্ধ না হলেও সেদিনের ভয়াবহতা ও দৈর্ঘ্য এটাই দাবি করে।

(২০) اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖؗ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۠

২০. তামার প্রতিপালক তো জানেন যে, তুমি জাগরণ কর কখনও রাত্রির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনো অর্ধাংশ এবং কখনো এক-তৃতীয়াংশ এবং জাগে তোমার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও এবং আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিবস ও রাত্রির পরিমাণ।[২২] তিনি জানেন যে, তোমরা এর সঠিক হিসাব রাখতে পার না। অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি ক্ষমাপরবশ হয়েছেন। কাজেই কুরআনের যতটুকু আবৃত্তি করা তোমাদের জন্য সহজ, ততটুকু আবৃত্তি কর;[২৩] আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, কেউ কেউ আল্লাহ্র অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহ্র পথে সংগ্রামে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য আবৃত্তি কর; সালাত কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর[২৪] এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ।[২৫] তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহ্র নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর।[২৬] আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহ্র নিকট, নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৭]

---

২০. অর্থাৎ আল্লাহ্র ওয়াদা অটল, অবশ্যই তা ঘটবে– তোমরা তাকে যতই অসম্ভব মনে করো না কেন।

কুরআন মজীদের উপদেশ বাণী

২১. অর্থাৎ উপদেশ দেয়া হয়েছে। এখন কেউ যদি নিজের কল্যাণ কামনা করে, তবে উপদেশ অনুযায়ী আমল করে স্বীয় প্রভুর সঙ্গে মিলিত হতে পারে। রাস্তা উন্মুক্ত আছে, কোন বাধা-বিপত্তি নেই, নেই কোন প্রতিবন্ধকতা। আল্লাহ্র কোন স্বার্থও নেই। তোমরা নিজেদের জন্য শতবার কল্যাণ মনে করলে সোজা পথ ধরো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ রাত্রি জাগরণের যে নির্দেশ সূরার শুরুতে দেয়া হয়েছিল তা প্রায় এক বছর বহাল ছিল। এরপর পরবর্তী আয়াত দ্বারা তা রহিত হয়েছে।

২২. অর্থাৎ তুমি এবং তোমার সঙ্গী-সাথীরা যে সেই নির্দেশ পুরোপুরি মেনে নিয়েছ, আল্লাহ্ তা জানেন। কখনো অর্ধেক রজনী, কখনো এক-তৃতীয়াংশ, আবার কখনো দুই-তৃতীয়াংশ রজনী আল্লাহ্‌র ইবাদতে অতিবাহিত করেছে। অতএব হাদীসে আছে যে, রাত্রিকালে দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে করতে সাহাবায়ে কিরামের পদযুগল ফুলে যেতো, ফেটে যেতো। বরং কোন কোন সাহাবী তো রশি দিয়ে চুল বেঁধে নিতেন, যাতে নিদ্রা এলে ঝাঁকুনি খেয়ে তার কষ্টে যেন চক্ষু খুলে যায়।

রাত ও দিনের পরিমাপ

২৩. অর্থাৎ দিন ও রাতের পূর্ণ পরিমাপ তো আল্লাহ্‌র জানা আছে, তিনি এক বিশেষ পরিমাপে কখনও রাতকে দিনের চেয়ে ছোট করেন। কখনও বর্ধিত করেন, আবার কখনও উভয়কে বরাবর করেন। ঘুম ও বিস্মৃতির সময় দৈনিক অর্ধ রাত এক-তৃতীয়াংশ বা দুই-তৃতীয়াংশ রাতের পূর্ণরূপ যথাযথ হিফাযত করা বিশেষ করে যখন ঘড়ি ও সময় ও সংকেত নির্দেশক যন্ত্রের প্রচলন ছিলো না, খুব সহজ কাজ ছিলো না। এ জন্য কোন কোন সাহাবী রাতভর নিদ্রাই যেতেন না এই আংশকায় যে, ঘুমের কারণে এক-তৃতীয়াংশ রাতও ইবাদতে কাটানো যদি ভাগ্যে না জুটে। এতে আল্লাহ্ তা'আলা নিজ রহমতে ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং শিথিল নির্দেশ দেন, তোমরা এটা সব সময় পূর্ণরূপে মেনে চলতে পারবে না, একারণে যার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার সৌভাগ্য হয়, সে যতটা নামায পড়া এবং তাতে যে পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা সম্ভব পড়ে নিবে। এখন উম্মতের জন্য তাহাজ্জুদের নামাযও ফরয নয় এবং ওয়াক্ত ও তিলাওয়াতের পরিমাণেরও কোন ধরাবাধা শর্ত নেই।

কুরআন থেকে সহজসাধ্য আবৃত্তি করার নির্দেশ

২৪. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দেখে নিয়েছেন, তোমাদের মধ্যে থাকবে রুগ্ন-অসুস্থ ব্যক্তি আর মুসাফিরও, যারা জীবিকা বা জ্ঞান ইত্যাদির অন্বেষায় দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবে। থাকবে সেসব মর্দে মুজাহিদও, যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করবে। এসব অবস্থায় এই বিধান অনুযায়ী আমল করা বেশ কঠিন হবে। তাই তোমাদের উপর লঘু করে দেয়া হয়েছে যে, নামাযে যে পরিমাণ কুরআন তিলাওয়াত করা সহজ হয়, সেই পরিমাণ তিলাওয়াত করবে। নিজেদের জীবনটা বেশী কষ্টে ফেলার প্রয়োজন নেই। অবশ্য অত্যন্ত যত্ন ও গুরুত্বের সাথে ফরয নামাযসমূহ নিয়মিত আদায় করতে থাকবে। যাকাত দিতে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করতে থাকবে। এসব ইবাদত নিয়মিত এসব পালন করলে অনেক রূহানী কল্যাণ ও উন্নতি লাভ করতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ প্রথম দিকে সাহাবীদের দ্বারা অত্যন্ত গুরুত্ব ও বাধ্যবাধকতার সঙ্গে এক বছর যাবত কঠোর সাধনা হয়ত এজন্য করানো হয়েছে যাতে তারা ভবিষ্যতে গোটা উম্মতের পথ-প্রদর্শক এবং শিক্ষক হতে পারেন। এভাবে তাদেরকে মাঝা-ঘষা করে প্রস্তুত করার এবং 'রূহানিয়্যাতের' রঙ্গে রঞ্জিত করার প্রয়োজন এজন্য ছিল, যাতে তামাম দুনিয়ার মানুষ তাঁদের আয়নায় মুহাম্মদ (সা)-এর পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ কামালাতের দৃশ্য অবলোকন করতে পারে এবং পবিত্র মহা পুরুষরা গোটা উম্মতের সংস্কারের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নিতে সক্ষম হন। আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

২৫. পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আল্লাহ্র রাস্তায় বা তাঁর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করাই হচ্ছে আল্লাহ্কে উত্তম ঋণ দেয়া। বান্দাদেরকেও 'করযে হাসানা' দেয়া হলে তাকেও এ বিধানের অন্তর্গত মনে করবে। হাদীস শরীফে এর অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

২৬. অর্থাৎ তোমরা এই পৃথিবীতে যেসব সৎকাজ করবে, আল্লাহ্র দরবারে সেগুলো অত্যন্ত উত্তম আকারে পেয়ে যাবে এর জন্য পারে অনেক বড়ো প্রতিদান। এটা মনে করো না, আমরা এখানে যে সৎকাজ করছি, তা এখানেই শেষ হয়ে যাবে। তা নয়, সেসব সৎকাজ তোমাদের আগে আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছে যাচ্ছে। ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে তোমাদের কাজে লাগবে।

সমস্ত নির্দেশ মেনে নেয়ার পরও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করবে

২৭. অর্থাৎ সমস্ত নির্দেশ মেনে নেয়ার পরও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করবে। কারণ যতই সংযত-সতর্ক ব্যক্তিই হোক, তার দ্বারাও কিছু না কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যায়। কে এমন দাবি করতে পারে, আমি আল্লাহ্র দাসত্বের সমস্ত কর্তব্য পূর্ণরূপে পালন করেছি, বরং যে বান্দা যত বড়ো যোগ্যতার সম্পন্নই হন তিনি সে পরিমাণে নিজকে অপরাধী মনে করেন, নিজের ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করেন। হে গাফুরুর রাহীম! তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাদের ভুল আর ত্রুটি ক্ষমা করো।

সূরা মুদ্দাস্‌সির

৫৬ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمُدَّثِّرُ ۝

(٢) قُمۡ فَأَنذِرۡ ۝

(٣) وَرَبَّكَ فَكَبِّرۡ ۝

১. হে বস্ত্রাচ্ছাদিত![১]

২. উঠ, সতর্কবাণী প্রচার কর।[২]

৩. এবং তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।[৩]

---

১. 'আল-মুদ্দাছ্‌ছির' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য সূরা মুয্‌যামমিলের প্রথম টীকা দ্রষ্টব্য।

২. অর্থাৎ ওহীর ভার ও ফেরেশতার ভয়ে আপনাকে ঘাবড়ালে আর ভয় পেলে চলবে না। সব আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত করাই তো হচ্ছে আপনার কাজ। কুফরী ও নাফরমানীর নিকৃষ্ট পরিণতি সম্পর্কে আপনি সতর্ক করবেন।

মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা

৩. কারণ, মহাপ্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য ঘোষণা দ্বারাই অন্তরে তাঁর ভয় জাগে এবং আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি সম্মান ও পবিত্রতা হচ্ছে এমন বস্তু, যে সকল জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন সকল আমল আর আখলাকের পূর্বেই। যাই হোক, তাঁর পূর্ণতার গুণ এবং তাঁর পুরস্কার প্রদানের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে নামাযে এবং নামাযের বাইরে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করা ও প্রকাশ্যে তা ঘোষণা করাই হচ্ছে তোমার কাজ।

(٤) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝

(٥) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝

(٦) وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝

(٧) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

(٨) فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ۝

৪. তোমার পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ।
৫. পৌত্তলিকতা হতে দূরে থাক।[৪]
৬. অধিক পাওয়ার প্রত্যাশায় দান করিও না।
৭. এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্যধারণ কর।[৫]
৮. যেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে।[৬]

অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকার তাৎপর্য

৪. সূরাটি নাযিল হওয়ার পর হুকুম হয়েছে আল্লাহ্র বান্দাদেরকে আল্লাহ্র দিকে ডাকার। এরপর নির্দেশ দেয়া হয় নামায ইত্যাদি আদায় করার। নামাযের জন্য শর্ত হচ্ছে পরিধেয় বস্ত্র পাক হওয়া এবং পংকিলতা থেকে দূরে থাকা। এখানে এসব কথাই বলা হয়েছে। দৃষ্টিগ্রাহ্য ও অদৃশ্য নাপাক বস্তু থেকে পরিধেয় বস্ত্র পাক রাখা যখন জরুরী, তখন শরীর পাক রাখা যে অতি উত্তমরূপে জরুরী, তাতো স্পষ্ট। একারণে দেহের উল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করা হয়নি। কোন কোন আলিম পাক রাখার অর্থ গ্রহণ করেছেন মন্দ স্বভাব থেকে আত্মাকে পাক রাখা। তাঁরা পংকিলতা থেকে দূরে থাকার অর্থ গ্রহণ করেছেন মন্দ স্বভাব থেকে নাফ্সকে পাক রাখা। তাঁরা পংকিলতা থেকে দূরে থাকার অর্থ করেছেন– 'মূর্তির পংকিলতা থেকে দূরে থাকুন, যেমন এ যাবত দূরেই রয়েছেন।' যাই হোক, বর্তমান আয়াতে যাহিরী-বাতিনী পবিত্রতা-ই উদ্দেশ্য। কারণ, এটা ছাড়া মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব যথাযথভাবে অন্তরে বদ্ধমূল হতে পারে না।

সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা

৫. এখানে সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, কাউকে অর্থ-সম্পদ বা জ্ঞান হিদায়াত ইত্যাদি কিছুই দান করলে, তার নিকট থেকে বিনিময় দাবি করবে না। কেবল আপন প্রভু প্রদত্ত দানের জন্য শুকর-গুজার ও ধৈর্যশীল থাকবে এবং দাওয়াত ও প্রচারের পথে যেসব কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হবে, আল্লাহ্র ওয়াস্তে ধৈর্য ও সবরের সঙ্গে তা বরদাশ্ত করবে এবং কেবল তাঁর নির্দেশিত পথের দিকেই চেয়ে থাকবে। কারণ, উন্নত স্তরের সাহসিকতা আর ধৈর্য ও দৃঢ়তা ব্যতীত এ মহান কাজ সাধিত হতে পারে না। এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা আরো কয়েকভাবে করা হয়েছে, কিন্তু এ অধমের মতে উপরোক্ত ব্যাখ্যা-ই সহজ-সরল।

৬. অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে।

(৯) فَذٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۙ

(১০) عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرٍ ۝

(১১) ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۙ

(১২) وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۙ

(১৩) وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۙ

৯. সেইদিন হবে এক সংকটের দিন।[৭]
১০. যা কাফিরদের জন্য সহজ নহে।[৮]
১১. আমাকে ছেড়ে দাও এবং যাকে আমি সৃষ্টি করেছি একাকী।[৯]
১২. আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ,
১৩. এবং নিত্য সংগী পুত্রগণ।[১০]

---

৭. অর্থাৎ সেদিনের ঘটনাবলীর মধ্যে শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার দিনটি যেন একটি স্বতন্ত্র দিন হবে, যা সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত ভয়ংকর কষ্ট-কঠোরতাপূর্ণ হবে।

৮. অর্থাৎ সেই দিনটি অবিশ্বাসীদের জন্য কোন রকম সহজ হবে না; বরং সেদিনের কঠোরতা দমে দমে; বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পক্ষান্তরে মু'মিন ব্যক্তিগণ কষ্টের সম্মুখীন হলেও কিছুকাল পর তাদের জন্য সহজ করে দেয়া হবে।

মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করে একাকী

৯. প্রত্যেক মানুষ মাতৃগর্ভ থেকে আগমন করে একাকী, নিঃসঙ্গ অবস্থায়। ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব, সৈন্য-সামন্ত, উপায়-উপকরণ ইত্যাদি কিছুই সঙ্গে নিয়ে আগমন করে না। অথবা 'ওয়াহীদ' শব্দ দ্বারা বিশেষ করে ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাকে বুঝানো হয়েছে, যার প্রসঙ্গে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। সে ছিল পিতার একমাত্র সন্তান এবং তাকে পার্থিব বিত্ত-বৈভব ও যোগ্যতা-প্রতিভার বিবেচনায় আরবের একক ব্যক্তিত্ব বলেই মনে করা হতো। তাৎপর্য এই যে, এমন অবিশ্বাসীদের ব্যাপারে আপনি তাড়াহুড়া করবেন না এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়ায় মনক্ষুণ্ণও হবেন না। বরং তাদের বিষয়টি আমার উপর সোপর্দ করুন। আমি সকলের একশেষ করে ছাড়বো। আপনার বিষণ্ন-মনক্ষুণ্ন ও চিন্তিত হওয়ার প্রয়োজন নাই।

১০. অর্থাৎ সম্পদ ও সন্তানের বিস্তৃতি ঘটেছে প্রচুর। চোখের সম্মুখে সদা উপস্থিত থাকতো দশটি পুত্র সন্তান এবং তারা সভা-সমাবেশে বৃদ্ধি করতো পিতার মর্যাদা এবং তার ঢাকঢোল পিটাতো। তেজারতি কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য কাজের জন্য ছিল অনেক চাকর-বাকর। পিতার সম্মুখ থেকে সন্তানদের দূরে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিলো না।

(١٤) وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ تَمْهِيْدًا ۙ
(١٥) ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۙ
(١٦) كَلَّا ؕ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ؕ
(١٧) سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ؕ

১৪. এবং তাকে দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ।[১১]
১৫. এটার পরও সে কামনা করে যে, আমি তাকে আরো অধিক দেই।[১২]
১৬. না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী।[১৩]
১৭. আমি অচিরেই তাকে চড়াবো শাস্তির পাহাড়ে।[১৪]

১১. অর্থাৎ দুনিয়ায় তার জন্য জমজমাট করে দিয়েছি মর্যাদা এবং প্রস্তুত করে দিয়েছি নেতৃত্ব-কর্তৃত্বের মঞ্চ। তাই গোটা কুরায়শ বংশ যে কোন শক্ত কাজে ছুটে আসে তার কাছে এবং স্বীকার করে নেয় তাকেই নিজেদের শাসক।

ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার চরিত্র

১২. অর্থাৎ পর্যাপ্ত নিআমত ও বিত্ত-বৈভবের মালিক হওয়া সত্ত্বেও কোন সময় তার মুখ থেকে কৃতজ্ঞতার একটা শব্দও উচ্চারিত হয়নি, বরং মূর্তির উপাসনা ও অগাধ সম্পদ সঞ্চয় করার লোভেই সে নিমগ্ন থাকতো। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কখনো তার সম্মুখে জান্নাতের সুখ-সম্ভোগের বিষয় উল্লেখ করলে সে বলতো– লোকটা তার কথায় সত্য হয়ে থাকলে আমি একান্ত নিশ্চিত যে, সেখানকার সুখ-সম্ভোগও আমিই লাভ করবো। তার সম্পর্কেই বলা হচ্ছে যে, এতোটা অকৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সে আশা করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দুনিয়া-আখিরাতের সুখ-সম্ভোগ আরো বর্ধিত করবেন।

১৩. অর্থাৎ যেহেতু সে প্রকৃত নিআমতদাতার আয়াতসমূহের বিরোধী তাই এমন সব আশা পোষণ করার কোন অধিকার আদৌ তার নেই। কথিত আছে যে, এ আয়াতগুলো নাযিল হলে একে একে তার সম্পদ ও জীবনোপকরণে ঘাটতি শুরু হয়ে যায়, অবশেষে নিঃস্ব ও অপমানজনক অবস্থায় মারা যায়।

১৪. অর্থাৎ এখন তাকে অনেক বড়ো চড়াই অতিক্রম করতে হবে, পতিত হতে হবে আরো কঠিনতর বিপদে। কোন কোন রিওয়ায়াতে আছে, 'সাউদ' হচ্ছে দোযখের একটি পর্বতের নাম, কাফিরদেরকে এই পর্বতের চূড়ায় বারবার উঠানো এবং সেখান থেকে নীচে নিক্ষেপ করা হবে। এটাও এক ধরনের শাস্তি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ওয়ালীদ একদা মহানবী (সা)-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি তাকে কুরআন পাঠ করে শুনান। তাতে সে কিছুটা প্রভাবিত হয়। কিন্তু আবূ জাহ্‌ল তাকে প্ররোচিত করে এবং কুরায়শের মধ্যে বলাবলি শুরু হয়ে যায় যে, ওয়ালীদ

(١٨) اِنَّهٗ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۙ

(١٩) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ

(٢٠) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۙ

(٢١) ثُمَّ نَظَرَ ۙ

(٢٢) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۙ

(٢٣) ثُمَّ اَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۙ

(٢٤) فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۙ

১৮. সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল;
১৯. অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্ত করল!
২০. আরো অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল![১৫]
২১. সে আবার চেয়ে দেখল।
২২. এরপর সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ বিকৃত করল।
২৩. এরপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল।
২৪. এবং ঘোষণা করল, 'এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত জাদু ভিন্ন আর কিছু নহে,

---

মুসলমান হয়ে গেলে খুবই খারাপ হবে। মোটকথা, সকলে সমবেত হয় এবং মহানবী (সা)-এর সম্পর্কে কথাবার্তা হয়। কেউ বললো সে তো কবি আবার কেউ বললো সে তো গণক। কিন্তু ওয়ালীদ বললো, আমি নিজে কবিতায় বেশ দক্ষ। আর গণকদের অনেক কথাই আমি শুনিছি। কুরআন কাব্যও নয়, নয় গণকের কথাও। সকলে বললো, তাহলে তোমার মত কি? সে বললো, একটু চিন্তা করে নেই। শেষে চেহারা পরিবর্তন করে এবং মুখ বাঁকা করে সে বললো, কিছুই নয়, কেবল জাদু, যা লোক পরম্পরায় বাবেলবাসীদের থেকে নকল হয়ে চলে আসছে। অথচ ইতিপূর্বে কুরআন মজীদ শ্রবণ করে সে-ই বলেছিল, এটা জাদু নয়, পাগলের প্রলাপোক্তি মনে হয় না, বরং এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কালাম। কিন্তু কেবল সাঙ্গোপাঙ্গদেরকে তুষ্ট করার জন্য এখন সে এভাবে বানোয়াট কথা বলছে। সামনের দিকে এহেন উক্তির দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ হতভাগা মনে মনে চিন্তা করে একটা কথা প্রস্তাব করলো যে, কুরআন হচ্ছে জাদু। আল্লাহ্ তাকে বিনাশ করুন, কেমন অর্থহীন প্রস্তাব করেছে সে। পুনরায় আল্লাহ্ তাকে বিনাশ করুন, সজাতির অনুভূতির আলোকে কেমন মওকা মতো প্রস্তাব করেছে সে, যে প্রস্তাব শ্রবণ করে সকলেই খুশী হতে পারে।

إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۝ (٢٥)

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ۝ (٢٦)

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ ۝ (٢٧)

لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ ۝ (٢٨)

لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝ (٢٩)

২৫. 'এটা তো মানুষেরই কথা।'[১৬]

২৬. আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার-এ,[১৭]

২৭. তুমি কি জান সাকার কী?

২৮. ওটা তাদেরকে জীবিতাবস্থায় রাখবে না ও মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না।[১৮]

২৯. এটা তো গাত্রচর্ম দগ্ধ করবে।[১৯]

কুরআন মজীদের প্রতি ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরার আচরণ

১৬. অর্থাৎ সমাবেশের দিকে দৃষ্টিপাত করে এরপর মুখ বাঁকা করে যাতে দর্শকরা বুঝতে পারে যে, কুরআনকে সে বেশ ঘৃণার চক্ষে দেখে, কুরআনের প্রতি তার রয়েছে বেশ সংকোচন। এরপর মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন নিতান্তই ঘৃণ্য বস্তু সম্পর্কে তাকে একটা কিছু বলতে হচ্ছে। অথচ ইতিপূর্বে সে স্বীকার করে নিয়েছিল কুরআন মজীদের সত্যতা, আর এখন সাঙ্গপাঙ্গদের তুষ্ট করার জন্য সেই স্বীকৃতি প্রত্যাহার করছে। অবশেষে নেহায়েত অহংকার ও অহমিকার সুরে সে বলে, ব্যস, আর কিছুই নয়, এ-তো জাদু! যা পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। আর নিশ্চিয় এটা মানুষের কথা, যা জাদুর রূপ নিয়ে পিতাকে পুত্র থেকে, স্বামীকে স্ত্রী থেকে এবং বন্ধুকে বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন করছে।

১৭. অর্থাৎ অচিরেই তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বিদ্বেষ ও অহংকারের স্বাদ আস্বাদন করাবো।

১৮. অর্থাৎ দগ্ধীভূত হওয়া থেকে জাহান্নামীদের কোন কিছুই রক্ষা পাবে না। আবার দগ্ধীভূত হওয়ার পর সেই অবস্থায়ও রেখে দেয়া হবে না, বরং পুনরায় সাবেক অবস্থায় এনে আবার দগ্ধীভূত করা অনন্তর এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে (আল্লাহ্ পানাহ্)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পূর্বকালের অধিকাংশ মনীষী থেকে এরূপ অর্থই উক্ত হয়েছে। অবশ্য কোন কোন তাফসীরকার ভিন্ন অর্থও করেছেন।

১৯. অর্থাৎ দেহের চামড়া ঝলসিয়ে অবয়ব পরিবর্তন করে ছাড়বে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "যেমন তপ্ত লৌহ লাল দৃষ্টিগোচর হয়, মানুষের পায়ের জঙ্ঘাও তদ্রূপ লাল দৃষ্টিগোচর হবে"।

(৩০) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۞

(৩১) وَمَا جَعَلْنَآ أَصْحٰبَ النَّارِ إِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا
فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْٓا إِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۗ كَذٰلِكَ
يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ إِلَّا
هُوَ ۗ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۞

৩০. সাকার এর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশজন প্রহরী।[২০]

৩১. আমি ফেরেশতাদেরকে করেছি জাহান্নামের প্রহরী[২১]; কাফিরদের পরীক্ষাস্বরূপই আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি[২২], যাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীরা ও কিতাবিগণ সন্দেহ পোষণ না করে।[২৩] এর ফলে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবে[২৪], 'আল্লাহ্ এই অভিনব উক্তি দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন?'[২৫] এইভাবে আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ ভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করেন।[২৬] তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন।[২৭] জাহান্নামের এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য সাবধান বাণী।[২৮]

---

২০. অর্থাৎ জাহান্নামের ব্যবস্থাপনায় ফেরেশতাদের যে বাহিনী নিযুক্ত থাকবে, তাদের কর্মকর্তা হবেন উনিশ জন ফেরেশতা। এদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ পদস্থ ফেরেশতার নাম হবে 'মালিক।'

উনিশ জন ফেরেশতার সংখ্যার তাৎপর্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) অত্যন্ত সবিস্তারে উনিশ জন ফেরেশতার সংখ্যার তাৎপর্য বর্ণনা করেছেন, যা চিন্তা করে দেখার মতো। সংক্ষেপে বলতে গেলে জাহান্নামে অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য উনিশ রকমের দায়িত্ব থাকবে। এর মধ্যে প্রতিটি দায়িত্ব আনজাম দেয়ার জন্য একজন ফেরেশতা দায়িত্বশীল থাকবেন। নিঃসন্দেহে ফেরেশতাদের শক্তি অসামান্য। লক্ষ লক্ষ মানুষ এক যোগে যে কাজ করতে পারে না, একজন ফেরেশতা একাই সেই কাজ করতে পারেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, প্রত্যেক ফেরেশতার এই ক্ষমতা তার কর্মের পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ যে পরিধির মধ্যে কাজ করার জন্য তিনি আদিষ্ট বা নিয়োজিত। যেমন মালাকুল মওত

(মৃত্যুদূত) এক নিমিষে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ হরণ করতে পারেন। কিন্তু নারীর গর্ভে একটা শিশুর মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করতে তিনি সক্ষম নন। হযরত জিবরাঈল (আ) চক্ষের পলকে ওহী নিয়ে আগমন করতে পারেন, কিন্তু তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করা তার কাজ নয়। যেমন কান শোনতে পারে না এবং চোখ দেখতে পারে না। অথচ নিজের নির্ধারিত কাজ যতই কঠিন হোক না কেন, তা করতে পারে। যেমন কান হাজার হাজার ধ্বনি শুনতে পারে, তাতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয় না। চোখ একত্রে দেখতে পারে হাজার হাজার রং, কিন্তু তার পরও অপারগ হয় না। কোনরূপভাবে এক ফেরেশতা যদি শাস্তি দেয়ার জন্য জাহান্নামীদের উপর নিযুক্ত করা হয়। তাহলে তাঁর দ্বারা জাহান্নামীদের উপর এক ধরনের শাস্তিই কার্যকর হতে পারে। তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই উনিশ রকমের শাস্তি কার্যকর করার জন্য নিযুক্ত রয়েছেন উনিশ জন দায়িত্বশীল ফেরেশতা যার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে আযীযীতে দেখা যেতে পারে। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ এই সংখ্যার রহস্য আর তাৎপর্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ অধমের মতে হযরত শাহ আবদুল আযীযের বক্তব্য অতীত গভীর ও তাৎপর্যপূণ। আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

আরব মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ

২১. উনিশ সংখ্যক ফেরেশতার কথা শুনে আরব মুশরিকরা এই বলে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে থাকে। সংখ্যায় আমরা তো হচ্ছি হাজারে হাজার। উনিশ জনে আর কী করতে পারবে আমাদের? বেশ হয়েছে। আমাদের মধ্যে দশ দশ জন করে তাদের একজনের মুকাবিলায় দাঁড়াবো। জনৈক পাহলোওয়ান বলে উঠে– সতের জনের জন্য তো আমি একাই যথেষ্ট। আর তোমরা সকলে মিলে দুই জনকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে দেবে। এই কথার উপর উক্ত আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ তারা উনিশ জন তো ঠিকই; কিন্তু তাঁরা মানুষ নন, ফেরেশতা। তাঁদের শক্তির মত্তার অবস্থা এই যে, একজন মাত্র ফেরেশতা লূত জাতির গোটা জনপদকে এক বাহুতে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে নীচে নিক্ষেপ করে তছনছ করে দিয়েছে।

২২. অর্থাৎ কাফিরদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য উনিশ জন ফেরেশতার সংখ্যা উল্লেখ করার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। যেদিকে عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ -এর ব্যাখ্যার মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এই সংখ্যা উল্লেখ করার মধ্যে অবিশ্বাসীদের পরীক্ষার বিষয় রয়েছে। তিনি দেখতে চান যে, কে এই সংখ্যার কথা শ্রবণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়, আর কে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

২৩. এ সংখ্যা সম্পর্কে আহলে কিতাবরা (ইয়াহূদী-খৃস্টান) পূর্ব থেকেই হয়ত অবহিত ছিল। যেমন তিরমিযী শরীফের এক হাদীসে উল্লেখ আছে। অথবা আসমানী কিতাবের মাধ্যমে এতটুকু তো তারা জেনে থাকবে যে, ফেরেশতাদের মধ্যে কতটা শক্তি-সামর্থ্য রয়েছে। আর উনিশ সংখ্যাও খুব একটা কম নয়। আরও এই যে, নানা রকমের শাস্তির বিবেচনায় জাহান্নামে বিভিন্ন ধরনের ফেরেশতা নিয়োজিত হওয়াই

(٣٢) كَلَّا وَالْقَمَرِ ۙ
(٣٣) وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۙ
(٣٤) وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۙ
(٣٥) اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۙ
(٣٦) نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۙ

৩২. কখনই না, চন্দ্রের শপথ,
৩৩. শপথ রাত্রির, যখন তার অবসান ঘটে।
৩৪. শপথ প্রভাতকালের, যখন তা হয় আলোকোজ্জ্বল–
৩৫. এই জাহান্নাম ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম।[২৯]
৩৬. মানুষের জন্য সতর্ককারী—

সঙ্গত। এ কাজ একা এক জনের নয়। যাই হোক, এই বিবরণ দ্বারা আহলে কিতাবের অন্তরে কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাবে এবং তা দেখে মু'মিনদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে, এবং কুরআনের বিবরণ সম্পর্কে তাদের উভয় দলের কোন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকবে না। আর মুশরিকদের উপহাস ও বিদ্রূপে তারা প্রতারিত হবে না।

২৪. اَلَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ দ্বারা মুনাফিক অথবা দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে এবং اَلْكَافِرُوْنَ দ্বারা বুঝানো হয়েছে স্পষ্ট অবিশ্বাসীদেরকে।

২৫. অর্থাৎ উনিশ বলার কি উদ্দেশ্য ছিল? এমন খাপছাড়া ও অসমাঞ্জস্য অসমীচীন কথা কি কেউ মেনে নিতে পারে? (আল্লাহ্ পানাহ)।

২৬. অর্থাৎ একই বস্তু দ্বারা দুষ্ট লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে যায় এবং সুস্থ প্রকৃতির লোক পেয়ে যায় পথের সন্ধান। মেনে নেয়া যার উদ্দেশ্য নয়, সে কাজের কথাকেও হাসি-ঠাট্টায় উড়িয়ে দেয় এবং যার অন্তরে থাকে আল্লাহ্র ভয় আর বিশ্বাসের নূর, তার ঈমান আর ইয়াকীন বৃদ্ধি পায়।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহ্র বেশুমার সৈন্যর সংখ্যা কেবল তাঁরই জানা আছে। উনিশ জন তো বলা হয়েছে কেবল জাহান্নামে কর্মরত অফিসারদের সংখ্যা।

২৮. অর্থাৎ জাহান্নামের উল্লেখ করা হয়েছে কেবল শিক্ষা আর উপদেশ গ্রহণ করার জন্য, যাতে মানুষ তার কথা শ্রবণ করে আল্লাহ্র গযবকে ভয় করে এবং নাফরমানী থেকে নিবৃত্ত হয়।

২৯. অর্থাৎ যে সব ভয়াল ও ভয়ংকর বিষয় প্রকাশ পাবে, জাহান্নাম তার অন্যতম।

(٣٧) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۟
(٣٨) كُلُّ نَفْسٍۭ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۟
(٣٩) اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۟ۛ
(٤٠) فِيْ جَنّٰتٍ ۛ۟ يَتَسَآءَلُوْنَ ۟
(٤١) عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ ۟

৩৭. তোমাদের মধ্যে যে অগ্রসর হতে চাই কিংবা যে পিছাইয়া পড়তে চাই, তার জন্য।[৩০]
৩৮. প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ,
৩৯. তবে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ নহে,
৪০. তারা থাকবে উদ্যানে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে–
৪১. অপরাধীদের সম্পর্কে।[৩১]

জাহান্নাম সমস্ত মানুষের জন্য ভয়ের বস্তু

৩০. সম্মুখে অগ্রসর হবে সৎকাজ বা জান্নাতের দিকে, আর পেছনে থাকবে মন্দ কাজে আটকা পড়ে বা জাহান্নামে পড়ে। যাই হোক, উদ্দেশ্য এই যে, জাহান্নাম সমস্ত মানুষের জন্য বিরাট ভয়ের বস্তু। যেহেতু এই ভয়ের পরিণতি আর ফলাফল প্রকাশ পাবে কিয়ামতে, তাই এমন সব বস্তুর শপথ করা হয়েছে, যা কিয়ামতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অতএব চন্দ্রের প্রথমে বৃদ্ধি প্রাপ্তি, এরপর হ্রাস প্রাপ্তি হচ্ছে এই জগতের উন্নতি-অবনতি এবং অবশেষে বিনাশ হওয়ার একটা নমুনা। তেমনিভাবে রহস্যসমূহের প্রকাশ বা গোপনীয়তার মধ্যে এ জগতের সঙ্গে পরকালের এমন সম্পর্ক রয়েছে, যেমন সম্পর্ক রয়েছে দিবসের সঙ্গে রজনীর। যেন রজনী অতিক্রমণের সঙ্গে এ জগতের বিনাশের এবং ভোরের আলো প্রকাশের সঙ্গে পর জগতের উন্মেষের আভাস রয়েছে। যেন একটি অপরটির সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহ্‌ই অধিক জ্ঞাত।

অঙ্গীকার গ্রহণ করার দিন হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশের ডান পার্শ্ব থেকে যারা নির্গত হয়েছিল

৩১. অর্থাৎ অঙ্গীকার গ্রহণ করার দিন হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশের ডান পার্শ্ব থেকে যারা নির্গত হয়েছিল এবং দুনিয়াতেও যারা সোজা পথ অবলম্বন করেছে এবং হাশরের ময়দানেও আরশের ডান দিকে– যেদিকে থাকবে জান্নাত, অবস্থান করবে এবং আমলনামাও যারা পাবে ডান হাতে, তারা বিপদে আটকা পড়বে না। বরং জান্নাতের বাগানে তারা থাকবে স্বাধীন। নিতান্তই নিঃশংক ও নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দচিত্তে একে অপরের অবস্থা অথবা ফেরেশতাদেরকে পাপীদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে– তারা গেলো কোথায়, তাদেরকে যে দেখা যাচ্ছে না?

(٤٢) مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ○

(٤٣) قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ○

(٤٤) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ○

(٤٥) وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَآئِضِيْنَ ○

(٤٦) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ○

(٤٧) حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ○

(٤٨) فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ○

(٤٩) فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ○

৪২. 'তোমাদেরকে কিসে সাকার-এ নিক্ষেপ করেছে?'[৩২]
৪৩. তারা বলবে, 'আমরা মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না,
৪৪. 'আমরা অভাবগ্রস্তকে আহার্য দান করতাম না,
৪৫. 'এবং আমরা বিভ্রান্ত আলোচনাকারীদের সাথে আলোচনায় নিমগ্ন থাকতাম।
৪৬. 'আমরা কর্মফল দিবস অস্বীকার করতাম।
৪৭. 'আমাদের নিকট মৃত্যুর আগমন পর্যন্ত।'[৩৩]
৪৮. ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।[৩৪]
৪৯. তাদের কি হয়েছে যে, তারা মুখ ফিরায়ে লয় উপদেশ হতে?[৩৫]

৩২. অর্থাৎ তারা যখন শুনতে পাবে যে, পাপীদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে, তখন তাদের পাপীদের প্রতি মুখ করে জিজ্ঞেস করবে– এত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকার পরও কিভাবে তোমরা জাহান্নামে এলে?

৩৩. অর্থাৎ চিনতে পারেনি তারা আল্লাহ্‌র অধিকার এবং নেয়নি বান্দাদের কোন খবর। অবশ্য তারা অন্য লোকদের মতো সত্যের বিরুদ্ধে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছে এবং অসৎ লোকদের সাথে বাস করে সন্দেহ-সংশয়ের চোরাবালিতে আটকা পড়েছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে ইনসাফের দিন যে আসবে, তা আমাদের বিশ্বাসই হয়নি। সব সময় এ বিষয়টাকে অবিশ্বাসই করে আসছিলাম, শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মুহূর্ত মাথার উপর এসে পড়লে স্বচক্ষে অবলোকন করে সেসব বিষয়ে বিশ্বাস জন্মে, যেসব বিষয়কে আমরা করে আসছিলাম অবিশ্বাস।

৩৪. কাফিরদের জন্য কেউ সুপারিশ করবে না, আর করলেও তা কবূল হবে না।

৩৫. অর্থাৎ এসব বিপদ তো সামনেই উপস্থিত, কিন্তু উপদেশ শ্রবণ করেও চেতনা ফিরে আসে না, বরং শ্রবণ করতেই চায় না।

(٥٠) كَاَنَّهُمۡ حُمُرٌ مُّسۡتَنۡفِرَةٌ ۙ

(٥١) فَرَّتۡ مِنۡ قَسۡوَرَةٍ ؕ

(٥٢) بَلۡ يُرِيۡدُ كُلُّ امۡرِیًٔ مِّنۡهُمۡ اَنۡ يُّؤۡتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۙ

(٥٣) كَلَّا ؕ بَلۡ لَّا يَخَافُوۡنَ الۡاٰخِرَةَ ؕ

৫০. তারা যেন ভীত-ত্রস্ত গর্দভ—
৫১. যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর।[৩৬]
৫২. বস্তুত উহাদের প্রত্যেকেই কামনা করে– যে তাকে একটি উন্মুক্ত গ্রন্থ দেওয়া হোক।[৩৭]
৫৩. না, এটা হবার নয়,[৩৮] বরং তারা তো আখিরাতের ভয় পোষণ করে না।[৩৯]

৩৬. অর্থাৎ সত্যের কোলাহল এবং আল্লাহ্‌র বাঘা বান্দাদের কণ্ঠস্বর শ্রবণ করেও জংলী গর্দভের ন্যায় পলায়ন করে।

তারা নবীর কথা মানতে চায় না

৩৭. অর্থাৎ নবীর কথা মানতে চায় না, বরং তাদের প্রত্যেকের কামনা এই যে, স্বয়ং তার উপর আল্লাহ্‌র উন্মুক্ত কিতাব অবতীর্ণ হোক এবং তাকে নবুওয়াত দান করা হোক। حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَا اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰه "আল্লাহ্‌র রাসূলগণের যা দেয়া হয়েছিল আমাদেরকেও তা না দেয়া পর্যন্ত আমরা কখনও ঈমান আনবো না" (৬ ঃ ১২৪)। অথবা মুহাম্মদ (সা)-এর আনুগত্য করার হুকুম সম্বলিত একটি পুস্তিকা তাদের প্রত্যেকের নিকট সরাসরি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমন করুক ঃ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهٗ "যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব নাযিল করবে যা আমরা পড়ে দেখবো" (১৭ ঃ ৯৩)।

৩৮. অর্থাৎ এরূপ কখনও হতে পারে না। কারণ, তাদের মধ্যে সেই যোগ্যতাও নেই এবং নেই তার কোন প্রয়োজনও নেই।

অহেতুক নিবেদনের উদ্দেশ্যে

৩৯. অর্থাৎ এসব অহেতুক নিবেদনও এ উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে না যে, তা করা হলে তারা সত্যি সত্যিই মেনে নিবে; বরং এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, তারা পরকালের আযাবকে ভয় করে না। তাই সত্যের কোন অন্বেষাই নেই তাদের মধ্যে। এসব আবেদন-নিবেদন করছে কেবল হঠকারিতার জন্যেই। তর্কের খাতিরে যদি এসব আবেদন পূরণও করা হয়, তবুও তারা অনুসরণ করবে না। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

(٥٤) كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۟ۚ
(٥٥) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۟ؕ
(٥٦) وَمَا يَذْكُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۟ࣖ

৫৪. না, ইহা হবার নয়, কুরআনই সবার জন্য উপদেশ বাণী।[৪০]
৫৫. অতএব যার ইচ্ছা সে ইহা হতে উপদেশ গ্রহণ করুক।[৪১]
৫৬. আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না।[৪২] একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করবার অধিকারী।[৪৩]

"আমরা যদি তোমার উপর কাগজে (লিখিত) কিতাব নাযিল করি এবং তারা স্বহস্তে তা স্পর্শও করে। তবুও কাফিররা অবশ্যই বলবে, এটা তো স্পষ্ট জাদু ছাড়া আর কিছুই নয়" (৬ ঃ ৭)।

৪০. অর্থাৎ প্রত্যেককে পৃথক পৃথক কিতাব দেয়া হবে– এটা হতে পারে না। উপদেশ গ্রহণ করার জন্য এই এক কিতাব (কুরআন) যথেষ্ট।

৪১. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, অর্থাৎ (এই কিতাব) একজনের উপর নাযিল হয়েছে, তাতে কি হয়েছে? সকলেরই তো তা কাজে আসে।

৪২. আর আল্লাহ্‌র চাওয়া বা না চাওয়া সবই তাঁর প্রজ্ঞার নির্ভর যা কোন মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না। সকলের যোগ্যতা-ক্ষমতা সম্পর্কে তিনিই ভালোভাবে জানেন এবং তদনুযায়ী আচরণ করেন।

আল্লাহ্ মানুষের সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন

৪৩. অর্থাৎ মানুষ যতো পাপই করুন না কেন, এরপর সে যখন তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করে, তখন আল্লাহ্ তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন এবং তার তাওবা কবূল করেন। হযরত আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী (সা) বলেন ঃ

قال ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى فلا يشرك بى شيئ فاذا اتقانى العبد فانا اهل ان اغفرله –

"আমি উপযুক্ত যে, বান্দা আমাকে ভয় করবে এবং আমার সঙ্গে কোন কিছু শরীক করবে না। এরপর বান্দা যখন আমাকে ভয় করে (এবং শির্‌কী থেকে পবিত্র হয়) তখন আমার অবস্থা এই যে, আমি তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবো"।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও রহমতে আমাদেরকে তাওহীদ ও ঈমানের উপর অবিচল রাখুন এবং আপন মেহেরবানীতে আমাদের গুনাহ্ ক্ষমা করুন। আমীন!

সূরা কিয়ামা

৪০ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥

(١) لَآ اُقۡسِمُ بِيَوۡمِ الۡقِيٰمَةِ ۙ

১. আমি শপথ করতেছি কিয়ামত দিবসের।[১]

কিয়ামত অনিবার্য

১. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন, যার অস্তিত্ব ও সংঘটন জ্ঞান-বুদ্ধি ও এমন সত্যবাদী সংবাদ বাহকের প্রদত্ত খবর দ্বারা প্রমাণিত, যাঁর সত্যতা সম্পর্কে অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার শপথ করে বলছি যে, মৃত্যুর পর তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে এবং ভালো-মন্দের হিসাবও হবে অবশ্যই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এটা স্পষ্ট যে, দুনিয়াতে কয়েক ধরনের বস্তু রয়েছে, মানুষ যার শপথ করে থাকে, যেমন নিজ প্রভুর, কোন সম্মানিত মহান সত্তার, কোন গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর, কোন প্রিয় বা দুর্লভ বস্তুর, তার সৌন্দর্য বা বিরলতা প্রমাণ করার জন্য– যেমন বলা হয়, অমুকের কিসমতের শপথ করুন। তারপর অলংকার শাস্ত্রে পণ্ডিত এদিকেও লক্ষ্য রাখেন যে, যে বিষয়ের শপথ করা হয়েছে এবং যার অনুকূলে করা হয়েছে, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। সর্বত্র এটা জরুরী নয় যে, যে বিষয়ের শপথ করা হয়, যার অনুকূলে করা হয় তা সাক্ষ্য হিসেবেই হতে হবে। যেমন কবি যাওক বলেন ঃ

اتنا هوں تری تیغ کا شرمنده احساس

سر میرا ترے سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا

"তোমার তরবারির নিকট আমি এমনই অনুগৃহীত যে, তোমার মাথার শপথ মাথা উঠতেই পারে না।"

(٢) وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝

২. আরও শপথ করতেছি তিরস্কারকারী আত্মার।[২]

এখানে নিজের মস্তক উঠতে না পারার উপর প্রিয় জনের মস্তকের শপথ করা নিতান্তই সমীচীন! সত্য শরীআত আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কিছুর নামে শপথ করা বান্দাদের জন্য হারাম করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার মর্যাদা বান্দাদের চেয়ে ভিন্ন। তিনি নিজ সত্তা ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করতে পারেন। তিনি সাধারণত এমন সব বস্তুর শপথ করেন, যা তাঁর নিকট প্রিয়, কল্যাণকর বা মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ বা যে বিষয়ের অনুকূলে শপথ করা হয়, সে বিষয়ের জন্য তা সাক্ষ্যের কাজ দিতে পারে। এখানে কিয়ামত দিবসের শপথ করা হয়েছে, তা নিতান্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে, আর যে বিষয়ের অনুকূলে শপথ করা হয়। তার সঙ্গে সামঞ্জস্য ও প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট। কারণ, পুনরুত্থান আর প্রতিদানের স্থান হচ্ছে রোজ কিয়ামত। আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

নফসের তাৎপর্য ও শ্রেণীভেদ

২. বিশেষজ্ঞ আলিম লিখেছেন, মানুষের নফ্স (আত্মা) একটি একক, কিন্তু তিন অবস্থার কারণে তার তিনটি নাম হয়েছে। নফস (আত্মা) যদি উর্ধ্ব জগতের দিকে আকৃষ্ট হয়, আল্লাহ্র ইবাদত ও আনুগত্য আনন্দ লাভ করে এবং শরীআতের অনুসরণে প্রশান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে, তবে সেই নফ্সকে বলা হয় মুত্মাইন্নাহ (প্রশান্ত পরিতৃপ্ত আত্মা)।

يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি ফিরে যাও তোমার পালনকর্তার দিকে সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে' (৮৯ ঃ ২৭-২৮)।

আর যদি তা নিম্ন জগতের দিকে আকৃষ্ট হয়, পার্থিব ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং শরীআতের অনুসরণ থেকে পলায়ন করে, তাহলে তাকে বলা হয় 'নফসে আম্মারা' (নির্দেশদাতা আত্মা)। কারণ, তা মানুষকে মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِىْ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْٓءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّىْ -

"আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না। মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্মপ্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন" (১২ ঃ ৫৩)।

আর যদি তা কখনো নিম্ন জগতের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং কুপ্রবৃত্তি ও ক্রোধে নিপতিত হয়; আবার কখনো উর্ধ্ব জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এসব কিছুকে খারাপ মনে করে সেগুলো সেসব থেকে দূরে পলায়ন করে, কোন মন্দ কর্মে লিপ্ত হওয়া বা কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যাওয়ার পর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে তিরস্কার করে, তবে তাকে বলা হয় 'নফ্সে লাওওয়ামা' (বড় তিরস্কারকারী আত্মা)।

(٣) اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۝
(٤) بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ ۝
(٥) بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۝
(٦) يَسْـَٔلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ ۝

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?[৩]
৪. বস্তুত আমি তার অঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।[৪]
৫. তবুও মানুষ তার সম্মুখে যাহা আছে তাহা অস্বীকার করতে চাহে;
৬. সে প্রশ্ন করে, 'কখন কিয়ামত দিবস আসবে?'[৫]

হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'মানুষের মন প্রথমত খেলাধুলা ও স্বাদ আস্বাদনে মত্ত হয়। কখনো উত্তম কাজে আগ্রহী হয় না। এমন মনকে বলা হয় امارة بالسوء (মন্দ কর্মের আদেশদাতা)। এরপর সর্তক হয়ে ভালো-মন্দ বুঝতে পারে এবং ফিরে আসে। কখনো (অবহেলা হলে পর) আপন স্বভাবের পেছনে ছুটে যায়। পরে বুঝতে পেরে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করে, নিজেকে তিরস্কার করে। এমন নফ্সকে বলা হয় 'নফ্সে লাওওয়ামা'– (তিরস্কারকারী আত্মা)। এরপর যখন পরিপূর্ণরূপে সতর্ক-সংশোধন হয়ে যায়, অন্তর থেকে নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়, অনর্থক কাজ থেকে পলায়ন করতে শুরু করে, মন্দ কাজ করা, বরং তার ধারণা করতেও কষ্ট বোধ করে, তখন এই নফ্স্ হয়ে যায় 'মুত্মাইন্নাহ' (প্রশান্ত আত্মা)।' (স্বল্প পরিবর্তনসহ) এখানে 'নাফ্সে লাওওয়ামার' শপথ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রকৃতি যদি সুস্থ হয়, তাহলে মানুষের 'নফ্স্' দুনিয়াতেই মন্দ ও ত্রুটির জন্য তিরস্কার করে। আর এটাই পূর্ণতর ও উন্নততর অবয়ব প্রকাশ পাবে কিয়ামতের দিন।

৩. অর্থাৎ তাদের ধারণা, হাড়-গোড় যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধূলিস্যাৎ হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখন কেমন করে সেসব একত্র করে জুড়ে দেয়া হবে? এ কাজটা তো অসম্ভব মনে হয়।

আল্লাহ্ আঙ্গুলির অগ্রভাগও বিন্যস্ত করতে সক্ষম

৪. অর্থাৎ আমরাতো আঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত ঠিক মতো সাজাতে পারি। বিশেষ করে অঙ্গুলির অগ্রভাগ উল্লেখ সম্ভবত এজন্য করা হয়েছে যে, এগুলো হচ্ছে দেহের শেষ প্রান্ত এবং প্রতিটি বস্তুর পরিপূর্ণতা সাধিত হয় তার শেষ প্রান্ত দিয়ে। অতএব আমরা বাকরীতিতে বলে থাকি, আমার প্রতি অঙ্গের অগ্রভাগ পর্যন্ত ব্যথায় আক্রান্ত। একথার উদ্দেশ্য হয় গোটা দেহ। উপরন্তু ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হলেও শিল্প-সৌকর্য এসবের উপরই নির্ভর করে বেশী। সাধারণত এ ক্ষুদ্র কাজটাই বেশী কঠিন এবং সূক্ষ্ম। এ ক্ষুদ্র আর সূক্ষ্ম কর্মটি করতে যিনি সক্ষম, তিনি এর চেয়ে সহজ কর্ম অবশ্যই করতে সক্ষম।

(৭) فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۝

(৮) وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝

(৯) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝

(১০) يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ ۝

(১১) كَلَّا لَا وَزَرَ ۝

৭. যখন চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।[৬]
৮. এবং চন্দ্র হয়ে পড়বে জ্যোতিহীন।[৭]
৯. যখন সূর্য ও চন্দ্রকে একত্র করা হবে[৮]–
১০. সেদিন মানুষ বলবে, 'আজ পালাবার স্থান কোথায়?'
১১. না, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

কিয়ামতকে অস্বীকার করার কারণ

৫. অর্থাৎ যারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে বলে অসম্ভব, তাদের সেই অস্বীকৃতির কারণ এই নয় যে, বিষয়টা খুবই জটিল। এর কারণ এটাও নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরতের যুক্তি-প্রমাণ আর নিদর্শন অস্পষ্ট। বরং মানুষ চায় যে, কিয়ামত আসার পূর্বেই যে কয়টা দিন অবশিষ্ট রয়েছে তাতে সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে পাপ-কর্ম করে নিতে। কিয়ামতের কথা যদি স্বীকারই করে নেয় এবং আমলের হিসাব-কিতাবের ভয় যদি মনে চেপে বসে, তাহলে এতটা নির্ভীকভাবে পাপাচারে মত্ত থাকতে পারবে না। একারণে কিয়ামতের বিষয়টা মনে উদয় হতেই দেয় না। অন্যথায় তাতে বিলাস ও আরাম-আয়েশ হবে বাধাগ্রস্ত। বরং সে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, উপহাস ও হঠকারিতার সঙ্গে প্রশ্ন করে, হাঁ, সাহেব! আপনার সেই কিয়ামত কবে আসবে? বাস্তবিকই যদি তা আসে তবে বছর, মাস ও তারিখ উল্লেখসহ বলে দিন।

৬. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলার পরাক্রমশালী আলোকচ্ছটাই যখন চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাবে, অবাক বিস্ময়ে চোখে যখন ধাঁ-ধাঁ দেখবে, এবং সূর্যও যখন মাথার উপর এসে যাবে।

৭. অর্থাৎ আলোহীন হয়ে পড়বে। এখানে স্বতন্ত্রভাবে চাঁদের উল্লেখ হয়ত এজন্য করা হয়েছে যে, আরবরা চাঁদ ভিত্তিক তারিখ গণনা করার কারণে এর অহরহ পরিবর্তনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নজর রাখতো।

৮. অর্থাৎ চাঁদ ও সূর্য উভয়ই সমভাবে আলোহীন হয়ে পড়বে।

(١٢) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝

(١٣) يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ۝

(١٤) بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝

(١٥) وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝

১২. সেদিন ঠাঁই হবে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।[৯]
১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী অগ্রে পাঠাইয়াছে ও কী পশ্চাতে রেখে গিয়েছে।[১০]
১৪. বস্তুত মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত।
১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।[১১]

কিয়ামতের দিন পালাবে কোথায়?

৯. অর্থাৎ এখন তো তারা বলছে, কোথায় সেদিন? আর তখন সম্বিত হারা হয়ে বলবে– আজ পালাবো কোথায় এবং কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেবো? ইরশাদ হবে, আজ পালাবারও মওকা নেই, প্রশ্ন করারও সুযোগ নেই। আজ কোন শক্তিই তোমাকে রক্ষা করতে পারে না। দিতে পারে না তোমাকে আশ্রয়। আজ সকলকে হাযির হতে হবে মহাপ্রভুর আদালতে, অবস্থান করতে হবে তাঁরই সম্মুখে। এরপর যার ক্ষেত্রে তিনি যা ফায়সালা করবেন তাই, মেনে নিতে হবে তা-ই।

১০. অর্থাৎ আগে-পরের সমস্ত আমল– ভালো-মন্দ যাই হোক, সবই তাকে অবহিত করা হবে।

১১. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ নিজের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করলে মহান প্রভুর একত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে (আরও জানতে পারবে যে, সকলকেই তাঁর দিকে ফিরে যেতে হবে) আর যে ব্যক্তি বলে আমার বুঝে আসে না, তা সবই বাহানামাত্র।" কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকার এ অংশকে ..... يُنَبَّؤُا الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ -এর সাথে যুক্ত মনে করেন। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপরই মওকুফ নয়। মানুষ নিজেই তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হবে। যদিও স্বভাবের তাড়নায় সেখানেও তারা বাহানা পেশ করবে। যেমন কাফিররা বলবে ঃ وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ "আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা মুশরিকই ছিলাম না" (৬ ঃ ২৩)।

বরং এই দুনিয়াতেও যে মানুষের অন্তর একেবারেই বিকৃত হয়ে যায়নি, সেও নিজের অবস্থা খুব ভালো করেই বোঝে, অন্যের সমানে ছল-চাতুরী করে তার বিপরীত প্রমাণ করার যতই চেষ্টা করুক না কেন।

(১৬) لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۝

(১৭) اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۝

(১৮) فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۝

(১৯) ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۝

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করবার জন্য তুমি তোমার জিহ্বা তার সঙ্গে সঞ্চালন করিও না।
১৭. এটা সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমারই।
১৮. সুতরাং যখন আমি এটা পাঠ করি তুমি সেই পাঠের অনুসরণ কর।
১৯. এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আমারই।[১২]

কুরআনের বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব আল্লাহ্‌র

১২. প্রাথমিক পর্যায়ে হযরত জিবরাঈল (আ) যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কুরআন নিয়ে আসতেন, তখন তাঁর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মহানবী (সা)ও মনে মনে পাঠ করতেন। এমন যেন না হয় যে, জিব্‌রাঈল চলে যাবেন, কিন্তু ওহী পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হবে না। কিন্তু এরকম করতে গিয়ে তাঁর বেশ কষ্ট হতো। প্রথম শব্দ আওড়াতে আওড়াতে পরবর্তী শব্দ শুনতে পেতেন না। হয়ত বুঝতেও বাহ্যত কষ্ট হতো। এতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, তখন পাঠ করা আর মুখ সঞ্চালন করার প্রয়োজন নেই। সর্বতোভাবে মনোনিবেশ সহকারে শ্রবণ করতে হবে। এ চিন্তা করবে না যে, স্মরণ থাকবে না। তাহলে পরে তা পাঠ কিভাবে করবো এবং মানুষকেই বা শুনাবো কিভাবে? আপনার বক্ষে অক্ষরে অক্ষরে তা স্থাপন করা এবং আপনার যবানে পাঠ করানোর দায়িত্ব আমার। জিবরাঈল (আ) যখন আমার পক্ষ থেকে পাঠ করে, তখন নীরবে তা শ্রবণ করবেন। পরবর্তীতে তা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তার জ্ঞান তাৎপর্য আপনার তত্ত্ব তোমার উপর বিকশিত কর, তোমার যবানে তা অন্যদের নিকট পৌঁছানো— এসবের জন্য আমি যিম্মাদার। এরপর মহানবী (সা) জিবরাঈল (আ)-এর সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করা ত্যাগ করেন। এটাও একটা মু'জিযা হলো যে, গোটা ওহী শ্রবণ করেন, তখন মুখে একটা শব্দও উচ্চারণ করেননি। কিন্তু ফেরেশতার চলে যাওয়ার পর অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ বিন্যাস ও ক্রমানুসারে একটা যের-যবরও পরিবর্তন না করে সমস্ত ওহী তরতর গতিতে শুনিয়ে ও বুঝিয়ে দেন। এটা হলো এই দুনিয়ায় يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ -এর একটা ক্ষুদ্র নমুনা। অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ্ তা'আলার ফেরেশতার চলে যাওয়ার পর পূর্ণ ক্রমানুসারে সামান্যতম ভ্রান্তি ব্যতিরেকেই তাঁর রাসূলের বক্ষে নিজের ওহীকে অক্ষরে অক্ষরে স্থাপন করতে সক্ষম, সেই আল্লাহ্ কি বান্দাদের পূর্বাপর সমস্ত আমল— যার কিছু কিছু তো বার্তা নিজেই বিস্মৃত হয়েছে— একত্র করে এক সময় তার সম্মুখে

(٢٠) كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۙ

(٢١) وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۗ

(٢٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ

(٢٣) اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ

২০. না, তোমরা প্রকৃতপক্ষে পার্থিব জীবনকে ভালবাস,
২১. এবং আখিরাতকে উপেক্ষা কর।[১৩]
২২. সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে,
২৩. তারা তাদের প্রতিপালকের দিকে তাকায়ে থাকবে।[১৪]

উপস্থিত করতে সক্ষম নন? তিনি কি সক্ষম নন তা মানুষকে ভালোভাবে স্মরণ করিয়ে দিতে? অনুরূপভাবে মানুষের হাড়-গোড়ের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকেও সব স্থান থেকে সংগ্রহ করে ঠিক পূর্বের বিন্যাস অনুযায়ী নব পর্যায়ে অস্তিত্ব দান করতেও তিনি কি সক্ষম নন? এটা এবং এর চেয়ে বেশী কিছু করতেও তিনি নিঃসন্দেহে সক্ষম।

১৩. অর্থাৎ কিয়ামত ইত্যাদি সম্পর্কে তোমাদের অস্বীকৃতি কোন বিশুদ্ধ প্রমাণ ভিত্তিক নয়। আদৌ এর অনুকূলে কোন যুক্তি নেই; বরং দুনিয়া নিয়ে নিমগ্ন থাকাই হচ্ছে এর কারণ। দুনিয়া যেহেতু দ্রুত প্রাপ্ত নগদবস্তু, তাই দুনিয়াই তোমাদের কাম্য। আর আখিরাতকে বাকী মনে করে পরিত্যাগ করো। কারণ, তা আসতে এখনো বিলম্ব আছে। তাড়াহুড়া করা মানুষের প্রকৃতিতেই নিহিত রয়েছে ঃ خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ "মানুষ সৃষ্টিগতভাবে তাড়াহুড়া প্রবণ" (২১ ঃ ৩৭)।

পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, নেক লোকেরা পসন্দনীয় বস্তু অর্জনে তাড়াহুড়া করে, যার দৃষ্টান্ত এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে ঃ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ এ আয়াতে। আর অশিষ্ট লোক সেই জিনিসকেই পসন্দ করে, যা দ্রুত হস্তগত হয়, শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি যতই ধ্বংসাত্মক হোক না কেন।

আখিরাতের তাৎপর্য

১৪. এখানে আখিরাতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ সেদিন মু'মিনদের চেহারা হবে তরতাজা, হাস্যোজ্জ্বল এবং প্রকৃত মাহবুবের বরকতময় দর্শন লাভে তাদের চক্ষু হবে আলোকিত। কুরআনুল কারীম ও মুতাওয়াতির সনদ সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তিগণ আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলার সাক্ষাত লাভ করবে। বিপথগামী লোকেরা এটা অস্বীকার করে। কারণ, এই মহামূল্যবান সাক্ষাত তাদের ভাগ্যে জুটবে না।

اللهم لاتحرمنا من هذا النعمة التى ليس فوقها نعمة -

(٢٤) وَوُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ ۙ

(٢٥) تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۗ

(٢٦) كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۙ

(٢٧) وَقِيْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۙ

২৪. কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ।[১৫]

২৫. এই আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আসন্ন।[১৬]

২৬. কখনো নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে।[১৭]

২৭. এবং বলা হবে, 'কে তাকে রক্ষা করবে?'[১৮]

'হে আল্লাহ! এই নিআমত থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করো না, যার ওপরে আর কোন নিআমত হতে পারে না।'

১৫. অর্থাৎ অস্থির ও সৌন্দর্যহীন হবে।

১৬. অর্থাৎ তারা নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে যে এখন সেই ব্যাপারটা ঘটবে এবং সমস্ত শক্তি নিঃশেষকারী সেই আযাব ভোগ করতে হবে।

১৭. অর্থাৎ আখিরাতকে কখনো দূরে মনে করো না। আখিরাতের সফরের প্রথম মনযিল হচ্ছে মৃত্যু, যা একদম নিকটবর্তী এবং অবশিষ্ট মনযিলগুলো অতিক্রম করে তোমরা শেষ ঠিকানায় পৌঁছে যাবে। যেন প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু তার পক্ষে বড়ো কিয়ামতের একটা ক্ষুদ্র নমুনা। যেখানে রোগীর প্রাণ কণ্ঠাগত, শ্বাস যেখানে গলায় আটকা পড়ার উপক্রম, সেখানে বুঝে নিবে যে, তার আখিরাতের সফর শুরু হয়ে গেছে।

সেই দিন কোন কিছুই কাজে আসবে না

১৮. এমন নৌরাশ্যজনক মুহূর্তে ডাক্তার-কবিরাজদের কোন ব্যবস্থাপত্রই কাজে আসে না। মানুষ যখন বাহ্যিক চিকিৎসা ও তদবীরে নিরাশ হয়ে পড়ে, তখন ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-তুমারের কথা চিন্তা করে। বলে, এমন কেউ কি আছে, ঝাড়-ফুঁক দ্বারা একে মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে? পূর্বেকার কোন কোন মনীষীর মতে مَنْ رَاقٍ হলো ফেরেশতাদের উক্তি, যা মৃত্যুর ফেরেশতার সাথে জান কবয করার সময় আসে। তারা পরস্পরে জিজ্ঞেস করেন, কে মরণোন্মুখ এ মৃত ব্যক্তির রূহ বহন করে নিয়ে যাবে, রহমতের ফেরেশতা, না আযাবের ফেরেশতা? এই ব্যাখ্যা মতে راقى শব্দটি رقى শব্দ থেকে নির্গত, رقية (ঝাড়ফুঁক) থেকে নির্গত নয়, যার অর্থ উপরে আরোহণ, ঊর্ধ্ব গমন।

(٢٨) وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۝
(٢٩) وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۝
(٣٠) اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِنِ الْمَسَاقُ ۝
(٣١) فَلَاصَدَّقَ وَلَاصَلّٰى ۝

২৮. তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ।[১৯]
২৯. এবং পায়ের সঙ্গে পা জড়ায়ে যাবে।[২০]
৩০. সেদিন তোমরা আল্লাহ্র নিকট সমস্ত কিছু প্রত্যানীত হবে।[২১]
৩১. সে বিশ্বাস করে নাই এবং সালাত আদায় করে নেই।

---

১৯. অর্থাৎ মুমূর্ষু ব্যক্তি তখন বুঝতে পারবে যে, স্বজন-প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব আর প্রিয় বস্তু সব কিছু ছেড়ে এখন তাকে চলে যেতে হবে। হতে হবে সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, দেহ থেকে প্রাণ বিচ্ছিন্ন হবে।

মৃত্যু-যন্ত্রণার কঠোরতা

২০. অর্থাৎ মৃত্যু-যন্ত্রণার কঠোরতায় কোন কোন সময় পায়ের এক গোড়ালি অন্য গোড়ালির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। উপরন্তু দেহের নিম্নাংশের সঙ্গে রূহের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর পা নাড়াচাড়া করা এবং এক পা থেকে অপর পা পৃথক করার ক্ষমতা মুমূর্ষু ব্যক্তির থাকে না। এ কারণে অনিচ্ছাকৃতভাবে এ পা অপর পায়ের উপর পতিত হয়। পূর্বেকার কোন কোন মনীষী বলেন, আরবদের বাকধারায় "সাক" শব্দটি 'বিপদ' এই রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন আয়াতের তরজমা হবে ঃ এক বিপদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর এক বিপদ। কারণ, তখন মুমূর্ষু ব্যক্তির সম্মুখে দু'টি বিপদ উপস্থিত হয়। প্রথম বিপদ হচ্ছে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়া, যা তার জন্য দুঃসহ কাজ। ধন-দওলত, পরিবার-পরিজন, পদ-মর্যাদা ও সম্মান-প্রতিপত্তি এসব কিছু ছেড়ে চলে যাওয়া। তখন তার মনে পড়ে দুশমনের আনন্দ ও অপবাদের কথা মনে পড়ে বন্ধু-স্বজনদের ব্যথা-বেদনার কথা ও দ্বিতীয় বিপদটি হচ্ছে এর চেয়েও ভয়ংকর। কবর আর আখিরাতের চিন্তা। এই বিপদ কেমন তা বর্ণনা করে বুঝানো কঠিন।

২১. অর্থাৎ এখান থেকেই শুরু হয় আখিরাতের সফর। যেন বান্দা এখন আপন পালনকর্তার প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিজের অবহেলা ও বোকামির কারণে পূর্ব থেকে সফরের সামগ্রী প্রস্তুত করে নেয়নি, এতো দীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়ার জন্য কোন সম্বলও আনেনি সঙ্গে করে।

(٣٢) وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ

(٣٣) ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى ۙ

(٣٤) اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ

(٣٥) ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ

(٣٦) اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّتْرَكَ سُدًى ۙ

৩২. বরং সে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল ও মুখ ফিরায়ে নিয়েছিল।
৩৩. এরপর সে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে গিয়েছিল দম্ভভরে।[২২]
৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!
৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ![২৩]
৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?[২৪]

---

২২. অর্থাৎ নবী-রাসূলগণকে সত্যবাদী জ্ঞান করে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্তে তাদেরকে অবিশ্বাস করে এসেছে। নামায পড়া এবং প্রভুর প্রতি মনোনিবেশ করার পরিবর্তে সব সময় সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। শুধু তাই নয়, বরং নিজের বিদ্রোহ ও দুর্ভোগ্যের অবাধ্যতা আর হতভাগ্যতার জন্য গর্ব-অহমিকা প্রদর্শন করে সদর্পে নিজস্ব ব্যক্তিবর্গের নিকটও গমন করতো। যেন কোন বিরাট বাহাদুর ও বুদ্ধিমানের কাজ করে এসেছে।

২৩. অর্থাৎ ওহে হতভাগা! এখন তোর হতভাগ্য উপস্থিত হয়েছে। একবার নয়, বহুবার। এখন অকল্যাণের পর অকল্যাণ এবং ধ্বংসের পর ধ্বংস। আল্লাহ্র নব নব শাস্তির যোগ্য তোর চেয়ে আর কে হবে?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সম্ভবত প্রথম খারাবি হচ্ছে বিশ্বাস না করার, নামায না পড়ার। তার আরও অধিক খারাবি হচ্ছে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়ার। তৃতীয় ও চতুর্থ অকল্যাণ হচ্ছে এই দু'টি বিষয়ের প্রতিটিকে অহংকার মনে করার। ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى এ বাক্যে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই অনর্থক ছেড়ে দেয়া হবে?

২৪. মানে মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনিতেই অনর্থক ছেড়ে দেয়া হবে? আদেশ-নিষেধের কোন শর্ত তার প্রতি আরোপ করা হবে না? মৃত্যুর পর তাকে কি উত্তোলন করা হবে না? ভালো-মন্দ সব কিছুর হিসাব কি আমরা গ্রহণ করবো না?

(٣٧) اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِيٍّ يُّمْنٰى ۝

(٣٨) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۝

(٣٩) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْاُنْثٰى ۝

(٤٠) اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰۤى اَنْ يُّحْيِۦَ الْمَوْتٰى ۝

৩৭. সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?[২৫]
৩৮. এরপর সে আলাকায় পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ্ তাকে আকৃতি দান করেন ও সুঠাম করেন।
৩৯. এরপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী।
৪০. তবুও কি সেই স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নয়?[২৬]

---

২৫. অর্থাৎ গর্ভাশয়ে।

মানব সৃষ্টির রহস্য

২৬. অর্থাৎ বীর্য থেকে জমাট রক্তের আকার ধারণ করে, এরপর আল্লাহ্ তার জন্মের সকল স্তর পূর্ণ করে মানুষ রূপে সৃষ্টি করেছেন এবং সমস্ত বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরীণ শক্তি-সামর্থ্য সুবিন্যস্ত করে দেন। প্রাণহীন বীর্য থেকে সৃষ্টি হলো মানুষ, বুদ্ধিমান প্রাণী। উপরন্তু তিনি সেই বীর্য থেকে সৃষ্টি করলেন নারী-পুরুষ দুই ধরনের মানুষ। এদের এক এক শ্রেণীর ভেতরের-বাইরের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন ভিন্ন। যেই একচ্ছত্র সর্বশক্তিমান সত্তা প্রথমে মানুষকে এমন কৌশল ও শক্তিবলে সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ فَبَلٰى "হে আল্লাহ্! তোমার সত্তা পূতঃপবিত্র; কেন হবে না, অবশ্যই তুমি সক্ষম।"

সূরা দাহর বা ইন্‌সান

৩১ আয়াত, ২ রুকূ‘, মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) هَلْ أَتٰى عَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝

(٢) إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝

১. কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল যখন সে উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।[১]

২. আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে[২], তাকে পরীক্ষা করবার জন্য, এইজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন।[৩]

এক সময় মানুষের নাম-নিশানাও ছিল না

১. নিঃসন্দেহে মানুষের উপর দিয়ে এমন একটা সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, যখন তার নাম-নিশানাও ছিলো না। এরপর কতো পর্যায় অতিক্রম করে বীর্যের আকারে এসেছে। তার বর্তমান শরাফত ও মর্যাদা দৃষ্টে সে অবস্থাও মুখে আনার যোগ্য নয়।

২. অর্থাৎ নারী-পুরুষের দুই বর্ণের পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ‘আমশাজ’ অর্থ মিশ্র। বীর্য যেসব খাদ্যের সার নির্যাস, তা নানা বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। তাই নারীর অংশকে বাদ দিয়েও বীর্যকে ‘আমশাজ’ বলা যায়।

৩. অর্থাৎ বীর্য থেকে জমাট রক্ত, তারপর তা থেকে গোশ্‌তের দলা বানিয়েছি। এমনিভাবে কয়েক স্তর উলোট-পালটের পর তাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছি যে, এখন সে দুই কান দ্বারা শুনে, দুই চোখ দ্বারা দেখে এবং এসব শক্তি দ্বারা এমন কাজ করে, যা অন্য কোন প্রাণী করতে পারে না। যেন মানুষের সামনে অন্য সব প্রাণী অন্ধ ও বধির।

(٣) اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّ اِمَّا كَفُوْرًا ۝

(٤) اِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَا۟ وَ اَغْلٰلًا وَّ سَعِيْرًا ۝

(٥) اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝

(٦) عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝

৩. আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।[৪]

৪. আমি অকৃতজ্ঞদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি শৃঙ্খল, বেড়ি ও লেলিহান অগ্নি।[৫]

৫. সৎকর্মশীলেরা পান করবে এমন পানীয় যার মিশ্রণ কাফূর—

৬. এমন একটি প্রস্রবণ যা হতে আল্লাহ্‌র বান্দাগণ পান করবে, তারা[৬] এই প্রস্রবণকে যথা ইচ্ছা প্রবাহিত করিবে।[৭]

পরীক্ষা করার জন্য মানুষের সৃষ্টি

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ অধিকাংশ তাফসীরকার "নাবতালীহি"-এর অর্থ করেছেন পরীক্ষা। অর্থাৎ এই উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তাকে বিধি-বিধান আর আদেশ-নিষেধের দায়িত্ব দিয়ে পরীক্ষা করা যায় এবং দেখা যায় যে, মূল মালিকের নির্দেশ মতো কাজ করতে সে কতটা বিশ্বস্ত। এ কারণে তাকে শ্রবণ, দর্শন ও অনুভব করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। শরীআতের বিধান কার্যকর করা এসব শক্তির উপর নির্ভরশীল।

৪. অর্থাৎ প্রথমত, মূল প্রকৃতি ও জন্মগত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা, এরপর বুদ্ধি ভিত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা তাকে নেকী ও কল্যাণের পথ বুঝিয়ে দিয়েছি। তার দাবী এই ছিল যে, সমস্ত মানুষ এক পথে চলবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বাইরের ঘটনাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সকলে এক পথে থাকেনি। কিছু লোক আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে নেয় এবং আল্লাহ্‌র অধিকার চিনতে পারে। আর কিছু লোক অকৃতজ্ঞতা ও অবাধ্যাচারে কোমর বেঁধে নামে। পরে উভয়ের পরিণতি উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. অর্থাৎ যারা রসম-রেওয়াজ ও ধারণা-কল্পনার জিঞ্জীরে আবদ্ধ থাকে, গায়রুল্লাহ্‌র শাসন ও কর্তৃত্বের শৃংখল নিজেদের ঘাড় থেকে খুলে ফেলতে পারে না, বরং নিজেদের জীবনে ব্যয় করে দিয়েছে সত্য ও সত্যের বাহকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য ভুলেও কখনো আল্লাহ্‌র নিআমতসমূহ স্মরণ করেনি। আর আল্লাহ্‌র সত্যিকার আনুগত্যের ধারণাও মনের স্থান দেয়নি, তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে প্রস্তুত রেখেছেন জাহান্নামের শৃংখল, জিঞ্জীর ও দাউ দাউ করা অগ্নি।

৬. অর্থাৎ পাত্রভরে পান করবে শরাব, যাতে থাকবে সামান্য কপূরের মিশ্রণ। এটা দুনিয়ার কর্পূর নয়; বরং এ হচ্ছে জান্নাতের এক বিশেষ ফোয়ারা, যা লাভ করবে

(٧) يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ○
(٨) وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ○

৭. তারা কর্তব্য পালন করে এবং সেই দিনের ভয় করে[৮] যেই দিনের বিপত্তি হবে ব্যাপক।[৯]

৮. আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে।[১০]

আল্লাহ্র খাস নৈকট্যধন্য এবং বিশিষ্ট বান্দারা। সম্ভবত শীতল, খুশবুযুক্ত, তৃপ্তিদায়ক ও সাদা রঙ্গের কারণে তাকে কর্পূর বলা হয়ে থাকবে।

যে প্রসবণ থেকে জান্নাতীরা পান করবে

৭. অর্থাৎ ফোয়ারাটি থাকবে সেই বান্দাদের অধিকারে। তাঁরা যেদিকে ইঙ্গিত করবেন, সেদিকে তা প্রবাহিত হবে তার নালা। কেউ কেউ বলেন, ফোয়ারাটির মূল উৎস মহানবী (সা)-এর সুরম্য প্রাসাদে। সেখান থেকে সমস্ত নবী-রাসূল এবং মু'মিনদের দ্বারে দ্বারে তার শাখা-প্রশাখা প্রবাহিত হবে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। সামনে নেক্কারদের বৈশিষ্ট্যাবলীর বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৮. অর্থাৎ মান্নত করলে তা পূর্ণ করে। এটা স্পষ্ট যে, তারা যখন নিজেদের ওপর নিজেদের আরোপ করা বিষয় পূর্ণ করে, তখন তাদের উপর আল্লাহ্র আরোপিত দায়িত্ব পালন তারা কিভাবে ত্যাগ করতে পারে।

৯. অর্থাৎ সেদিনের কঠোরতা ও দুর্দশা স্তরে স্তরে সকলের জন্য হবে ব্যাপক। কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবে না, إلا من شاء الله। "তবে আল্লাহ্ যাকে নিরাপদ রাখেন"।

১০. অর্থাৎ খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ ও তীব্র প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্র ভালোবাসার জোশে নিজেদের খাদ্য বিলিয়ে দেয় মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীদের মধ্যে নিতান্ত নিষ্ঠা ও আগ্রহের সঙ্গে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ 'কয়েদী' শব্দটি সাধারণ অর্থ জ্ঞাপক। কাফির ও মুসলিম যেই কয়েদীই হোক না কেন। হাদীস শরীফে আছে ঃ বদর যুদ্ধের কয়েদীদের সম্পর্কে মহানবী (সা) নির্দেশ দেন যে, কোন মুসলমানের কাছে কোন কয়েদী থাকলে সে যেন তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। এ নির্দেশ পালন করে সাহাবায়ে কিরাম কয়েদীদেরকে নিজেদের চেয়ে উত্তম খাবার দান করতেন। অথচ সেসব কয়েদী মুসলমান ছিলো না। মুসলমান ভাইদের অধিকার তো এর চেয়ে অনেক বেশী। 'আসীর' বা কয়েদী শব্দটাকে আরো একটু সম্প্রসারিত অর্থে গ্রহণ করা হলে ক্রীতদাস ও ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। কারণ, তারাও এক ধরনের বন্দী দশায় থাকে।

(٩) اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝

(١٠) اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝

(١١) فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝

(١٢) وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝

৯. এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নহে।'[১১]

১০. 'আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ ভয়ংকর দিনের।'[১২]

১১. পরিণামে আল্লাহ্ তাদেরকে রক্ষা করবেন সেই দিবসের অনিষ্ট হতে এবং তাদেরকে দিবেন প্রফুল্লতা ও আনন্দ।[১৩]

১২. আর তাহাদের ধৈর্যশীলতার পুরস্কারস্বরূপ তাদেরকে দিবেন উদ্যান ও রেশমী বস্ত্র।[১৪]

---

১১. এই আহার পরিবেশনকারীরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলে এবং কোথাও প্রয়োজন হলে মুখের ভাষায়ও তা বলতে পারে।

এই ভীতিপদ ভয়ংকর দিন

১২. অর্থাৎ কেন আহার করবো না এবং আহার করানোর পর কেমন করে বিনিময় বা কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তি কামনা করবো, যেখানে আমাদের জন্য রয়েছে মহাপ্রভুর ভয় এবং সে দিনের ভয়, যেদিনটি হবে নিতান্তই কঠিন ও কঠোর। উদাসীনতা ও ক্রোধে সেদিনটি ফেটে পড়বে। নিষ্ঠার সঙ্গে পানাহার করাবার পরও তো আমাদের আশংকা থাকে যে, আমাদের আমল কবূল হয়েছে কি-না? নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা ইত্যাদিতে কোন ক্রটি থেকে গেলে তাতো উল্টা আমাদেরই মুখের উপর ছুঁড়ে মারা হবে।

১৩. অর্থাৎ তারা যে বিষয়টিকে ভয় করতো, তা থেকে আল্লাহ্ তাদেরকে নিরাপদ হিফাযতে রেখেছেন, তাদের চেহারায় দিয়েছেন দীপ্তি আর সজীবতা এবং অন্তরে দান করেছেন আনন্দ।

১৪. অর্থাৎ দুনিয়ার সংকীর্ণতা ও কঠোরতায় ধৈর্য ধারণ করে তারা পাপাচার থেকে দূরে ছিল এবং আনুগত্যে ছিল অটল-অবিচল। এ কারণে ভোগ-বিলাসের জন্য আল্লাহ্ তাদেরকে জান্নাতে বাগ-বাগিচা ও গৌরবের পোশাক দান করেছেন।

(১৩) مُّتَّكِـِٕيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۚ

(১৪) وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝

(১৫) وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۙ

(১৬) قَوَارِيْرَا۠ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝

১৩. সেথায় তারা সমাসীন হবে সুসজ্জিত আসনে[১৫], তারা সেখানে অতিশয় গরম অথবা অতিশয় শীত বোধ করবে না।[১৬]

১৪. সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং তার ফলমূল, সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।[১৭]

১৫. তাদেরকে পরিবেশন করা হবে রৌপ্যপাত্রে এবং স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্রে।

১৬. রজতশুভ্র স্ফটিক পাত্রে[১৮], পরিবেশনকারীরা যথাযথ পরিমাণে তা পূর্ণ করবে।[১৯]

---

১৫. অর্থাৎ রাজা-বাদশাহদের মতো।

১৬. অর্থাৎ জান্নাতের আবহাওয়া হবে নাতিশীতোষ্ণ, ঠাণ্ডা বা গরমে জান্নাতীদের কোনই কষ্ট হবে না।

১৭. অর্থাৎ ফল-মূলসহ সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা তাদের ওপর নুয়ে পড়বে, আর ফলের থোকা এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখা হবে এবং তাদের আয়ত্তে এনে দেয়া হবে যে, জান্নাতীরা যে অবস্থায় ইচ্ছা– দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে সেসব ফল আহরণ ও ভক্ষণ করতে পারবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সম্ভবত বৃক্ষের শাখাকেই এখানে খিলাল বা ছায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে। অথবা বাস্তবেও সেখানে ছায়া থাকতে পারে। কারণ, সূর্যের আলো না থাকলেও অন্য কোন আলো সেখানে অবশ্যই থাকবে। বিনোদনের উদ্দেশ্যে জান্নাতীরা সেখানে বসতে চাইবে।

১৮. অর্থাৎ আসলে পানপাত্রগুলো হবে রৌপ্য নির্মিত, নেহায়েত ধবধবে সাদা, দাগহীন ও আনন্দদায়ক; কিন্তু স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ও চকচকে হওয়ার কারণে কাঁচের বলে মনে হবে। সেসব পানপাত্রে বাইরে থেকে ভেতরের জিনিস স্পষ্ট দেখা যাবে।

জান্নাতীদের পান পাত্র

১৯. অর্থাৎ জান্নাতীদের যে পরিমাণ পান করার আগ্রহ হবে, ঠিক সেই পরিমাণে পানপাত্র পূর্ণ করে দেয়া হবে, কমও হবে না এবং পান করার পর অবশিষ্টও থাকবে না। অথবা জান্নাতীরা মনে মনে যেরূপ ধারণা করে থাকবে তদ্রূপই লাভ করবে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি ছাড়াই।

(١٧) وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۚ

(١٨) عَيْنًا فِيهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيلًا ۝

(١٩) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا ۝

(٢٠) وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَّمُلْكًا كَبِيرًا ۝

১৭. সেথায় তাদেরকে পান করতে দেওয়া হবে যানজাবীল মিশ্রিত পানীয়।[২০]
১৮. জান্নাতের এমন এক প্রস্রবণের, যার নাম সালসাবীল।[২১]
১৯. তাদেরকে পরিবেশন করবে চির কিশোরেরা[২২], যখন তুমি তাদেরকে দেখে মনে হবে তারা যেন বিক্ষিপ্ত মুক্তা।[২৩]
২০. তুমি যখন সেথায় দেখবে, দেখতে পাবে ভোগ-বিলাসের উপকরণ এবং বিশাল রাজ্য।[২৪]

---

২০. একটা পানপাত্র কর্পূর মিশ্রিত। আর অপর পানপাত্রে থাকবে আদ্রকের (আদা) মিশ্রণ। কিন্তু তা দুনিয়ার আদ্রক নয়। তা হবে একটা ঝর্ণা, জান্নাতে যার নাম হবে 'সালসাবীল'। আদ্রকের স্বভাব হচ্ছে গরম আর তা স্বাভাবিক তাপে উত্তাপ সৃষ্টি করে। আরবের লোকেরা আদ্রক বেশি পসন্দ করতো। যাই হোক, বিশেষ কোন সম্পর্ক ও সাম স্যের কারণে সেই ঝর্ণাকে বলা হয় আদ্রকের ঝর্ণা। নেক্কারদের পানপত্রে আদ্রকের স্বল্প মিশ্রণ ঘটানো হবে। আসলে সে ঝর্ণা অতিশয় শীর্ষস্থানীয় নৈকট্য ধন্যদের জন্য।

২১. এই নামের অর্থ 'স্বচ্ছ প্রবহমান পানি' (মাওদিহুল কুরআন)।

২২. অর্থাৎ সব সময় সেখানে তারা তরুণ থাকবে অথবা জান্নাতীদের নিকট থেকে কখনো তাদেরকে দূরে সরিয়ে নেয়া হবে না।

২৩. অর্থাৎ স্বীয়রূপ-সৌন্দর্য, পরিচ্ছন্নতা ও জাঁকজমক সহকারে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি কালে তাদেরকে এমনই মনে হবে, যেন অতীব চকচকে সুদর্শন মোতিমালা মাটির উপর ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে।'

জান্নাতের বর্ণনা দেয়া অসম্ভব

২৪. অর্থাৎ জান্নাতের বর্ণনা দেয়া কি সম্ভব! কেউ দেখলে মনে হবে যে, কতো বড়ো নিআমত এবং কতো বিস্তৃত রাজত্ব যা একজন সাধারণ জান্নাতী লাভ করবে। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহ ও দয়ায় আমাদেরকেও তা নসীব করুন।

(٢١) عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ز وَّحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ج
وَسَقٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝

(٢٢) اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّ كَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝

(٢٣) اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۝

(٢٤) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۝

২১. তাদের আবরণ হবে সূক্ষ্ম সবুজ রেশম ও স্থূল রেশম[২৫], তারা অলংকৃত হবে রৌপ্য নির্মিত কংকনে,[২৬] আর তাহাদের প্রতিপালক তাহাদেরকে পান করাবেন বিশুদ্ধ পানীয়।[২৭]

২২. অবশ্য, এই তোমাদের পুরস্কার এবং তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা স্বীকৃত।[২৮]

২৩. আমি তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি ক্রমে ক্রমে।

২৪. সুতরাং ধৈর্যের সাথে তুমি তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের প্রতীক্ষা কর[২৯] এবং তাদের মধ্যে যে পাপিষ্ঠ অথবা কাফির তার আনুগত্য করিও না।[৩০]

---

২৫. অর্থাৎ পাতলা ও মোটা– উভয় ধরনের রেশমী পোশাক জান্নাতীরা লাভ করবে।

২৬. বর্তমান সূরার তিন স্থানে রৌপ্যপাত্র আর অলংকার ইত্যাদির উল্লেখ আছে। অন্যত্র স্বর্ণের পাত্র ও অলংকারের কথা উল্লেখ আছে। তা স্বর্ণ-রৌপ্য উভয়েরই হতে পারে। কেউ স্বর্ণালংকার ও পাত্র পাবে, কেউ পাবে রৌপ্যের, অথবা কখনো স্বর্ণের পাত্র ও অলংকার দেয়া হবে, আবার কখনো দেয়া হবে রৌপ্যের।

২৭. অর্থাৎ এসব নিআমতের পর সত্যিকার প্রেমাস্পদের পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে 'শারাবান তহুরা' তথা পবিত্র শরাবের পানপাত্র। তাতে কোন পংকিলতা থাকবে না, থাকবে না কোন মিশ্রণ-দূষণ, থাকবে না কোন দুর্গন্ধ। তা পান করলে মাথাও ধরবে না। সে শরাব পানে অন্তর হবে পবিত্র এবং পেট হবে পরিষ্কার। পান করার পর শরীর থেকে যে ঘাম বের হবে, তার খোশবু হবে কস্তুরীর খোশবুবৎ।

২৮. অর্থাৎ অযাচিত সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন এবং মনের প্রশান্তির জন্য বলা হবে- এ হচ্ছে তোমাদের আমলের বদলা, তোমাদেরই কর্মফল। তোমাদের চেষ্টা কবূল হয়েছে, কাজে লেগেছে তোমাদের মেহনত। এসব কথা শ্রবণ করে জান্নাতীরা আরো আনন্দিত হবে।

২৯. যাতে আপনার অন্তর মযবুত হয় এবং লোকেরাও ধীরে ধীরে বুঝতে পারে ভালো-মন্দ এবং জানতে পারে যে, কোন্ কর্মের বদৌলতে জান্নাত লাভ করা যায়।

(٢٥) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝

(٢٦) وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝

(٢٧) اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝

২৫. এবং তোমার প্রতিপালকের নাম স্মরণ কর সকালে ও সন্ধ্যায়।[৩১]

২৬. রাত্রির কিয়দংশে তাঁর প্রতি সিজদায় নত হও[৩২] আর রাত্রির দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর।[৩৩]

২৭. তারা ভালোবাসে পার্থিব জীবনকে এবং তার- পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা করে চলে।[৩৪]

এভাবে বুঝাবার পরও যদি তারা না মানে এবং নিজেদের হঠকারিতা ও বিদ্রোহে অটল থাকে, তাহলে আপনি স্বীয় প্রভুর নির্দেশের উপর অবিচল থাকুন এবং চূড়ান্ত ফায়সালার জন্য অপেক্ষা করুন।

ইসলাম প্রচারে কাফিরদের বাধা

৩০. উতবা, ওয়ালীদ প্রমুখ কুরায়শ কাফিররা মহানবী (সা)-কে দুনিয়ার লোভ দেখিয়ে মোটা মোটা কথা বলে ইসলামের প্রচার-প্রসার থেকে নিবৃত্ত করতে চাইতো। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর নবীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আপনি এদের কারো কথা শুনবে না। কারণ, কোন পাপী-ফাসিক বা অকৃতজ্ঞ কাফিরের কথা শুনে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। এমন হতভাগা দুষ্ট লোকদের কথায় কর্ণপাত করা উচিত নয়।

৩১. অর্থাৎ সব সময় তাঁকে স্মরণ করবে, বিশেষ করে এই দুইটি সময়ে। আল্লাহ্র এই স্মরণই হচ্ছে সকল চিন্তা ও সংশয়ের চিকিৎসা।

৩২. অর্থাৎ নামায পড়ো। সম্ভবত মাগরিব ও ইশার নামায উদ্দেশ্য অথবা তাহাজ্জুদ।

৩৩. 'وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ' দ্বারা যদি তাহাজ্জুদ নামায অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে এখানে তাসবীহ্ শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ রজনীতে তাহাজ্জুদ নামায ছাড়াও বেশী বেশী তাস্‌বীহ-তাহলীলে নিমগ্ন থাকুন। আর যদি প্রথমে মাগরিব ও ইশা অর্থ গ্রহণ করা হয়-তবে, এখানে তাস্‌বীহ অর্থ তাহাজ্জুদ নেয়া যায়।

হিদায়াত গ্রহণ না করার কারণ দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা

৩৪. অর্থাৎ এসব লোক যে আপনার উপদেশ ও হিদায়াত গ্রহণ করছে না, তার কারণ দুনিয়ার প্রতি এদের ভালবাসা। দুনিয়া যেহেতু দ্রুত হাতে আসার বস্তু, সে কারণে তারা দুনিয়াই কামনা করে। আর কিয়ামতের কঠিন দিবস সম্পর্কে তারা অমনোযোগী। কিয়ামতের কোন ফিকিরই নেই তাদের মধ্যে। বরং কিয়ামত যে, আসবে, সে বিশ্বাসও নেই তাদের। তারা মনে করে আমরা যখন মরে পচে-গলে যাবো, তখন কে আমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করবে? সামনে এর জবাব দেয়া হয়েছে।

(٢٨) نَحۡنُ خَلَقۡنٰهُمۡ وَشَدَدۡنَاۤ اَسۡرَهُمۡ ۚ وَاِذَا شِئۡنَا بَدَّلۡنَاۤ اَمۡثَالَهُمۡ تَبۡدِیۡلًا ○

(٢٩) اِنَّ هٰذِهٖ تَذۡكِرَةٌ ۚ فَمَنۡ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰی رَبِّهٖ سَبِیۡلًا ○

(٣٠) وَمَا تَشَآءُوۡنَ اِلَّاۤ اَنۡ یَّشَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِیۡمًا حَكِیۡمًا ○

(٣١) یُّدۡخِلُ مَنۡ یَّشَآءُ فِیۡ رَحۡمَتِهٖ ؕ وَالظّٰلِمِیۡنَ اَعَدَّ لَهُمۡ عَذَابًا اَلِیۡمًا ○

২৮. আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আমি যখন ইচ্ছা করব তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করব।[৩৫]

২৯. এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের দিকে পথ অবলম্বন করুক।[৩৬]

৩০. তোমরা ইচ্ছা করবে না যদি না আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।[৩৭]

৩১. তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভুক্ত করেন, কিন্তু জালিমরা– তাদের জন্য তো তিনি প্রস্তুত রেখেছেন মর্মন্তুদ শাস্তি।[৩৮]

মহান আল্লাহ্র অসীম কুদরত

৩৫. অর্থাৎ প্রথমে তো আমি সৃষ্টি করেছি, সব জোড়া-জোড়া ঠিক করেছি। আজ আমার সে কুদরত রহিত হয়নি। আমি যখন ইচ্ছা করবো, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের বিনাশ সাধন করে পুনরায় এমন অস্তিত্ব দান করতে পারি। অথবা এ অর্থ যে, এরা না মানলে আমার ক্ষমতা রয়েছে– যখন ইচ্ছা এদের স্থলে এমন লোকদের দাঁড় করাবো, যারা ওদের মতো অবাধ্য হবে না।

৩৬. অর্থাৎ জোর-জবরদস্তী করে মানতে বাধ্য করা আপনার কাজ নয়। আপনি কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দান করুন। অবশ্য সকলেরই স্বাধীনতা রয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে আপন পালনকর্তার সন্তুষ্টি বিধানের পথ অবলম্বন করতে পারে।

৩৭. অর্থাৎ তোমার চাওয়াও আল্লাহ্ না চাইলে হতে পারে না। কারণ, বান্দার ইচ্ছা আল্লাহ্র ইচ্ছার অধীন। কার কি ধরনের যোগ্যতা রয়েছে, তা তিনি জানেন। তদানুযায়ী তার ইচ্ছা কাজ করে। এরপর নিজ ইচ্ছায় তিনি যাকে সোজা পথে নিয়ে আসেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্টতায় ছেড়ে দেন, তা একান্ত যথার্থ।

৩৮. অর্থাৎ যাদের ধারণক্ষমতা উন্নত হবে, তাদেরকে নেকীর পথে চলার তাওফীক দান করবেন। তিনি তাদেরকে করবেন নিজ রহমত আর অনুগ্রহ লাভের যোগ্য।

সূরা মুরসালাত

৫০ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ

(٢) فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ

(٣) وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ

(٤) فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ

১. শপথ কল্যাণস্বরূপ প্রেরিত বায়ুর,
২. আর প্রলয়ংকারী ঝটিকার[১],
৩. শপথ সঞ্চালনকারী বায়ুর
৪. আর মেঘপুঞ্জ বিচ্ছিন্নকারী বায়ুর[২],

দুনিয়া ও আখেরাতের দৃষ্টান্ত

১. অর্থাৎ প্রথমে কোমল ও মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে সৃষ্টিকুলের অনেক আশা ও উপকারিতা। কিছুক্ষণ পর সে বায়ুই ঝড়ের রূপ ধারণ করে এমন সব ক্ষতি ও দুর্যোগের কারণ হয়, যার ফলে আর্তচীৎকার করে উঠে। এটাকেই দুনিয়া ও আখিরাতের দৃষ্টান্ত মনে করো। এমন কতো কাজ আছে, যাকে মানুষ আপাতত উপকারী ও কল্যাণকর মনে করে, সে সম্পর্কে উচ্চাশা আশা পোষণ করে। কিন্তু কিয়ামতের দিন সে একই কর্ম যখন তার আসল ও ভয়ানক ভয়ংকর রূপ ধারণ করে প্রকাশ পাবে, তখন সকলেই আশ্রয় চাইতে থাকবে।

২. অর্থাৎ সেসব বায়ুর শপথ, যা বাষ্প ইত্যাদিকে উপরের দিকে তুলে নিয়ে যায় এবং মেঘমালাকে তাড়িত করে শূন্যলোকে ছড়িয়ে দেয়, এরপর যেখানে পৌঁছাবার ছিল,

(৫) فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ

(৬) عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ

৫. এবং শপথ তাদের যারা মানুষের অন্তরে পৌঁছাইয়া দেয় উপদেশ[৩]–

৬. ওযর-আপত্তি রহিতকরণ ও সতর্ক করার জন্য।[৪]

আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাকে টুকরো টুকরো করে বণ্টন করে দেয় এবং বৃষ্টি বর্ষণের পর মেঘমালাকে টকুরা টুকরা করে বিক্ষিপ্তভাবে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে দেয়। কেবল মেঘমালাই নয়; বরং বায়ুর এটাই সাধারণ বৈশিষ্ট্য যে, সে বস্তুর গুণ যথা– সুগন্ধ ও দুর্গন্ধকে ছড়িয়ে দেয়, বস্তুর সূক্ষ্ম অংশকে বিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং একটা বস্তুকে তুলে নিয়ে অন্য বস্তুর সঙ্গে মিলায়। মোট কথা, একত্র করা ও বিচ্ছিন্ন করাই হচ্ছে বায়ুর স্বভাব বা বৈশিষ্ট্য। আর এটাই হচ্ছে আখিরাতের একটা নমুনা। আখিরাতে হাশর-নশরের পর মানুষকে পৃথক করা হবে এবং এক স্থানে সমবেত হওয়ার পর ভিন্ন ভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছিয়ে দেয়া হবে।

هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ "এ হচ্ছে বিচ্ছেদের দিন, আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকেও" (৭৭ ঃ ৩৮)।

৩. হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا -এর অর্থ করেছেন বায়ু। কারণ, ওহীর আওয়াজ মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হয় বায়ুর মাধ্যমেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ الملقيت - الفرقت - النشرات - العصفت - المرسلت এই পাঁচটি শব্দের অর্থ কেউ বলেছেন বায়ু, কেউ বলেছেন ফেরেশতা, কেউ বলেছেন নবী-রাসূলগণ। আবার কোন কোন তাফসীরকার প্রথম চারটির অর্থ করেন বায়ু এবং পঞ্চমটির অর্থ করেন ফেরেশতা। এ সম্পর্কে আরো অনেক উক্তি রয়েছে, যার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীর রূহুল মাআনীতে দেখা যেতে পারে।

কাফির ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি

৪. হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) লিখেন, '(ওহীর মাধ্যমে) কাফিরদের অভিযোগ খণ্ডন করাই উদ্দেশ্য যে, (শাস্তির সময়) যেন তারা বলতে না পারে, আমাদের জানা ছিলো না এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান আছে, তারা যাতে ঈমান আনে, সেজন্য তাদেরকে ভয় দেখানোও উদ্দেশ্য।' আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, আল্লাহ্‌র যেসব বাণী আদেশ, নিষেধ, আকাইদ (বিশ্বাস) ও বিধি-বিধান সম্বলিত। তা ওযর পেশ করার জন্য, যাতে কৃতকর্মসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য তা ওযর ও প্রমাণ হতে পারে, আমি আল্লাহ্‌র হুকুম অনুযায়ী অমুক কাজ করেছি এবং অমুক কাজ করা বর্জন করেছি তাঁরই হুকুমে। আর আল্লাহ্ পাকের যেসব বক্তব্য কাহিনী, সংবাদ ইত্যাদি সম্বলিত তা সাধারণত অবিশ্বাসীদের সাবধান ও সতর্ক করার জন্য। বর্তমান সূরার বক্তব্যের বেশির ভাগ লক্ষ্য হচ্ছে মিথ্যাবাদী কাফির ও সত্য

(৭) اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ ۞

(৮) فَاِذَا النُّجُوۡمُ طُمِسَتۡ ۞

(৯) وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتۡ ۞

(১০) وَاِذَا الۡجِبَالُ نُسِفَتۡ ۞

(১১) وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتۡ ۞

(১২) لِاَیِّ یَوۡمٍ اُجِّلَتۡ ۞

(১৩) لِیَوۡمِ الۡفَصۡلِ ۞

৭. নিশ্চয়ই তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা অবশ্যম্ভাবী।[৫]
৮. যখন নক্ষত্ররাজির আলো নির্বাপিত হবে,
৯. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে[৬],
১০. এবং যখন পর্বতমালা উন্মূলিত ও বিক্ষিপ্ত হবে[৭],
১১. এবং রাসূলগণকে নিরূপিত সময়ে উপস্থিত করা হবে[৮], ।
১২. এই সমুদয় স্থগিত রাখা হয়েছে কোন্ দিবসের জন্য?
১৩. বিচার দিবসের জন্য।[৯]

প্রত্যাখ্যানকারীরা। তাই এই সূরায় সুসংবাদের উল্লেখ করা হয়নি। আল্লাহ্ই ভালো জানেন। যাই হোক, ওহী-বাহক ফেরেশতা ও ওহী পৌঁছানো বায়ু সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এমন একটি সময় অবশ্যই আসা উচিৎ যখন অপরাধীদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য অভিযুক্ত করা হবে এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্তদেরকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও দুশ্চিন্তামুক্ত ঘোষণা করা হবে।

৫. অর্থাৎ কিয়ামতের এবং আখিরাতের হিসাব-নিকাশ শাস্তি ও প্রতিদানের ওয়াদা।

৬. অর্থাৎ নক্ষত্র আলোহীন হবে এবং আসমান ফেটে যাবে এবং ফেটে যাওয়ার কারণে তাঁতে ফাঁক-ফোকার দৃষ্টিগোচর হবে।

৭. অর্থাৎ তুলার ন্যায় বাতাসে উড়তে থাকবে।

৮. যাতে আগে-পরে নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী আম্বিয়োয়ে কিরাম স্ব স্ব উম্মতকে সঙ্গে নিয়ে রব্বুল ইয্যতের সর্ববৃহৎ সমাবেশে হাযির হতে পারেন।

৯. অর্থাৎ জানো? কেন এসব বিষয়কে মুলতবী রাখা হয়েছে? সেদিনের জন্য, যেদিন সব কিছুর চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে

(١٤) وَمَآ اَدۡرٰىكَ مَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ ؕ
(١٥) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝
(١٦) اَلَمۡ نُهۡلِكِ الۡاَوَّلِيۡنَ ؕ
(١٧) ثُمَّ نُتۡبِعُهُمُ الۡاٰخِرِيۡنَ ۝
(١٨) كَذٰلِكَ نَفۡعَلُ بِالۡمُجۡرِمِيۡنَ ۝

১৪. বিচার দিবস সম্বন্ধে তুমি কী জান?
১৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[১০]
১৬. আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করি নাই!
১৭. এরপর আমি পরবর্তীদেরকে তাদের অনুগামী করব।
১৮. অপরাধীদের প্রতি আমি এইরূপই করে থাকি।[১১]

এখনই হাতে হাতে সব কিছুর ফায়সালা করে দিতে পারেন। কিন্তু এরকম করা আল্লাহ্‌র হিকমতের দাবি নয়।

১০. অর্থাৎ ফায়সালার দিন কি, সে বিষয়ে কিছুই জিজ্ঞেস করো না যে, ফায়সালার দিনটি কি? কেবল এটুকু জেনে নাও যে, মিথ্যাবাদী কাফিরদেরকে সেদিন মারাত্মক ধ্বংস ও কঠোর বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কারণ, যে বিষয়টিও ছিল তাদের অনাকাঙ্ক্ষিত তা সহসা ভয়ংকর রূপ নিয়ে তা এসে পড়লে তারা সম্বিত হারা হয়ে যাবে, লজ্জা আর বিস্ময়ে লোপ পাবে তাদের অনুভূতি।

এতো বড়ো দুনিয়া কিভাবে ধ্বংস হবে?

১১. কিয়ামতে অবিশ্বাসীরা মনে করতো যে, এতো বড়ো দুনিয়া কিভাবে ধ্বংস হবে? একই সঙ্গে সমস্ত মানুষ মারা যাবে এবং মানব বংশ সম্পূর্ণ বিনাশ হয়ে যাবে– এমন কথা কেউ কি বিশ্বাস করতে পারে? জাহান্নাম ও শাস্তির ভয়– এসবই কাল্পনিক ও বানোয়াট কথা বলে মনে হয়। এর জবাবে বলা হয়েছে, অতীতে কতো মানুষ মারা গেছে এবং কতো জাতি তাদের পাপাচারের কারণে ধ্বংস হয়েছে। তাদের পরেও মৃত্যু ও ধ্বংসের এই ধারা বরাবর অব্যাহত রয়েছে। অপরাধীদের সম্পর্কে যখন আমার চিরাচরিত নিয়ম জানতে পারলে তখন বুঝে নাও যে, বর্তমান যুগের কাফিরদেরকেও আমরা পূর্বসূরীদের অনুগামী করবো। যে মহান সত্তা বিভিন্ন যুগে শক্তিশালী মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংস করতে পারেন এবং শক্তিশালী অপরাধীদেরকে খতম করতে পারেন, গোটা সৃষ্টিলোককে একযোগে বিনাশ করতে এবং সমস্ত অপরাধীকে এক সঙ্গে শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাতে কেন সক্ষম হবেন না?

(١٩) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝

(٢٠) اَلَمۡ نَخۡلُقۡكُّمۡ مِّنۡ مَّآءٍ مَّهِيۡنٍ ۝

(٢١) فَجَعَلۡنٰهُ فِىۡ قَرَارٍ مَّكِيۡنٍ ۝

(٢٢) اِلٰى قَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍ ۝

(٢٣) فَقَدَرۡنَا ۖ فَنِعۡمَ الۡقٰدِرُوۡنَ ۝

(٢٤) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝

১৯. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।[১২]
২০. আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করি নাই?
২১. এরপর আমি তা স্থাপন করেছি নিরাপদ আধারে।[১৩-১৪]
২২. এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত,
২৩. আমি তাকে গঠন করেছি পরিমিতভাবে, আমি কত নিপুণ স্রষ্টা![১৫]
২৪. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।[১৬]

---

১২. অর্থাৎ যারা কিয়ামতের আগমনকে তারা অবিশ্বাস করতো এজন্য যে, এক সঙ্গে কিভাবে সব মানুষকে বিনাশ করা হবে এবং কিভাবে সমস্ত অপরাধীকে একযোগে পাকড়াও করে শাস্তি দেয়া হবে?

১৩. অর্থাৎ একটা অবস্থানস্থলে হিফাযতে রেখেছি। এর অর্থ নারীর গর্ভাশয়।

১৪. প্রায়ই গর্ভাশয়ে অবস্থানের মেয়াদ নয় মাস হয়ে থাকে।

১৫. অর্থাৎ সেই পানির (বীর্যের) ফোঁটাকে পর্যায়ক্রমে পূর্ণ করে একটি বোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করেছি। এ থেকেই আমাদের কুদরত ও ক্ষমতা। উপলব্ধি করতে পারো। আর এই মানুষ মরার পর আমি কি তাকে পুনর্বার জীবিত করতে পারবো না ?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কেউ কেউ قدرنا -এর অর্থ আমরা অনুমান করেছি, পরিমাণ নির্ধারণ করেছি। অর্থাৎ আমরা কেমন চমৎকার অনুমান দ্বারা সময় নির্ণয় করে দিয়েছি, যাতে এই সময়ের মধ্যে কোন প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়ে না এবং কোন অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় জিনিসও সৃষ্টি হয় না।

১৬. যারা এরকম বলতো, মাটির সঙ্গে মিশে আমাদের হাড়-গোড় পর্যন্ত যখন খান খান হয়ে যাবে, তখন কেমন করে আবার জীবিত করা হবে? তখন নিজেদের এই নির্বোধ সুলভ সংশয়ের জন্য লজ্জিত হবে এবং অনুতাপে হাত কামড়াবে।

(٢٥) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ
(٢٦) اَحْيَآءً وَّ اَمْوَاتًا ۙ
(٢٧) وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ۙ
(٢٨) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ○
(٢٩) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ

২৫. আমি কি ভূমিকে সৃষ্টি করি নাই ধারণকারীরূপে,

২৬. জীবিত ও মৃতের জন্য?[১৭]

২৭. আমি তাতে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় উচ্চ পর্বতমালা এবং তোমাদের দিয়েছি সুপেয় পানি।[১৮]

২৮. সেইদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য।[১৯]

২৯. তোমরা যাকে অস্বীকার করতে, চল তারই দিকে।[২০]

---

১৭. অর্থাৎ প্রাণীকুল এই মাটির বুকে বসবাস করে এবং মৃতরাও আশ্রয় নেয় এই মাটির গর্ভে। এই মাটি থেকেই সে জীবন লাভ করে এবং মৃত্যুর পরও এই মাটিই হয় তার ঠিকানা। তাহলে এই মাটি থেকে পুনরায় তাকে উত্তোলন করা কঠিন হবে কেন?

আল্লাহ্‌র নিআমত অস্বীকার করার উপায় নেই

১৮. অর্থাৎ এই পৃথিবীর বুকে পর্বতের মতো ভারী এবং কঠিন জিনিসও সৃষ্টি করেছি, যা নিজের স্থান থেকে একটুও হেলে না। এই যমীনের বুকেই প্রবাহিত করেছি পানির ঝর্ণা, যা তরল ও প্রবাহযোগ্য বলেই নিয়মিত বয়ে চলে, অতি সহজে পিপাসুদের পিপাসা নিবৃত্ত করে। সুতরাং যে আল্লাহ্ এ তুচ্ছ যমীনে তাঁর কুদরতের দুই বিপরীতমুখী নমুনা দেখাতে পারেন, জীবন-মৃত্যু ও কঠোরতা-কোমলতার দৃশ্য দেখাতে পারেন, তিনি কি হাশর ময়দানে কঠোরতা-কোমলতা এবং বিকাশ ও বিনাশের বিচিত্র রূপ দৃশ্য দেখাতে পারেন না? উপরন্তু সৃষ্টি করা, বিনাশ করা, জীবন-জীবিকার উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা– এসব কাজই যাঁর কব্জায় নিহিত, তাঁর কুদরত আর নিআমতকে অস্বীকার করা কেমন করে বৈধ হবে?

১৯. তারা মনে করতো যে, একই স্থানে একই সময়ে পূর্বাপর সকল মানুষকে পুণ্য দান আর শাস্তি দানের দুই বিপরীতমুখী ও ভিন্নধর্মী কার্যাবলী কিভাবে আঞ্জাম দেয়া হবে?

২০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এভাবে বলা হবে।

(٣٠) اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ

(٣١) لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ ۙ

(٣٢) اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ

(٣٣) كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۙ

৩০. চল তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে।[২১]
৩১. যে ছায়া শীতল নহে এবং যা ছায়া রক্ষা করে না অগ্নিশিখা হতে।[২২]
৩২. তা উৎক্ষেপ করবে বৃহৎ স্ফুলিঙ্গ অট্টালিকাতুল্য।[২৩]
৩৩. তা পীতবর্ণ উষ্ট্রশ্রেণী সদৃশ।[২৪]

জান্নাতীদের সুখ ও জাহান্নামীদের দুঃখ

২১. হযরত কাতাদা (র) প্রমুখ থেকে বর্ণিত আছে যে, কাফিরদেরকে ছায়াদানের জন্য জাহান্নাম থেকে একটা ধোঁয়া উত্থিত হবে এবং তা বিদীর্ণ হয়ে কয়েক খণ্ডে পরিণত হবে। কথিত আছে যে, তা প্রত্যেক জাহান্নামীকে তিন দিক থেকে বেষ্টন করে নিবে। মাথার উপর এক খণ্ড শামিয়ানার মতো অবস্থান করবে, দ্বিতীয় খণ্ড বাম দিকে এবং তৃতীয় খণ্ড ডান দিকে অবস্থান করবে। হিসাব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা সেই ছায়া তলে অবস্থান করবে। আর ঈমানদার সৎকর্মপরায়ণ লোকেরা মহান আরশের ছায়ায় শান্তিতে অবস্থান করবে।

২২. অর্থাৎ নামমাত্র ছায়া হবে। যার গভীরতা থাকবে না এবং তার দ্বারা সূর্যের তাপ বা আগুনের উত্তাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। অথবা ভেতরের গরম ও তৃষ্ণাও হ্রাস পাবে না।

২৩. সেসব স্ফুলিঙ্গ উঁচু প্রাসাদ বরাবর উঁচু হবে, বা তার অঙ্গার উঁচু প্রাসাদের সমান উঁচু হবে।

২৪. অর্থাৎ উচ্চতার দিক থেকে যদি প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়, তবে উষ্ট্রের সঙ্গে তুলনা হবে বিরাটত্বে। আর যদি বিরাটত্বের দিক থেকে সেই তুলনা হয় তাহলে كانه جملت صفر -এর তাৎপর্য হবে ঃ শুরুতে স্ফুলিঙ্গ হবে প্রাসাদ সম উঁচু। পরে চুরমার হয়ে ছোট হয়ে উটের সমান হয়ে যাবে। অথবা উটের সঙ্গে বর্ণের দিক থেকে তুলনা করা হয়েছে। এই অবস্থায় যারা جملت صفر -এর তরজমা করেছেন 'কালো বর্ণের উট' তাদের এই অর্থই সামঞ্জস্যশীল। কারণ, জাহান্নামের আগুন যে কালো ও অন্ধকারাচ্ছন্ন তা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর আরবরা কালো বর্ণের উটকে পীত বর্ণ এজন্য বলে যে, সাধারণত উট হয় পীত বর্ণের কাছাকাছি। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

(٣٤) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ○

(٣٥) هٰذَا يَوۡمُ لَا يَنۡطِقُوۡنَ ○

(٣٦) وَلَا يُؤۡذَنُ لَهُمۡ فَيَعۡتَذِرُوۡنَ ○

(٣٧) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ○

(٣٨) هٰذَا يَوۡمُ الۡفَصۡلِ ۚ جَمَعۡنٰكُمۡ وَالۡاَوَّلِيۡنَ ○

(٣٩) فَاِنۡ كَانَ لَكُمۡ كَيۡدٌ فَكِيۡدُوۡنِ ○

৩৪. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[২৫]
৩৫. এটা এমন একদিন যেদিন কারো বাকস্ফূর্তি হবে না।[২৬]
৩৬. এবং তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হবে না ওযর পেশ করার।[২৭]
৩৭. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।
৩৮. এটাই ফায়সালার দিন,[২৮] আমি একত্র করেছি তোমাদেরকে এবং পূর্ববর্তীদেরকে।[২৯]
৩৯. তোমাদের কোন কৌশল থাকলে তা প্রয়োগ কর আমার বিরুদ্ধে।[৩০]

---

২৫. যারা মনে করতো যে, কিয়ামত আসবে না, যদি আসেও তবে সেখানেও আমরাই শান্তিতে থাকবো।

হাশর ময়দানের অবস্থা

২৬. অর্থাৎ হাশর ময়দানের কোন কোন স্থানে একেবারেই কথা বলা যাবে না; আর কোন স্থানে কথা বলা গেলেও তা কোন উপকারে আসবে না। এদিক থেকে কথা বলা এবং না বলা উভয়ই সমান।

২৭. কারণ, ওযর পেশ করার এবং তাওবা কবূল করার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে।

২৮. অর্থাৎ যারা দুনিয়ার আদালতের উপর অনুমান করে মনে করে নিয়েছে যে, সেখানেও যদি সুযোগ পাওয়া যায় তবে বাকচতুর্যের দ্বারা এবং কিছু ওযর-আপত্তি পেশ করে ছাড়া পেয়ে যাবো।

২৯. যাতে সকলকে একত্র করার পর পৃথক করে দিবেন এবং চূড়ান্ত ফায়সালা শোনাবেন।

৩০. লও! সকলকে আমরা এখানে সমবেত করেছি। সকলে মিলে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আমাদের পাকড়াও থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য যেসব ব্যবস্থা করতে পারো, করে দেখো। দুনিয়ায় সত্যকে দাবিয়ে রাখার জন্য অনেক ব্যবস্থাই তো গ্রহণ করেছিলে। আজ সেসব ব্যবস্থার কোন একটার কথা স্মরণ করো।

(٤٠) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝

(٤١) اِنَّ الۡمُتَّقِيۡنَ فِىۡ ظِلٰلٍ وَّ عُيُوۡنٍ ۝

(٤٢) وَّ فَوَاكِهَ مِمَّا يَشۡتَهُوۡنَ ۝

(٤٣) كُلُوۡا وَ اشۡرَبُوۡا هَنِيۡٓـئًا ۢ بِمَا كُنۡتُمۡ تَعۡمَلُوۡنَ ۝

(٤٤) اِنَّا كَذٰلِكَ نَجۡزِى الۡمُحۡسِنِيۡنَ ۝

(٤٥) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ۝

(٤٦) كُلُوۡا وَ تَمَتَّعُوۡا قَلِيۡلًا اِنَّكُمۡ مُّجۡرِمُوۡنَ ۝

৪০. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৩১]
৪১. মুত্তাকীরা থাকবে ছায়ায় ও প্রস্রবণ বহুল স্থানে,
৪২. তাদের বাঞ্ছিত ফলমূলের প্রাচুর্যের মধ্যে।[৩২]
৪৩. 'তোমাদের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সহিত পানাহার কর।'[৩৩]
৪৪. এইভাবে আমি সৎকর্ম পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।[৩৪]
৪৫. সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।
৪৬. তোমরা পানাহার কর এবং ভোগ করে নেও অল্প কিছুদিন, তোমরা তো অপরাধী।[৩৫]

---

৩১. যেসব লোক অন্যদের উপর ভরসা করেছিল, তারা কোন না কোনভাবে আমাদেরকে মুক্ত করবে এবং কোন কোন অশিষ্ট দুরাচার তো জাহান্নামের ফেরেশতার সংখ্যা উনিশ শুনে এই মন্তব্য পর্যন্ত করে বেড়াতো বলে বসে যে, এদের মধ্যে ১৭ জনের জন্য তো আমি একাই যথেষ্ট।

৩২. অর্থাৎ প্রথমে আরশের এবং পরে জান্নাতের ছায়া তলে।

মুত্তাকীদের অবস্থা

৩৩. অবিশ্বাসীদের বিপরীতে এখানে মুত্তাকীদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। الاشياء تعرف باضداءها। "বস্তুনিচয় তার বিপরীত বস্তু দ্বারা চেনা যায়।"

৩৪. যারা দুনিয়াতে মুসলমানদেরকে বলতো, মৃত্যুর পর যদি অন্য জীবন থেকে থাকে, তবে সেখানেও আমরা তোমাদের চেয়ে ভালো অবস্থায় থাকবো। এখন তাদেরকে সুখে-শান্তিতে এবং নিজে নিজেদেরকে কষ্ট-কাঠিন্যের মধ্যে দেখে আরো জ্বলে-পুড়ে মরবে এবং লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে।

(٤٧) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ○
(٤٨) وَإِذَا قِيۡلَ لَهُمُ ارۡكَعُوۡا لَا يَرۡكَعُوۡنَ ○
(٤٩) وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ○
(٥٠) فَبِأَيِّ حَدِيۡثٍۭ بَعۡدَهٗ يُؤۡمِنُوۡنَ ○

৪৭. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৩৬]
৪৮. যখন তাদেরকে বলা হয়, 'আল্লাহ্‌র প্রতি নত হও, তারা নত হয় না।'[৩৭]
৪৯. সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্য।[৩৮]
৫০. সুতরাং তারা কুরআনের পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে![৩৯]

---

৩৫. এখানে অবিশ্বাসীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ কয়টা দিন সুখভোগ করো। পরিশেষে এসব খাদ্য-পানীয় খুবই নিকৃষ্টরূপে নির্গত হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট অপরাধী। যার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও মর্ম বিদারী শাস্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। যেন كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا। বলাটা এমন পর্যায়ের যেমন মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামীকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলানোর পূর্বে বলা হয়, কোন আকাঙ্ক্ষা থাকলে বলো, তা পূর্ণ করার চেষ্টা করা হবে।

৩৬. যারা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে নিমগ্ন ছিল, তারা জানতো না যে ফুলের মালা মনে করে যে জিনিসটাকে নিজেদের গলায় পরে নিচ্ছে, তা-তো কালনাগিণী।

৩৭. অর্থাৎ নামাযে বা আল্লাহ্‌র যাবতীয় নির্দেশের সামনে।

কিয়ামতের দিন কাফিরদের আক্ষেপ

৩৮. সেদিন সত্যত্যাগীরা আক্ষেপ করবে, দুনিয়ায় কেন আমরা আল্লাহ্‌র নির্দেশের সামনে মাথানত করিনি। সেখানে মাথানত করলে আজ এখানে মাথা উঁচু থাকতো।

৩৯. অর্থাৎ কুরআনের চেয়ে বেশী পূর্ণাঙ্গ ও প্রভাবশালী বক্তব্য আর কার হতে পারে? অবিশ্বাসীরা যদি তাতে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন না করে তবে আর কোন্ কথায় ঈমান আনবে ? কুরআনের পরও কি তারা অন্য কোন কিতাবের অপেক্ষায় রয়েছে, যা আসমান থেকে নাযিল হবে?

সূরা আন্ নাবা

৪০ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۚ

(٢) عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۙ

(٣) الَّذِىْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۚ

১. তারা একে অপরের নিকট কী বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতেছে?[১]

২. সেই মহাসংবাদ বিষয়ে,

৩. যেই বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য আছে।[২]

লোকেরা কোন কথার খোঁজে এবং কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে ?

১. অর্থাৎ লোকেরা কোন কথার খোঁজে এবং কোন বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যতিব্যস্ত রয়েছে ? বহু খোঁজ-খবর নিয়ে তা তাদের বুঝে আসবে এমন যোগ্যতা কি তাদের আছে? কখনো নেই। অথবা অর্থ এই যে, কাফিররা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও উপহাসের ছলে একে অপরের নিকট অনন্তর রাসূলুল্লাহ্ (সা) ও মু'মিনদেরকেও জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা সাহেব! সেই কিয়ামত কবে আসবে? এতো দেরী কেন হচ্ছে? এখনই কেন এসে পড়ছে না? জানো, কোন্ বিষয় সম্পর্কে তারা প্রশ্ন করছে? তা এক মহান বিরাট বিষয়, যে সম্পর্কে অচিরেই তারা জানতে পারবে। তখন স্বচক্ষে তার ভয়ংকর দৃশ্য অবলোকন করতে পারবে।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের খবর, যে সম্পর্কে মানুষের রয়েছে নানা মত। কেউ তাতে আদৌ বিশ্বাসী নয়। কেউ সন্দেহে পতিত হয়েছে। কেউ বলে, দেহ উঠানো হবে। কেউ

(٤) كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۙ

(٥) ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝

(٦) اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۙ

(٧) وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ

(٨) وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۙ

৪. কখনও না, তাদের ধারণা অবাস্তব, তারা শীঘ্র জানতে পারবে।[৩]

৫. আবার বলি, কখনও না, তারা অচিরেই জানবে।[৪]

৬. আমি কি করি নাই, ভূমিকে শয্যা।[৫]

৭. ও পর্বতসমূহকে কীলক?[৬]

৮. আমি সৃষ্টি করেছি তোমাদেরকে জোড়ায় জোড়ায়[৭],

বলে, আযাব বা সওয়াব– সবই হবে রূহের ওপর দিয়ে, দেহের সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নেই, ইত্যাদি নানা কথা আর নানা মত।

দুনিয়ার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নবী-রাসূলগণ বহু বুঝিয়েছেন

৩. অর্থাৎ দুনিয়ার সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত নবী-রাসূলগণ বহু বুঝিয়েছেন; কিন্তু মানুষ তাদের নানা মত এবং খোঁজ-খবর নেয়া থেকে নিবৃত্ত হবে না কখনো। এখন সেই ভয়ংকর দৃশ্য তাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে। তখন জানতে পারবে, কিয়ামত কি জিনিস এবং তাদের মতভেদ ও জিজ্ঞাসাবাদেরই বা কী মূল্য আছে!

৪. যার উপর সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসবাস করে এবং পার্শ্বপরিবর্তন করে।

৫. যেমন কোন জিনিসে পেরেক ঠুকে দিলে তা স্থানচ্যুত হতে পারে না, তেমনি শুরুতে পৃথিবী যখন কাঁপতো, তখন আল্লাহ্ তা'আলা পর্বত সৃষ্টি করে পৃথিবীর কম্পন-অস্থিরতা দূর করেন। যেন পর্বত দ্বারা পৃথিবী এক ধরনের স্থিতি লাভ করেছে।

৬. অর্থাৎ পুরুষের আরাম-আয়েসের জন্য নারীকে তার জোড়া করে দিয়েছি।

وَمِنْ اٰيٰتِهٖۤ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا -

"আর তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে স্থিতি পাও" (৩০ ঃ ২১)।

অথবা জোড় অর্থ নানা রং, বর্ণ ও নানা আকৃতির লোক ইত্যাদি।

৭. অর্থাৎ সারা দিনের চেষ্টা-শ্রমের পর মানুষ যখন ঘুমায়, তখন তার সব অবসাদ, সব ক্লান্তি-শ্রান্তি দূর হয়ে যায়, যেন ঘুম মানেই শান্তি আর আরাম। ঘুমের সঙ্গে সামঞ্জস্যের কারণে পরে রাত্রের কথা বলা হয়েছে।

(٩) وَّ جَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۙ

(١٠) وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۙ

(١١) وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۪

(١٢) وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۙ

(١٣) وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۪ۙ

(١٤) وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۙ

(١٥) لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۙ

৯. তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম[৮],
১০. করেছি রাত্রিকে আবরণ[৯],
১১. এবং করেছি দিবসকে জীবিকা আহরণের সময়।[১০]
১২. আর নির্মাণ করেছি তোমাদের উর্ধ্বদেশে সুস্থিত সপ্ত আকাশ
১৩. এবং সৃষ্টি করেছি প্রোজ্জ্বল দীপ।[১১]
১৪. এবং বর্ষণ করেছি মেঘমালা হতে প্রচুর বারি। [১২]
১৫. যাতে তদ্দ্বারা আমি উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ,

নিদ্রা ও রাত্র সৃষ্টির রহস্য

৮. মানুষ যেমনি চাদর মুড়ি দিয়ে দেহকে আবৃত করে, তেমনি রজনীর অন্ধকার সৃষ্টিলোককে পর্দায় আবৃত করে। আর যে সব গোপনে করণীয় তা সাধারণত রাতে অন্ধকারেই সেসব কাজ করা হয়। অনুভূতির দিক থেকেও দিনের চেয়ে রাতে কাপড় আবৃত করার প্রয়োজন বেশী হয়। কারণ, তুলনামূলকভাবে রাত্রি কিছুটা ঠাণ্ডা থাকে।

৯. অর্থাৎ সাধারণত আয়-উপার্জনের ধান্দা দিনের বেলাই করা হয়। এর উদ্দেশ্য থাকে নিজের এবং সন্তানাদীর প্রয়োজনের দিক থেকে মনে শান্তি লাভ করা। রাত-দিনের সঙ্গে সম্পর্কের কারণে পরে আকাশসমূহ ও সূর্যের কথা বলা হয়েছে। অথবা বলা যায়, পৃথিবীর বিপরীতে আসমানের উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. অর্থাৎ সুদৃঢ় সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন। এত দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আজ পর্যন্ত তাতে কোন ফাটল ধরেনি।

১১. অর্থাৎ সূর্য, যাতে আলো ও তাপ দুটোই বিদ্যমান।

১২. পানি নিষ্কাশন মেঘমালা অথবা বায়ু।

(١٦) وَّجَنّٰتٍ اَلۡفَافًا ؕ
(١٧) اِنَّ یَوۡمَ الۡفَصۡلِ کَانَ مِیۡقَاتًا ۙ
(١٨) یَّوۡمَ یُنۡفَخُ فِی الصُّوۡرِ فَتَاۡتُوۡنَ اَفۡوَاجًا ۙ
(١٩) وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَکَانَتۡ اَبۡوَابًا ۙ

১৬. ও ঘন সন্নিবিষ্ট উদ্যান।[১৩]
১৭. নিশ্চয় নির্ধারিত আছে বিচার দিবস।[১৪]
১৮. সেদিন শিংগায় ফুৎকার দেওয়া হবে, এবং তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।[১৫]
১৯. আকাশ উন্মুক্ত করা হবে, ফলে তা হবে বহু দ্বারবিশিষ্ট।[১৬]

---

১৩. অর্থাৎ অত্যন্ত ঘন সন্নিবিষ্ট বাগান। অথবা এ অর্থও হতে পারে যে, একই জমিনে নানা ধরনের বৃক্ষ ও বাগান সৃষ্টি করেছি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কুদরতের মহান নিদর্শন রাজি বর্ণনা করে বলে দিয়েছেন, যে আল্লাহ্ এমন কুদরত ও হিকমতের অধিকারী, তাঁর পক্ষে তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা এবং হিসাব-কিতাবের জন্য উত্থিত করা কি খুবই কঠিন হবে? আর এতো বিরাট কারখানাকে শুধু পরিণতিহীনভাবে ছেড়ে দেয়া কি তাঁর হিকমতের পরিপন্থী হবে না? নিশ্চয় দুনিয়ার এ দীর্ঘ ধারাবাহিকতার কোন স্পষ্ট পরিণতি ও ফলাফল অবশ্যই থাকতে হবে। সেই পরিণতিকেই আমরা আখিরাত বলি। যেমন নিদ্রার পর জাগরণের এবং রাতের পর দিবসের পালা আসে। অনুরূপভাবে দুনিয়া শেষ পরিণতির পর আখিরাতের আগমনকেও নিশ্চিত জানা।

ফায়সালার দিন

১৪. ফায়সালার দিন সেইদিন যখন মন্দ থেকে ভালোকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হবে, যাতে উভয়ের মধ্যে কোন রকমের অভিন্নতা ও ঐক্য অবশিষ্ট না থাকে। প্রতিটি ভালো তার খনিতে, এবং প্রতিটি মন্দ তার কেন্দ্রে পৌঁছে যাবে। এটা স্পষ্ট যে, এরূপ পূর্ণাঙ্গ পার্থক্য এ দুনিয়ায় হতে পারে না। কারণ দুনিয়াতে আসমান-যমীন, চন্দ্র-সূর্য, রাত-দিন, শয়ন-জাগরণ, বৃষ্টি-বাদল, বাগান-ক্ষেত, স্ত্রী-পুত্র– সব কিছু ভালো-মন্দে একাকার হয়ে আছে। প্রত্যেক কাফির ও মুসলিম এসব উপকরণ দ্বারা সমভাবে উপকৃত হয়। তাই বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার অবসানে একটা চূড়ান্ত ফায়সালার দিন ধার্য থাকা অপরিহার্য। আল্লাহ্র জ্ঞানে তা নির্ধারিত রয়েছে।

১৫. অর্থাৎ মানুষ বিপুল সংখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এই বিভক্তি হবে তাদের স্ব স্ব আকীদা ও আমলের ভিত্তিতে।

১৬. অর্থাৎ আসমান বিদীর্ণ হয়ে এমন হবে, যেন অসংখ্য প্রবেশ দ্বার। সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করেই অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ

(٢٠) وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝
(٢١) اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝
(٢٢) لِّلطَّاغِيْنَ مَاٰبًا ۝
(٢٣) لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝
(٢٤) لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝
(٢٥) اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝

২০. এবং চলমান করা হবে পর্বতসমূহকে, ফলে সেইগুলো হয়ে যাবে মরীচিকা।[১৭]
২১. নিশ্চয় জাহান্নাম ওঁৎ পেতে রয়েছে।[১৮]
২২. সীমালংঘনকারীদের প্রত্যাবর্তনস্থল।
২৩. সেথায় তারা যুগ যুগ ধরে অবস্থান করবে।[১৯]
২৪. সেথায় তারা আস্বাদন করবে না শৈত্য, না কোন পানীয়—
২৫. ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত[২০];

اَلْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا। "আর যেদিন আকাশ মেঘমালাসহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে নামিয়ে দেয়া হবে" (২৫ ঃ ২৫)।

১৭. যেমন বালুরাশির উপর মরীচিকাকে দূর থেকে পানি বলে ভ্রম হয়, তদ্রূপ বালুরাশির উপর পাহাড় বলে ধারণা হবে, অথচ বাস্তবে তা পাহাড় নয়, নিছক বালির স্তূপে পরিণত হবে।

১৮. অর্থাৎ জাহান্নাম দুষ্ট লোকদের জন্য ওঁৎ পেতে রয়েছে এবং তা হবে পাপীদের ঠিকানা।

১৯. যার কোন সীমা সংখ্যা নেই, যুগের পর যুগ অতিবাহিত হবে, কিন্তু তাদের বিপদের অবসান হবে না।

জাহান্নামের দুঃখ

২০. অর্থাৎ শীতলতার পরশ পাবে না, পাবে না কোন সুপেয় পানীয়, অবশ্য পাবে গরম পানি। যার জ্বালায় মুখ ঝলসে যাবে, নাড়িভুঁড়ি ফেটে পেট থেকে বেরিয়ে পড়বে। অন্য যে বস্তুটি পাওয়া যাবে, তা হবে পুঁজ, যা প্রবাহিত হবে জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান থেকে। 'আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সব ধরনের আযাব থেকে নাজাত দান করুন।'

(٢٦) جَزَآءً وِّفَاقًا ۝
(٢٧) اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝
(٢٨) وَّ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝
(٢٩) وَ كُلَّ شَیْءٍ اَحْصَیْنٰهُ كِتٰبًا ۝
(٣٠) فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِیْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝
(٣١) اِنَّ لِلْمُتَّقِیْنَ مَفَازًا ۝
(٣٢) حَدَآىِٕقَ وَ اَعْنَابًا ۝
(٣٣) وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝

২৬. এটাই উপযুক্ত প্রতিফল।
২৭. তারা কখনও হিসাবের আশংকা করত না,
২৮. এবং তারা দৃঢ়তার সাথে আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করেছিল।[২১]
২৯. সব কিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে।[২২]
৩০. এরপর তোমরা আস্বাদন গ্রহণ কর, আমি তো তোমাদের শাস্তিই শুধু বৃদ্ধি করব।[২৩]
৩১. মুত্তাকীদের জন্য আছে সাফল্য,
৩২. উদ্যান, দ্রাক্ষা,
৩৩. সমবয়স্কা উদ্‌ভিন্ন যৌবনা তরুণী।[২৪]

---

২১. অর্থাৎ যে বস্তু তাদের কাম্য ছিলো না, তা-ই তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে এবং যে বিষয়টিকে অবিশ্বাস করতো, তা-ই স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। এখন দেখে নিক, কেমন করে তারা অবিশ্বাস ও মকরবাজি করেছিল।

২২. অর্থাৎ সব কিছু আল্লাহ্‌র জ্ঞানে রয়েছে এবং সেই সর্বব্যাপী জ্ঞান অনুযায়ী সব কিছু যথারীতি নথিভুক্ত হয়ে আছে। নেক-বদ কোন আমলই তাঁর আয়ত্তের বাইরে নয়। তিলে তিলে হবে ভোগান্তি।

২৩. অর্থাৎ তোমরা যেমন অবিশ্বাস ও অস্বীকার করেই চলেছিলে এবং ইখতিয়ার বহির্ভূত মৃত্যু না এলে অবাধ্যতায় অগ্রসর হতে থাকতে। এখন বড় আযাবের স্বাদ আস্বাদন করো। আমিও শাস্তির মাত্রা বাড়াতে থাকবো। যা কখনো হ্রাস করা হবে না।'

২৪. অর্থাৎ নব যৌবনা রমণী যাদের যৌবন উপচে পড়বে এবং তাদের সকলের বয়স হবে এক সমান।

(٣٤) وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ۞

(٣٥) لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۞

(٣٦) جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۞

(٣٧) رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ

خِطَابًا ۞

(٣٨) يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا ۛ لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ

الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞

৩৪. এবং পূর্ণ পান পাত্র। [২৫]

৩৫. সেথায় তারা শুনবে না অসার ও মিথ্যা বাক্য।[২৬]

৩৬. ইহা পুরস্কার, যথোচিত দান তোমার প্রতিপালকের।[২৭]

৩৭. যিনি প্রতিপালক আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত কিছুর, যিনি দয়াময়[২৮]; তাঁর নিকট আবেদন-নিবেদনের শক্তি তাদের থাকবে না।[২৯]

৩৮. সেই দিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে।[৩০] দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত অন্যেরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে।[৩১]

---

২৫. অর্থাৎ শারাবান তাহুরায় ভরপুর পান পাত্র।

২৬. অর্থাৎ জান্নাতে অনর্থক বা মিথ্যা কথা ও প্রতারণা কিছুই থাকবে না। কেউ কারো সঙ্গে ঝগড়ায় লিপ্ত হবে না, যাতে মিথ্যা বলার আর প্রতারণা করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।

২৭. অর্থাৎ কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব নেয়ার পর পূর্ণমাত্রায় বিনিময় পাওয়া যাবে।

এই বিনিময়ও পাওয়া যাবে দান ও রহমত স্বরূপ

২৮. এই বিনিময়ও পাওয়া যাবে দান ও রহমত স্বরূপ। অন্যথায় এটা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌র উপর কারো ঋণ বা জোর চলে না। মানুষ নিজ আমলের বদৌলতে আযাব থেকে রক্ষা পাবে তা এটা বড়ো কঠিন। আর জান্নাত তো পাওয়া যাবে আল্লাহ্‌র বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহের বদৌলতে। একে আমাদের আমলের বিনিময় সাব্যস্ত করা তাঁর আরো বড়ো অনুগ্রহ ও মর্যাদার বৃদ্ধিকর।

২৯. অর্থাৎ এতটা রহমত ও দয়া সত্ত্বেও তাঁর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য এমন যে, তাঁর সামনে কেউ মুখ খুলতে পারবে না।

(৩৯) ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ○
(৪০) اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا ۚۖ يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ
وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ○

৩৯. এই দিবস সুনিশ্চিত, অতএব যার অভিরুচি সে তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন হোক।[৩২]

৪০. আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম; সেদিন মানুষ তাহার কৃতকর্ম প্রত্যক্ষ করবে[৩৩] এবং কাফির বলবে, "হায়, আমি যদি মাটি হতাম।"[৩৪]

রূহ এর তাৎপর্য

৩০. রূহ বলা হয়েছে প্রাণধারী সৃষ্টিকে অথবা রূহ অর্থ 'রূহুল কুদ্স' অর্থাৎ জিব্রাঈল (আ)। কোন কোন তাফসীরকারের মতে রূহ অর্থ সেই মহান রূহ যার থেকে উৎপত্তি হয়েছে অসংখ্য রূহ বা আত্মার। আল্লাহ্ সর্বাধিক অবগত।

৩১. অর্থাৎ তাঁর দরবারে কোন ব্যক্তি যে কথা বলবে, তা তাঁর অনুমতিক্রমেই বলবে এবং এমন কথাই বলবে, যা যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত। যেমন কোন অযোগ্য ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করবে না। সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য তারা, যারা দুনিয়াতে সবচেয়ে সত্য ও যথার্থ কথা বলেছে, অর্থাৎ বলেছে, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

৩২. অর্থাৎ সেদিনের আগমন অবশ্যম্ভাবী। এখন যে কেউ নিজের কল্যাণ কামনা করে, তার উচিত, সেদিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

৩৩. অর্থাৎ আগে-পরের ভালো-মন্দ সব কার্যকলাপ সম্মুখে হাযির করা হবে।

৩৪. অর্থাৎ যদি মৃত্তিকাই থাকতাম মানুষ না হতাম। মানুষ হওয়াতেই তো এ হিসাব-কিতাবের মুসীবতে পড়তে হয়েছে।

সূরা নাযিআত

৪৬ আয়াত, ২ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ

(٢) وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ

(٣) وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ

(٤) فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ

১. শপথ তাদের যারা নির্মমভাবে উৎপাটন করে।[১]
২. এবং যারা মৃদুভাবে বন্ধনমুক্ত করে দেয়।[২]
৩. এবং যারা তীব্র গতিতে সন্তরণ করে।
৪. আর যারা দ্রুতবেগে অগ্রসর হয়।[৩]

---

১. অর্থাৎ সেসব ফেরেশতার শপথ, যারা কাফিরদের শিরা-উপশিরায় প্রবেশ করে কঠোরতার সঙ্গে টানা-হেঁচড়া করে তাদের রূহ বের করবে।

ফেরেশতার কর্মকাণ্ড

২. অর্থাৎ যেসব ফেরেশতা মু'মিনের দেহ থেকে প্রাণের বন্ধন খুলে দেবেন, এরপর তা স্বেচ্ছায়-সানন্দে তার লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাবে, যেমন কারো বন্ধন খুলে দিলে সে মুক্ত হয়ে ভেগে যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এখানে রূহের কথা বলা হচ্ছে, দেহের কথা নয়। সৎলোকের রূহ আনন্দে আলমে কুদ্‌স-এ ছুটে যায় এবং অসৎ লোকের রূহ পলায়ন করে। এরপর সেদিকে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

৩. অর্থাৎ যেসব ফেরেশতা রূহ বহন করে দ্রুত গতিতে ছুটে যান যমীন থেকে আসমানে, যেন তাঁরা বিনা বাধায় পানিতে সাঁতার কাটেন, এরপর সেসব রূহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র যে হুকুম হয়, তা পালন করার জন্য দ্রুত এগিয়ে যান।

(٥) فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۝
(٦) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۝
(٧) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝
(٨) قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۝
(٩) اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۝
(١٠) يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۝
(١١) ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۝

৫. এরপর যারা সকল কর্ম নির্বাহ করে।[৪]
৬. সেই দিন প্রথম শিংগাধ্বনি প্রকম্পিত করবে।[৫]
৭. তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগাধ্বনি।[৬]
৮. কত হৃদয় সেদিন সন্ত্রস্ত হবে।
৯. তাদের দৃষ্টি ভীতি-বিহবলতায় নত হবে।[৭]
১০. তারা বলে, 'আমরা কি পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তিত হবই—
১১. 'গলিত অস্থিতে পরিণত হওয়ার পরও?'

---

৪. অর্থাৎ তারপর সেসব রূহ সম্পর্কে সওয়াবের হুকুম হোক, বা আযাবের হুকুম, তার যে কোনটির ব্যবস্থা করেন। অথবা এর উদ্দেশ্য সেসব সাধারণ ফেরেশতা, যারা প্রাকৃতিক জগতের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। প্রথম অর্থই স্পষ্ট। আন্-নাযিআত, আন্-নাশিরাত ইত্যাদির অর্থ নির্ণয়ে আরো অনেক উক্তি আছে। আমরা হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র)-এর তরজমার আলোকে ব্যাখ্যা করেছি।

৫. অর্থাৎ প্রথম দফা শিঙ্গায় ফুৎকার দিলে পৃথিবী প্রকম্পিত হবে।

৬. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ অব্যাহতভাবে (একের পর এক) ভূমিকম্প হতে থাকবে।" অধিকাংশ মুফাস্‌সির অর্থ করেছেন শিঙ্গায় দ্বিতীয়বার ফুৎকার দেয়া। আল্লাহই ভালো জানেন।

৭. অর্থাৎ দুশ্চিন্তা ও ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়ার ফলে অন্তর ছটফট করবে এবং অপমান ও অনুতাপে চক্ষু হবে অধঃমুখী।

(١٢) قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ

(١٣) فَاِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ

(١٤) فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۗ

(١٥) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ

(١٦) اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ

(١٧) اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ

১২. তারা বলে, 'তাই যদি হয় তবে তো এটা সর্বনাশা প্রত্যাবর্তন।'[৮]

১৩. এটাতো কেবল এক বিকট আওয়াজ।

১৪. তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব হবে।[৯]

১৫. তোমার নিকট মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছিয়েছে কি?[১০]

১৬. যখন তার প্রতিপালক পবিত্র উপত্যকা তুওয়ায় তাকে আহ্বান করে বলেছিলেন।[১১]

১৭. 'ফিরআওনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে।'

কবর নামক গর্তে চলে যাওয়ার পর আমাদেরকে কি আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে?

৮. অর্থাৎ কবর নামক গর্তে চলে যাওয়ার পর আমাদেরকে কি আবার জীবনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে? পঁচা-গলা হাড়ের মধ্যে পুনরায় প্রাণের সঞ্চার হবে, তা তো আমাদের বুঝেই আসে না। এমনটি ঘটে থাকলে আমাদের জন্য তা হবে বড়ই ক্ষতিকর। কারণ, সেই জীবনের জন্য আমরা তো কোন সঞ্চয় করিনি। এসব কথা বলবে উপহাসের ছলে। অর্থাৎ মুসলমানরা আমাদের ব্যাপারে এরকম মনে করে। অথচ মৃত্যুর পর সেখানে অন্য কোন জীবনই থাকবে না। ক্ষতির তো কোন প্রশ্নই উঠে না।

৯. অর্থাৎ এই লোকেরা এটাকে খুব কঠিন কাজ মনে করছে, অথচ আল্লাহ্‌র কাছে এসব কাজ হয়ে যাবে নিমিষে। এক হুংকারে অর্থাৎ শিঙ্গায় এক ফুৎকারে আগে-পরের সকলকেই হাশর ময়দানে দণ্ডায়মান দেখা যাবে। পরে এই হুংকারের একটা সংক্ষিপ্ত ও অতি সাধারণ হুমকির যা দুনিয়ার এক বড়ো অহংকারীকে দেয়া হয়েছিল। অথবা এরূপ বলা যায় যে, অবিশ্বাসীদেরকে শুনানো হচ্ছে, তোমাদের পূর্বেকার বড়ো বড়ো অবিশ্বাসীদের কেমন পরিণতি হয়েছিল।

১০. এই ঘটনা কয়েক স্থানে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

১১. অর্থাৎ তূর পর্বতের নিকট।

(١٨) فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ

(١٩) وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ

(٢٠) فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۖ

(٢١) فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ

(٢٢) ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۖ

(٢٣) فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ

(٢٤) فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۖ

১৮. এবং বল, 'তোমার কি আগ্রহ আছে যে, তুমি পবিত্র হও—

১৯. 'আর আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের পথে পরিচালিত করি, যাতে তুমি তাঁকে ভয় কর?'[১২]

২০. এরপর সে তাকে মহানিদর্শন দেখাল।[১৩]

২১. কিন্তু সে অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল।

২২. এরপর সে পশ্চাৎ ফিরে প্রতিবিধানে সচেষ্ট হল।[১৪]

২৩. সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল।[১৫]

২৪. আর বলল, 'আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।'

ফিরআওনের প্রতি উপদেশ

১২. অর্থাৎ তোমার যদি সংশোধন হওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌র হুকুমে আমি তোমার সংশোধন করতে পারি এবং তোমাকে এমন পথের দিশা দিতে পারি, যে পথে চললে তোমার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় এবং তাঁর পূর্ণ মাআরিফাত বদ্ধমূল হবে। কারণ, পূর্ণ মাআরিফাত ছাড়া আল্লাহ্‌র ভয় অন্তরে জাগ্রত হওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। জানা গেল যে, হযরত মূসা (আ)-এর উদ্দেশ্য ফিরআওনের সংশোধনও ছিল। কেবল বনী ইসরাঈলকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করাই তাঁকে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো না।

১৩. অর্থাৎ মূসা (আ) সেখানে পৌছে আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছান এবং তার উপর দলীল-প্রমাণ সম্পূর্ণ করার জন্য 'লাঠি' সাপে রূপান্তরিত হওয়ার সেই বিরাট মু'জিযা দেখান।

১৪. অর্থাৎ সেই অভিশপ্ত অনুসারী কোথায় ছিল যে মূসা (আ)-এর মুজিযার মুকাবিলা করার জন্য জাদুকরদের সংগ্রহের উদ্দেশ্যে লোকজনকে সমবেত করার ফিকিরে বহির্গত হয়।

১৫. অর্থাৎ সবচেয়ে বড়ো প্রভু তো আমি। এই মূসা কার প্রেরিত?

(٢٥) فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَ الْاُوْلٰى ۝

(٢٦) اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۝

(٢٧) ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ؕ بَنٰهَا ۝

(٢٨) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۝

(٢٩) وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَ اَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۝

(٣٠) وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۝

২৫. এরপর আল্লাহ্ তাকে আখিরাতে ও দুনিয়াতে কঠিন শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।[১৬]
২৬. যে ভয় করে তার জন্য তাতে অবশ্যই শিক্ষা রয়েছে।[১৭]
২৭. তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই ইহা নির্মাণ করেছেন।[১৮]
২৮. তিনি এর ছাদকে সুউচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।
২৯. আর তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন এর সূর্যালোক।[১৯]
৩০. এবং পৃথিবীকে ইহার পর বিস্তৃত করেছেন।[২০]

---

১৬. অর্থাৎ এখানে (পৃথিবীর) পানিতে ডুবেছে এবং ওখানে (আখিরাতে) আগুনে দগ্ধিভূত হবে।

১৭. অর্থাৎ এই ঘটনায় চিন্তা করার এবং শিক্ষা গ্রহণ করার মতো অনেক বিষয় রয়েছে। তবে এজন্য শর্ত হচ্ছে, মানুষের অন্তরে ভয় থাকতে হবে।

যোগসূত্র ঃ মধ্যখানে মূসা (আ) ও ফিরআওনের ঘটনা আলোচিত হয়েছে প্রতিবাদ স্বরূপ। সামনে অগ্রসর হয়ে আলোচনা আবার কিয়ামতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে।

১৮. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করা (আর তা-ও একবার সৃষ্টি করার পর) আসমান, যমীন ও পর্বতমালা সৃষ্টি করার চেয়ে বেশী কঠিন নয়। তাঁকে যখন এতো বড়ো বড়ো জিনিসের স্রষ্টা স্বীকার করো, তখন নিজেদের পুনঃ সৃষ্টিতে ইতস্তত কেন?

আসমানের কথা চিন্তা করো

১৯. অর্থাৎ আসমানের কথা চিন্তা করো। কত উঁচু, কত মজবুত। কেমন স্বচ্ছ সমতল এবং একটা শক্তিশালী ব্যবস্থাপনা ও শৃংখলার সাথে তার সূর্যের গতির সঙ্গে দিবা-রাত্রির ধারাবাহিকতা স্থাপন করেছেন। রজনীর অন্ধকারে তার এক দৃশ্য এবং দিনের আলোয় দৃষ্টি গোচর হয় তার ভিন্নতর রূপ।

২০. আসমান ও যমীনের মধ্যে আগে কোনটি সৃষ্টি করা হয়েছে এই বিষয়ে ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে আমরা আলোচনা করেছি, সম্ভবত (৪১ নং) সূরা ফুসসিলাত (হা-মীম আস-সাজদা)-এ।

(٣١) اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ○
(٣٢) وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا ○
(٣٣) مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ○
(٣٤) فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ○
(٣٥) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ○
(٣٦) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ○

৩১. তিনি তা হতে বহির্গত করেছেন তার পানি ও তৃণ।[২১]
৩২. এবং পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন।[২২]
৩৩. এই সমস্ত তোমাদের ও তোমাদের আন'আমের ভোগের জন্য।[২৩]
৩৪. এরপর যখন মহাসংকট উপস্থিত হবে,
৩৫. মানুষ যা করেছে তা সে সেই দিন স্মরণ করবে,
৩৬. এবং প্রকাশ করা হবে জাহান্নাম দর্শকদের জন্য।[২৪]

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ রাগেব ইসফাহানী 'দাহা' শব্দের অর্থ লিখেছেন– কোন বস্তুকে তার স্বস্থান থেকে হটিয়ে দেয়া। সম্ভবত এ শব্দে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা বর্তমান কালের গবেষণার ফল। মূলত পৃথিবী হচ্ছে কোন বৃহৎ সৌরমণ্ডলের একটা অংশ, যাকে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

২১. অর্থাৎ তিনি নদী ও ঝরনা প্রবাহিত করেছেন; এরপর পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন সবুজ গাছ-গাছালি।

২২. যা স্বস্থান থেকে বিচ্যুৎ হয় না এবং পৃথিবীকেও বিশেষ কোন অস্থিতিশীলতা থেকে নিরাপত্তা বিধায়ক।

তোমাদের উচিত, সেই মহান নিআমতদাতার শুকরিয়া আদায় করা

২৩. অর্থাৎ এই ব্যবস্থা না হলে তোমাদের এবং তোমাদের জন্তু-জানোয়ারের কাজ কিভাবে চলতো? এসব বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ ও সুখ দানের জন্য। তোমাদের উচিত, সেই মহান নিআমতদাতার শুকরিয়া আদায় করা। তোমাদেরকে বুঝতে হবে, যে মহান শক্তিধর ও মহাজ্ঞানী এরূপ মহান ব্যবস্থাপনা করে রেখেছেন, তিনি কি তোমাদের পচা-গলা অস্থি-পঞ্জরে প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন না? তোমাদের উচিত, তাঁর কুদরত স্বীকার করে নেয়া এবং তাঁর নিআমতের শুকরিয়া আদায়ে নিয়োজিত থাকা। অন্যথায় যখন কিয়ামতের সেই মহাদুর্যোগ শুরু হবে এবং সমস্ত কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত করা হবে, তখন ভীষণ অনুতাপ করতে হবে।

২৪. অর্থাৎ জাহান্নামকে এমনভাবে জন-সমক্ষে উপস্থিত করা হবে, যাতে সকলেই তা দেখতে পায়, মধ্যখানে কোন অন্তরাল থাকবে না।

(٣٧) فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ

(٣٨) وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ

(٣٩) فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ۗ

(٤٠) وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ

(٤١) فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۗ

(٤٢) يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰهَا ۗ

(٤٣) فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ۗ

(٤٤) اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰهَا ۗ

৩৭. অনন্তর যে সীমালংঘন করে,
৩৮. এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দেয়।[২৫]
৩৯. জাহান্নামই হবে তার আবাস।
৪০. পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে এবং প্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রাখে।[২৬]
৪১. জান্নাতই হবে তার আবাস।
৪২. তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'কিয়ামত সম্পর্কে', 'তা কখন ঘটিবে?[২৭]
৪৩. এর আলোচনার সঙ্গে তোমার কী সম্পর্ক!
৪৪. এর পরম জ্ঞান আছে তোমার প্রতিপালকেরই নিকট।[২৮]

---

২৫. অর্থাৎ আখিরাতের উপর দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, উত্তম মনে করে দুনিয়াকে গ্রহণ করেছে এবং আখিরাতকে বিস্মৃত হয়েছে।

আল্লাহ্‌র সামনে হিসাব দেয়ার জন্য দাঁড়াবার চিন্তা

২৬. অর্থাৎ যে ব্যক্তি একথা চিন্তা করে শংকিত হয়েছে, একদিন আমাকে আল্লাহ্‌র সামনে হিসাব দেয়ার জন্য দাঁড়াতে হবে। এই শংকার কারণে নিজের নফসের খাহেশ মতো চলেনি, বরং তাকে দমন করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, অনুগত করেছে আল্লাহ্‌র বিধানের, তবে তার ঠিকানা জান্নাত ছাড়া অন্য কোথাও নয়।

২৭. অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সেই মুহূর্তটি কখন আসবে এবং কখন হবে কিয়ামত?

২৮. অর্থাৎ ঠিক নির্দিষ্ট করে কিয়ামতের আগমন মুহূর্ত বলে দেয়া আপনার কাজ নয়, যতই সওয়াল-জওয়াব করো না কেন, শেষ পর্যন্ত এর জ্ঞান আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ

(٤٥) اِنَّمَآ اَنۡتَ مُنۡذِرُ مَنۡ يَّخۡشٰهَا ؕ

(٤٦) كَاَنَّهُمۡ يَوۡمَ يَرَوۡنَهَا لَمۡ يَلۡبَثُوۡۤا اِلَّا عَشِيَّةً اَوۡ ضُحٰهَا ٪

৪৫. যে তার ভয় রাখে তুমি কেবল তার সতর্ককারী।[২৯]

৪৬. যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে!

করতে হবে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন; "জিজ্ঞেস করতে করতে তারা কিয়ামত পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, অথচ সকলেই এ সম্পর্কে বেখবর।'

কিয়ামতের খবর শুনিয়ে লোকদেরকে সতর্ক করা

২৯. অর্থাৎ আপনার কাজ হচ্ছে কিয়ামতের খবর শুনিয়ে লোকদেরকে সতর্ক করা। এখন যার অন্তরে নিজ পরিণতি সম্পর্কে কোন ভয় থাকবে অথবা পরকালকে ভয় করার যোগ্যতা থাকবে, সে শুনে সতর্ক হবে এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। যেন আপনার সতর্ক করা পরিণতির দিক থেকে কেবল সেসব লোকের জন্য ফলপ্রসূ হয়েছে যাদের মধ্যে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা আছে। অন্যথায় অযোগ্য লোকেরা তো পরিণতি সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে এসব অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে রয়েছে যে, কোন্ দিনে, কোন্ সালে, কোন্ তারিখে কিয়ামত আসবে ?

সূরা আবাসা

৪২ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) عَبَسَ وَتَوَلّٰٓى ۙ

১. সে ভ্রূকুঞ্চিত করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল।[১]

আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উম্মু মাকতূমের ঘটনা

১. মহানবী (সা) কুরায়শ দলপতিদেরকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বুঝাচ্ছিলেন। এমন সময় একজন অন্ধ মুসলমান (ইব্‌ন উম্মু মাকতূম) সেখানে হাযির হন এবং মহানবী (সা)-কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! অমুক আয়াত কিরূপ? আল্লাহ্ আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। অসময়ে তাঁর এসব জিজ্ঞাসা মহানবী (সা)-এর কাছে অমনোপূত মনে হলো। হয়ত তাঁর খেয়াল হয়েছিল, আমি তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত। এসব নেতৃস্থানীয় কুরায়শ নেতা ঠিক মতো বুঝে ইসলাম গ্রহণ করলে অনেকেরই মুসলমান হওয়ার আশা আছে। ইব্‌ন উম্মু মাকতূম তো মুসলমান আছেই। তাঁর বুঝবার ও তালীম হাসিল করার অনেক সুযোগ রয়েছে। আমার কাছে যে এসব প্রভাবশালী লোক বসে আছে, তা-তো সে দেখতে পাচ্ছে না। এরা হিদায়াত হয়ে গেলে হাজার হাজার লোক হিদায়াতের পথে আসতে পারে। আমি তাদেরকে বুঝাচ্ছি। আর সে নিজের কথা বলেই যাচ্ছে। সে এতটুকুও বুঝতে পারছে না যে, আমি তাদের দিক থেকে মুখ সরিয়ে যদি তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তাহলে তাদের কাছে তা কেমন বেমানান ঠেকবে। হয়তো এরপর তারা আর আমার কথা শুনতেই চাইবে না। যাহোক, নবী (সা) অসন্তুষ্ট হলেন এবং অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাঁর চেহারায় প্রকাশ পেলো। এ উপলক্ষে আলোচ্য আয়াতগুলো নাযিল হয়। হাদীসে উল্লেখ আছে ঃ এরপর যখনই সেই অন্ধ মহানবী (সা)-এর খিদমতে হাযির হতেন, তিনি তাকে অনেক সম্মান প্রদর্শন করে বলতেন, مَرْحَبًا بِمَنْ عَاتَبَنِىْ فِيْهِ رَبِّىْ "স্বাগতম সেই ব্যক্তিকে, যার প্রসঙ্গে আমার মালিক আমাকে শাসিয়েছেন"।

(٢) اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى ۞

(٣) وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰٓى ۞

(٤) اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۞

(٥) اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۞

(٦) فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۞

(٧) وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۞

২. কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি আসল।[২]
৩. তুমি কেমন করে জানবে– সে হয়ত পরিশুদ্ধ হত,
৪. অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসত।[৩]
৫. পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না,
৬. তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছো।
৭. অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দায়িত্ব নেই।[৪]

---

২. অর্থাৎ এক অন্ধের আগমনে মহানবী (সা) অসন্তুষ্ট হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। অন্ধের অক্ষমতা, বিনয় ও যথার্থ অন্বেষার প্রতি বেশি লক্ষ্য আরোপ করা তাঁর জন্য সমীচীন ছিল। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "এ বাণী যেন অন্যদের সামনে রাসূল সম্পর্কে অভিযোগ (আর এ কারণে তৃতীয় পুরুষ পদবাচ্যে উল্লেখ করা হয়েছে) আর পরে স্বয়ং রাসূলকেই সম্বোধন করা হয়েছে"। শাসনের প্রাক্কালেও ব্যাপারটিকে সরাসরি মহানবী (সা)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে হয়নি। এটা বক্তার পরম শালীনতা ও মর্যাদা এবং সম্বোধিত ব্যক্তির প্রতিও চরম সম্মান প্রদর্শন বিশেষজ্ঞরা এমত ব্যক্ত করে বলেন, পরে বর্ণনার ধারা পরিবর্তন করে মহানবী (সা)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এজন্য, যাতে আল্লাহ্ নবীর প্রতি বিমুখ হয়েছেন– এমন কোন সন্দেহ মনে না জাগে। ওপরন্তু পরবর্তী বিষয়টা পূর্ববর্তী বিষয় থেকে হাল্কা। আল্লাহ্-ই ভালো জানেন।

৩. অর্থাৎ সেই অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন সত্যানুসন্ধানী। তোমার কি জানা আছে যে, তোমার দৃষ্টি আরোপের বদৌলতে তার অবস্থার উন্নতি সাধিত হতো এবং তার আত্মা পরিশুদ্ধ হয়ে যেতো? অথবা তোমার কোন কথা তার কানে যেতে এবং সে তা নিষ্ঠার সাথে চিন্তা করতো ও হৃদয়ঙ্গম করতো, শেষ পর্যন্ত সেই কথা কোন সময় তার কাজেও লাগতো।

যারা নিজের আত্মগর্ব ও অহমিকাবশে সত্যের কোন পরোয়া করে না

৪. অর্থাৎ যারা নিজের আত্মগর্ব ও অহমিকাবশে সত্যের কোন পরোয়া করে না, তাদের অহংবোধ তাদেরকে অনুমতি দেয় না আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সম্মুখে অবনত

(৮) وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝

(৯) وَهُوَ يَخْشٰى ۝

(১০) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝

(১১) كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝

(১২) فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهُ ۝

৮. অন্যপক্ষে যে তোমার নিকট ছুটে আসল,
৯. আর সে সশংকচিত্ত।[৫]
১০. তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে।[৬]
১১. না, এই আচরণ অনুচিত, ইহা তো উপদেশবাণী;
১২. যে ইচ্ছা করবে, সে এটা স্মরণ রাখবে।[৭]

হতে, আপনি তাদের পিছনে লেগে আছেন, যাতে কোন ভাবে তারা মুসলমান হয়ে যায়। তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার প্রভাব অন্যদের উপরও পড়বে। অথচ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই যে, এসব দাম্ভিক-আস্ফালনকারীরা কেন আপনার হিদায়াতে ঠিক হলো না? প্রচার করাই ছিল আপনার কর্তব্য। আপনি সেই কর্তব্য পালন করেছেন এবং করে যাচ্ছেন। এই বেপরোয়া ব্যক্তিদের চিন্তায় আপনার এতোটা নিবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন নেই যে, সত্যিকার অন্বেষণকারী ও নিষ্ঠাবানদের বঞ্চিত হওয়ার উপক্রম হয়। অথবা বিষয়টির বাহ্য দিক দেখে সাধারণ লোকদের মনে এমন ধারণা জাগে যে, ধনীদের প্রতিই আল্লাহ্র রাসূলের মনোনিবেশ বেশী নিম্নস্তরের গরীবদের প্রতি কম। এই অহেতুক ধারণা ছড়াবার ফলে ইসলাম প্রচারের কাজে যে ক্ষতি হতে পারে, ঐ ক'জন অহংকারী মুসলমান হওয়ায় যে লাভের আশা করা যায়, তার চেয়ে এর ক্ষতি বেশি।

আল্লাহ্র ভয়

৫. অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় করে, অথবা ভয় লেগে আছে যে, আপনার সাক্ষাত পাওয়া যাবে কিনা? উপরন্তু সেতো অন্ধ মানুষ, তার হস্ত ধারণ করার কেউ নেই, তাই তার ভয় হয়, রাস্তার কোথাও যদি ঠোকর খায়, কোন কিছুর সঙ্গে যদি ধাক্কা লাগে, অথবা এই মনে করে ভয় হয় যে, সে যাচ্ছে তো আপনার কাছে, দুশমনরা যদি উত্যক্ত করে?

৬. অথচ হিদায়াত দ্বারা উপকৃত হওয়ার আশা এমন লোকদের থেকেই করা যায়। আশা করা যায়, এমন লোকরাই ইসলামের কাজে আসবে। কথিত আছে যে, এই অন্ধ বুযুর্গই বর্ম পরিধান করে ঝাণ্ডা হাতে নিয়ে কাদেসিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন এবং সেখানে যুদ্ধ ক্ষেত্রেই শাহাদত বরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন।

(١٣) فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝

(١٤) مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۝

(١٥) بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝

(١٦) كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝

(١٧) قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ۝

(١٨) مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝

১৩. উহা আছে মর্যাদা সম্পন্ন লিপিসমূহে

১৪. যা উন্নত, পবিত্র।[৮]

১৫, ১৬. মহান, পূত-চরিত্র লিপিকর হস্তে লিপিবদ্ধ।[৯]

১৭. মানুষ ধ্বংস হোক! সে কত অকৃতজ্ঞ![১০]

১৮. তিনি তাকে কোন বস্তু হতে সৃষ্টি করেছেন?

---

৭. অর্থাৎ অহংকারী ধনীরা যদি কুরআন পাঠ না করে এবং কুরআনের উপদেশে কর্ণপাত না করে, তবে তারা নিজেদেরই ক্ষতি করে। কুরআন তাদের কোন পাত্তাই দিবে না। আপনারও প্রয়োজন নেই এতোটা তাদের পিছনে লাগার। একটা সাধারণ উপদেশ ছিল, যা করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণ কামনা করে, সে কুরআন পাঠ করবে এবং বুঝবে।

এই হতভাগারা কুরআনকে মেনে নিলে কি কুরআনের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে?

৮. অর্থাৎ এই হতভাগারা কুরআনকে মেনে নিলে কি কুরআনের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে? কুরআন তো এমন এক গ্রন্থ, যার আয়াতগুলো আসমানে অতিশয় সম্মানিত, যার মর্যাদা অতি উচ্চ এবং অতি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন পত্রে যা লিখিত আর দুনিয়াতে নিষ্ঠাবান ঈমানদাররাও কুরআন মজীদের পাতাগুলোকে অতীত সম্মান ও মর্যাদা এবং পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে উঁচু স্থানে রাখে।

৯. অর্থাৎ সেখানে ফেরেশতারা তা লিপিবদ্ধ করেন এবং তদনুযায়ী ওহী নাযিল হয়। আর এখানেও কাগজের বুকে যারা কুরআন মজীদ লিখেন, যারা সংকলন ও সংগ্রহ করেন, তাঁরা নিতান্ত বুযুর্গ, নেক্কার, পবিত্র আত্মা এবং ফেরেশতা স্বভাবের বান্দা। এরা সব ধরনের হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে কুরআন মজীদকে মুক্ত ও পবিত্র রেখেছেন।

১০. অর্থাৎ কুরআনের মতো এত বড় নিআমতের কোন কদর করেনি এবং আল্লাহ্‌র কোন অধিকারও স্বীকার করেনি।

(١٩) مِنْ نُّطْفَةٍ ۭ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝

(٢٠) ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝

(٢١) ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝

(٢٢) ثُمَّ اِذَا شَآءَ اَنْشَرَهٗ ۝

১৯. শুক্রবিন্দু হতে তিনি তাকে সৃষ্টি করেন[১১], পরে তার পরিমিত বিকাশ সাধন করেন।[১২]
২০. এরপর তার জন্য পথ সহজ করে দেন।[১৩]
২১. তৎপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন।[১৪]
২২. এরপর যখন ইচ্ছা তিনি তাকে পুনর্জীবিত করবেন।[১৫]

নিজের উৎস সম্পর্কে যদি একটু চিন্তা করে দেখতো

১১. অর্থাৎ নিজের উৎস সম্পর্কে যদি একটু চিন্তা করে দেখতো যে, কোন্ বস্তু থেকে তার উৎপত্তি হয়েছে? তুচ্ছ মূল্যহীন এক বিন্দু পানি থেকে, যাতে নড়া-চড়া, অনুভূতি, রূপ-সৌন্দর্য, ও জ্ঞান-বুদ্ধি কিছুই ছিল না। আল্লাহ্ আপন মেহেরবানীতে সব কিছুই দিয়েছেন। যার সম্পূর্ণ বাস্তবতা মাত্র এটুকু, তার জন্য এই বাগাড়ম্বর কি শোভা পায় যে, স্রষ্টা ও সত্যিকার নিআমতদাতা এতো মহা মযার্দাপূর্ণ উপদেশ নাযিল করেছেন আর এই নির্লজ্জ বেহায়া নিজের মূল বাস্তবতা ও মালিকের সমস্ত নিআমতকে বিস্মৃত হয়ে কোন সেই উপদেশের পাত্তাই দেয় না ? হে অনুগ্রহভোলা ব্যক্তি! কিছু লজ্জা তো তোমার অন্তত থাকা উচিত ছিল।

১২. অর্থাৎ হস্ত-পদ ইত্যাকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং দৈহিক শক্তি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে ও পরিমাপে রেখেছেন। কোন জিনিসই অযথা, খাপছাড়া, বেমানান ও তাৎপর্যহীনভাবে স্থাপন করেননি।

১৩. অর্থাৎ ঈমান ও কুফ্রী এবং ভালো-মন্দের জ্ঞান দান করেছি, অথবা মাতৃগর্ভ থেকে সহজে বের করেছি।

১৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পর তার লাশ কবরে রাখার ব্যবস্থা দান করেছি, যাতে জীবিতদের সামনে অযথা অমর্যাদা না হয়।

১৫. অর্থাৎ যিনি একবার জীবন ও মৃত্যু দিয়েছেন তিনি যখন ইচ্ছা, পুনরায় জীবিত করে কবর থেকে উত্থিত করার ক্ষমতা রাখেন। কারণ, এখন কেউ তাঁর ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়নি– (নাউযুবিল্লাহ)। যাই হোক, সৃষ্টি করে দুনিয়াতে আনা, এরপর মৃত্যু দিয়ে আলমে বরযখে নিয়ে যাওয়া, পুনরায় জীবিত করে হাশর ময়দানে দাঁড় করানো– এসমস্ত বিষয় যাঁর মুষ্টিবদ্ধ রয়েছে, তাঁর উপদেশ উপেক্ষা ও অবিশ্বাস করা এবং তাঁর নিআমতকে তুচ্ছ জ্ঞান করা কি কোন মানুষের জন্য শোভনীয়?

(٢٣) كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝

(٢٤) فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝

(٢٥) اَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝

(٢٦) ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ۝

(٢٧) فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ۝

(٢٨) وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ۝

(٢٩) وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ۝

(٣٠) وَّحَدَآئِقَ غُلْبًا ۝

২৩. না, কখনও না, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন সে এখনও তা পুরাপুরি করে নাই।[১৬]
২৪. মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক।[১৭]
২৫. আমিই প্রচুর বারি বর্ষণ করি;
২৬. এরপর আমি ভূমি প্রকৃষ্টরূপে বিদারিত করি।[১৮]
২৭. এবং তাতে আমি উৎপন্ন করি শস্য;
২৮. দ্রাক্ষা, শাক-সবজি,
২৯. যায়তূন, খর্জুর,
৩০. বহুবৃক্ষ বিশিষ্ট উদ্যান,

---

১৬. অর্থাৎ মানুষ কখনো তা মালিকের অধিকার চিনতে পারেনি এবং যা কিছু নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা এখনও পর্যন্ত পালন করেনি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ ইব্ন কাছীর (র) বলেন, كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا اَمَرَهٗ -কে- ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهٗ-এর সংযুক্ত করেছেন। অর্থাৎ তিনি যখন চাইবেন, জীবিত করে তুলবেন, এখনই এটা করা যায় না। কেননা বিশ্ববাসী সম্পর্কে তাঁর যে প্রাকৃতি ও নির্ধারিত বিধান রয়েছে এখনো তার বিনাশ ঘটাননি।

১৭. প্রথমে মানুষের জন্ম দান ও মৃত্যু ঘটানোর কথা উল্লেখ হয়েছে। এখন তার জীবন-জীবিকার উপকরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হচ্ছে।

একটি দূর্বা ঘাসেরও কি মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা ছিল ?

১৮. অর্থাৎ একটি দূর্বা ঘাসেরও কি মাটি ভেদ করে বেরিয়ে আসার ক্ষমতা ছিল ? এটা কুদরতী হাতের খেলা, যা মাটিকে বিদীর্ণ করে তা থেকে নানা রকম খাদ্য-শস্য, ফল-মূল,শাক-সবজি; তরকারি ইত্যাদি বের করে আনে।

(٣١) وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ۝

(٣٢) مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۝

(٣٣) فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ۝

(٣٤) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ۝

(٣٥) وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ۝

(٣٦) وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ۝

(٣٧) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ۝

(٣٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ۝

৩১. ফল এবং গবাদি খাদ্য,

৩২. এটা তোমাদের ও তোমাদের আনআমের ভোগের জন্য।[১৯]

৩৩. যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে।[২০]

৩৪. সেদিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে ।

৩৫. এবং তার মাতা, তার পিতা,

৩৬. তার পত্নী ও তার সন্তান হতে;

৩৭. সেদিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন গুরুতর অবস্থা যাহা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে।[২১]

৩৮. অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল,

---

১৯. অর্থাৎ কোন কোন জিনিস তোমাদের কাজে লাগে এবং কোন কোন জিনিস কাজে লাগে তোমাদের গবাদি পশুর।

২০. অর্থাৎ এমন কঠিন আওয়াজ, যাতে কান বধির হয়ে যায় এর অর্থ– শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার আওয়াজ।

প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে

২১. অর্থাৎ তখন প্রত্যেকে নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন কেউ কাউকে জিজ্ঞেসও করবে না। বরং কেউ যদি আমার নেকী চেয়ে বসে, বা কেউ যদি তার প্রাপ্য দাবী করে বসে– এই ধারণায় একে অপর থেকে পলায়ন করবে।

(٣٩) ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ۚ

(٤٠) وَوُجُوهٌ يَّوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۙ

(٤١) تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ۚ

(٤٢) أُولَٰٓئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۚ

৩৯. সহাস্য ও প্রফুল্ল।[২২]
৪০. এবং অনেক মুখমণ্ডল সেদিন হবে ধূলি-ধূসর।[২৩]
৪১. সেইগুলোকে আচ্ছন্ন করবে কালিমা।
৪২. এরাই কাফির ও পাপাচারী।[২৪]

---

২২. অর্থাৎ মু'মিনদের চেহারা ঝলমল করবে ঈমানের নূরে এবং হাস্যোজ্জ্বল হবে পরম আনন্দে।

কাফিরদের চেহারা ছেয়ে যাবে কুফরীর পংকিলতায়

২৩. অর্থাৎ কাফিরদের চেহারা ছেয়ে যাবে কুফরীর পংকিলতায় তার উপর পাপাচারের কালিমা তাকে আরো বেশী অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলবে।

২৪. অর্থাৎ নির্লজ্জ কাফিরকে যতই বুঝাও, সে একটুও গলবে না, আল্লাহ্‌কেও ভয় করবে না এবং সৃষ্টিকুলকেও লজ্জা করবে না।

সূরা তাকভীর

২৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اِذَا الشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ۞

(٢) وَاِذَا النُّجُوۡمُ انۡكَدَرَتۡ ۞

(٣) وَاِذَا الۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ ۞

(٤) وَاِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ۞

১. সূর্যকে যখন নিষ্প্রভ করা হবে।[১]
২. যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে।[২]
৩. পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে।[৩]
৪. যখন পূর্ণগর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে।[৪]

---

১. যেন তার আলো বিচ্ছুরণকারী প্রলম্বিত রশ্মিকে– গুটিয়ে রাখা হবে এবং সূর্যকে করা হবে আলোহীন, পনির কাটার চাক্কির মতো। অথবা সূর্য আদৌ থাকবে না।

২. অর্থাৎ নক্ষত্র বিচ্ছিন্ন হয়ে নীচে পতিত হবে এবং তার আলো নিষ্প্রভ হয়ে যাবে।

৩. অর্থাৎ বাতাসে উড়বে।

কিয়ামতের বিভীষিকা

৪. উট আরবের সর্বোত্তম সম্পদ। আর বাচ্চা দেয়ার নিকটবর্তী দশ মাসের গর্ভবতী উট দুগ্ধ ও বাচ্চার আশায় আরো বেশী প্রিয়। কিন্তু কিয়ামতের ভয়ংকর ভূমিকম্পের সময় এমন প্রিয়, সুদর্শন ও মূল্যবান সম্পদও কেউ জিজ্ঞেস করবে না, মালিকেরও হুঁশ থাকবে না এমন মূল্যবান সম্পদের খবর নেয়ার।

(٥) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۝

(٦) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝

(٧) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ۝

(٨) وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ۝

(٩) بِأَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝

৫. যখন বন্য পশু একত্র করা হবে।[৫]
৬. সমুদ্র যখন স্ফীত করা হবে।[৬]
৭. দেহে যখন আত্মা পুনঃসংযোজিত হবে।[৭]
৮. যখন জীবন্ত সমাধিস্থ কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে।
৯. 'কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল ?'[৮]

নাফসী নাফসী অবস্থা

৫. অর্থাৎ বনের হিংস্র পশুরা যেগুলো মানুষের ছায়া দেখেই পলায়ন করে, ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শহরের জনপদে এসে ঢুকে পড়বে এবং গবাদি পশুর সঙ্গে মিশে যাবে, যেমন প্রায়ই দেখা যায় ভয়ের সময়। কয়েক বছর আগে গঙ্গা ও যমুনা নদীতে প্লাবন এলে লোকজন দেখতে পায় যে, একটা ভেলা ভেসে যাচ্ছে। একই ভেলায় আশ্রয় নিয়েছে মানুষ, সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি, কেউ কাউকে বিরক্ত করছে না। সকলেরই 'ইয়া নাফসী ইয়া নাফসী' অবস্থা। নিজের চিন্তায় সকলেই ব্যতিব্যস্ত। তীব্র শীতের মৌসুমেও কোন কোন হিংস্র জন্তু বন-জঙ্গল থেকে এসে নগরে-জনপদে প্রবেশ করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কোন কোন তাফসীরকার 'হুশেরাত' শব্দের অর্থ করেন 'মেরে ফেলা'। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেন মেরে তুলে আনা।

৬. অর্থাৎ সমুদ্রের পানি গরম হয়ে ধূম্র ও অগ্নিতে পরিণত হয়ে তীব্র গরম হয়ে হাশর ময়দানে কাফিরদেরকে কষ্ট দিবে এবং চুলার আগুনের ন্যায় ফুৎকার দিলে দাউ দাউ করে লাফিয়ে উঠবে।

কাফিরের সঙ্গে কাফিরকে এবং মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানকে যুক্ত করা হবে

৭. অর্থাৎ কাফিরের সঙ্গে কাফিরকে এবং মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানকে যুক্ত করা হবে। আবার ভালো অথবা মন্দ কাজ যারা করেছে, তাদেরকেও যুক্ত করা হবে স্ব-স্ব প্রকৃতির কর্ম সম্পাদনকারীর সঙ্গে। আকীদা, আমল ও আখলাক ইত্যাদির ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হবে পৃথক পৃথক দল। অথবা এর অর্থ হবে– দেহের সঙ্গে আত্মার সংযোগ সাধন।

৮. আরবে প্রচলিত প্রথা ছিল– পিতা নিজের কন্যাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর-নির্দয়ভাবে জীবন্ত ভূগর্ভে পুঁতে ফেলতো। কেউ কেউ এই নিষ্ঠুর কাজ করতো অভাব-অনটন ও

(١٠) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝

(١١) وَإِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝

(١٢) وَإِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝

(١٣) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ۝

(١٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ۝

(١٥) فَلَآ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝

১০. যখন আমলনামা উন্মোচিত হবে,
১১. যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে।[৯]
১২. জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে।
১৩. এবং জান্নাত যখন সমীপবর্তী করা হবে।[১০]
১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কী নিয়ে আসছে।[১১]
১৫. আমি শপথ করি পশ্চাদপসরণকারী নক্ষত্রের।[১২]

বিবাহ-শাদী উপলক্ষে খরচ-পাতির আশংকায়। আর কারো কারো কাছে কন্যা সন্তান ছিল লজ্জার কারণ। তারা বলতো, আমরা কাউকে কন্যা দান করলে তাকে আমাদের জামাতা বলা হবে। কুরআন সতর্ক করে দিচ্ছে, সেই মজলুম কন্যাদের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তবে কোন্ অপরাধে তাদেরকে হত্যা করেছিলে? এটা মনে করবে না, সন্তান আমাদের, তাদের সঙ্গে আমরা যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারি। বরং তারা তোমাদের সন্তান বিধায় তাদের প্রতি জুলুম করা গুরুতর জঘন্য অপরাধ।

৯. যেমন যবাহ করার পর জন্তুর খাল ছিলে ফেলা হয়, এর ফলে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও শিরা-উপশিরা প্রকাশ পায়, আসমান উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় তার উপরকার জিনিস দৃষ্টিগোচর হবে এবং মেঘমালা নীচে নেমে আসবে। এই সম্পর্কে يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ (২৫ : ২৫) আয়াতের অধীনে উল্লিখিত হয়েছে।

১০. অর্থাৎ অত্যন্ত জোরেশোরে উত্তপ্ত করা হবে জাহান্নামের আগুন। আর জান্নাতকে আনা হবে মুত্তাকীদের নিকটে, রওনক ও সৌন্দর্য দর্শনে এক অদ্ভুত ও অনাবিল আনন্দ লাভ হবে।

১১. অর্থাৎ প্রত্যেকেই সকলেই জানতে পারবে যে, সে নেকী বা বদীর কী পুঁজি সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

(١٦) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۙ
(١٧) وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۙ
(١٨) وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۙ

১৬. যা প্রত্যাগমন করে ও অদৃশ্য হয়।
১৭. শপথ নিশার যখন তার অবসান হয়।[১৩]
১৮. আর উষায় যখন তার আবির্ভাব হয়।[১৪]

গ্রহ-নক্ষত্রের গতি

১২. কতিপয় গ্রহের (যেমন শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল, শুক্র এবং বুধ) গতি এমন যে, কখনো পশ্চিম থেকে পূর্বে গমন করে আর এটা হচ্ছে নক্ষত্রের সোজা গতিপথ, আবার কখনো থমকে গিয়ে উল্টো দিকে গমন করে। আবার কখনো সূর্যের নিকটে এসে দীর্ঘদিন অদৃশ্য থাকে।

১৩. অথবা যখন অবসান হতে থাকে। শব্দটির দুটি অর্থ রয়েছে– বিস্তৃত হওয়া, অবসান হওয়া।

১৪. হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লিখেন, 'যেন সমুদ্রে সাতাররত মাছের সঙ্গে সূর্যের তুলনা করা হয়েছে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে তার আলো বিস্তারকে তুলনা করা হয়েছে মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। যেমন মাছ সমুদ্রে চলাচল করে দৃষ্টির অগোচরে গোপনে এবং তার নিঃশ্বাস ফেলার ফলে পানিতে বুদ্বুদ উঠে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উদিত হওয়ার পূর্বে এবং আলো ছড়াবার আগে সূর্যের অবস্থা। আবার কেউ কেউ বলেন, 'ভোরের দম ফেলা'-কে রূপক অর্থে ভোরের মৃদুমন্দ বায়ুর রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে যা প্রবাহিত হয় বসন্তকালের ভোরবেলা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ পরবর্তী বিষয়ের সঙ্গে এসব শপথের যোগসূত্র এই যে, উক্ত নক্ষত্রসমূহের গতি, স্থিতি, আবর্তন ও অন্তর্ধান, এসব হচ্ছে পূর্ববর্তী নবীদের উপর বারবার ওহীর আগমন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত তার নিদর্শন বিদ্যমান থাকা, এরপর বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্তর্ধান হওয়া, আবার অন্তর্ধান হওয়ার একটা নমুনা আর রজনীর আগমন হচ্ছে সেই অন্ধকার যুগের নমুনা যা পৃথিবীর উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছিল খাতিমুল মুরসালীন মহানবী (সা)-এর সৌভাগ্যময় জন্মগ্রহণের পূর্বে তখন ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা কোন মানুষের মধ্যে ছিলো না এবং ওহীর নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপর সুবহে সাদিকের উদয় হয়েছে এ পৃথিবীতে মহানবী (সা)-এর আগমনে এবং কুরআন মজীদের অবতরণে। কারণ, মহানবী (সা) ও কুরআনের আগমন সমুদয় বস্তুকে হিদায়াতের নূর দ্বারা দিবালোকের উজ্জ্বল করে দিয়েছে। যেন পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের নূর ছিল তারকা সদৃশ এবং এই মহানূরকে বলতে হয় উজ্জ্বল দেদীপ্যমান সূর্য।

(১৯) اِنَّهٗ لَقَوۡلُ رَسُوۡلٍ کَرِیۡمٍ ۙ
(২০) ذِیۡ قُوَّۃٍ عِنۡدَ ذِی الۡعَرۡشِ مَکِیۡنٍ ۙ
(২১) مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِیۡنٍ ؕ

১৯. নিশ্চয়ই এই কুরআন সম্মানিত বার্তাবহের আনীত বাণী।১৫
২০. যে সামর্থ্যশালী আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাসম্পন্ন।
২১. যাকে সেথায় মান্য করা হয় এবং সে বিশ্বাসভাজন।

কবি কি চমৎকারই না বলেছেন ঃ

فانهشمس فضل هم كواكبها * يظهرن انوارها للناس فى الظلم
حتى اذا طلعت فى الكون عم هدا * هاالعالمين واجيت سائر الامم

"তিনি ছিলেন ফযীলত ও মর্যাদার সূর্য আর তাঁরা ছিলেন সূর্যের তারকা বা উপগ্রহ।
প্রকাশ করেছেন মানুষের জন্য অন্ধকারে নূর।
এমন কি যখন উদয় হয় জগতে সূর্য, ছড়িয়ে পড়ে হিদায়াত
সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য, আর জীবিত হয় সকল জাতি।"

আর কোন কোন আলিম বলেন যে, তারকারাজির সোজা গতি, প্রত্যাবর্তন ও অন্তর্ধান এসব হচ্ছে ফেরেশতাদের আগমন, প্রত্যাবর্তন এবং আলমে মালাকূত-এ গিয়ে অন্তর্ধান সদৃশ। আর রজনীর প্রস্থান ও ভোরের আগমন হলো কুরআনের মাধ্যমে কুফরীর অন্ধকার দূরীভূত হওয়া হিদায়াতের নূর পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হওয়া সদৃশ্য। এই আলোচনায় যেসব বিষয়ে শপথ করা হয়েছে তার সাথে যার অনুকূলে শপথ করা হয়েছে তার মধ্যকার সামঞ্জস্য অধিক স্পষ্ট হয়েছে।

হযরত জিবরাঈল (আ)-এর বৈশিষ্ট্য

১৫. এখানে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। তাৎপর্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে আমাদের কাছে কুরআন মজীদ পৌঁছানোর দু'টি মাধ্যম রয়েছে। (এক) ওহীবাহক ফেরেশতা (জিবরাঈল) এবং (দুই) মহানবী (সা)। তাদের উভয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারলে কুরআন মজীদ যে সত্য এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, সে ব্যাপারে আর কোন রকম সন্দেহ অবশিষ্ট থাকে না। কোন রিওয়ায়েত বা বিবরণের বিশুদ্ধতা স্বীকার করে নেয়ার জন্য সর্বোচ্চ বিবরণদাতা তিনিই হতে পারেন যিনি সর্বোচ্চ পর্যায়ের বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য, ন্যায়পরায়ণ, নীতিবান, স্মৃতিশক্তির অধিকারী আমানতদার। তার নিকট থেকে যারা বিবরণ নকল করেন তাদের দৃষ্টিতে তিনি মর্যাদাবান ব্যক্তিত্ব। নামকরা বিশ্বস্ত বর্ণনাকারিগণ আমানতদারি ইত্যাদির উপর পূর্ণ আস্থাবান এবং এ কারণেই তার কথা কোন রকম উচ্চবাচ্য ছাড়াই মেনে

(২২) وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ○
(২৩) وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ○

২২. আর তোমাদের সাথী উন্মাদ নহে।[১৬]
২৩. সে তো তাকে স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছে।[১৭]

নেন। হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মধ্যে এই সকল গুণই বিদ্যমান আছে। তিনি কারীম (মর্যাদাবান), যাঁর অতি উচ্চ ও উন্নত মানের তাক্ওয়া গুণের এবং পবিত্র ও নির্মল চরিত্রের অধিকারী হওয়া অপরিহার্য। اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সম্মান পাওয়ার যোগ্য, যে আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বেশী মুত্তাকী (৪৯ ঃ ১৩)। আর হাদীস শরীফে আছে ঃ اَلْكَرَمُ التَّقْوٰى "তাক্ওয়াই হচ্ছে মর্যাদা"।

তিনি অতিশয় শক্তিশালী। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি স্মৃতিশক্তি, নীতিপরায়ণতা ও বক্তব্য পেশের শক্তিও পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব। আল্লাহ্র নিকট তাঁর উচ্চ মর্তবা রয়েছে, আল্লাহ্র দরবারে তাঁর নৈকট্য ও প্রভাব অন্য সকল ফেরেশতার চেয়ে বেশী। আসমানের ফেরেশতারা তাঁর কথা মানেন, এবং তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করেন। কারণ, তিনি যে আমানতদার, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, সে ব্যাপারে কারো কোন সংশয় নেই। এতো হচ্ছে ফেরেশতাকূলের মধ্যকার রাসূলের অবস্থা। সামনে অগ্রসর হয়ে পরে মানুষ-রাসূলের অবস্থা শুনুন।

নবুওয়াত লাভের পূর্বে চল্লিশ বছর তিনি তোমাদের সঙ্গে ছিলেন

১৬. অর্থাৎ নবুওয়াত লাভের পূর্বে চল্লিশ বছর তিনি তোমাদের সঙ্গে ছিলেন, আর তোমরা ছিলে তাঁর সঙ্গে। এতো দীর্ঘকাল পর্যন্ত তোমরা তাঁর গোপন ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই পরীক্ষা করেছো, তাঁর সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছো। একবারের জন্যও তাঁর মধ্যে মিথ্যা, প্রতারণা বা পাগলামির মতো কোন কিছু দেখতে পাওনি। তোমরা সর্বদা স্বীকার করে এসেছ তাঁর সত্যবাদিতা, আমানতদারি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞার কথা। এখন অকারণে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী বা পাগল বলতে পার কি করে ? ইনি কি তোমাদের সেই সঙ্গী নন, যাঁর বিন্দু-বিন্দু অবস্থা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই তোমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে? এখন তাঁকে পাগল বলা পাগলামি ছাড়া আর কিছুই নয়।

১৭. অর্থাৎ মহানবী (সা) পূর্ব দিগন্তে তাঁর প্রকৃত দৈহিক গঠনে তাঁকে (জিবরাঈলকে) স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন, এ কারণে এমন কথাও বলতে পার না যে, হতে পারে দেখতে গিয়ে বা চিনতে গিয়ে কোন সংশয় ঘটে থাকবে। যাঁকে ফেরেশতা মনে করেছেন, আসলে হয়তো তিনি ফেরেশতা-ই ছিলেন না। ইতিপূর্বে সূরা নাজম-এ বলা

(٢٤) وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۚ
(٢٥) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۙ
(٢٦) فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۚ
(٢٧) اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۙ

২৪. সে অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে কৃপণ নহে। ১৮
২৫. এবং ইহা অভিশপ্ত শয়তানের বাক্য নহে।১৯
২৬. সুতরাং তোমরা কোথায় চলেছ? ২০
২৭. এটাতো শুধু বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ।২১

হয়েছে ঃ فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى "তিনি স্থির হলেন (নিজ আকৃতিতে প্রকাশ পেলেন) তখন তিনি ছিলেন ঊর্ধ্ব দিগন্তে (৫৩ ঃ ৬-৭)।"

পয়গাম্বর সব ধরনের গাইবের খবর দেন

১৮. অর্থাৎ এই পয়গাম্বর সব ধরনের গাইবের খবর দেন– অতীত সম্পর্কে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কেও। অথবা খবর দেন তিনি আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে, শরীআতের বিধান সম্পর্কে, নানা ধর্মের সত্যতা-অসত্যতা সম্পর্কে, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থা সম্পর্কে এবং মৃত্যু পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে। আর এসব বিষয়ে বলার ক্ষেত্রে তিনি সামান্যও কার্পণ্য করেন না, বিনিময় দাবি করেন না, নজরানা চান না, বখশিশও কামনা করেন না। তাহলে তাঁর জন্য গণক উপাধি কি করে মানানসহই হতে পারে ? গণক তো বলে গাইবের একটা আংশিক-অসম্পূর্ণ কথা, তাও শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে। আর তা বলার ক্ষেত্রেও সে এতোই কৃপণ যে, মিষ্টি-নযরানা ইত্যাদি আদায় না করা পর্যন্ত মুখ থেকে একটা শব্দও বের করে না। নবী-রাসূলগণের জীবন চরিতের গণকদের মর্যাদার কী তুলনা, কী সম্পর্ক!

১৯. আচ্ছা শয়তান কেন এ ধরনের সৎকাজ ও আল্লাহ্ ভীতির কথা শিক্ষা দিতে যাবে, যার মধ্যে রয়েছে সরাসরি বনী আদমের কল্যাণ আর অভিশপ্তের নিজের জন্য দুর্নাম ও নিজের ভর্ৎসনা?

২০. অর্থাৎ যখন মিথ্যা, পাগলামি, ধারণা-কল্পনা, জাদু-মন্ত্র ইত্যাদির সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে গেলো, তখন সত্য ও ন্যায় ছাড়া আর কী অবশিষ্ট থাকে? এরপর এমন উজ্জ্বল স্পষ্ট পথ ত্যাগ করে বিভ্রান্ত হয়ে ছুটে চলেছো কোথায়?

কুরআন সম্পর্কে তোমরা যে সব অলীক ধারণার জন্ম দাও সবই মিথ্যা

২১. কুরআন সম্পর্কে তোমরা যে সব অলীক ধারণার জন্ম দাও সবই মিথ্যা, সবই ভুল। তোমরা কুরআনের বিষয়বস্তু ও তার হিদায়াত সম্পর্কে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে

(٢٨) لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝

(٢٩) وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

২৮. তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চাই, তার জন্য।[২২]

২৯. তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন।[২৩]

যে, তা সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সত্যিকার উপদেশনামা ও পূর্ণাঙ্গ কার্যকর সংবিধান গোটা মানব জাতি ইহকাল ও পরকালের যুক্তি ও কল্যাণ এই কুরআনের সঙ্গেই যুক্ত-জড়িত রয়েছে।

২২. অর্থাৎ কুরআন বিশেষ করে সেসব লোকের জন্য হিদায়াত, যারা সোজা পথে চলতে চায়, যারা বিদ্বেষ ও চক্রতা অবলম্বন করে না। কেননা এই প্রকৃতির লোকই উপকৃত হবে এ উপদেশ দ্বারা।

২৩. অর্থাৎ কুরআন স্বয়ং একটি উপদেশনামা, কিন্তু তা ক্রিয়াশীল হওয়া আল্লাহ্র মর্যীর উপর নির্ভরশীল। কারো জন্য আল্লাহ্র মর্যী তা ক্রিয়াশীল এবং কারো জন্য তাদের নিকৃষ্ট চিন্তা-চেতনার কারণে তা ক্রিয়াশীল হয় না।

সূরা ইনফিতার

১৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۙ

(٢) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ

(٣) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ

(٤) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۙ

(٥) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۙ

১. আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে।
২. যখন নক্ষত্রমণ্ডলী, বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে।
৩. সমুদ্র যখন উদ্বেলিত হবে।[১]
৪. এবং যখন কবর উন্মোচিত হবে।[২]
৫. তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী অগ্রে পাঠায়েছে ও কী পশ্চাতে রেখে গিয়েছে।[৩]

১. অর্থাৎ সমুদ্রের পানি স্থলভাগে উপচে পড়বে, অবশেষে মিঠা ও লোনা পানি একাকার হয়ে যাবে।

২. অর্থাৎ যে সব বস্তু ভূগর্ভে ছিল, তা উপরে উঠে আসবে। মৃত ব্যক্তিরা কবর থেকে উত্তোলিত হবে।

ভালো-মন্দ সবকিছু সম্মুখে উপস্থিত হবে

৩. অর্থাৎ ভালো-মন্দ যে কাজ করেছে বা করেনি, জীবনের প্রথম দিকে করেছে বা শেষ দিকে, তার প্রতিক্রিয়া পেছনে রেখে এসেছে বা আসেনি সবই ঐ সময় সম্মুখে উপস্থিত হবে।

(٦) يَاأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۙ

(٧) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۙ

(٨) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۙ

(٩) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ۙ

৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল?[৪]
৭. যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এরপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন।[৫]
৮. যেই আকৃতিতে চেয়েছেন, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।[৬]
৯. না, কখনই না, তোমরা তো শেষ বিচারকে অস্বীকার করে থাক[৭];

---

৪. অর্থাৎ সেই মহান পালনকর্তার প্রাপ্য কি এই ছিল যে, তুমি নিজের অজ্ঞতা ও বোকামিতে গর্বিত হয়ে এবং তাঁর ধৈর্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর নাফরমানী করবে এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ জবাব দিবে কুফরী, অবাধ্যতা ও বিদ্রোহের মাধ্যমে। তাঁর দয়া দেখে তোমার তো আরো বেশী লজ্জিত হওয়া উচিত ছিল এবং সেই মহাধৈর্যশীলের অসন্তুষ্টিকে ভয় করা উচিত ছিল আরো বেশী। সন্দেহ নেই তিনি কারীম-দয়াবান। কিন্তু তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং প্রজ্ঞাময়ও। তাহলে তাঁর একটা গুণ গ্রহণ করে অন্যান্য গুণ সম্পর্কে চক্ষু বন্ধ করে নেয়া অহংকার প্রতারণা ছাড়া আর কী হতে পারে?

৫. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "ঠিক করেছেন দেহে এবং ভারসাম্যপূর্ণ করেছেন স্বভাবে"। অথবা তাৎপর্য এই যে, তোমার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গ্রন্থি ঠিকঠাক করেছেন এবং হিকমত অনুযায়ী সে সবে পরিমিতি রেখেছেন, এরপর শারীরিক উপাদান ও উত্তাপে ভারসাম্য সৃষ্টি করেছেন।

সকলের আকার-আকৃতিতে কম-বেশী পার্থক্য রেখেছেন

৬. অর্থাৎ সকলের আকার-আকৃতিতে কম-বেশী পার্থক্য রেখেছেন। প্রত্যেককে দান করেছেন ভিন্ন ভিন্ন আকার-আকৃতি, রং-রূপ। আর সামগ্রিকভাবে মানুষের আকৃতিকে করেছেন সমস্ত প্রাণীর আকৃতির চেয়ে উত্তম। আগেকার যুগের কোন কোন মনীষী এর তাৎপর্য বলেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তোমাকে গর্দভ, কুকুর ও শূকরের আকৃতিতেও সৃষ্টি করতে পারতেন। তার এই ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিছক দয়া ও অভিপ্রায় দ্বারা মানুষের রূপ দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যাই হোক, যে আল্লাহ্‌র এই কুদরত, এই দান তাঁর সঙ্গে কি মানুষের এমন আচরণ করা উচিত ?

৭. অর্থাৎ মানুষের বিভ্রান্ত হওয়ার, প্রতারিত হওয়ার অন্য কোন কারণ নেই। আসল কথা হচ্ছে, ইনসাফের দিনের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসই নেই। এ কারণে তোমরা যা

(١٠) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ

(١١) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ

(١٢) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ○

(١٣) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۚ

(١٤) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ ۚ

(١٥) يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ○

(١٦) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ ۗ

(١٧) وَمَا أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ

১০. অবশ্যই আছে তোমাদের জন্য তত্ত্বাবধায়কগণ;
১১. সম্মানিত লিপিকরবৃন্দ;
১২. তারা জানে তোমরা যা কর।[৮]
১৩. পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে;[৯]
১৪. এবং পাপাচারীরা থাকবে জাহান্নামে;
১৫. তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে[১০];
১৬. তারা তা হতে অন্তর্হিত হতে পারবে না।
১৭. কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?

ইচ্ছা, তা-ই কর। তোমরা মনে করছো, কোন হিসাব-কিতাব হবে না, হবে না কোন জিজ্ঞাসাবাদ। এখানে আমরা যে সব কাজ করছি, তা কে তা লিখে রাখবে? কে তা সংরক্ষণ করবে ? মরে গেলেই সব কিস্‌সা শেষ।

তত্ত্বাবধায়কের পরিচয়

৮. যাঁরা না খিয়ানত করেন, আর না কোন কাজ নথিভুক্ত করা ত্যাগ করেন। তোমাদের কোন আমল তাঁদের কাছে গোপন নেই। এক এক করে সব আমল যখন এভাবে যত্ন করে লিখে রাখা হচ্ছে, তখন এসব দফতর কি শুধু অকেজো ফেলে রাখা হবে? না, কখনো না। নিঃসন্দেহে সকলের আমল তার সম্মুখে উপস্থিত হবে। তার ভালো-মন্দ ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এর বিস্তারিত বিবরণ পরে দেয়া আছে।

৯. যেখানে সদা-সর্বদা সব রকমের ভোগবিলাস ও আরাম-আয়েশ থাকবে। সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার আশংকা লেগে থাকলে সুখ-শান্তি হতো কেমন করে?

(১৮) ثُمَّ مَآ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۝
(১৯) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ۖ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ ۝

১৮. আবার বলি, কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কী জান?
১৯. সেইদিন একের অপরের জন্য কিছু করবার সামর্থ্য থাকবে না[১১], এবং সেইদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ্‌র।[১২]

---

১০. অর্থাৎ দোযখ থেকে পলায়ন করে বিচ্ছিন্ন হতেও পারবে না এবং তাতে প্রবেশ করার পর বেরও হতে পারবে না কখনো, সেখানেই থাকতে হবে চিরকাল।

১১. তোমরা যতোই চিন্তা-ভাবনা করবে, সেই ভয়ংকর দিনের পূর্ণ চিত্র হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। সংক্ষেপে কেবল এতোটুকু বুঝে নাও যে, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের যতো সম্পর্ক আছে, সেদিন নাস্তানাবুদ হয়ে যাবে। সকলেই 'ইয়া নাফ্‌সী ইয়া নাফসী' বলে চিৎকার জুড়ে দিবে। কেউ রাজাধিরাজ আল্লাহ্‌র অনুমতি ব্যতীত কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না। বিনয়, চাটুকারিতা, তোষামোদ, ধৈর্য-সবর কোন কিছুই কাজে আসবে না। إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبِّىْ। "অবশ্য আল্লাহ্ যার প্রতি রহম করেন"।

সেদিন কেবল তাঁরই কর্তৃত্ব চলবে

১২. অর্থাৎ দুনিয়াতে যেমন কর্তৃত্ব চলে প্রজাদের উপর বাদশাহর, সন্তানদের উপর পিতা-মাতার এবং অধীনস্থদের উপর মুনীবের, তেমনি সেদিন খতম হয়ে যাবে সমস্ত কর্তৃত্ব। একচ্ছত্রে রাজাধিরাজের হুকুম ছাড়া সেদিন কারো নিঃশ্বাস ফেলারও ক্ষমতা থাকবে না। সেদিন প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে কেবল এককভাবে হুকুম চলবে, চলবে এবং দৃশ্যে-অদৃশ্যে সমস্ত কাজ থাকবে কেবল তাঁরই নিয়ন্ত্রণে।

সূরা মুতাফ্‌ফিফীন

৩৬ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝

(٢) الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝

(٣) وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝

১. দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়,
২. যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে
৩. এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।[১]

যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ

১. মানুষের নিকট থেকে নিজের প্রাপ্য পুরোপুরি আদায় করা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু এখানে তা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য বিষয়টির নিন্দা করা নয়, বরং কম দেয়ার নিন্দাকে আরো জোরদার করাই এর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কম দেয়া যদিও সরাসরি নিন্দনীয় কাজ, কিন্তু একই সাথে যদি নিজের প্রাপ্য আদায় করার সময় অন্যদের প্রতি মোটেই খেয়াল না রাখা হয়, তবে তা আরো বেশী নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্যের প্রতি খেয়াল রাখে তার মধ্যে যদি একটি দোষ থেকে থাকে তবে তার মধ্যে একটা গুণও আছে। সুতরাং প্রথম ব্যক্তির দোষ যদিও কঠোর আপত্তিকর। আর যেহেতু কম দেয়ার নিন্দা করাই আসল উদ্দেশ্য, তাই এ আলোচনায় পরিমাপ ও ওজন করা উভয়ই উল্লেখ করাই সংগত যাতে যথার্থ স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মাপতে গিয়েও কম ঘাটতি করে এবং ওজন করতে গিয়েও ঘাটিত করে। আর যেহেতু পুরাপুরি আদায় করা স্বয়ং নিন্দনীয় নয়, তাই

(٤) اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۙ

(٥) لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۙ

(٦) يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ؕ

(٧) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ؕ

(٨) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ؕ

(٩) كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ؕ

(١٠) وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ

৪. তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে।[২]
৫. মহাদিবসে?
৬. যেদিন দাঁড়াবে সমস্ত মানুষ জগতসমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে।[৩]
৭. কখনও না[৪], পাপাচারীদের আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।
৮. সিজ্জীন সম্পর্কে তুমি কী জান ?
৯. তা চিহ্নিত 'আমলনামা।
১০. সেইদিন মন্দ পরিণাম হবে মিথ্যাচারীদের।[৫]

সেক্ষেত্রে একটার উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। বিশেষভাবে ওজন করার উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, আরবে এবং বিশেষ করে মদীনায় ওজন করার প্রচলন ছিল বেশী। এছাড়াও বিশেষভাবে ওজন-এর উল্লেখ করার আরো অনেক কারণ থাকতে পারে।

২. অর্থাৎ তাদের যদি মনে হতো যে, মৃত্যুর পর একদিন পুনরায় উত্থিত হতে হবে এবং আল্লাহ্‌র সম্মুখে সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যের হিসাব দিতে হবে, তাহলে কখনো তারা এরূপ আচরণ করতো না।

৩. কখন রাব্বুল আলামীন তাজাল্লী দেখাবেন এবং কখন হিসাব-নিকাশ করে আমাদের পক্ষে কোন ফায়সালা শুনাবেন?

৪. অর্থাৎ এমন দিন আসবে না এমন ধারণা কখনও করো না। সেদিন অবশ্যই আসবে এবং সে জন্য নেকি-বদির আমলনামা স্বস্ব দফতরে বিন্যস্ত করে রাখা হয়েছে।

সিজ্জীন শব্দের ব্যাখ্যা

৫. অর্থাৎ 'সিজ্জীন' একটা বিভাগ, যেখানে প্রত্যেক জাহান্নামীর নাম তালিকাভুক্ত রয়েছে। আর পূর্ববর্তী সূরায় উক্ত বান্দাদের আমল লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাগণ এই বদকারদের মরার এবং কর্মশক্তি রহিত হওয়ার পর প্রত্যেক কার্যকলাপ স্ব স্ব

(١١) الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝

(١٢) وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝

(١٣) اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝

(١٤) كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝

১১. যারা কর্মফল দিবসকে অস্বীকার করে,
১২. কেবল প্রত্যেক পাপিষ্ঠ সীমালংঘনকারী তা অস্বীকার করে;[৬]
১৩. তার নিকট আমার আয়াত আবৃত্তি করা হলে সে বলে, 'এটা পূর্ববর্তীদের উপকথা।'[৭]
১৪. কখনো না, এটা সত্য নয় বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের হৃদয়ে জঙ ধরিয়েছে।[৮]

আমলনামায় লিপিবদ্ধ করে উপরোক্ত বিভাগে জমা করেন এবং এই বিভাগের উপর অথবা প্রত্যেক জাহান্নামীর নামের উপর একটা স্বতন্ত্র চিহ্ন এঁটে দেন, যা দেখেই বুঝা যাবে যে, লোকটি জাহান্নামী। কোন কোন রিওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের সিজ্জীলে রাখা হয়। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ তাদের নাম সেখানে দাখিল করা হয়, মৃত্যুর পর তারা সেখানে পৌঁছাবে"। পূর্বকালের কোন কোন বিশেষজ্ঞ আলিম বলেন, সিজ্জীন পৃথিবীর সপ্তম স্তরের নীচে। আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

৬. যে ব্যক্তি প্রতিফল দিবসকে অস্বীকার করে, সে মূলত আল্লাহ্‌র মালিকানা, তাঁর কুদরত এবং ন্যায়বিচার ও হিকমত সব কিছুই অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি এসব কিছু অস্বীকার করে সে পাপাচার যতই বেপরোয়া হোক তা খুবই সামান্য।

৭. অর্থাৎ কুরআন এবং উপদেশের কথা শ্রবণ করার পর বলে, এরকম কথা তো অতীতের লোকেরাও বলে এসেছে। এসব পুরাতন কাহিনী এবং বাতিল গালগল্প এরা নকল করছে। আচ্ছা! আমরা কি এসব নকল করা অলীক কিস্‌সা-কাহিনীতে ভীত হওয়ার নই।

আল্লাহ্‌র আয়াত নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই

৮. অর্থাৎ আমাদের আয়াতসমূহে সন্দেহ-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। আসল কথা হলো, নিত্যনৈমিত্তিক পাপাচারের আধিক্য তাদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে। এ কারণে, তাদের অন্তরে যথার্থ সত্যের প্রতিফলন ঘটে না। হাদীস শরীফে আছে, বান্দা যখন কোন গুনাহ্ করে, তখন তার অন্তরে একটা কালো দাগ পড়ে। সে তওবা করলে সেই কালো দাগ মুছে যায়। অন্যথায় সে যতোই গুনাহ্ করবে, দাগ ততোই বৃদ্ধি পাবে, প্রসারিত হবে। শেষ পর্যন্ত গোটা অন্তর সম্পূর্ণ কালো রং ধারণ করবে। সত্য-মিথ্যা আর ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতাই তাতে আর অবশিষ্ট থাকে না। এই

(১৫) كَلَّآ اِنَّهُمۡ عَنۡ رَّبِّهِمۡ یَوۡمَئِذٍ لَّمَحۡجُوۡبُوۡنَ ؕ
(১৬) ثُمَّ اِنَّهُمۡ لَصَالُوا الۡجَحِیۡمِ ؕ
(১৭) ثُمَّ یُقَالُ هٰذَا الَّذِیۡ كُنۡتُمۡ بِهٖ تُكَذِّبُوۡنَ ؕ
(১৮) كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الۡاَبۡرَارِ لَفِیۡ عِلِّیِّیۡنَ ؕ
(১৯) وَ مَاۤ اَدۡرٰىكَ مَا عِلِّیُّوۡنَ ؕ
(২০) كِتٰبٌ مَّرۡقُوۡمٌ ۙ
(২১) یَّشۡهَدُهُ الۡمُقَرَّبُوۡنَ ؕ

১৫. না, অবশ্যই সেই দিন তারা তাদের প্রতিপালক হতে অন্তরিত থাকবে[৯];
১৬. এরপর তারা তো জাহান্নামে প্রবেশ করবে,
১৭. তারপর বলা হবে, 'এটাই তা, যা তোমরা অস্বীকার করতে।'
১৮. অবশ্যই পুণ্যবানদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে[১০]
১৯. ইল্লিয়্যীন সম্পর্কে তুমি কী জান?
২০. তা চিহ্নিত 'আমলনামা।[১১]
২১. যারা আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখে।[১২]

অবিশ্বাসীদের অবস্থাও এরূপ মনে করো যে, পাপ করতে করতে তাদের অন্তর সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। তাই তারা আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহ নিয়ে উপহাস করে।

৯. অর্থাৎ এই অবিশ্বাস ও অস্বীকারের পরিণতি সম্পর্কে চিন্তামুক্ত হয়ো না। এমন সময় অবশ্যই আসবে, যখন মু'মিন ব্যক্তিরা মহান আল্লাহ্‌র দর্শনলাভে ধন্য হবে এবং এই হতভাগাদের বঞ্চিত রাখা হবে।

১০. অর্থাৎ এসব দুষ্কৃতকারী ও সৎকর্মশীলদের কিছুতেই একই পরিণতি হতে পারে না।

১১. অর্থাৎ জান্নাতীদের নাম তালিকাভুক্ত করা আছে এবং তাদের আমলের নথিপত্র বিন্যস্ত করে রাখা হচ্ছে। আর তাদের আত্মাসমূহ প্রথমে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর সেখান থেকে নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে দেয়া হয় এবং কবরের সাথেও ঐসব আত্মার এক ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। কথিত আছে যে, স্থানটি সপ্তম আসমানের উপরে এবং নৈকট্যধন্যদের আত্মাসমূহ সেখানেই অবস্থান করে। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

১২. নৈকট্যধন্য ফেরেশতারা অথবা আল্লাহ্‌র নৈকট্যধন্য বান্দারা আনন্দিত হয়ে মু'মিনদের আমলনামা দেখেন এবং সেখানে উপস্থিত থাকেন।

(٢٢) اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۙ

(٢٣) عَلَى الْاَرَآئِكِ یَنْظُرُوْنَ ۙ

(٢٤) تَعْرِفُ فِیْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِیْمِ ۚ

(٢٥) یُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِیْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۙ

(٢٦) خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ؕ وَ فِیْ ذٰلِكَ فَلْیَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۙ

(٢٧) وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِیْمٍ ۙ

(٢٨) عَیْنًا یَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۙ

২২. পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে,
২৩. তারা সুসজ্জিত আসনে বসে অবলোকন করবে।[১৩]
২৪. তুমি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের দীপ্তি দেখতে পাবে।[১৪]
২৫. তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় হতে পান করান হবে।[১৫]
২৬. তার মোহর মিস্কের[১৬], এ বিষয়ে প্রতিযোগীরা প্রতিযোগিতা করুক।[১৭]
২৭. তার মিশ্রণ হবে তাস্নীমের।
২৮. এটা একটি প্রস্রবণ, যা হতে সান্নিধ্যপ্রাপ্তরা পান করে।[১৮]

---

১৩. অর্থাৎ খাট-পালংকে বসে জান্নাতে বিহার করবে এবং আল্লাহ্র দর্শনে চক্ষু শীতল করবে।

১৪. অর্থাৎ জান্নাতের আরাম-আয়েশে তাদের চেহারা এমনই ক্লান্তিহীন ও তরতাজা হবে, যে প্রতিটি দর্শক দেখেই বুঝতে পারবে যে, এরা বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আছে।

১৫. হযরত শাহ সাহবে (র) লিখেন, 'প্রত্যেকের ঘরে ঘরে শরাবের নহর থাকবে, কিন্তু এটি বিরল শরাব, যার মুখ সীল-মোহরকৃত থাকবে।'

১৬. যেমন দুনিয়াতে সীল-মোহর লাগানো হয় গালা বা মাটির উপর। জান্নাতের মাটি হবে কস্তুরি, তার উপরেই মোহর জমানো হবে। পানপাত্র হাতে নেয়া মাত্রই মন-মানস সুঘ্রাণে মোহিত হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত খোশবু ছড়াতে থাকবে।

পাক শরাব ও নাপাক শরাব

১৭. অর্থাৎ দুনিয়ার নাপাক শরাব ভালো মানুষের আগ্রহের বস্তু হতে পারে না। তবে জান্নাতের শরাব পবিত্র এর জন্য মানুষের প্রতিযোগিতায় হুমড়ি খেয়ে পড়বে।

১৮. অর্থাৎ নৈকট্যধন্যরা সেই ঝর্ণার বিশুদ্ধ শরাব পান করবে এবং নেক্কারদের শরাবের সঙ্গে সেই শরাবের মিশ্রণ থাকবে, যা গোলাব ইত্যাদির মতো তাদের শরাবে মিলানো হবে।

(২৯) إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۝
(৩০) وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝
(৩১) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۝
(৩২) وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۝
(৩৩) وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۝

২৯. যারা অপরাধী তারা তো মু'মিনদেরকে উপহাস করত।[১৯]
৩০. এবং তারা যখন মু'মিনদের নিকট দিয়া যাইত তখন চক্ষু টিপিয়া ইশারা করত।[২০]
৩১. এবং যখন তাদের আপনজনের নিকট ফিরে আসত তখন তারা ফিরত উৎফুল্ল হয়ে।[২১]
৩২. এবং যখন ওদেরকে দেখত তখন বলত, 'তারাই তো পথভ্রষ্ট।'[২২]
৩৩. ওদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠান হয় নাই।[২৩]

---

১৯. অর্থাৎ এই নির্বোধদের কি বাজে খেয়াল চেপেছে যে, জান্নাতের কাল্পনিক স্বাদের আশায় পার্থিব অনুভবযোগ্য স্পর্শযোগ্য স্বাদ ত্যাগ করবে!

২০. অর্থাৎ ঐ দেখো, এরাই তো নির্বোধ ও বেআক্কেল যারা জান্নাতের ভবিষ্যৎ পাওনার জন্য দুনিয়ার নগদ পাওনা থেকে নিজেদেরকে বঞ্চিত করছে!

২১. অর্থাৎ কৌতুক করতো এবং মুসলমানদের বিদ্রূপ এবং নিজেদের আরাম-আয়েশের উৎফুল্ল হয়ে মনে করতো, আমাদের বিশ্বাস ও চিন্তাধারাই যথার্থ। অন্যথায় আমরা এসব নিআমত লাভ করি কিভাবে।

২২. অর্থাৎ অযথা কৃচ্ছসাধনা করে নিজেদের জীবন ক্ষয় করছে এবং বর্তমান স্বাদ-আহলাদের তুলনায় কাল্পনিক স্বাদ-আহলাদকে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর অহেতুক কষ্ট স্বীকারের নাম রেখেছে প্রকৃত কামালাত। বাড়ি-ঘর, আরাম-আয়েশ সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে এক ব্যক্তি অনুসারী হওয়া এবং নিজের পৈতৃক ধর্ম পর্যন্ত ত্যাগ করা এটা কি স্পষ্ট গুমরাহী নয়?

কাফিরদেরকে মুসলমানদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি

২৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, সেই কাফিরদেরকে মুসলমানদের ওপর তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। তাদেরকে এজন্য নিযুক্ত করা হয়নি যে, নির্বোধরা নিজেদের ধ্বংস

(٣٤) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۝

(٣٥) عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ۝

(٣٦) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

৩৪. আজ মু'মিনগণ উপহাস করতেছে কাফিরদেরকে[২৪],
৩৫. সুসজ্জিত আসন হতে ওদেরকে অবলোকন করে।[২৫]
৩৬. কাফিররা তাদের কৃতকর্মের ফল পেল তো?[২৬]

না দেখে এদের কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করবে, অথচ নিজেদের সংশোধনের কোন চেষ্টা করবে না এবং যারা সোজা পথে চলবে, তাদেরকে গুমরাহ আর আহাম্মক বলবে!

২৪. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন মুসলমানরা সেসব কাফিরদের উপহাস করবে যে, এরা কেমন অপরিণামদর্শী ও আহাম্মক ছিল, যারা চমৎকার অবিনশ্বর নিআমতের তুলনায় তুচ্ছ এবং নশ্বর বস্তুকে প্রাধান্য দিয়েছিল। অবশেষে আজ জাহান্নামে কেমন চিরন্তন আযাবের মজা ভোগ করছে!

২৫. অর্থাৎ আজ নিজেদের সুখ ভোগ এবং কাফিরদের দুর্ভোগের দৃশ্য অবলোকন করছে।

উপহাসকারীরা সেদিন হবে উপহাসের পাত্র

২৬. অর্থাৎ দুনিয়াতে যারা মুসলমানদের উপহাস করতো, আজ তারা নিজেরাই হাসি ও উপহাসের পাত্র হয়েছে এবং মুসলমানরা হাসছে এদের অতীত বোকামির কথা চিন্তা করে।

সূরা ইনশিকাক

২৫ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اِذَا السَّمَآءُ انۡشَقَّتۡ ۙ

(٢) وَاَذِنَتۡ لِرَبِّهَا وَحُقَّتۡ ۙ

(٣) وَاِذَا الۡاَرۡضُ مُدَّتۡ ۙ

১. যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে,
২. ও তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার করণীয়।[১]
৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে।[২]

---

১. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখন বিদীর্ণ হওয়ার প্রাকৃতিক নির্দেশ হবে, তখন আসমান তা পালন করবে এবং নির্ধারিত ও দোর্দণ্ড নির্দেশ হওয়ায় আসমান এতো বিশাল ও প্রকাণ্ড হওয়া সত্ত্বেও তার স্রষ্টা ও মালিকের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করবে। আল্লাহ্ তা'আলার সম্মুখে আত্মসমর্পণ করতে এতটুকু আপত্তিও নেই তার, কোন উচ্চবাচ্যও করে না।

হাশরের দিন এ পৃথিবীকে রাবারের মতো টেনে বিস্তীর্ণ করা হবে

২. হাশরের দিন এ পৃথিবীকে রাবারের মতো টেনে বিস্তীর্ণ করা হবে এবং দালান-কোঠা ও পাহাড়-পর্বত সব কিছুই সমতল করে দেয়া হবে। যাতে আগে-পরের সমস্ত মানুষ এক সমতল ভূমিতে সমবেত হতে পারে একই সময়ে ও একই সঙ্গে এবং মধ্যখানে কোন পর্দা বা প্রতিবন্ধকতাও না থাকে।

(٤) وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝

(٥) وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝

(٦) يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ۝

(٧) فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ۝

(٨) فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۝

(٩) وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

৪. ও পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হবে;[৩]
৫. এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে আর এটাই তার করণীয়, তখন তোমরা পুনরুত্থিত হবেই।[৪]
৬. হে মানুষ! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাক, পরে তুমি তার সাক্ষাৎ লাভ করবে।[৫]
৭. যাকে তার আমলনামা তার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হবে;
৮. তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে[৬];
৯. এবং সে তার স্বজনদের নিকট প্রফুল্লচিত্তে ফিরে যাবে।[৭]

---

৩. পৃথিবী সেদিন তার অভ্যন্তরের সমুদয় সম্পদ ও মৃত ব্যক্তিদেরকে উদগারণ করে ফেলবে এবং বান্দাদের আমলের প্রতিদানের সঙ্গে সম্পর্কিত সমুদয় বস্তু থেকে সেদিন পৃথিবী মুক্ত হয়ে যাবে।

৪. আসমান-যমীন যাঁর প্রাকৃতিক নির্দেশে অনুগত, তাঁর সাংবিধানিক নির্দেশ অমান্য করার মানুষের কী অধিকার থাকতে পারে ?

মানুষ তার যোগ্যতা অনুযায়ী নানা রকম চেষ্টা-সাধনা করে

৫. অর্থাৎ পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বে মানুষ তার যোগ্যতা অনুযায়ী নানা রকম চেষ্টা-সাধনা করে। কেউ তাঁর আনুগত্যে কষ্ট স্বীকার করে, আবার কেউ পাপাচার ও নাফরমানীতে জীবন শেষ করে দেয়। এরপর কল্যাণের জন্য হোক অথবা ক্ষতির জন্য হোক নানা রকম কষ্ট সহ্য করে অবশেষে পালনকর্তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং নিজের কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করে।

৬. সহজ হিসাব এই যে, কথায় কথায় পাকড়াও হবে না, কেবল কাগজপত্র উপস্থাপন করা হবে এবং কোন রকম জেরা করা ছাড়াই সহজে ছেড়ে দেয়া হবে।

৭. শাস্তির আশংকাও থাকবে না এবং অসন্তুষ্টির ভয়ও থাকবে না। নিতান্ত শান্তি, স্বস্তি ও আনন্দের সঙ্গে মিলিত হবে বন্ধু-বান্ধব, নিকটাত্মীয় ও মুসলিম ভাইদের সাথে।

(۱۰) وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۙ

(۱۱) فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۙ

(۱۲) وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۭ

(۱۳) اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۭ

(۱٤) اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۛ

(۱۵) بَلٰٓى ۛ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۭ

১০. এবং যাকে তার আমলনামা তার পৃষ্ঠের পশ্চাৎদিক হতে দেয়া হবে।[৮]
১১. সে অবশ্য তার ধ্বংস আহ্বান করবে[৯];
১২. এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে।
১৩. সে তার স্বজনদেরর মধ্যে তো আনন্দে ছিল[১০],
১৪. যেহেতু সে ভাবত যে, সে কখনই ফিরে যাবে না[১১];
১৫. নিশ্চয় ফিরে যাবে; তার প্রতিপালক তার উপর সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।[১২]

---

৮. অর্থাৎ পেছন দিক থেকে বাম হাতে পাকড়াও করা হবে। ফেরেশতারা সম্মুখ দিক থেকে তার চেহারা দেখা পসন্দ করবেন না। মনে হয় চরম ঘৃণা প্রকাশ করা হবে। এমনও হতে পারে যে, পেছন দিকে কলসী বাঁধা থাকবে। তাই পিছন দিক থেকে আমলনামা দেয়া হবে।

৯. অর্থাৎ শাস্তির ভয়ে মৃত্যু কামনা করবে।

মানুষ আখিরাত সম্পর্কে নির্লিপ্ত

১০. অর্থাৎ এরা দুনিয়ায় বাস করেছে আখিরাত সম্পর্কে নির্লিপ্ত অবস্থায়। তার বিনিময় এই যে, আজ ভীষণ চিন্তায় পড়তে হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব লোক দুনিয়ায় অবস্থানকালে আখিরাতের ভয়ে ভীত-বিহবল হয়ে যেতো। আজ তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত, নিরাপদ। কাফিররা ছিল পৃথিবীতে আনন্দিত। আর মু'মিনরা হবেন আখিরাতে আনন্দিত।

১১. তার কোথায় এই খেয়াল ছিল যে, একদিন আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে এবং কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে? তাই পাপাচার ও দুষ্কর্মে সে ছিল বেশ নির্ভীক।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অব্যাহতভাবে দেখে আসছেন যে, তার রূহ কোথা থেকে এসেছে, দেহ কোন্ বস্তু দ্বারা গড়ে উঠেছে, কী ছিল তার বিশ্বাস, কী ছিল তার কর্ম। মনে কোন্ কথা ছিল, মুখে কী উচ্চারণ করেছে,

(١٦) فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ ۝
(١٧) وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ ۝
(١٨) وَٱلۡقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ۝
(١٩) لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۝
(٢٠) فَمَا لَهُمۡ لَا يُؤۡمِنُونَ ۝

১৬. আমি শপথ করি অস্তরাগের
১৭. এবং রাত্রির আর উহা যা কিছুর সমাবেশ ঘটায় তার।[১৩]
১৮. এবং চন্দ্রের শপথ, যখন তা পূর্ণ হয়[১৪];
১৯. নিশ্চয় তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে।[১৫]
২০. সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না[১৬],

হস্তপদ দ্বারা কী অর্জন করেছে এবং মৃত্যুর পর কোথায় গেছে তার রূহ এবং অঙ্গগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথায় কোথায় গিয়ে পড়েছে– ইত্যাদি সবই তাঁর জানা, সবই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। যে আল্লাহ্ মানুষের অবস্থা সম্পর্কে এতোটা খবর রাখেন, আর ক্ষুদ্র-বৃহৎ সব অবস্থা যাঁর দৃষ্টির সম্মুখে, তাঁর সম্পর্কে কি এমন ধারণা করা চলে যে, তিনি মানুষকে এমনিই অর্থহীন ও অথর্ব ছেড়ে দিবেন ? অবশ্যই তিনি মানুষের কর্মের ফলাফল দিবেন।

১৩. অর্থাৎ মানুষ ও জীব-জন্তু দিনের বেলা জীবিকার সন্ধানে নিবাস ত্যাগ করে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। রাত্রি বেলা তারা চতুর্দিক থেকে ছুটে এসে নিজ নিজ ঠিকানায় সমবেত হয়।

১৪. অর্থাৎ ১৪ তারিখ রজনীর চাঁদ, যা ষোল কলায় পূর্ণ হয়।

দুনিয়ার জীবন আলমে বরযখ ও কিয়ামত

১৫. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে পর্যায়ক্রমে নানা ধাপ অতিক্রম করে অবশেষে মৃত্যুর ধাপে পৌঁছে যায়, এরপর আলমে বারযাখে, এরপর কিয়ামতে, তারপর কিয়ামতে আল্লাহ্ মালুম একের এক কত অবস্থা আর কত পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। যেমন রজনীর শুরুতে লালিমা অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত এক ধরনের আলো থাকে, মূলত যা সূর্যের ক্রিয়ারই অবশিষ্টাংশ। এরপর লালিমার অন্তর্ধান শেষে শুরু হয় অন্ধকারের দ্বিতীয় পর্যায়। এ অন্ধকার সব কিছুকেই আচ্ছন্ন করে নেয়। এ অন্ধকারের মধ্যেই উদয় হয় চন্দ্রের এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায় তার আলো। অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রজনীর পূর্ণিমার চাঁদ রজনীর অন্ধকার পরিবেশকে সারা রাত উজ্জ্বল করে রাখে। যেন মানুষের

(٢١) وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ۟
(٢٢) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ۟
(٢٣) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ۟
(٢٤) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ۟
(٢٥) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۟

২১. এবং তাদের নিকট কুরআন পাঠ করা হলে তারা সিজদা করে না?[১৭]
২২. পরন্তু কাফিরগণ তাকে অস্বীকার করে।
২৩. এবং তারা যা পোষণ করে আল্লাহ্ তা সবিশেষ পরিজ্ঞাত।[১৮]
২৪. সুতরাং তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।[১৯]
২৫. কিন্তু যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[২০]

অবস্থার বিভিন্ন স্তর রজনীর অবস্থার নানা স্তরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

১৬. অর্থাৎ মৃত্যুর পরও আমাদেরকে যেতে হবে কোন দিকে এবং আমাদের সম্মুখে রয়েছে এক ভয়ংকর সরল, যে জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পাথেয় সঙ্গে রাখতে হবে।

১৭. অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি যদি নিজে নিজে এসব উপলব্ধি করতে না পারে, তবে তাদের কর্তব্য ছিল কুরআনের বক্তব্য দ্বারা উপকৃত হওয়া। পক্ষান্তরে তাদের অবস্থা এই যে, কুরআনের মতো মুজিযাপূর্ণ বক্তব্য শুনে সামান্যতম বিনয় প্রকাশ করে না। এমনকি মুসলমানরা যখন আল্লাহ্র আয়াত শ্রবণ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে, তখনো সিজদার সৌভাগ্য হয় না তাদের।

আল্লাহ্র আয়াত শ্রবণ করে বিনয় প্রকাশ করে না

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ্র আয়াত শ্রবণ করে বিনয় প্রকাশ করে না কেবল এতটুকুই নয়; বরং এর চেয়েও বড়ো কথা এই যে, তারা আল্লাহ্র আয়াতকে মৌখিকভাবেও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আর অবিশ্বাস, অস্বীকার, ঘৃণা-বিদ্বেষ এবং সত্যের দুশমনীতে তারা অন্তরকে যেভাবে ভরে তুলেছে, তাতো কেবল আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

১৯. অর্থাৎ সুসংবাদ শুনিয়ে দিন যে, তারা যা কিছু অর্জন করছে, তার ফল অবশ্যই লাভ করবে। তাদের এসব চেষ্টা আদৌ বিফলে যাবে না।

২০. যা কখনো শেষ হবে না।

সূরা বুরূজ

২২ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۙ

(٢) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۙ

(٣) وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۗ

১. শপথ বুরূজ বিশিষ্ট আকাশের[১]।
২. এবং প্রতিশ্রুত দিবসের।[২]
৩. শপথ দ্রষ্টা ও দৃষ্টের[৩]—

---

১. বুরূজ অর্থ হতে পারে সূর্যের বারোটি গতিপথ যেগুলো পরিক্রম করতে পূর্ণ এক বছর সময় লাগে। অথবা এর অর্থ আসমানী দুর্গের সেই অংশ, যা পাহারা দেন ফেরেশতারা। অথবা এর অর্থ বিরাটকায় নক্ষত্র, দেখতে যা আসমানের ওপর বলে মনে হয়। আল্লাহ্ তা'আলা-ই ভালো জানেন।

২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

শাহিদ ও মাশহুদের ব্যাখ্যা

৩. সকলে শহরে উপস্থিত হয় জুমুআর দিন। আবার সকলে এক জায়গায় সমবেত হয় আরাফাতের দিন হজ্জের জন্য। তাই রিওয়ায়েতে এসেছে যে, 'শাহেদ' হচ্ছে জুমুআর দিন, আর 'মাশহূদ' হচ্ছে আরাফাতের দিন। মনে হয় এ ছাড়াও 'শাহেদ' ও মাশহূদ-এর ব্যাখ্যায় আরো অনেক উক্তি রয়েছে। কিন্তু সবগুলো রিওয়ায়েতের সঙ্গে এ উক্তিটাই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

(৪) قُتِلَ اَصۡحٰبُ الۡاُخۡدُوۡدِ ۙ
(৫) النَّارِ ذَاتِ الۡوَقُوۡدِ ۙ

৪. ধ্বংস হয়েছিল কুণ্ডের অধিপতিরা—
৫. ইন্ধনপূর্ণ যে কুণ্ডে ছিল অগ্নি।[৪]

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কুরআনির শপথসমূহ সম্পর্কে সূরা 'কিয়ামাহ'-এর শুরুতে আমরা যে আলোচনা করেছি, সর্বত্র তা স্মরণ রাখতে হবে। জবাবের সঙ্গে শপথের সামঞ্জস্য এই যে, এসব শপথের দ্বারা প্রকাশ পায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যে সব স্থান ও সব কালের মালিক। আর যারা এমন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা যে শাস্তি ও অভিশাপ পাওয়ার যোগ্য, তা তো স্পষ্ট।

আসহাবুল উখদূদের কাহিনী

৪. অর্থাৎ অভিশপ্ত সেসব লোক, যারা বিরাট বিরাট পরিখা খনন করে তা আগুনে পরিপূর্ণ করেছে এবং তাতে অনেক ইন্ধন নিক্ষেপ করে আগুনকে আরো প্রজ্বলিত করেছে। 'আসহাবুল উখদূদ' বা 'গর্ত খননকারী' বলে কাদের বুঝানো হয়েছে? তাফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাবে কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সহীহ্ মুসলিম, জামে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে যে কাহিনীটি উল্লেখ করা হয়েছে, তার সারকথা এই ঃ

অতীতকালে কোন এক কাফির বাদশাহ ছিল। বাদশাহর কাছে থাকতো এক জাদুকর। জাদুকরের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে সে বাদশাহর নিকট আবেদন জানায়, আমাকে একটি বিচক্ষণ যুবক এনে দেয়া হোক, আমি তাকে আমার এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়ে যাবো, যাতে আমার মৃত্যুর পর তা বিলীন হয়ে না যায়। তদনুযায়ী জাদুকরের জন্য এক যুবক নির্বাচন করা হয়। সে প্রতিদিন জাদুকরের কাছে গিয়ে জাদুবিদ্যা শিক্ষা করে। তার যাতায়াতের পথে বাস করতো একজন খৃস্টান পাদ্রী। তখনকার দিনে পাদ্রীরা ছিল সত্য ধর্মের অনুসারী। যুবকটি পাদ্রীর কাছে যাতায়াত করা শুরু করলো। একদিন গোপনে সে পাদ্রীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করে। পাদ্রীর সংসর্গে এসে সে অনেক উচ্চস্তরে উন্নতি হলো। একদিন যুবকটি দেখতে পেলো, একটা বিরাটকায় জন্তু (সিংহ ইত্যাদি) জনগণের পথ রোধ করে আছে। জন্তুটির কারণে অনেকেই পেরেশান, অস্থির। যুবকটি একখণ্ড প্রস্তর হাতে নিয়ে দু'আ করলো; হে আল্লাহ্! পাদ্রীর ধর্ম যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে আমার পাথরে যেন জন্তুটি মারা যায়। এই বলে সে প্রস্তর নিক্ষেপ করলে জন্তুটা মারা যায়। চারিদিকে হৈচৈ পড়ে যায় যে, যুবকটি এক আশ্চর্যজনক জ্ঞানের অধিকারী। এক অন্ধ তা শুনতে পেয়ে তার নিকট আবেদন করে, আমার চক্ষু দু'টি ভালো করে দাও। যুবক বললো, ভালো করার মালিক তো আমি নই, ভালো করার মালিক হচ্ছেন এক আল্লাহ্ যাঁর কোন শরীক নেই। তুমি এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলে আমি দু'আ করতে পারি। আশা করা যায়, তিনি তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিবেন। বাস্তবে তাই

(٦) اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۙ
(٧) وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۗ
(٨) وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۙ

৬. যখন তারা এটার পাশে উপবিষ্ট ছিল।[৫]
৭. এবং তারা মু'মিনদের সঙ্গে যা করতেছিল তা প্রত্যক্ষ করতেছিল।
৮. তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিল শুধু এই কারণে যে, তারা বিশ্বাস করত পরাক্রমশালী ও প্রশংসনীয় আল্লাহে।[৬]

হলো। এই কান সেই কান হয়ে কথাটা বাদশাহ্‌র কানেও গেলো। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে পাদ্রী ও অন্ধসহ সেই যুবককে তলব করলো। কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্কের পর স্বৈরাচারী বাদশাহ পাদ্রী ও অন্ধকে হত্যা করার নির্দেশ দিল এবং যুবকটিকে উচ্চ পর্বত থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু আল্লাহ্‌র কুদরতের খেলা, তাকে পর্বতচূড়া থেকে নিক্ষেপ করার জন্য যারা নিয়ে গেল। তারাই নিহত হলো। আর সে নিরাপদে ফিরে এলো, কিছুই হলো না তার। এরপর বাদশাহ হুকুম দেয় তাকে নদীতে ডুবিয়ে মারার। সেখানেও একই অবস্থা হলো, তাকে ডুবিয়ে মারার জন্য যারা নদীতে নিয়ে গেল, তারা সকলেই ডুবে মারা গেল আর যুবকটা অক্ষত ফিরে এলো। অবশেষে যুবক বাদশাহকে বললো, আমাকে কিভাবে মারা যাবে, তার উপায় আমি নিজেই বলে দিচ্ছি। আপনি একটা ময়দানে লোকজনকে জড়ো করুন, সকলের সামনে আমাকে শূলিতে চড়ান এবং এই বলে তীর নিক্ষেপ করুন ঃ 'সেই আল্লাহ্‌র নামে, যিনি এই যুবকের প্রভু।'.

বাদশাহ তাই করলো। আল্লাহ্‌র নামে যুবকটি জীবন উৎসর্গ করলো। এ অলৌকিক দৃশ্য দেখে উপস্থিত সকলেই সহসা ধ্বনি দেয় ঃ امنا برب الغلام। 'যুবকটির পালনকর্তার প্রতি আমরা সকলেই ঈমান আনলাম।' সকলে বাদশাহকে বললো, দেখলে তো? যা ঠেকাতে চেয়েছিলে, শেষ পর্যন্ত তা-ই ঘটলো। আগে তো দুই একজন মুসলমান ছিল, এখন বিপুল সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হয়ে বৃহৎ বৃহৎ গর্ত খনন করায় এবং তাতে ভালো রকমে অগ্নি প্রজ্বলিত করে ঘোষণা জারী করলো, যারা ইসলাম ত্যাগ করবে না, তাদেরকে এ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে। দলে দলে মানুষ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিল কিন্তু কেউই ইসলাম ত্যাগ করতে রাযী হলো না। একজন মুসলিম নারীকে ধরে আনা হলো। মহিলার কোলে ছিল তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু। শিশুর কথা চিন্তা করে সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে ইতস্তত করে। কিন্তু আল্লাহ্‌র হুকুমে শিশুটি চিৎকার করে বলে উঠে, আম্মাজান! ধৈর্যধারণ কর। কারণ তুমি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৫. অর্থাৎ এবং তাঁর উযীর আর সভাসদরা পরিখার কাছে দাঁড়িয়ে মুসলিম দলনের এ বর্বর দৃশ্য অবলোকন করছিল। হতভাগাদের হৃদয়ে এতটুকু দয়ারও উদ্রেক হয়নি।

(٩) ٱلَّذِى لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدٌ ۝
(١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا۟ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا۟ فَلَهُمْ عَذَابُ
جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۝
(١١) إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا
ٱلْأَنْهَٰرُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۝
(١٢) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝

৯. আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব যাঁর, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে দ্রষ্টা।
১০. যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা করে নাই তাদের জন্য আছে জাহান্নামের শাস্তি আছে দহন যন্ত্রণা।[৭]
১১. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্য আছে জান্নাত, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত; এটাই মহাসাফল্য।[৮]
১২. তোমার প্রতিপালকের মার বড়ই কঠিন।[৯]

ঈমান আনার কারণে নির্যাতন

৬. অর্থাৎ সেসব মুসলমানের অপরাধ এ ছাড়া আর কিছুই ছিল না যে, তারা কুফরীর অন্ধকার থেকে বের হয়ে সর্বশক্তিমান ও সমস্ত প্রশংসার অধিকারী এক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনেছে। আসমান-যমীনের কোন এক কোণও যাঁর রাজত্ব বহির্ভূত নয়, যিনি সমুদয় বস্তুর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত। এমন আল্লাহ্র পূজারীদেরকে যদি কেবল এই অপরাধে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় যে, তারা কেন কেবল তাঁরই আনুগত্য করে, তখন কি এমন ধারণা করা যায় যে, তারা এভাবেই জুলুম অত্যাচার চালিয়ে যাবে? মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ্ কি এমন জালিমদেরকে কঠোর দণ্ড দেবেন না ? হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "যখন আল্লাহ্র গযব আপতিত হয়, তখন সেই আগুন চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাদশাহ ও আমীর-ওমরাহদের সমুদয় বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হয়।' কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনায় এর কোন উল্লেখ নেই। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৭. অর্থাৎ কেবল 'আসহাবুল উখ্দূদ' তথা গর্ত খননকারীদের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়, যারাই ঈমানদারদেরকে সত্য দীন থেকে বিচ্যুত করার কোশেশ করবে (যেমন করছে মক্কার কাফিররা)। এরপর নিজেদের এসব অসমীচীন আচরণ থেকে তওবা করবে না, তাদের সকলের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে জাহান্নামের আযাব, যাতে থাকবে অসংখ্য ধরনের নির্যাতন। আর সবচেয়ে বড় কষ্ট হবে আগুনে জ্বালানো, যে আগুনে জাহান্নামীদের দেহ-মন গ্রেফতার হবে।

(١٣) اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ○

(١٤) وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ○

(١٥) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ○

(١٦) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ○

(١٧) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ○

(١٨) فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ○

১৩. তিনিই অস্তিত্ব দান করেন ও পুনরাবর্তন ঘটান।[১০]
১৪. এবং তিনি ক্ষমাশীল প্রেমময়।[১১]
১৫. আরশের অধিকারী ও সম্মানিত।
১৬. তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন।[১২]
১৭. তোমার নিকট কি পৌঁছিয়াছে সৈন্য বাহিনীর বৃত্তান্ত—
১৮. ফিরআওন ও ছামূদের?[১৩]

---

৮. অর্থাৎ এখানকার কষ্ট-ক্লেশে ঘাবড়াবে না। বড় এবং চূড়ান্ত সাফল্য রয়েছে তাদেরই জন্য, যার তুলনায় এখানকার আরাম-আয়েশ আর কষ্ট-ক্লেশ– সবই তুচ্ছ।

৯. এ কারণে তিনি জালিম ও অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে কঠোর দণ্ড দেন।

দুনিয়ার আযাব ও আখিরাতের আযাব

১০. অর্থাৎ প্রথম দফা দুনিয়ার আযাব এবং দ্বিতীয় দফা আখিরাতের আযাব (মাওদিহুল কুরআন)। অথবা এই অর্থ যে, প্রথম দফা তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেন এবং মৃত্যুর পর দ্বিতীয় দফাও তিনিই সৃষ্টি করবেন। সুতরাং অপরাধীরা যেন এই প্রতারণায় না পড়ে যে, মৃত্যু যখন আমাদের নাম-নিশানাই মুছে ফেলবে, তখন কি রকমে আমাদেরকে পাকড়াও করবে?

১১. অর্থাৎ এমন পরাক্রমশালী ও কঠোর হওয়ার গুণ সত্ত্বেও তাঁর দান-ক্ষমা ও ভালোবাসারও কোন সীমা নেই। তিনি তাঁর অনুগত বান্দাদের অপরাধ ক্ষমা করেন, তাদের দোষ গোপন রাখেন এবং সব রকম দয়া-অনুগ্রহ ও স্নেহ-মমতায় তাদেরকে ধন্য করেন।

তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা করার ইচ্ছা করেন, তাতে আদৌ কোন বিলম্ব হয় না

১২. অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যা করার ইচ্ছা করেন, তাতে আদৌ কোন বিলম্ব হয় না। তাঁকে বাধা দেয়ার ক্ষমতাও নেই কারো। যাই হোক, তাঁর দানে বান্দার

(١٩) بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۙ

(٢٠) وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۚ

(٢١) بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۙ

(٢٢) فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۧ

১৯. তবু কাফিররা মিথ্যা আরোপ করায়.রত[১৪];
২০.এবং আল্লাহ্ তাদের অলক্ষ্যে তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছেন।[১৫]
২১. বস্তুত এটা সম্মানিত কুরআন।[১৬]
২২. সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ।[১৭]

অহংকার হওয়া উচিত নয়। আবার তাঁর প্রতিশোধ সম্পর্কেও নির্ভয়-নির্ভীক হওয়াও উচিত নয়। বরং সর্বদা তাঁর উভয় ধরনের গুণের প্রতি নযর রাখবে। ভয়ের সঙ্গে আশা এবং আশার সঙ্গে ভয়কে মন থেকে দূর হতে দিবে না।

১৩. অর্থাৎ দীর্ঘকাল যাবত তাদের উপর পুরস্কারের দরজা খোলা রেখেছেন এবং চতুর্দিক থেকে নানা রকমের নিআমতে তাদেরকে ধন্য করে রাখেন। এরপর তাদের কুফরী ও ঔদ্ধত্যের কারণে কেমন প্রতিশোধ নিয়েছেন।

১৪. অর্থাৎ কাফিররা এসব কাহিনী থেকে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না এবং আল্লাহ্‌র আযাবকে একটুমাত্রও ভয় করে না। বরং তারা এসব কাহিনী আর কুরআনকেই অবিশ্বাস করার পেছনে লেগেছে।

১৫. অর্থাৎ অবিশ্বাস করায় কোন লাভ হবে না, অবশ্য এই অবিশ্বাসের শাস্তি ভোগ করতে হবে নির্ঘাত। আল্লাহ্‌র কুদরতের কব্জা থেকে তারা বের হতে পারবে না, শাস্তি থেকেও পাবে না রেহাই।

কুরআনকে অবিশ্বাস করা নিছক বোকামি

১৬. অর্থাৎ কুরআনকে তাদের অবিশ্বাস করা নিছক বোকামি। কুরআন অবিশ্বাস করার মতো কোন বস্তু নয়। আর কুরআন এমন কোন বস্তুত নয় যে, গুটি কতক নির্বোধ অবিশ্বাস করলে তার মর্যাদা ও আর শ্রেষ্ঠত্ব হ্রাস পাবে।

১৭. যেখানে কোন রকম রদ-বদল হয় না। এরপর সেখান থেকে নিতান্ত নিরাপদ ও গুরুত্ব সহকারে ওহী প্রাপকের নিকট পৌঁছানো হয়, فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا "তখন তিনি তার অগ্রে ও প্রশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন" (৭২ঃ ২৭)। আর এখানেও কুদরতের পক্ষ থেকে তার হিফাযতের এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, কোন শক্তি তাতে কোন চির ধরাতে পারে না।

সূরা আত্-তারিক

১৭ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۙ

(٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۙ

(٣) النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۙ

(٤) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۗ

(٥) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۗ

১. শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তার।
২. তুমি কী জান রাত্রিতে যা আবির্ভূত হয় তা কি ?
৩. ওটা উজ্জ্বল নক্ষত্র!
৪. প্রত্যেক জীবের উপরই তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।
৫. সুতরাং মানুষ প্রণিধান করুক কী হতে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে[১]—

ফেরেশতারা মানুষকে হেফাযত করেন

১. অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ফেরেশতা থাকেন, তারা আল্লাহ্‌র নির্দেশে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন বা মানুষের আমল লিখে নেন (মাওদিহুল কুরআন)। আর শপথ দ্বারা সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়ে থাকবে যে, যিনি আসমানে নক্ষত্রের হিফাযতের এমন সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন, তাঁর পক্ষে যমীনে তোমাদেরকে বা তোমাদের আমল তথা কার্যকলাপ হিফাযত করা এমন কি কঠিন কাজ ? উপরন্তু আসমানে যেমন নক্ষত্র সব

(٦) خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ ۙ

(٧) يَّخْرُجُ مِنْۢ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ؕ

(٨) اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ ؕ

(٩) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۙ

৬. তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি হতে[২],

৭. এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও পঞ্জরাস্থির মধ্য হতে।[৩]

৮. নিশ্চয় তিনি তার প্রত্যানয়নে ক্ষমতাবান।[৪]

৯. যেদিন গোপন বিষয় পরীক্ষিত হবে।[৫]

সময় হিফাযতে আছে, কিন্তু তা প্রকাশ পায় বিশেষ করে রাত্রে, ঠিক তেমনি আমলনামায় সমস্ত আমল সংরক্ষিত রয়েছে, কিন্তু তা প্রকাশ পাবে কিয়ামতের বিশেষ দিনে। বিষয়টি যখন এমন তখন মানুষের উচিত কিয়ামতের ফিকিরে থাকা। সে যদি কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করে, তাহলে তার চিন্তা করা উচিত যে, সে কি জিনিস থেকে সৃষ্ট।

২. অর্থাৎ বীর্য থেকে, যা নির্গত হয় উত্তেজিত হয়ে সবেগে।

পুরুষের বীর্য ও নারীর বীর্য

৩. বলা হয়ে থাকে যে, পুরুষের বীর্য উৎসারিত হয় পৃষ্ঠদেশ থেকে। কোন কোন আলিমের মতে বক্ষদেশ বলে রূপক অর্থে গোটা দেহ বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ নারী হোক বা নর, তাদের বীর্য গোটা দেহে উৎপন্ন হয়ে নির্গত হয়। আর এই রূপকে বিশেষভাবে বক্ষদেশ ও পৃষ্ঠদেশকে উল্লেখ করার কারণ সম্ভবত এই যে, বীর্যের উপাদান আহরণে প্রধানতম অঙ্গ (হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও যকৃত)-এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে যকৃত ও হৃদপিণ্ডের সম্পর্ক ও সংযোগ বক্ষের সঙ্গে এবং 'নাখা' তথা মগজের মাধ্যমে পৃষ্ঠদেশের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ স্পষ্ট। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

৪. অর্থাৎ মৃত্যুর পর আল্লাহ্ পুনরায় বলবেন (মাওদিহুল কুরআন)। সার কথা এই যে, বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি করা পুনরায় সৃষ্টি করার চেয়ে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার। এমন বিস্ময়কর কাজ যখন তাঁর কুদরত দ্বারা সংঘটিত হচ্ছে, তখন এর চেয়ে কম বিস্ময়কর কাজ সংঘটিত হওয়াকে শুধু শুধু অস্বীকার করা সঙ্গত নয়।

৫. অর্থাৎ সকলের রহস্য ফাঁস করা হবে এবং যেসব বিষয় মনে গুপ্ত রাখা হয়েছিল, বা যেসব কাজ লুকিয়ে করা হয়েছিল সবই প্রকাশ হয়ে পড়বে। কোন অপরাধই গোপন রাখা সম্ভব হবে না।

(١٠) فَمَا لَهٗ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝

(١١) وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝

(١٢) وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

(١٣) اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝

(١٤) وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝

১০. সেদিন তার কোন সামর্থ্য থাকবে না, এবং সাহায্যকারীও নহে।[৬]
১১. শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি।[৭]
১২. এবং শপথ যমীনের, যা বিদীর্ণ হয়।[৮]
১৩. নিশ্চয় আল-কুরআন মীমাংসাকারী বাণী।
১৪. এবং ইহা নিরর্থক নহে।[৯]

---

৬. তখন অপরাধী নিজের শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং এমন কোন সহায়কও পাবে না, যে সাহায্য করে শাস্তি থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে।

৭. অথবা বৃষ্টি বর্ষণকারী।

৮. অর্থাৎ বিদীর্ণ হয়ে তা থেকে নির্গত হয় ফসল আর বৃক্ষ।

কুরআন ও পরকাল উপহাসের বিষয় নয়

৯. অর্থাৎ কুরআন এবং পরকাল সম্পর্কে কুরআন যা কিছু বলে তা উপহাসের বিষয় নয়; বরং তা হচ্ছে হক ও বাতিল তথা সত্য-মিথ্যার মধ্যকার চূড়ান্ত ফায়সালা। নিঃসন্দেহে কুরআন হচ্ছে সত্য কালাম এবং তা একটি সিদ্ধান্তকর বিষয়ের কথা বলে, যা অবশ্যই ঘটবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ বিষয়ের সঙ্গে শপথের সম্পর্ক এই যে, কুরআন আসমান থেকে আসে এবং তার যার মধ্যে যোগ্যতা আছে, তাকে সৌভাগ্যবান করে তোলে, যেভাবে আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে এবং উত্তম ভূমিকে উপকারী করে তোলে। অনন্তর কিয়ামতের দিন এক অদৃশ বৃষ্টি হবে, যার দ্বারা মৃতরা জীবিত হবে, যেমন এই পৃথিবীতে বৃষ্টির পানি বর্ষিত হলে মৃত ও প্রাণহীন ভূমিতে প্রাণের স্পন্দন জাগে, ভূমি হয়ে উঠে সজীব ও শস্য-শ্যামল।

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ (١٥)

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝ (١٦)

فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝ (١٧)

১৫. তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করে,
১৬. এবং আমিও ভীষণ কৌশল করি।
১৭. অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও; তাদেরকে অবকাশ দাও কিছুকালের জন্য।[১০]

অবিশ্বাসীদের চক্রান্ত ও আল্লাহ্‌র কৌশল

১০. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা চক্রান্ত করছে যাতে সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করে বা অন্য কোন উপায়ে সত্যকে বিকশিত ও বিস্তৃত হতে না পারে। আর আমার সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপনা (যার অনুভূতি ওদের নেই) অভ্যন্তরীণভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং তাদের সব চক্রান্ত তাদেরই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এখন নিজেরাই চিন্তা করে দেখো, আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনার মুকাবিলায় কারো ষড়যন্ত্র কি কাজে আসতে পারে। সুতরাং অবশ্যম্ভাবীরূপে এরাই হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। তাই তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করার জন্য আপনি তাড়াহুড়া করবেন না এবং তাদের নিন্দনীয় আচরণে বিচলিত হয়ে তাদের জন্য বদদু'আ করবেন না। বরং অল্প কয়টা দিন সবর করুন এবং দেখুন, পরিণতি কী দাঁড়ায়।

সূরা 'আলা

১৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۙ

(٢) الَّذِي خَلَقَ فَسَوّٰى ۙ

(٣) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰى ۙ

১. তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মাহমা ঘোষণা কর।[১]
২. যিনি সৃষ্টি করেন ও সুঠাম করেন।[২]
৩. এবং যিনি পরিমিত বিকাশ-সাধন করেন ও পথ-নির্দেশ করেন।[৩]

---

১. হাদীস শরীফে আছে যে, আয়াতটি নাযিল হলে মহানবী (সা) বলেন, اِجْعَلُوْهَا فِىْ سُجُوْدِكُمْ "আয়াতটাকে তোমাদের সিজ্‌দায় স্থান দাও"। এজন্য সিজদার অবস্থায় বলা হয়– সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা।

২. অর্থাৎ যে বস্তুই তিনি সৃজন করেছেন, তা করেছেন অবিকল হিকমত অনুযায়ী, অতিশয় যথার্থভাবে এবং বৈশিষ্ট্যাবলী, গুণাগুণ ও উদ্দিষ্ট উপকার সহযোগে। তিনি তার সৃজনকে স্তরে স্তরে পূর্ণত্বের পর্যায়ে পৌঁছিয়েছেন এবং তাতে এতোটা ভারসাম্য পূর্ণ বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যাতে তা যথার্থ উপকারী কাজে লাগানো যায়।

৩. হযরত শাহ আবদুল কাদের (র) লিখেন, "অর্থাৎ প্রথমে ভাগ্যলিপি নির্ধারণ করেছেন, এরপর তদনুযায়ী দুনিয়ায় আনয়ন করেছেন"। যেন তিনি দুনিয়াতে আগমনের পথ বলে দিয়েছেন। আর হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লিখেন, "অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পূর্ণতার একটা পরিমাণ নির্ধারণ করে দিয়েছেন"। এরপর তাকে সে পূর্ণতা

(٤) وَالَّذِیْۤ اَخْرَجَ الْمَرْعٰی ۪ۙ
(٥) فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰی ؕ
(٦) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰۤی ۙ
(٧) اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ؕ اِنَّهٗ یَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا یَخْفٰی ؕ
(٨) وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرٰی ۚۖ

৪. এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেন,
৫. পরে তাকে ধূসর আবর্জনায় পরিণত করেন।[৪]
৬. নিশ্চয় আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি বিস্মৃত হবে না,
৭. আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করবেন তা ব্যতীত।[৫] যিনি জানেন যা প্রকাশ্য ও যা গোপনীয়।[৬]
৮. আমি তোমার জন্য সুগম করে দিব সহজপথ।[৭]

অর্জনের পথও নির্দেশ করেছেন। এ সম্পর্কে আরো অনেক অভিমত আছে, সেসব উল্লেখ করে আমরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

৪. অর্থাৎ প্রথমে নিতান্ত সবুজ-সুদর্শন ঘাসপাতা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর ধীরে ধীরে তাকে করে দিয়েছেন শুষ্ক ও কালো, যাতে শুষ্ক অবস্থায় উল্লেখযোগ্য কাল পশুখাদ্য হিসাবে সঞ্চয় করে রাখা যায় এবং শুষ্ক ফসল কেটে কাজে লাগানো যায়।

৫. অর্থাৎ যেভাবে আমরা আমাদের প্রতিপালন ও পরিচর্যায় প্রতিটি বস্তুকে তার কাঙ্ক্ষিত পূর্ণতা পর্যন্ত উপনীত করি, তেমনি ধীরে ধীরে তোমাকেও পূর্ণাঙ্গ কুরআন মজীদ পাঠ করাবো। যাতে তার কোন অংশ তুমি ভুলে না যাও। অবশ্য সেই আয়াতগুলো বাদে, যে আয়াতগুলো একেবারে ভুলিয়ে দেয়াই উদ্দেশ্য। অবশ্য তা-ও এক ধরনের 'নসখ' (রহিতকরণ)।

. তিনি তোমাদের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও বাহ্যিক অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত

৬. অর্থাৎ তিনি তোমাদের অন্তর্নিহিত যোগ্যতা ও বাহ্যিক অবস্থা ও আমল সম্পর্কে অবগত এবং তদনুযায়ী তোমাদের সঙ্গে আচরণ করবেন। উপরন্তু এ সন্দেহ করা উচিত নয় যে, যে আয়াতগুলো একবার নাযিল করা হলো পুনরায় সেগুলোকে মানসূখ করা বা ভুলিয়ে দেয়ার কি অর্থ থাকতে পারে। এর তাৎপর্য আয়ত্ত করা কেবল তাঁর জন্যই উপযুক্ত যিনি গোপন ও প্রকাশ্য সব বিষয় জানেন। কোন্ বিষয় সব সময়ের জন্য অবশিষ্ট রাখতে হবে এবং কোন্ বিষয় একটি বিশেষ কাল পর্যন্ত রাখার পর তুলে নেয়া উচিত, তা কেবল তিনিই জানেন। কারণ, এখন তা আর অবশিষ্ট রাখার প্রয়োজন নেই।

(৯) فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝

(১০) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝

(১১) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ۝

৯. উপদেশ যদি ফলপ্রসূ হয় তবে উপদেশ দাও[৮];
১০. যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।[৯]
১১. আর তা উপেক্ষা করবে সে নিতান্ত হতভাগ্য,

---

৭. অর্থাৎ ওহীর বক্তব্য স্মরণ রাখা সহজ হয়ে যাবে এবং আল্লাহ্‌র মাআরিফত ও ইবাদত এবং দেশ ও জাতির রাজনীতির পন্থা সহজ করে দেয়া হবে। আর সাফল্যের পথ থেকে সমস্ত বাধা-বিপত্তি দূর করে দেয়া হবে।

৮. অর্থাৎ আল্লাহ্ যখন আপনার প্রতি এমন অনুগ্রহ করেছেন, তখন আপনিও অন্যদের নিকট অনুগ্রহ পৌঁছিয়ে দিন এবং নিজের পূর্ণতা দ্বারা অন্যদেরকেও পরিপূর্ণ করে তুলুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى (যদি উপদেশ কল্যাণ সাধন করে)-এর শর্ত এজন্য আরোপ করা হয়েছে যে, ওয়ায-নসীহত করা, উপদেশ দেয়া তখন আবশ্যিক হয়, যখন শ্রোতার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করার ধারণা হয়। আর মহানবী (সা)-এর ওয়ায এবং স্মরণ করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তির নয়। তবে প্রচার ও সতর্ক করা (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশ পৌঁছানো এবং তাঁর শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করা), যাতে বান্দাদের উপর যুক্তি-প্রমাণ পূর্ণ হয় এবং অজ্ঞতা ও মূর্খতার ওজর পেশ করার সুযোগ না থাকে সকলের ক্ষেত্রে এতটুকু অবশ্যই করতে হবে। প্রচলিত অর্থে একে 'ওয়ায' ও তাজকীর বলা হয় না; বরং দাওয়াত ও তাবলীগ বলা হয়। সম্ভবত এ কারণে কোন কোন তাফসীরকার অধিক স্পষ্ট বাক্যে আয়াতের তরজমা করেছেন– বারবার উপদেশ দাও, (যদি এক বারের উপদেশ কোন কাজে না আসে)। এও হতে পারে যে, اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى এমনও হতে পারে যে এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে কেবল উপদেশ দানের গুরুত্ব বুঝাবার জন্য। অর্থাৎ উপদেশ দ্বারা যদি কারো উপকার হয়, তবে তোমাকে উপদেশ দিতে হবে। আর এটা নিশ্চিত যে, উপদেশ দ্বারা পৃথিবীতে কারো না কারো অবশ্যই উপকার হবে। প্রত্যেকের না হলেও। যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ উপদেশ স্মরণ করিয়ে দেয়া "এবং উপদেশ দিতে থাকো, কারণ উপদেশ মু'মিনদেরই উপকার আসে" (৫১ ঃ ৫৫)। এটা সে বিষয়টির আরো গুরুত্বের কারণ হয়।

(١٢) الَّذِىۡ يَصۡلَى النَّارَ الۡكُبۡرٰى ۚ
(١٣) ثُمَّ لَا يَمُوۡتُ فِيۡهَا وَلَا يَحۡيٰى ؕ
(١٤) قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ تَزَكّٰى ۙ

১২. যে মহাঅগ্নিতে প্রবেশ করবে।[১০]
১৩. এরপর সেথায় সে মরবেও না, বাঁচবেও না।[১১]
১৪. নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে।[১২-১৩]

---

৯. বুঝালে সে-ই বুঝে এবং উপদেশ দ্বারা সেই উপকৃত হয়, যার অন্তরে অল্পবিস্তর আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরিণতির চিন্তা থাকে।

১০. অর্থাৎ যে হতভাগার নসীবে লেখা আছে জাহান্নামের আগুন, সে কোথায় বুঝতে সক্ষম হয়? আল্লাহ্‌র ভয় নেই তার মধ্যে, ভয় নেই নিজের পরিণতিরও। এটা থাকলে তবেই তো সে কর্ণপাত করতো উপদেশের প্রতি এবং চেষ্টা করতো যথার্থ কথা উপলব্ধি করার।

কষ্ট আর দুঃখের অবসান ঘটানোর জন্য মৃত্যুও আসবে না

১১. অর্থাৎ কষ্ট আর দুঃখের অবসান ঘটানোর জন্য মৃত্যুও আসবে না এবং ভাগ্যে জুটবে না তার সুখের জীবনও। অবশ্য সে এমন এক জীবন লাভ করবে, যার বিপরীতে মৃত্যুই হবে তার কাম্য। আল্লাহ্ পানাহ।

১২. অর্থাৎ যাহিরী-বাতিনী এবং বাহ্য ও পরোক্ষ নাপাকী থেকে পবিত্র হয়েছে এবং নিজের দেহ-মনকে বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস, উন্নত চরিত্র ও নেক আমল দ্বারা বিভূষিত করেছে।

১৩. অর্থাৎ পাক-সাফ হয়ে 'তাক্‌বীরে তাহরীমায়' (নামাযের প্রথম তাকবীরে) আপন পালনকর্তার নাম উচ্চারণ করেছে, এরপর নামায আদায় করেছে। পূর্বকালের কোন কোন মনীষী বলেন, 'تَزَكّٰى' শব্দটি যাকাত থেকে উদ্ভূত, এখানে যার অর্থ সাদকাতুল ফিতর এবং ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ (যাকারাসমা রাব্বিহী)-এর অর্থ ঈদের তাক্‌বীরসমূহ বলা আর فَصَلّٰى (ফাসাল্লা)-তে ঈদের নামাযের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ ঈদের দিন প্রথমে সাদকাতুল ফিতর (ফিতরা) আদায় করতে হবে, এরপর তাক্‌বীর পড়তে হবে, এরপর নামায আদায় করতে হবে। তবে প্রথম অর্থই স্পষ্ট।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হানাফী মাযহাবের মনীষীরা প্রথম তাফসীর অনুযায়ী এই আয়াত থেকে দুটি মাসআলা নির্ণয় করেছেন। (এক) তাকবীরে তাহরীমার জন্য বিশেষ শব্দ "আল্লাহু আকবার" উচ্চারণ করা ফরয নয়, সাধারণত আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করাই যথেষ্ট, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্বের প্রকাশ পায় এবং নিজের কোন উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন

(١٥) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝
(١٦) بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝
(١٧) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝
(١٨) اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝
(١٩) صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

১৫. এবং তার প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও সালাত আদায় করে।
১৬. কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও,
১৭. অথচ আখিরাতই উৎকৃষ্টতর এবং স্থায়ী।[১৪]
১৮. এটা তো আছে পূর্ববর্তী গ্রন্থে—
১৯. ইবরাহীম ও মূসার গ্রন্থে।[১৫]

সম্বলিত না হয়। অবশ্য বিশুদ্ধ হাদীস অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' বলা সুন্নাত বা ওয়াজিব হতে পারে। (দুই) তাক্‌বীরে তাহরীমা নামাযের জন্য শর্ত, রোকন নয়। কারণ, 'যাকারাসমা রাব্বিহী'-এর উপর 'ফাসাল্লা'-কে আত্‌ফ করা মা'তূফ ও মা'তূফ আলায়হি-এর বৈপরীত্য প্রমাণ করে। আল্লাহ্-ই ভালো জানেন।

এই কল্যাণ তোমরা লাভ করবে কিভাবে?

১৪. অর্থাৎ এই কল্যাণ তোমরা লাভ করবে কিভাবে? কারণ, তোমাদের মধ্যে তো আখিরাতের কোন চিন্তা নেই; বরং বিশ্বাস বা কর্মের দিক থেকে আখিরাতের উপর দুনিয়ার জীবন ও দুনিয়ার আরাম-আয়েশকেই বেশী প্রাধান্য দাও। অথচ দুনিয়া হচ্ছে তুচ্ছ ও নশ্বর, আর আখিরাত তার তুলনায় অনেক উত্তম ও স্থায়ী। যে বস্তুটি গুণগত ও পরিমাণগত উভয় দিক থেকে উৎকৃষ্ট, তা ত্যাগ করে দিয়ে অধম বস্তুকে গ্রহণ করা কতই না বিস্ময়ের ব্যাপার!

১৫. অর্থাৎ এ বিষয়টি (قــد افلح من تزكى থেকে এই পর্যন্ত) অতীত গ্রন্থসমূহেও উল্লিখিত হয়েছে, যা কখনো রহিত হয়নি, পরিবর্তনও করা হয়নি। এ হিসাবে বিষয়টি আরো গুরুত্ববহ হয়ে উঠে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কোন কোন দুর্বল বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর ওপর দশটি সহীফা এবং হযরত মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত ছাড়াও আরো দশটি সহীফা নাযিল হয়েছে। এটা কতোদূর সত্য, তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন।

সূরা গাশিয়া

২৬ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝

(٢) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝

(٣) عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝

(٤) تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝

১. তোমার নিকট কি কিয়ামতের সংবাদ এসেছে?[১]
২. সেই দিন অনেক মুখমণ্ডল অবনত,[২]
৩. ক্লিষ্ট, ক্লান্ত হবে।
৪. তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত অগ্নিতে;

---

১. অর্থাৎ কথাটা শ্রবণ করার যোগ্য।

গাশিয়াহ-এর তাৎপর্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ গাশিয়াহ (আচ্ছাদনকারী) অর্থ কিয়ামত, যা গোটা সৃষ্টিলোককে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং যার প্রভাব হবে সারা বিশ্বের উপর ব্যাপক ও সর্বাত্মক।

২. অর্থাৎ আখেরাতে কষ্ট-ক্লেশ ভোগকারী এবং কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করার ফলে ক্লান্ত-শ্রান্ত। আর কেউ কেউ বলেন, عاملة ناصبة -এর অর্থ দুনিয়ার অবস্থা। অর্থাৎ এমন কতো লোক আছে, যারা দুনিয়ায় পরিশ্রম করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যায়, কিন্তু তাদের সব পরিশ্রম সঠিক পথে না হওয়ার কারণে নিষ্ফল, তারা এখানেও কষ্ট করেছে, আর সেখানেও বিপদে থাকবে। خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ (দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ই বরবাদ হয়েছে) এটাকেই বলে। হযরত শাহ সাহেব (র) বলেন, (কাফিররা) যারা দুনিয়াতে (বড় বড়) সাধনা করে, তা (আল্লাহ্ তা‘আলার দরবারে) মোটেই কবুল হবে না।'

(٥) تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۞
(٦) لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۞
(٧) لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِىْ مِنْ جُوْعٍ ۞
(٨) وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۞
(٩) لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞
(١٠) فِىْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞

৫. তাদেরকে অত্যুষ্ণ প্রস্রবণ হতে পান করান হবে[৩];
৬. তাদের জন্য খাদ্য থাকবে না কণ্টকময় গুল্ম ব্যতীত।[৪]
৭. যা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তি করবে না।[৫]
৮. অনেক মুখমণ্ডল সেইদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল,
৯. নিজেদের কর্মসাফল্যে পরিতৃপ্ত[৬],
১০. সুমহান জান্নাতে—

জাহান্নামের দহন যন্ত্রণা

৩. অর্থাৎ যখন জাহান্নামের দহন তাদের ভেতরে চরম তৃষ্ণার সঞ্চার করবে, তখন তারা ব্যাকুল হয়ে তৃষ্ণা তৃষ্ণা বলে চিৎকার করবে, পানি পান করে পিপাসা নিবারণ হবে- এই আশায়। তখন তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে একটা ঝর্ণার টগবগে গরম পানি, যা মুখে নেয়া মাত্র ওষ্ঠ পুড়ে কাবাব হয়ে যাবে এবং নাড়িভুঁড়ি ফেটে বেরিয়ে আসবে। পুনরায় তৎক্ষণাৎ তা পূর্ববৎ ঠিক হয়ে যাবে এবং এভাবে সর্বদা আযাবে নিপতিত থাকবে। আল্লাহ্ পানাহ।

৪. ضريع (দারীঈ) জাহান্নামের একটা কণ্টকময় বৃক্ষের নাম, যার ফল যহর-মুসব্বরের চেয়েও তিক্ত, মৃত প্রাণীর চেয়েও বেশী দুর্গন্ধময় এবং আগুনের চেয়েও বেশী গরম। জাহান্নামীরা ক্ষুধার জ্বালায় চিৎকার করলে তাদেরকে এ ফল খেতে দেয়া হবে।

দারীঈ জাহান্নামীদের খাদ্য

৫. খাওয়ার উদ্দেশ্য হয় শুধু স্বাদ আস্বাদন করা অথবা দেহকে পরিপুষ্ট করা অথবা ক্ষুধা নিবারণ করা; কিন্তু দারীঈ ভক্ষণ করে এসবের কোন একটা উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হবে না। স্বাদ যে লাভ হবে না, তা-তো এর নাম থেকেই স্পষ্ট। আর অন্য দু'টি উপকার যে সাধিত হবে না, আয়াতে সে কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা হয়েছে। মোট কথা, কোন

(١١) لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ۝

(١٢) فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝

(١٣) فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۝

(١٤) وَّأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۝

(١٥) وَّنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۝

(١٦) وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ۝

(١٧) أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝

১১. সেথায় তারা অসার বাক্য শুনবে না।[৭]
১২. সেথায় থাকবে বহমান প্রস্রবণ।[৮]
১৩. উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন শয্যা,
১৪. প্রস্তুত থাকবে পানপাত্র।[৯]
১৫. সারি সারি উপাধান[১০],
১৬. এবং বিছান গালিচা।[১১]
১৭. তবে কি তারা দৃষ্টিপাত করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?[১২]

সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় খাদ্য তাদের জন্য সহজলভ্য হবে না। এ পর্যন্ত ছিল জাহান্নামীদের অবস্থার বিবরণ। পক্ষান্তরে জান্নাতীদের অবস্থার বিবরণ দেয়া হচ্ছে।

৬. অর্থাৎ তাঁরা খুশী হবেন এজন্য যে, তাঁদের চেষ্টা-সাধনা কাজে লেগেছে এবং তারা পরিশ্রমের পূর্ণ ফল লাভ করেছে।

৭. অর্থাৎ কোন অনর্থক কথা শুনবে না; গাল-মন্দ ও অপমানকর কথার তো প্রশ্নই উঠে না।

৮. অর্থাৎ এক বিস্ময়কর ধরনের ঝরনা। আর কেউ কেউ এটাকে প্রজাতি অর্থে গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ বহু সংখ্যক ঝরনা প্রবাহিত হবে।

৯. অর্থাৎ পান করার ইচ্ছা হলে বিলম্ব হবে না (সাথে পাওয়া যাবে)।

১০. অর্থাৎ অতি সুন্দর ও সুবিন্যস্তভাবে বিছানা এবং হেলান দেয়া বালিশ সংযুক্ত।

১১. যাতে যখন যেখানে ইচ্ছা বিশ্রাম নিতে পারে এবং একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার কষ্ট করতে না হয়।

১২. আকৃতি-প্রকৃতি উভয়ের বিচারে এটা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। তাফসীরে আযীযীতে এর বিবরণ দেখার মতো।

(١٨) وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝

(١٩) وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝

(٢٠) وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

(٢١) فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝

(٢٢) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝

(٢٣) اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝

১৮. এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে উর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে?[১৩]
১৯. এবং পর্বতমালার দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?[১৪]
২০. এবং ভূতলের দিকে, কিভাবে তাকে সমতল করা হয়েছে?[১৫]
২১. অতএব তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো একজন উপদেশদাতা;
২২. তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নহ।[১৬]
২৩. তবে কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে ও কুফরী করলে,

---

১৩. বাহ্যিক কোন স্তম্ভ ছাড়াই।

১৪. অর্থাৎ নিজের স্থান থেকে একটুও নড়াচড়া করে না।

গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও বিশালত্বের কারণে পৃথিবীকে সমতল মনে হয়

১৫. অর্থাৎ গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও বিশালত্বের কারণে পৃথিবীকে সমতল মনে হয়। এ তাই তার উপর বসবাস করা সহজ হয়েছে। এসব বর্ণনা হচ্ছে কুদরতের প্রমাণ। অর্থাৎ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, এসব কিছু দেখেও তারা আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত এবং বিজ্ঞসুলভ ব্যবস্থাপনা উপলব্ধি করতে পারে না। এটা উপলব্ধি করতে পারলে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানেও যে তাঁর ক্ষমতা রয়েছে এবং পরকালে যে বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনাও সম্ভব, তা-ও হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো। আর ইব্‌ন কাছীরের মতে বিশেষভাবে এ কয়টা বিষয়ের উল্লেখের কারণ এই যে, আরবের লোকেরা অধিকন্তু উন্মুক্ত প্রান্তরে চলাচল করতো। তখন তাদের সম্মুখে বেশীর ভাগ এ চারটি বস্তুই থাকতো– বাহন হিসাবে উষ্ট্র, ওপরে আসমান নীচে যমীন এবং আশপাশে পর্বত। এ কারণে এ নিদর্শনরাজি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে বলা হয়েছে।

১৬. অর্থাৎ স্পষ্ট যুক্ত-প্রমাণ উপস্থাপন করা সত্ত্বেও এরা যখন চিন্তা-ভাবনা করে না, তখন আপনিও তাদের ব্যাপারে চিন্তা করবেন না; বরং কেবল উপদেশ দিয়ে যাবেন।

(٢٤) فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝

(٢٥) اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝

(٢٦) ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

২৪. আল্লাহ্ তাকে দিবেন মহাশাস্তি।

২৫. তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট;

২৬. এরপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই কাজ।[১৭]

আপনাকে উপদেশ দেয়া আর বুঝাবার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে। এরা যদি না বুঝে, তবে আপনাকে তাদের উপর দারোগা বানিয়ে চাপিয়ে দেয়া হয়নি যে, আপনি তাদেরকে মানতে জোরপূর্বক বাধ্য করবেন এবং তাদের অন্তর পরিবর্তন করে ছাড়বেন। এ কাজ তো কেবল আল্লাহ্ তা'আলার, যিনি অন্তরের পরিবর্তন সাধন করেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়েছে

১৭. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়েছে এবং আল্লাহ্র আয়াত নিদর্শনকে করেছে অস্বীকার, সে আখিরাতের কঠোর আযাব এবং আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে রেহাই পাবে না, পেতে পারে না। তাদেরকে একদিন অবশ্যই আমাদের নিকট ফিরে আসতে হবে এবং আমি তাদের তিল তিল হিসাব গ্রহণ করবো। মোট কথা, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করে যান এবং তাদের ভবিষ্যৎ আমার উপর সোর্পদ করুন।

সূরা ফজর

৩০ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالْفَجْرِ ۙ

(٢) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۙ

(٣) وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۙ

(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ۚ

১. শপথ ঊষার,
২. শপথ দশ রজনীর,
৩. শপথ জোড় ও বেজোড়ের
৪. এবং শপথ রজনীর যখন তা গত হতে থাকে[১]–

শপথ দশ রজনীর

১. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "কুরবানীর ঈদের দিন সকাল বেলা আসল ও গুরুত্বপূর্ণ হজ্জ আদায় হয় এবং তৎপূর্বের দশ রজনী আর রমযান মাসের শেষ দশকের জোড় ও বেজোড় রজনী আর যখন রাত্রে চলে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন মি'রাজে গমন করেন"। এ সময়গুলো ছিল অত্যন্ত বরকতময়, তাই এসবের শপথ করা হয়েছে।

(ক) **বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** তাফসীরকারগণ সাধারণত 'ওয়াল-লায়লি ইয়া ইয়াস্‌রি'-এর অর্থ করেছেন রজনী অতিক্রান্ত হওয়া অথবা রাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়া। যেন ভোরের শপথের বিপরীতে রজনীর আগমন-নির্গমনের শপথ করা হয়েছে। যেমন জোড়

(٥) هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ۝

(٦) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۝

৫. নিশ্চয় তার মধ্যে শপথ রয়েছে বোধসম্পন্ন ব্যক্তির জন্য।[২]
৬. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক কি করেছেন[৩] 'আদ বংশের[৪]–

সংখ্যকের বিপরীতে বেজোড়ের শপথ করা হয়েছে। আর 'লায়ালিন আশ্‌রিন' দ্বারাও সাধারণত দশ রজনী উদ্দেশ্য হতে পারে। কারণ, সেগুলোর সংখ্যা এবং যে সব বিষয়ের ওপর সেসব সংখ্যার প্রয়োগ হয়, তাতেও বৈপরীত্য পাওয়া যায়। মাসের প্রথম দিকের দশটি রজনী শুরুতে উজ্জ্বল থাকে। আর শেষ দশকের রজনীসমূহ প্রথমত অন্ধকার থাকে এবং শেষে আলোকিত থাকে। আর মধ্যখানের দশটি রজনীর অবস্থা এ দু'টি থেকে পৃথক। যেন এই বৈপরীত্য ও বিভিন্নতা দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মানুষের আরাম-আয়েশ, বিপদাপদ এবং সংকীর্ণতা-প্রশস্ততা– যে অবস্থাই হোক এর কোনটিতেই তার নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়। তার এমন চিন্তা করা ঠিক নয় যে, এখন এর বিপরীতে ভিন্নতর অবস্থা দেখা দিবে না। মানুষকে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা হচ্ছেন দুই বিপরীত মুখী অবস্থার স্রষ্টা, যেমন তিনি দিগন্তে এক বিপরীতের বিরুদ্ধে অপর বিপরীত দাঁড় করান। তেমনি নিজ প্রজ্ঞা ও সার্বিক বিবেচনা অনুযায়ী তিনি তোমাদের অবস্থারও পরিবর্তন সাধন করেন। অতএব সামনে অগ্রসর হয়ে যেসব ঘটনা ও বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, তাতেও তিনি উপরোক্ত মূলনীতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

(খ) বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ এ আয়াতের তাফসীরে দুইটি মারফূ' হাদীস এসেছে। একটি হযরত জাবির (রা) থেকে এবং অপরটি হযরত ইমরান ইবনুল হুসায়ন (রা) থেকে। প্রথম হাদীসটি সম্পর্কে হাফিয ইব্ন কাছীর (র) বলেন ঃ 'এটা এমন এক সনদ, যার রাবীদের ব্যাপারে তেমন কোন আপত্তি নেই। কিন্তু আমার মতে হাদীসের মূল পাঠ মারফূ বলে মেনে নিতে কিছুটা আপত্তি রয়েছে।'

তিনি দ্বিতীয় হাদীসটি সম্পর্কে বলেন ঃ "আমার মতে হাদীসটিকে ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা)-এর বক্তব্য হিসাবে গ্রহণ করাই অধিক সংগত"।

২. অর্থাৎ এসব শপথ কোন সাধারণ ব্যাপার নয়, নেহায়েত মর্যাদাপূর্ণ ও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানী ব্যক্তিরা বুঝতে পারেন যে, বক্তব্যকে জোরদার করার জন্য তাতে এক বিশেষ মূল্য ও মর্যাদা নিহিত থাকে।

'আদ জাতির কথা

৩. 'আদ এক ব্যক্তির নাম, তার নাম অনুসারে গোটা জাতির নামকরণ করা হয়েছে। তার পূর্বপুরুষদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'ইরাম'। এখানে তার সাথে সম্পর্কিত করার দ্বারা সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এখানে 'আদ বলে প্রথম 'আদ' বুঝানো হয়েছে, দ্বিতীয় 'আদ' নয়। আবার কারো কারো মতে 'আদ জাতির মধ্যে যে রাজ-পরিবার ছিল, তাদেরকে 'ইরাম' বলা হতো। আল্লাহ্-ই ভালো জানেন।

(٧) اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

(٨) الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

(٩) وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۝

(١٠) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ۝

(١١) الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ۝

(١٢) فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ۝

(١٣) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ۝

৭. ইরাম গোত্রের প্রতি—যারা অধিকারী ছিল সুউচ্চ প্রাসাদের?
৮. যার সমতুল্য কোন দেশে নির্মিত হয় নাই।[৫]
৯. এবং ছামূদের প্রতি? যারা উপত্যকায় পাথর কাটিয়া গৃহ নির্মাণ করেছিল[৬];
১০. এবং বহু সৈন্য শিবিরের অধিপতি ফিরআওনের প্রতি?[৭]
১১. যারা দেশে সীমালংঘন করেছিল,
১২. এবং সেথায় অশান্তি বৃদ্ধি করেছিল।
১৩. এরপর তোমার প্রতিপালক তাদের উপর শাস্তির কশাঘাত হানলেন।[৮]

---

৪. অর্থাৎ স্তম্ভ দাঁড় করিয়ে বৃহদাকার সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করতো। অথবা অর্থ এই যে, তারা অধিকাংশ সময় পর্যটনে কাটাতো এবং উঁচু স্তম্ভের ওপর তাঁবু খাটাতো। আবার কারো কারো মতে, "যাতুল ইমাদ" বলে তাদের বিরাটকায় ও লম্বা দৈহিক গঠনকে স্তম্ভের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

৫. অর্থাৎ তদানীন্তন কালে দুনিয়াতে তাদের চেয়ে শক্ত-সামর্থ্য ও শক্তিশালী কোন জাতি ছিল না। অথবা তাদের প্রাসাদরাজির কোন তুলনা ছিলো না।

৬. 'ওয়াদিল কুরা' ছিল তাদের আবাসিক এলাকার নাম, যেখানে তারা প্রস্তর খোদাই করে নিতান্ত সুরক্ষিত ও সৃদৃঢ় আবাসগৃহ নির্মাণ করতো।

৭. অর্থাৎ বিপুল সাজসরঞ্জাম ও সৈন্য-সামন্তের অধিকারী, যার জন্য সামরিক প্রয়োজনে তাদের অনেক পেরেকের দরকার হতো।.অথবা এ অর্থ যে, পেরেক ঠুকে মানুষকে শাস্তি দিতো।

আরাম-আয়েশ, বিত্ত-বৈভব ও শক্তিমত্তার নেশায় মত্ত হয়ে সেসব জাতি দেশে দেশে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল

৮. অর্থাৎ আরাম-আয়েশ, বিত্ত-বৈভব ও শক্তিমত্তার নেশায় মত্ত হয়ে সেসব জাতি দেশে দেশে তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল। মারাত্মক মারাত্মক অপকর্ম করেছিল এবং এমনভাবে মাথা তুলে ছিল যেন তাদের মাথা নত করার মতো কোন শক্তিই নাই। যেন হামেশা

(١٤) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ۞

(١٥) فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۙ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۞

(١٦) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۙ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۞

১৪. তোমার প্রতিপালক অবশ্যই সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।[৯]

১৫. মানুষ তো এইরূপ যে, তার প্রতিপালক যখন তাকে পরীক্ষা করেন সম্মান ও অনুগ্রহ দান করে, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মানিত করেছেন।'[১০]

১৬. এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন তার রিযক সংকুচিত করে, তখন সে বলে, 'আমার প্রতিপালক আমাকে হীন করেছেন।'[১১]

তাদের এ অবস্থাই বহাল থাকবে এবং কখনো এসব যুলুম-নির্যাতন ও অন্যায়-অপকর্মের
কোন দণ্ডই ভোগ করতে হবে না। অবশেষে যখন তাদের ও জোর যুলুমের দাঁড়িপাল্লা
কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেলো এবং উঠেছিল, অবকাশ ও ক্ষমার কোন সুযোগই অবশিষ্ট
ছিল না, তখন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী আল্লাহ্ অকস্মাৎ তাদের উপর বর্ষণ করলেন আযাবের
চাবুক। মাটির সাথে মিশে গেছে তাদের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য ও দম্ভ অহমিকা। তাদের
বিপুলায়তন সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ কোন উপকারে আসেনি।

আল্লাহ্ তা'আলা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে সকল বান্দার তিল তিল কার্যকলাপ ও হাল-হাকীকত নিরীক্ষণ করছেন

৯. অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যেমন কোন ঘাটিতে আত্মগোপন করে পথচারীদের খোঁজখবর রাখে, অমুক ব্যক্তি কেমন করে অতিক্রম করলো এবং কি করতে করতে গেলো, অমুক ব্যক্তি কি নিয়ে এলো ও নিয়ে গেলো। এরপর সময়মত এসব তথ্য অনুযায়ী কাজ করা হয়। তদ্রূপ মনে করবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা লোকচক্ষুর আড়ালে থেকে সকল বান্দার তিল তিল কার্যকলাপ ও হাল-হাকীকত নিরীক্ষণ করছেন, তাদের কোন গতি বা স্থিতি তাঁর কাছে গোপন নেই। অবশ্য দণ্ড দানে তিনি তাড়াহুড়া করেন না। অমনোযোগী বান্দারা মনে করে যে, দেখার তো কেউ নেই, নেই কেউ জিজ্ঞেস করার। কাজেই যা মন চায়, তাই করে যাও নির্দ্বিধায়-নিশ্চিন্তে। অথচ সময় এলে তিনি তাদের ছোট বড় সব কিছুই উন্মুক্ত করবেন এবং সকলের সঙ্গে আচরণ করবেন তাদেরই সেসব কর্ম অনুযায়ী, যা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর নযরেই ছিল। তখন বুঝতে পারবে যে, সেসব ছিল অবকাশ আর বান্দাদের পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান, বান্দারা কোন অবস্থায় কি কি কাজ করে এবং একটা সাময়িক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিয়ে শেষ পরিণতিকে তো বিস্মৃত হন না।

১০. অর্থাৎ আমি এর যোগ্য ছিলাম, তাই আমার এই মর্যাদা।

(١٧) كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ۙ

(١٨) وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۙ

(١٩) وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۙ

(٢٠) وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۙ

(٢١) كَلَّآ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۙ

১৭. না, কখনই নহে। বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না।[১২]
১৮. এবং তোমরা অভাবগ্রস্তদেরকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না[১৩],
১৯. এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ করে ফেল[১৪],
২০. এবং তোমরা ধন-সম্পদ অতিশয় ভালবাস।[১৫]
২১. ইহা সঙ্গত নহে। পৃথিবীকে যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে[১৬],

---

১১. অর্থাৎ আমার কদর করেনি, মূল্য দেয়নি। সারকথা এই যে, কেবল পার্থিব জীবন ও বর্তমান অবস্থার উপরই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। দুনিয়ার বর্তমান সুখ বা দুঃখকেই মানুষ কেবল সম্মান ও অসম্মানের মানদণ্ড মনে করে। সে জানে না যে, উভয় অবস্থায়ই তার পরীক্ষা হয়। নিআমত দান করে তার কৃতজ্ঞতা ও কষ্ট-কাঠিন্য দিয়ে তার সবর ও সন্তুষ্টি যাঁচাই করা হয়। নিআমত দান করে তার কৃতজ্ঞতা আর কঠোরতা দিয়ে তার সবর এবং সন্তুষ্টি যাঁচাই করা হয়। এখানকার সাময়িক সুখ-শান্তি আল্লাহ্র দরবারে তার প্রিয় ও সম্মানিত হওয়ার প্রমাণ নয় এবং নিছক সংকীর্ণতা কষ্ট-কাঠিন্য ও বঞ্চনার আলামত নয়। কিন্তু মানুষ নিজের কর্মকাণ্ডের ওপর দৃষ্টি দেয় না। নিজের নির্বুদ্ধিতা ও নির্লজ্জতার কারণে প্রভুকে অভিযুক্ত করে।

১২. অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকট কেন তোমরা সম্মানিত হবে ? অথচ তোমরা তো অসহায় ইয়াতীমদেরকে সম্মান দেখাও না, তাদের খোঁজখবর লও না।

১৩. অর্থাৎ নিজেদের সম্পদ মিসকীনদের খবর নেয়া তো দূরের কথা, অভুক্ত ও অভাবতাড়িতদের খবর নেয়ার জন্য অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করে না।

১৪. অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির মীরাস (পরিত্যক্ত সম্পত্তি) গ্রহণের ক্ষেত্রে হালাল-হারাম ও ন্যায়-অন্যায়ের কোন তোয়াক্কা নাই, যাই কব্জা করা যায় তা-ই হযম করে নেয়। ইয়াতীম-মিসকীনদের ন্যায্য প্রাপ্য আত্মসাৎ হলে তার প্রতিকার করো না।

তোমাদের অন্তর সম্পদের লোভে ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ

১৫. অর্থাৎ আসল কথা হলো, তোমাদের অন্তর সম্পদের লোভে ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। তোমাদের কেবল এটাই কাম্য যে, কোন উপায়ে সম্পদ হস্তগত হলেই হলো।

(২২) وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۚ

(২৩) وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۙ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ۚ

(২৪) يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِىْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِىْ ۚ

(২৫) فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ۙ

২২. এবং যখন তোমার প্রতিপালক উপস্থিত হবেন[১৭] ও সারিবদ্ধভাবে ফেরেশতাগণও।[১৮]

২৩. সেইদিন জাহান্নামকে আনা হবে[১৯] এবং সেইদিন মানুষ উপলব্ধি করবে; কিন্তু এই উপলব্ধি তার কী কাজে আসবে?[২০]

২৪. সে বলবে, 'হায়! আমার এই জীবনের জন্য যদি আমি কিছু অগ্রিম পাঠাতাম?'[২১]

২৫. সেইদিন তাঁর শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিতে পারবে না,

কোন ভালো কাজে একটা পয়সাও যেন হাত থেকে খসে না পড়ে; ভবিষ্যৎ পরিণতি যাই হোক। মালের প্রতি এতোই ভালবাসা ও অর্থপূজা যে, মানুষ একেই কা'বা বা উদ্দিষ্ট লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এটা কেবল কাফিরেরই রীতি হতে পারে।

১৬. অর্থাৎ পাহাড়-পর্বত, টিলা সবই গুড়া গুড়া করে ফেলা হবে এবং পৃথিবী পরিণত হবে সমতল প্রান্তরে।

১৭. অর্থাৎ তাঁর প্রতাপমণ্ডিত মাহাত্ম্যের সঙ্গে, যা তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত।

১৮. অর্থাৎ হাশর ময়দানে উপস্থিত হবেন তার ব্যবস্থাপনার জন্য।

১৯. অর্থাৎ লক্ষ লক্ষ ফেরেশতা তাদেরকে স্ব স্থান থেকে তুলে এনে হাশরের ময়দানে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করবেন।

২০. অর্থাৎ তখন অনুধাবন করতে পারবে যে, আমি চরম ভ্রান্তি ও অমনোযোগিতায় নিপতিত ছিলাম। কিন্তু তখনকার অনুধাবন করা কোন কাজে লাগবে? অনুধাবন করার মওকা তো আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। 'দারুল আমল' (কর্মক্ষেত্র) অর্থ দুনিয়ায় যে কাজ করা উচিত ছিল, দারুল জাযা তথা পরকালে তা করা সম্ভব হবে না।

২১. অর্থাৎ দুঃখের বিষয়, দুনিয়ার জীবনে কোন নেক কাজ করে অগ্রে প্রেরণ করিনি, যা আজ এ জীবনে কাজে লাগতো, রিক্ত হস্তে এখানে এসেছি। হায়, কল্যাণের কোন পুঁজি যদি আমি আগে পাঠাতাম, যা এখানকার জন্য হতো পাথেয়।

(٢٦) وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗۤ اَحَدٌ ۝

(٢٧) يٰۤاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝

(٢٨) ارْجِعِيْۤ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝

(٢٩) فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ۝

২৬. এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না।[২২]
২৭. হে প্রশান্ত চিত্ত!
২৮. তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে,
২৯. আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও,

আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন অপরাধীদেরকে কঠোর শাস্তি দিবেন

২২. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা সেদিন অপরাধীদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিবেন এবং এমন কঠিন বন্দীত্বের মধ্যে রাখবেন, যে কারো পক্ষ থেকে কোন অপরাধীর ক্ষেত্রে এমন কঠোরতার কথা কল্পনাও করা যায় না। হযরত শাহ আবদুল আযীম (র) লিখেন, 'সেদিন তাঁর মতো মার কেউ দিবে না, জাহান্নামে যেসব সাপ-বিচ্ছু থাকবে, তারাও নয়, জাহান্নামের আগুনও নয়। কারণ, তাদের মারা আর দুঃখ দেয়া হলো দৈহিক শাস্তি, আর আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি হবে এরকম, যাতে অপরাধীর রূহ অনুতাপ আর লজ্জায় নিপতিত করবে, যা হবে রূহানী আযাব- আত্মিক শাস্তি। আর এটা স্পষ্ট যে, আত্মিক শাস্তির সঙ্গে দৈহিক শাস্তির কোন তুলনাই চলে না। পরন্তু তাঁর মতো শক্তভাবে গ্রেপ্তার কখনও কেউ করতে পারবে না। কারণ, জাহান্নামের পেয়াদারা জাহান্নামীদের গলায় শৃংখল পরাবে, তাদেরকে জিঞ্জীরে কষে বাঁধবে আর জাহান্নামের পেয়াদারা জাহান্নামীদের গলায় শৃংখল পরাবে, তাদেরকে জিঞ্জীরে কষে বাঁধবে আর জাহান্নামের দরজা রুদ্ধ করে উপর থেকে মস্তকাবরণ স্থাপন করবে। কিন্তু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনাকে রুদ্ধ করতে পারবেন না। আর জ্ঞান-বুদ্ধির প্রকৃতিই হচ্ছে অনেক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা। আর সেসব বিষয়ের কোনটি অপরটির জন্য অন্তরায় হয়ে যায়। এ কারণে ঠিক কয়েদ অবস্থার সংকীর্ণতায়ও মানুষের থাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার প্রশস্ততা। কিন্তু যার জ্ঞান-বুদ্ধিকে আল্লাহ্ তা'আলা এদিক-সেদিক যেতে বারণ করেন, কেবল দুঃখ-কষ্টের প্রতিই আল্লাহ্ যার জ্ঞানকে নিবদ্ধ রাখেন, সে এর বিপরীত। এমন বন্দীদশা যা দৈহিক বন্দীদশার চেয়ে হাজার গুণ কঠোর। কারণ উন্মাদদেরকে বাগান ও উন্মুক্ত প্রান্তরে ঘুরাফেরা করানোর সময়ও তারা ভয় ও সংকীর্ণতা বোধ করে। তাদের এ ভয় ও শংকা জাগে মানসিক কারণে। তখন বিরাট বাগান ও উন্মুক্ত প্রান্তরও তাদের কাছে সংকীর্ণ মনে হয়।

(৩০) وَادۡخُلِیۡ جَنَّتِیۡ ۚ

৩০. এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।[২৩]

জান্নাতীদের পরিণতি

২৩. প্রথমে অপরাধী ও অত্যাচারীদের অবস্থা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এখন তাদের বিপরীত সেসব লোকের শুভ পরিণতির কথা বলা হচ্ছে, আল্লাহ্র স্মরণ ও তাঁর আনুগত্যে যাঁদের অন্তর শান্তি ও তৃপ্তি বোধ করে। হাশর ময়দানে তাদেরকে বলা হবে, হে সত্যের বাহক আত্মা! যে মহান প্রেমাস্পদের প্রেমে তুমি মজে গিয়েছিলে, এখন সব রকম বাক-বিতণ্ডা ও দ্বিধা-সংকোচ থেকে মুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে প্রশান্ত মনে তাঁরই মহামিলনের পথে অগ্রসর হও। তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের দলে শামিল হও। তাঁর মহান জান্নাতে অবস্থান গ্রহণ করো। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর সময়ও এসব সুসংবাদ তাকে শোনানো হয়। বরং আরিফদের অভিজ্ঞতা বলে যে, এ পার্থিব জীবনেও এহেন প্রশান্তচিত্তর এ ধরনের সুসংবাদের মোটামুটি অংশ লাভ করেন–

'হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট এমন আত্মা কামনা করি, যা কেবল তোমাতেই তুষ্ট, যা তোমার মিলনে বিশ্বাসী, যা তোমার সিদ্ধান্তে পরিতুষ্ট এবং কেবল তোমার দানেই তুষ্টি আর তৃপ্তিবোধ করে।'

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নাফ্সে মুতমাইন্নাহ, নাফ্সে আম্মারাহ এবং নাফ্সে লাওওয়ামা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে সূরা কিয়ামা'র প্রথম দিকে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

সূরা বালাদ

২০ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

(২) وَأَنْتَ حِلٌّۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۙ

১. আমি শপথ করতেছি এই নগরের[১],
২. আর তুমি এই নগরের অধিবাসী।[২]

---

১. অর্থাৎ মক্কা মুয়াযযমার।

মক্কা নিরাপদ নগরী

২. মক্কায় প্রত্যেক মানুষের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। তবে মহানবী (সা)-এর জন্য মক্কা বিজয়ের দিন এই নিষেধাজ্ঞা ছিল না। সেদিন তাঁর বিরুদ্ধে যে কেউ লড়াই করেছে, তাকে হত্যা করা হয়েছে, কোন কোন মারাত্মক অপরাধীকে একেবারে কা'বার দেয়ালের নিকটেই হত্যা করা হয়েছে। সেদিনের পর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা পুনর্বহাল হয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। যেহেতু এই আয়াতে মক্কার শপথ করে সেসব বিপদাপদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, মানুষকে সেসব বিপদাপদ ও কঠোরতার পর্যায় অতিক্রম করতে হয়, আর যেহেতু বিশ্বের সেরা মানব তখন এই মক্কা নগরীতেই দুশমনদের পক্ষ থেকে তীব্র বাধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন, এ কারণে মধ্যখানে একথা বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, যদিও আজ এ নগরীর জাহিলদের মধ্যে আপনার মর্যাদা নেই, কিন্তু এমন একটা সময় আসবে, যখন আপনি এই শহরে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করবেন এবং সেই পবিত্র স্থানকে চিরতরে পবিত্র রাখার জন্য অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়ার অনুমতিও আপনাকে দেয়া হবে। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে অষ্টম হিজরীতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে।

(٣) وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۙ

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۙ

(٥) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۘ

(٦) يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۙ

৩. শপথ জন্মদাতার ও যা সে জন্ম দিয়েছে।[৩]
৪. মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি ক্লেশের মধ্যে।[৪]
৫. সে কি মনে করে যে, কখনও তার ওপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না ?[৫]
৬. সে বলে, 'আমি প্রচুর অর্থ নিঃশেষ করেছি।'[৬]

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কেউ কেউ 'وانت حل بهذا البلد'-এর অর্থ করেছেন 'ওয়া আনতা নাযেলুন' অর্থাৎ 'আমি শহরের শপথ করছি এ অবস্থায় যে, এ নগরীতেই আপনি জন্ম নিয়েছেন এবং এখানেই অবস্থান গ্রহণ করেছেন আপনি।'

৩. অর্থাৎ আদম (আ) এবং তাঁর বংশধর ইত্যাদি।

সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মানুষ কষ্ট-কাঠিন্য ও দুঃখের মধ্যে নিপতিত রয়েছে

৪. অর্থাৎ সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত মানুষ কষ্ট-কাঠিন্য ও দুঃখের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। তাকে সইতে হয় নানা রকম কঠোরতা। কখনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, কখনো আক্রান্ত হয় দুঃখে, কখনো তাকে পড়তে হয় চিন্তায়। মনে হয় মানুষের গোটা জীবনে এমন একটা মুহূর্তও আসে না, যখন সে সবরকম বিপদাপদ, সব রকম চিন্তা ও শ্রম থেকে মুক্ত সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত জীবন যাপন করতে পারে। আসলে মানুষের জন্মগত গঠনই এমন যে, সে এসব চিন্তা ও ঝামেলা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। আদম (আ) ও তাঁর বংশধরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করাই একথার স্পষ্ট প্রমাণ। আর মক্কার মতো প্রস্তরময় অঞ্চলের জীবন, বিশেষ করে এমন এক সময়, যখন সৃষ্টির সেরা মানব সেখানে জোর-জুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। এটা لقد خلقنا الانسان فى كبد-এর উজ্জ্বল সাক্ষী।

৫. অর্থাৎ মানুষকে যেসব কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদাপদের পথ অতিক্রম করতে হচ্ছিল, তার দাবীতো এই ছিল যে, তার মধ্যে বিনয় ও অক্ষমতার ভাব সৃষ্টি হবে এবং সে নিজেকে হুকুমেরও দাস ও ভাগ্যের হাতে বন্দী মনে করে আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও সন্তুষ্টির অনুগত হয়ে থাকবে এবং সব সময় নিজের অভাব ও দারিদ্র্যেকে সম্মুখ রাখবে। কিন্তু তার অবস্থা এই যে, সে একেবারেই ভুলের মধ্যে নিপতিত রয়েছে। সে কি মনে করেছে যে, তাকে কাবু করার মতো এবং তার বিদ্রোহের শাস্তি দেয়ার মতো কোন সত্তা কি নেই ?

৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর প্রতি শত্রুতা, ইসলামের বিরোধিতা ও পাপাচারে নির্বিবাদে অর্থ ব্যয়কে সে বুদ্ধিমত্তা মনে করে এবং তাকে আরো বাড়িয়ে রং চড়িয়ে

(٧) اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝
(٨) اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝
(٩) وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝
(١٠) وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝
(١١) فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

৭. সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখে নাই ?[৭]
৮. আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করি নাই দুই চক্ষু ?[৮]
৯. আর জিহ্বা ও দুই ওষ্ঠ ?[৯]
১০. আর আমি তাকে দুইটি পথ দেখিয়েছি।[১০]
১১. সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করে নাই।[১১]

গর্বভরে বলে, আমি এত বিপুল অর্থ ব্যয় করেছি। এরপরও কি আমার মুকাবিলায় সফল হতে পারবে? কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে টের পাবে যে, এসব ব্যয় করা অর্থই বরবাদ গেছে। বরং উলটা তাই হয়েছে জীবনের বোঝা।

৭. অর্থাৎ কোথায়, কোন নিয়্যতে কতো অর্থ ব্যয় করেছে, আল্লাহ্ সবই দেখছেন। মিথ্যা আস্ফালনে কোন কাজ হবে না।

৮. অর্থাৎ দেখার জন্য যিনি চোখ দিয়েছেন, তিনি নিজে কি দেখছেন না? যিনি সকলকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে তিনি হবেন সকলের চেয়ে বড়ো দর্শক।

৯. যেগুলো দ্বারা কথা বলতে ও পানাহারে সহায়তা হয়।

আল্লাহ্ ভালো-মন্দ বলে দিয়েছেন

১০. অর্থাৎ ভালো-মন্দ উভয় পথ বলে দিয়েছি, যাতে খারাপ পথ থেকে দূরে থাকে এবং ভালো পথে চলে। আর সংক্ষিপ্তভাবে এ বলে দেয়া হয়েছে জ্ঞান-বুদ্ধি ও স্বভাব-প্রকৃতির মাধ্যমে আর বিস্তারিতভাবে নবী-রাসূলদের যবানীতে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ কেউ কেউ نجدين (নাজদাইন) অর্থ করেছেন নারীর স্তন। অর্থাৎ শিশুকে খাদ্য গ্রহণ করা তথা দুগ্ধ পান করার পথ নির্দেশ করে দিয়েছি।

১১. অর্থাৎ এত বিপুল পরিমাণ নিআমতের বৃষ্টি ও হিদায়াতের উপকরণ বর্তমান থাকতেও তার দীনের কেন্দ্রস্থলে লাফিয়ে আমার সৌভাগ্য হলো না। তাওফীক হলো না তার উন্নত চরিত্রের পথ অতিক্রম করে কল্যাণ ও সাফল্যের সুউচ্চ স্থানে পৌছার।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বিরোধিতার ঝড়-তুফানের মুকাবিলা করে দীনের কাজ আঞ্জাম দেয়া বেশ কষ্টসাধ্য বিধায় তাকে দীনের কেন্দ্রস্থল বলা হয়েছে।

(١٢) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

(١٣) فَكُّ رَقَبَةٍ ۝

(١٤) اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝

(١٥) يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

(١٦) اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

(١٧) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

১২. তুমি কী জান— বন্ধুর গিরিপথ কী ?
১৩. এটা হচ্ছে ঃ দাসমুক্তি।[১২]
১৪. অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে[১৩] আহার্যদান[১৪]—
১৫. ইয়াতীম আত্মীয়কে,
১৬. অথবা দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত নিঃস্বকে।[১৫]
১৭. তদুপরি সে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মু'মিনদের[১৬] এবং তাদের যারা পরস্পরকে উপদেশ দেয়, ধৈর্যধারণের ও দয়া দাক্ষিণ্যের[১৭];

---

১২. অর্থাৎ দাস মুক্ত করা বা ঋণগ্রস্তকে ঋণমুক্ত করা।

১৩. অর্থাৎ অভাব আর দুর্ভিক্ষের দিনে অভুক্তদের খবর নেয়া।

১৪. অর্থাৎ ইয়াতীমের সেবা করা এবং নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে সদাচার করা সওয়াবের কাজ। যেখানে উভয়ই মিলিত হয়, সেখানে দ্বিগুণ সওয়াব হয়।

দারিদ্র্যের কষাঘাত

১৫. অর্থাৎ দারিদ্র্যের কষাঘাত মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এগুলো হচ্ছে সম্পদ ব্যয় করার খাত। বিবাহ-শাদীতে, আনন্দ উৎসবে, শোকানুষ্ঠানে, অহেতুক রসম-রেওয়াজ পালনে এবং আল্লাহ্র নাফরমানীর কাজে অর্থ বরবাদ করে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও আখিরাতের শাস্তি মাথায় তুলে নেয়া অর্থ ব্যয়ের খাত নয়।

১৬. অর্থাৎ এসব আমল গ্রাহ্য হওয়ার সবচেয়ে বড়ো শর্ত হচ্ছে ঈমান। ঈমান না থাকলে সব কর্মই পণ্ড।

১৭. অর্থাৎ একে অপরকে তাকীদ করে যে, অধিকার ও কর্তব্য পালনে সব রকম কষ্ট সহ্য করবে এবং আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের উপর দয়া করবে, যাতে আসমানওয়ালা তোমার প্রতি দয়া করেন।

(١٨) اُولٰٓئِكَ اَصۡحٰبُ الۡمَيۡمَنَةِ ؕ

(١٩) وَالَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِاٰيٰتِنَا هُمۡ اَصۡحٰبُ الۡمَشۡئَمَةِ ؕ

(٢٠) عَلَيۡهِمۡ نَارٌ مُّؤۡصَدَةٌ ࣖ

১৮. তারাই সৌভাগ্যশালী।[১৮]
১৯. আর যারা আমার নিদর্শন প্রত্যাখ্যান করেছে, তারাই হতভাগ্য।[১৯]
২০. তারা পরিবেষ্টিত হবে অবরুদ্ধ অগ্নিতে।[২০]

---

১৮. অর্থাৎ এসব লোক বড়োই সৌভাগ্যবান এবং মুবারক, যারা মহান আরশের ডান দিকে স্থান পাবে এবং তাদের আমলনামা দেয়া হবে তাদের ডান হাতে।

১৯. অর্থাৎ এরা হলো বদনসীব ও ভাগ্যহত, যাদের আমলনামা দেয়া হবে তাদের বাম হাতে এবং তাদেরকে দাঁড় করানো হবে মহান আরশের বাম দিকে।

২০. অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষেপ করে বের হওয়ার সব পথ বন্ধ করে দেয়া হবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে নাজাত দিন।

সূরা আশ্-শামস

১৫ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝

(٢) وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝

(٣) وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝

(٤) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝

(٥) وَ السَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝

১. শপথ সূর্যের এবং তার কিরণের,
২. শপথ চন্দ্রের, যখন তা সূর্যের পর আবির্ভূত হয়।[১]
৩. শপথ দিবসের, যখন সে তাকে প্রকাশ করে।[২]
৪. শপথ রজনীর, যখন সে তাকে আচ্ছাদিত করে।[৩]
৫. শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন তাঁর।[৪]

---

১. অর্থাৎ অস্তমিত হওয়ার পর চন্দ্রালোক প্রসারিত হয়।

২. অর্থাৎ দিবাভাগে সূর্য যখন পূর্ণ আলো নিয়ে দেদীপ্যমান হয়।

৩. অর্থাৎ রজনীর অন্ধকার যখন ভালোভাবে বিস্তৃত হয় এবং সূর্যের আলোর কোন চিহ্নই পরিদৃষ্ট হয় না।

৪. অর্থাৎ যে শান-শওকত ও বিরাটত্ব সহকারে আসমান সৃষ্টি করেছেন। আর কারো কারো মতে مابناها -এর অর্থ তার নির্মাতা।

(٦) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝
(٧) وَ نَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝
(٨) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا ۝
(٩) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝

৬. শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন তাঁর।[৫]
৭. শপথ মানুষের এবং তাঁর, যিনি তাকে সুঠাম করেছেন।[৬]
৮. এরপর তাকে তার অসৎ কর্ম[৭] ও তার সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন।[৮]
৯. সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে।

৫. অর্থাৎ যে কৌশলে পৃথিবীকে বিস্তৃত করে সৃষ্টিকুলের বসবাসের যোগ্য করেছেন। এখানে কতক তাফসীরকার وماطحاها -এর অর্থ করেছেন এর স্রষ্টা।

৬. অর্থাৎ মেযাজের ভারসাম্য, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অনুভূতি-শক্তি, প্রাকৃতিক, জৈবিক এবং মানসিক শক্তি– সবই তাকে দান করেছেন এবং তার মধ্যে নিহিত রেখেছেন ভালো-মন্দের পথে চলার যোগ্যতা।

সুস্থ জ্ঞান ও ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ

৭. অর্থাৎ প্রথমে তো মৌলিকভাবে সুস্থ জ্ঞান ও বিশুদ্ধ প্রকৃতির দ্বারা ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার বোধ তাকে দিয়েছি। এরপর নবী-রাসূলদের যবানীতে বিস্তারিতরূপে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে বলে দিয়েছি এ পথ মন্দের, আর এ পথ পরহিজগারীর। এরপর অন্তরে নেকীর প্রতি যে আকর্ষণ ও মন্দ কাজের প্রতি যে ঝোঁক হয়, উভয়ের সৃষ্টিকর্তাও আল্লাহ্ তা'আলাই। যদিও প্রথমটা অন্তরে সৃষ্টি করায় ফেরেশতা হন মাধ্যম, আর দ্বিতীয়টায় মাধ্যম হয় শয়তান। এরপর সে ঝোঁক আর আকর্ষণ কখনো বান্দার ইচ্ছা-অভিপ্রায়ে দৃঢ় সংকল্পে পৌছে কার্যসাধনের মাধ্যম হয়, যার স্রষ্টা আল্লাহ্ এবং অর্জনকারী বান্দা। আর এভালো-মন্দ অর্জনের উপরই কার্যকারণের পথ ধরে প্রতিদানের ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিষয়টা নিতান্ত জটিল, যথাস্থানে বিস্তারিত বিবরণ সন্ধান করা যেতে পারে। প্রসঙ্গটি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো, যদি তাওফীক আমাদের সহায়ক হয়। আর আল্লাহ্-ই হচ্ছেন তাওফীকদাতা এবং সাহায্যকারী।

নফ্সের তাযকিরা

৮. নফসকে পরিপাটি করা ও পাক করা এই যে, কামনাশক্তি ও ক্রোধশক্তিকে জ্ঞান-বুদ্ধির অনুগত করতে হবে এবং করতে হবে খোদায়ী শরীআতের অনুগত। যাতে রূহ ও কলব উভয়ই খোদায়ী নূরের আলোকে আলোকিত হতে পারে।

(১০) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ۝
(১১) كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰىهَآ ۝
(১২) اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰىهَا ۝
(১৩) فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝

১০. এবং সেই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।[৯]
১১. ছামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশত অস্বীকার করেছিল।[১০]
১২. তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল।[১১]
১৩. তখন আল্লাহ্‌র রাসূল তাদেরকে বলল, 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও।'[১২]

---

৯. ধূলায় মিশ্রিত করার অর্থ এই যে, নফ্‌সের রশি একদম লালসা ও ক্রোধের হাতে ছেড়ে দেয়, জ্ঞান-বুদ্ধি ও শরীআতের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখে না, যেন কামনা-বাসনা ও লোভ-লালসার দাসে পরিণত হয়। এমন ব্যক্তি পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট এবং ঘৃণ্য।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا হচ্ছে শপথে জবাব। আর শপথের সঙ্গে এর সম্পর্ক-সামঞ্জস্য এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে তাঁর হিকমত ও কৌশল দ্বারা সূর্যের তাপ, চন্দ্রের কিরণ, দিবসের আলো, রজনীর অন্ধকার, আকাশের উচ্চতা, যমীনের নীচতা ইত্যাদি একটা অপরটার বিপরীত সৃষ্টি করেছেন এবং মানব মনে ভালো-মন্দের দুই বিপরীতশক্তি নিহিত রেখেছেন এবং উভয়কে বুঝবার এবং তদনুযায়ী চলার ক্ষমতাও দিয়েছেন, তেমনিভাবে বিপরীতধর্মী ও বিভিন্ন মুখী কর্মের জন্য বিভিন্নমুখী ফল ও পরিণতি নির্ণয় করাও সে মহাজ্ঞানীরই কাজ। বিশ্বে ভালো-মন্দ এবং এ দুয়ের নানামুখী লক্ষণ ও পরিণতি পাওয়া যাওয়াও সৃষ্টি রহস্যের বিবেচনায় তেমনি সমীচীন, যেমনি সমীচীন হচ্ছে আলো ও অন্ধকারের অস্তিত্ব।

১০. অর্থাৎ হযরত সালিহ্ (আ)-কে অবিশ্বাস করেছিল। শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য একটা দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আ'রাফ ইত্যাদিতে এ কাহিনী বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

১১. এ হতভাগা ছিল কামার ইব্‌ন সালেফ।

সাবধান, উষ্ট্রি বধ করবে না এবং তার পানিও বন্ধ করবে না

১২. অর্থাৎ সাবধান, তাকে বধ করবে না এবং তার পানিও বন্ধ করবে না। এখানে পানির উল্লেখ করা হয়েছে এজন্য যে, বাহ্যত একারণেই সেই উষ্ট্রী বধ করতে উদ্যত

(١٤) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا ۖ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ۝

(١٥) وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا ۝

১৪. কিন্তু তারা রাসূলকে অস্বীকার করল এবং তাকে কেটে ফেলল। তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে একাকার করে দিলেন।[১৩]

১৫. এবং এর পরিণাম সম্পর্কে তিনি ভয় করেন না।[১৪]

হয়েছিল। আর আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী বলা হয়েছে এ বিবেচনায় যে, আল্লাহ্ সেই উষ্ট্রীকে করেছিলেন হযরত সালিহ্ (আ)-এর নবুওয়াতের অন্যতম নিদর্শন। আর সে উষ্ট্রীর সম্মান করাকে বাধ্যতামূলক করেছিলেন। সূরা আ'রাফে দ্রষ্টব্য।

১৩. হযরত সালিহ্ (আ) বললেন ঃ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ "সেই উষ্ট্রীকে অসদ্ভাবে স্পর্শ করবে না। অন্যথায় তোমরা মর্মন্তুদ আযাবে নিপতিত হবে" (৭ ঃ ৭৩)। তারা নবীর এ কথাকে মিথ্যা মনে করলো, পয়গাম্বরকে অবিশ্বাস করলো এবং উষ্ট্রী বধ করলো। শেষ পর্যন্ত তাই হলো, যা বলেছিলেন হযরত সালিহ্ (আ)। আল্লাহ্ তা'আলা সকলকে নিশ্চিহ্ন করে শেষ করে দেন।

দুনিয়ার রাজা-বাদশাহর আশংকা

১৪. যেমন দুনিয়ার রাজা-বাদশাহরা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বড়ো ধরনের শাস্তি দেয়ার পর দেশে গোলযোগের সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করেন বা দেশের আইন-শৃংখলা যেন ভেঙ্গে না পড়ে— এরূপ আশংকা আল্লাহ্ তা'আলার থাকতে পারে না। এমন কোন্ শক্তি আছে, যে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য আল্লাহ্‌র পেছনে পড়তে পারে? নাউযুবিল্লাহ।

সূরা লায়ল

২১ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ

(٢) وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ

(٣) وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ

(٤) اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۗ

(٥) فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ

(٦) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ

১. শপথ রজনীর, যখন সে আচ্ছন্ন করে,
২. শপথ দিবসের, যখন তা উদ্ভাসিত হয়,
৩. এবং শপথ তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন–
৪. অবশ্যই তোমাদের কর্মপ্রচেষ্টা বিভিন্ন প্রকৃতির।[১]
৫. সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকী হলে
৬. এবং যা উত্তম তা সত্য বলে গ্রহণ করলে,

মানুষের চেষ্টা বিপরীতধর্মী ও নানামুখী

১. অর্থাৎ দুনিয়াতে যে ভাবে দিবস-রজনী ও নর-নারী দুই বিপরীতধর্মী ও ভিন্ন ভিন্ন বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে। তেমনি তোমাদের চেষ্টাও বিপরীতধর্মী ও নানামুখী এবং সেসব চেষ্টা-সাধনার ফল ও পরিণতিও যে ভিন্ন ভিন্ন হবে, তা তো স্পষ্ট। এ সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হচ্ছে।

(٧) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰىؕ

(٨) وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰىۙ

(٩) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰىۙ

(١٠) فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰىؕ

(١١) وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗۤ اِذَا تَرَدّٰىؕ

৭. আমি তার জন্য সুগম করে দিব সহজ পথ।[২]
৮. এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে,
৯. আর যা উত্তম তা অস্বীকার করলে,
১০. তার জন্য আমি সুগম করে দিব কঠোর পরিণামের পথ।[৩]
১১. এবং তার সম্পদ তার কোন কাজে আসবে না, যখন সে ধ্বংস হবে।[৪]

---

২. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎপথে অর্থ ব্যয় করে, অন্তরে আল্লাহ্‌কে ভয় করে, ইসলামের ভালো কথাগুলোকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এই সুসংবাদকে সত্য-সঠিক বলে বিশ্বাস করে, তার জন্য আমার অভ্যাস অনুযায়ী সৎপথকে সহজ করে দিবো আর শেষ পরিণতিতে নিতান্ত-সুখ-শান্তির স্থানে তাকে পৌঁছিয়ে দেবো, যার নাম হচ্ছে জান্নাত।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয় না করার পরিণতি

৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় অর্থ ব্যয় করেনি, তাঁর সন্তুষ্টি ও আখিরাতের সওয়াবের পরোয়া করেনি, ইসলামের বার্তা ও আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে মিথ্যা মনে করেছে, তার অন্তর দিন দিন সংকীর্ণ ও কঠিন হতে থাকবে, সৎকাজ করার যোগ্যতা রহিত হয়ে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত ধীরে ধীরে খোদায়ী আযাবের কঠোরতায় পৌঁছে যাবে। এটাই আল্লাহ্‌র স্বভাব যে, ভাগ্যবানরা যখন সৎকাজ করে এবং হতভাগারা যখন নিকৃষ্ট কাজের দিকে ধাবিত হয়, তখন উভয়ের জন্য স্ব স্ব পথ সহজ করে দেয়া হয়, যা তারা খোদায়ী তাকদীর অনুযায়ী নিজেদের ইচ্ছা ও ইখতিয়ার অনুযায়ী পসন্দ করে নিয়েছে।

كُلًّا نُّمِدُّ هٰۤؤُلَاۤءِ وَهٰۤؤُلَاۤءِ مِنْ عَطَاۤءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاۤءُ رَبِّكَ مَحْظُوْرًا

"তোমার প্রতিপালক তাঁর দান দ্বারা তাদেরকে ও ওদেরকে সাহায্য করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত" (১৭ : ২০)।

৪. অর্থাৎ যে ধন-সম্পদ নিয়ে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে সে আখিরাতের ব্যাপারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল, তা আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তাকে একটুও রক্ষা করতে পারবে না।

(١٢) إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝

(١٣) وَإِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝

(١٤) فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۝

(١٥) لَا يَصْلٰهَاۤ اِلَّا الْاَشْقَى ۝

(١٦) الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

(١٧) وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝

(١٨) الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝

১২. আমার কাজ তো কেবল পথনির্দেশ করা,
১৩. আমি তো মালিক পরলোকের ও ইহলোকের।[৫]
১৪. আমি তোমাদেরকে লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।[৬]
১৫. তাতে প্রবেশ করবে সে-ই, যে নিতান্ত হতভাগ্য।[৭]
১৬. যে অস্বীকার করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়[৮];
১৭. আর তা হতে দূরে রাখা হবে পরম মুত্তাকীকে।[৯]
১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য।

কোন মানুষকে জোরপূর্বক সৎ বা অসৎ হতে বাধ্য করা আমার হিকমতের দাবি নয়

৫. অর্থাৎ কোন মানুষকে জোরপূর্বক সৎ বা অসৎ হতে বাধ্য করা আমার হিকমতের দাবি নয়। অবশ্য সকলকে নেকী-বদীর পথ বুঝিয়ে দেয়া আমি নিজের যিম্মায় গ্রহণ করেছি এবং ভালো ও মন্দকে স্পষ্ট করে দেয়াও আমার যিম্মায়। এরপর যে ব্যক্তি যে পথ অবলম্বন করবে, দুনিয়া ও আখিরাতে তদনুযায়ী তার সঙ্গে আচরণ করবো।

৬. দাউ দাউ করা আগুন দ্বারা সম্ভবত জাহান্নামের সেই স্তর বুঝানো হয়েছে, যা নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে মারাত্মক অপরাধীদের জন্য।

৭. অর্থাৎ চিরকালের জন্য সেখানে নিক্ষিপ্ত হবে, এরপর আর কখনো বের হওয়া তাদের ভাগ্যে জুটবে না, যা কুরআন মজীদ দ্বারা প্রমাণিত।

৮. অর্থাৎ এই ধরনের লোকের গায়ে তার বাতাস পর্যন্ত লাগবে না, তাদেরকে একদম রক্ষা করা হবে।

কার্পণ্য, লোভ-লালসা ইত্যাদির পংকিলতা থেকে নাফসকে পাক করাই উদ্দেশ্য

৯. অর্থাৎ কার্পণ্য, লোভ-লালসা ইত্যাদির পংকিলতা থেকে নাফসকে পাক করাই উদ্দেশ্য কোন রকম লোক দেখানোর প্রদর্শনী বা পার্থিব কোন স্বার্থ লক্ষ্য নয়।

(١٩) وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۙ
(٢٠) اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۚ
(٢١) وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۙ

১৯. এবং তার প্রতি কারো অনুগ্রহের প্রতিদানে নহে,
২০. কেবল তার মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশায়,
২১. সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে।[১০]

হযরত আবূ বকর (রা)-এর শান

১০. অর্থাৎ ব্যয় করা দ্বারা কোন মাখলুকের অনুগ্রহের প্রতিদান দেয়া উদ্দেশ্য নয়, বরং একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অন্বেষণ ও তাঁর দীদার লাভের আশায় বাড়ি-ঘর সবই লুটিয়ে দিচ্ছে। সে নিশ্চিন্ত থাকে যে, তাকে অবশ্যই খুশি করা হবে এবং তার এই আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই পূর্ণ হবে। اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ "নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের শ্রমফল নষ্ট করে না" (৯ ঃ ১২০)।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আয়াতের বিষয়বস্তু সাধারণ অর্থবোধক হলেও অসংখ্য রিওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত যে, শেষের দিকের আয়াতগুলো হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে এবং এটা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বড় প্রমাণ। সৌভাগ্য সেই বান্দার, যাঁর সর্বাধিক আল্লাহ্‌ভীরু হওয়ার স্বীকৃতি আসে আসমান থেকে اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাবান যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী" (৪৯ ঃ ১৩) এবং স্বয়ং আল্লাহ্‌র দরবার থেকে তাঁকে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে وَلَسَوْفَ يَرْضٰى "অবিলম্বে আল্লাহ্ তুষ্ট হবেন তার প্রতি" (৯২ ঃ ২১)। বস্তুত হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর জন্য সুসংবাদ সেই মহাসুসংবাদেরই একটি প্রতিচ্ছবি পরে যা উল্লেখ করা হচ্ছে নবী করীম (সা)-এর ক্ষেত্রে– وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى "অবিলম্বে তোমার পালনকর্তা তোমাকে এমন দান করবেন, যাতে তুমি তুষ্ট হবে" (৯৩ ঃ ৫)।

সূরা আদ্-দুহা

১১ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالضُّحٰى ۙ

(٢) وَالَّيۡلِ اِذَا سَجٰى ۙ

(٣) مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ؕ

১. শপথ পূর্বাহ্নের,
২. শপথ রজনীর যখন তা হয় নিঝুম,
৩. তোমার প্রতিপালক তোমাকে পরিত্যাগ করেন নাই এবং তোমার প্রতি বিরূপও হন নাই।[১]

সূরা দুহা নাযিলের পটভূমি

১. সহীহ্ রিওয়ায়েতে আছে, হযরত জিবরাঈল (আ) বেশ্ কিছু দিন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে আগমন করেননি (অর্থাৎ ওহী আগমন বন্ধ থাকে)। এতে মুশরিকরা বলাবলি করে যে, (এই দেখে) মুহাম্মদকে তাঁর রব বিদায় দিয়েছে। এর জবাবে আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে। আমার ধারণা এই যে, (আল্লাহ্ই ভালো জানেন) এ সময়টা ছিল ওহীর বিরতির সময়। যখন সূরা 'ইকরার' প্রাথমিক আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর একটা দীর্ঘ সময় ওহী আগমন বন্ধ থাকে। আর মহানবী (সা) নিজেও এই সময় ভীষণ বিচলিত ও বিষণ্ন থাকতেন। অবশেষে ফেরেশতা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে يٰۤاَيُّهَا الۡمُدَّثِّرُ। (হে বস্ত্রাবৃত)-এর খেতবা শুনিয়ে দিলেন। খুব সম্ভব তখন বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে নানা কথা উঠছিল। সুতরাং ইব্‌ন কাছীর (র) মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইসহাক প্রমুখাৎ যে বক্তব্য নকল করেছেন তা থেকে এই সম্ভাবনারই পোষকতা করে। হয়তো এই সময়ে

(٤) وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝

(٥) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝

৪. তোমার জন্য পরবর্তী সময় তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়।[২]

৫. অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে অনুগ্রহ দান করবেন আর তুমি সন্তুষ্ট হবে।[৩]

সেই ঘটনাও ঘটে থাকবে, যা সহীহ্ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। যেমন অসুস্থতার কারণে মহানবী (সা) দুই তিন রাত (নৈশ ইবাদত করতে) উঠতে পারেননি। তখন এক নিকৃষ্ট নারী বলতে থাকে হে মুহাম্মদ! মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে ত্যাগ করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। মোটকথা, এসব অলীক কথার জবাব দেয়া হয়েছে আলোচ্য সূরা আদ-দুহায়।

প্রথমে শপথ করা হয়েছে আলোকদীপ্ত দিবসের ও অন্ধকার রজনীর। এরপর বলা হয় (দুশমনদের সমস্ত চিন্তা, সমস্ত কথা-ই ভুল) তোমার পালনকর্তা তোমার প্রতি অসন্তুষ্টও নন এবং তোমাকে পরিত্যাগও করেননি, বরং প্রকাশ্যে যেভাবে তিনি তাঁর কুদরত ও হিকমতের নানা নিদর্শন প্রকাশ করেন, দিবসের পিছনে রজনী ও রজনীর পিছনে দিবসের আগমন ঘটান, ঠিক তেমনি অবস্থা মনে করবে বাতিনী বিষয়েরও। সূর্যালোকের পর অন্ধকারের আগমন যদি আল্লাহ্র রোষ ও অসন্তুষ্টির প্রমাণ না হয়ে থাকে এবং রাতের পর আর কখনো দিবসের আলো উদ্ভাসিত হবে না এই প্রমাণও নয়। তাহলে কয়েকটা দিন ওহীর আলো রুদ্ধ থাকায় এটা কেমন করে বুঝা যাবে যে, অধুনা আল্লাহ্ তাঁর নিযুক্ত রাসূলের প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং চিরতরে ওহীর দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন ? এমন কথা বলা তো আল্লাহ্র সর্বাত্মক জ্ঞান ও পরিপূর্ণ প্রজ্ঞার বিরুদ্ধেই অভিযোগ উত্থাপন আর কি ! মনে হয় তিনি অবহিত ছিলেন না, আমি যাকে নবী মনোনীত করছি তিনি অচিরেই উক্ত পদের অযোগ্য প্রমাণিত হবো (নাউযুবিল্লাহ্)।

আপনার বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভবিষ্যৎ অবস্থা অনেক উজ্জ্বল ও উন্নত হবে

২. অর্থাৎ আপনার বর্তমান অবস্থার চেয়ে ভবিষ্যৎ অবস্থা অনেক উজ্জ্বল ও উন্নত হবে। কয়েক দিন ওহী বন্ধ থাকা আপনার পতন ও অবনতির কারণ নয়, বরং তা হচ্ছে আরো অধিক উন্নতি-অগ্রগতির উপায়। আর যদি সামনের চেয়ে আরো সামনের অবস্থার কথা কল্পনা করা যায়, অর্থাৎ আখিরাতের শান-শওকত, যখন আদম (আ) এবং সমস্ত আদম সন্তান সমবেত হবে আপনার পতাকাতলে, তবে সেখানকার সম্মান ও মর্যাদা হবে এখানকার চেয়ে অনেক গুণ বেশী।

৩. অর্থাৎ অসন্তুষ্ট হয়ে পরিত্যাগ করা তো দূরের কথা, এখন তো তোমার পালনকর্তা তোমাকে (দুনিয়া ও আখিরাতে) এতসব দৌলত ও নিআমত দান করবেন যা

(٦) اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۪

(٧) وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۪

৬. তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর তোমাকে আশ্রয় দান করেন নাই?[8]

৭. তিনি তোমাকে পাইলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত, এরপর তিনি পথের নির্দেশ দিলেন।[৫]

দর্শন করে তুমি পরিপূর্ণ রূপে তুষ্ট ও তৃপ্ত হবে। হাদীস শরীফে মহানবী (সা) বলেছেন, যতক্ষণ উম্মতের একজন লোকও জাহান্নামে থাকবে, মুহাম্মাদ (সা) ততক্ষণ সন্তুষ্ট হবে না।

৪. মহানবী (সা)-এর সৌভাগ্যময় জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন, ছয় বছর বয়সে মাতাও বিদায় নেন। এরপর আট বছর বয়স পর্যন্ত দাদা (আবদুল মুত্তালিব)-এর দায়িত্বে প্রতিপালিত হন। অবশেষে এই মহামূল্যবান ও পৃথিবীর দুর্লভ ইয়াতীম শিশুটির প্রতিপালনের সৌভাগ্য লাভ করেন তাঁর প্রিয় চাচা আবূ তালিব। তিনি সারা জীবন মহানবী (সা)-এর সাহায্য-সহায়তা ও সম্মান-মর্যাদায় রক্ষায় বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেননি। হিজরতের কিছু দিন পূর্বে তিনিও চলে যান দুনিয়া থেকে। কিছুদিন পরে আল্লাহ্‌র এই আমানত আল্লাহ্‌রই নির্দেশে মদীনার আনসারদের গৃহে পৌঁছে– 'আওস' ও 'খাযরাজদের' ভাগ্য নক্ষত্র চমকে উঠে। তারা এমনভাবে এই আমানতের হিফাযত করেন যার নযীর পৃথিবী কখনও দর্শন করেনি। ইব্‌ন কাছীরের মতে এসবই হয়েছে গাইবী ইঙ্গিতে।

মহানবী (সা)-এর মর্মবেদনা

৫. মহানবী (সা) যৌবনে পদার্পণ করে জাতির শির্‌কী কর্মকাণ্ড ও অর্থহীন রসম-রেওয়াজ দর্শনে মনে ভীষণ ব্যথা পান এবং তাঁর অন্তরে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দীপনা তীব্রভাবে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। বক্ষ মুবারকে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে আল্লাহ্‌প্রেমের আগুন। আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলন ও সৃষ্টিকুলের হিদায়াতের সেই পূর্ণতর যোগ্যতার উৎস, যা গচ্ছিত রাখা হয়েছিল পবিত্র আত্মায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশী মাত্রায়, যা ভেতরে ভেতরে জোশ মেরে উঠছিল, কিন্তু বাহ্যত কোন উন্মুক্ত পথ, কোন বিস্তৃত সড়ক এবং কোন বিস্তারিত কর্মসূচী পরিদর্শিত হচ্ছিল না, যাতে পরিতৃপ্ত ও পরিতুষ্ট হতে পারে আরশ ও কুরসীর চেয়েও বিশাল সেই প্রাণ। অন্বেষার এহেন জোশ ভালোবাসার এহেন আবেগে আপ্লুত হয়ে মহানবী (সা) ছুটাছুটি করেন এবং পর্বত গুহায় গিয়ে মালিককে স্মরণ করতেন, সত্যিকার প্রেমাস্পদকে ডাকতেন। অবশেষে আল্লাহ্ তা'আলা 'হেরা গুহায়' ফেরেশতাকে প্রেরণ করেন ওহী নিয়ে। আল্লাহ্‌র সঙ্গে মিলন ও

(৮) وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنٰىۗ

(৯) فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْۗ

৮. তিনি তোমাকে পাইলেন নিঃস্ব অবস্থায়, এরপর অভাবমুক্ত করলেন[৬];
৯. সুতরাং তুমি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হইও না[৭];

সৃষ্টিকুলের সংশোধনের বিস্তারিত পথ উন্মুক্ত করে তুলে ধরেন তাঁর সম্মুখে। অর্থাৎ সত্য দীন নাযিল করেন ঃ

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ نُوْرًا نَّهْدِىْ بِهٖ مَنْ نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ـ

"তুমি জানতে না কিতাব কি এবং ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি তাকে করেছি একটি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথনির্দেশ করি" (৪২ ঃ ৫২)।

এখানে ضَآلًّا (দাল্লান) শব্দের ব্যাখ্যাকালে সূরা ইউসুফের নিম্নোক্ত আয়াত সম্মুখে রাখা বাঞ্ছনীয় ঃ

قَالُوْا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَفِىْ ضَلٰلِكَ الْقَدِيْمِ

"তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন" (১২ ঃ ৯৫)।

হযরত খাদীজা (রা)-এর ব্যবসায় অংশীদার

৬. এভাবে যে, হযরত খাদীজা (রা)-এর ব্যবসায়ে তিনি হলেন মুদারিব (শ্রম ও মেধা বিনিয়োগকারী অংশীদার) এবং তাতে মুনাফা পেলেন। এরপর খাদীজা (রা) তাঁকে বিবাহ করেন এবং নিজের সমস্ত সম্পদ তাঁর খেদমতে পেশ করেন। এটা ছিল বাহ্যিক ঐশ্বর্য। অবশ্য তাঁর বাতিনী ও আত্মিক ঐশ্বর্যতো আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই জানেন যা কোন মানুষ তা কল্পনাও করতে পারে না। মোটকথা, শুরু থেকেই আপনার উপর নিআমত বর্ষিত হয়েছে, ভবিষ্যৎ বর্ষিত হবে। যে মহান পালনকর্তা এমনভাবে আপনার প্রতিপালন করেছেন, তিনি কি অসন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে মাঝপথে ত্যাগ করবেন?

৭. বরং তার (ইয়াতীমের) খোঁজ-খবর নিন এবং তাকে সান্ত্বনা দিন। আল্লাহ্ তা'আলা যেমন ইয়াতীম অবস্থায় আপনাকে ঠিকানা দিয়েছেন, তেমনি আপনিও অন্য ইয়াতীমদের ঠিকানা দিন।এভাবে উন্নত চরিত্র অবলম্বন দ্বারা বান্দা আল্লাহ্‌র রং-এ রঞ্জিত হতে পারে ঃ

صِبْغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً

"আল্লাহ্‌র রং (ধারণ করো), আর রঙ্গের বিচারে আল্লাহ্‌র চেয়ে সুন্দর আর কে হতে পারে" (২ ঃ ১৩৮) ?

(১০) وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

(১১) وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

১০. এবং প্রার্থীকে ভর্ৎসনা করিও না।[৮]

১১. তুমি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা জানায়ে দাও।[৯]

হাদীস শরীফে আছে, মহানবী (সা) বলেন ঃ

اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ وَاَشَارَ اِلَى السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى

"আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধানকারী এই দুই (আঙ্গুল)-এর মতো" একথা বলে তিনি মধ্যমা ও তর্জনীর প্রতি ইঙ্গিত করেন।

তুমি ছিলে নিঃস্ব, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ঐশ্বর্য দান করেছেন

৮. অর্থাৎ তুমি ছিলে নিঃস্ব, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে ঐশ্বর্য দান করেছেন। এখন কৃতজ্ঞ বান্দার সংকল্প এই হওয়া উচিত যে, প্রার্থীদের প্রতি সংকীর্ণমনা হবে না এবং অভাবীরা কিছু প্রার্থনা করলে তাতে তিরস্কার ও বিচলিত হয়ে ধমকানোর নীতি অবলম্বন করবে না, বরং প্রশস্ত মনে ও সুন্দর ব্যবহার নিয়ে এগিয়ে আসবে। হাদীসসমূহে উল্লেখ আছে অভাবগ্রস্ত প্রার্থীদের বিপরীতে মহানবী (সা)-এর প্রশস্ত চরিত্রের যেসব কাহিনী বর্ণিত রয়েছে, তা তাঁর অন্ধ বিরুদ্ধাবাদীকেও তাঁর ভক্তে পরিণত করে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ তাফসীরে রূহুল মাআনীর রচয়িতা ভিক্ষুককে শাসানো নিষেধ বলেছেন সেই ক্ষেত্রে, যখন নরমভাবে বললে সে মেনে নেয়। যদি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং কোন ভাবেই না মানে, তখন তাকে শাসানো, চোখ রাঙ্গানো জাইয আছে।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

৯. কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে (অহংকারও আত্মগর্বের নিয়্যতে নয়) উপকারীর উপকারের কথা আলোচনা করা শরীআতে প্রশংসনীয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে যেসব নিআমত দান করেছেন, আপনি তা বিবৃত করুন। বিশেষ করে হিদায়াতের সেই নিআমত, যার উল্লেখ করা হয়েছে– وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى আয়াতে। মানুষের মধ্যে তা প্রচার করা এবং স্পষ্ট করে বর্ণনা করা তো পদমর্যাদা অনুযায়ী আপনার কর্তব্য। মহানবী (সা)-এর বাণী ইত্যাদিকে যে হাদীস বলা হয়, সম্ভবত তা 'ফাহাদ্দিস' শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

সূরা ইনশিরাহ্

৮ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ

(২) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ

১. আমি কি তোমার বক্ষ তোমার কল্যাণে প্রশস্ত করে দেই নাই?[১]
২. আমি অপসারণ করেছি তোমার ভার।[২]

---

১. তাঁর অন্তরকে জ্ঞান ও মাআরিফাতের সমুদ্রে পরিণত করেছেন এবং নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব ও কতর্ব্য বরদাশ্‌ত করার জন্য তাতে নিহিত রেখেছেন এতো ব্যাপক ও প্রশস্ত যোগ্যতা; যাতে অসংখ্য দুশমনের দুশমনী ও বিরুদ্ধবাদীদের তীব্র বিরোধিতায়ও তিনি ভীত-শংকিত না হন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ হাদীস ও সীরাতের গুণাবলী থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রকাশ্যভাবে ফেরেশতারা কয়েক বার মহানবী (সা)-এর বক্ষ বিদারণ করেছেন। কিন্তু বাহ্যত আয়াতের দাবি তা মনে হয় না। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

শুরুতে ওহীর অবতরণ ছিল বেশ কঠিন

২. শুরুতে ওহীর অবতরণ ছিল বেশ কঠিন, পরে তা সহজ হয়ে যায়। অথবা নবুওয়াতের পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুভব করে মহানবী (সা)-এর অন্তরে তা কঠিন অনুভূত হয়। পরে এই কাঠিন্যও দূর করা হয়েছে। অথবা وِزْرٌ (বোঝা) অর্থ সেইসব বৈধ কাজ, যা মহানবী (সা) কখনো কখনো প্রজ্ঞা ও উত্তমের বিপরীত বলে প্রকাশ পেতো, তখন তিনি স্বীয় উচ্চ মর্যাদা ও পরম নৈকট্যের কারণে তাতে এতোটা বিচলিত হতেন যেমন কেউ অপরাধ করে বসলে বিচলিত হয়। অতএব এ আয়াতে সেজন্য

(٣) الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ

(٤) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۗ

(٥) فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

(٦) اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ

৩. যা ছিল তোমার জন্য অতিশয় কষ্টদায়ক।[৩]

৪. এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছি।

৫. কষ্টের সাথেই তো স্বস্তি আছে,

৬. অবশ্য কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে।[৪]

তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ না করার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। যেমন আগেকার কোন কোন মনীষী থেকে এরকমই বর্ণিত হয়েছে। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) লিখেন, তাঁর অদম্য সাহস ও জন্মগত যোগ্যতা সেই পূর্ণতার স্তরে ও মর্যাদায় উন্নীত হওয়া দাবি করছিল, দৈহিক বিন্যাস ও মানসিক চিন্তাক্লিষ্টতার কারণে সেসব স্থানে উন্নীত হওয়া তাঁর পবিত্র আত্মার নিকট কঠিন বোধ হয়ে থাকতে পারে। আল্লাহ্ যখন তাঁর নবীর বক্ষ উন্মুক্ত করেছেন এবং সাহস বৃদ্ধি করেন, তখন সেসব কঠোরতা দূর হয়ে যায় এবং সব বোঝা হালকা হয়ে যায়।

নবী-রাসূল ও ফেরেশতাদের মধ্যে আপনার নাম সকলের শীর্ষে

৩. অর্থাৎ নবী-রাসূল ও ফেরেশতাদের মধ্যে আপনার নাম সকলের শীর্ষে। দুনিয়ার সব বুদ্ধিমান মানুষ অতীব সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে আপনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। আযান, ইকামত, খুতবা, কালিমায়ে তায়্যিবা, আত্তাহিয়্যাতু ইত্যাদিতে আল্লাহ্‌র নামের পর আপনার নাম উচ্চারিত হয়। আর আল্লাহ্ যেখানে বান্দাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর আনুগত্য করার, সেখানে সঙ্গে সঙ্গে আপনার অনুসরণ করারও তাকীদ দেয়া হয়েছে।

কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি আছে

৪. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানে আপনি যেসব কষ্ট-ক্লেশ বরদাশ্‌ত করেছেন, যেসব দুঃখ-যাতনা ভোগ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে প্রতিটি কষ্ট-ক্লেশের সঙ্গে রয়েছে কয়েকটি করে সহজলভ্যতা। যেমন শক্তি-সাহস প্রসারিত করে দেয়া, যাতে সেসব কষ্ট সহ্য করা সহজ সাধ্য হয়ে যায়। আপনার স্মরণ সুউচ্চ করা হয়েছে যার ধ্যান কঠিন বিপদ সহ্য করাকে সহজ করে তোলে। অথবা এই অর্থ যে, আমি যখন আপনাকে রূহানী শান্তি দিয়েছি এবং রূহানী কষ্ট দূর করে দিয়েছি, যেমন اَلَمْ نَشْرَحْ থেকেই জানা যায়, তবে এতে পার্থিব শান্তি ও কষ্টেও আমাদের দয়া–অনুগ্রহের আশায় থাকা

(٧) فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ

(٨) وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

৭. অতএব যখনই অবসর পাও একান্তে সাধনা করিও;
৮. এবং তোমার প্রতিপালকের প্রতি মনোনিবেশ করিও।[৫]

উচিত। আমরা ওয়াদা দিচ্ছি যে, বর্তমান মুশকিলের পর নিঃসন্দেহে সহজ সময় আসবে এবং আরো আবারো জোর দিয়ে বলছি যে, বর্তমান কঠোরতার পর ভালো সময় আসবেই। তাই হাদীস ও সীরাত গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সেসব কষ্ট, এক এক করে দূর করে দেয়া হয়েছিল এবং প্রতিটি কষ্টের সঙ্গে ছিল কয়েকটি করে স্বস্তি। এখনো আল্লাহ্‌র নিয়ম এই যে, যে ব্যক্তি কষ্টে সবর করবে, সত্য মনে আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা স্থাপন করবে, সব দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁর সঙ্গেই সম্পর্ক স্থাপন করবে এবং তাঁরই রহমত ও অনুগ্রহপ্রার্থী হবে এবং সময়ের দীর্ঘতায় বিচলিত হয়ে নিরাশ না হলে আল্লাহ্ অবশ্যই আল্লাহ্ তার জন্য সহজ ব্যবস্থা করে দিবেন, এক ভাবেই নয়, কয়েকভাবে। হাদীস শরীফে আছে ঃ لن يغلب عسر يسرين "একটা কষ্ট কখনো দুইটি স্বস্তির উপর বিজয়ী হতে পারে না"। তাতে আরো আছে। ولوجاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه, "যদি এমন কষ্ট আসে, যার ফলে গর্তে আশ্রয় নিতে হয়, তবে অবশ্যই স্বস্তি আসবে এবং স্বস্তি গর্তে প্রবেশ করে হলেও তাকে সেখান থেকে বের করে আনবে"।

৫. অর্থাৎ সৃষ্টিকুলকে বুঝাবার পর যখন অবসর হবে তখন একান্তে-নির্জনে বসে সাধনা করবে, যাতে আরো স্বস্তি লাভ হতে পারে এবং (মধ্যস্থতা ছাড়াই) আপন পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ সৃষ্টিকুলকে বুঝানো এবং উপদেশ দেয়া ছিল তাঁর সর্বোচ্চ ইবাদত। কিন্তু তাতেও মোটামুটি মাখ্লূকের একটা মধ্যস্থতা ছিল। এটাই কাম্য যে, এই মধ্যস্থতা থেকে সরে গিয়ে মধ্যস্থতা ব্যতিরেকেই আল্লাহ্‌র প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। এর ব্যাখ্যা আরো কয়েকভাবে করা হয়েছে, কিন্তু এটাই সবচেয়ে নিকটতর বলে প্রতীয়মান হয়।

সূরা আত্‌-তীন

৮ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالتِّيۡنِ وَالزَّيۡتُوۡنِ ۙ

(٢) وَطُوۡرِ سِيۡنِيۡنَ ۙ

(٣) وَهٰذَا الۡبَلَدِ الۡاَمِيۡنِ ۙ

১. শপথ ‘তীন’ ও ‘যায়তূন’-এর।[১]
২. শপথ ‘সিনাই’ পর্বতের
৩. এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর[২]–

তীন ও যয়তুনের শপথ

১. আনজীর ও যায়তুন– এ দু’টিবস্তু অতীব উপকারী ও ব্যাপক কল্যাণবাহী বিধায় মানুষের সামগ্রিক সত্তার সাথে-এর বিশেষ সাদৃশ্য রয়েছে। এ কারণে لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ। -এর বিষয়কে শপথের মাধ্যমে সূরা শুরু করা হয়েছে– ‘আর কোন কোন তাফসীরকার বলেন, এখানে ‘তীন’ ও ‘যায়তূন’ বলে দু’টি পর্বতের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার নিকট বায়তুল মাকদিস অবস্থিত। যেন এই বৃক্ষদ্বয়ের শপথ উদ্দেশ্য নয়, বরং শপথ করা হয়েছে সেই পবিত্র স্থানের, যেখানে এই বৃক্ষ বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়। আর এটাই ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম ও প্রেরিত হওয়ার স্থান।

২. ‘তূরে সীনীন’ বা ‘তূরে সায়না’ সেই পর্বত, যেখানে আল্লাহ্ তা‘আলা হযরত মূসা (আ)-কে তাঁর সাথে কথা বলার সৌভাগ্যে ধন্য করেছিলেন। আর নিরাপদ শহর হচ্ছে মক্কা মুয়ায্‌যামা, যেখানে সারা বিশ্বের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা) প্রেরিত হয়েছেন

(٤) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝
(٥) ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝
(٦) إِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝
(٧) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝

৪. আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।[৩]
৫. এরপর আমি তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি।[৪]
৬. কিন্তু তাদের নহে যারা মু'মিন ও সৎকর্মপরায়ণ; তাদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।[৫]
৭. সুতরাং ওরপর কিসে তোমাকে কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে?[৬]

এবং আল্লাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বড় ও সর্বশেষ আমানত সর্বপ্রথম এই শহরেই নাযিল হয়। তাওরাতের শেষের দিকে আছে; আল্লাহ্ তূরে সায়না থেকে আগমন করেন, সাঈর থেকে চমকান (যা বায়তুল মাকদিসের একটা পর্বত) এবং 'ফারান' থেকে ঊর্ধ্বে উঠে বিস্তৃত হন (ফারান মক্কার একটা পর্বত)।

৩. অর্থাৎ এসব পবিত্র স্থান, যেখান থেকে এমন সব মহান নবী-রাসূলের উত্থান হয়েছে, সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আমি মানুষকে কতো উত্তম ছাচে ঢেলে সাজিয়েছি এবং কতো সব শক্তি ও যাহিরী-বাতেনী সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটিয়েছি তার অস্তিত্বে। এরা সুস্থ প্রকৃতির ওপর তরক্কী করলে ফেরেশতাদেরকেও এক সময় ছাড়িয়ে যেতে পারে, এমনকি ফেরেশতাদের সিজদা পাওয়ার যোগ্যও হতে পারে।

৪. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ তাদের আমি ফেরেশতাদের মর্যাদার উপযুক্ত করেছি এবং তারা অবিশ্বাস করলে পশুর চেয়ে অধম"।

৫. অর্থাৎ যা কখনো হ্রাস পাবে না বা শেষ হবে না।

প্রতিদান ও শাস্তির কি করে অস্বীকার করা যায়

৬. অর্থাৎ হে মানুষ! এসব দলীল-প্রমাণের পর কি কারণ থাকতে পারে, যার ভিত্তিতে প্রতিদান ও শাস্তির বিষয়কে অস্বীকার করা যেতে পারে? অথবা এখানে মহানবী (সা)-কে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ এমন স্পষ্ট বর্ণনার পরও কোন্ জিনিসটা অবিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে তোমাকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করতে ? অনুধাবন কর, আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং সর্বোত্তম আকার-আকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। এমনভাবে তাকে গঠন করা হয়েছে যে, ইচ্ছা করলে নেকী ও কল্যাণে উন্নতি করে

(৮) اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝

৮. আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?[৭]

ফেরেশতাদের চেয়েও অগ্রসর হতে পারে, কোন সৃষ্টিই তার সমকক্ষ হতে পারে না। দুনিয়া মানুষের পূর্ণাঙ্গ নমুনা দেখতে পেয়েছে শাম তথা বায়তুল মাকদিসে, কোহে তূর এবং মক্কা মুয়ায্যামায় নিজ নিজ যুগে। মানুষ তাঁদের পদাংক অনুসরণ করে চললে মানবীয় পরিপূর্ণতা এবং উভয় জগতের সাফল্যের শীর্ষস্থানে পৌঁছতে পারে। কিন্তু সে নিজের মন্দ স্বভাব ও মন্দ কর্মের ফলে যিল্লতী-লাঞ্ছিত হয় ও ধ্বংসের গর্তে নিপতিত হয়। সে নিজের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বকে হাতছাড়া করে। কোন ঈমানদার নেক্কার মানুষকে আল্লাহ্ তা'আলা শুধু শুধু নীচে নিক্ষেপ করেন না। বরং আল্লাহ্ তো মানুষের সামান্য কর্মেরও অপরিসীম বিনিময় দান করেন। এসব কথা শোনার পরও স্বভাব ধর্মের নীতি এবং শাস্তি ও প্রতিদানের এমন যুক্তিসঙ্গত রীতি-নীতি অস্বীকার করবে সে কোন্ মুখে? অবশ্য এ অবিশ্বাস আর অস্বীকারের একটা মাত্র উপায় হতে পারে- দুনিয়াকে সে মনে করবে একটা পরিচালকবিহীন কারখানা, যে কারখানার ওপর কারো কোন কর্তৃত্ব নেই, নেই সেখানে কোন আইন-বিধান কার্যকর। ভালো-মন্দের জন্য বলবারও কেউ নেই। পরে এর জবাবও দেয়া হয়েছে ঃ

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحَاكِمِيْنَ

"আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন"?

আল্লাহ্র কর্তৃত্বের সম্মুখে দুনিয়ার সমস্ত কর্তৃত্ব তুচ্ছ

৭. অর্থাৎ তাঁর কর্তৃত্বের সম্মুখে দুনিয়ার সমস্ত কর্তৃত্ব তুচ্ছ। দুনিয়ার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র-সরকার যখন বাধ্য-অনুগতদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করে এবং অবাধ্য ও অপরাধীদেরকে শাস্তি দেয়, তখন সেই আহকামুল হাকিমীন-এর সরকারের নিকট থেকে কেন করা যাবে না এমন আশা?

সূরা আলাক

১৯ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে ॥

(১) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ

১. পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে,[১] যিনি সৃষ্টি করেছেন[২]–

আল্লাহ্র নামে পাঠ করার নির্দেশ

১. এই পাঁচটি আয়াত 'ইক্‌রা ..... মা লাম ইয়ালাম' পর্যন্ত। কুরআন মজীদের সমস্ত আয়াত ও সূরাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম নাযিল হয়। মহানবী (সা) 'হেরা গুহায়' এক আল্লাহ্র ইবাদতে নিমগ্ন ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্‌রাঈল (আ) ওহী নিয়ে আগমন করে তাঁকে বললেন, اِقْرَاْ। (আপনি পড়ুন)। নবী (সা) বললেন, مَا اَنَا بِقَارِئٍ (আমি শিক্ষিত নই)। জিবরাঈল (আ) তাঁকে কয়েকবার সজোরে আলিঙ্গন করলেন এবং বারবার একই শব্দ اِقْرَاْ। বললেন। আর নবী مَا اَنَا بِقَارِئٍ জবাব দেন (আমি শিক্ষিত নই)। জিবরাঈল (আ) তৃতীয় বার সজোরে চেপে ধরে বললেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ। (তোমার পালনকর্তার নামের বরকতে ও সাহায্যে পাঠ করো)। অর্থাৎ যে পালনকর্তা জন্ম থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত এক বিস্ময়কর ও বিরল পন্থায় তোমাকে প্রতিপালন করেছেন, তাতেই বুঝা যায় যে, তাঁর দ্বারা কোন মহৎকার্য সম্পাদন করা হবে। তিনি কি আপনাকে অন্ধকারে ছেড়ে দিবেন ? কখনো নয়, তাঁর নামেই হবে আপনার প্রশিক্ষণ, যাঁর মেহেরবানীতে আপনার তরবিয়ত-প্রতিপালন হয়েছে।

২. অর্থাৎ যিনি সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তোমার মধ্যে পড়ার গুণ সৃষ্টি করতে পারেন না?

(٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ

(٣) اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ

(٤) الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ

(٥) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۗ

(٦) كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى ۙ

২. সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'আলাক' হতে।[৩]
৩. পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত[৪]।
৪. যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।[৫]
৫. শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।
৬. বস্তুত মানুষ সীমালংঘন করেই থাকে,

---

৩. জমাটবদ্ধ রক্তের মধ্যে অনুভূতি চেতনা বোধশক্তি বা জ্ঞান কিছুই নেই, নিছক বোধহীন জড় পদার্থ। তাহলে যে আল্লাহ্ নিছক বোধহীন জড় পদার্থকে জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ বানাতে পারেন, তিনি কি একজন বুদ্ধিমান মানুষকে পরিপূর্ণ জ্ঞানী এবং একজন উম্মীকে শিক্ষিত ও জ্ঞানীতে পরিণত করতে পারেন না ? এ পর্যন্ত পাঠ করার যোগ্যতা সম্পন্ন করা যে সম্ভব তা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য ছিল। অর্থাৎ উম্মী (নিরক্ষর) হওয়া সত্ত্বেও তোমাকে পাঠ করার যোগ্য করা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য মোটেই কঠিন কাজ নয়। সামনে অগ্রসর হয়ে এর কার্যকারিতা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সজাগ করা হয়েছে।

৪. অর্থাৎ যে উচ্চতর পন্থায় তাঁর লালন-পালন হয়েছে– তাতে তাঁর যোগ্যতা-প্রতিভার পূর্ণ পরিস্ফুটন ঘটেছে। এদিক থেকে যখন যোগ্যতায় কোন ত্রুটি নেই এবং ওদিক থেকেও অনুগ্রহের উৎসও নেই কোন কার্পণ্য; বরং তিনি সকল দয়ালুর তুলনায় মহা দয়ালু তাহলে অনুগ্রহ লাভে কি জিনিস প্রতিবন্ধক হতে পারে ? অবশ্যই তা লাভ হবে।

৫. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "নবী (সা) কখনো পড়া-লেখা শিখেননি। তাই আল্লাহ্ তা'আলা বললেন, লিখনীর মাধ্যমে জ্ঞান তিনিই দান করেন, আর লিখনীর সাহায্য ছাড়াও জ্ঞান তিনিই দেবেন"। এদিকেও ইঙ্গিত হতে পারে যে, অনুগ্রহদাতা ও অনুগ্রহ গ্রহীতার মধ্যে যেমন মাধ্যম হয় লিখনী, আর আল্লাহ্ ও মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যেও জিবরাঈল (আ) নিছক মাধ্যমে। আবার যেভাবে কলমের মধ্যস্থতার জন্য এটা জরুরী নয় যে, তাকে দান গ্রহীতার চেয়ে উত্তম হতে হবে, তেমনি এখানে জিবরাঈল (আ)-এর মূল্য ও মর্যাদা মুহাম্মাদ (সা)-এর চেয়ে বেশী হওয়াও জরুরী নয়।

(٧) اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ۝

(٨) اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ۝

(٩) اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يَنْهٰى ۝

(١٠) عَبْدًا اِذَا صَلّٰى ۝

(١١) اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى ۝

(١٢) اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰى ۝

(١٣) اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝

৭. কারণ সে নিজকে অভাবমুক্ত মনে করে।[৬]
৮. তোমার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন সুনিশ্চিত।[৭]
৯. তুমি কি তাকে দেখেছো, যে বাধা দেয়।[৮]
১০ এক বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে?
১১. তুমি কি লক্ষ্য করেছ, যদি সে সৎপথে থাকে
১২. অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়,
১৩. তুমি লক্ষ্য করেছ কি যদি সে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া নেয়।[৯]

---

৬. অর্থাৎ মানব শিশু যখন মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে কিছুই জানে না। শেষ পর্যন্ত ক্রমশ তাকে কে শিক্ষা দেয়? সুতরাং যে মহান সর্বশক্তিমান পালনকর্তা মানুষকে জাহিল থেকে আলিমে পরিণত করেন, তিনি তাঁর এক নিরক্ষরকে পরিপূর্ণ জ্ঞানী এমন কি সকল জ্ঞানীর নেতায় পরিণত করতে পারেন না ?

মানুষের মূল উৎস

৭. অর্থাৎ মানুষের মূল উৎস তো কেবল এতটুকুই যে, সে ছিল একেবারেই জাহিল-অজ্ঞ, জমাটবদ্ধ রক্ত থেকেই তার উৎপত্তি। আল্লাহ্ তাকে জ্ঞান দান করেছেন। কিন্তু মানুষ তার আসল বাস্তবতাকে তথা মূল উৎস একটুও স্মরণ করে না। দুনিয়ার ধন-দৌলতে বিভোর হয়ে সে ঔদ্ধত্য-অবাধ্যতা প্রকাশ করে। সে মনে করে, আমি কারো পরোওয়া করি না।

৮. অর্থাৎ প্রথমে সৃষ্টি তিনিই করেছেন এবং শেষে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। তখন এই অহংকার ও আত্মবিস্মৃতির বাস্তব পরিণতি প্রকাশ পাবে।

৯. অর্থাৎ তার ঔদ্ধত্য-অবাধ্যতার প্রতি লক্ষ্য করো, পালনকর্তার সম্মুখে অবনত হওয়ার তাওফীক তো তার হয় না, বরং আল্লাহ্র কোন বান্দা যদি আল্লাহ্র সম্মুখে

(١٤) اَلَمۡ يَعۡلَمۡ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ؕ

(١٥) كَلَّا لَئِنۡ لَّمۡ يَنۡتَهِ ۙ لَنَسۡفَعًۢا بِالنَّاصِيَةِ ۙ

(١٦) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ

(١٧) فَلۡيَدۡعُ نَادِيَهٗ ۙ

(١٨) سَنَدۡعُ الزَّبَانِيَةَ ۙ

১৪. তবে সে কি জানে না যে, আল্লাহ্ দেখেন?[১০]

১৫. সাবধান, সে যদি বিরত না হয় তবে আমি তাকে অবশ্যই হেঁচড়াইয়া নিয়ে যাব, মস্তকের সম্মুখভাগের কেশগুচ্ছ ধরে।[১১]

১৬. মিথ্যাচারী পাপিষ্ঠের কেশগুচ্ছ।[১২]

১৭. অতএব সে তার পার্শ্বচরদেরকে আহ্বান করুক!

১৮. আমিও আহ্বান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে।[১৩]

সিজদায় অবনত হয়, তখন তাকেও বরদাশ্‌ত করতে পারে না। এই আয়াতগুলোতে অভিশপ্ত আবূ জাহলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে নবী (সা)-কে নামায পড়তে দেখলে হৈ চৈ করতো হুমকি দিতো এবং নানাভাবে নির্যাতন করার চেষ্টা চালাতো।

ভালো পথে চললে এবং ভালো কাজ করলে কতো ভালো মানুষ হতে পারতো

১০. অর্থাৎ ভালো পথে চললে এবং ভালো কাজ করলে কতো ভালো মানুষ হতে পারতো। এখন সে যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাতে আমার কী ক্ষতি হয়েছে (মাওদিহুল কুরআন)। এ আয়াতের তাফসীরে তাফসীরকাররা আরো অনেক উক্তি করেছেন। সেসব জানতে চাইলে তাফসীরে রূহুল মাআনী অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

১১. অর্থাৎ সেই অভিশপ্তের দুষ্টামি এবং সেই নেক বান্দার বিনয় ও দীনতা– সবই আল্লাহ্ প্রত্যক্ষ করছেন।

বাদ দাও তাকে। সে বুঝে সবই; কিন্তু অন্যায়াচার ছাড়তে পারে না

১২. অর্থাৎ বাদ দাও তাকে। সে বুঝে সবই; কিন্তু অন্যায়াচার ছাড়তে পারে না, নিবৃত্ত হয় না অপকর্ম থেকে। আচ্ছা, সে এখন কর্ণ উন্মুক্ত করে শুনে রাখুক, সে পাপাচার ও নষ্টামি থেকে নিবৃত্ত না হলে আমি তাকে টানা-হেঁচড়া করে নিয়ে যাবো পশুর মতো, অপদস্থ কয়েদীর মতো।

১৩. অর্থাৎ মস্তকের উপর এই চূড়া তা মিথ্যা ও পাপে ভরা। যেন তার মিথ্যা ও পাপ প্রতিটি লোমকূপে সংক্রমিত হয়ে আছে।

(১৯) كَلَّا ؕ لَا تُطِعۡهُ وَ اسۡجُدۡ وَ اقۡتَرِبۡ ۞

১৯. সাবধান! তুমি তার অনুসরণ করিও না, সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও।[১৪]

আবূ জাহল একদা নবী (সা)-কে নামায থেকে নিবৃত্ত করতে চায়

১৪. আবূ জাহল একদা নবী (সা)-কে নামায থেকে নিবৃত্ত করতে চায়। নবী (সা) কঠোরভাবে তাকে জবাব দেন। সে বলে, এ কি জানে না যে, মক্কায় সবচেয়ে বড় আসর আমার! এর জবাবে বলা হচ্ছে– এখন সে তার মজলিসের সাঙ্গো-পাঙ্গদেরকে ডেকে নিক, তার কান মলার জন্য আমি আমার সৈন্যবাহিনী তলব করছি। কে বিজয়ী হয়, দেখতে পাবে সে। কিছুদিন পর সে 'বদর প্রান্তরে' দেখতে পেয়েছে, মুসলিম মুজাহিদগণ কিভাবে তাকে টানা-হেঁচড়া করে বদরের কূপে নিক্ষেপ করেছে। অবশ্য টানা-হেঁচড়া করে নিক্ষেপ করার আসল সময় তো হচ্ছে আখিরাত, যখন জাহান্নামের ফেরেশতারা নিতান্ত অপমানের সঙ্গে টানা-হেঁচড়া করে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। বর্ণনায় রয়েছে যে, একদা আবূ জাহল নবী (সা)-কে নামাযরত দেখে বেয়াদবি করার মানসে চিৎকার জুড়ে দেয়। কিন্তু নবী (সা)-এর কাছে যাওয়ার পূর্বেই ঘাবড়ে গিয়ে পিছু হটে আসে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমার এবং মুহাম্মদের মধ্যখানে একটা আগুনের গর্ত দেখতে পাই। তাতে ছিল পাখাযুক্ত কিছু মাখ্‌লূক, আমি বিচলিত হয়ে ফিরে আসি। নবী (সা) বললেন, সে (অভিশপ্ত) একটু অগ্রসর হলে ফেরেশতারা তার হাঁড়গোড় গুঁড়িয়ে দিতো। যেন আখিরাতের পূর্বে দুনিয়াতেই তাকে একটা ক্ষুদ্র নমুনা দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ তাফসীরকাররা 'যাবানিয়া' শব্দের অর্থ করেছেন জাহান্নামের ফেরেশতা।

সূরা কদর

৫ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اِنَّاۤ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚۖ

(٢) وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ؕ

(٣) لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ۬ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ؕؔ

(٤) تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۙۛ

১. নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে[১];
২. আর মহিমান্বিত রজনী সম্বন্ধে তুমি কী জান?
৩. মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।[২]
৪. সে রাত্রিতে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয়[৩] প্রত্যেক কাজে তাহাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে।[৪]

কুরআন মজীদ কদরের রাতে নাযিল হয়

১. অর্থাৎ কুরআন মজীদ ‘লওহে মাহফূয’ থেকে দুনিয়ার আসমানে কদরের রাতে নাযিল হয়েছে এবং সম্ভবত সেই রজনীতেই দুনিয়ার আসমান থেকে মহানবী (সা)-এর উপর নাযিল শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে সূরা ‘দুখান’-এ কিছু আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে দেখে নেয়া যেতে পারে।

২. অর্থাৎ সেই রজনীতে ভালো কাজ করা, যেন হাজার রজনী ধরে ভালো কাজ করার সমতুল্য, বরং তার চেয়েও বেশী।

(৫) سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۟

৫. শান্তি-ই-শান্তি[৫], সেই রজনী উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।[৬]

৩. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নির্দেশে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) অসংখ্য ফেরেশতার সমভিব্যাহারে পৃথিবীতে আগমন করেন অপরিসীম কল্যাণ ও বরকতে জগতবাসীকে ধন্য করার জন্য। রূহ-এর অর্থ ফেরেশতা ছাড়া অন্য কোন মাখ্‌লূকও হতে পারে। মোট কথা, সে মুবারক রজনীতে বাতিনী জীবন এবং রূহানী কল্যাণ ও বরকত বিশেষভাবে নাযিল হয়।

৪. অর্থাৎ বিশ্বের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত যেসব কর্ম এই বছরের জন্য নির্ধারিত তার বাস্তবায়ন সুনির্দিষ্ট করার জন্য ফেরেশতারা পৃথিবীতে আসেন। সূরা 'দুখান'-এ এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অথবা مِنْ كُلِّ اَمْرٍ -এর অর্থ কল্যাণকর কাজ। অর্থাৎ সর্বপ্রকার কল্যাণকর বিষয় নিয়ে ফেরেশতাগণ আসমান থেকে অবতরণ করেন। আল্লাহ্‌ই যথার্থ অবগত।

সেই রজনী নিরাপত্তা স্বস্তি ও মানসিক প্রশস্তির রজনী

৫. অর্থাৎ সেই রজনী নিরাপত্তা স্বস্তি ও মানসিক প্রশস্তির রজনী। এই রজনীতে আল্লাহ্ তা'আলার নেক বান্দাগণ তাঁদের ইবাদতে এক অদ্ভুত ও বিরল ধরনের প্রশান্তি স্বাদ ও মিষ্টতা উপভোগ করেন। আর এটা হয় রহমত ও বরকত নাযিল হওয়ার প্রভাবে, যা প্রকাশ পায় ফেরেশতাদের মধ্যস্থতায়। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, এই রজনীতে হযরত জিব্‌রাঈল (আ) এবং অন্যান্য ফেরেশতা ইবাদতকারী ও যিকিরকারীদের প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করেন অর্থাৎ তাদের জন্য রহমত ও শান্তির দু'আ করেন।

৬. অর্থাৎ রজনীর সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত থাকে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কুরআন মজীদ থেকে জানা যায় যে, এই রজনী রয়েছে রমযান মাসের মধ্যে। "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ" "রমযান মাস, তাতে নাযিল হয়েছে আল-কুরআন" (২ ঃ ১৮৫)। আর সহীহ্ হাদীসে বলা হয়েছে যে, রমযানে শেষ দশকে, বিশেষ করে শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে এই রজনীর সন্ধান করতে হবে। আবার বেজোড় রাতগুলোর মধ্যেও সাতাশ তারিখের রাতটি কদরের রাত হওয়ার ধারণাই প্রবল। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। অনেক আলিম স্পষ্ট করে বলেন যে, শবে কদর সব সময়ের জন্য, বছরের সব রাতের মধ্যে নিহিত রয়েছে, কোন রাতের মধ্যে নির্দিষ্ট নেই। এক বছরের রমযানে এক রাত হতে পারে এবং অন্য রমযানে ভিন্ন রাত হতে পারে।

সূরা বায়্যিনা

৮ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۙ

(٢) رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۙ

১. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা এবং মুশরিকরা[১] আপন মতে অবিচলিত ছিল যে পর্যন্ত না তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসল।

২. আল্লাহ্‌র নিকট হতে এক রাসূল যে আবৃত্তি করে পবিত্র গ্রন্থ।[২]

---

১. আহলে কিতাব হচ্ছে ইয়াহূদী ও নাসারাগণ এবং মুশরিক (পৌত্তলিক) হচ্ছে যারা মূর্তি-পূজা, অগ্নি-পূজা ইত্যাদিতে লিপ্ত, যাদের কাছে কোন আসমানী কিতাব নেই।

নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সকল ধর্মের বিকৃতি ঘটেছিল

২. নবী (সা)-এর আবির্ভাবের পূর্বে সকল ধর্মের বিকৃতি ঘটেছিল এবং বিকৃতি ও ভুলের জন্য সকলেই গর্বিত ছিল। কোন জ্ঞানী, কোন ওলী বা কোন ন্যায়পরায়ণ শাসকের বুঝানোর ফলে তাদের সঠিক পথে আসা উচিত ছিল কিন্তু তা-ও সম্ভব হয়নি। একজন মহান রসূলের আগমন ছাড়া তাদেরকে সৎ পথে নিয়ে আসা সম্ভব ছিল না। সে রাসূলের সঙ্গে থাকবে আল্লাহ্‌র পাক কিতাব, থাকবে আল্লাহ্‌র সাহায্য। যিনি কয়েক বছরের মধ্যে এক একটা দেশকে ঈমানের আলোয় ভরে তুলবেন। নিজের মহান শিক্ষা আর সাহস ও দৃঢ়তার বলে দুনিয়ার চেহারা পাল্টে দিবেন। আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে সেই রাসূল আগমন করেছেন। যা পবিত্র পাতায় (কিতাবে) লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(٣) فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

(٤) وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝

(٥) وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۵ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

৩. যাতে আছে সঠিক বিধান।[৩]

৪. যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হল তাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর।[৪]

৫. তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে[৫] তাঁর ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, ইহাই সঠিক দীন।[৬]

কুরআনের প্রতিটি সূরা যেন একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ

৩. অর্থাৎ কুরআনের প্রতিটি সূরা যেন একটা স্বতন্ত্র গ্রন্থ। অথবা অর্থ এই যে, যেসব উত্তম গ্রন্থ ইতিপূর্বে এসেছে, সেগুলোর সমস্ত সেসব গ্রন্থের প্রয়োজনীয় সারনির্যাস এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অথবা كُتُبٌ قَيِّمَةٌ অর্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও নানা বিধ বিষয়। অর্থাৎ কুরআনের জ্ঞান সম্পূর্ণ সত্য ও যথার্থ এবং তার বিষয় বস্তু নিতান্তই মযবুত ও ভারসাম্যপূর্ণ।

৪. অর্থাৎ এই রাসূল এবং এই কিতাবের আগমনের পিছনে কোন সন্দেহ থাকলো না। এরপর এখন আহলে কিতাব গোষ্ঠী হটকারিতা করে বিরুদ্ধাচরণ করছে। তাদের এই বিরোধিতা সন্দেহের কারণে নয়, হঠকারিতার কারণে। এজন্য তাদের মধ্যে দু'টি দল হয়েছে। একটা দল হঠকারিতা করে বিরুদ্ধাচরণ করে, আর একটা দল ইনসাফ করে এবং ঈমান আনয়ন করে। তাদের শেষ নবীর প্রতীক্ষায় ছিল, তাঁর আগমনে সমস্ত মতভেদ ভুলে গিয়ে সকলে একই পথ অবলম্বন করা ছিল তাদের কর্তব্য। কিন্তু তারা নিজেদের দুর্ভাগ্য ও বিদ্বেষের শিকার হয়ে ঐক্য ও সংহতিকে বিরুদ্ধাচরণ ও বিদ্বেষের মাধ্যমে পরিণত করে নিয়েছে। আহলে কিতাব গোষ্ঠীরই যখন এ অবস্থা, তখন জাহিল মুশরিকদের কথা জিজ্ঞাসা করার কি আছে?

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ শাহ আবদুল আযীয (র) এখানে "আল-বায়্যিনা"-এর অর্থ করেছেন হযরত ঈসা মাসীহ (আ)। অর্থাৎ হযরত মাসীহ (আ) স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আগমন করলে ইয়াহূদীরা তাঁর দুশমন হয়ে যায় এবং খৃস্টানরাও পার্থিব লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে নিজেদের পৃথক পৃথক দল উপদল গড়ে তুলেছিল। মোটকথা মহান আল্লাহ্র তাওফীক ছাড়া নবী-রাসূলে আগমন ও কিতাব নাযিলই যথেষ্ট নয়। হিদায়াতের যতো উপকরণেরই সমাবেশ ঘটুক না কেন, যাদের তাওফীক হয় না, তারা ওভাবেই ক্ষতির মধ্যেই পড়ে থাকবে।

(٦) اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

(٧) اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

(٨) جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

৬. কিতাবীদের মধ্যে যারা কুফরী করে তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের অগ্নিতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে[৭], তারাই সৃষ্টির অধম।[৮]
৭. যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।[৯]
৮. তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে তাদের পুরস্কার—স্থায়ী জান্নাত, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁতে সন্তুষ্ট[১০]। ইহা তার জন্য, যে তার প্রতিপালককে ভয় করে।[১১]

---

৫. অর্থাৎ সব ধরনের বাতিল ও মিথ্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে এবং হানীফ (একনিষ্ঠ) ইবরাহীম (আ)-এর মতো সকল দিক থেকে বিমুখ হয়ে এক আল্লাহ্‌র গোলাম হয়ে থাকবে। প্রাকৃতিক ও ধর্মীয় কোন বিভাগেই অন্য কাউকে একচ্ছত্র ক্ষমতাধর মনে করবে না।

৬. অর্থাৎ এসব বিষয় ছিল সকল ধর্মেই পসন্দনীয়। মহানবী (সা) তারই বিস্তারিত ব্যাখা দিচ্ছেন। তারপরও এমন পবিত্র বস্তুকে কেন যে, ভয় পায়, তা কেবল আল্লাহ্ই জানেন।

৭. অর্থাৎ জ্ঞানের দাবীদার আহলে কিতাব সম্প্রদায় হোক, বা মুশরিকরা, সত্যের বিরোধিতাকারী সকলেরই পরিণতি হবে এক ও অভিন্ন– সেই জাহান্নাম, যেখান থেকে মুক্তি পাবে না কখনো।

চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধিক তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট

৮. অর্থাৎ চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধিক তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা 'ফুরকান'-এ বলেন ঃ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا "ওরা তো পশুর মতই; বরং ওরা অধিক পথভ্রষ্ট" (২৫ ঃ ৪৪)।

৯. অর্থাৎ যারা সকল নবী-রাসূল ও সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর ঈমান এনেছে এবং যারা নিয়োজিত রয়েছে ভালো কাজে, তারাই হচ্ছে সৃষ্টির সেরা। এমন কি তাদের মধ্যে কারো কারো মর্যাদা কোন কোন ফেরেশতার চেয়েও বেশী।

১০. অর্থাৎ জান্নাতের বাগ-বাগিচা ও ঝর্ণা ধারার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সম্পদ। বরং জান্নাতের সমস্ত নিআমতের আসল প্রাণসত্তাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও তাঁর দর্শনলাভ।

১১. অর্থাৎ এই মহান মর্যাদা সকলে পায় না। এটা কেবল সেসব বান্দার অংশ, যারা পালনকর্তার অসন্তুষ্টিকে ভয় করে এবং তাঁর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয় না।

সূরা যিলযাল

৮ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ

(٢) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۙ

(٣) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ

১. পৃথিবী যখন আপন কম্পনে প্রবলভাবে প্রকম্পিত হবে।[১]
২. এবং পৃথিবী যখন তার ভার বের করে দিবে।[২]
৩. এবং মানুষ বলবে, ‘এর কী হল?’[৩]

আল্লাহ্ তা‘আলা সমগ্র পৃথিবীকে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রকম্পিত করবেন

১. অর্থাৎ আল্লাহ্ তা‘আলা সমগ্র পৃথিবীকে এক প্রচণ্ড ভূমিকম্পে প্রকম্পিত করবেন। এর আঘাতে কোন প্রাসাদ, কোন পর্বত বা কোন বৃক্ষই ভূপৃষ্ঠে স্থির থাকতে পারবে না। উঁচু-নীচু সব এক সমান করে দেয়া হবে। যাতে হাশরের ময়দান হতে পারে সমতল ও পরিষ্কার। এটি ঘটনা ঘটবে কিয়ামতের দিন দ্বিতীয় ফুৎকারের সময়।

২. অর্থাৎ তখন ভূগর্ভে যা কিছু রয়েছে, যেমন মৃত ব্যক্তি, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি তা সবই সে উদগীরণ করবে। কিন্তু তখন সম্পদ নেয়ার মতো কেউ থাকবে না। সকলেই দেখতে পাবে, যে বস্তুর জন্য এক সময় সকলেই লড়াই করেছিল, তা কতই না মূল্যহীন!

কি হয়েছে পৃথিবীর ?

৩. অর্থাৎ মানুষ জীবিত হয়ে বা এ ভূমিকম্পের লক্ষণ দেখে বা ঠিক ভূমিকম্পের সময় তাদের আত্মাসমূহ অবাক হয়ে বলবে– কী হয়েছে পৃথিবীর, এতোসজোরে কম্পন করছে কেন, কেন তার অভ্যন্তরের সমুদয় বের করে ফেলছে?

(٤) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝

(٥) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۝

(٦) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝

(٧) فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝

(٨) وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

৪. সেইদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে।

৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন।[৪]

৬. সেইদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে[৫], যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখান যায়।[৬]

৭. কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখবে।

৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে।

আদম সন্তানের সকল কর্ম পৃথিবী ব্যক্ত করবে

৪. অর্থাৎ আদম সন্তান পার্থিব জীবনে ভালো-মন্দ যেসব কর্ম করেছিল, তা সবই পৃথিবী ব্যক্ত করবে। যেমন তা বলবে, অমুক অমুককে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। অমুক আমার জানাযার নামায পড়েছে, অমুক চুরি করেছে ইত্যাদি। আধুনিক ভাষায় বুঝে নিতে হবে, পৃথিবীর বুকে যতো কাজ করা হচ্ছে তার রেকর্ড মাটির মধ্যে সুরক্ষিত হচ্ছে। কিয়ামতের দিন মহাপ্রভুর নির্দেশে সেই রেকর্ড বাজিয়ে শুনানো হবে।

সেদিন মানুষ কবর থেকে নানা দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে

৫. অর্থাৎ সেদিন মানুষ কবর থেকে নানা দলে বিভক্ত হয়ে হাশরের ময়দানে সমবেত হবে। একটা হবে দুষ্ট লোকদের, একটা হবে ব্যভিচারীদের, একটা হবে চোরদের, একটা হবে যালিমদের– অনুরূপ নানা দল। অথবা এই অর্থও হতে পারে, হিসাব-নিকাশ শেষে মানুষ যখন ফিরে আসবে, তখন কিছু দল হবে জান্নাতীদের আর কিছু দল হবে জাহান্নামীদের। সকলে দলে দলে জান্নাত বা জাহান্নামের দিকে চলে যাবে।

৬. অর্থাৎ হাশরের ময়দানে তাদের কৃতকর্মসমূহ দেখানো হবে, যাতে বদকাররা লজ্জিত হয় আর নেক্‌কাররা লাভ করে আনন্দ। অথবা কৃতকর্ম দেখানোর অর্থ কৃতকর্মের ফলাফল দেখানো।

৭. অর্থাৎ প্রত্যেকের অণু পরিমাণ ভালো বা খারাপ কৃতকর্ম তার সামনে পেশ করা হবে এবং প্রতিটি কৃতকর্মের ব্যাপারে আল্লাহ্ যে ব্যবস্থা নিবেন, তা-ও অবলোকন করতে পারবে স্বচক্ষে।

সূরা আদিয়াত

১১ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۙ

(٢) فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۙ

(٣) فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۙ

(٤) فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ۙ

১. শপথ উর্ধ্বশ্বাসে ধাবমান অশ্বরাজির,
২. যারা ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফুলিংগ বিচ্ছুরিত করে।[১]
৩. যারা অভিযান করে প্রভাতকালে।[২]
৪. এবং সেই সময়ে ধূলি উৎক্ষিপ্ত করে[৩];

---

১. অর্থাৎ যে অশ্ব প্রস্তর বা প্রস্তরময় ভূমিতে খুরের আঘাতে আগুন ঝরায়।

ভোর রাতে অতর্কিতে আক্রমণ

২. আরবে ভোর রাতে অধিকাংশ অতর্কিতে আক্রমণ করার রেওয়াজ ছিল। যাতে রাতের বেলা আগমনে প্রতিপক্ষ অবহিত হতে না পারে এবং ভোরবেলা আচানক উপস্থিত হয়ে আক্রমণ করা যায়। অবশ্য রাতের বেলা আক্রমণ না করাকে বীরত্ব মনে করা হতো।

৩. অর্থাৎ এতো দ্রুতগামী যে, ভোর রাত্রে যখন ঠাণ্ডা ও কুয়াশার কারণে পথঘাটে সাধারণত ধূলাবালি কম থাকে, তখনো তার খুরের আঘাতে ধূলা উড়ে।

(৫) فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۙ

(৬) اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۚ

(৭) وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ۚ

৫. এরপর শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়ে[৪]–

৬. মানুষ অবশ্যই তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ।[৫]

৭. এবং সে অবশ্যই এই বিষয়ে অবহিত।[৬]

---

৪. অর্থাৎ তখন নির্ভয়ে-নির্দ্বিধায় শত্রু সৈন্য দলে প্রবেশ করে। এখানে অশ্বের শপথ করাও উদ্দেশ্য হতে পারে যা প্রকাশ্যেই প্রতীয়মান হয়। আবার মুজাহিদ বাহিনীর শপথও উদ্দেশ্য হতে পারে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "এখানে অশ্বারোহী মুজাহিদদের শপথ করা হয়েছে। আল্লাহ্‌র কাজে নিজের জীবন দিতে প্রস্তুত এর চেয়ে বড়ো আমল আর কি হতে পারে" ?

আল্লাহ্‌র রাস্তায় অশ্বারোহী মুজাহিদদের বীরত্ব ও জানবাজি

৫. অর্থাৎ আল্লাহ্‌র রাস্তায় অশ্বারোহী মুজাহিদদের বীরত্ব ও জানবাজি বলে দিচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র ও কৃতজ্ঞ শোকরগুযার বান্দারা এরকমই হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি-সামর্থ্যকে তাঁর পথে ব্যয় করে না, সে নিম্নস্তরের নাশুকর এবং না-লায়েক। বরং চিন্তা করে দেখ যে, স্বয়ং অশ্ব সাক্ষ্য দিচ্ছে, যারা সত্যিকার মালিকের দেয়া জীবিকা আহার করে এবং দিবারাত্রি তাঁর অসংখ্য নিআমত ভোগ করে কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁর আনুগত্য করে না, তারা পশুর চেয়েও অধম ও নিকৃষ্ট। একটা উন্নত জাতের অশ্বকে তার মালিক কয়েক মুঠা ঘাস ও সামান্য আর দানা-পানি খাওয়ায়, এটুকু লালন-পালনের জন্য সে মালিকের আনুগত্যে জীবন বাজি রেখে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আরোহী যেদিকে ইঙ্গিত করে, সেদিকে ছুটে চলে, হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে যায় আর খুরের আঘাতে ধূলোবালি উড়াতে উড়াতে তীব্র বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাপিয়ে পড়ে বীর দর্পে বিনা দ্বিধায়। গোলা-বারুদের বৃষ্টি ও তীর-তারবারি ও সঙ্গীনের মুখেও বুকটান দিয়ে পিছু হটে না। বরং কোন কোন অনুগত অশ্ব আরোহীকে রক্ষা করতে গিয়ে নিজের জীবনকেও বিপন্ন করে। এসব অশ্বের নিকট থেকে মানুষ কি কোন শিক্ষা গ্রহণ করে? মানুষ কি চিন্তা করে যে, তারও তো পালনকর্তা মালিক আছে, যার আনুগত্যে জান-মাল ব্যয় করার জন্য তাকে প্রস্তুত থাকতে হবে? সন্দেহ নেই যে, মানুষ এতোই না-শুকর ও না-লায়েক যে, সে একটা অশ্ব, বরং একটা কুকুরের সমান আনুগত্যও দেখাতে পারে না।

৬. অর্থাৎ জানবাজ মুজাহিদ ও তাদের অশ্বসমূহের বিশ্বস্ততা ও শুকরগুযারী দৃষ্টান্ত তাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এরপরও তার কোন চেতনা হয় না, জাগে না তার কোন অনুভূতি।

(٨) وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝
(٩) اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُوْرِ ۝
(١٠) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝
(١١) اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝

৮. এবং অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে প্রবল।[৭]
৯. তবে কি সে সেই সম্পর্কে অবহিত নহে যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে।
১০. এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে?[৮]
১১. সেইদিন তাদের কী ঘটিবে, তাদের প্রতিপালক অবশ্যই তা সবিশেষ অবহিত।[৯]

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (র)-এর তরজমা অনুযায়ী আমরা এই ব্যাখ্যা করলাম। অন্যথায় অধিকাংশ তাফসীরকার এই বাক্যের অর্থ করেন ঃ স্বয়ং মানুষই তার না-শুকরীর সাক্ষী। একটু নিজের বিবেকের আবেদনের প্রতি লক্ষ্য আরোপ করলে সে শুনতে পাবে যে, ভেতর থেকে তার অন্তর বলছে, তুই নিতান্তই অকৃতজ্ঞ। আবার আগেকার কালের কোন কোন মনীষী اِنَّهٗ (ইন্নাহু)-এর যমীর (সর্বনাম)-কে আল্লাহ্‌র সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। অর্থাৎ তার পালনকর্তা দেখতে পাচ্ছেন তার না-শোকরী এবং নিআমতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা।

লোভ-লালসা ও কৃপণতা

৭. অর্থাৎ লোভ-লালসা ও কৃপণতা তাকে অন্ধ করে দিয়েছে। দুনিয়ার বিত্ত-বৈভবের ভালোবাসায় সে এতোটা ডুবে আছে যে, আসল নিআমতদাতাকেও ভুলে বসেছে। ভবিষ্যৎ পরিণতি কি দাঁড়াবে তাও চায় না।

৮. অর্থাৎ এমন এক সময় আসবে, যখন মৃতদেহ জীবিত করে কবর থেকে উত্তোলন করা হবে এবং অন্তরে যা কিছু গোপন রয়েছে, সবই প্রকাশ করা হবে। তখন সে দেখতে পাবে, কী কাজে আসে এসব বিত্ত-বৈভব এবং নালায়েক, না-শুকর লোকেরা কোথায় গিয়ে পালাবে? এই নির্লজ্জ বেহায়া-বেশরম যদি এই কথাটুকু অনুধাবন করতো তাহলে কখনো বিত্ত-বৈভবের ভালোবাসায় ডুবে গিয়ে এসব কাণ্ড করতো না।

৯. অর্থাৎ যদিও আল্লাহ্‌র জ্ঞান সর্বদা বান্দার যাহির-বাতিনকে বেষ্টন করে রয়েছে, তথাপি সেদিন তাঁর জ্ঞান সকলের নিকট স্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পাবে। তখন অস্বীকার করার অবকাশ থাকবে না কারো।

সূরা কারিআ

১১ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اَلْقَارِعَةُ ۙ

(٢) مَا الْقَارِعَةُ ۚ

(٣) وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ

(٤) يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ

(٥) وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ

১. মহাপ্রলয়,
২. মহাপ্রলয় কী?
৩. মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কী জান?[১]
৪. সেইদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত।[২]
৫. এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রংগিন পশমের মত।[৩]

মহাপ্রলয়

১. কারিয়া অর্থ কিয়ামত যা সেদিন চরম ভীতি ও ত্রাসের দ্বারা অন্তরকে এবং বিকট-বজ্র নিনাদে কর্ণকে আঘাত করবে। অর্থাৎ কিয়ামতের ঘটনার সেই ভয়ংকর দৃশ্য কি বর্ণনা করা যায়! এখানে শুধু তার কয়েকটা লক্ষণের কথা বলে দেয়া হচ্ছে। এসব লক্ষণ থেকে তার তীব্রতা-কঠোরতা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যাবে।

২. অর্থাৎ প্রত্যেকে অস্থির হয়ে এক এক দিকে ছুটে যাবে। মনে হয় পতঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে দুর্বলতা, চরম অস্থিরতা ও দিক বিদিক ছুটাছুটি করার কারণে।

৩. অর্থাৎ ধুনরি যেমন তুলা পেঁজা করে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র অংশে পরিণত করে উড়িয়ে দেয়, তেমনি পাহাড়-পর্বত টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে যাবে। আর রঙ্গীন তুলার সঙ্গে তুলনা

(٦) فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

(٧) فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ

(٨) وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ

(٩) فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ

(١٠) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ

(١١) نَارٌ حَامِيَةٌ ۠

৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে।[৪]
৭. সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন,
৮. কিন্তু যার পাল্লা হালকা হবে,
৯. তার স্থান হবে 'হাবিয়া'।
১০. তুমি জান তা কী ?
১১. তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।[৫]

করা হয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, রঙ্গীন তুলা বেশ দুর্বল এবং হাল্কা হয়ে থাকে। উপরন্তু কুরআন মজীদে অন্যত্র পর্বতের রংও কয়েক ধরনের বলে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ

"পর্বতমালার মধ্যে রয়েছে নানা রঙ্গের নানা বর্ণের পথ– সাদা, লাল ও নিকষ কালো" (৩৫ ঃ ২৭)।

৪. অর্থাৎ যাদের কৃতকর্ম ওজনদার হবে, সেদিন তারা থাকবে মনোপূত আরাম-আয়েশে এবং কৃতকর্ম ওজনদার হবে নিষ্ঠা-আন্তরিকতা ও ঈমানের বিবেচনায় কৃতকর্ম দেখতে যতো বড়োই হোক না কেন, তাতে যদি নিষ্ঠার প্রাণস্পন্দন না থাকে, তবে আল্লাহ্র দরবারে তার কোন ওজনই থাকবে না فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا "কিয়ামতের দিন আমি তাদের জন্য (কৃতকর্মের) ওজনের কোন ব্যবস্থা রাখবো না" (১৮ ঃ ১০৫।)।

জাহান্নামের আযাব কারো বোধগম্য

৫. অর্থাৎ জাহান্নামের সেই স্তরে যে আযাব রয়েছে, তা কারো বোধগম্য হওয়ার মতো নয়। শুধু এটুকু বুঝে নাও যে, দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত নিতান্ত গরম আগুন যেন তার তুলনায় অন্য আগুনকে গরমই বলা যায় না। আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে তা থেকে এবং সব ধরনের শাস্তি থেকে নাজাত দিন।

সূরা তাকাছুর

৮ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ

(٢) حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۗ

(٣) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ

১. প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে।
২. যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।[১]
৩. এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।

সম্পদ ও সন্তানের প্রাচুর্য এবং দুনিয়ার বস্তুসামগ্রীর মোহ মানুষকে বিভোর করে রাখে

১. অর্থাৎ সম্পদ ও সন্তানের প্রাচুর্য এবং দুনিয়ার বস্তুসামগ্রীর মোহ মানুষকে বিভোর করে রাখে। তা মহান মালিকের ধ্যান মনে জাগতে দেয় না এবং আখিরাতের চিন্তা ও দিবা-রাত্রি কেবল একটা ধান্দা-ই লেগে থাকে ঃ ধন-দৌলতের প্রাচুর্য চাই, আমার দল ও সাঙ্গো পাঙ্গ থাকবে সবার উপরে বিজীয়। মৃত্যু আসার পূর্ব পর্যন্ত অবহেলার এই পর্দা অপসারিত হয় না। মৃত্যু আসার পর কবরে গিয়ে বুঝা যাবে, উপলব্ধি জাগবে যে, ভীষণ অবহেলা ও ভুলের মধ্যে নিপতিত ছিলাম। ছিল কেবল কয়েক দিনের কোলাহল। মৃত্যুর পর এসব বস্তুসামগ্রী তুচ্ছ, বরং গলার ফাঁস হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে (এর বিশুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই অধিক ভালো জানেন) যে, একদা দুইটি গোত্র নিজ নিজ দলবলের সংখ্যাধিক্য নিয়ে অহংকার করছি। মুকাবিলার সময় এলে দেখা গেল, এক দলের লোকবল অপর দলের চেয়ে কম। তখন সে বললো, আমাদের এতো লোক যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে। বিশ্বাস না হলে গোরস্তানে গিয়ে কবর গণনা করে দেখতে পারো। সেখানে টের পাবে, আমাদের দলবল তোমাদের চেয়ে কতো বেশী। আমাদের মধ্যে কতো নাম-করা লোক অতিক্রান্ত হয়েছে। এই কথা বলে সে কবরগুলো গণনা শুরু করে। এহেন অজ্ঞতা, অসারতা ও অমনোযোগিতা সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য সূরাটি নাযিল হয়। তরজমায় উভয় অর্থের অবকাশ রয়েছে।

(٤) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

(٥) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝

(٦) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝

(٧) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝

(٨) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

৪. আবার বলি, এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই এটা জানতে পারবে।[২]

৫. সাবধান! তোমাদের নিশ্চিত জ্ঞান থাকলে অবশ্যই তোমরা মোহাচ্ছন্ন হতে না।[৩]

৬. তোমরা তো জাহান্নাম দেখবেই,

৭. আবার বলি, তোমরা তো তা দেখবেই চাক্ষুষ প্রত্যয়ে।[৪]

৮. এটার পর অবশ্যই সেইদিন তোমাদেরকে নিআমত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে।[৫]

ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য

২. অর্থাৎ দেখো, বারবার গুরুত্ব দিয়ে বলা হচ্ছে যে, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্যই কাজে আসার জিনিস-তোমাদের একথা ঠিক নয়। অবিলম্বে তোমরা জানতে পারবে যে, এসব তুচ্ছ ও নশ্বর জিনিস কখনো গর্ব-অহংকারের বস্তু হতে পারে না। আরো বুঝে যাও যে, আখিরাত এমন বিষয় নয়, যা অস্বীকার করা যায়, সে সম্পর্কে বিভোর থাকা যায়। সামনে অগ্রসর হয়ে অতি শীঘ্রই তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, আসল জীবন ও আরাম-আয়েশ হচ্ছে আখিরাতের জীবন, আর আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার মূল্য স্বপ্নের চেয়ে কিছু বেশী নয়। দুনিয়াতেও কোন কোন মানুষের নিকট এই সত্য অল্পই উদ্ভাসিত হয়। কিন্তু কবরে পৌঁছার পর, এরপর হাশরের ময়দানে সকলের নিকট এই সত্য ভালোভাবে প্রকাশ পাবে।

৩. অর্থাৎ তোমাদের ধারণা কিছুতেই ঠিক নয়। তোমরা যদি সঠিক যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা জানতে পারতে যে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত উপকরণ একেবারেই তুচ্ছ-নগণ্য, তাহলে কিছুতেই তোমরা এভাবে অবহেলায় পড়ে থাকতে না।

৪. অর্থাৎ এই অবহেলা ও অস্বীকৃতির পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। তোমাদেরকে তার সম্মুখীন হতে হবে। প্রথমে তার কিছু নিদর্শন দেখতে পাবে আলমে বারযাখে, এরপর আখিরাতে ভালোভাবে দেখে 'আইনুল ইয়াকীন' তথা চাক্ষুস প্রত্যয়ে।

৫. অর্থাৎ তখন বলবে এখন বলো দেখি, দুনিয়ার আরাম-আয়েশের মূল্য কী ছিল? অথবা তখন জিজ্ঞেস করা হবে, দুনিয়াতে যেসব নিআমত দান করা হয়েছিল (যাহিরী, বাতিনী, প্রাকৃতিক-অপ্রাকৃতিক, দৈহিক ও আত্মিক) তোমরা সেসব নিআমতের কী হক আদায় করেছিলে! সত্যিকার নিআমতদাতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কতটুকু চেষ্টা করেছিলে!

সূরা আসর

৩ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَالْعَصْرِ ۙ

(٢) اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ ۙ

১. মহাকালের শপথ[১],

২. মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত।[২]

আসর শব্দের তাৎপর্য

১. আসর বলা হয় যমানা বা কালকে। অর্থাৎ কালের শপথ, মানুষে জীবন-জিন্দেগী যার অন্তর্ভুক্ত। পরিপূর্ণতা আর সৌভাগ্য অর্জনের জন্য এই কাল বা সময়কে এক মহামূল্যবান সম্পদ বিবেচনা করা উচিত। অথবা শপথ আসর নামাযের ওয়াক্তের, কাজ-কারবারের দুনিয়ায় যে সময়টা খুবই ব্যস্ততার। আর শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকেও সেই সময়টা বেশ ফযীলতের। নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, "যার আসর নামায বাদ পড়েছে, তার যেন বাড়ী-ঘর সবই লুণ্ঠিত হয়েছে"। অথবা শপথ আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা)-এর কল্যাণময় প্রাচুর্যময় কালের যাতে মহান রিসালাত ও খিলাফাতের আলো বিকশিত হয়েছিল পরিপূর্ণ জাঁকজমকের সঙ্গে।

২. এর চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কী হতে পারে যে, বরফ বিক্রেতার মতো তার ব্যবসার মূল পুঁজি "প্রিয় জীবন" প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে যদি এমন কিছু কাজ না করা হয়, যাতে ক্ষয়প্রাপ্ত সময়টুকু কাজে লাগতে পারে (বরং এক অবিনশ্বর ও চিরন্তন সম্পদ হয়ে চিরকালের জন্য কল্যাণপ্রদ হতে পারে), তাহলে ক্ষয়-ক্ষতির কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। মহাকালের ইতিহাস পাঠ করলে এবং স্বয়ং নিজের জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে, এ বিষয়ে সামান্যতম চিন্তাভাবনা করলেও প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা না করে যারা কাজ করেছে, ভবিষ্যত সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে নিছক সুখ-সম্ভোগেই মত্ত থেকে সময় উজাড় করছে। শেষ পর্যন্ত তারা কেমন ব্যর্থ-বিফল, বরং বিনাশ হয়ে গেছে। মানুষের উচিত

(٣) اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

৩. কিন্তু তারা নহে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যর উপদেশ দেয়।৩

সময়ের মূল্য অনুধাবন করা এবং প্রিয় জীবনের মুহূর্তগুলোকে নিছক অবহেলা-অনাচার বা খেলাধূলায় নিঃশেষ না করা। নাম-মর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্ব-কর্তৃত্ব অর্জনে যে সময়, বিশেষ করে এক এক মহামূল্যবান সময়, যখন রিসালাতের সূর্য প্রচণ্ড আলোর দ্বারা সারা দুনিয়াতে আলোকিত করে তুলছে, সে সময়টা যদি অবহেলা ও বিস্মৃতিতে অতিবাহিত করা হয়, তবে মনে করবে যে, মানুষের জন্য এর চেয়ে বড়ো ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না। সৌভাগ্যবান তারা, যারা নশ্বর জীবনকে অবিনশ্বর এবং তুচ্ছ জীবনকে কর্মমুখর করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে। যারা শ্রেষ্ঠ সময় ও উত্তম সুযোগকে মহামূল্যবান সম্পদ করে, সৌভাগ্য ও পূর্ণত্ব অর্জনের চেষ্টায় তৎপর থাকে, এরা হচ্ছে সেই লোক, যাদের সম্পর্কে সামনে اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের চারটি জিনিস প্রয়োজন

৩. অর্থাৎ ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের চারটি জিনিস প্রয়োজন। (এক) আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁদের হিদায়াত ও প্রতিশ্রুতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা– তা দুনিয়া সম্পর্কিত হোক, কিংবা আখিরাত সম্পর্কিত। (দুই) সেই ঈমান ও ইয়াকীনের প্রভাব কেবল মন-মানস পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না রাখা, বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও তা প্রকাশ করা এবং তার বাস্তব জীবনে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটানো। (তিন) কেবল নিজের ব্যক্তিগত সংস্কার ও কল্যাণ নিয়েই তুষ্ট না থাকা, বরং দেশ ও জাতির সামষ্টিক স্বার্থকেও সম্মুখে রাখা। দু'জন মুসলমান একত্র হলে নিজের কথা এবং কাজের দ্বারা একে অপরকে সত্য দীন মেনে চলার এবং প্রতিটি কাজে সত্য ও সততা অবলম্বনের তাকীদ করা। (চার) প্রত্যেকে একে অপরকে এই নসীহত ও ওসীয়ত করা যে, সত্য ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিগত ও জাতীয় সংস্কার-সংশোধনের ক্ষেত্রে যত বাধা-বিপত্তি, যত অসুবিধা ও বিপদাপদ দেখা দিবে, অথবা যদি মন-মানসের বিরোধী কাজও বরদাশ্ত করতে হয়, তাহলেও ধৈর্যও সবরের সঙ্গে তা বরদাশ্ত করতে হবে। পুণ্য আর কল্যাণের পথ থেকে পা যেন কখনো ফসকে না যায় এই ওসিয়াত করতে হবে। যে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির মধ্যে এই চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে এবং যিনি নিজে পূর্ণাঙ্গ হয়ে অন্যদেরকে পূর্ণাঙ্গ করার জন্য চেষ্টা চালাবেন, কালের পৃষ্ঠায় তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আর এমন ব্যক্তি যেসব নিদর্শন রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবেন, তা 'বাকিয়াতে সালেহাত' তথা অবশিষ্ট নেক কাজ হিসাবে সর্বদা তার নেকীর খাতায় সংযোজন ঘটাবে। বস্তুত এই ক্ষুদ্র সূরা সমস্ত দীন ও হিকমতের সার-সংক্ষেপ। ইমাম শাফিঈ (র) যথার্থ বলেছেন যে, কুরআন মজীদে কেবল এই সূরাটাই নাযিল করা হতো, তাহলে (সমঝদার) বান্দাদের হিদায়াতের জন্য তাই যথেষ্ট ছিল। পূর্বকালের মনীষীদের মধ্যে দু'জন একত্র হলে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে তারা একে অপরকে সূরাটি পাঠ করে শুনাতেন।

সূরা হুমাযা

৯ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِۨ ۝

(٢) الَّذِىْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۝

(٣) يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۝

(٤) كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ ۝

১. দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে।[১]
২. যে অর্থ জমায় ও তা বার বার গণনা করে।[২]
৩. সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে।[৩]
৪. কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়।[৪]

---

১. অর্থাৎ নিজের খবর নেই, অপরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কটাক্ষ করে এবং মানুষের বাস্তব-অবাস্তব দোষ খুঁজে বেড়ায়।

ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ও দোষ খুঁজে বেড়াবার উৎস হচ্ছে অহংকার

২. অর্থাৎ ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা ও দোষ খুঁজে বেড়াবার উৎস হচ্ছে অহংকার এবং অহংকারের উৎস হচ্ছে অর্থ-সম্পদ। লোভের বশবর্তী হয়ে চারিদিক থেকে অর্থ সঞ্চয় করে আর কার্পণ্যের বশবর্তী হয়ে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করে রাখে, যাতে খরচ না হয়ে যায়, হাত-ছাড়া হয়ে না যায়। অধিকাংশ কৃপণ ধনীদেরকে দেখে থাকবে, তারা বারবার টাকা-পয়সা গণনা করে, হিসাব করে। এতেই তারা মজা পায়।

৩. অর্থাৎ তার আচরণ থেকে বুঝা যায়, এই অর্থ যেন কখনো তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। বরং তা আসমানী-যমীনী আপদ থেকে তাকে সদা-সর্বদা রক্ষা করবে।

৪. অর্থাৎ এ ধারণা নিতান্তই ভুল। সম্পদ তো কবর পর্যন্তও সঙ্গে যাবে না। তারপর আর কি কাজে আসবে? সব সম্পদ এমনিতেই পড়ে থাকবে। আর এই হতভাগাকে তুলে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(٥) وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۞

(٦) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۞

(٧) الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۞

(٨) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۞

(٩) فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۞

৫. তুমি কি জান হুতামা কী ?
৬. এটা আল্লাহ্‌র প্রজ্বলিত হুতাশন।
৭. যা হৃদয়কে গ্রাস করিবে।[৫]
৮. নিশ্চয় এটা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে[৬]—
৯. দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।[৭]

আল্লাহ্‌র জ্বালানো আগুন

৫. অর্থাৎ মনে রাখতে হবে। এই আগুন বান্দাদের জ্বালানো নয়, স্বয়ং আল্লাহ্ কর্তৃক প্রজ্বলিত। সেই আগুনের অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞেস করো না, বড়ই সতর্ক সে আগুন। উঁকি মেরে অন্তরের পর্যন্ত খবর নেয়। যে অন্তরে ঈমান আছে, সে তাকে দহন করে না, যে অন্তরে কুফরী আছে, কেবল তাকেই দহন করে। তার দহন দেহকে স্পর্শ করা মাত্র অন্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছে। বরং এক রকম অন্তর থেকে শুরু করে দেহে বিস্তার লাভ করে। রূহ থেকে দেহ পর্যন্ত জ্বলবে, কিন্তু তারপরও এ পাপী-অপরাধী মরবে না। মরতে পারবে না। জাহান্নামীরা কামনা করবে হায়! মৃত্যু এসে যদি জীবনের অবসান ঘটাতো, যদি অবসান ঘটাতো আযাবের। কিন্তু এ কামনা পূর্ণ হবে না।

আল্লাহ্ আমাদেরকে তা থেকে এবং সব ধরনের আযাব থেকে রক্ষা করুন।

৬. অর্থাৎ কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে এর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। বের হওয়ার পথ থাকবে না। তারা সেখানে পড়ে থেকে জ্বলবে সদা-সর্বদা।

আগুনের লেলিহান শিখা হবে দীর্ঘ স্তম্ভের মতো উঁচু

৭. অর্থাৎ আগুনের লেলিহান শিখা হবে দীর্ঘ স্তম্ভের মতো উঁচু। অথবা এ অর্থ এই যে, জাহান্নামীদেরকে বড়ো বড়ো স্তম্ভের সঙ্গে কষে বাঁধা হবে, যাতে দহনের সময় একটুও নড়াচড়া করতে না পারে। কারণ, এ দিক-সেদিক নড়াচড়া করলেও নামমাত্র হলেও আযাব কিছুটা হাল্কাবোধ হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের মুখে লম্বা লম্বা স্তম্ভ নিক্ষেপ করে উপর থেকে গভীরতা বৃদ্ধি করা হবে। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

সূরা ফীল

৫ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝

(٢) اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝

(٣) وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

(٤) تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

১. তুমি কি দেখ নাই তোমার প্রতিপালক হস্তী-অধিপতিদের প্রতি কী করেছিলেন?[১]
২. তিনি কি তাদের কৌশল ব্যর্থ করে দেন নাই?[২]
৩. তাদের বিরুদ্ধে তিনি ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষী প্রেরণ করেন,
৪. যারা তাদের উপর প্রস্তর-কংকর নিক্ষেপ করে।[৩]

হস্তী বাহিনীর কাহিনী

১. অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা হস্তী বাহিনীর সঙ্গে যে আচরণ করেছেন, তা অবশ্যই তোমার জানা আছে। কারণ, ঘটনাটি ঘটেছিল নবী করীম (সা)-এর জন্মের মাত্র কয়েকদিন আগে। ঘটনা এতো প্রসিদ্ধ ছিল যে, এটা ছিল শিশুদেরও সকলেরই মুখে মুখে চর্চা হতো। নিকটতর কালের এবং ধারাবাহিক ও নিরবচ্ছিন্নভাবে ঘটনাটি বর্ণিত বলে তার জ্ঞান চাক্ষুস দেখা হিসাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র কা'বা ঘরকে উজাড় করে নিজেদের কৃত্রিম কা'বাকে আবাদ করতে চেয়েছিল। আল্লাহ্ তাদের সব চক্রান্ত নস্যাৎ করেছেন এবং সমস্ত ব্যবস্থা অকার্যকর করেন। কা'বা ধ্বংস করার চিন্তায় তারা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে গেছে।

৩. 'আস্‌হাবুল ফীল' তথা 'হস্তী বাহিনীর' কাহিনী সংক্ষেপে এই যে, হাবশার (আবিসিনিয়ার) বাদশাহের পক্ষ থেকে ইয়ামানে 'আবরাহা' নামে এক শাসনকর্তা ছিল।

(৫) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۝

৫. এরপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণ সদৃশ করেন।৪

সে দেখলো যে গোটা আরবের লোক কা'বা শরীফে হজ্জ করতে যায়। তার ইচ্ছা হলো, হজ্জ করার জন্য সকলে আমাদের দেশে আসুক। সে জন্য একটা ব্যবস্থাও সে চিন্তা করলো যে, খৃস্ট ধর্মের নামে একটা প্রকাণ্ড গির্জা নির্মাণ করতে হবে। এতে থাকবে সব রকম জাঁকজমক, বিনোদন ও চিত্তাকর্ষণের উপকরণ। এভাবে লোকেরা আসল কা'বা বাদ দিয়ে নকল কা'বায় ছুটে আসবে। মক্কায় হজ্জ করা বাদ যাবে। সানাআয় (ইয়ামানের এক বিরাট শহর) সে কৃত্রিম কা'বার ভিত্তি স্থাপন করলো। এখানে সে প্রাণ খুলে অজস্র অর্থ ব্যয় করলো। কিন্তু এতো কিছুর পরও মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হলো না। আরবরা, বিশেষ করে কুরায়শরা এ সম্পর্কে জানতে পেরে বেশ ক্রুদ্ধ-ক্ষুব্ধ হলো। কেউ ঘৃণা ভরে সেখানে গিয়ে মলত্যাগ করে এলো। কেউ কেউ বলেন, কোন আরব আগুন জ্বালালে, বাতাস তা উড়িয়ে নিয়ে যায় সেই ইমারতে। আব্রাহা ক্রুদ্ধ হয়ে কা'বা শরীফের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশ করে। হস্তী সম্বলিত বিপুল সৈন্য বাহিনী নিয়ে সে রওনা হয় কা'বা শরীফ ধ্বংস করার জন্য। পথে আরবের যেসব কবীলা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে, তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাকে পরাভূত করে। মহানবী (সা)-এর দাদা আবদুল মুত্তালিব ছিলেন তখন কুরায়শের নেতা এবং কা'বার বড় মুতাওয়াল্লী। তিনি জানতে পেরে বললেন, লোক সকল! তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করো। কা'বা যাঁর গৃহ, তিনিই তা রক্ষা করবেন। আব্রাহা পথ পরিষ্কার দেখে নিশ্চিত বিশ্বাস করলো, এখন কা'বার ধ্বংস সাধন করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কারণ, সেদিক থেকে মুকাবিলা করার কেউই নেই। সে যখন ওয়াদী মুহাস্‌সার (মক্কার নিকটবর্তী একটা স্থান) এসে উপস্থিত হয়, তখন সমুদ্রের দিক থেকে সবুজ ও পীত বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁক দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিটি পাখির ঠোঁটে ও পাঞ্জায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কংকর। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি আবরাহা বাহিনীর উপর কংকর বর্ষণ করে। আল্লাহ্‌র কুদরতে কংকরগুলো বন্দুকের গুলীর চেয়েও বেশী কাজ করে। তা যার গায়েই লাগতো, একদিক থেকে প্রবেশ করে অন্যদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতো এবং রেখে যেতো এক বিষাক্ত উপাদান। অনেক সৈন্য ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায়। যারা পলায়ন করে, তারাও অনেক কষ্ট ভোগ করে মারা যায়। মহানবী (সা)-এর জন্মের পঞ্চাশ দিন পূর্বে এ ঘটনা ঘটে। কারো কারো মতে ঠিক সেদিনই মহানবী (সা)-এর জন্ম হয় এবং এই ঘটনা ছিল তাঁর একটা 'কারামত'। যেন এটা ছিল তার আগমনের একটা আসমানী নিদর্শন। এ ছিল এক গাইবী ইঙ্গিত, আল্লাহ্ যেমন স্বভাব বিরুদ্ধ উপায়ে অলৌকিকভাবে নিজ গৃহের হিফাযত করেছেন, সে গৃহের সবচেয়ে পবিত্র মুতাওয়াল্লী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের হিফাযতও তিনি ঠিক সে ভাবেই করবেন এবং কা'বা ও কা'বার যথার্থ খাদিমের মূলোৎপাটনের মওকা দিবেন না খৃস্ট ধর্ম বা অন্য কোন ধর্মকে।

৪. ষাড়-গাভী ইত্যাদি ভক্ষণ করে অবশেষে যা পরিত্যাগ কর। অর্থাৎ এমনই বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, কদাকার, অকেজো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ।

সূরা কুরায়শ

৪ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) لِاِیۡلٰفِ قُرَیۡشٍ ۙ

(٢) اٖلٰفِهِمۡ رِحۡلَۃَ الشِّتَآءِ وَ الصَّیۡفِ ۚ

(٣) فَلۡیَعۡبُدُوۡا رَبَّ هٰذَا الۡبَیۡتِ ۙ

(٤) الَّذِیۡۤ اَطۡعَمَهُمۡ مِّنۡ جُوۡعٍ ۬ۙ وَّ اٰمَنَهُمۡ مِّنۡ خَوۡفٍ ٪

১. যেহেতু কুরায়শদের আসক্তি আছে,

২. আসক্তি আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্মে সফরের।

৩. অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের মালিকের।

৪. যিনি তাদেকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি হতে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।[১]

কুরায়শের অভ্যাস

১. মক্কায় খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় না। এ কারণে কুরায়শের অভ্যাস ছিল সারা বছরে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে দুইটা সফর করা। শীতকালে ইয়ামনের দিকে, কারণ, ইয়ামন ছিল গরম দেশ এবং গরম কালে সিরিয়ায়। কারণ, সিরিয়া ছিল ঠাণ্ডা এবং সবুজ-শ্যামল। হেরেমের অধিবাসী ও বায়তুল্লাহ্‌র খাদেম জানে লোকেরা তাদেরকে বেশ সম্মানের চোখে দেখতো। তাদের খিদমত করতো এবং তাদের জান-মালে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতো না, হতো না কোন রকম অন্তরায়। ফলে তারা কাঙ্ক্ষিত মুনাফা অর্জন করতো।

এরপর সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে বাড়িতে গৃহে অবস্থান করে আহার করতো এবং আহার করাতো। হেরেম শরীফের চারিদিকে লুটতরাজ ও চুরি-ডাকাতির পর বাজার সরগরম থাকতো। কিন্তু কা'বা শরীফের মর্যাদার কারণে কোন চোর-ডাকাত কুরায়শের দিকে হাত বাড়াতো না। আল্লাহ্‌র সেই অনুগ্রহের কথা এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই ঘরের বদৌলতে আমি তোমাদেরকে জীবিকা দান করেছি, দিয়েছি শান্তি-স্বস্তি ও নিরাপত্তা।

'আস্‌হাবুল ফীল'-এর আঘাত থেকে হিফাযত করেছি, তারপরও তোমরা সেই গৃহের মালিকের ইবাদত কেন করো না, কেন জুলুম করো তাঁর রাসূলের উপর ? এটা চরম অকৃতজ্ঞতা ও অনুগ্রহ ভুলে যাওয়া নয় কি ? অন্য কথা না-ইবা বুঝলে, কিন্তু এমন স্পষ্ট সত্য উপলব্ধি করা কি কোন কঠিন কাজ ?

সূরা মাঊন

৭ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) اَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ۝

(২) فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۝

(৩) وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

১. তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে?[১]

২. সে তো সে-ই যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়ায়ে দেয়।[২]

৩. এবং সে অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।[৩]

---

১. অর্থাৎ সে মনে করে যে, ইনসাফ হবে না এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ভালো-মন্দের বিনিময় দেয়া হবে না কখনো। কেউ কেউ দীন শব্দের অর্থ করেছেন মিল্লাত। অর্থাৎ ইসলামী মিল্লাত ও সত্য ধর্মকে অবিশ্বাস করে, যেন ধর্ম মিল্লাত তার নিকট কোন কিছুই নয়।

২. অর্থাৎ ইয়াতীমের প্রতি সমব্যথী এবং তার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করা তো দূরের কথা, বরং তার সঙ্গে পাষাণহৃদয়তা ও অসচ্চরিত্র আচরণই করা হয়।

৩. অর্থাৎ নিজেও গরীব-অভাবীদের খবর নেয় না এবং অন্যদেরকেও এজন্য অনুপ্রাণিত করে না। এটা স্পষ্ট যে, ইয়াতীম-অভাবীদের খোঁজ-খবর নেয়া এবং তাদের অসহায় অবস্থায় দয়াপরবশ হওয়া দুনিয়ার সকল ধর্ম ও মিল্লাতের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। এটা সেসব উন্নত চরিত্রের অন্তর্গত, যার সৌন্দর্য সম্পর্কে সমস্ত জ্ঞানীরা একমত। এরপর যে ব্যক্তি এসব প্রাথমিক ও মৌলিক চারিত্রিক গুণ-বৈশিষ্ট্য বর্জিত, বুঝতে হবে সে মানুষ নয়, পশু। দীনের সঙ্গে এমন লোকের কী সম্পর্ক থাকতে পারে? আল্লাহ্‌র সঙ্গেই বা তার কী সম্পর্ক থাকতে পারে ?

(٤) فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ

(٥) الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ

(٦) الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۙ

(٧) وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۚ

৪. সুতরাং দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের,
৫. যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।[৪]
৬. যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে।[৫]
৭. এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট সাহায্যদানে বিরত থাকে।[৬]

উদাসীন নামাযীদের জন্য দুর্ভোগ

৪. অর্থাৎ সে জানে না যে, নামায কার সঙ্গে মুনাজাত, কার প্রতি আকুল আকুতি, কী এর উদ্দেশ্য এবং কতটা যত্ন ও গুরুত্বের উপযুক্ত। এটা কি ধরনের নামায হলো– কখনো পড়ে না, কখনো ওয়াক্তমত পড়ে, কখনো বেওয়াক্তে দাঁড়িয়ে গেলো, আলাপ-আলোচনায় ও দুনিয়ার ধান্দায় জ্ঞাতসারে ওয়াক্ত শেষ করে দিলো। তারপর পড়লেও চার ঠোকর মারে কার সম্মুখে দাঁড়াচ্ছে 'আহকামুল হাকিমীনের' দরবারে কতোটা গুরুত্ব সহকারে ও কোন অবস্থায় হাযিরা দিচ্ছে ? আল্লাহ্ কি কেবল আমাদের উঠা-বসা, ঝুঁকে পড়া ও সোজা হওয়াকেই দেখেন ? তিনি কি আমাদের অন্তরের প্রতি নজর রাখেন না যে, তাতে নিষ্ঠা ও বিনয়ের ভাব কতোটুকু বিদ্যমান আছে ? মনে রাখবে এই সব অবস্থা عَنْ صَلٰوتِهِمْ سَاهُوْنَ (অবহেলা ও উদাসীনতা)-এর মধ্যে স্তরে স্তরে অন্তর্ভুক্ত। পূর্বকালের মনীষিগণ স্পষ্ট করে একথা বলেছেন।

৫. অর্থাৎ কেবল নামাযই নয়, তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আমল, সমস্ত কর্মকাণ্ডই লোক-দেখানো ও প্রদর্শনীমুক্ত নয়। যেন স্রষ্টা থেকে দৃষ্টি এড়িয়ে সৃষ্টিকে তুষ্ট করাই কেবল তাদের উদ্দেশ্য।

তুচ্ছ বস্তু ধার না দেয়ার নিন্দা

৬. অর্থাৎ যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি আদায় করা তো দূরের কথা, সাধারণ গৃহস্থালীর জিনিসও (যেমন বালতি, রশি, হাঁড়িপাতিল, কুঠার, সুঁই-সুতা ইত্যাদি) কেউ চাইলে তাও তারা দেয় না। অথচ এসব দেয়ার রেওয়াজ সারা দুনিয়ায় ব্যাপক কার্পণ্য ও পাপাচারের যখন এ অবস্থা, তখন লোক-দেখানো নামাযে আর কি ফায়দা হবে ? কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলমান নামাযী বলে বা বলা হয় কিন্তু আল্লাহর সঙ্গে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা এবং মাখলুকের সঙ্গে সমবেদনা বজায় রাখে না, তার ইসলাম একটা অর্থহীন শব্দ এবং তার নামায তাৎপর্যহীন। বাস্তবতা থেকে দূরে বহু দূরে। এই রিয়াকারী ও অসৎ স্বভাব তো তাদেরই হওয়া উচিত যাদের আল্লাহ্র দীন ও প্রতিফল দিবসের আস্থা নেই।

সূরা কাওছার

৩ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اِنَّاۤ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝

১. আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি।[১]

কাওছার-এর তাৎপর্য

১. কাওছার অর্থ প্রভূত কল্যাণ অর্থাৎ পর্যাপ্ত সমৃদ্ধি ও সাফল্য। এখানে এর কি অর্থ? আল-বাহ্‌রুল মুহীত-এর তাফসীকার এই সম্পর্কে ২৬টি মত উদ্ধৃত করেছেন এবং শেষে এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, দীন-দুনিয়ার সব রকম কল্যাণ এবং অনুভূত ও অননুভূত সব রকম নিআমত এই শব্দটির অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা মহানবী (সা) বা তাঁর বদৌলতে মুসলিম উম্মাহ লাভ করবে। এসব নিআমতের মধ্যে একটা বড়ো নিআমত হচ্ছে ‘হাউযে কাওছার’ নামক ঝর্ণাধারা এ নামেই মুসলমানদের মধ্যে খ্যাত। হাশরের ময়দানে মহানবী (সা) এই ঝর্ণাধারার পানি দিয়ে তাঁর উম্মতকে পরিতৃপ্ত করবেন (হে দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু; তুমি এ পাপী-তাপীদের এর পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত করো।)

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন মুহাদ্দিসের মতে ‘কাওছার’ নামক ঝর্ণাধারার বিবরণ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ মুতাওয়াতির পর্যায়ের (যে হাদীস নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রতিটি যুগে অসংখ্য রাবী বর্ণনা করেছেন)। এতে বিশ্বাস স্থাপন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। হাদীস শরীফে এর বিস্ময়কর ও বিরল সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় হাশরের ময়দানে এবং অধিকাংশ বর্ণনায় জান্নাতে হাওযে কাওছার অবস্থিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। অধিকাংশ আলিম এসব বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন এ ভাবে যে, আসল ঝর্ণাধারা থাকবে জান্নাতে এবং তার পানি হাশরের

(٢) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝

(٣) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

২. সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।[২]
৩. নিশ্চয় তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই নির্বংশ।[৩]

ময়দানে এনে কোন চৌবাচ্চায় জমা করা হবে এবং উভয়কেই কাওছার বলা হবে। সঠিক তথ্য আল্লাহ্‌রই ভালো জানা।

২. অর্থাৎ এতো বড়ো দান ও পুরস্কারের কৃতজ্ঞতাও বড়ো রকমে প্রকাশ করা উচিত। অতএব আপনার দেহ-মন ও ধন-সম্পদ দ্বারা সর্বদা আপন পালনকর্তার ইবাদতে রত থাকা আপনার কর্তব্য। দৈহিক ও আত্মিক ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ইবাদত হচ্ছে নামায। আর আর্থিক ইবাদতসমূহের মধ্যে কুরবানী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। কারণ, কুরবানীর আসল তাৎপর্য ছিল জান কুরবান করা। পশু কুরবানীকে বিশেষ পরিণামদর্শিতা ও বিচার-বিবেচনায় মানুষ কুরবানীর বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈল (আ)-এর কাহিনী থেকে তাই প্রতিভাত হয়। একারণে কুরআন মজীদে অন্যত্র নামায ও কুরবানীর এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلٰوتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَبِذَالِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ -

"বলো, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সব কিছুই আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য। তাঁর কোন শরীক নাই এবং এজন্যই আমি আদিষ্ট হয়েছি, আর আমিই প্রথম মুসলিম" (৬ ঃ ১৬২-১৬৩)।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন বর্ণনায় 'ওয়ান্‌হার' শব্দের অর্থ করা হয়েছে হাত বুকের উপর স্থাপন করা। কিন্তু ইব্‌ন কাছীর (র) এসব বর্ণনার সমালোচনা করেছেন এবং (নহর)-এর 'কুরবানী' অর্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যেন এতে মুশরিকদের বিপরীত হলো। কারণ, তারা নামায ও কুরবানী করে দেবদেবীর জন্য। মুসলমানদেরকে একাজ করতে হবে একনিষ্ঠভাবে এক আল্লাহ্‌র জন্য।

নবীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী নির্বংশ

৩. কোন কোন কাফির মহানবী (সা)-এর শানে বলতো, লোকটার কোন পুত্র সন্তান নেই, যত দিন বেঁচে থাকবে, ততদিনই তাঁর নাম আছে। মরে গেলে পর কে তার নাম নেবে! তাদের পরিভাষায় এমন লোককে বলা হতে 'আব্‌তার'। এর মূল অর্থ

হচ্ছে লেঁজ কাটা পশু। যার পেছনে নাম নেয়ার কেউই থাকে না। যেন তার লেজ কাটা হয়ে গেছে। কুরআন জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহ্ যাকে প্রভূত কল্যাণ দান করেছেন, অনন্তকালের জন্য আল্লাহ্ যাঁর নামকে রওশন করেছেন, তাঁকে 'আব্তার' বলা সর্ব নিম্নস্তরের আহাম্মকি বৈ কিছুই নয়। মূলত 'আব্তার' হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে এমন পবিত্র ও সর্বগ্রাহ্য সত্তার সঙ্গে ঘৃণা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে এবং পেছনে কোন ভালো আলোচনা ও 'নেক চিহ্ন' রেখে যায় না। আজ চৌদ্দশত বছর পরেও মহানবী (সা)-এর রূহানী সন্তানে দুনিয়া ভরে আছে এবং তাঁর ঔরসজাত কন্যা সম্ভূত বংশধর ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্বের দেশে দেশে। তাঁর প্রচারিত দীন ও তাঁর শুভ চিহ্ন সারা বিশ্বে দেদীপ্যমান। সুনাম ও ভক্তি-ভালোবাসার সঙ্গে তাঁর স্মরণ কোটি কোটি মানুষের অন্তরকে উদ্দীপ্ত করছে। দোস্ত-দুশমন সকলেই সরল মনে স্বীকার করছে তাঁর সংস্কারমূলক কীর্তিমালার কথা। এরপর দুনিয়ার জীবন শেষে আখিরাতে যে 'মাকামে মাহমূদে' (প্রশংসনীয় স্থানে) তিনি দাঁড়াবেন প্রকাশ্য জন-সমক্ষে যে বিপুল সর্বজনগ্রাহ্যতা তিনি লাভ করবেন, তাতো আছেই। এমন চিরন্তন বরকতময় সত্তাকে কি 'আব্তার' বলা চলে? পক্ষান্তরে সেই অশিষ্ট বেয়াদবের কথা চিন্তা করো, যে মুখ থেকে উচ্চারণ করেছিল একথা আজ তার নাম-নিশানা কোথাও অবশিষ্ট নেই। তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করারও আজ কেউ নেই। এ অবস্থা হয়েছে সেসব অশিষ্টের যারা এক সময় তাঁর প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতায় কোমর বেঁধে নেমেছিল এবং তাঁর সম্পর্কে বেয়াদবী আচরণ করেছিল। ভবিষ্যতে তাদের এহেন অবস্থাই হতে থাকবে।

সূরা কাফিরূন

৬ আয়াত, ১ রুকূ', মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(১) قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ

১. বল, 'হে কাফিরগণ![1]

সূরা কাফিরূন নাযিলের পটভূমি

১. কয়েকজন কুরায়শ নেতা বললো, হে মুহাম্মদ! (সা) এসো, আমরা ও তুমি তোমরা আপোস-রফা করে নেই। এক বছর তুমি আমাদের মা'বূদের পূজা করবে এবং পরবর্তী বছর আমরা তোমার মা'বূদের পূজা করবো। এভাবে উভয় পক্ষ প্রত্যেকের দীন থেকে কিছু না কিছু অংশ পেয়ে যাবে। নবী (সা) বললেন, আল্লাহ্ পানা, (ক্ষণিকের তরেও) আমি আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে শরীক করবো না ? তারা বললো, আচ্ছা তাহলে তুমি আমাদের কোন কোন মা'বূদকে মেনে নাও (তাদের নিন্দা করো না), আমরাও তোমাদের সত্য বলে মেনে নিব এবং তোমার মা'বূদের পূজা করবো। এই প্রসঙ্গে সূরাটি নাযিল হয় এবং তিনি তাদের সমাবেশে তা পাঠ করে শুনান। যার সারকথা হলো– মুশরিকদের রীতি-নীতির প্রতি পুরোপুরি অসন্তোষ প্রকাশ এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা। আচ্ছা! যে নবী-রাসূলগণের প্রথম কাজই হচ্ছে শির্ককে মূলসহ উপড়ে ফেলা। তাঁরা কেমন করে এহেন নাপাক ও পংকিল আপোস-রফায় রাযী হতে পারেন? বস্তুত পক্ষে আল্লাহ্ই যে মা'বূদ, এ ব্যাপারে কোন ধর্মের লোকেরই দ্বিমত নেই। স্বয়ং মুশরিকরাও এটা স্বীকার করতো এবং বলতো, আমরা মূর্তির পূজা এজন্য করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিবে। مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى "আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে এনে দিবে" (৩৯ ঃ ৩)। দ্বিমত যা কিছু আছে তা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সত্তার পূজার ক্ষেত্রে। সুতরাং কুরায়শরা যে আপোস প্রস্তাব করেছে, তার অর্থ দাঁড়ায়, তারা যথারীতি নিজেদের নীতির উপর অবিচল থাকবে, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও গায়রুল্লাহ– উভয়েরই পূজা করবে, কিন্তু নবী (সা) তাঁর তাওহীদের

(٢) لَآ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ ۙ

(٣) وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ۚ

(٤) وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ ۙ

(٥) وَلَآ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُ ؕ

২. 'আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর।

৩. এবং তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নহ, যাঁর ইবাদত আমি করি।[২]

৪. এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার ইবাদত তোমরা করে আসছ।

৫. এবং তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও যাঁর ইবাদত আমি করি।[৩]

নীতি থেকে হস্ত গুটিয়ে নিবেন। এই আপোস-আলোচনার অবসান ঘটানোর জন্যই সূরাটি নাযিল করা হয়েছে।

২. অর্থাৎ আল্লাহ্ ব্যতীত যেসব মা'বূদ তোমরা গড়ে রেখেছে, আমি বর্তমানেও তাদের পূজা করছি না এবং তোমরাও কাউকে শরীক করা ব্যতীত স্বয়ং সম্পূর্ণ ও অমুখাপেক্ষী এক আল্লাহ্র ইবাদত করছো না যাঁর ইবাদত আমি করি।

৩. অর্থাৎ ভবিষ্যতেও আমি তোমাদের মা'বূদদের পূজা করবো না, আর তোমরাও পূজা করবে না আমার একক মা'বূদের, তাঁর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করা ব্যতীত। অর্থ আর তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, আমি তাওহীদবাদী হয়ে শির্ক করতে পারি না, বর্তমানেও নয়, ভবিষ্যতেও নয়। আর তোমরা মুশরিক থেকে তাওহীদবাদী সাব্যস্ত হতে পারো না। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী আয়াতগুলোতে কোন দ্বিরুক্তি থাকে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কোন কোন আলিম এখানে দ্বিরুক্তিকে বক্তব্যের উপর জোর প্রদানের অর্থে গ্রহণ করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রথম দুই বাক্যে বর্তমান ও ভবিষ্যত, আর শেষ দুই বাক্যে অতীতে না করার অর্থ গ্রহণ করেছেন। আল্লাম যামাখশারী বিষয়টা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেন। আবার কেউ কেউ প্রথম বাক্যদ্বয় বর্তমান কাল এবং শেষের বাক্যদ্বয়ে ভবিষ্যত কালের অর্থ গ্রহণ করেছেন। হযরত শায়খুল হিন্দ (র)-এর তরজমা থেকে এটাই প্রকাশ পায়। কিন্তু কোন কোন বিজ্ঞ আলিম প্রথম দুইটি বাক্যে ব্যাখ্যা করেছেন তোমাদের এবং আমার মধ্যে মা'বূদের ব্যাপারে কোন অংশীদারিত্ব নেই, অংশীদারিত্ব নেই ইবাদতের রীতি-নীতি ও পন্থার ক্ষেত্রেও। তোমরা মূর্তির পূজা করো, যা আমার মা'বূদ নয়। আর আমি সেই আল্লাহ্র ইবাদত করি, যাঁর মর্যাদা ও গুণাবলীতে আর সিফাতে কোন শরীক থাকতে পারে না। এমন আল্লাহ্ তোমাদের মা'বূদ নন। অনুরূপভাবে তোমরা যে ধরনের পূজা করো, যেমন উলঙ্গ হয়ে কা'বার চতুর্দিকে নর্তন করা বা আল্লাহ্র যিকিরের পরিবর্তে শীষ দেয়া, হাততালি দেয়া সেই ধরনের ইবাদত করার লোক আমি নই। আর আমি যেই গুরুত্ব ও মর্যাদা সহকারে

(٦) لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

৬. তোমাদের দীন তোমাদের আর আমার দীন আমার।[8]

আল্লাহ্‌র ইবাদত করি, তার তাওফীক তোমাদের হবে না। সুতরাং তোমাদের ও আমার পথ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আমার মনে হয়, প্রথম বাক্যদ্বয় বর্তমান ও ভবিষ্যত কালে না করার অর্থে গ্রহণ করা হোক, অর্থাৎ আমি বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে তোমাদের মা'বূদদের পূজা করতে পারি না, যেমনটা তোমরা আমার নিকট দাবি করছো– وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ -এর (হাফিয ইব্‌ন তায়মিয়ার উক্তি অনুযায়ী) এই অর্থ গ্রহণ করা যায় যে, (যেহেতু আমি আল্লাহ্‌র রাসূল সুতরাং) এটা আমার কর্মনীতি নয়, আর আমার দ্বারা কখনো এটা সম্ভবও নয় যে, আমি শির্‌ক করবো। এমন কি অতীত কালে, ওহী নাযিলের পূর্ব যুগেও তোমরা সকলে যখন প্রস্তর ও বৃক্ষের পূজা করতে, তখনো আমি কোন গায়রুল্লাহ্‌র পূজা করিনি, আর এখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ওহীর নূর ও হিদায়াত ও স্পষ্ট নিদর্শনরাজি আসার পর এটা কেমন করে সম্ভব যে, শির্‌কী কর্মকাণ্ডে আমি তোমাদের সহযোগী হবো? সম্ভবত এ কারণেই وَلَا أَنَا عَابِدٌ -এ জুমলা ইসমিয়া এবং مَا عَبَدْتُّمْ -এ অতীতকাল জ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। অবশ্য কাফিরদের অবস্থা দু'বারই একইভাবে শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে– وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ অর্থাৎ নিজেদের অযোগ্যতা ও চরম হতভাগ্যের কারণে তোমরা তো এর উপযুক্ত নও যে, কোন সময় ও কোন অবস্থায়ই কাউকে শরীক না করে এক আল্লাহ্‌র পূজারী হবে। এমন কি স্বয়ং আপোস আলোচনাকালেও শির্‌কের উপকরণ তোমরা সঙ্গে রাখছো। আর এক স্থানে مَا تَعْبُدُوْنَ ভবিষ্যতকালজ্ঞাপক শব্দ এবং অন্য স্থানে مَا عَبَدْتُّمْ অতীতকালজ্ঞাপক শব্দ প্রয়োগে সম্ভবত এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ওদের মা'বূদের পরিবর্তন ঘটে দিন দিন। যা কিছু বিস্ময়কর মনে হলো, বা কোন সুদর্শন পাথর নযরে পড়লো অমনি তা তুলে এনে মা'বূদ বানিয়ে নিলো এবং আগের মা'বূদ বিসর্জন দিলো। এছাড়াও প্রতিটি মৌসুম ও প্রতিটি কর্মের জন্যও রয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মা'বূদ– একটা সফরকালের জন্য, একটা বাড়ীতে অবস্থানকালের জন্য, কোনটা অন্নদাতা আর কোনটা সন্তানদাতা ইত্যাদি। হাফেয শামসুদ্দীন ইব্‌ন কায়্যিম (র) বাদাইউল ফাওয়াইদ গ্রন্থে সূরাটির সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে আকর্ষণীয় আলোচনা করেছেন। যার কুরআন বুঝবার আগ্রহ আছে তিনি অবশ্যই যেন গ্রন্থখানি পাঠ করেন

লাকুম দীনুকুম-এর তাৎপর্য

৪. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন "অর্থাৎ তোমরা যে জিদ ধরেছ এখন বুঝালেই বা আর কি লাভ হবে, যতক্ষণ না আল্লাহ্ ফায়সালা করেন"। এখন আমরা তোমাদের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ করে সেই ফায়সালার প্রতীক্ষায় রইলাম। আর আল্লাহ্ আমাদেরকে যে সত্য সঠিক দীন দান করেছেন, তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। দুর্ভাগ্যবশত তোমরা যে দৃষ্টিভংগি অবলম্বন করেছো, তা তোমাদেরকে সুখে রাখুক! প্রত্যেক পক্ষই নিজ নিজ মত ও পথের পরিণাম অবশ্যই লাভ করবে।

সূরা নাসর

৩ আয়াত, ১ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۙ

(٢) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۙ

(٣) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۠

১. যখন আসবে আল্লাহ্‌র সাহায্য ও বিজয়।[১]

২. এবং তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহ্‌র দীনে প্রবেশ করতে দেখবে।[২]

৩. তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিও এবং তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা করিও, তিনি তো তওবা কবূলকারী।[৩]

মক্কা মুয়ায্‌যামা বিজয়

১. বড়োই সিদ্ধান্তকর বিষয় ছিল মক্কা মুয়ায্‌যামা বিজিত হওয়া (যা দুনিয়াতে যেন আল্লাহ্‌র রাজ্‌ধানী)। এদিকেই নিবদ্ধ ছিল অধিকাংশ আরব গোত্রের দৃষ্টি। এর পূর্বে দুই একজন করে ইসলামে প্রবেশ করছিল; কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে থাকে। এমনকি গোটা জাযীরাতুল আরব' ইসলামের কালেমা পাঠ করে এবং নবী (সা)-কে প্রেরণ করার যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূর্ণ হয়।

২. অর্থাৎ বুঝে নিন যে, নবী হিসাবে প্রেরণের এবং দুনিয়ায় অবস্থানের উদ্দেশ্য (যা হলো দীনের পূর্ণতা দান ও মহান খিলাফাতের সূচনা) পূর্ণ হয়েছে। এখন আখিরাতের সফর নিকটবর্তী। সুতরাং এদিক থেকে অবসর হয়ে সর্বান্তকরণে ওদিকেই মনোনিবেশ করুন এবং পূর্বের চেয়েও বেশী বেশী আল্লাহ্‌র প্রশংসায় মগ্ন থাকুন এবং সেসব বিজয় ও সাফল্যের জন্য আল্লাহ্‌র মুকরিয়া আদায় করুন।

৩. অর্থাৎ নিজের জন্য এবং উম্মতের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করুন।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ নবী (সা)-এর নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পর্কে ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে আলোচনা করা হয়েছে। সেসব স্থানে দেখে নেয়া যেতে পারে। হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "অর্থাৎ কুরআন মজীদের প্রত্যেক স্থানে ফায়সালা করার ওয়াদা রয়েছে আর কাফিররা তাড়াহুড়া করছিল। মহানবী (সা)-এর শেষ বয়সে মক্কা বিজয় হয়। আরবের গোত্রসমূহ দলে দলে মুসলমান হতে থাকলো। ওয়াদা সত্যে পরিণত হলো। এখন উম্মতের গুনাহ মাফ করিয়ে যাতে শাফায়াতের সুযোগ লাভ করা যায়। সূরাটি নাযিল হয় রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবনের শেষ প্রান্তে। তিনি জানতে পারলেন, দুনিয়ায় আমার যে কাজ ছিল, তা শেষ করে ফেলেছি। এখন আখিরাতের দিকে সফর"।

সূরা লাহাব

৫ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝

১. ধ্বংস হোক আবূ লাহাবের দুই হাত এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও।[১]

সূরা লাহাব নাযিলের পটভূমি

১. আবূ লাহাব (যার আসল নাম আবদুল ওয্‌যা ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব) ছিল মহানবী (সা)-এর আপন চাচা। কিন্তু তার নিজের কুফরী ও দুরাচারের কারণে সে ছিল তাঁর কঠোর দুশমন। যখন তিনি কোন মজলিসে সত্যের পয়গাম শুনাতেন তখন এই হতভাগা তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করতো। এমনকি তাঁর মুবারক পদদ্বয় রক্তাক্ত হয়ে যেতো। আর সে হতভাগা মুখে বলতো, লোক সকল! এর কথা শুনবে না। লোকটা (নাউযুবিল্লাহ) মিথ্যাবাদী বে-দীন। সে কখনো বলতো, মুহাম্মদ আমাদেরকে এমন সব জিনিসের ওয়াদা দিচ্ছে, যা পাওয়া যাবে মৃত্যুর পর। সেসব যে ঘটবে, তা আমাদের দৃষ্টিগোচর মনে হয় না। আবার সে তার দুই হাত উঠিয়ে সম্বোধন করে বলতো ঃ تبا لكما ما ارى فيكما شيئا مما يقول محمد "হস্তদয়! তোমাদের সর্বনাশ হোক, মুহাম্মদ যেসব কথা বলে তার কিছুই তো আমি তোমাদের উভয়ের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না"। একদা নবী (সা) সাফা পর্বতে আরোহণ করে সকলকে ডাকলেন। তাঁর ডাকে অনেক লোক সেখানে ছুটে এলো। নবী (সা) অত্যন্ত আবেদনময়ী ভঙ্গিতে ইসলামের দাওয়াত দেন। তথায় আবূ লাহাবও উপস্থিত ছিল (কোন কোন বর্ণনা মতে সে হাত ঝাড়া দিয়ে) বললো ঃ تبالك سائر اليوم الهذا جمتنا "তোমার বিনাশ হোক, এজন্যই কি তুমি আমাদেরকে সমবেত করেছিলে"? 'তাফসীরে রূহুল মাআনী'-তে কারো উক্তি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, নবী (সা)-এর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য সে

(٢) مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝

(٣) سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝

২. তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোন কাজে আসে নাই।[২]
৩. অচিরে সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে।[৩]

হাতে প্রস্তর তুলে নিয়েছিল। মোটকথা, তার দুর্ভাগ্য ও সত্যের প্রতি শত্রুতা সীমা অতিক্রম করেছিল। আল্লাহ্‌র আযাবের ভয় দেখানো হলে সে বলতো, সত্যি-সত্যিই যদি এসব ঘটে, তবে আমার কাছে বিপুল সম্পদ ও সন্তান রয়েছে, সেসব ক্ষতি পূরণস্বরূপ দিয়ে আযাব থেকে ছাড়া পেয়ে যাবো। তার স্ত্রী উম্মে জামীলেরও বেশ আক্রোশ ছিল নবী (সা)-এর প্রতি। শত্রুতার যে আগুন আবূ লাহাব প্রজ্বলিত করতো, এই নারী তাতে ইন্ধন যোগাতো, আগুনকে করে তুলতো আরো তীব্র। বর্তমান সূরায় উভয়ের পরিণতি উল্লেখপূর্বক সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, নর হোক, কি নারী, আপন হোক, কি পর, বড়ো হোক, কি ছোট– সত্য ও ন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণে যে কেউ কোমর বেঁধে নামবে, শেষ পর্যন্ত সে হবে লাঞ্ছিত। তার ধ্বংস অবধারিত। রাসূলে পাকের নিকটাত্মীয়তাও তাকে রক্ষা করতে পারবে না। এই আবূ লাহাব কি হাত নেড়ে কথা বলছে! নিজের বাহু বলে অহংকারী হয়ে আল্লাহ্‌র পবিত্র ও নিষ্পাপ রাসূলের প্রতি হস্ত প্রসারিত করার ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে। মনে করবে, এখন তার হাত ভেঙ্গে গেছে। সত্যকে দমন করার তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তার নেতৃত্ব চিরতরে খতম হয়ে গেছে। তার সমস্ত কর্ম পণ্ড হয়ে গেছে। চূর্ণ হয়েছে তার সকল দর্প এবং সে নিজে পতিত হয়েছে ধ্বংসের গর্তে।

বর্তমান সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। কথিত আছে যে, বদর যুদ্ধের সাত দিন পর তার দেহে এক বিষাক্ত ফোঁড়া দেখা দেয়। অন্যদের দেহেও এই সংক্রমিত হওয়ার আশংকায় পরিবারের লোকেরা তাকে এক নির্জন স্থানে একাকী ফেলে রেখে আসে। সেখানেই নিতান্ত নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এবং তিন দিন লাশ এই অবস্থায় পড়ে থাকে। তা তুলেও নেয়নি। লাশে পঁচন ধরলে কয়েকজন হাবশী শ্রমিক ডেকে তাদের সাহায্যে তা মাটিচাপা দেয়া হয় এভাবে যে, তারা একটা গর্ত খনন করে একটি লাঠি দিয়ে ঠেলে তা গর্তে ফেলে দেয় এবং উপরে পাথর চাপা দেয়। এই হচ্ছে দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও ধ্বংস।

وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ

"আর আখিরাতের আযাব তো আরো ভয়াবহ। হায় যদি তারা জানতো" (৩৯ : ২৬)।

২. অর্থাৎ সম্পদ-সন্তান, মর্যাদা ও প্রতিপত্তি, কিছুই তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারেনি।

৩. অর্থাৎ মৃত্যুর পর সে ভীষণ দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত আগুনে পৌছবে। খুব সম্ভব এই কারণেই কুরআন তার ডাকনাম দিয়েছে আবূ লাহাব (অগ্নি শিখার বাপ)। দুনিয়া

(٤) وَّامۡرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الۡحَطَبِ ۚ

(٥) فِیۡ جِیۡدِهَا حَبۡلٌ مِّنۡ مَّسَدٍ ۠

৪. এবং তার স্ত্রীও— যে ইন্ধন বহন করে।[৪]

৫. তার গলদেশে পাকান রজ্জু।[৫]

তো তাকে 'আবূ লাহাব' বলতো এজন্য যে, তার চেহারা আগুনের মতো চকচক করতো। কিন্তু কুরআন বলে দিয়েছে যে, শেষ পরিণতির বিবেচনায়ও তাকে আবূ লাহাব বলা যথার্থ হয়েছে।

আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল

৪. আবূ লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামীল মালদার হওয়া সত্ত্বেও ছিল ভীষণ কৃপণ। সে এতোই নীচমনা ছিল যে, নিজে জঙ্গল থেকে কাষ্ঠ আহরণ করতো এবং নবী (সা)-এর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো যাতে তিনি এবং তাঁর নিকট গমনাগমনকারীরা কষ্ট পায়। কুরআন বলছে, সত্যের বিরুদ্ধাচরণ এবং নবীকে কষ্টদানে দুনিয়াতে সে যেমন স্বামীর সহায়ক, ঠিক তেমনিভাবে জাহান্নামেও সে স্বামীর সঙ্গিনী হবে। হয়তো জাহান্নামেও সে যাক্কুম ও দারীঈ (জাহান্নামের তিক্ত ও কণ্টকময় বৃক্ষ)-এর ইন্ধন আহরণ করে বেড়াবে। ইবনুল আছীর-এর উক্তি অনুযায়ী এসব দ্বারা সেখানেও আল্লাহ্র আযাবকে আরো তীব্রতর করে তুলবে।

কেউ কেউ 'হাম্মালাতাল হাতাব' অর্থ করেছেন চোগলখোর। আরবদের বাকধারার এই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়, যেমন ফার্সী ভাষায় এই ধরনের লোককে 'হীযামকাশ' বলা হয়।

বেশ মযবুত করে পাকানো রশি

৫. অর্থাৎ বেশ মযবুত করে পাকানো রশি। অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে, এর অর্থ জাহান্নামের জিঞ্জীর। হাম্মালাতাল হাতাব-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যের কারণে এই উপমা দেয়া হয়েছে। কারণ, কাষ্ঠের বোঝা বাঁধতে হলে রশির দরকার হয়। তাফসীরকারগণ লিখেন, এই নারীর গলায় ছিল অতি মূল্যবান একটা হার। সে বলতো, লাত ও উয্যার শপথ! মুহাম্মদের দুশমনীতে হারটা ব্যয় করবো। আর জাহান্নামেও তার গলায় অনুরূপ হার থাকা দরকার। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, হতভাগা নারীর মৃত্যুও হয়েছে সেভাবেই। কাষ্ঠের আঁটির রশি গলায় পেঁচিয়ে তার অপমৃত্যু হয়।

সূরা ইখলাস

৪ আয়াত, ১ রুকূ‘, মক্কী

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) قُلۡ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ۝

(٢) ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۝

১. বল, তিনিই আল্লাহ্, একক ও অদ্বিতীয়।[১]

২. আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী।[২]

সূরা ইখলাস ঃ আল্লাহ্‌র পরিচয়

১. অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তিনি কেমন। তাদের বলে দিন যে, তিনি এক, তাঁর সত্তায় কোন প্রকার সংখ্যাধিক্য বা দ্বিত্ব-ত্রিত্বের অবকাশ নেই। তাঁর কোন প্রতিপক্ষ, সমকক্ষ বা সাদৃশ্য নেই। এতে মাজূসীদের (অগ্নিপূজকদের) আকীদা রদ হয়ে গেলো। যারা বলে, স্রষ্টা দু'ই জন– ভালোর স্রষ্টা ইয়াযদাঁ আর অনিষ্টের স্রষ্টা আহ্‌রেমান। অনন্তর হিন্দুদের বিশ্বাসেরও রদ হয়ে গেলো। যারা ৩৩ কোটি দেবতাকে প্রভুত্বে অংশীদার বলে বিশ্বাস করে।

২. صَمَدٌ (সামাদ) শব্দের ব্যাখ্যা করা হয়েছে কয়েক ভাবে। সেসব ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করে তাবারানী (তাবারানী নয়, আসলে ইব্‌ন কাছীর) বলেন, "এসব অর্থই বিশুদ্ধ ও যথার্থ আর এসবই হচ্ছে আমাদের মহামহিমান্বিত পালনকর্তার বৈশিষ্ট্য। তিনি হচ্ছেন সেই সত্তা, সকল প্রয়োজনে, সকল অভাবে যাঁর কাছে প্রত্যাবর্তন করা হয় অর্থাৎ সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি হচ্ছেন সেই সত্তা, সমস্ত পূর্ণতা ও সমস্ত গুণপনায় যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব চরমে উপনীত হয়েছে, যিনি পানাহারের চাহিদামুক্ত। আর তিনিই হচ্ছেন সেই সত্তা, যিনি গোটা বিশ্বলোকের বিনাশের পরও থাকবেন অবিনশ্বর" (ইব্‌ন কাছীর)।

(٣) لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

(٤) وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

৩. তিনি কাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নাই।[৩]
৪. এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নাই।[৪]

যেসব জাহিল কোন গায়রুল্লাহকে কোন না কোন পর্যায়ে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারী মনে করে, আল্লাহ্ তা'আলার এ গুণ দ্বারা সেই সব জাহিলী ধ্যান-ধারণারও প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। উপরন্তু এতে আর্যদের রূহ্ ও বস্তু সম্পর্কিত বিশ্বাসও খণ্ডন হয়েছে। কারণ, তাদের মূলনীতি অনুসারে বিশ্ব সৃষ্টিতে আল্লাহ্ এই দুইজনের মুখাপেক্ষী। কিন্তু এরা দুইজন নিজ নিজ অস্তিত্বে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী নয় (নাউযুবিল্লাহ)।

তিনি কারো সন্তান নন, অন্য কেউও তাঁর সন্তান নয়

৩. অর্থাৎ তিনি কারো সন্তান নন, অন্য কেউও তাঁর সন্তান নয়। যারা হযরত মাসীহ বা হযরত ওযাইর (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র এবং ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্র কন্যা বলে, এতে তাদেরও প্রতিবাদ করা হয়েছে। উপরন্তু যারা হযরত মাসীহ (আ) বা অন্য কোন মানুষকে আল্লাহ্ বলে বিশ্বাস করে, তাদেরও প্রতিবাদ করা হলো। অর্থাৎ আল্লাহ্র মর্যাদা এমন যে, কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি। এটা স্পষ্ট যে, একজন সতী নারীর গর্ভে হযরত মাসীহ (আ)-এর জন্ম হয়েছে। তাহলে তিনি আল্লাহ্ হবেন কি করে?

৪. তাঁর যখন কোন জোড়া-ই নেই, তাহলে তাঁর সন্তান হবে কোত্থেকে? এ বাক্যে সেই সমস্ত লোকের প্রতিবাদ করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র কোন গুণে কোন মাখ্লূককে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করে। এমনকি কোন কোন ধৃষ্টতো এর চেয়ে বড়ো কোন বৈশিষ্ট্যও অন্যদের মধ্যে প্রমাণ করে। ইয়াহূদীদের কিতাব হাতে নিয়ে দেখুন, এক মরুপ্রান্তে আল্লাহ্ কুস্তী লড়ছেন ইয়াকূবের সঙ্গে এবং ইয়াকুব ধরাশায়ী করছেন আল্লাহ্কে (নাউযুবিল্লাহ)।

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَّقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا

"তাদের মুখ থেকে যেসব কথা নির্গত হয়, তা বড়োই জঘন্য। তারা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই বলে না" (সূরা কাহ্ফ ঃ ৫)।

'হে আল্লাহ্! তুমি এক, একক, তুমি স্বয়ং সম্পূর্ণ, তুমি কাউকে জন্ম দাওনি এবং তোমাকেও জন্ম দেয়নি কেউ। আর কেউ তোমার কোন সমকক্ষও নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, তুমি আমার গুনাহ্ মাফ কর। নিঃসন্দেহে তুমি বড়োই ক্ষমাশীল, মহা দয়ালু।

সূরা ফালাক

৫ আয়াত, ১ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ

(٢) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ

(٣) وَ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ

(٤) وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِی الْعُقَدِ ۙ

১. বল, 'আমি শরণ লইতেছি ঊষার স্রষ্টার ।[১]

২. 'তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট হতে ।[২]

৩. 'অনিষ্ট হতে রাতে যখন উহা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় ।[৩]

৪. এবং সেই সমস্ত নারীদের অনিষ্ট হতে, যারা গ্রন্থিতে ফুৎকার দেয় ।[৪]

---

১. অর্থাৎ যিনি রজনীর তমসা বিদীর্ণ করে ভোরের আলোর উদ্ভব ঘটান ।

২. অর্থাৎ এমন যে কোন মাখ্‌লূক, যার মধ্যে কোন রকম অনিষ্ট আছে, তার অনিষ্ট থেকে আমি পানাহ চাই । আলোচনার প্রাসঙ্গিকতায় পরে কতিপয় বিশেষ জিনিসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে ।

৩. অর্থাৎ রজনীর অন্ধকার । কারণ, অধিকাংশ অনিষ্ট, বিশেষ করে জাদু ইত্যাদি রাত্রেই করা হয় । কিংবা চন্দ্র গ্রহণ অথবা সূর্যাস্ত বুঝানো হয়েছে । হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "সব রকম অন্ধকার এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-যাহিরের ও বাতিনের, অভাব-অনটনের, পেরেশানী-অস্থিরতার ও গুমরাহীর" ।

(৫) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

৫. 'এবং অনিষ্ট হতে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।'[৫]

নবীজীকে জাদু করার ঘটনা

৪. এর দ্বারা সেসব নারী বা ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যারা জাদু করার সময় কিছু পড়ে, সুতা, রশি বা চুলে ফুঁৎকার দিয়ে তাতে গিরা দেয়। লবীদ ইব্‌ন আছাম মহানবী (সা)-এর উপর যে জাদু করেছিল, তাফসীরকারগণ সে সম্পর্কে লিখেন যে, তাতে কতক বালিকাও জড়িত ছিল। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

৫. হযরত শাহ সাহেব (র) লিখেন, "তখন তার টোকা লাগে। টোকা বা নযরলাগা নিসন্দেহে একটা বাস্তব বিষয়"। কিন্তু অধিকাংশ তাফসীরকারের মতে– এর অর্থ হচ্ছে হিংসুক যখন তার মনের অবস্থাকে সংযত করতে না পারে এবং কার্যত হিংসা প্রকাশ করে, তখন তার অনিষ্ট থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করতে হবে। কোন মানুষের মনে যদি অনিচ্ছাকৃত হিংসা জাগে এবং সে নিজের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে যাকে হিংসা করছে, তার সঙ্গে সে রকম কোন আচরণ না করে, তবে তা এর অন্তর্গত নয়। উপরন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে, হিংসার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্ কাউকে যে নিআমত দান করেছেন, তার বিনাশ কামনা করা। অবশ্য এমন কামনা করা যে, আমাকেও অনুরূপ বা তার চেয়ে বেশী নিআমত দেয়া হোক, এটা 'হাসাদ (হিংসা)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়, এটাকে আরবীতে বলা হয় গিবতা। বুখারী শরীফের হাদীস। দুটি জিনিস ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে হিংসা করা বৈধ নয়, হিংসা করার অনুমতি নেই। এখানে হিংসার অর্থ গিবতা (অপরের ধ্বংস কামনা না করে তার অনুরূপ বা অধিক আকাঙ্ক্ষা করা)।

সূরা নাস

৬ আয়াত, ১ রুকূ', মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

॥ দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে ॥

(١) قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ

(٢) مَلِكِ النَّاسِ ۙ

(٣) اِلٰهِ النَّاسِ ۙ

(٤) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ

(٥) الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ

১. বল,' আমি শরণ লইতেছি মানুষের প্রতিপালকের,

২. 'মানুষের অধিপতির ।[১]

৩. 'মানুষের ইলাহের নিকট ।

৪. 'আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণা দাতার অনিষ্ট হতে ।[২]

৫. 'যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে ।

আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়্যাত-বাদশাহ

১. যদিও আল্লাহ্ তা'আলার রবুবিয়্যাত-বাদশাহী ইত্যাদির প্রভাব সমগ্র সৃষ্টি জগতকে অন্তর্ভুক্ত করে রেখেছে; কিন্তু মানুষের মধ্যে এসব গুণের যেরূপ পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে, অন্য কোন সৃষ্টির মধ্যে তদ্রূপ প্রকাশ ঘটেনি। তাই 'রব', 'মালিক' ইত্যাদিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে মানুষের সাথে। অনন্তর কুমন্ত্রণার শিকার হওয়া মানুষ ব্যতীত অন্য কোন মখলুকের বৈশিষ্ট্যও নয়।

(٦) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۟

৬. 'জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।'[৩]

শয়তানের কারসাজি

২. শয়তান দৃষ্টির অন্তরালে থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ফুসলায়। মানুষ যতক্ষণ অসচেতন থাকে, ততক্ষণ শয়তানের আধিপত্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সে যখন সচেতন হয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, শয়তান তৎক্ষণাৎ পিছু হটে যায়।

মানুষ শয়তান ও জিন শয়তান

৩. শয়তান জিন্নদের মধ্যেও আছে, মানুষের মধ্যেও।

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِىْ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا -

"আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য নিযুক্ত করে দিয়েছি মানব শয়তান এবং জিন শয়তান। তারা একে অপরকে ধোঁকা দেয়ার জন্য কারুকার্যমন্ডিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়" (সূরা আনআম ঃ ১১২)।

আল্লাহ্ তা'আলা উভয় শয়তান থেকে আমাদেরকে হিফাযতে রাখুন।

পরিশিষ্ট

এই সূরা দুইটির তাফসীর বিজ্ঞ আলিমগণ অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। হাফিয ইব্‌ন কায়্যিম, ইমাম রাযী, ইব্‌ন সীনা, শাহ্ আবদুল আযীয (র) প্রমুখ মনীষীর বক্তব্য উদ্ধৃত করার অবকাশ এখানে নেই। আমরা এখানে একজন সেরা আলেম হযরত কাসেম নানুতুবী (র)-এর বক্তব্যের সার নির্যাস উপস্থাপন করছি, যাতে কুরআনের অবারিত উপকারিতার সুন্দর সমাপ্তি ঘটতে পারে।

"এটা এক প্রাকৃতিক ও সাধারণ নিয়ম যে, বাগানে যখন কোন নতুন চারা মাটি ভেদ করে বীজ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন মালী চারাটিকে সংরক্ষণ করার জন্য সমস্ত চেষ্টা ও শক্তি নিয়োজিত করে। চারা গাছটি যতক্ষণ আসমানী যমীনী সমস্ত আপদ থেকে নিরাপদ থেকে তার পূর্ণতার সীমায় উপনীত না হয়, ততক্ষণ অনেক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কাটাতে হয়, হতে হয় তাকে ঘর্মাক্ত। এখন ভেবে দেখতে হবে যে, চারার জীবনবিনাশী বা তার ফল ভোগ করা থেকে মালীকে বঞ্চিত করতে পারে এমন কোন্ সব আপন রয়েছে, যার অনিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিজের চেষ্টাকে সফল করতে মালীকে সদা তৎপর থাকতে হয়। সামান্য চিন্তা করলেই জানা যাবে যে, প্রায়ই এসব আপন দেখা দিতে পারে চার ভাবে। সেগুলোর মূলোৎপাটনের জন্য মালীর চারটি বিষয়ের অতি প্রয়োজন। (এক) সজীভুক প্রাণীর আক্রমণ প্রতিহত করতে হবে যাতে তা চারা গাছটি পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। (দুই) কূপ, নহর বা বৃষ্টির পানি ও বায়ু আর সূর্যের তাপ (মোটকথা, জীবন ধারণ ও বিকাশ সাধনের সমস্ত উপায়-উপকরণ) চারা গাছ পর্যন্ত পৌঁছার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। (তিন) উপর থেকে চারার তাপরুদ্ধকর বরফ, শিশির ইত্যাদি যেন তার ওপর পড়তে না পারে। কারণ, এটা তার ও প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত করে। (চার) বাগানের মালিকের কোন দুশমন বা কোন হিংসুক যাতে চারার পাতা, ডাল-পালা ইত্যাদি কাটতে না পারে, বা চারাটিকে সমূলে উৎপাটিত করতে না পারে।

বাগানের মালিক যদি এই চারটি বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, তাহলে সে আল্লাহ্‌র নিকট আশা রাখতে পারে যে, এখন চারাটা বেড়ে উঠবে, ফলে-ফুলে ভরে উঠবে এবং তার ফলে ভরা শাখা দ্বারা মানুষ উপকৃত হবে। ঠিক তেমনিভাবে আসমান-যমীনের স্রষ্টার নিকট (যিনি প্রভাতের পালনকর্তা এবং বীজ ও শস্যের উদগাতা এবং বিশ্ব-বাগানের সত্যিকার মালিক ও প্রতিপালক) আমাদের অস্তিত্বের চারা ও ঈমানের চারা সম্পর্কে উপরে বর্ণিত চার ধরনের আপদ থেকে পানাহ চাইতে হবে। সুতরাং জানতে হবে, যেভাবে সজীভুক প্রাণীর ক্ষতি সাধন কেবল তাদের স্বভাবের দাবির মধ্যে নিহিত রয়েছে। তদ্রূপ مَا خَلَقَ -এর সহিত شَرّ -এর সংযোগ এদিকে ইঙ্গিত করে যে, এই شَرّ (অনিষ্ট) সৃষ্টি জীব হিসাবে মানুষের মধ্যে নিহিত আছে এবং সেগুলো বাস্তবে প্রকাশ পাওয়ার মধ্যে তাদের স্বভাব-প্রকৃতি ও জন্মগত দাবী ছাড়া অন্য কোন কারণের ভূমিকা নেই; যেমনটি প্রত্যক্ষ করা যায় সাপ-বিছা ইত্যাদি হিংস্র জন্তুর মধ্যে। "বিছার দর্শন নয় কোন কারণ, নিছক তার স্বভাবই এমন"।

এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ থেকে পানাহ চাওয়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। তাফসীরকারদের মতে এর অর্থ হয় রজনী, যখন গহীন অন্ধকার বিস্তার লাভ

করে অথবা সূর্য, যখন তা অস্তমিত হয়, অথবা চাঁদ, যখন তাতে গ্রহণ লাগে। এসব অর্থের যে কোনটি গ্রহণ করা যায়। এতটুকু কথা নিশ্চিত যে, 'গাসিক' (অন্ধকার) থেকে কোন অনিষ্টের সৃষ্টি হওয়া নির্ভর করে 'উকুব' (কোন জিনিসের নিচে লুকিয়ে যাওয়া)-এর উপর এটা স্পষ্ট যে, উকুব (লুকিয়ে যাওয়া)-এর অর্থ হলো আমাদের সঙ্গে একটা বস্তুর সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া এবং তার আত্মপ্রকাশের সময় আমাদের যে উপকার হতো, এখন আর তা হয় না। কিন্তু যখন অবস্থা এই তখন এ কারণ এবং কারণের স্রষ্টার এ দৃষ্টান্ত অন্য কোন ক্ষেত্রে খাটে না। কেননা কারণ-। কেননা, কারণ ও এর স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রকাশ কারণের উপর নির্ভর করে। আর যতক্ষণ কারণের স্রষ্টার সঙ্গে কারণের সম্পর্ক স্থাপিত না হবে, ততক্ষণ কোন কারণের স্রষ্টাই তার কারণে সফল হতে পারে না। আর এ কথাটাই দ্বিতীয় প্রকারে আমরা বিবৃত করেছি এভাবে যে, বায়ু, পানি ও সূর্যের তাপ (মোটকথা, জীবন ধারণ ও বিকাশ লাভের সমুদয় উপকরণ)-এর যদি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে সম্পূর্ণ চারাটাই ফ্যাকাশে হয়ে শুকিয়ে যাবে।

এরপর তিন নম্বরে نفاثات فى العقد থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার কথা বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি বলেছি যে, এর অর্থ হচ্ছে যাদুটোনা নির্ভর কর্মকাণ্ড। যারা জাদুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তারা একথাও স্বীকার করেন যে, জাদুর ফলে জাদুগ্রস্ত ব্যক্তির উপর এমন সব বিষয় ক্রিয়াশীল হয় যাতে স্বভাব-প্রকৃতির মূল চিহ্ন পরাভূত হয়ে চাপা পড়ে যায়। তাহলে জাদুর এ আপদ সে আপদের সঙ্গে অনেক সামঞ্জস্যপূর্ণ, যে অপদ সৃষ্টি হয় চারার উপরে বরফ ইত্যাদি পতিত হওয়ার এবং স্বাভাবিক তাপ রুদ্ধ হওয়ার কারণে তার প্রবৃদ্ধির উপর যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে তার সাথে জাদুর উক্ত প্রতিক্রিয়ার সামঞ্জস্য রয়েছে। লবীদ ইব্‌ন আ'ছাম-এর কাহিনীতে বলা হয়েছে;

فَقَامَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَاَنَّمَا اُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ

তা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, কোন বস্তু আরোপিত হয়ে মহানবী (সা)-এর স্বভাব-প্রকৃতির চাহিদাকে আচ্ছন্ন করেছিল, যা হযরত জিবরাঈল (আ)-এর 'তাআব্বুয' (পানাহ চাওয়া) দ্বারা আল্লাহ্‌র হুকুমে দূর হয়ে গেছে। যেসব আপদ থেকে দূরে থাকা জরুরী করা হয়েছে, এখন সে সবের মধ্যে কেবল একটা সর্বশেষ স্তর অবশিষ্ট রয়েছে। অর্থাৎ বাগানের মালিকের কোন দুশমন শত্রুতা বা হিংসার বশবর্তী হয়ে চারা গাছকে শিকড়সহ উপড়ে ফেললো, বা চারার ডাল-পালা ও পাতা-পল্লব কেটে ফেললো, شر (অনিষ্ট)-এর এই প্রভাবকে مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ বাক্যাংশ স্পষ্ট করে দিয়েছে।

হাঁ, এই আলোচনায় যদি কোন কমতি থাকে তবে তা কেবল এতটুকু যে, কখনো কখনো বীজকে এ চারটি আপদের মধ্যে কোনটির মুকাবিলা করতে হয় না। কিন্তু চারা গাছ উপ্ত হওয়ার আগেই পিঁপড়া ইত্যাদি মাটির অভ্যন্তর থেকে বীজের ভেতরের গাছ উৎপন্নকারী বিশেষ মূল্যবান পদার্থ বা উপাদানটা চুষে নিলো। অথবা দানা-বীজের ভেতর থেকে ঘুণে ধরে তাকে অন্তসারশূন্য করে ফেললো। ফলে আর চারা উদগতই হতে পারলো না, তখন তা আর লালনযোগ্যই থাকলো না।

খুব সম্ভব এই ভাস্যভাসা কমতি পূরণ করার জন্যই পরবর্তী সূরায় এ থেকে পানাহ চাওয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে। কারণ, الوسواس الخناس। হচ্ছে সেসব বিপর্যয়কর শংকার নাম, যা প্রকাশ্যে নয়, বরং বাহ্য দৃষ্টির অন্তরালে থেকেই ঈমানের শক্তিতে

ফাটল ধরায়, যার চিকিৎসা 'সমস্ত গুপ্ত জ্ঞানের অধিকারী সত্তা ছাড়া অন্য কারো অধিকারে নেই। কিন্তু যখন কুপ্ররোচনার মুকালো ঈমানের দ্বারাই সাব্যস্ত হয়েছে, তখন সেই কুপ্ররোচনা দমনের জন্য সেসব গুণ দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরা অপরিহার্য যেগুলোকে ঈমানের যে উৎসমূল বলে গণ্য করা হয় এবং যেসব দ্বারা ঈমানের সাহায্য-সহায়তা হয়।

এখন অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ তরবিয়ত আর অসীম দান দেখেই ঈমান (বশ্যতা ও স্বীকৃতি) হাসিল হয়। এরপর আমরা যখন আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল রবূবিয়্যাত-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমাদের দৃষ্টি এদিকে প্রসারিত হয় যে, তিনি রব্বুল ইয্যত, মালিকুল মুল্ক এবং সকলের সেরা রাজাধিরাজও। কারণ, সর্বাত্মক প্রতিপালনের অর্থ হচ্ছে দৈহিক ও অত্মিক সব রকমের প্রয়োজন পূরণ করা। আর এ কাজ সকল কল্যাণ ও সকল পূর্ণতার উৎস সে মহান সত্তা ভিন্ন অন্য কারো দ্বারা সাধিত হতেই পারে না, যিনি সব রকম প্রয়োজনের মালিক এবং দুনিয়ার কোন একটা বস্তুও যার কুদরতের কব্জার বাইরে থাকতে পারে না। এমন সত্তাকেই আমরা বলতে পারি মা-লিকুল মুল্ক (সর্বোচ্চ রাজাধিরাজ বা শাহানশাহ)। আর নিসন্দেহে তাঁর এ শানই হওয়া উচিত।

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ "আজকের রাজত্ব-কর্তৃত্ব কার? এক আল্লাহ্র, যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপশালী"। যেন রাজত্ব-কর্তৃত্ব এমন একটা শক্তির নাম, যার ক্রিয়া রবূবিয়্যাত নামে অভিহিত। কারণ, কামেল রবূবিয়্যাত (পরিপূর্ণ প্রতিপালন) হলো কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ প্রতিরোধের সারকথা। আর এ দুটো কার্য সাধন করাই হচ্ছে সর্বাধিরাজের কাজ। এরপর আরো একটু সম্মুখে অগ্রসর হয়ে আমরা সন্ধান লাভ করি যে, সর্বাধিরাজ বলেই তিনি ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য, তিনি মা'বূদ এবং ইলাহ। কারণ, মা'বূদ তাঁকেই বলা হয়, যার নির্দেশের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করা হয় এবং যার হুকুমের মুকাবিলায় অন্য কারো হুকুমের আদৌ পরোয়াই করা হয় না। তাহলে এটাও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ বশ্যতা ও বন্দেগী পরিপূর্ণ ভালোবাসা ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ছাড়া কারো জন্য সমীচীন নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত অন্য কেউ এ দুটি কাজের উপযুক্ত বিবেচিত হতেই পারে না। একারণে মা'বূদ হওয়া ও ইলাহ হওয়ার গুণও কেবল সেই একক সত্তার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, যিনি একক ও অদ্বিতীয়, লা-শরীক, যাঁর কোন শরীক, সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ নেই। পাঠ কর ঃ

أَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلاَ نَفْعًا

"তোমরা কি আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদত-দাসত্ব-আনুগত্য কর, যে তোমাদের কোন ক্ষতিরও মালিক নয়, মালিক নয় কোন লাভেরও"?

মোটকথা, সর্বপ্রথম যে বৈশিষ্ট্য ঈমানের সূচনা করে তা হচ্ছে রবূরিয়্যাত। এরপর মুলকিয়্যাতের স্থান এবং সবশেষে উলূহিয়্যাতের। সুতরাং শয়তানী প্ররোচনার ক্ষয়-ক্ষতি থেকে নিজের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করবে, তার জন্য সে ভাবেই পর্যায়ক্রমে নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে যাওয়াই সমীচীন হবে, যেভাবে সূরা নাস-এ ধারাবাহিকভাবে আল্লাহ্ তা'আলা নিজের সিফাত বর্ণনা করেছেন– রাব্বিন্নাস, মালিকিন্নাস, ইলাহিন্নাস। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, যেভাবে (আশ্রয়দাতার দিক থেকে) একের পর যে তিনটি সিফাত বর্ণনা করা হয়েছে কোন

সংযোগ অব্যয় (با - واو) ব্যতীত, তেমনিভাবে যেসব বস্তুর ক্ষেত্রে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে তাঁর দিক থেকেও তিনটি সিফাত দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলোও বর্ণনা করা হয়েছে এক একটি সিফাত করে। বিষয়টা এভাবে বুঝে নেয়া যায় যে, ওয়াসওয়াসা শব্দটিকে উলূহিয়্যাত সিফাতের বিপরীতে স্থাপন করবে। কারণ যেভাবে সত্যিকার অর্থে যার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়, তিনি হচ্ছেন ইলাহুন্নাস; আর 'মালিক' এবং 'রব'-কে করা হয়েছে সে পর্যন্ত পৌঁছার শিরোনাম, তেমনি 'ওয়াসওয়াসাই হচ্ছে যেসব বস্তু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তার আসল কথা। পরে যার সিফাত (পরিচয়) বলা হয়েছে 'খান্নাস।' খান্নাস-এর তাৎপর্য এই যে, মানুষের অবহেলা অমনোযোগিতার সুযোগ সে তার মনে প্ররোচনার উদ্রেক করে এবং সচেতন হয়ে গেলে অমনি চোরের মতো কেটে পড়ে। এ ধরনের চোর-বদমাশদের পরিকল্পনা ও বাড়াবাড়ি থেকে জনগণকে নিরাপদ রাখা সমসাময়িক শাসকদের বিশেষ কর্তব্য। তাই এই সিফাত-এর বিপরীতে 'মালিকিন্নাস'-কে রাখতে হবে। আর الذى يوسوس فى صدور الناس যা খান্নাস-এর কর্মকাণ্ডেরই স্তর, যাকে আমরা চোরের ওৎ পেতে থাকার সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এটাকে 'রাব্বুন্নাস'-এর বিপরীতে (আগের আলোচনা অনুযায়ী যা হচ্ছে 'মালিকিন্নাস'-এর কার্যক্রমেরই স্তর) রাখতে হবে। এরপর লক্ষ্য করতে হবে, যার অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে এবং যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে তাদের উভয়ের মধ্যে কতোটা পুর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বৈপরীত্য প্রকাশ পায়। (আল্লাহ্ তা'আলাই তাঁর কালামের রহস্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী অবগত)।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ কয়েকজন সাহাবী [যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা, হযরত ইব্‌ন আব্বাস ও যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা)] থেকে বর্ণিত আছে যে, কতক ইয়াহূদী নবী (সা)-কে জাদুগ্রস্ত করেছিল, যার প্রভাবে তাঁর দেহ মোবারকে এক ধরনের ব্যাধি দেখা দেয়। এ সময়টায় কখনো এমনও হয়েছে যে, তিনি কোন পার্থিব কাজ করেছেন, কিন্তু তাঁর মনে হতো যে, কাজটা বোধ হয় করা হয়নি; অথবা কোন কাজ করেনি, কিন্তু তাঁর ধারণা হতো যে, কাজটা বোধ হয় তিনি করেছেন। এ অবস্থার নিরাময়ের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এ দু'টি সূরা নাযিল করেন এবং সূরাদ্বয়ের প্রভাবে আল্লাহ্র হুকুমে জাদুর প্রতিক্রিয়া দূর হয়ে যায়। প্রকাশ থাকে যে, সহীহ্ বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ ঘটনার উল্লেখ আছে এবং অদ্যাবধি কোন মুহাদ্দিসই এ সম্পর্কে কোন রকমের বিরূপ মন্তব্য করেননি। আর এ ধরনের অবস্থা রিসালাতের পদ-মর্যাদার আদৌ পরিপন্থী নয়। যেমন কোন কোন সময় মহানবী অসুস্থ হয়েছেন, কখনো সম্বিতহারা হয়েছেন এবং কয়েকবার তাঁর নামাযে ভুলও হয়েছে এবং তিনি বলেছেন ঃ

انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكّرونى .

"আমি একজন মানুষই। তোমরা যেমন ভুলে যাও, আমিও তেমনি ভুলে যাই। অতএব আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে।"

পরে সম্বিতহারা হওয়া এবং ভুলে যাওয়ার কথা পাঠ করে কেউ হয়তো বলতে পারে, তাহলে ওহী এবং তাঁর অন্যান্য কথায় আমরা বিশ্বাস করি কিভাবে? তাতেও ভুলে যাওয়া বা ভুলচুক হওয়ার মতো কিছু ঘটতে পারে? যদি সেখানে ভুল-ভ্রান্তি প্রমাণ হওয়ার কারণে এটা অপরিহার্য হয় না যে, আল্লাহ্ প্রদত্ত ওহী ও দীন ইসলামের প্রচার-প্রসারের কার্যাবলীতেও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করতে থাকবে। কোন কোন সময় তিনি কোন কাজ

করেছেন, কিন্তু তাঁর কাছে মনে হয়, কাজটা বুঝি করা হয়নি কেবল এতটুকু কথার দ্বারা তাঁর সমস্ত শিক্ষা এবং তাঁর নবুওয়াতী কার্যাবলী থেকে আস্থা উঠে যাওয়া কেমন করে অপরিহার্য হতে পারে ? স্মরণ রাখতে হবে যে, ভুল-ভ্রান্তি, রোগ-ব্যাধি ও সম্বিতহারা হওয়া–এসব আকস্মিক বিপত্তি হচ্ছে মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভূক্ত। নবী-রাসূলগণ যদি মানুষ হয়ে থাকেন, তবে তাঁদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকা তাঁদের মর্যাদাকে খাটো করে না। অবশ্য এটা জরুরী যে, কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যদি অকাট্য যুক্তি ও সুস্পষ্ট প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, তিনি নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ্‌র রাসূল, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, আল্লাহ্ নিজেই তাঁর ইসমাত (নিষ্পাপ) রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এবং তাঁকে নিজের ওহী স্মরণ করিয়ে, বুঝিয়ে ও পৌঁছিয়ে দেয়ার দায়িত্বও তিনিই গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রচারকার্যের দায়িত্ব পালনে কোন শক্তি ব্যাঘাত ঘটাবে তা আদৌ সম্ভব নয়। নফ্‌স্, শয়তান, ব্যাধি বা জাদু, কোন কিছুই নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। কাফিরদের নবী-রাসূলগণকে জাদুগ্রস্ত বলার উদ্দেশ্য ছিল তাদের নবুওয়াত অস্বীকার করা এবং একথা প্রকাশ করা যে, জাদুর প্রভাবে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি ঠিক নেই। মনে হয় তারা মাসহূর (যাদুগ্রস্ত)-এর অর্থ করেছিল মাজনূন (পাগল) এবং আল্লাহ্‌র ওহীকে অভিহিত করছিল পাগলের প্রলাপ বলে (আল্লাহ্ পানাহ্)। এ কারণে কুরআন মজীদে তাদের প্রতিবাদ করা এবং তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা ছিল অপরিহার্য। আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ) মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের ব্যতিক্রম ছিলেন এমন দাবী কোথাও করা হয়নি। ক্ষণিকের তরেও নবী-রাসূলগণের উপর যাদুমন্ত্র সামান্য ক্রিয়াও করতে পারেনি যা তাদের নবুওয়াতী দায়িত্ব পালনের পথে অন্তরায় হতে পারে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য-২ ঃ সূরা ফালাক ও সূরা নাস কুরআন মজীদের অংশ হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের সকলেরই ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং তাঁদের যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত তা অব্যাহত ধারায় চলে আসছে। কেবল হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর মাসহাফে সূরাদ্বয়কে লিখতেন না। কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, এ সূরা দুটিও যে আল্লাহ্‌র কালাম সে ব্যাপারে তাঁরও কোন সংশয় ছিলো না। তিনিও স্বীকার করতেন যে, এগুলো আল্লাহ্‌র কালাম এবং নিঃসন্দেহে আসমান থেকে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তাঁর মতে সূরাদ্বয় নাযিলের উদ্দেশ্য ছিল ঝাড়ফুঁক ও চিকিৎসা গ্রহণ। তিলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছিল কি-না, তা তাঁর জানা ছিলো না। এ কারণে তা মাসহাফে অন্তর্ভুক্ত করা এবং সেই কুরআনে শামিল করা, যা নামায ইত্যাদিতে তিলাওয়াত করা হয়, তিনি এটাকে সতর্কতার পরিপন্থী মনে করতেন। তাফসীরে রূহুল বায়ানে বলা হয়েছে ঃ

"তিনি সূরা ফালাক ও নাসকে কুরআনের অংশ গণ্য করতেন না এবং তাঁর মাসহাফে এ দু'টি সূরা লিখতেন না। তিনি বলতেন, সূরাদ্বয় আসমান থেকে নাযিল হয়েছে এবং তা রব্বুল আলামীনের কালাম, কিন্তু মহানবী (সা) সূরাদ্বয়ের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করতেন এবং পানাহ চাইতেন। তাই তাঁর সন্দেহ হয় যে, তা কুরআন কি-না। এ কারণে তিনি তাঁর মাসহাফে সূরাদ্বয় লিখেননি" (তাফসীরে রূহুল বায়ান, ৪ খ., পৃ. ৭২৩)। কাযী আবূ বকর আল-কিল্লানী লিখেন, "সূরাদ্বয় যে কুরআন মজীদের অংশ, ইব্‌ন মাসঊদ তা অস্বীকার করতেন না। তিনি কেবল অস্বীকার করেছেন মাসহাফে তা লিখতে। কারণ তিনি মনে করতেন যে, মাস্‌হাফে কেবল তাই লিখতে

হবে, যা লিখার অনুমতি দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)। আর রাসূলুল্লাহ্ (সা) যে এ সূরাদ্বয় মাসহাফে লেখার অনুমতি দিয়েছেন, তা তিনি অবহিত হতে পারেননি" (ফাতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৭১)।

হাফিয ইব্ন হাজার আল-আসকালানী (র) আরো একজন আলিমের উক্তি উদ্ধৃত করেন ঃ "সূরাদ্বয় যে কুরআনই, এ ব্যাপারে অন্যদের সঙ্গে ইব্ন মাসউদের কোন দ্বিমত ছিলো না, দ্বিমত ছিল কেবল সূরাদ্বয়ের কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে" (ফাতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৭১)।

যাহোক, তাঁর এমতও ছিল একান্ত ব্যক্তিগত, সম্পূর্ণ নিজস্ব। বায্যার স্পষ্ট করে বলেন যে, কোন একজন সাহাবীও এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে একমত পোষণ করেননি। খুব সম্ভব অবিচ্ছিন্ন ও অব্যাহত বর্ণনা ধারায় এটাও কুরআনের পঠিত অংশ প্রমাণিত হলে তিনি তাঁর পূর্ব মতে স্থির নাও থাকতে পারেন, আর তাঁর এই ব্যক্তিগত মত সম্পর্কেও জানা যায় কেবল 'খবরে ওয়াহিদ' (একক বর্ণনা) দ্বারা, যা কুরআন মজীদের অব্যাহত বর্ণনার বিপরীতে কখনো গ্রাহ্য হতে পারে না। 'শরহুল মাওয়াকিফ' কিতাবে বলা হয়েছেঃ

"কোন কোন সূরার ক্ষেত্রে সাহাবীদের দ্বিমত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেসব বর্ণনা হচ্ছে একক ধারায় (যাকে পরিভাষায় বলা হয় খবরে ওযাহিদ), যা হচ্ছে ধারণা-অনুমানের সহায়ক। আর গোটা কুররআন মজীদ বর্ণিত হয়েছে অব্যাহত (তাওয়াতুর) ধারায়, যাতে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে। দৃঢ় প্রত্যয়ের মুকাবিলার ধারণা টিকতে পারে না। সুতরাং সেসব খবরে ওয়াহিদ এমন নয়, যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়। এরপরও আমরা যদি উল্লিখিত ক্ষেত্রে তাদের মতদ্বৈত্বতা স্বীকার করে নেই, তবুও আমরা বলবো, নবী করীম (সা)-এর উপর তা নাযিল হওয়া এবং বাক্যালংকারের ক্ষেত্রে তা উচ্চমান সম্পন্ন হওয়া এবং মানুষকে অনুরূপ বাক্য গঠনে অপারগ করে দেয়ার পর্যায়ে উপনীত হওয়া সম্পর্কে তাদের মধ্যে কোন মতদ্বৈত্বতা ছিলো না। তা যে কুরআনেরই অংশ, সে সম্পর্কেও তাদের ছিলো না কোন্ দ্বিমত। সুতরাং আমরা যে সম্পর্কে আলোচনা করছি, সে ব্যাপারে তা ক্ষতিকর নয়"।

হাফিয ইব্ন হাজার আসকালানী বলেন ঃ "কয়েকভাবে এর জবাব দেয়া হয়েছে। তার একটা হচ্ছে, হযরত ইব্ন মাসউদের সময়েও তা মুতাওয়াতির সূত্রে বর্ণিত ছিল; কিন্তু ইব্ন মাসউদের নিকট সে বর্ণনা পৌঁছেনি। আল্লাহ্র মেহেরবানীতে এভাবে জটিলতার নিরসন হয়।"

তাফসীরে রূহুল মাআনী প্রণেতা বলেন, "খুব সম্ভব ইব্ন মাসউদ (রা) এ মত প্রত্যাহার করেছেন।"

৪র্থ (শেষ) খণ্ড সমাপ্ত

ইফাবা—২০০৩-২০০৪—অঃসঃ/৪৪২৮—৩,২৫০

তাফসীরে উসমানী

চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

শায়খুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমূদুল হাসান (র)
শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী (র)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ